প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

উৎসর্গ

বাবা ও মাকে

নিবেদন

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের বেশ কিছু সংস্করণ হিন্দী ভাষায় নাগরী লিপিতে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদীর সটীক সংস্করণটি (১৯১১) প্রাচীন, মূল্যবান কিন্তু অসম্পূর্ণ। লালা ভগবান দীনের পদ্মাবৎ সংস্করণটিও (১৯২৫) সটীক এবং নির্ভরযোগ্য কিন্তু এটাও অসম্পূর্ণ সংস্করণ। এর পাঠ মোটামুটি গ্রীয়ার্সনের অনুগামী। গ্রীয়ার্সন-দ্বিবেদী সংস্করণে আছে রত্নসেন শূলী খণ্ড পর্যন্ত, আর ভগবানদীন সংস্করণ ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ডে এসে সমাপ্ত। পদমাবৎ কাব্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পূর্ণ সংস্করণ পাওয়া যাবে আরও পরবর্তী-কালে রামচন্দ্র শুক্লার বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত সটীক সম্পাদনে (১৯৩২)। মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাসমৃদ্ধ সংস্করণ (১৯৫২)। এছাড়া পদমাবৎ কাব্যের আরও বেশ কিছু সংস্করণ আছে। এর মধ্যে সূর্যকান্ত শাস্ত্রীর পদ্মাবতী সংস্করণটি (১৯৩৪) গ্রীয়ার্সন সংস্করণেরই হুবহু অনুলিপি।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য রচনার একশো বছর পরই কাব্যটি বাংলায় আলাওল কর্তৃক অনূদিত হয়। অথচ এপর্যন্ত বঙ্গলিপিতে সম্পূর্ণ পদ্মাবৎ কাব্যটি কোথাও সম্পাদিত হয় নি। পদ্মাবৎ কাব্যের আদ্যন্ত বাংলা গদ্যানুবাদও এ পর্যন্ত করা হয় নি। এ কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ শুরু করেছিলেন বহুকাল আগে গ্রীয়ার্সন এবং পচিশটি খণ্ড অনুবাদের পর অবশিষ্ট খণ্ডগুলি অনুবাদ করেছিলেন শিরেফ। সম্পূর্ণ অনুবাদটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। বাংলায় এই ধরনের কোনো সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ না থাকায় জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের সঙ্গে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যানুবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনামূলক আলোচনা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কালিকারঞ্জন কানুনগো, শহীদুল্লাহ, আলি আহসান এই তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করলেও, সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এঁদের কেউই করেন নি। জায়সী ও আলাওলের তুলনা-মূলক পাঠ দেখাতে গিয়ে আলি আহসান পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথমদিকের অনেকগুলি খণ্ডের বেশ কিছু স্তবকের বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পদ্মাবৎ কাব্যটিকে গদ্যানুবাদসহ বঙ্গীয় লিপিতে এ পর্যন্ত কেউই প্রকাশ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি সম্পাদনা করতে গিয়ে মনে হল, মূল পদ্মাবৎ কাব্যটি যতদিন না সম্পূর্ণত বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গলিপিতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হবে ততদিন পর্যন্ত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য সম্পাদনা এবং এর তুলনামূলক বিচার সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ইংরাজিতে যদিও মূল ও অনুবাদের তুলনামূলক গবেষণাটি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশ করেছেন এবং হবিবী সংস্করণের অনুসরণে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি নাগরী লিপিতে সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু তিনিও বাংলায় পদ্মাবৎ ও পদ্মাবতী কাব্য দুটি প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন নি। এই অপূর্ণতাবোধ থেকেই দুই খণ্ডে পদ্মাবতী কাব্যটিকে সম্পাদনা করা হল। প্রথম খণ্ডটিতে জায়সীর পদ্মাবৎ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটিকে ভূমিকা, পাঠান্তর ও মূলসহ উপস্থিত করতে চেয়েছি। পদ্মাবৎ কাব্যের মূল পাঠটি নেওয়া হয়েছে রামচন্দ্র শুক্লার সংস্করণটিকে অনুসরণ করে এবং পাঠান্তরে গ্রীয়ার্সন অথবা ভগবানদীন সংস্করণের পাঠটিকে প্রথম দিকে এবং পরবর্তীকালে এদের অভাবে মাতা প্রসাদ গুপ্তের পাঠ নেওয়া হয়েছে। মাঝের বেশ কিছু অধ্যায়ে পাঠান্তর দিতে না পারার জন্য সম্পাদক দুঃখিত। পাঠান্তর দেবার প্রয়োজনীয়তা এই যে, আলাওল প্রদত্তপাঠটি গ্রহণ না করে অন্য পাঠটি গ্রহণ করে থাকতে পারেন—সেই সম্ভাব্যতার কথা মনে রেখেই পাঠান্তরের অবতারণা। ভূমিকা ও মূল পাঠের নীচের গদ্যানুবাদ সম্পাদকের। গদ্যানুবাদের আবশ্যকতা হল এই যে আলাওলের অনুবাদের সঙ্গে হিন্দী না জানা পাঠক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে মূলের সমান্তরালতা বুঝতে সাহায্য করা। শেষকালে একটি শব্দার্থপঞ্জীও দেওয়া গেল কৌতূহলী পাঠকের মূলে প্রবেশ করার কুঞ্চিকা হিসাবে। লিপ্যন্তরকালে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্তঃস্থ 'ব' কে ব এবং শব্দমধ্যবর্তী হিন্দী 'ং' এর উচ্চারণকে বঙ্গীয় উচ্চারণের নিকটবর্তী করে আনা হয়েছে, যথা খংড=খণ্ড, বংদনা=বন্দনা ইত্যাদি। হিন্দী'য'-কে বাংলা'য়' এবং 'ন্হ' যুক্তাক্ষরকে বাংলা 'হ্ন' লিপি দিয়ে দেখানো হল। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি জায়সী খণ্ড বলে এখানে দেওয়া হল পদ্মাবৎ সম্পর্কিত ভূমিকা, আর দ্বিতীয় খণ্ডটি আলাওল খণ্ড হওয়ায় সেখানে থাকবে পদ্মাবতী বিষয়ক আলোচনা।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের বেশ কয়েকটি ভালো সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু আলাওলের সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর কোনো সঠিক সটীক সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয় নি। পদ্মাবতী সম্পাদনার বেশীর ভাগ কাজই হয়েছে 'বাংলা দেশ' থেকে। কিন্তু সে সবই অসম্পূর্ণ। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহের পদ্মাবতী, চট্টগ্রাম থেকে আহমদ শরীফের উদ্যোগে আবদুল করিম সম্পাদিত পদ্মাবতী এবং বাংলা-বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত আলি আহসানের 'পদ্মাবতী'—সবই পদ্মাবতীর আংশিক সম্পাদনা। পদ্মাবতীর যে সম্পূর্ণ প্রাচীনতম সংস্করণ-ত্রুটি হবিবী সংস্করণ নামে বর্তমানে এদেশের বিভিন্ন পাঠাগারে পাওয়া যায় তাকে কোনো সম্পাদনা কর্ম বলা যায় না এবং তা এত বেশী প্রমাদপূর্ণ যে তার উপর কখনও নির্ভর করা চলে না। অথচ তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল নাগরী লিপিতে একদা পদ্মাবতী কাব্যটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। এদেশে বসে আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্পাদনার প্রধান অসুবিধা হল পুথির অভাব। সারা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পদ্মাবতীর কোনো পুথি না থাকায় এ পর্যন্ত এই গ্রন্থের সঠিক সম্পাদনায় কেউই এগিয়ে আসেন নি। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশে এর পুথির অভাব নেই। বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ্মাবতীর অনেকগুলি পুথি রক্ষিত আছে। সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমীর কর্মী জলিল সাহেবের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বাংলা একাডেমীর দুখানি পুথির জেরক্স কপি বর্তমান সম্পাদকের কাছে এসে পৌছায়। সেই পুথি দুখানির পাঠ ছাপা সংস্করণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে এবং প্রতি স্তবকে স্তবকে মূল পদ্মাবতের সঙ্গে তুলনা করে আলাওলের পদ্মাবতীর একটি সম্পূর্ণ সটীক সংস্করণ প্রকাশ করা হল এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

জায়সীর পদ্মাবৎ ও আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থ সম্পাদনা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউই সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। আমি যে পারি নি সেটা বলা বাহুল্য। তবে পদ্মাবৎ-এর কোনো বঙ্গলিপি সংস্করণ ছিল না, আলাওলের পদ্মাবতীরও সম্পূর্ণ কোনো সটীক সংস্করণ নেই। অথচ পদ্মাবতী কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। সুতরাং গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সম্পাদনা করে যদি ছাত্রছাত্রীদের কাছে মূল পদ্মাবৎ ও তার অনুবাদ গ্রন্থের তুলনামূলক পরিচয় করিয়ে দিতে পারি তবেই সম্পাদকের যাবতীয় পরিশ্রমের বিশেষ সার্থকতা।

দুইখণ্ডে 'পদ্মাবতী' প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদক বহুজনের কাছে ঋণী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের আনুকূল্য ব্যতীত পদ্মাবতীর মূল ও অনুবাদ খণ্ডের এই বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এইজন্য রাজ্য পুস্তক পর্ষদের বিদ্যাসমিতি আমার ধন্যবাদার্হ। এই খণ্ডদ্বয়ের পর্যবেক্ষকরূপে যাঁরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ এবং ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয়। উৎসাহদাতারূপে ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আমার এ কাজে যাঁরা যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন এবং যাঁরা প্রকাশ্যে ও গোপনে বিরোধিতা করে আমার উৎসাহ আরও বর্ধিত করেছেন তাঁদের সকলকেই অশেষ ধন্যবাদ।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

মালিক মুহম্মদ জায়সীর জীবনকথা

৯৩৬ হিজিরায় রচিত জায়সীর আখিরি কলাম গ্রন্থ থেকে জানা যায় ৯০০ হিজিরা বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোনো এক ভূমিকম্পের দিনে জায়স নগরে তাঁর জন্ম হয়। ঐ গ্রন্থে একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। আখিরি কলাম গ্রন্থে দিল্লীর সম্রাটরূপে 'বাবুর শাহের' নাম আছে। সুতরাং গ্রন্থটি বাবরশাহের রাজত্বকালের মধ্যে (১৫২৬-৩০) রচিত। পরবর্তী গ্রন্থ পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথম দিকে অস্তুতিখণ্ডের ত্রয়োদশ স্তবক থেকে সপ্তদশ স্তবক পর্যন্ত শেরশাহের নামে রাজপ্রশস্তি বর্তমান। কাব্যের রচনারম্ভকালরূপে অস্তুতিখণ্ডের চতুর্বিংশ স্তবকে ৯৪৭ হিজিরা বা ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। শেরশাহের রাজত্বকালও ঐতিহাসিক মতে ১৫৪০-১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং পদ্মাবৎ কাব্য রচনা যখন শুরু হয় তখন কবি পঞ্চাশের কাছাকাছি। অথচ কাব্যের সমাপ্তি স্তবকে কবি নিজের বৃদ্ধাবস্থার উল্লেখ করেছেন। এর থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে কাব্যটি শেরশাহের রাজত্বকালের প্রথম বছরে শুরু হলেও মহাকাব্যোপম এই সুবৃহৎ কাব্যটি শেষ করতে করতে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অথবা এর পরে তিনি অখরাবট গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। কবির মৃত্যুকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।

পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতিখণ্ডের একবিংশ স্তবক থেকে চতুর্বিংশ স্তবকের মধ্যে জায়সী নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য দিয়েছেন। একবিংশ স্তবকে আছে জায়সীর এক শ্রবণ এবং এক নয়নের কথা, সম্ভবতঃ বসন্ত রোগের আক্রমণে কবির অপর চোখ ও কান নষ্ট হয়েছিল। দ্বাবিংশ স্তবকে আছে কবির চারজন বন্ধুর কথা। ত্রয়োবিংশ স্তবকে আছে জায়স নগরের প্রসঙ্গ। আর চতুর্বিংশ স্তবকে আছে কাব্যরচনারম্ভের কালনির্দেশ। এছাড়া অস্তুতিখণ্ডের অষ্টাদশ স্তবক থেকে বিংশ স্তবক পর্যন্ত জায়সীর গুরুপরম্পরার পরিচয় আছে। সূফী সম্প্রদায়ের যে প্রধান ধারা, নকশ্‌বন্দী, চিশতী, সুহরাবর্দী এবং কাদিরী,—এর মধ্যে মুঈনুদ্দীন চিশতীর সম্প্রদায়ভুক্ত শেখ মুহীউদ্দীন ছিলেন জায়সীর গুরু। জায়সীর জীবন সম্পর্কে নানাবিধ কিংবদন্তী আছে। তদনুসারে তিনি তাঁর জীবনের অন্ত্যপর্বে অমেথীর রাজার সাদর আশ্রয় লাভ করেন। কথিত আছে, পদ্মাবৎ কাব্যের অন্তর্গত নাগমতির বারোমাসী শুনে অমেথীর রাজা প্রীত হয়ে জায়সীকে সসম্মানে তাঁর রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং এখানেই কাব্যটি সমাপ্ত হয়।

পদ্মাবৎ-এর কাহিনী প্রসঙ্গ

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ ঠিক ঐতিহাসিক কাব্য নয়, কিছুটা ইতিহাস মিশ্রিত এবং কিছুটা রূপকথাধর্মী ও তাত্ত্বিক রূপকখচিত প্রেমকাব্য। কাব্যটির দুটি ভাগ। প্রথমটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যান, রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতী কাহিনী এবং দ্বিতীয়টি অর্ধ-ঐতিহাসিক আখ্যান—আলাউদ্দীন-রত্নসেন-পদ্মাবতী প্রসঙ্গ।

সিংহলের রাজা গন্ধর্বসেনের কন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখীর নাম হিরামন। যৌবনবতী পদ্মাবতীর জন্য শুকপাখীর দেশদেশান্তর খুঁজে বর আনার প্রস্তাবে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাখীটিকে মেরে ফেলবার আদেশ দিলে পদ্মাবতীর অনুরোধে তার প্রাণরক্ষা হল বটে কিন্তু হিরামন একদিন উড়ে পালাতে গিয়ে এক ব্যাধের হাতে ধরা পড়ল এবং সিংহলের হাটে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রীত হয়ে চিতোর দেশে উপনীত হল। নাগমতির স্বামী রত্নসেন তখন চিতোরের রাজা। এক লক্ষ টাকায় তাঁর কাছে বিক্রীত হল সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর শুকপাখী। শুকপাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে নাগমতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যার আদেশ দিলেন কিন্তু ধাত্রীর করুণায় হিরামনের প্রাণরক্ষা হল এবং রাজা রত্নসেন যথাসময়ে শুকের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে শুকপাখীকে নিয়ে যোগীর ছদ্মবেশে সিংহলে গমন করলেন। সেখানে শুকপাখীর সাহায্যে রত্নসেন ও পদ্মাবতীর গোপন সাক্ষাৎ হল এবং প্রাথমিক বাধাবিপত্তির পর অবশেষে হরগৌরীর সহায়তায় রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ হল। এদিকে পক্ষীমুখে নাগমতির দুঃখের কথা শুনে পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন,—পথিমধ্যে সমুদ্র-পরীক্ষার সংকট এবং পরিশেষে পদ্মাবতীকে নিয়ে রাজার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। অতঃপর নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের দাম্পত্য জীবন যাপন এবং নাগমতির গর্ভে নাগসেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে রত্নসেনের দুটি পুত্রলাভ।

এই পর্যন্ত পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথমাংশ। অতঃপর শুরু হল এ কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ। যাদুবলে প্রতিপদ তিথিতে দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখিয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদবর্গকে প্রতারিত করার অপরাধে রাঘবচেতন নামক এক ব্রাহ্মণকে রত্নসেন চিতোর থেকে নির্বাসনদণ্ড দিলে ব্রাহ্মণের

বিদায়কালে পদ্মাবতী তাঁকে একটি কঙ্কণ প্রদান করলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ রাঘবচেতন দিল্লীতে গিয়ে সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে সেই কঙ্কণ প্রদর্শন করলে বিমোহিত সুলতান দূত প্রেরণ করে রত্নসেনের কাছে পদ্মাবতীকে দাবী জানালেন। ক্রুদ্ধ রত্নসেন এই অন্যায় দাবী প্রত্যাখ্যান করায় আলাউদ্দীন দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ করে রইলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে না পেরে কপট সন্ধি করলেন। সুলতান রত্নসেন কর্তৃক চিতোর গড়ের ভিতর আমন্ত্রিত হয়ে দর্পণে পদ্মাবতীর রূপ দর্শন করে বিহ্বল হলেন এবং দুর্গের সিংহদ্বার থেকে বিদায় মুহূর্তে অকস্মাৎ কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন। রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে কুম্ভলনের নৃপতি দেবপাল পদ্মাবতীর কাছে যেমন কুমুদিনী নাম্নী এক দূতীকে পাঠালেন তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে আসার জন্য তেমনি স্বয়ং সুলতান আলাউদ্দীনও একই উদ্দেশ্যে এক দূতীকে প্রেরণ করলেন পদ্মাবতীকে বশ করার জন্য, কিন্তু দুজনেই পর পর ব্যর্থ ও প্রথমজন লাঞ্ছিতা হল। অতঃপর রত্নসেনের সেনাপতি গোরা ও বাদলের কূটবুদ্ধিতে অন্তঃপুরিকা রমণীর ছদ্মবেশে রাজপুত যোদ্ধগণ দিল্লীতে গিয়ে পদ্মাবতী-সাক্ষাতের ছলনায় রত্নসেনকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল, কেবল পশ্চাদ্ধাবিত সুলতান সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বীর গোরা নিহত হল। চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর কাছে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে ক্রুদ্ধ রত্নসেন দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেবপালকে স্বহস্তে নিধন করলেন এবং স্বয়ং আহত হয়ে রাজ্যে আগমন করে মৃত্যুবরণ করলেন। নাগমতি ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করলেন। এবার যুদ্ধে রাজপুতবীরসহ বাদলও নিহত হলেন। সুলতান চিতোর অধিকার করলেন এবং ভস্মাবশেষ দেখে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

পদ্মাবৎ কাব্যের ঐতিহাসিকতা

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে দেখা যায় যে এ কাব্যের প্রথমাংশের রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর রোমান্স কাহিনীটি ঐতিহাসিক জগৎ থেকে বহু দূরবর্তী,—ভারতীয় কাব্যকাহিনীর অনেক কাছাকাছি। রত্নসেন নামটি অবশ্য ঐতিহাসিক কিন্তু শুকপাখীর দৌত্যে নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যান ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে এবং প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিতে বহু প্রচলিত। শুক পাখীর দৌত্যে রত্নসেনের পদ্মাবতী লাভের অনুরূপ বৃত্তান্ত আছে পঞ্চদশ শতকে রচিত শিবদাসের রচিত সংস্কৃত গল্পে যার নায়ক রূপসেন, নায়িকা চন্দ্রাবতী এবং পাখীর নাম চূড়ামন। শুকপাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা শুনে নাগমতির ঈর্ষা প্রভৃতি ব্যাপারও অযোধ্যায় প্রচলিত হিন্দী লোককথার মধ্যে পাওয়া যায়। এছাড়া নায়িকার জন্য ছদ্মবেশী নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান, ধরা পড়ে বন্দী অবস্থায় নায়কের প্রাণদণ্ডের জন্য মশানে আগমন এবং দেবকৃপায় নায়কের জীবন রক্ষা ও প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপনের পর নায়িকার সঙ্গে বিবাহ সংঘটন—এই জাতীয় কাহিনী ভারতীয় গল্পের উত্তরাধিকার সূত্রে পদ্মাবৎ এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মধ্যে উপনীত হয়েছে। আবার চন্দ বরদাই রচিত পৃথ্বীরাজরাসৌ গ্রন্থে যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে সেখানে পৃথ্বীরাজ মহিষী পদ্মাবতীর প্রথম যৌবনোন্মেষ, শুকের সঙ্গে কথোপকথন, শুকের দৌত্য এবং পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পদ্মাবতীলাভ ইত্যাদি প্রচলিত কাব্যকাহিনীর ঐতিহ্যও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। সুতরাং নাগমতি পদ্মাবতী প্রভৃতি কল্পিত চরিত্র অবলম্বনে এ কাব্যের প্রথমাংশ কিছুটা ঐতিহ্য অবলম্বনে কিছুটা প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করে রচিত। এ কাব্যের সিংহল বৃত্তান্তের কোনোই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

আলাউদ্দীন-পদ্মিনী সংক্রান্ত সমকালীন কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের দ্বিতীয়াংশের কাহিনী কল্পনারও বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর জয়ের ঘটনাটি অবশ্য ঐতিহাসিক। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী আলাউদ্দীন চিতোর অভিযান করেন এবং ২৬শে আগস্ট চিতোর অধিকৃত হয়। আর সে সময় বাস্তবিকই চিতোরের রাণা ছিলেন রত্নসেন (টডে আছে 'ভীম সী', আইন-ই-আকবরীতে 'রতন সী')। ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে রাণা সমর সিংহের পর একবছর সাতমাসের জন্য চিতোরের রাণা হয়েছিলেন রত্নসেন। এই সময়েই আলাউদ্দীন চিতোর জয় সম্পূর্ণ করে নিজের পুত্র খিজির খানকে চিতোরের অধিপতি করেন এবং চিতোরের নতুন নাম রাখেন 'খিজিরাবাদ'। আলাউদ্দীন প্রথম অভিযানেই চিতোর জয় করে রত্নসেনকে পরাজিত করেন। জায়সীর কাব্যে বর্ণিত আলাউদ্দীনের দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধ ও সন্ধি প্রস্তাব এবং দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় চিতোর অধিকারের কাহিনী অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক।

আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের সময় প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক আমীর খসরু এবং সুলতানের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যথা, নিজামুদ্দীন, মওলানা উসামী এবং জিয়াউদ্দীন বরণী প্রমুখ যাঁরাই চিতোর জয়ের বিবরণ লিখেছেন তাঁরা কেউই আলাউদ্দীন-পদ্মিনী প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ করেন নি। পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের কাহিনী সত্য হলে সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরু নিশ্চয় তার উল্লেখ করতেন। আলাউদ্দীন-পদ্মিনী উপাখ্যান সম্ভবত পরবর্তীকালের কিংবদন্তী—যা প্রথম বর্ণিত হয়েছে রাজপুত বীরত্ব গাথা 'খুমান রাসো'য়। এই কাহিনী পল্লবিত হয়ে অতঃপর স্থান পেয়েছে আকবরের রাজত্বকালে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে,

জাহাঙ্গীরের সময়ে লেখা ফিরিস্তার 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' গ্রন্থে এবং আধুনিক কালে টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' পুস্তকে। ইতিপূর্বে জায়সীও সমকালীন লোকগাথাকে অনুসরণ করেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের সময়কাল থেকে জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য রচনার সময়কালের মধ্যে প্রায় আড়াইশো বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে আলাউদ্দীনের চিতোর জয়ের সঙ্গে পদ্মিনী উপাখ্যানকে জড়িয়ে গড়ে উঠেছিল এক ইতিহাসাশ্রিত কিংবদন্তী। এই কিংবদন্তীর পিছনে ছিল কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা, কিছু বা প্রচলিত কাব্যকাহিনী। পদ্মাবৎ কাব্যের পদ্মাবতী-প্রসঙ্গ অনৈতিহাসিক বটে কিন্তু তা আসলে সুলতান আলাউদ্দীনের গুজরাট জয় করে রাজা কর্ণের মহিষী কমলাদেবীকে বিবাহ করে আনার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। ইতিহাসে আলাউদ্দীনের রমণী-প্রীতির নিদর্শন থেকেই পদ্মিনীর দৃষ্টান্তটি কল্পিত। এছাড়া জায়সীর উপাখ্যানে পিতাপুত্র সম্পর্কান্বিত রাজপুত বীর গোরা-বাদলের যে চরিত্র দুটি আছে তাও ইতিহাস সমর্থিত নয়। ইতিহাসে গোরা উপাধিযুক্ত বাদল নামে এক রাজপুত সর্দারের পরিচয় আছে যিনি মাণ্ডুর সুলতান গিয়াসউদ্দীন খলজীকে পরাস্ত করে বহু মুসলমানকে হত্যা করেন। রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ও কাল্পনিক, ইতিহাস এদের সমর্থন করে না। কুম্ভলনের রাজা দেবপালের কাহিনীটি কাল্পনিক। কুম্ভলনের বা কুম্ভলমীর দুর্গ নির্মিত হয়েছিল রত্নসেনের মৃত্যুর ১৬০ বৎসর পরে। রত্নসেন আলাউদ্দীনের হাতেই নিহত হন। এ ছাড়া পদ্মাবৎ কাব্যে বর্ণিত রত্নসেন-উদ্ধারের জন্য পালকীতে রাজপুত রমণীদের ছদ্মবেশে রাজপুত যোদ্ধাদের আত্মগোপন চাতুরীও আলাউদ্দীনের সমকালীন ঘটনা নয়, জায়সীর সমকালীন একটি ঘটনা থেকে সম্ভবত গৃহীত। ঘটনাটি শেরশাহের রোটাস দুর্গ আক্রমণ (১৫৪২ খ্রীঃ) চাতুর্যকেই স্মরণ করায়। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মাবৎ রচনা আরম্ভ হলেও, এ কাব্যের শেষাংশে পৌছাতে জায়সী বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং রত্নসেন-উদ্ধারখণ্ড বর্ণনাকালে সমসাময়িক ঘটনাটি যদি তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পদ্মাবৎ কাব্যে রহস্যবাদ ও সূফী প্রভাব

মালিক মুহম্মদ জায়সী ছিলেন চিশ্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সুফী। মুঈনু-দ-দীন চিশ্‌তী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে। এই সম্প্রদায়ের পীর নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার দশম পুরুষ শেখ মুহীউদ্দীনের শিষ্য ছিলেন জায়সী। তিনি ছিলেন তত্ত্বরসিক সুফী সাধক। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা সত্ত্বেও অন্য ধর্মকেও তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না। ভক্তের বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। কবীরকে তিনি বড় সাধক বলে স্বীকার করলেও কবীরের মতো তিনি বিধিবিরোধী ছিলেন না, শাস্ত্রবিধি ও লোকাচারে তাঁর আস্থা ছিল।

সুফী সাধনায় পাঁচটি অবস্থার কথা বলা হয়। ঈমান্ বা বিশ্বাস। ঘয়ব বা অদৃশ্য সত্তাতে বিশ্বাস সুফী সাধনার প্রথম স্তর। দ্বিতীয়ত তলব বা সেই অদৃশ্য সত্তার অনুসন্ধান। তৃতীয়ত ইরফান বা অদৃশ্য সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। চতুর্থত ফণা, অর্থাৎ সেই অদৃশ্য সত্তার কাছে আত্মনিবেদন। সর্বশেষে বকা, অর্থাৎ সেই অদৃশ্য সত্তার মধ্যে চিরতরে বিলয় বা নির্বাণ লাভ।

সুফীদের মতে সুফী পন্থা হল মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংকল্পকে শুদ্ধ করার উপায়। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে মানুষের ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করাই সুফীদের পথ। এ পথে অবশ্যই একজন মুর্শিদ বা গুরুর আবশ্যক। সুফীরা অদ্বৈতবাদী। তাঁদের মতে ঈশ্বর সকল সৃষ্টির উৎস। অনন্তকাল ব্যাপী তাঁর প্রতিপত্তি অব্যাহত। সৃষ্ট জীব সংসারে এসে ঈশ্বর থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন হলেও অবশেষে তাঁর কাছে ফিরে যাবেই এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হবেই। স্রষ্টার কাছে ফিরে যাবার জন্যেই তার সাধনা। জিকর বা নামজপের দ্বারা ভক্তিপথেই তাঁর সঙ্গে মিলন হবে। সুফী সাধন পদ্ধতিতে এই জন্য জিকর বা জপ, রাবিতা বা মনঃসংযোগ এবং মুরাক্কিবহ বা ধ্যান এই তিন প্রকার অন্তর সাধনের কথা বলা হয়ে থাকে।

সুফী সম্প্রদায় প্রধানত চারটি—চিশ্‌তী, সুহরাবর্দী, কাদিরী এবং নকশ্‌বন্দী। এদের মধ্যে চিশ্‌তী সম্প্রদায় প্রাচীন এবং সমন্বয়বাদী। গান বাজনা এঁদের সাধনার অঙ্গ। সঙ্গীতের সুরের মধ্যে অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়গোচর করাই এঁদের লক্ষ্য। পারসিক সুফী সম্প্রদায় ভারতীয় সংস্পর্শে এসে একদিকে অদ্বৈতবাদ অপরদিকে তান্ত্রিক যোগাচারবাদ ও কায়াসাধনাকে গ্রহণ করল। প্রেম ও বিরহবোধের সঙ্গে যুক্ত হল দেহমধ্যস্থিত ব্রহ্মাণ্ড অনুভবের যোগসাধনা এবং ষট্‌চক্র ভেদ করার কায়াসাধনা। ত্রয়োদশ শতক থেকেই ভারতীয় যোগ ও বেদান্তের প্রভাব পড়তে থাকে সুফী ধর্মের মধ্যে। সুফী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সুফী ধর্মের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে তা হল, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, দেহতত্ত্ব, বৈরাগ্যতত্ত্ব, ফণা বা নির্বাণতত্ত্ব, সেবা ও মানব প্রীতি; গুরু বা মুর্শিদবাদ, মায়াবাদ, লীলাবাদ, প্রেম ও বিরহতত্ত্ব, যোগসিদ্ধিতত্ত্ব ইত্যাদি। চিশ্‌তী সম্প্রদায়ে প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছে সামা বা গান, হালকা বা নাচ, দায়রা বা কীর্তন, হাল বা মূর্চ্ছা ইত্যাদি পরবর্তীকালের বৈষ্ণবীয় লক্ষণ।

পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথমেই অস্তুতিখণ্ডের ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনার স্তবকগুলি সুফী মতবাদের তাত্ত্বিক প্রকাশ। কাব্যের প্রথম দশটি স্তবক জুড়ে যে ঈশ্বরস্তুতি আছে তাতে একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ এবং লীলাবাদ একযোগে প্রকাশ পেয়েছে। মুর্শিদবাদ বা গুরুবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে একাদশ স্তবকে বর্ণিত জগদ্গুরু মুহম্মদের প্রশস্তিতে এবং অষ্টাদশ স্তবক থেকে বিংশ স্তবক পর্যন্ত চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের গুরুবংশস্তুতির মধ্যে। কবি সর্বশেষে নিজের গুরু মুহীউদ্দীনের প্রশস্তি করে বিংশস্তবকের দোহা অংশটিতে লিখেছেন—

'তিনি আমার সৎ গুরু, আমি তাঁর শিষ্যরূপে ভৃত্যের মতো নিয়ত বিনীত হয়ে থাকি। তাঁর জন্তই আমি সৃষ্টিকর্তার দর্শন লাভের যোগ্য হয়েছি।'

অস্তুতি খণ্ডের পর পদ্মাবৎ কাব্যের মূল কাহিনী খণ্ডেও নানাভাবে সুফী রহস্তবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কাব্যের পরিশিষ্ট অংশে উল্লিখিত একটি স্তবকে জায়সী রূপকের খোলস ছাড়িয়ে কিভাবে প্রতিপাদ্য তত্ত্বটিকে উপস্থিত করেছেন তা দেখা যেতে পারে। (অবশ্য রূপক ব্যাখ্যার এই স্তবকটি সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয়। শুক্লা সংস্করণ ছাড়া অন্য কোনো সংস্করণে স্তবকটি নেই)

আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। উর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চৌদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা, হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শুক। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ (ঈশ্বর)-কে। নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়া। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।

পদ্মাবৎ কাব্যের উক্ত রূপকব্যাখ্যার মধ্যে সুফী মতবাদের অনেক উপকরণই মিলবে। মানবশরীরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের তত্ত্ব সুফী কায়াবাদী তত্ত্ব—তা এসেছে তান্ত্রিক কায়াসাধনার থেকে।

জায়সীর অখরাবট নামক তত্ত্বনিবন্ধের একাধিক স্তবকে (৮, ১০, ১৩, ১৭) দেহভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের কথা আছে। সেখানে শরীরকে বলা হয়েছে জগৎ এবং তার মধ্যেই ধরিত্রী ও স্বর্গ মিলিত। সপ্তগ্রহের অবস্থানও শরীরের মধ্যে। পদ্মাবৎ কাব্যের সিংহল দ্বীপ খণ্ডে তাকেই সপ্তদ্বীপের রূপকে বোঝানো হয়েছে। সাতসমুদ্র খণ্ডের সপ্তসমুদ্রও এর রূপক বলে মনে করা যেতে পারে। জায়সী অখরাবটে বলেছেন শরীর হল দীপাধার, মন হল প্রদীপ, অশ্রু হল তেল এবং শ্বাস হল আলোকবর্তিকা। পদ্মাবৎ কাব্যেও শরীরের দীপাধারে বিরহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে প্রেমের আগুন জ্বালানোর কথা আছে। পূর্বোক্ত রূপক ব্যাখ্যার স্তবকটি জায়সীর স্বরচিত হলে এ কাব্যের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হল এই যে, শুকরূপ গুরুর সাহায্যে পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞার সঙ্গে রত্নসেনরূপ মন প্রেমপন্থায় মিলিত হয়ে নাগমতিরূপ দুনিয়া ধান্ধা এবং সুলতান আলাউদ্দীনরূপী মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত চিতোররূপ মানবদেহ ত্যাগ করে মুক্তি লাভ করল।

এ কাব্যের কাহিনীবৃত্ত যে সর্বত্র এই রূপকরেখাকে স্পর্শ করে অগ্রসর হয়েছে তা অবশ্য নয়। তাহলে এ কাব্যের পরিণামে রত্নসেনের সঙ্গে একই চিতাশয্যায় নাগমতি ও পদ্মাবতীর সতী হবার অর্থ থাকে না। গুরু হিসাবে শুকপাখীর কাহিনীর মাঝখানে আকস্মিক অন্তর্ধানেরও সদুত্তর দেওয়া যায় না। গোরা বাদল চরিত্রদুটিরই বা কি রূপক ব্যাখ্যা হবে? কাপুরুষ ও অসৎ দেবপালের অস্ত্রাঘাতে রত্নসেনের মৃত্যুরও ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে এ কাব্যের কাহিনী তার নিজের গতিপথে চলেছে। তার ভিতর থেকে বর্ণনায় ও পাত্রপাত্রীদের কথাবার্তা এবং আচার আচরণের মধ্যে ফুটে উঠেছে সুফী প্রেমধর্মের নানা স্বভাবলক্ষণ। সুফীসাধনা মূলত প্রেমসাধনা। পদ্মাবৎ কাব্যে জায়সী রত্নসেন ও পদ্মাবতীর এই প্রেমকেই অসামান্য রূপে প্রকাশ করেছেন। রূপের কথা শুনে যে প্রেমের উৎপত্তি সেই প্রেমের জন্য যোগী হয়ে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে অবশেষে বাঞ্ছিতালাভের সফলতা যেমন রত্নসেন প্রসঙ্গটিতে বর্ণিত, তেমনি এর বিপরীত প্রান্তে শয়তান রাঘবচেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শুনে যোগ ও সাধনাহীন সুলতানের রূপলালসার পরিণামরূপে আদর্শভ্রষ্ট প্রেমের ব্যর্থতার অপরদিকটি চিত্রিত। প্রেম সম্পর্কে যে রহস্তবাদ এ কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে তার থেকে মোটামুটি এই ধারণাগুলি পাওয়া যায়—প্রথমত, প্রেম জায়সীর কাছে এক দিব্য অনুভূতির ব্যাপার। প্রেম মানবজীবনকে বিরহের অগ্নিশোধনের দ্বারা পবিত্র করে তোলে। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে আছে পরস্পরের জন্য পরস্পরের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। জায়সীর মতে প্রেমসাধনার সার্থকতা মিলনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে। চন্দ্র ও সূর্যের প্রতীকটি পদ্মাবতী রত্নসেনের প্রেমের ক্ষেত্রে প্রায়ই ব্যবহৃত। প্রেমের পথ সেবার পথ, সেবাহীন অহঙ্কারী প্রেমের ফলে পথচ্যুতি ঘটেছিল নাগমতির জীবনে। জায়সীর মতে যথার্থ প্রেমসাধনা মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা। জগৎ নশ্বর, কিন্তু প্রেম অবিনশ্বর। প্রেমের সাধনাই সাধকের পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সাধনা। প্রেমযোগের দ্বারা মরণ সাধনা করতে পারলেই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায়। সত্যই প্রেমের প্রধান শক্তি। প্রেমের মধ্যে সত্য থাকে বলে কেউই প্রেমকে নষ্ট করতে পারে না। পদ্মাবতীর মধ্যে প্রেমের সত্য ছিল বলেই দূতীদের সব প্রলোভনের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। রত্নসেনের প্রেমও সত্যের বলে

পার্বতী এবং লক্ষ্মীর ছলনাজাল থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল। এ প্রেম নিছক শারীরিক প্রেম নয়, মানসিক বিরহবিশুদ্ধ প্রেম। বিরহতাপেই এ প্রেমের অগ্নিশুদ্ধি। প্রেমের ক্ষেত্রে জায়সী শারীরিক মিলনকে অগ্রাহ্য না করলেও নিছক কামকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। যে প্রেম সত্য ও সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত তিনি তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই প্রেমের ক্ষেত্রে যোগ ও কায়াসাধনার প্রয়োজন আছে। পরদেহে প্রবেশ করতে পারাই যোগসাধনা। তখনই অদ্বৈতসিদ্ধি। গন্ধর্বসেন-মন্ত্রী খণ্ডের ঊনবিংশ-বিংশ স্তবকে পদ্মাবতী-শুকের কথোপকথনের মধ্যে এই পরদেহ-প্রবেশের কায়াসাধনার কথা আছে। শুককে পদ্মাবতী প্রশ্ন করছে—

> 'কিভাবে যোগসাধনা করলে অপরের দেহে নিজে প্রবেশ করা যায় বল? কেমন করে ঘুরে যায় সেই উল্টোসাধনার পথ, যাতে শিষ্য হয়ে ওঠে গুরু আর গুরু হয়ে ওঠে শিষ্য? কোনখানে এমন করে লুকিয়ে থাকা যায় যাতে মৃত্যুও এসে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়?' (গন্ধর্বসেন-মন্ত্রীখণ্ড, ১৯)

শুক-গুরু এর উত্তরে পদ্মাবতীকেই রত্নসেনের গুরু বলে নির্দেশ করে পদ্মাবতীর রূপই যে দুজনকে একাকার করেছে সেই রহস্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলল—

> 'তুমি যেমন তাঁর দেহঘটে রয়েছ, তিনিও তোমার মধ্যে বর্তমান। কেমন করে মৃত্যু তাঁর ছায়া স্পর্শ করবে?' (গন্ধর্বসেন-মন্ত্রীখণ্ড, ২০)

অতঃপর কবি দোহা অংশে পরদেহ প্রবেশের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমসাধনা সম্পর্কে লিখলেন—

> 'এইভাবে সেই যোগী অন্যের দেহে প্রবেশ করে অমর হয়ে গেলেন। এখন মৃত্যু এলে সে দেখতে পাবে গুরুকে ও তাঁকে প্রণাম করবে।' (ঐ)

পদ্মাবতী রত্নসেন ভেঁট খণ্ডে দেহমিলন ও শরীর সম্ভোগের কথা থাকলেও আগে মানস সংযোগের অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটেছে, পরে ঘটেছে দেহ মিলনের একাত্মতা। চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে রত্নসেন পদ্মাবতীকে সেই আত্মিক মিলনের প্রেমসিদ্ধি জানিয়ে বলেছেন—

> 'হে নারী, তুমি নিশীথের চন্দ্র। আমি দিবাকর, তুমি আমার ছায়া। চাঁদের আর নিজস্ব জ্যোতি কোথায়? সূর্যের দীপ্তিতেই চন্দ্রের নির্মলতা।' (২১)

ভেঁট খণ্ডের ঊনত্রিশ স্তবকে যেমন রত্নসেন যেদিকেই তাকান সেদিকেই পদ্মাবতীকে দেখতে পান, তেমনি ত্রিশ স্তবকে পদ্মাবতীর প্রত্যুক্তি থেকে জানা যায়, রত্নসেনের বিরহ বেদনা পদ্মাবতীর অন্তরেও সঞ্চারিত,—এইভাবে সোনা ও সোহাগা একাকার, পারদ গন্ধকে লীন হয়েছে এবং অভ্র ও আবীর মিলেমিশে অদ্বৈতমিলনে এক হয়ে গেছে।

সূফীতত্ত্বের কিছু কিছু রহস্য, প্রতীক ও সঙ্কেত চিহ্নিত হয়ে পদ্মাবৎ কাব্যের ইতস্তত ছড়িয়ে থাকলেও এ কাব্যকে ঠিক আদ্যন্ত রূপককাব্য বলা ঠিক হবে না। পারস্য সূফী কবিতার মতো এ কাব্যের নায়ক নায়িকা জীবাত্মা পরমাত্মার রূপক নয়। রত্নসেন ও পদ্মাবতীর প্রেম নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেম, ঐশ্বরিক প্রেম নয়। লৌকিক সমাজবন্ধনে এ প্রেম আবদ্ধ, পুত্রলাভে চরিতার্থ, সহমরণে সমাপ্ত। প্রেম জায়সীর কাছে অবশ্য এক দিব্য মানসিক ব্যাপার। যেহেতু তা মানবজীবনকে পবিত্র করে এবং এর মধ্যে আছে পরস্পরের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা, সেইজন্য জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম না হয়েও রত্নসেন-পদ্মাবতীর প্রেমের মধ্যে দিব্যপ্রেমের আভাস আছে। পদ্মাবতীর নাম জপ করতে করতে রত্নসেন সমাধিস্থ হয়ে পড়েন আবার রত্নসেনের বিরহে পদ্মাবতী ও নাগমতি দুজনেই তাপসী ও যোগিনী হন।

সূফী প্রেমধর্মের সমর্থনরূপে জায়সী একটি চমৎকার প্রেমের উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। পরিশিষ্ট স্তবকের কথা মনে রেখেও বলা যায় এ কাব্য ঠিক আদ্যন্ত রূপক কাব্যও নয়, ঐতিহাসিক কাব্যও নয়, প্রতীকধর্মী ইতিহাসমিশ্রিত কাহিনীকাব্য। উপসংহার খণ্ডের ঊনশেষ স্তবকে এ সম্পর্কে জায়সী স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন—

> 'কবি মুহম্মদ এ কাহিনী রচনা করে শোনালেন। যে শুনেছে সে-ই প্রেমের জন্য পীড়িত হয়েছে। রক্ত দিয়ে তিনি এ কাব্য রচনা করলেন এবং গাঢ় প্রেম নয়নাশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিল। আমি এই জেনে এ গান রচনা করলাম, যেন তা এ জগতে কীর্তিচিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে। এখন কোথায় সেই রাজা রত্নসেন? এমন বুদ্ধিমান শুকপাখীই বা কোথায়? কোথায় সুলতান আলাউদ্দীন? কোথায় রাঘবচেতন যে (পদ্মাবতীর রূপ) বর্ণনা করেছিল? কোথায় সুরূপা রাণী পদ্মাবতী? কেউ নেই, জগতে শুধু তাদের কাহিনী আছে।'

জায়সী একদিকে সূফী রহস্যতত্ত্ব এবং অপরদিকে ইতিহাসকে এ কাব্যের চালচিত্র রূপে রেখে প্রেমের যে কাহিনী রচনা করেছেন তাতে তত্ত্ব ও ইতিহাস কোনোটাই প্রাধান্য পায় নি, কাব্যকথাই এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কথা সত্য, কাহিনীর প্রথম পর্বে সূফী প্রেম ও যোগতত্ত্বের আপেক্ষিক প্রাধান্য এবং দ্বিতীয় পর্বে ইতিহাস কল্পনা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে; কিন্তু সামগ্রিক বিচারে একটি প্রেমকাহিনীই এখানে নায়ক

নায়িকার তুল্যানুরাগ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। ফারসী কাব্যের ঐতিহ্যানুযায়ী নায়ক যেমন নায়িকার রূপের কথা শুনে বিবাগী হয়েছে এবং অসম্ভব বিপদবাধা অতিক্রম করে অবশেষে মিলিত হয়েছে তেমনি আবার ভারতীয় কাব্যের ধারা অনুসারে নায়িকারাও অনেক তপস্যা ও বেদনার ভিতর দিয়ে নায়ককে ফিরে পেয়েছে। প্রেমের দুঃখসাধনা ও প্রতীক্ষার তপস্যায় পদ্মাবতী ও নাগমতি দুজনেই ভারতীয় সতী-সাধিকা। সুলতান আলাউদ্দীনও রত্নসেনের মতোই পদ্মাবতীর রূপ শ্রবণ ও দর্শন করে বিহ্বল ও মূর্ছিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রেমের মধ্যে সাধনার শক্তি ছিল না, কামনার কোলাহল ও ক্ষমতার দম্ভ ছিল। রত্নসেনের সার্থক প্রেমাভিসারের পাশাপাশি আলাউদ্দীনের ব্যর্থ প্রণয়াভিযানকে চিত্রিত করে জায়সী এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, যে প্রেম সাধনাহীন কামনা, যা ক্ষমতা-মদমত্ত তা কখনও যথার্থ প্রেম নয়। যে প্রেম মরণকে তুচ্ছ করে আত্মোৎসর্গ করতে চায় এবং যে প্রেম সমস্ত প্রলোভনকে জয় করে সত্যের ও সতীত্বের মানসিক বলে বলীয়ান, দুঃখ ও বিরহশুদ্ধ সেই প্রেমই যথার্থ প্রেম—সুফী প্রেমতত্ত্বের ধারণাকে সমর্থন ক'রে এই জীবনসত্যই এ কাব্যের যথার্থ মহৎ উপলব্ধি।

পদ্মাবৎ কাব্যে সমাজ জীবন

মধ্যযুগের আওধী হিন্দী প্রেমকাব্যগুলির মতো জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যেও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এ সমাজের শীর্ষে আছেন বাদশাহ বা সুলতান। তাঁর অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত রাজাদের দুর্গ নগর এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অভিজাত অমাত্যপূর্ণ রাজসভা এবং নানাজাতের লোকজনের কর্মকোলাহলপূর্ণ রাজ্য-রাজধানী। এক একটি দুর্গকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের নাগরিক জীবন এখানে প্রতিফলিত। সিংহল, চিতোর ও দিল্লী প্রধানত এই তিনদেশের যে বর্ণনা এখানে আছে তাতে গ্রাম নয়, দুর্গভিত্তিক নাগরিক সমাজই এখানে স্থান পেয়েছে। রাজপ্রাসাদ, দরবার, ইমারত, উদ্যান প্রাঙ্গণ, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, তোরণ, বুরুজ এবং দুর্গপরিখার বহির্দেশে হাট বাজার, রাস্তাঘাট, বন উপবন ইত্যাদি বহু বিচিত্র উপকরণ এই কাব্যের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

জায়সী ভোজপুরের মহারাজা জগৎদেব এবং অমেথির রাজার সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালীন সামন্ত রাজাদের রাজধানীর চিত্র তাঁর সিংহল ও চিতোর দুর্গের বর্ণনায় কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শেরশাহের রাজধানীর কথাও তিনি নিশ্চয় শুনেছিলেন, এছাড়া আলাউদ্দীনের কিংবদন্তী কল্পনাজড়িত হয়ে দিল্লীচিত্ররূপে চিত্রিত। সিংহলের হাটবাজারের চিত্র সবটাই ঐতিহ্য কল্পনা বিজড়িত নয়। কিছুটা কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। পদ্মাবৎ কাব্যে সাধারণ মানুষের পরিচয় কম আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ তো ছিলই না। রাজন্য সমাজের যে পরিচয় এখানে মেলে তাতে দেখা যায় সামন্ত রাজাদের জীবনে প্রাচুর্য ও ভোগের অজস্র উপকরণ। রাজ্যবিস্তার ও রমণী-জয়ের জন্য রাজন্যসমাজে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল অনিবার্য ব্যাপার। গন্ধর্বসেন-রত্নসেন, রত্নসেন-আলাউদ্দীন, রত্নসেন-দেবপাল ইত্যাদি দ্বন্দ্ব কাহিনী এরই প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

পদ্মাবৎ কাব্য মূলতঃ রাজকাহিনী—রাজা রাজড়াদের প্রেম নিয়ে রচিত কাব্য। সুতরাং এখানে দরিদ্র মানুষদের কথা পাওয়া যায় না। এখানকার জীবনে রাজকীয় বিলাস বাহুল্যই প্রধান। পাথরে গড়া মণিহর্ম, তার শীর্ষদেশ থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। শয়নকক্ষে সুদৃশ্য পালঙ্ক, খাটের স্তম্ভগুলি মানব মানবীর আকৃতিবিশিষ্ট পুতুল দিয়ে অলঙ্কৃত। মেঝেতে রঙীন কার্পেট, দেওয়ালে চিত্র, পর্যঙ্কের উপর চাঁদোয়া। পদ্মাবৎ কাব্য থেকে সাধারণ মানুষের আহার আহার্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানে রাজকীয় ভোজন ও বাদশাহী ভোজ বর্ণিত। ভোজন আরম্ভের পূর্বে দাসদাসীগণ অতিথিদের হাত ধুয়ে দেয়। খাদ্য পরিবেশনকারীদের পরণে পরিচ্ছন্ন রঞ্জিত বস্ত্র। পানীয় জলে কর্পূর ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য। ভাত, রুটি, পুরি, নানাবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জন, বিচিত্র মাছ মাংস, নানা ধরণের চাটনি, অনেক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি বহু বিচিত্র রন্ধনদ্রব্যের সুশৃঙ্খল বর্ণনা থেকে সেকালের অবস্থাপন্ন ধনীগৃহের ভোজন বিলাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আহারের শেষে অতিথিরা সরবত পান করত। পান, সুপারী, চুন, খয়েরের বর্ণনা আছে। সেকালে মদ্যপানের রেওয়াজ ছিল। বস্তুত ভোজখণ্ডগুলিতে আহার ও আহার্য রীতির মধ্যে উচ্চবিত্ত ঐশ্বর্যশালী সমাজের পরিচয় আছে।

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক বিধি বিধানের অনেক পরিচয় পদ্মাবৎ কাব্যে বর্তমান। পদ্মাবতী ও রত্নসেনের জন্মবিবরণ অনুযায়ী সন্তানের জন্ম হলে গণক পণ্ডিত এসে পুরাণ পড়ছেন, রাশি-নক্ষত্র গণনা করে নবজাতকের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস দিচ্ছেন এবং তার কোষ্টিগণনা ও জন্মপত্রিকা নির্মাণ করছেন। জন্মের পর ষষ্ঠ দিনের দিন ষষ্ঠীপূজা। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য জাতির লোকদেরও নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হত। চার পাঁচ বছর বয়স থেকে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে রাজগৃহে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করানো হচ্ছে। পদ্মাবতীকে সর্ব শাস্ত্রজ্ঞা করে তোলার মধ্যে আদর্শায়ন ঘটলেও সেকালের অভিজাত নারী সমাজে শাস্ত্রশিক্ষা যে উপেক্ষণীয় ছিল না সেটাকে অস্বীকার করা যায়

না। জায়সী অবশ্য শাস্ত্রশিক্ষা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন নি, যেমন বলেছেন একশো বছর পরে পদ্মাবৎ বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল।

বিবাহের ব্যাপারে স্বেচ্ছানির্বাচন সে যুগের প্রচলিত ব্যাপার নয়, ব্যতিক্রম। সাধারণত ঘটকের সাহায্যে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনায় অনেক রাজকীয় জাঁকজমক আছে, কিন্তু মালাবদল, সপ্তপদীগমন, বেদপাঠ ইত্যাদি প্রচলিত কিছু বর্ণনা ছাড়া হিন্দুবিবাহরীতির বিস্তৃত চিত্র জায়সীর কাব্যে নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে আলাওলের অনুবাদকর্ম পদ্মাবতী কাব্যের মধ্যে। পতির মৃত্যু হলে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে সকলেই যে অনুমৃতা হতেন তা নয়। রত্নসেনের পিতা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর রাজমাতা বিধবা অবস্থায় জীবিত ছিলেন। নাগমতির বারমাসীতে পুত্রহারা বিধবার বেদনার্তরূপের চিত্র আছে। নাগমতি-পদ্মাবতী-সতী খণ্ডে অবশ্য রত্নসেনের সঙ্গে রাণীদের সহমরণের বৃত্তান্ত বর্তমান।

সে যুগের উৎসব ক্রীড়া কৌতুক এবং অবসর বিনোদনের বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় পদ্মাবৎ কাব্যে। যে সব প্রধান প্রধান উৎসবের পরিচয় আছে তার মধ্যে ঋতু উৎসবগুলি প্রধান। বর্ষা উৎসব, কার্তিক মাসের দেওয়ালী উৎসব, ফাল্গুনের হোলি উৎসব, চৈত্রের বসন্ত উৎসব ইত্যাদি প্রধান। পূজা পার্বণ উপলক্ষে নারী পুরুষ দেবমন্দিরে পূজা দিতে একত্রিত হত। ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে পুরুষদের অবসর বিনোদনের জন্য পাশা দাবা খেলা আর রমণীদের দোলনায় দোলা, জলকেলি, উদ্যান-বিহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিংহলের বাজার বর্ণনায় সেকালের সাধারণ মানুষের আমোদ প্রমোদের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে পুতুল নাচ, কথকতা, নৃত্যগীত, নাটক ইত্যাদি রঙ্গের পাশাপাশি গণিকাবৃত্তি এবং জুয়ো খেলারও উল্লেখ আছে।

পদ্মাবৎ কাব্য থেকে সেকালের বেশবাস. অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যের বিচিত্র তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে। নায়িকার রূপবর্ণনা ও বিবাহবর্ণনায় পরিধেয় বসন ভূষণের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাতে দেখা যায় কানে কুণ্ডল ও খুঁট, নাকে ফুল বা বেশর, গলায় হার, হাতে কাঁকন, বাহুতে বহুটা বা বাউটি ও টাঁড়, হাতের চেটোয় পদ্মকলির ন্যায় অলঙ্কার, আঙুলে অঙ্গুরীয়, কোমরে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বা বিছে, পায়ে পায়েল ও মল প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে শাড়ি, কাঁচুলি, দগল বা আংরাখা, নীবীবন্ধের প্রচলন ছিল। নানা নামের বসনের উল্লেখ পাওয়া যায় পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট খণ্ডের সর্বশেষ স্তবকটিতে। তার মধ্যে চাঁদনৌতা, খরদুক, বাঁশপুর, ঝিলমিল, পেমচা, ডরিয়া, চৌধারী ইত্যাদি সেকালের বিচিত্রনামা বসন উল্লেখযোগ্য।

পদ্মাবৎ কাব্যের মধ্যে সেকালের সামাজিক কুসংস্কার ও লোকবিশ্বাসের বেশ কিছু নিদর্শন আছে। রত্নসেন-বিদাঈ খণ্ডের অন্তর্গত যোগিনীচক্রের বিবরণে মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনাগুলি কাব্যের পক্ষে প্রতিবন্ধক হলেও সেকালের সমাজ মনের সংস্কার চিত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রাক্ষণের শুভাশুভনির্ণয় উপলক্ষে উক্ত খণ্ডের দশম থেকে পঞ্চদশ স্তবক পর্যন্ত মঙ্গল অমঙ্গলের তালিকাগুলি সামুদ্রিকবিদ্যা ও লোকবিশ্বাসের উপকরণরূপে উল্লেখযোগ্য। যোগীখণ্ডের দশম স্তবকেও নানা শুভচিহ্নের একটি তালিকা বর্তমান।

সেকালের যানবাহনের মধ্যে স্থলযানরূপে চৌদোলা, পালকী ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বহিত্র খণ্ডে আছে জলযানের নিদর্শন। এছাড়া বিমান বা রথ এবং সৈন্যদের জন্য অশ্ব, গজ ইত্যাদি বহুবিধ বাহনের উল্লেখ আছে। যুদ্ধখণ্ডে অশ্বের যে প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত নানাপ্রকার অস্ত্রের সঙ্গে গুলিগোলার ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্রও আছে যা আলাউদ্দীনের সময়কার হতে পারে না, শেরশাহের সমকালীন। সেকালের নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের তালিকাও পাওয়া যাবে এ কাব্য থেকে। নৃত্যগীতের প্রচুর উল্লেখ এ কাব্যের বিভিন্ন স্থানে আছে। তার মধ্যে চাচরী বা চর্চরী নৃত্য, মনোরা-ঝ়ুমক এবং ধমারী বা ধামালী গান উল্লেখযোগ্য। ধ্রুপদী রাগ রাগিণীরও অনেক নিদর্শন আছে।

জায়সী তত্ত্বরসিক সূফী সাধক হলেও সমাজ ও লোকজীবনকে অগ্রাহ্য করেন নি। সাধারণ মানুষের সমাজ পরিচয় এ কাব্যে বিশেষ সুলভ না হলেও সেকালের উচ্চবিত্ত সমাজের বিস্তৃত পরিচয় আছে এ কাব্যে। দুর্গভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনের চিত্ররূপে এ কাব্য তাই বিশেষ মূল্যবান।

জায়সীর কবিত্ব ও পদ্মাবৎ কাব্যের কাব্যমূল্য

আওয়াধী হিন্দী ভাষায় লেখা ভক্তিকাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি যেমন হিন্দু কবি তুলসীদাস, তেমনি এই ভাষায় রচিত সূফী প্রেমকাব্যের শীর্ষস্থানীয় কবি হলেন মালিক মুহম্মদ জায়সী। আওয়াধী হিন্দু কবিগণ ছিলেন ভক্তিকাব্য রচনায় ব্যাপৃত, আর মুসলমান কবিগণ ফারসী ও সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণে তাত্ত্বিক প্রণয় কাব্যরচনায় উৎসাহী। মোল্লা দাউদের চন্দায়ন, কুতুবনের মৃগাবতী,

জায়সীর পদ্মাবতী এবং মনঝনের মধুমালতী এইজাতীয় প্রণয়কাব্য-সৌধের প্রধান চারটি মিনার। প্রতিটি কাব্যের সূচনায় মুহম্মদ ও চার খলিফার গুণকীর্তন, পীরের যশোগান ও সমকালীন সুলতানের উদ্দেশ্যে স্তুতিনিবেদন করে অতঃপর প্রেমকাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনীগুলিতে নায়িকার রূপের কথা শুনে নায়কের অভিযান, পথে অনেকরকম বাধাবিপত্তি পার হয়ে অবশেষে নায়িকার সন্ধানলাভ ও তার সঙ্গে মিলন। এই ধরণের কাহিনী ধারার ঐতিহ্যে পরিকল্পিত মুসলমান সুফী কবিদের প্রণয় কাব্যগুলির মধ্যে ঘটনার বৈচিত্র্যে, মহাকাব্যিক বিশালতায়, অসামান্য বর্ণনা-নৈপুণ্যে এবং নিটোল রচনা-সৌষ্ঠবে মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যটির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। পূর্ববর্তী কাব্যদ্বয় চন্দায়ন ও মৃগাবতীর প্রভাব সত্ত্বেও পদ্মাবৎ কাব্যের উৎকর্ষ নানা কারণেই সকলকে অতিক্রম করে গেছে। এই ধারার প্রথম কাব্য চন্দায়ন ঠিক পরিশীলিত কাব্য হয়ে উঠতে পারে নি, অনেক ক্ষেত্রেই লোকগাথার স্তরেই রয়ে গেছে। কুতুবনের মৃগাবতী কাব্যে স্বতস্ফূর্ত কবিত্ব এবং স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁর বর্ণনা এলোমেলো এবং কাহিনীর মধ্যে অসম্বদ্ধতা আছে। জায়সীর পরবর্তী কবি মনঝনের মধুমালতী কাব্যের গঠন ও শিল্পকলা পরিশীলিত ও প্রশংসনীয় হলেও এর বিষয়বস্তু অনেক বেশী রূপকথাধর্মী এবং তত্ত্বপ্রধান, কাহিনীতে বাস্তবতা কম। সেক্ষেত্রে শিল্পী হিসাবে জায়সী অত্যন্ত সচেতন। ইতিহাস তাঁর কাব্যে তীব্র গতিবেগ এনে দিয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের তথ্য তাঁর কাব্যকে পীড়িত করে নি। দাউদের চন্দায়নের মতো তাঁর কাব্য এমন তথ্য ভারাক্রান্ত নয়। আবার প্রতীক ও রূপক তাঁর কাব্যের পদে পদেই আছে কিন্তু তা মনঝনের মধুমালতীর মতো রূপকের রূপকথায় পরিণত করে নি। অন্যদিকে কুতুবনের মৃগাবতীর মতো তাঁর কাব্যের আঙ্গিক এত শিথিল ও বর্ণনা এলোমেলো নয়। সেক্ষেত্রে ফারসী রীতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃতের নিটোল আঙ্গিক, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের নাটকীয় তরঙ্গলীলার সঙ্গে মিলেছে মহাকাব্যধর্মী বর্ণনার বিশালতা এবং সংস্কৃত ও প্রচলিত হিন্দীকাব্যের ধ্রুপদীরীতির সঙ্গে মরমী কবির রোমান্টিক ভাবাবেগ। মাঝে মাঝে বর্ণনার অতিশয়তা এবং একই প্রসঙ্গের পুনরুক্তি প্রবণতা ছাড়া এ কাব্যের সবকিছু গুণই অসাধারণ, বিশেষত জাগতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে অতিজাগতিক রহস্যবোধ মিশ্রিত হয়ে কাব্যটিকে অসাধারণ গুণগৌরব দান করেছে।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যটি যথার্থ বিচারে ঠিক রূপককাব্য নয়। যদিও এ কাব্যের পরিশিষ্ট-স্তবকে জায়সী এ কাব্যের রূপক ভেঙে তত্ত্বের শাঁস বের করে' দেখিয়েছেন, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট রূপকার্থ ধরে সবসময় এগোনো অসম্ভব। চিতোর মানবদেহ, রত্নসেন মানবচিত্ত, সিংহল মানবহৃদয়, পদ্মাবতী বুদ্ধি, শুক গুরু, নাগমতি দুনিয়া-ধান্ধা বা সংসার-বন্ধন, রাঘবচেতন শয়তান এবং সুলতান মায়া,—এইভাবে কাব্যপাঠে অগ্রসর হতে থাকলে কাব্যকাহিনীর সৌন্দর্য রূপকের জালে আচ্ছন্ন হয়ে ক্রমশই নীরস ও বিরস হয়ে পড়বে। অনেক চরিত্রের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করাও যাবে না, যথা রত্নসেনের হাতে যে দেবপালের মৃত্যু ঘটল,—যার বিষাক্ত আঘাতের পরিণামে রত্নসেনেরও মরণ হল, সেই দেবপাল কোন তত্ত্বের রূপক? গোরা বাদলই বা কিসের প্রতীক? এ ছাড়া নাগমতি পদ্মাবতীর একই সঙ্গে সহমরণেরই বা কোন্ তত্ত্বব্যাখ্যা সম্ভব? পণ্ডিতরা যে পরিশিষ্ট-স্তবকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ করেছেন, তা বাস্তবিক অমূলক নয়। বস্তুত এক রামচন্দ্র শুক্লার সংস্করণ ছাড়া অন্যত্র এই স্তবকটি দুষ্প্রাপ্য। তত্ত্বকথা জায়সীর কাব্যে স্থানেস্থানেই গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অধিকাংশ স্তবকের দোহা অংশটি তত্ত্বনিষিক্ত, কিন্তু তা বলে আদ্যন্ত রূপক কাব্য রচনার কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য জায়সীর ছিল বলে মনে হয় না। উপসংহার স্তবক থেকে মনে হয় তিনি একটি শাশ্বত প্রেমের কাহিনী শোনাতে চেয়েছিলেন। সে কাহিনীর দুটি খণ্ড;—প্রথম খণ্ডটি মিলনাত্মক এবং দ্বিতীয়টি বিয়োগান্তক। প্রথমটিতে আছে রূপকথার স্পর্শ, আর দ্বিতীয়টিতে আছে ইতিহাসের মায়া। একদিকে পারস্য সাহিত্য অপরদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে সমকালীন হিন্দী প্রণয় কাব্যের ধারার সঙ্গে যোগ রেখে জায়সী এই মহাকাব্যধর্মী কাহিনী কাব্যটি রচনা করেছিলেন। সুদূর সিংহলদ্বীপ থেকে চিতোর পর্যন্ত এ কাব্যকাহিনীর স্থানগত বিস্তার। তীর্থযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, প্রণয়াভিযান ইত্যাদি সূত্রে ভারতের বহু স্থান ও জাতির সমাবেশ ঘটেছে এ কাব্যে। মর্ত্যজগতের প্রেমকে কেন্দ্রে রেখে পার্বতী মহেশের কৈলাস থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র-লক্ষ্মীর সিন্ধুতল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। পদ্মাবতী-রত্নসেনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এর বিস্তৃত কালপরিধি। কবিকল্পনাও নভ-নদী-অরণ্য, সমুদ্র-পর্বত-প্রান্তর ব্যাপ্ত নিসর্গলোক থেকে সিংহল-চিতোর-দিল্লী প্রসারিত দুর্গবেষ্টিত মানবলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এ কাব্যের বিষয়বস্তু প্রেম, কিন্তু তা সাধারণ কোনো সাংসারিক দাম্পত্য প্রেম নয়, বিরহ গভীর এই প্রেম রাজাকে যোগী করে পথে বের করেছে, অবশেষে অনেক রকম কৃচ্ছ্রসাধনা এবং পথপরিক্রমার পর বাঞ্ছিতালাভ ঘটেছে। এই প্রেমের জন্য নায়ক নায়িকা উভয়কেই অনেক সাধনা ও প্রলোভন জয় করতে হয়েছে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এই প্রেমের সিদ্ধি। কেবল নায়ক নয় নায়িকাদের প্রেমও বিরহের অগ্নিতে শুদ্ধ। অনেক প্রতীক্ষার পর পদ্মাবতীর পতি-প্রাপ্তি ঘটেছে এবং বিরহ-বারমাসীর অনেক আর্তনাদের পর ঈর্ষাপীড়িতা নাগমতির স্বামী সন্দর্শন হয়েছে। তা বলে নায়িকাদ্বয় যে পরস্পরকে সহজে মেনে নিয়েছেন, তা নয়। রত্নসেনের প্রতি নিঃসপত্ন দাবীতে তাঁরা কলহ-উন্মত্ত হয়েছেন, এমন কি সহমরণের চিতাশয্যায় অগ্নিদগ্ধ হবার সময়ও তাঁরা মৃত রত্নসেনকে দুদিক থেকে দুজনে জড়িয়ে ধরে নিজ নিজ প্রেমের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। পদ্মাবৎ কাব্যের মধ্যে প্রেমের যে সাধনশক্তির কথা আছে তা

বহিরারোপিত কোনো তত্ত্বকথা নয়, তা জীবনেরই অন্তর্নিহিত সত্য। প্রেমের যে যোগসাধনায় জয়ী হয়ে রত্নসেন পদ্মাবতীকে লাভ করেছিলেন আলাউদ্দীনের সেই সাধনা ছিল না। সুলতান আলাউদ্দীনও পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রত্নসেনের মতোই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রত্নসেন যা সাধনার শক্তিতে অর্জন করেছিলেন, আলাউদ্দীন তাকে ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। প্রেমের কবিরূপে জায়সী সাংসারিক জীবনে ক্ষমতার মদমত্ততাকে স্বীকার করলেও তার হাতে প্রেমের পরাজয়কে দেখাতে চান নি। প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্বে জায়সী প্রেমকেই জয়ী করেছেন। সুফীতত্ত্বের রূপক কাব্য বলে নয়, প্রেমের শাশ্বত মহিমা-গৌরবের প্রকাশগুণেই এ কাব্য মহিমান্বিত।

এই বৃহদায়তন কাব্যটিতে বহু ঘটনা ও অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও মূল প্লট কিন্তু দুটি। প্রথমটি কিছুটা রূপকথাশ্রয়ী রোমান্টিক কমেডি জাতীয় কাহিনীবৃত্ত। রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতী—এই ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনীতে আছে নায়কের এক সফল প্রণয়াভিযানের কাহিনী। নায়িকার রূপের কথা শুনে পত্নীকে ত্যাগ করে নায়কের যোগীবেশে নায়িকার সন্ধানে যাত্রা এবং অনেক দুঃখ কষ্টের পর তাঁকে লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন —এই রূপকথাধর্মী প্লটটি আরব্য ও পারস্য সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী এবং জায়সীর পূর্ববর্তী হিন্দী প্রণয় কাব্যধারার সঙ্গে এক সূত্রবন্ধনে আবদ্ধ। মোল্লা দাউদের চন্দায়ন এবং কুতুবনের মৃগাবতী কাহিনীর সঙ্গে এ কাব্যের প্রথম প্লটটি সমান্তরাল। কিন্তু দ্বিতীয় প্লটটি সংযোজনের ফলেই পদ্মাবৎ কাব্য নিছক রূপকথাশ্রয়ী রোমান্টিক প্রেমের আখ্যানস্তর পেরিয়ে এক মহাকাব্যধর্মী বিস্তার ও ট্রাজিক মহিমা লাভ করল। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের ঐতিহাসিক যুদ্ধঘটনার সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রণয় ঘটনাটি যুক্ত করে দেওয়ায় ব্যক্তিগত প্রেমের রোমান্স একটি দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি লাভ করল। ফলে যা ছিল প্রথমে পদ্মাবতী-নাগমতি-রত্নসেনের কাল্পনিক ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী, তা দিল্লীর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে এমন একটি ঐতিহাসিক মাত্রা লাভ করল যা অপরাপর হিন্দী প্রণয়কাব্যগুলিতে নেই। দুটি প্লটের মধ্যে যে জোড় আছে সেটা রাঘবচেতনের মতো এক কাল্পনিক চরিত্রের সাহায্যে আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও তারও ঐতিহাসিক সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-অভিযান অনৈতিহাসিক হলেও সুলতানের চিতোর অভিযানের ঐতিহাসিক সূত্র ধরে জায়সী এমনই সুকৌশলে রত্নসেন-আলাউদ্দীন-পদ্মাবতী প্লটটি সাজিয়েছেন যে তার সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করতে স্বভাবত ইচ্ছা হয়। শঠতার জন্য চিতোর রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে দিল্লী-দরবারে সুলতানের কাছে অপমানিত রাঘবচেতনের পদ্মাবতী রূপবর্ণন, পদ্মাবতী লাভের জন্য সুলতানের অসংখ্য সৈন্য নিয়ে চিতোর অবরোধ, সন্ধির সুযোগে রত্নসেন-বন্ধন, গোরা-বাদলের কৌশলে রত্নসেনের মুক্তি ও চিতোর প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ সুলতানকর্তৃক পুনরায় চিতোর আক্রমণ ও অধিকার—ইত্যাদি রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘটনার সঙ্গে প্রেম কাহিনীকে যুক্ত করে দেওয়ার ফলে সমসাময়িক অপরাপর হিন্দী প্রেমকাব্যগুলির তুলনায় পদ্মাবৎ কাব্য অনেক বেশী জীবন্ত ও প্রাণস্পন্দী হয়ে উঠেছে। দেবপালের মতো কাল্পনিক চরিত্রও ইতিহাসের ঘূর্ণ্যাবর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা লাভ করেছে। রত্নসেনের শোচনীয় মৃত্যু, নাগমতি ও পদ্মাবতীর একই চিতাশয্যায় সহমরণ, আলাউদ্দীনের পুনরাক্রমণ, বাদলসহ রাজপুতবীরদের যুদ্ধে আত্মাহুতি এবং রাজপুত রমণীদের জহরব্রত অনুষ্ঠান ও সর্বশেষে চিতোরের পতন—এ কাব্যকে শেষপর্যন্ত এক মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও ট্রাজিক মহিমায় অভিষিক্ত করেছে। পদ্মাবতীকে না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ সুলতান কর্তৃক 'এ জগৎ মিথ্যা' বলে একমুঠো চিতাভস্ম নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া—সেই ট্রাজিক কাব্যপরিণামের এক অসামান্য চিত্রকল্প, যা অনায়াসে সেক্সপীয়রের হতে পারত।

শুধু প্লট নয়, চরিত্র গৌরবেও এ কাব্য অসামান্য ঐশ্বর্যময়। চরিত্রগুলি ঐতিহ্যবাহী হয়েও ব্যক্তিত্ব হারায় না। আলোকসম্ভবা রূপবতী পদ্মাবতী স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায় এ কাব্যে বিরাজমান। তাঁর রূপের রহস্য-মায়ায় রত্নসেন মুহ্যমান, আলাউদ্দীন মূর্ছিত, রাঘবচেতন সংজ্ঞাহীন। শিবলোকের জ্যোতি সংহত হয়ে পদ্মাবতীতে মূর্তিমতী। কিন্তু এই অলৌকিক রূপ-প্রতিমাকেও যখন দেখা যায় রত্নসেনের প্রেমের দাবী নিয়ে নাগমতির সঙ্গে কলহলিপ্তা, তখন সিংহল রাজনন্দিনী ক্ষণকালের জন্য মানবিক দুর্বলতা নিয়ে আদর্শ জগতের রূপলোক থেকে বাস্তবলোকে এসে দাঁড়ান। রত্নসেনও মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত নায়কের মতো সর্বগুণান্বিত চরিত্র। প্রেমের জন্য তাঁর দুঃসাহসিক মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা তাঁর চরিত্রকে অসামান্য গুণগৌরব দান করেছে ; কিন্তু তাঁকেও দেখা যায় ক্ষণকালের জন্য পার্থিব আসক্তি জড়িত,—বিবাহলব্ধ যৌতুক ও সম্পদের দ্রব্যমায়ায় লুব্ধ ও আত্মবিস্মৃত। সমুদ্রে ভরাডুবি হয়ে সেই আসক্তির দণ্ড তাঁকেও পেতে হয়েছে, পদ্মাবতীর প্রতি নিষ্ঠাবান প্রেমই তাঁকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করেছে। ঈর্ষাতাড়িত নাগমতি শুকহত্যায় উদ্যত হয়ে স্বামী-ক্রোধের কারণ ঘটিয়েছিল, রত্নসেন-অদর্শনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সে স্বামীকে ফিরে পেল বটে কিন্তু অসপত্ন অধিকারে নয়। যে ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সে শুকহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল সেই ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়েই সে পদ্মাবতীর সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত,—এবং এখানেই সে মানবিক। সুলতান আলাউদ্দীন তাঁর যাবতীয় আভিজাত্য সত্ত্বেও পদ্মাবতীর রূপদর্শনে রাঘবচেতনের মতোই ভূলুণ্ঠিত ও বিহ্বল। তাঁর শক্তি, দম্ভ ও অহঙ্কার নিয়েও শেষপর্যন্ত পদ্মাবতীলাভে বিফলমনোরথ। রাঘবচেতন এ কাব্যের দুর্বৃত্ত চরিত্র। এই খল চরিত্রটি যাবতীয় দুষ্কর্ম করেও যে পার পেয়ে গেল এটাই এ কাব্যের ত্রুটি। রাঘবচেতনের পরিণাম আরও স্পষ্ট করে দেখানো

উচিত ছিল। দৌত্যকার্যে শুকপাখীর আচার আচরণও অত্যন্ত মানবিক। কিন্তু শুক চরিত্রটিকেও এ কাব্যের প্রথম খণ্ডে পদ্মাবতীর বিবাহের পর থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে এই বিজ্ঞশুকের কিছু একটা ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। এ কাব্যের ইতিহাস খণ্ডটিতে যে দূতীচরিত্রদ্বয় পদ্মাবতীকে বিপথগামিনী করতে চেয়েছিল তারাও চরিত্র হিসাবে পরস্পর পৃথক। দেবপালের দূতী এসেছিল ধাত্রীর ছলনায় আর আলাউদ্দীনের দূতী এসেছিল বিরহিণী যোগিনীর ছদ্মবেশে। এদের আচার আচরণ ও অভিনয়ভঙ্গীও আলাদা। দেবপালের দূতী কুমুদিনী পরিণামে লাঞ্ছিতা হয়েছে, কিন্তু আলাউদ্দীনের দূতী যোগিনীর কোনো নির্যাতন যে দেখানো হয় নি সে কি সুলতানের দূতীর পৃথক আভিজাত্য গৌরবের জন্য? গোরা ও বাদল এ কাব্যের দুটি আদর্শ বীর চরিত্র। তার মধ্যে গোরা চরিত্রের মানসিক সাহস ও শারীরিক বীর্যবত্তা এবং সরজার সঙ্গে তার দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব মহাকাব্যিক বীররস সৃষ্টি করেছে। গোরার মৃত্যু বাস্তবিক ভয়ঙ্কর ও মহাকাব্যধর্মী। বাদলের মা যশোদা এবং পত্নী গউনা চরিত্রটিও স্বল্পরেখায় সুঅঙ্কিত। বিশেষত স্বামীর ঘর করতে আসা গউনার অন্তর্দ্বন্দ্বটি অতি চমৎকার-ভাবে বিশ্লেষিত। গউনা প্রসঙ্গটি এনে বাদলের মানসিক দৃঢ়তা ও প্রভুর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার দিকটি বিশেষভাবে চিত্রিত হয়েছে। পদ্মাবতীর পিতা গন্ধর্বসেনের চরিত্রটিও সঙ্গতভাবেই অঙ্কিত। যে রাজকীয় অহমিকাবোধ থেকে তাঁর শুক-হননের নির্দেশ, সেই একই অহঙ্কার থেকেই যোগীহত্যারও আদেশ এসেছে। পরে ভাট ও শুক মারফৎ রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হতেই সব বিরোধ ভুলে রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহদান। হর-পার্বতী এবং সমুদ্র-লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলির আচার আচরণও যতদূর সম্ভব মানবিক। পদ্মাবতীর সখীরা এ কাব্যে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের লীলালোক নির্মাণ করেছে। উৎসবে, জলক্রীড়ায়, মন্দিরে পূজাদান-যাত্রায় পদ্মাবতীকে ঘিরে নৃত্যগীত ও হাস্য-পরিহাসে মুখর সখীরা চন্দ্রবেষ্টিত নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় বিরাজমান। পদ্মাবতীর উল্লাসে তারা উল্লসিতা, পদ্মাবতীর বিরহে তারা সান্ত্বনাদাত্রী, সখীমণ্ডলী ছাড়া পদ্মাবতী অসম্পূর্ণা, তাই রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সখীরাও রত্নসেনের সহচরদের সঙ্গে পরিণীতা। বিবাহের আগে সিংহলে তাদের যে ভূমিকা ছিল, বিবাহের পরে পদ্মাবতীর সঙ্গে চিতোরে এসে তারা সেই একই ভূমিকা পালন করেছে।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার বর্ণনার জাঁকজমক। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুপদী বর্ণনা-ভাস্কর্যের ঐতিহ্য, অপরদিকে ফারসী সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবাবেগের ঐশ্বর্য—এই দুই ধারাকে আদর্শ করে জায়সী তাঁর কাব্যকে বর্ণনা-ধনী করে তুলেছেন। নখশিখ খণ্ডের মধ্যে নায়িকার আপাদমস্তক রূপবর্ণনারীতি ভারতীয় ক্লাসিক কাব্যের ঐতিহ্যানুসারী। ঋতুসংহারের আদর্শানুযায়ী ষট্ ঋতুবর্ণনাও অনেক পরিমাণে তাই। যুদ্ধবর্ণনা, স্ত্রীভেদ বর্ণনা, দূতীবর্ণনা, শৃঙ্গার বর্ণনা ইত্যাদিও অনেকখানি আলঙ্কারিক ও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র-অনুযায়ী। কিন্তু বিরহ বর্ণনায়, বিশেষত নায়কের চিত্ত আলোড়নকারী বিরহ বর্ণনার মধ্যে ফারসী প্রভাব বর্তমান। বিরহিণী নায়িকার রক্তাশ্রুবর্ষণ, অথবা বিরহী নায়কের শরীরের রক্তমাংস গলে যাওয়ার চিত্র, কিংবা বিরহবার্তা নিয়ে পক্ষীদূতের প্রস্থানের ফলে আকাশ বাতাস অগ্নিময় হয়ে ওঠার দৃশ্য, বা নাগমতির বিরহ রক্তিমায় সমগ্র নিসর্গ প্রকৃতির রক্তাক্ত হয়ে ওঠার রোমান্টিক বর্ণনাগুলি পারস্য-সাহিত্য প্রভাবিত সন্দেহ নেই।

জায়সীর বর্ণনায় মহাকাব্যিক ঐতিহ্য কল্পনার সঙ্গে নিজস্ব রোমান্টিক ভাবাবেগ মিশ্রিত হয়ে মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য সুষমার সৃষ্টি করেছে। আলাউদ্দীনের চোখে মুকুরে-প্রতিফলিত পদ্মিনী-রূপদর্শনের ফলে এক রহস্যময় মায়াজাল বিস্তৃত হয়েছে, কিংবা মান-সরোবর বর্ণনার মধ্যেও এক রোমান্টিক সৌন্দর্যাবেশ বিস্তার লাভ করেছে। একথা ঠিক, সমকালীন হিন্দী কবিদের মতো জায়সীও একটি প্রথাগত ধারাবাহিকতার সঙ্গেই যুক্ত—সেক্ষেত্রে বর্ণনার অনেক কিছুই পুচ্ছানুসারী; নগর বর্ণনা, সিংহল-হাট বর্ণনা, রূপবর্ণনা, বারমাসী বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জায়সী তাঁর পূর্ববর্তী কবিদ্বয় মোল্লা দাউদ ও কুতুবনেরই অনুবর্তী, কিন্তু তার মধ্যেও জায়সী পূর্ববর্তীদের তুলনায় লজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর বর্ণনাগুলি আনুপূর্বিক ও কার্যকারণ সম্মত।

পদ্মাবৎ কাব্যের বর্ণনায় কিছু কিছু দোষ যে চোখে পড়ে না, তা অবশ্য নয়। জায়সীর বর্ণনায় কল্পনার ঐশ্বর্যও আছে, আতিশয্যও আছে। সিংহলদ্বীপ বর্ণনা, নখসিখ বর্ণনা, ভোজ বর্ণনা, বারমাসী বর্ণনা ও যুদ্ধ বর্ণনায় বেশ মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য দেখা যায়। বর্ণনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে একবার রত্নসেনের কাছে শুক কর্তৃক পদ্মাবতী রূপ বর্ণনায়, আবার আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতন কর্তৃক পদ্মাবতী রূপচর্চায়। কাব্য বর্ণনায় কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারেরও অবতারণা করা হয়েছে, যথা যুদ্ধ বর্ণনায় নানাপ্রকার অশ্বের বিবরণ, শতরঞ্জ খেলায় দ্ব্যর্থবোধক চালের বর্ণনা, রূপবর্ণনায় নায়িকার ষোড়শ শৃঙ্গার ও দ্বাদশ আভরণের আলঙ্কারিক তালিকা, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী যাত্রা বিচার, অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীভেদ বর্ণন ইত্যাদি। পদ্মাবতী ও নাগমতির কলহবর্ণনার দীর্ঘ অরুচিকর অধ্যায়টিও অতিবিস্তৃত। কিছু কিছু অলৌকিক ও অতিলৌকিক ঘটনাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। যথা পদ্মাবতীর রূপ দেখে দেবতার সংজ্ঞাহীনতা ও মন্দিরাভ্যন্তরে অলৌকিক দৈববাণী, পার্বতী মহেশের বৃত্তান্ত, সমুদ্রে বিভীষণ অনুচর রাক্ষসের আবির্ভাব, সঙ্কটমুহূর্তে শুকপাখীর আকস্মিক আগমন ও রাক্ষসকে নিয়ে অন্তর্ধান, সমুদ্রপতি ও সমুদ্র কন্যা লক্ষ্মীর প্রসঙ্গ—ইত্যাদি রূপকথাধর্মী রোমান্স কল্পনা কাব্যের প্রথমাংশে ভীড় করেছে, ইতিহাস অংশে অবশ্য এর

উপদ্রব নেই বললেই চলে। জায়সীর বর্ণনারীতি যেমন অলঙ্কারবহুল তেমনি বাগবৈদগ্ধ্যনিপুণ। তাঁর উপমা অলঙ্কারের মধ্যে সংস্কৃত ও ফারসী কাব্যরীতির ঐতিহ্য যেমন স্পষ্ট তেমনি সমকালীন হিন্দী কাব্যরীতির প্রভাবও বর্তমান। ফারসী প্রবাদ অবলম্বনে জায়সী অস্তুতিখণ্ডের শেষ স্তবকে লিখেছেন—

'ব্যাসকবি জায়সী এবং মধুময় পদ্ম দূরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করে। নিকটে দূর যথা ফুল এবং কাঁটা এবং দূরে-থেকেও নিকটে যথা, গুড় এবং পিঁপড়ে।'

আবার সংস্কৃত সুভাষিত অবলম্বনে পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেঁট খণ্ডের পঞ্চবিংশ স্তবকে রত্নসেনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"জ্যোতির্ময় রত্ন যেখানে সেখানে মেলে না, মুক্তোপূর্ণ শুক্তিও প্রত্যেক জলাশয়ে পাওয়া যায় না। বনে বনে সব গাছে চন্দন হয় না, তেমনি প্রতি দেহে বিরহ জাগে না।"

পদ্মাবৎ কাব্যের চৌপাঈ স্তবকের বিস্তারিত মালোপমাগুলি সমকালীন হিন্দী প্রেমকাব্যের অলঙ্কারচর্চার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত; বারমাস্যা ও নখশিখ খণ্ডে এক একটি ঋতু এবং এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অবলম্বন করে জায়সী যেভাবে বর্ণনার বিস্তার দেখিয়েছেন তা অলঙ্কৃত ও পল্লবিত বচন-সৌন্দর্যের চরম আদর্শস্থল। তেমনি আবার ঠিক এর বিপরীতে দোহাগুলিতে সংক্ষেপে অধ্যাত্মতত্ত্বকে এবং জীবনের সার সত্যকে যে সংহত বাণীমূর্তি দান করা হয়েছে তার বচন-সংসক্তি এবং প্রবাদ-ঘন রূপটিও লক্ষণীয়। একদিকে আতিশয্য অপরদিকে সংহতি দুই-ই জায়সীর রচনায় বর্তমান। রূপবর্ণনা করতে গিয়ে গোটা স্তবক জুড়ে মালোপমার মালা যেমন ধ্রুপদী বর্ণনারীতিকে আশ্রয় করে অতি-অলঙ্কার হয়ে জায়সীর কাব্যে দেখা দিয়েছে, তেমনি দ্ব্যর্থবোধক শ্লিষ্ট-শব্দের অর্থঘন শব্দাশ্লেষে সাঙ্গরূপকের ব্যবহার পদ্মাবৎ কাব্যের অনেক পংক্তিকে রূপকার্থময় এবং প্রতীকদ্যোতক করে তুলেছে। জায়সীর বর্ণনারীতির একটি প্রধান বিশেষত্ব হল একই শব্দের দ্ব্যর্থক ব্যবহার। 'বারী' শব্দটি একই সঙ্গে বাগান ও বালিকা অর্থে, 'লঙ্কা' শব্দটি স্থানবাচক ও নারীর কটিদেশ-নির্দেশক। এই রকম দ্ব্যর্থবাচকতার কৌশলে জায়সীর অনেক পংক্তি রূপকার্থময় হয়ে উঠেছে। যথা সিংহলদ্বীপ-বর্ণনখণ্ডের প্রথম স্তবকে সপ্তদ্বীপের নামগুলি দ্ব্যর্থক হওয়ায় তা একই সঙ্গে দ্বীপের স্থাননাম হয়েও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে। রত্নসেন ও পদ্মাবতী প্রায়শই সূর্য চন্দ্রের রূপকে বিধৃত, সখীরা তারকামণ্ডলীর প্রতীকে বর্ণিত। বিরহ অগ্নির রূপকে এবং প্রেম ও সোহাগ সোনা ও সোহাগার প্রতীকে চিত্রিত। বিরহ বা রূপবর্ণনার উপমা রূপকগুলি যদিও প্রায়শই প্রথাসিদ্ধ ও গতানুগতিক তবু এর মধ্যেও কখনও কখনও প্রয়োগের বিশেষ অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে। পদ্মাবতীর নয়নকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনাটি নতুন নয়, কিন্তু নয়ন পল্লবের উন্মীলন-নিমীলনের সঙ্গে আকাশস্পর্শী সমুদ্রতরঙ্গের উত্থানপতনের সাদৃশ্য দেখানোর মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য-তন্ময়তার আভাস আছে। বিরহিণী নাগমতির রক্তাশ্রুপাতের মধ্যে ফারসী কাব্যের ঐতিহ্য বর্তমান, কিন্তু নাগমতির শোণিতাশ্রুতে চৈত্রের পলাশবনের রক্তাক্ত হয়ে ওঠার রোমান্টিক নিসর্গ চিত্রটি মধ্যযুগের কাব্যের ক্ষেত্রে অভিনব।

জায়সীর স্তবক রচনার মধ্যে সর্বত্র এক সুঠাম সুনির্দিষ্ট বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি স্তবক চতুর্দশ চরণের চৌপাঈ এবং শেষে একটি দ্বিপদী দোহা নিয়ে গঠিত। চৌপাঈ স্তবকটি মূলত বর্ণনামূলক এবং দোহাটি সাধারণত তত্ত্বমূলক। চৌপাঈ ও দোহা মিলিয়ে স্তবক রচনা আওধী হিন্দী কথাকাব্যের ঐতিহ্য। দাউদের চন্দায়ন, কুতুবনের মৃগাবতী এবং মনঝনের মধুমালতীতে আছে ১০+২ অর্থাৎ চৌপাই ও দোহা মিলিয়ে ১২টি পংক্তি। এই ধারাকে অনুসরণ করেও জায়সী স্তবক রচনায় বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। জায়সীর স্তবক আরও একটু দীর্ঘ, ১৪+২ অর্থাৎ ষোড়শ পংক্তির সমাহার। পরবর্তীকালে তুলসীদাস এই স্তবকরীতিকেই আরও দীর্ঘ করে ১৬+২ অর্থাৎ অষ্টাদশী পংক্তিতে পরিণত করেছেন।

জায়সীর দোহাগুলি অনেকক্ষেত্রেই সূক্তিবচন। সুফী ফারসী কবিতা ও কবীরের প্রভাব সত্ত্বেও এর অনেক বচনই জায়সীর নিজস্ব বাণী। দোহার অনেক বচনই প্রবাদ-প্রতিম। কখনও নীতিকথা, কখনও বা দার্শনিকতা মণ্ডিত হয়ে এই দোহাগুলি কবির জীবনভাবনার সারাৎসার হয়ে উঠেছে। কখনও প্রেমমহিমা সম্পর্কে, কখনও দানমহিমা নিয়ে, কোথাও সাহস সম্পর্কে, কখনও বা নম্রতা বিষয়ে এই দোহাগুলি স্তবকের চৌদ্দপংক্তির সাতনরী হারের সঙ্গে এক একটি মূল্যবান হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিমান।

পদ্মাবৎ কাব্যের ভাষা

মালিক মুহম্মদ জায়সী যে ভাষায় পদ্মাবৎ কাব্যটি রচনা করেন তা হল উত্তর ভারতে কথিত পূর্বী হিন্দীর একটি উপভাষা অবধী বা আওয়াধী। অবধী নাম থেকেই বোঝা যায় এটি অবধ বা অযোধ্যা অঞ্চলের ভাষা। কিন্তু অবধী ভাষা যে শুধু অযোধ্যা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তা নয়, জৌনপুর, ফতেপুর, মির্জাপুর, এলাহাবাদ অঞ্চলেও এ ভাষা কথিত। প্রধানত অবধ বা অযোধ্যা অঞ্চলে কথিত বলে এর নাম অবধী।

অবধী ভাষা এসেছে প্রাচীন অর্ধমাগধী থেকে। এর আর এক নাম বৈসওয়ারী। অবধী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকে রচিত দামোদর পণ্ডিতের 'উক্তি ব্যক্তি প্রকরণ' গ্রন্থে। লোকভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শেখানো এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির যুগে জৌনপুর সুলতানদের সমৃদ্ধির সময়ে অবধী ভাষার উন্নতি দেখা দিতে থাকে। বাস্তবিক চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে তার বিকাশ ও পূর্ণ পরিণতি। মোল্লা দাউদের চন্দায়ন, কুতুবনের মৃগাবতী, জায়সীর পদ্মাবৎ এবং মনঝনের মধুমালতী এই ক্রমবিকাশের উজ্জ্বল সাক্ষ্য এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানস এ ভাষার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। অবশ্য তুলসীদাসের ভাষায় অবধীর সঙ্গে মিশেছে ব্রজভাষা ও পশ্চিমা হিন্দীর উপকরণ। বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ব্রজভাষার সঙ্গে সঙ্গে অবধী ভাষায়ও সাহিত্য রচনা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে অবশ্য অবধী কবিগণ খড়িবোলী বা হিন্দুস্থানীতেই সাহিত্য রচনা করেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য থেকে অবধী ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে দেখা যাক।

ধ্বনিগত-

১। অ কারান্ত শব্দ কখনও আ কারান্ত কখনও উ কারান্ত। বিলাসা, কবিলাসু।

২। ই কারান্ত ও উ কারান্ত শব্দ অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ—নাগমতী, জোতী, রাতী, অসাধূ।

৩। ঋ-এর অন্য স্বরে পরিবর্তন। দৃষ্টি > দিসিটি, মৃত > মুএ।

৪। বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর পৃথক ব্যবহার। বারী, দিবস ইত্যাদি।

৫। যুক্তব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে একক ব্যঞ্জনে পরিণত। নক্ষত্র > নখত, অন্তরীক্ষ > অঁতরীখা।

৬। যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরভক্তির সাহায্যে স্বরাগম। ধর্ম > ধরম্, জন্ম > জনম্, ব্যাস > বিয়াস।

৭। ধ্বনি পরিবর্তনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ধরা পড়বে—

আ > অ = আদেশ > অদেস

ক > গ = বিকাশ > বিগাস

ক্ষ > চ্ছ = লক্ষ্মী > লচ্ছী, লছিমী

ণ > ন = রাবণ > রাবন, রাণী > রানী

ড় > র = পীড়া > পীরা

ৎস > চ্ছ = উৎসাহ > উচ্ছাহ, উছাহ

থ > হ = নাথ > নাহ

ধ > হ = রুধির > রুহির

ম > বঁ = পামর > পাবঁর, হনুমন্ত > হনুবঁত

য > জ = যাচক > জাচক, যোগী > জোগী

ল > র = ফল > ফর

শ > স = শশী > সসি, শঙ্কর > সংকর

ষ > খ = তুষার > তুখার, নির্দোষা > নিরদোখা

স > ছ = অপ্সরা > অপছরা

স্ব > সু = স্বভাব > সুভাব।

৮। পদমধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে আনুনাসিক বর্ণগুলি 'ং'-এর পরিণত বন্দন = বংদন, খণ্ড = খংড।

রূপগত-

শব্দরূপে—

১। সব কারকেই শূন্য বিভক্তি হতে পারে। কর্তৃকারকে কখনও কখনও 'ৈ' বিভক্তি যুক্ত হয়। রাজা > রাজৈ

২। কর্ম ও সম্প্রদান কারকে কহঁ, কহু কহ এবং হি, হিঁ বা হীঁ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার।

৩। করণ কারকে ও অপাদান কারকে তেঁ, তৈঁ, সৈঁ, সন ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ।

৪। অধিকরণ কারকের অনুসর্গ যথা মহ, মই, মহঁ, মাহীঁ, মাঝ, মাঝা, মাঝাঁ, বীচ, পর, পৈ, লগি, লগেঁ, পাস, পহ, পহি, পাহীঁ ইত্যাদি।

৫। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি, যথা, কীঁ, কেঁ, কের, করা, কেরা, কেরি, কেরী, কে, কৈ, ক ইত্যাদি।

৬। বহুবচন প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দের শেষে সাধারণত হ, হি, এহ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সর্বনামের রূপ

	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে—		
প্রথমা	হোঁ, মৈঁ, মৈ, মই	হম
ষষ্ঠী	মোরি, মোহিঁ, মোরেঁ	হমার, হমরে, হমরেউ
অনুসর্গ যোগকালে	মো, মোহি, মুহি, মোতেঁ, মোসৌঁ	হমসৌঁ, হমতেঁ
মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে—		
প্রথমা	তঈ, তৈঁ, তৈ, তু, তই	তুম, তুম্হ
ষষ্ঠী	তুম্হার, তোর, তোরা, তোরি, তোরেঁ	তুম্হারি তুম্হারেঁ, তুম্হরিঅ
অনুসর্গ যোগকালে	তো, তোহি, তোহু	তুম্হ
প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে—		
প্রথমা	ও, ওউ, সোই, সোউ, সোঈ, সো, তেউ তৈউ	ওউ, তে, তেঁ, তেউ, তেই, তেউ
দ্বিতীয়া	ওহি, ওহী, তাহী, তেহি, তেহী	উহ্নহি, তিহ্নহি, তিহ্নী, তেউ
ষষ্ঠী	তাসু, তাকে	তিহ্নকে
অনুসর্গ যোগকালে	তেহি, তা, ৱেহি	উহ্ন, তিহ্ন, তিন, তিহ্নহি
নির্দেশক সর্বনামের ক্ষেত্রে—(যে, এ)		
প্রথমা	জো, জোই, য়হ, য়েহ, য়েহি, এহ	জে, জেউ, য়ে, এ
দ্বিতীয়া	জোহি, জা, জেঁহি, জাহে, জাহু, জিহি, য়েহ, এহি, য়হ, ইহৈ, ইহই	জিহ্নহি, জেঈ, ইহ্নহি
ষষ্ঠী	জাসু, জসু, জাকরি	
অনুসর্গ প্রয়োগকালে	জেহি, জা, জেহিঁ, জৱনি, য়েহি, য়হ, য়হিঁ,	জিহ্নহি, জেঈ, জিহ্ন, ইহ্ন, ইন, এহ্ন, য়হ্ন
প্রশ্নাত্মক সর্বনামের ক্ষেত্রে—(কে)		
প্রথমা	কৱন, কৌন, কো, কৱনিউ, কৱনি	কে
দ্বিতীয়া	কেহি, কেহী, কেহু, কৌন	
ষষ্ঠী	কাসু, কেহিকর	
অনুসর্গ যোগকালে	কেহি, কৱনি, কৱনিহু, কৱন	কিহ্ন

ধাতুরূপে বিভক্তি প্রয়োগ—

		একবচন	বহুবচন
সাধারণ বর্তমান—	উত্তম পুরুষ	অউ	অহি
	মধ্যম পুরুষ	অসি	অহু
	প্রথম পুরুষ	অহি, অই	অহিঁ
	এছাড়া কহত, বোলত ইত্যাদি প্রত্যয়ান্ত পদের ব্যবহার		
সাধারণ অতীত—	উত্তম পুরুষ	এউ, +আ, +এ, +ঈ (স্ত্রী)	+আ, +এ, +ঈঁ (স্ত্রী)
	মধ্যম পুরুষ	এ, আ	„
	প্রথম পুরুষ	আ, এ, এউ, ঈ	„

এছাড়া কীন্হ, লীন্হ, দীন্হ ইত্যাদির ব্যবহার। হল অর্থে ভে, ভএউ, ভয়ো ইত্যাদির প্রয়োগ। স্ত্রীলিঙ্গে 'বীত'।

সাধারণ ভবিষ্যৎ—	উত্তম পুরুষ	ওঁ, ইহউ, অব, অবউ	অব, অবি, অবা
	মধ্যম পুরুষ	ইহসি, অবব	ইহহু, অব, ইবি
	প্রথম পুরুষ	ইহহি, ইহি, ই, অব	ইহই, ইহিঁ, অব
বর্তমান অনুজ্ঞা—	উত্তম পুরুষ	অউ, ওঁ	
	মধ্যম পুরুষ	হু, উ, অ, অসি, অহি	অহু, ও
	প্রথম পুরুষ	অউ, অও, অই	অহিঁ, অহী

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের একবচনে এসু এবং বহুবচনে এহু ব্যবহৃত। অসমাপিকার ক্ষেত্রে ধাতুর পর ই, অন বা অই প্রত্যয় এবং ঘটমান ক্রিয়ায় ধাতুর পর 'হিঁ' বিভক্তি, অত প্রত্যয় বা কর যুক্ত করে নিষ্পন্ন হয়। কর্মবাচ্য গঠিত হয় ধাতুর উত্তর ইঅ, ইঅহি; ইএ, ইজই ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে। ক্রিয়াপদের লিঙ্গ পরিবর্তন (চলা > চলী) সর্বকালের হিন্দী ভাষার মতো অবধী ভাষারও লক্ষণ।

জায়সীর শব্দভাণ্ডারে আওয়াধী লোকভাষার সঞ্চয়ই সর্বাধিক, পদ্মাবৎ কাব্যে এর প্রয়োগও খুব বেশী। সংস্কৃত ও আরবী ফারসী ভাষায় প্রচুর দখল থাকা সত্ত্বেও শব্দপ্রয়োগে জায়সীর মনোযোগ ছিল দেশীয় ও তদ্ভব হিন্দী শব্দের প্রতি। অস্তুতি খণ্ডের সর্বশেষ স্তবকে জায়সী যে বলেছিলেন, 'আদ্যন্ত এই কীর্তিকাহিনী চৌপাঈ ছন্দে ও (দেশীয়) ভাষায় বলা হল'—কবি একাব্যের আগাগোড়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালের কবি তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁর বিপুল প্রভেদ। তুলসীদাসের রামচরিতে যেখানে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ সংস্কৃত তৎসম শব্দরীতির প্রাধান্য, জায়সীর কাব্যে সেখানে সন্ধিসমাসহীন সহজ সরল দেশীয় ও তদ্ভব ভাষার প্রয়োগই লক্ষণীয়। আরবী ফারসীর ব্যবহারও তাঁর কাব্যে অল্প। দেশীয় শব্দ পাওয়া গেলে জায়সী বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন নি। মুসলিম হয়েও তিনি বেহেস্ত্ না লিখে কবিলাস লিখেছেন, কোরাণের বদলে লিখেছেন পুরাণ। তাঁর শতবর্ষ পরে পদ্মাবৎ-এর অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওলও ঠিক এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু জায়সী ছিলেন লোকভাষার কবি আর আলাওল সংস্কৃত-পন্থী পণ্ডিত। শব্দপ্রয়োগে জায়সী ছিলেন পুরোপুরি 'ভাষা'র সমর্থক এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী আওয়াধী কবিদের (দাউদ, কুতুবন) মতোই লোকভাষা-ব্যবহাররীতির পক্ষাবলম্বী।

পদ্মাবৎ

সূচীপত্র

অস্তুতিখণ্ড

১

সর্ব্বরউঁ আদি এক করতার্‌।
জেই জিউ দীহ্ন কীহ্ন সংসার্‌॥
কীহ্নেসি প্রথম জোতি পরগাসূ।
কীহ্নেসি তেহি[1] পরবত[2] কবিলাসূ[3]॥
কীহ্নেসি অগিনি পবন জল খেহা।
কীহ্নেসি বহুতৈ রংগ উরেহা॥
কীহ্নেসি ধরতী সরগ পতার্‌।
কীহ্নেসি বরন বরন অউতার্‌॥
কীহ্নেসি সপ্‌ত[4] দীপ ব্রহ্মংডা[5]।
কীহ্নেসি ভুঅন চৌদহী খংডা[6]॥
কীহ্নেসি দিন দিনিঅর সসি রাতি।
কীহ্নেসি নখত তরাইন পাঁতী॥
কীহ্নেসি সীউ ধূপ[7] অউ ছাঁহাঁ।
কীহ্নেসি মেঘ বীজু তেহি মাহাঁ॥
কীহ্ন সবৈ অস জা কর দুসর ছাজ ন কাহি[8]।
পহিলৈ তেহি কর[9] নাউঁ লৈ কথা করউঁ ঔগাহি[10]॥

যিনি জীবন দিয়ে সংসার সৃষ্টি করেছেন সেই আদি ও একমাত্র কর্তাকে স্মরণ করি। তিনি প্রথম-জ্যোতির প্রকাশ, এবং সেই কারণে কৈলাশ পর্বত সৃষ্টি করেছেন। তিনি আগুন, পবন, জল ও স্থল সৃষ্টি করেছেন এবং এর থেকে বহু বর্ণের বৈচিত্র্য নির্মাণ করেছেন। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নানাবর্ণের জীব। সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং চতুর্দশ ভুবন তাঁরই সৃষ্টি। দিবসে সূর্য এবং রাত্রিকালের জন্য চন্দ্র নির্মাণ করেছেন। নক্ষত্র এবং তারকাপংক্তি রচনা করেছেন। শীত, রৌদ্র এবং ছায়া তাঁরই রচনা। তিনি মেঘ সৃষ্টি করেছেন, আবার মেঘের মাঝখানে বিদ্যুৎ তাঁরই সৃষ্টি। যা আছে সবকিছু তাঁরই দান, তাঁর সমকক্ষ সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই। প্রথমেই তাঁর নাম করে, অতঃপর কাহিনী বলছি।

১ তিনহিঁ
২ প্রীতি
৩ কবলাহু
৪ সাত
৫ নব খংডা
৬ কীহ্নেসি চৌদহ ভুবন অখণ্ডা
৭ ধূপসীউ
৮ কাহু
৯ তে কর
১০ করৌঁ কথা অবগাহ

২

কীহ্নেসি সাত সমুঁদ অপার্‌া।
কীহ্নেসি মেরু খিখিন্দ[1] পহার্‌া॥
কীহ্নেসি নদী নার অউ ঝরনা।
কীহ্নেসি মগর মচ্ছ বহু বরণা॥
কীহ্নেসি সীপ মোতী তেহি ভরে।
কীহ্নেসি বহুতৈ নগ নিরমরে॥
কীহ্নেসি বনখংড ঔ জরি মূরী।
কীহ্নেসি তরিবর[2] তার খজুরী॥
কীহ্নেসি সাউজ আরন রহহীঁ।
কীহ্নেসি পংখি উড়হিঁ[3] জহঁ চহহীঁ॥
কীহ্নেসি বরন সেত ঔ সামা।
কীহ্নেসি নীদঁ ভূখ বিসরামা॥
কীহ্নেসি পান ফুল রস[4] ভোগূ।
কীহ্নেসি বহু ঔখদ[5] বহু রোগূ॥
নিমিখ[6] ন লাগ করত ঔহি সবৈ কীহ্ন পল এক।
গগন অঁতরিখ রাখা বাজু[7] খম্ভ[8] বিনু টেক॥

অপার সপ্তপারাবার তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন সুমেরু ও কিষ্কিন্ধ্যা পাহাড়। নদী নালা ও ঝর্ণা নির্মাণ করেছেন। বিচিত্রবর্ণের মকর ও মাছ সৃষ্টি করেছেন। মুক্তাপূর্ণ শুক্তি নির্মাণ করেছেন। বহু-প্রকার নির্মল মণি তৈরি করেছেন। অরণ্য নির্মাণ করেছেন ও অনেক শিকড় খেজুর ও তালবৃক্ষ করেছেন। শিকারের জন্য বনে যাযাবর প্রাণী ও যথেচ্ছবিহারী বিহঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। সাদা ও সবুজ বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুধা, বিশ্রাম ও নিদ্রা তাঁরই সৃষ্টি। রসভোগের নিমিত্ত পান ও ফুল তৈরী করেছেন। বহু রোগ এবং অনেকপ্রকার ওষুধ তাঁরই সৃষ্টি।

তিনি চোখের পলকেই এসব করেন, এসব করতে এক নিমেষও লাগে না। স্তম্ভ ছাড়াই তিনি গগন অন্তরীক্ষকে ধরে রেখেছেন।

১ খিখিংড
২ তরুবর
৩ উড়েঁ
৪ বহু
৫ ঔখধ
৬ নিমিখ
৭ বাজ
৮ খাঁভ

৩

কীন্হেসি মানুস দীন্হ[১] বড়াঈ।
কীন্হেসি অন্ন ভুগুতি তেই[২] পাঈ॥
কীন্হেসি রাজা ভূঁজই রাজ্।
কীন্হেসি হস্তি ঘোর তেহি[৩] সাজ্॥
কীন্হেসি তেহি[৪] কহঁ বহুত বিরাসূ।
কীন্হেসি কোই ঠাকুর কোই দাসূ॥
কীন্হেসি দরব গরব জেহি হোঈ।
কীন্হেসি লোভ অঘাই ন কোঈ॥
কীন্হেসি জিঅন সদা সব চহা।
কীন্হেসি মীঁচু ন কোঈ রহা॥
কীন্হেসি সুখ অউ ক্রোড়[৫] অনন্দূ।
কীন্হেসি দুখ চিন্তা ঔ দন্দূ॥
কীন্হেসি কোঈ ভিখারি কোই ধনী।
কীন্হেসি সঁপতি বিপতি বহু ঘনী॥[৬]
কীন্হেসি কোঈ নিভরোসী কীন্হেসি কোই বরিআর।
ছারহিঁ তই[৭] সব কীন্হেসি পুনি কীন্হেসি সব ছার॥

মানুষ সৃষ্টি করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, অন্ন সৃষ্টি করেছেন তার ভোজনের জন্য। রাজ্য ভোগ করবার জন্য কাউকে রাজা করেছেন, তার যুদ্ধসাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন হস্তী এবং অশ্ব। তার জন্য বহু বিলাস ব্যসন সৃষ্টি করেছেন। কাউকে করেছেন প্রভু আবার কাউকে করেছেন ভৃত্য। গর্ব হবার মতো দ্রব্য নির্মাণ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন লোভ যা কেউ তৃপ্ত করতে পারে না। সকলের আকাঙ্ক্ষিত জীবন সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু যার থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। সুখ দিয়েছেন এবং কোটি আনন্দও দিয়েছেন। দুঃখ চিন্তা, আর দ্বিধা দিয়েছেন। কাউকে ভিখারি করেছেন, কাউকে করেছেন ধনী। সম্পদ যেমন দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন বহু বিপদ।

কাউকে করেছেন দুর্বল, কাউকে করেছেন বলীয়ান। ছাই থেকে সবকিছু নির্মাণ করেছেন, আবার সবকিছু ছাই-এর মধ্যেই শেষ করে দেন।

---

১ দিন্হিস
২ তেহিঁ
৩ তিন্হ
৪ তিন্হ
৫ কোটি
৬ কীন্হেসি বিপতি সম্পদা ঘনী
৭ তে

৪

কীন্হেসি অগর কস্তুরী বেনা।
কীন্হেসি ভীমসেনি অউ চেনা[১]॥
কীন্হেসি নাগ মুখই[২] বিখ বসা।
কীন্হেসি মন্ত্র হরই জো[৩] ডসা॥
কীন্হেসি অমী জিঅই জেহি পাঈ[৪]।
কীন্হেসি বিখ[৫] জো মীঁচু তেহি[৬] খাঈ॥
কীন্হেসি উখ মীঠ রস ভরী।
কীন্হেসি করূই[৭] বেলি বহু[৮] ফরী॥
কীন্হেসি মধু লাবই[৯] লেই[১০] মাঁখী।
কীন্হেসি ভবঁর পংখি[১১] অউ পাঁখী॥
কীন্হেসি লোবা উন্দুর[১২] চাঁটী।
কীন্হেসি বহুত রহহিঁ খনি মাঁটী॥
কীন্হেসি রাকস ভূত পরেতা।
কীন্হেসি ভোকস দেব দএতা॥
কীন্হেসি সহস অঠারহ বরন বরন উপরাজি।
ভুগুতি দীন্হ[১৩] পুনি সব কহঁ সকল সাজনা সাজি॥

সৃষ্টি করেছেন অগুরু, কস্তুরী এবং খস। ভীমসেনী এবং কর্পূর নির্মাণ করেছেন। বিষমুখ নাগ সৃষ্টি করেছেন, আবার বিষহর মন্ত্রও সৃষ্টি করেছেন। সঞ্জীবনী অমৃত নির্মাণ করেছেন, আবার এমন গরল তৈরী করেছেন যা পান করলেই মৃত্যু। মিষ্ট রসপূর্ণ ইক্ষু সৃষ্টি করেছেন; বহুফলপূর্ণ কটু লতা নির্মাণ করেছেন। মৌমাছির আহরণযোগ্য মধু সৃষ্টি করেছেন। ভ্রমর, পতঙ্গ এবং পাখী তৈরী করেছেন। সৃষ্টি করেছেন শিয়াল, ইঁদুর এবং পিঁপড়ে। আরও অনেক মৃত্তিকাশ্রয়ী জীব সৃষ্টি করেছেন। রাক্ষস ভূত প্রেত তৈরী করেছেন। নির্মাণ করেছেন দানব দেবতা এবং দৈত্য।

এইভাবে বিচিত্র ধরনের আঠারো হাজার জীব সৃষ্টি করে সকলকে সবরকম ভোগ্যদ্রব্য সাজিয়ে দিয়েছেন।

১ কপূরেনা
২ জো মুখ
৩ জৌহি
৪ কীন্হেসি অমিরিতু জিয়ৈ জো পাঈ
৫ বিষ
৬ জেহি
৭ করুআ
৮ ভুঁই
৯ লাব
১০ লৈ
১১ পাংখ
১২ ইন্দুর
১৩ দিন্হিস

৫

ধনপতি উহই জেহি ক সংসারূ।
সবহি দেই নিতি[১] ঘট ন ভঁড়ারূ॥
জাবত জগত হস্তি অউ চাঁটা।
সব কহঁ ভুগুতি রাতি দিন বাঁটা॥
তাকরি দিসিটি সবহি উপরাহীঁ[২]।
মিত্র সত্রু কোই বিসরই নাহীঁ॥
পংখী পতঁগ ন বিসরই কোঈ।
পরগট গুপুত জহাঁ লগি হোঈ॥
ভোগ ভুগুতি বহু ভাঁতি উপাঈ।
সবহিঁ খিআরই[৩] আপু ন খাঈ॥
তা কর ইহই[৪] জো খানা পিঅনা।
সব কহঁ দেই ভুগুতি অউ জিঅনা॥
সবহিঁ আস তাকরি[৫] হর সাঁসা[৬]।
ঔহি ন কাহু কই আস নিরাসা॥
জুগ জুগ দেত ঘটা নহীঁ উভই হাথ তস[৮] কীন্হ।
অউরু[৯] জো দীন্হ জগত মঁহ সো সব তাকর দীন্হ॥

যাঁর এই সংসার তিনি ধনপতি। সবাইকে নিত্য দান করেও অফুরন্ত তাঁর ভাঁড়ার। সারা পৃথিবীতে হাতী থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলের জন্য দিনরাত তিনি ভোজ্যদ্রব্য বণ্টন করছেন। সকলের উপরেই তাঁর দৃষ্টি আছে। শত্রুমিত্র কাউকেই তিনি ভোলেন না। পাখী পতঙ্গ কাউকেই তিনি বিস্মৃত হন না। গুপ্ত ও প্রকাশিত যাই হোক তাঁর জন্যই বর্তমান। অনেকভাবে তিনি সকলের জন্য ভোগ্যদ্রব্য যোগান, সকলকে খাওয়ান, কিন্তু নিজে কিছুই খান না। সকলকে এইভাবে আহার ও জীবন দেন এবং এই তাঁর পান আহার। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সকলেই তাঁর প্রতি আশা রাখে, তিনি কারোর আশাকেই নিরাশ করেন না।

যুগ যুগ ধরে দুই হাত ভরে তিনি দিয়েছেন, তবু তিনি পূর্ণ। জগতে যা কিছু আছে সে সবই তাঁর দান।

১ সবৈ দেৱ নিত
২ তাকর দৃষ্টি জো সব উপরাহঁী
৩ খবারৈ
৪ রহৈ
৫ তাকর
৬ খাসা
৭ কী
৮ অস
৯ ঔ

৬

আদি সোই[১] বরনউঁ বড়[২] রাজা।
আদিহু অন্ত রাজ জেহি ছাজা॥
সদা সরবদা রাজ করেঈ।
অউ জেহি চহই রাজ তেহি দেঈ॥
ছতরি অছতরি[৩] নিছতরহিঁ[৪] ছারা।
দোসর[৫] নাহিঁ জো সরবরি পারা॥
পরবত ঢাহি[৬] দেখু[৭] সব লোগূ।
চাঁটহি করই হস্তি সরি জোগূ॥
বজ্জরহি তিন কই[৮] মারি উড়াঈ।
তিনহি বজ্জর কই[৯] দেই বড়াঈ॥
কাহুহি ভোগ ভুগুতি সুখ সারা।
কাহুহি ভীখ ভরন দুখ মারা॥
তাকর কীন্হ ন জানই কোঈ।
করই সোই মন চিত্ত[১০] ন হোঈ॥
সবই নাস্তি রহ অসথির[১১] অইস সাজু জেহি কেরি[১২]।
এক সাজই অউ[১৩] ভাঁজই চহই স বারই[১৪] ফেরি॥

প্রথমে সেই মহান রাজার কথা বর্ণনা করি। আদিঅন্তব্যাপী যাঁর রাজ্য শোভিত। সদাসর্বদা তিনি রাজত্ব করে যাচ্ছেন। তাঁর যাকে ইচ্ছা তাকেই রাজত্ব দান করেন। ছত্রপতিকে ছত্রহীন করেন, আর নিরাচ্ছাদনকে ছায়া দেন। তাঁর সমকক্ষ এমন দ্বিতীয় কেউ নেই। সর্বলোকের চোখের সামনে তিনি পর্বতকে ধ্বংস করেন আবার পিপীলিকাকে হস্তীর সমযোগ্য করেন। বজ্রকে তৃণবৎ উড়িয়ে দেন আবার তৃণকে বজ্রের গৌরব দান করেন। কাউকে ভোজনভোগে সুখ দান করেন আবার কাউকে ভিখারী করে ও আবাসদুঃখ দিয়ে মৃতপ্রায় করেন। তাঁর কার্যকারণ কেউই জানে না। তিনি যা করেন তা বোধবুদ্ধির অতীত।

সমস্ত অস্থির নশ্বরতার মাঝখানে তাঁর এই সুসজ্জিত সৃষ্টি। একদিকে তিনি সৃষ্টি করেন অপরদিকে ধ্বংস করেন, ইচ্ছা হলে বারবার নতুন করে গড়েন।

১ এক
২ সো
৩ অছত্ত
৪ নিছত্রহি
৫ দুসর
৬ চাহ
৭ দেখ
৮ তিনুকা
৯ বজ্রকরি
১০ চিন্ত
১১ ইস্থির
১২ কের
১৩ এক
১৪ সঁবারৈ

৭

অলখ অরূপ[১] অবরণ সো করতা।
ব্রহ সব সওঁ সব ঔহি সওঁ বরতা[২]।
পরগট গুপুত সো সরব বিআপী।
ধরমী চীহ্ন চীহ্ন নহিঁ পাপী॥
না ঔহি পূত ন পিতা ন মাতা[৩]।
না ঔহি কুটুবঁ ন কোই সঁগ নাতা॥
জনা ন কাহু ন কোই [৪] ঔহি জনা।
জহঁ লগি[৫] সব তাকর সিরজনা॥
রেই[৬] সব কীহ্ন জহাঁ লগি[৭] কোঈ।
ব্রহ ন[৮] কীহ্ন কাহু কর হোঈ॥
হুত পহিলই[৯] অউ অব হই সোঈ।
পুনি সো রহই রহই নহিঁ কোঈ॥
অউরূ[১০] জো হোই সো বাউর অন্ধা।
দিন দুই চারি মরই কই[১১] ধন্ধা॥
জো রেই[১২] চহা সো কীহ্নেসি করই জো চাহই কীহ্ন।
বরজনহার ন কোঈ[১৩] সবহি[১৪] চাহি জিউ দীহ্ন॥

সেই সৃষ্টিকর্তা অলক্ষ্য, অরূপ এবং অবর্ণনীয়। তিনি সর্বব্যাপী এবং সবকিছুই তাঁর মধ্যে বর্তমান। সর্বব্যাপ্ত তিনি কখনও প্রকাশিত কখনও গুপ্ত। ধার্মিকজন তাঁকে চিনতে পারে, পাপীরা পারে না। তাঁর পুত্র নেই, পিতা নেই, মাতা নেই। তাঁর কোন কুটুম্ব নেই। কারোর সঙ্গেই তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি। যেখানে যা কিছু সবই তাঁর সৃষ্টি। যে কেউ আছে সবই তাঁর রচনা, কিন্তু তাঁকে কেউ কখনও সৃষ্টি করে নি। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন, এখনও তিনি আছেন, যখন কেউ কোথাও থাকবে না, তখনও তিনি থাকবেন। আর যা কিছু আছে সবাই উন্মত্ত ও অন্ধ, দু' চারদিন পরে সকলেই মৃত্যুতে লয় পাবে।

যা তিনি ইচ্ছে করেছেন তা করেছেন। তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই, সকলকেই তিনি স্বেচ্ছায় জীবন দান করেছেন।

১ রূপ
২ সব ওহি সেঁা ব্রহ সবসেঁা বরতা
৩ না ওহি পূত পিতা নহিঁ মাতা
৪ কোউ
৫ লগ
৬ রৈঁ
৭ লগ
৮ নহিঁ
৯ পহিলে
১০ ঔর
১১ করি
১২ রৈঁ
১৩ কোউ
১৪ সবৈঁ

৮

এহি[১] বিধি চীহ্নহু করহু[২] গিআনূ।
জস পুরান মহঁ লিখা বখানূ॥
জীউ নাহিঁ পই জিঅই গোসাঈঁ।
কর নাহীঁ পই করই সবাঈঁ॥
জীভ নাহিঁ পই সব কিছু[৩] বোলা।
তন নাহীঁ জো ডোলাউ সো ডোলা[৪]॥
স্রবন নাহিঁ পই সব কিছু[৫] সুনা।
হিঅ নাহীঁ গুননা[৬] সব[৭] গুণা॥
নয়ন[৮] নাহিঁ পই সব কিছু[৯] দেখা।
কবন[১০] ভাঁতি অস জাই বিসেখা॥
না কোই হোই ঔহি কে রূপা।
না ঔহি অস[১১] কোই অইস[১২] অনূপা॥
না ঔহি ঠাউঁ ন ঔহি বিনু ঠাউঁ।
রূপরেখ বিনু[১৩] নিরমর[১৪] নাউঁ॥
না ব্রহ মিলা ন বেহরা[১৫] অইস রহা ভরিপুরি[১৬]।
দিসিটিবন্ত কহঁ নীঅরে অন্ধ মুরুখ কহঁ দূরি[১৭]।

এইভাবে তাঁকে চেন এবং জান, যেভাবে পুরাণে লেখা ও বলা আছে। প্রাণ নেই, অথচ তিনি জীবিত আছেন; হাত নেই, অথচ তিনি সবই করেন; জিহ্বা নেই, কিন্তু তিনি সব কিছু বলেন; দেহ নেই, অথচ তিনি সঞ্চালন করেন; কান নেই, কিন্তু তিনি সব শুনতে পান: হৃদয় নেই, অথচ সব গুণাগুণ বিচার করতে পারেন; চোখ নেই, কিন্তু সবই প্রত্যক্ষ করেন; কোন্ বিশেষরূপে তাঁকে বর্ণনা করব? তাঁর মত রূপ কারোরই হয় না। তাঁর ন্যায় অনুপম আর কেউ নয়। তিনি ছাড়া আর কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। রূপরেখাহীন তিনি নিরঞ্জন স্বরূপ।

তিনি কারোর সঙ্গে মিলিত নন, আবার বিচ্ছিন্নও নন। জগৎ সংসারে তিনি পূর্ণ হয়ে আছেন। চক্ষুষ্মান তাঁকে দেখে নিকটে, আর অন্ধ মূর্খজনের মতে তিনি বহু দূরবর্তী।

১ যহি
২ করৌ
৩ কুছ
৪ তন নাহঁী সব ঠাহর ডোলা
৫ কুছ
৬ গৈসব
৭ কুছ
৮ নৈন
৯ কুছ
১০ কৌন
১১ সেঁা
১২ আর
১৩ বিন
১৪ নিরমল
১৫ বীহরে
১৬ ভরিপুর
১৭ দূর

৯

অউরু[১] জো দীহ্নেসি রতন অমোলা।
তাকর মরম ন জানই ভোলা॥
দীহ্নেসি রসনা অউ রস ভোগ্।
দীহ্নেসি দসন জো বিহঁসই জোগ্॥
দীহ্নেসি জগ দেখই[২] কঁহ নয়না[৩]।
দীহ্নেসি শ্রবন সুনই কঁহ বয়না[৪]॥
দীহ্নেসি কণ্ঠ বোলি[৫] জেহি মাহাঁ।
দীহ্নেসি কর-পল্লউ বর বাঁহা॥
দীহ্নেসি চরণ অনূপ চলাহীঁ।
সো পই মরম জানু জেহি নাহীঁ॥
জোবন মরম জানু পই বূঢ়া।
মিলা[৬] ন তরুনাপা জগ ঢূঁঢ়া॥
দুখ কর মরম ন জানই রাজা।
দুখী জানু জাকঁহ দুখ বাজা॥
মরম জানু পই রোগী ভোগী রহই নিচিন্ত।
সব কর মরম সো জানই জো ঘট ঘট মহঁ[৭] নিন্ত

১০

অস্তি অপার করতা কর[১] করনা।
বরনি ন পারই[২] কান্থু[৩] বরনা॥
সাত সরগ জউ[৪] কাগদ করঈ।
ধরতী সাত সমুঁদ মসি ভরঈ॥
জাবঁত জগত সাখ বন-ঢাঁখা[৫]।
জাবঁত কেস রোঁর পঁখি-পাঁখা॥
জাবঁত খেহ রেহ জহঁ তাঈঁ[৬]।
মেঘ বুঁদ্ অউ গগন তরাঈঁ॥
সব লিখনী কই[৭] লিখু সংসারা।
লিখি ন জাই[৮] গতি[৯] সমুদ অপারা॥
অইস[১০] কীহ্ন সব গুণ পরগটা।
অবহুঁ[১১] সমুদ্ মহঁ বুঁদ নহিঁ ঘটা॥
অইস জানি মন গরব ন হোঈ।
গরব করই মন বাউর সোঈ॥
বড় গুনবন্ত গোসাঈঁ চহই সো হোই তেহি[১৩] বেগ
অউ অস গুণী সরাঁরই জো গুণ করই অনেগ॥

তিনি যেসব অমূল্য রত্ন দিয়েছেন সাধারণে তার মর্ম জানে না। রস আস্বাদনের জন্য তিনি জিভ দিয়েছেন, হাসবার জন্য তিনি দাঁত দিয়েছেন। দেখবার জন্য জগৎজনকে চোখ দিয়েছেন, কথা শোনবার জন্য দিয়েছেন কান। কণ্ঠ দিয়েছেন যার ভিতরে আছে স্বর। করপল্লব-যুক্ত বাহু দিয়েছেন। চলাফেরার জন্য দিয়েছেন অনুপম চরণ। এসব যার নেই সেই এর মর্ম জানে। বৃদ্ধ জানে যৌবনের মর্ম। জগৎ ঢুঁড়েও আর তারুণ্য মেলে না। রাজা জানেন না দুঃখের মর্ম, দুঃখীই জানে কোথায় তার দুঃখ বাজে।

রোগী জানে দেহের মর্ম, ভোগী নিশ্চিন্তে ভোগ করে। সব কিছুর মর্ম জানেন তিনি, যিনি জানেন

১ অউর
২ দেখন
৩ নৈনা
৪ বৈনা
৫ বোল
৬ মিলৈ
৭ মহ

সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়ারহস্য অপার। তা বর্ণনা করা যায় না, কেউই বর্ণনা করতে পারে না। পৃথিবী ও সপ্ত স্বর্গব্যাপ্ত কাগজে সাতসমুদ্রপূর্ণ কালি দিয়ে জগতে যত বৃক্ষশাখা আছে, জীবদেহে ও পাখীর পাখায় যত চুল আছে, দুনিয়ায় যত মাটি ও ধুলো আছে এবং মেঘে যত বারিবিন্দু ও আকাশে যত তারা আছে, সব কিছুকে লেখনী করে জগৎসংসার পূর্ণ করে যদি লেখা হয় তবুও ঈশ্বরের অপার গুণসাগর লিখে শেষ করা যায় না। এমনভাবে তাঁর গুণ প্রকাশিত যে আজও পর্যন্ত সাগরের এক বিন্দুও কমে নি। এসব জেনে, মনে অহঙ্কার জাগে না। যার গর্ব হয় সে উন্মত্ত। ঈশ্বর এমনই গুণী যে, তাঁর ইচ্ছামাত্র তা দ্রুত সম্পন্ন হয়, তাঁর এমনই গুণ যে তিনি সকলকেই গুণী করে তোলেন।

১ কৈ
২ কোউ
৩ পারৈ
৪ জো
৫ ঢাঁকা
৬ দুনিয়াঈ
৭ করি
৮ জায়
৯ গুণ
১০ এত
১১ রহি
১২ তে
১৩ চহৈ হোয় সো

১১

কীন্হেসি পুরুষ এক নিরমরা।
নাম[১] মুহম্মদ পুনৌ করা॥
প্রথম জোতি বিধি তাকর[২] সাজী।
ঔ তেহি প্রীতি সিহিটি[৩] উপরাজী॥
দীপক লেসি[৪] জগত কহঁ দীহ্না।
ভা নিরমর জগ মারগ চীহ্না॥
জৌ ন হোত অস পুরুষ উজারা।
সূঝি ন পরত পন্থ অঁধিয়ারা॥
দুসরে ঠাঁব[৫] দঈ বৈ[৬] লিখে।
ভএ ধরমী জে পাঢ়ত সিখে॥
জেহি[৭] নহিঁ লীহ্ন জনম ভরি[৮] নাঁউ।
তা[৯] কহঁ কীহ্ন[১০] নরক মহঁ ঠাউঁ॥
জগত বসীঠ দঈ ওহি কীহ্না।
দুই[১১] জগ তরা নাবঁ জেহি লীহ্না॥
গুণ অবগুণ[১২] বিধি পুছব[১৩] হোইহি[১৪] লেখ ঔ জোখ।
রহ[১৫] বিনউব[১৬] আগে হোই করব[১৭] জগত কর মোখ॥

তিনি এক নির্মল পুরুষ সৃষ্টি করলেন; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ তিনি, নাম মুহম্মদ। বিধাতার প্রথম জ্যোতি দিয়ে তাঁর সজ্জা এবং তাঁর প্রীতির জন্যই বিশ্বসৃষ্টি। তিনি দীপ জ্বালিয়ে জগৎকে দিলেন। তাঁর পথ-নির্দেশে জগৎ উজ্জ্বল হল। সেই উজ্জ্বল পুরুষ যদি না আসতেন, অন্ধকারে পথ দেখা যেত না। ঈশ্বর তাঁকে আপনার পরেই স্থান দিয়েছেন। যে এ কথা শিখেছে সেই ধার্মিক। সারাজন্মভরে যে এ জানল না, তার জন্য ঈশ্বর নরকে স্থান রেখেছেন। তাঁকে বিধাতা জগৎগুরু করেছেন, তাঁর নাম নিলে দুই জগৎ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়।

বিধাতা যখন মানুষের গুণদোষের শেষবিচার করবেন, তখন তিনিই বিনীতভাবে এগিয়ে এসে মানুষকে মুক্তি দেবেন।

নাউঁ
তিহ্নিক
প্রীতি সিষ্টি
ঐস
ঠাউঁ
ওঁহি
জিহ্ন
তাহ
তিন
১০ দীহ্ন
১১ দোউ
১২ ঔগুন
১৩ পূছত
১৪ হোয়
১৫ রহি
১৬ বিনবত
১৭ করৈ

১২

চারি মীত জো মুহম্মদ ঠাউঁ।
জিন্হহিঁ দীহ্ন[১] জগ নিরমল নাউঁ॥
অবা বকর সিদ্দীক সয়ানে।
পহিলে সিদিক দীন অই[২] আনে॥
পুনি সো উমর খিতাব[৩] সুহাএ[৪]।
ভা জগ অদল দীন জো[৫] আএ॥
পুনি উসমান পণ্ডিত বড় গুণী।
লিখা পুরান জো আয়ত সুনী॥
চৌথে আলী[৬] সিংহ বরিয়ারূ।
সৌহঁ ন কোউ রহা জুঝারূ[৭]॥
চারিউ এক মতৈ এক বানা[৮]।
এক পন্থ ঔ এক সঁধানা[৯]॥
বচন এক জো সুনা অই[১০] সাঁচা।
ভা পরবান দুহুঁ জগ বাঁচা॥
জো পুরান বিধি পঠরা সোঈ পঢ়ত গরন্থ।
ঔর[১১] জো ভুলে আবত সো সুনি লাগে[১২] পন্থ॥

এই মুহম্মদের চারজন বন্ধু ছিলেন। তাঁদের জন্যই জগৎ নির্মল হয়েছিল। অবা বকর বা আবু বকর সিদ্দীক প্রথম সত্যধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর উমর খিতাব বা উমর খত্তাব সত্যধর্মের দ্বারা পৃথিবীতে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। অতঃপর এলেন পণ্ডিত ও গুণী ওসমান, ইনি বাণী শুনে পুরাণ বা কোরাণ লিপিবদ্ধ করলেন। চতুর্থত এলেন সিংহবিক্রম আলী, যুদ্ধে তাঁর সমান কেউই ছিলেন না। চারজনেই ছিলেন একমতাবলম্বী, একসাধনপন্থী; একই সত্য বাণী তাঁরা প্রচার করেছিলেন, তা উভয় জগতেই প্রমাণসিদ্ধ।

বিধাতা যে পুরাণ বা কোরাণ পাঠিয়েছেন সেই গ্রন্থ সবাই পাঠ করে। আর যারা ভ্রান্তপথিক তারাও এ শুনে পথ খুঁজে পায়।

১ চহ ক দুহ
২ রেই
৩ খত্তাব
৪ সোহায়ে
৫ ওহি
৬ অলী
৭ জিহ্ন ডর কাম্পে সয়ল পতারূ
৮ বাতা
৯ সঁধাতা
১০ সুনাবাহি
১১ ঔ
১২ লাগত

১৩

সের সাহি[১] দেহলী[২] সুলতানূ।
চারিউ খণ্ড[৩] তপৈ জস ভানূ॥
ঔহী ছাজ ছাত ঔ পাটা[৪]।
সব রাজৈ[৫] ভুঁই ধরা লিলাটা[৬]॥
জাতি সূর ঔ খাঁড়ে সূরা।
ঔর বুধিবন্ত সবৈ গুণ পূরা॥
সূর নবাএ নবখণ্ড অঈ[৭]।
সাতউ দীপ দুনী সব নঈ॥
তহঁ লগি রাজ খড়্গ করি[৮] লীহ্না।
ইসকন্দর জুলকরন জো কীহ্না॥
হাথ সুলেমাঁ কেরি অঙ্গুঠী।
জগ কহঁ দান দীহ্ন ভরি মূঠী॥
ঔ অতি গরুঅ ভূমিপতি[৯] ভারী।
টেকি ভূমি[১০] সব সিঁহিটি[১১] সঁভারী॥
দীহ্ন অসীস মুহম্মদ করহু জুগহি জুগ রাজ।
বাদসাহ[১২] তুম জগত[১৩]কেঁ জগ তুম্হার মুহতাজ॥

শের সাহ দিল্লীর সুলতান। সূর্যের মতো চতুর্দিকে তাঁর প্রতাপ। তাঁর রাজছত্র এবং সিংহাসন তাঁরই যথোপযুক্ত সাজ। সব রাজাই তাঁর সামনে কুর্নিশ করেন। জাতিতে তিনি সুর বা সূর্য এবং তরবারী হস্তে তিনি বীর। আর সর্বগুণান্বিত প্রজ্ঞাবান তিনি। নয়দিক থেকে বীরেরা তাঁর সামনে এসে মাথা নত করে এবং পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ তাঁর কাছে প্রণত হয়, আলেকজাণ্ডারের মতো তিনি অসিবলে সমস্ত সাম্রাজ্য জয় করেছেন। তাঁর হাতে আছে সুলেমা বা সলোমনের জাদুকরী আংটি, এর সাহায্যে তিনি জগৎকে পূর্ণ হাতে দান করেন। তিনি অত্যন্ত মহিমান্বিত শক্তিমান পৃথিবীপতি। স্তম্ভের মতো তিনি ভূমিকে ধারণ করে সমস্ত সৃষ্টিকে রক্ষা করছেন।

মহম্মদ তাঁকে আশীর্বাদ করে বলছে, 'যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করুন। আপনি সারা জগতের বাদশাহ, জগৎ আপনার কাছে চিরদিন প্রার্থী হয়ে থাক।'

১ সাহ
২ দেহলা
৩ খুঁট
৪ পাটু
৫ রাজন্
৬ লিলাটু
৭ ভৌ
৮ বর
৯ পুহমিপতি
১০ পুহমি
১১ সিষ্টি
১২ পাতসাহ
১৩ জগ

১৪

বরনৌঁ সূর ভূমিপতি রাজা।
ভূমি ন ভার সহৈ জেহি সাজা॥
হয় গয় সেঁন চলৈ জগ পূরী।
পরবত টূটি উড়হিঁ হোঈ ধূরী॥
রেনু রৈনি হোই রবিহিঁ গরাসা।
মানুখ পংখি লেহিঁ ফিরি বাসা॥
ভুঁই উড়ি অন্তরিক্ষ মৃতমণ্ডা[১]।
খণ্ড খণ্ড ধরতী বরম্হণ্ডা[২]॥
ডোলৈ গগন ইন্দ্র ডরি কাঁপা।
বাসুকি জাই পতারহি চাঁপা॥
মেরু ধসমসৈ সমুদ্র সুখাঈ।
বনখণ্ড টূটি খেহ মিলি জাঈ॥
অগিলহিঁ[৩] কহঁ পানী লেই[৪] বাঁটা।
পছিলহিঁ[৫] কহঁ নহিঁ কাদৌ আঁটা॥
জো[৬] গড় নএউ ন কাহুহি চলত হোই সো[৭] চুর।
জব[৮] যহ চঢ়ৈ ভূমিপতি[৯] সের সাহি[১০] জগ সূর॥

সেই ভূপতির বীরত্ব বর্ণনা করছি। পৃথিবী তাঁর ভার সহ্য করতে অক্ষম। জগৎ জুড়ে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্য যখন চলে, তখন পর্বত গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যায়। আর সেই ধুলোর মেঘে সূর্য পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, রাত্রি মনে করে মানুষ এবং পাখীরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসে। ধরিত্রীর মৃত্তিকা অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয়ে যায় এবং তা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, আকাশের দুলুনীতে ইন্দ্র কাঁপতে থাকে, বাসুকী পাতালে গিয়ে আত্মগোপন করে। মেরু প্লাবিত হয় আর সমুদ্র শুকিয়ে যায়, অরণ্যভূমি ছিন্নভিন্ন হয়ে ধুলোয় পরিণত হয়। অগ্রবর্তী সৈন্যরা জল ভাগ করে নেয় আর পশ্চাদবর্তীরা শেষপর্যন্ত যথেষ্ট কাদাও আর পায় না।

যে সমস্ত দুর্গ কখনও কারোর কাছে পদানত হয় নি, জগৎরবি ভূপতি শের সাহ যখন তার উপর দিয়ে যান তখন তা ধূলিচূর্ণ হয়ে যায়।

১ সতখণ্ড ধরতী ভই খট খণ্ডা
২ উপর অষ্ট হোহিঁ ব্রহ্মণ্ডা
৩ অগিলন
৪ ধর
৫ পছিলন
৬ জে
৭ তে
৮ জে
৯ পুহমিপতি
১০ সাহ

১৫

অদল কহৌঁ পুহুমী[১] জস হোঈ।
চাঁটা চলত ন দুখবৈ কোঈ॥
নৌসেরবাঁ জো আদিল কহা।
সাহি[২] অদল-সরি সোউ[৩] ন[৪] অহা॥
অদল জো কীন্হ উমর কৈ লাঈঁ।
ভঈ অহা সগরী[৫] দুনিয়াঈ॥
পরী নাথ কোই ছুবৈ ন পারা।
মারগ মানুষ সোন উছারা[৬]॥
গউ[৭] সিংহ রেঁগহিঁ এক বাটা।
দূনৌ পানি পিয়হিঁ এক ঘাটা॥
নীর খীর ছানৈ দরবারা।
দূধ পানি সব করৈ নিনারা[৮]॥
ধরম নিয়াৱ চলৈ সতভাখা।
দূবর বলী এক সম রাখা॥
সব পৃথবী সীসহিঁ নঈ[৯] জোরি জোরি কৈ হাথ।
গঙ্গ-জমুন জৌ লগি জল তৌ লগি অম্মর[১০] নাথ॥

তাঁর পৃথিবীখ্যাত ন্যায়বিচারের বর্ণনা করছি। চলন্ত পিঁপড়েকেও কেউ দুঃখ দেয় না। পারস্যরাজ নৌসিরোয়ানকে সবাই ন্যায়বান বলে, কিন্তু তিনিও ন্যায়বিচারে শেরসাহের সমকক্ষ নন। তাঁর মতো ন্যায় উমরও করতে পারেন না, সেই জন্য সারা জগৎব্যাপী তাঁর যশ। ভূতলে পতিত নাকছাবি স্পর্শ করতেও লোকে সাহস করে না। রাজপথের উপর মানুষ সোনা ফেলে গেলেও কিছু হয় না। একই পথে পাশাপাশি গরু এবং সিংহ চরে বেড়ায়। উভয়ে একই ঘাটে জলপান করে। তিনি তাঁর দরবারে দুধ এবং জলকে একত্র করে আবার তা স্বতন্ত্র করেন। তাঁর সত্যভাষণে ধর্ম ও নিষ্ঠা যেমন একসাথে চলে, তেমনি তিনি দুর্বল ও বলশালীকে সমানভাবে রক্ষা করেন।

সমস্ত পৃথিবী হাত জোড় করে এবং মস্তক অবনত করে প্রার্থনা করে, 'গঙ্গা ও যমুনা ধারার মতো চিরকাল প্রভু অমর থাকুন।'

১ জস পৃথমী
২ সাহ
৩ সো
৪ নহি
৫ কিয়ী অকাস সকল
৬ সোঁ উজিয়ারা
৭ গায়
৮ হংস কয়ৈ জোঁ নীর নিনারা
৯ পুহুমী সবৈ অসীসৈ
১০ অমর সো

১৬

পুনি রূপবন্ত বখানৌঁ কাহা।
জাবত জগত সবৈ মুখ[১] চাহা॥
সসি চৌদসি জো দঈ সঁৱারা।
তাহূ[২] চাহি রূপ উজিয়ারা॥
পাপ জাই জো দরসন দীসা।
জগ জুহার[৩] কৈ দেত[৪] অসীসা॥
জৈস ভানু জগ উপর তপা।
সবৈ রূপ ওহি আগে ছপা॥
অস ভা সূর পুরুষ নিরমরা।
সূর চাহি দস[৫] আগর করা॥
সৌঁহ দীঠি[৬] কৈ হেরি ন জাঈ।
জেহি[৭] দেখা সো রহা সির নাঈ॥
রূপ সৱাঈ দিন দিন চঢ়া।
বিধি সুরূপ জগ উপর গঢ়া॥
রূপবন্ত মনি মাথে চন্দ্র ঘাটি ৱহ বাঢ়ি।
মেদিনি দরস লোভানি[৮] অস্ তুতি বিনয়ৈ ঠাঢ়ি॥

তাঁর রূপই-বা কি বর্ণনা করব? সারা জগতের সকলে তাঁর মুখ-সৌন্দর্যের অভিলাষী। পূর্ণিমার চন্দ্রের চেয়েও তাঁর রূপ উজ্জ্বল। যাঁকে দেখলে সমস্ত পাপ চলে যায়, তাঁকে সমস্ত জগৎ সসম্ভ্রমে আশীর্বাদ জানায়। পৃথিবীর উপর সূর্যালোকের মতো, তাঁর রূপের কাছে আর সকলের রূপ ম্লান হয়ে যায়। সূর্য বিনির্মিত বা সূরবংশীয় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, তবুও সূর্যের চেয়েও তাঁর দীপ্তি দশগুণ। তাঁর চোখে কেউ চোখ রাখতে পারে না, যদি কেউ তাঁকে দেখে, মস্তক অবনত করে থাকে। দিনে দিনে তাঁর রূপ আরও বিকশিত, বিধাতা তাঁকে অপার্থিব সৌন্দর্যসম্পন্ন করে তুলেছেন।

মণিমুকুটিত-মস্তক তাঁর ক্রমবর্ধমান রূপের কাছে চন্দ্র ম্লান হয়ে যায়। আর পৃথিবী তাঁর দর্শনের লোভে স্তুতি-বিনীতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

১ সুখ
২ তেহু
৩ জোহারি
৪ দেই
৫ ওহি
৬ দিষ্টি
৭ জোই
৮ দরসন বরন লোভানা

১৭

পুনি দাতার দঈ জগ[1] কীহ্না।
অস জগ দান ন কাহু দীহ্না ॥
বলি বিক্রম দানী বড় কহে।
হাতিম করন তিয়াগী অহে ॥
সের সাহি সরি পূজ ন কোউ।
সমুদ সুমের ভণ্ডারী দেউ ॥[2]
দান ডাঁফ বাজৈ দরবারা।
কীরতি গঈ সমুঁদর পারা ॥
কঞ্চন পরসি সূর[3] জগ ভয়উ।
দারিদ ভাগি দিসন্তর গয়উ ॥
জো কোঈ জাই এক বের মাঁগা।
জনম ন ভা পুনি[4] ভুখা নাগা ॥
দস অসমেধ[5] জগত[6] জেহ কীহ্না।
দান-পুণ্য-সরি সৌঁহ ন দীহ্না[7] ॥
ঐস[8] দানি জগ উপজা সের সাহি[9] সুলতান।
না অস ভয়উ[10] ন হোইহি[11] না কোই দেই অস দান

আবার বিধি তাঁকে এমনই দাতা করে সৃষ্টি করেছেন যে, জগতে আর কেউ এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ নয়। বলি রাজা ও বিক্রমাদিত্যকে সবাই দানী বলে, হাতেমতাই এবং কর্ণকেও ত্যাগী বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সের শাহের তুলনায় কেউই পূজাযোগ্য নয়, কারণ সমুদ্র ও সুমেরু তাঁর দান ভাণ্ডার। দরবারে তাঁর দানের খ্যাতি-নিনাদ সমুদ্র পার হয়ে চলে যায়। সূর্যসমান এই বীরকে স্পর্শ করে পৃথিবী সোনা হয়ে গেছে, অতঃপর দারিদ্র্য অন্যদিকে পলায়ন করেছে। যে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে একবার প্রার্থনা করে সারাজীবন আর তার খাওয়া পরার অভাব থাকে না। যে রাজা জগতে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছে সেও তাঁর মতো দানপুণ্যের ভাগী নয়।

সুলতান সের শাহ জগতে এমনই দানী হয়ে জন্মেছেন যে, তাঁর সমতুল্য দাতা কেউ নেই, কেউ হবেও না, কেউই তাঁর মতো দান করে নি।

১ বড়
২ সমুংদ সুমের ঘটহিঁ নিত দোউ
৩ পরসি সূর কঞ্চন
৪ জনমহু ভয়ো ন
৫ অস্বমেধ
৬ জগ্য
৭ চীহ্না
৮ অস
৯ সেরসাহ
১০ ভয়ো
১১ হোই

১৮

সৈয়দ অসরফ পীর পিয়ারা।
জেহি[1] মোহিঁ পন্থ দীহ্ন উঁজিয়ারা ॥
লেসা হিয়েঁ প্রেম কর দীয়া।
উঠী জোতি ভা নিরমল হীয়া ॥
মারগ হুত অঁধিয়ার[2] অসূঝা।
ভা অঁজোর[3] সব জানা বূঝা ॥
খার সমুদ্র পাপ মোর মেলা।
বোহিত-ধরম লীহ্ন কৈ চেলা ॥
উহ্ন মোর কর বূড়ত[4] কৈ গহা।
পায়োঁ তীর ঘাট জো অহা ॥
জাকহঁ[5] ঐস হোই কঁধারা[7]।
তুরত বেগি[8] সো[9] পায়ে[10] পারা ॥
দস্তগীর গাঢ়ে কৈ সাথী।
য়হ[11] অবগাহ দীহ্ন[12] তেহি[13] হাথী ॥
জহাঁগীর বৈ চিস্তী নিহকলঙ্ক জস চাঁদ।
বৈ মখদুম জগত কে হোঁ ঔহি[14] ঘর কৈ বাঁদ ॥

সৈয়দ আসরফ তাঁর প্রিয় পীর। যিনি আমাকে উজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদয়ে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। সেই প্রেম-প্রদীপের আলোয় আমার হৃদয় নির্মল হয়ে উঠল। আমার পথ ছিল অন্ধকারে অদৃশ্য, বোধ ও বোধির আলোয় তা উজ্জ্বল হল। পাপের লবণসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে তিনি তাঁর শিষ্য আমাকে ধর্মের তরণীতে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি নিমজ্জমান আমাকে সজোরে আকর্ষণ করে ঘাটে এনে দিলেন, তাই কূল পেলাম। যে লোক তাঁর মতো কাণ্ডারী পায়, সে দ্রুতবেগে তীরে এসে পৌঁছতে পারে। তিনি রক্ষাকর্তা, বিপদের সাথী। যে ডুবন্ত, তিনি তাকে হাত বাড়িয়ে দেন।

জহাঙ্গীর চিস্তী চন্দ্রের মতোই নিষ্কলঙ্ক। তিনি পবিত্র জগৎ-গুরু। আমি তাঁর ঘরের বান্দা।

১ জিহ্ন
২ অঁধের
৩ উজের
৪ উনকর মোর পোঢ়
৫ জেহিঁ রহা
৬ জাকর
৭ কন্‌হারা
৮ বাঁহ
৯ গহি
১০ লাবৈ
১১ অই
১২ দেহিঁ
১৩ ভই
১৪ উনকে

১৯

ঔহি ঘর এক নিরমরা[১]।
হাজী সেখ সবৈ গুণ ভরা ॥
তেহি[২] ঘর দুই দীপক উজিয়ারে।
পন্থ দেই কহঁ দৈব[৩] সঁরারে ॥
সেখ মুহম্মদ[৪] পুন্নো-করা।
সেখ কমাল জগত নিরমরা ॥
দুঔ[৫] অচল ধুব্র ডোলহিঁ নাহীঁ।
মেরু খিখিঁদ[৬] তিন্‌হুঁ উপরাঁহী ॥
দীন্‌হ রূপ ঔ জোতি গোসাঁঈ।
কীন্‌হ খম্ভ[৭] দুই জগ কে তাঁঈ ॥
দুহুঁ খম্ভ[৮] টেকে সব মহী।
দুহুঁ কে[৯] ভার সিহিটি[১০] থির রহী ॥
জেহি[১১] দরসে ঔ পরসে পায়া।
পাপ হরা নিরমল ভই কায়া ॥
মুহমদ তেই[১২] নিচিন্ত[১৩] পথ জেহি সঁগ মুরসিদ পীর।
জেহিকে নার ঔ[১৪] খেরক বেগি লাগি সো তীর ॥

তাঁর ঘরে এক নির্মল-চরিত্র সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি হলেন হাজী সেখ। তাঁরই ঘরে দুই উজ্জ্বল প্রদীপকে ঈশ্বর সকলের পথ দেখাবার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, একজন হলেন পুণ্যকারী সেখ মুহম্মদ এবং অন্যজন হলেন জগৎ-উজ্জ্বল সেখ কামাল। দুজনেই ধ্রুবতারার মতো অচঞ্চল, উভয় মেরু-শিখরে অধিষ্ঠিত দুই নক্ষত্রের মতো। ঈশ্বর দুজনকেই দিয়েছেন রূপ ও মহিমা, পৃথিবীর দুই স্তম্ভরূপে দুজনকে গড়েছেন। পৃথিবীকে তিনি রেখেছেন এই দুটি স্তম্ভের উপর, দুজনের উপর ভর দিয়ে সৃষ্টি যেন স্থির হয়ে আছে। যে তাঁদের দর্শন অথবা পাদস্পর্শ পায়, সে পাপমুক্ত হয়ে নির্মল দেহ লাভ করে।

হে মুহম্মদ, এমন পীরের সঙ্গ যে পায় তার পথ নিশ্চিন্ত; যে ভাল লোক ও কাণ্ডারী পায় সে অতিবেগে তীরে পৌঁছে যায়।

১ তিন্‌হ ঘর রতন এক নিরমরা
২ তিন্‌হ
৩ দই
৪ মুবারক
৫ দোউ
৬ খিখিণ্ড
৭ থাভ
৮ দহুঁ থাভ
৯ ঔ তিন্‌হ
১০ সিষ্টি
১১ জিন্‌হ
১২ সো
১৩ নিহচিন্ত
১৪ রৈ

২০

গুরু মোহদী[১] খেরক মৈঁ সেৱা।
চলৈ উতাইল[২] জেহিঁ[৩] কর খেৱা ॥
অগুৱা ভয়উ সেখ বুরহানূ।
পন্থ লাই জেহিঁ[৪] দীন্‌হ গিয়ানূ ॥
অলহদাদ ভল তেহিঁ[৫] কর গুরূ।
দীন হুনী রোসন সুরখুরূ ॥
সৈয়দ মুহমদ কৈ রৈ চেলা।
সিদ্ধ-পুরুষ-সংগম জেহি খেলা[৬] ॥
দানিয়াল গুরু পন্থ লখাএ।
হজরত[৭] রব্বাজ খিজির তেহি[৮] পাএ ॥
ভএ প্রসন্ন ওহি[৯] হজরত রব্বাজে।
লিয়ে[১০] মেরই জহঁ[১১] সৈয়দ রাজে ॥
ওহি[১২] সেৱত[১৩] মৈঁ পাই করনী।
উঘরী জীভ প্রেম-কবি বরনী ॥
রৈ সুগুরু হৌঁ চেলা নিত বিনৱৌঁ ভা চের।
উন্‌হ হুত দেখৈ পায়উঁ দরস গোসাঁঈ কের ॥

গুরু মুহিউদ্দীন যিনি আমার কাণ্ডারী, আমি তাঁরই সেবক। তিনিই খেয়া করে আমাকে পার করেছেন। তাঁর আগে এসেছিলেন সেখ বুরহান যিনি এঁকে জ্ঞানের সাহায্যে পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন আবার অলহদাদ যিনি মুখজ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করেছিলেন। তিনি আবার শিষ্য ছিলেন সৈয়দ মুহম্মদের যিনি সিদ্ধ-পুরুষের সঙ্গলীলা করতেন। তাঁকে পথ দেখিয়েছিলেন গুরু দানিয়াল, যিনি হজরত রব্বাজের সাহচর্য পেতেন। রব্বাজ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সৈয়দ রাজীর কাছে শিষ্য হবার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। আমার গুরু মুহীউদ্দীনকে সেবা করেই আমার যা কিছু কার্যলাভ, আমার জিহ্বা-চালনা এবং প্রেম-কাব্য বর্ণনা।

তিনি আমার সৎগুরু, আমি তাঁর শিষ্যরূপে ভৃত্যের মতো নিয়ত বিনীত হয়ে থাকি। তার জন্যই আমি স্রষ্টকর্তার দর্শনলাভের হয়েছি।

১ মুহিদী
২ উতায়ল
৩ জিন্‌হ
৪ তিন্‌হ
৫ তিন্‌হ
৬ জা সিধি জো উন্‌হ সঁগ খেলা
৭ দরসন
৮ জিন্‌হ
৯ উন্‌হ
১০ লৈ
১১ জিন্‌হ
১২ উন্‌হ
১৩ সেঁ

২১

এক নয়ন কবি মুহমদ গুণী।
সোই বিমোহা জেই কবি সুনী॥
চাঁদ জৈস জগ বিধি ঔতারা[১]।
দীন্‌হ কলংক কীহ্ন উজিয়ারা॥
জগ সূঝা একৈ নয়নাঁহাঁ।
উআ সূক জস নখতহ্ন মাহাঁ॥
জৌলহি আঁবহি ডাভ ন হোঈ।
তৌলহি সুগন্ধ বসাই ন সোঈ[২]॥
কাহ্ন সমুদ্র[৩] পানি জো খারা।
তৌ অতি[৪] ভয়উ অসূঝ অপারা॥
জৌ সুমেরু তিরসূল বিনাসা।
ভা কঞ্চন-গিরি[৫] লাগ অকাসা॥
জৌলহি ধরী কলংক ন পরা।
কাঁচ[৬] হোই নহিঁ[৭] কঞ্চন-করা[৮]॥
এক নয়ন জস দরপন ঔ নিরমল তেহিঁ ভাউ।
সব রূপবন্তে পাউঁ গহি মুখ জোহহিঁ[৯] কৈ[১০] চাউ॥

এক নয়নধারী কবি মুহম্মদ যথার্থই গুণী। যে কবি তাঁর কথা শোনে সে-ই মোহিত হয়। বিধাতা জগতের জন্য যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন তাকে কলঙ্কিত করেও উজ্জল করেছেন। এক নয়নেই কবি জগৎকে দেখেছেন, এবং অন্যান্য তারার মধ্যে শুকতারার মতো বিরাজ করছেন। যতক্ষণ আমের গায়ে কালো দাগ না ধরে ততক্ষণ তা সুগন্ধী হয় না। সমুদ্রের জলকে যিনি লবণাক্ত করেছেন তিনিই তাকে অমেয় এবং অপার করে তুলেছেন। ত্রিশূলবিদ্ধ হয়েও সুমেরু স্বর্ণগিরি এবং আকাশস্পর্শী। যাতে দাগ না পড়ে তা কাঁচ হতে পারে, স্বর্ণবিশুদ্ধি পরীক্ষক কষ্টিপাথর নয়।

যদিও কবির এক নয়ন কিন্তু তা দর্পণের মতোই নির্মল। সমস্ত রূপবন্তই তাঁর পায়ে লুটায় এবং সাগ্রহে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

১ অবতারা
২ কোঈ
৩ সমুদ্দর
৪ অস
৫ কয়
৬ তোলহি
৭ ন
৮ ধয়া
৯ দেখৈ
১০ কয়

২২

চারি মীত কবি মুহমদ পাএ।
জোরি মিতাঈ সির[১] পহুঁচাএ॥
য়ুসুফ মালিক পণ্ডিত বহু[২] জ্ঞানী।
পহিলে ভেদ-বাত[৩] য়ৈ[৪] জানী॥
পুনি সলার কাদিম মতিমাহাঁ।
খাঁড়ে-দান উভৈ নিতি[৫] বাঁহাঁ॥
মিঁয়া সলোনে সিংঘ বরিয়ারূ।
বীর খেতরন খড়্‌গ জুঝারূ॥
সেখ বড়ে বড় সিদ্ধ[৬] বখানা।
কিয়ে আদেস সিদ্ধ বড় মানা[৭]॥
চারিউ চতুরদসা গুণ পঢ়ে।
ঔ সংযোগ গোসাঁঈ গঢ়ে॥
বিরিছ হোই[৮] জৌ[৯] চন্দন পাসা।
চন্দন হোই বেধি[১০] তেহি বাসা॥
মুহমদ চারিউ মীত মিলি ভএ জো একৈ[১১] চিত্ত।
এহি[১২] জগ সাথ জো নিবহা ওহি জগ বিছুরণ কিত্ত॥

কবি মুহম্মদ চারজন বন্ধু পেয়েছিলেন। এঁদের গভীর বন্ধুত্ব কবির শিরোভূষণ হয়েছিল। তার মধ্যে য়ুসুফ মালিক ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত যিনি শব্দের গূঢ় অর্থের প্রথম মর্মজ্ঞ। এরপর হলেন মনীষী সলার কাদিম, যাঁর এক হস্ত তরবারি নিয়ে এবং অন্য হস্ত দানে উদ্যত। অতঃপর সিংহবিক্রম মিঁয়াসলোনে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে খড়্গ হস্তে বীর যোদ্ধা। চতুর্থ হলেন মহাসিদ্ধ খ্যাতনামা শেখ যাঁর আদেশ সব সিদ্ধারাই মেনে চলেন। চারজনই চতুর্দশ জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, এঁদের সঙ্গে কবির সংযোগ ঘটিয়েছেন বিধাতা। চন্দনবৃক্ষের পাশে যে বৃক্ষ থাকে, চন্দনের সুবাসে সেও চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়।

কবি মুহম্মদ চারজন বন্ধুকে লাভ করে ওঁদের সঙ্গে একাত্মচিত্ত হয়েছেন। এই জগতে তিনি যাঁদের সঙ্গলাভ করেছেন, পরলোকে কিভাবে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্ভব?

১ সম্রি
২ ঔ
৩ বাত-ভেদ
৪ উহ্
৫ নত
৬ সুধ সিদ্ধু
৭ কিয় অদেস বড় সিদ্ধন মানা
৮ জো
৯ আছহি
১০ ভেদি
১১ একহি
১২ যহি

২৩

জায়স নগর ধরম অস্থানূ।
তহাঁ আই কবি কীহ্ন বখানূ॥
ঔ বিনতী পণ্ডিতন সন ভজা[১]।
টুট সঁৱারহু মেরৱহু সজা[২]॥
হোঁ পণ্ডিতন কের পছলগা[৩]।
কিছু কহি চলা তবল দেই ডগা[৪]॥
হিয় ভঁড়ার নগ অহৈ জো পুঁজী।
খোলী জীভ তারু কৈ[৫] কুঁজী॥
রতন-পদারথ বোল জো বোলা[৬]।
সুরস প্রেম-মধু ভরা[৭] অমোলা॥
জেহিকে বোল বিরহ কৈ ঘায়া।
কহঁ তেহি ভুখ[৮] কহাঁ তেহি মায়া॥
ফেরে ভেখ রহৈ ভা তপা।
ধূরি-লপেটা মানিক ছপা॥
মুহমদ কবি জৌ বিরহ ভা না তন[৯] রকত ন মাঁসু।
জেই মুখ দেখা তেই[১০] হঁসা সুনি তেহি আয়উ আঁসু॥

জায়স নগর ধর্মক্ষেত্র। কবি এখানে এসে কাহিনী বর্ণনা করছেন। তিনি সবিনয়ে পণ্ডিতদের মিনতি করছেন যে তাঁরা যেন এ কাব্যের ত্রুটি নিজেরা সংশোধন করে সাজিয়ে নেন। আমি পণ্ডিতদের অনুসারী, ঢাক বাজিয়ে কিছু বলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ের রত্নভাণ্ডারে যা পুঁজী ছিল, জিহ্বার চাবির সাহায্যে তা খুলে দিলাম। যে কাহিনী বলছি তাতে আছে রত্ন পদার্থ, আর প্রেমমধুভরা অমূল্য সুরস। বিরহবেদনা যার বাণীতে জেগেছে, তার ক্ষুধাই বা কোথায়, আত্মমমতাই বা কোথায়? পরিবর্তিত বেশে সে তপস্বী হয়, ধূলোর স্তূপের মধ্যে যেমন মাণিক লুকোনো থাকে।

হে কবি মুহম্মদ, যার মধ্যে বিরহ দেখা দিয়েছে, তার দেহে না থাকে রক্ত, না থাকে মাংস। যার মুখে হাসি দেখা যায়, একথা শুনে তার চোখে অশ্রু দেখা দেবে।

১ ভাখা
২ সাখা
৩ হোঁ সব কবিয়ন কর পছলগা
৪ তিহুবল কছুক চলোঁ দৈ ডগা
৫ তার কী
৬ বোলে বোলা
৭ ভরে
৮ রূপ
৯ জো প্রেম কী না তেহি
১০ সো

২৪

সন নব[১] সৈ সৈঁতালিস[২] অহা[৩]।
কথা অরম্ভ[৪]—বৈন কৱি কহা[৫]॥
সিংঘল দীপ পদমিনী রাণী।
রতনসেন চিতউর গঢ় আনী॥
অলউদীন দেহলী[৬] সুলতানূ।
রাঘৌ চেতন কীহ্ন বখানূ॥
সুনা সাহি[৭] গঢ় ছেংকা আঈ।
হিন্দু তুরুকহু ভঈ লরাঈ॥
আদি অন্ত জসগাথা অহৈ[৮]।
লিখি ভাখা চৌপাঈ কহৈ॥[৯]
কবি বিয়াস কঁৱলা রস-পূরী[১০]।
দূরি সো নিয়র নিয়র সো দূরী[১১]।
নিয়রে দূর ফুল জস কাঁটা।
দূরি জো নিয়রে[১২] জস গুড় চাঁটা॥
ভঁৱর আই বনখণ্ড সন[১৩] লেই কঁৱল কৈ[১৪] বাস।
দাদুর বাস ন পাৱই ভলহি[১৫] জো আছৈ পাস॥

৯৪৭ হিজরী সনে কবি এই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। সিংহল দ্বীপ থেকে পদ্মিনীকে রাণী করে রত্নসেন চিতোর দুর্গে নিয়ে এলেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন, তাঁর কাছে রাঘবচেতন পদ্মিনীর রূপ ব্যাখ্যা করল। তা শুনে সাহ চিতোর গড়ে ছুটে এলেন। হিন্দু ও তুর্কী সৈন্যের লড়াই হল। আদ্যন্ত এই কীর্তিকাহিনী চৌপাঈ ছন্দে এবং দেশীয় ভাষায় বলা হল। ব্যাসকবি জায়সী এবং মধুময় পদ্ম দূরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করে। নিকটে দূর, যথা ফুল এবং কাঁটা এবং দূরে থেকেও নিকটে, যেমন গুড় এবং পিঁপড়ে।

অরণ্য থেকে ভ্রমর ছুটে আসে কমলের সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে, অথচ পাশে থেকেও ব্যাঙ তার গন্ধ পায় না।

১ নৌ
২ সত্তাইস
৩ অহৈ
৪ উরেহি
৫ কহৈ
৬ দিহলী
৭ সুনি পদ্মিনি
৮ অহী
৯ কই চৌপাঈ ভাখা কহী
১০ অপূরে
১১ দূরহু নেরে নেরেহু দূরে
১২ দূরহি নিয়র সো
১৩ সোঁ
১৪ রস
১৫ ভুলহি

সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ড

১

সিংঘল-দীপ কথা অব গারৌঁ[1]।
ঔ সো পদমিনি বরনি সুনারউঁ[2]॥
বরনক দরপন ভাঁতি বিসেখা।
জো জেহি রূপ[3] সো তৈসই দেখা॥
ধনি সো দীপ জহঁ দীপক বারী[4]।
ঔ সো পদমিনি দই অউতারী[5]॥
সাত দীপ বরনই সব লোগূ।
এক-উ দীপ ন ওহি সরি জোগূ॥
দিয়া দীপ নহিঁ তস উঁজিআরা।
সরন-দীপ[6] সরি হোই ন পারা॥
জম্বূ-দীপ কহউঁ তস নাহীঁ।
লংক-দীপ সরি পূজ ন ছাহীঁ[7]॥
দীপ-কুঁভস্থল আরন পরা।
দীপ মহুস্থল মানুস হরা॥
সব সংসার পিরথুঁমী আএ[8] সাতৌ দীপ।
এক দীপ নহিঁ উত্তিম সিংঘল দীপ সমীপ॥

সিংহলদ্বীপের কথা এখন গাইছি; আর সেই পদ্মিনীর বর্ণনা শোনাচ্ছি। কাব্যবর্ণনা দর্পণবিশেষে প্রতিফলনের মতো, যার যেমন রূপ তাকে তেমন দেখায়। সেই দ্বীপ ধন্য যেখানে নারীরা প্রদীপশিখার মতো, আর সেখানে দেবতারা পদ্মিনীকে অবতীর্ণ করেছিলেন। সবাই সপ্তদ্বীপের বর্ণনা করে, কিন্তু একটি দ্বীপও সেই সিংহল দ্বীপের যোগ্য নয়। দিয়াদ্বীপ তার মতো উজ্জ্বল নয়; সরনদ্বীপ তার সমতুল্য হতে পারে নি। জম্বুদ্বীপও তার মতো নয়। লঙ্কাদ্বীপও তার ছায়াযোগ্য নয়। কুম্ভদ্বীপ রয়েছে অরণ্যে গোপন। মধুস্থলদ্বীপ মানুষের মৃত্যুর কারণ।

বিশ্বসংসারে সপ্তদ্বীপ আছে। কিন্তু একটি দ্বীপও সিংহলদ্বীপের সমতুল্য উত্তম নয়।

১ গাউঁ
২ সুনাউঁ
৩ জেহি জস রূপ
৪ নারী
৫ পদুমিনি দিবা দই অবতারী
৬ সরন্দীপ
৭ লংক দীপ পূজ ন পরছাহীঁ
৮ আয়ঁ সো

২

গন্ধ্রব সেন সুগন্ধ[1] নরেসূ।
সো রাজা রহ[2] তাকর দেসূ॥
লংকা সুনা জো রাবন রাজু।
তেহু চাহি বড় তাকর সাজু॥
ছপ্পন কোটি কটকদল সাজা।
সবৈ ছতরপতি ঔ গঢ় রাজা॥
সোরহ সহস ঘোড় ঘোড়-সারা।
সাঁর-করন অউ[3] বাঁক তুখারা॥
সাত সহস হস্তী সিংঘলী।
জনু কবিলাস ঐরাবত বলী॥
অস্বপতিক সির মৌর কহাবৈ।
গজপতীক আঁকুস গজ নাবৈ॥
নরপতীক অউ[4] কহউঁ[5] নরিন্দু।
ভূপতিক জগ দোসর ইন্দু॥
অইস চক্কবৈ রাজা চহুঁ খণ্ড ভয় হোই।
সবৈ আই সির নাবঁহী[6] সররবি করৈ ন কোই॥

গন্ধর্ব সেন সুগন্ধ-শরীর নৃপতি; সেই রাজার দেশ সিংহল। লঙ্কার যে রাবণ রাজার কথা শোনা যায় তার চেয়েও এঁর অধিক জাঁকজমক। ছাপ্পান্নকোটি সেনাদলে সুসজ্জিত এঁর সব ছত্রপতি ও দুর্গাধিনায়কগণ। ষোলহাজার ঘোড়া আছে এঁর অশ্বশালায়, তাদের কৃষ্ণবর্ণের কান এবং বক্রগ্রীবা। সিংহল দেশের সাত সহস্র হস্তী যেন কৈলাসের ঐরাবততুল্য বলবান। অশ্বপতির শিরোমণি বলা হয় তাঁকে, গজপতিদের হস্তীও তাঁর অঙ্কুশের কাছে নত হয়। নরপতিদের মধ্যে তাঁকে নরচন্দ্রমা বলা হয়, ভূপতিদের মধ্যে তিনি ইন্দ্রের দোসর।

এই রাজচক্রবর্তীকে চতুর্দিকের সকলেই ভয় পায়। সকলেই তাঁর কাছে এসে মস্তক অবনত করে, কেউই অতিক্রম করতে সাহস করে না।

১ সো গও
২ রহ তহ
৩ জস
৪ কহ
৫ ঔর
৬ নাবৈঁ

৩

জবহিঁ[১] দীপ নিয়রাব্রা[২] জাঈ।
জমু কবিলাস নিয়র[৩] ভা আঈ ॥
ঘন অঁবরাউঁ লাগ চঁহু পাসা।
উঠা ভূমি[৪] হুত লাগি অকাসা ॥
তরিবর সবই মলয়গিরি লাঈ[৫]।
ভই জগ ছাঁহ রইনি হোই ছাঈ[৬] ॥
মলয় সমীর সোহাঈ ছাহাঁ।
জেঠ জাড় লাগই তেহি মাহাঁ ॥
ওহী ছাহঁ রইনি হোই আবৈ।
হরিয়র সবৈ অকাস দেখাবৈ ॥
পথিক জউঁ পহুঁচই সহি[৭] ঘামূ[৮]।
দুখ বিসরই সুখ হোই বিসরামূ[৯] ॥
জেই রহ পাঈ ছাহঁ অনূপা।
বহুরি ন আই সহহিঁ য়হ ধূপা ॥
অস অঁবরাউঁ সঘন ঘন বরনি ন পারউঁ অন্ত।
ফুলৈ ফরৈ ছরৌ[১০] ঋতু জানউঁ সদা বসন্ত ॥

যখন সিংহলদ্বীপের নিকটে কেউ যায়, তার মনে হয় সে কৈলাসের নিকটে এসেছে। চারদিকে ঘন আম্রবৃক্ষ মাটির থেকে উঠে যেন গগন স্পর্শ করেছে। এখানকার সকল তরুই মলয়গিরির মতো সৌরভ ছড়ায় এবং তারা জগতে যে ছায়াদান করে তা রাত্রির মতো ছায়াময়। সেই স্নিগ্ধ ছায়া মলয়সমীরের সঙ্গে শোভিত হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসকেও শীতল করে তোলে। সেই ছায়ার মধ্যে যখন রাত্রি আসে, তখন সমস্ত আকাশকে পিঙ্গল দেখায়। পথিক যখন ঘর্মাক্ত হয়ে এখানে এসে পৌছায়, পথকষ্ট ভুলে সুখে বিশ্রাম করে। যে এই অনুপম ছায়া লাভ করেছে, সে আর রোদের মধ্যে ফিরতে চায় না।

এই আম্রবন এত ঘন যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। ফুলে ফলে ছয় ঋতু যেন সর্বদাই বসন্ত।

১ জো ওহি
২ নিয়র ভা
৩ তীর
৪ পুহমি
৫ লায়ে
৬ আয়ে
৭ সহিকৈ
৮ ঘামা
৯ বিসরামা
১০ ছহ

৪

ফরে আঁব অতি সঘন সোহাএ।
ঔ জস ফরে অধিক সিয় নাএ ॥
কটহর ডার পীড়ঁ[১] সউঁ পাকে।
বড়হর সো অনূপ অতি তাকে ॥
খিরনী পাকি খাঁড় অসি মীঠী।
জাউঁনি[২] পাকি ভঁবর অতি ডীঠী[৩] ॥
নরিঅর ফরে ফরী ফরহরী[৪]।
ফুরৈ[৫] জানু ইন্দ্রাসন পুরী।
পুনি মহুআ চুঅ অধিক মিঠাসূ[৬]।
মধু জস মীঠ পুহুপ জস বাসূ ॥
অউর খজহজা আউ ন নাউঁ।
দেখা সব রাউন অঁবরাউঁ ॥
লাগ সবই জস অমৃত সাখা।
রহই লোভাই সোই জো চাখা ॥
লবগঁ সুপারী জায়ফল সব ফর ফরে অপূর।
আস পাস ঘন ইমিলী অউ ঘন তার খজূর।

সঘন আম্রতরু অতিফলভারে শোভিত। যত ফল ফলে ততই বৃক্ষের শির নত হয়। কাঁঠালের ডাল ও কাণ্ডে কাঁঠাল পেকে থাকে, তাকে দেখে বড়হলের মতো অনুপম বলে মনে হয়। গুড়ের মতো মিষ্ট খিরনী পাকে। কালো জাম পেকে ভ্রমরের মতো দেখায়। নারকোল এবং ফরহরী ফলে, যেন স্বর্গের নন্দনকাননে ফল ফলেছে বলে মনে হয়। মহুয়া থেকে মিষ্ট মধু নির্গত হয়, তার মধু যেমন মিষ্টি, ফুলের গন্ধও তেমনি সুন্দর। আরও যেসব ফল ফলে তার নাম জানি না, রাজোদ্যানে তাদের দেখেছি, অমৃতের মতো তারা বৃক্ষশাখে ঝুলে থাকে, যে তাদের আস্বাদ পায় সে নিত্য লুব্ধ হয়ে থাকে।

লবঙ্গ, সুপুরী, জায়ফল সব গাছ ফলে পূর্ণ। আশেপাশে প্রচুর তেঁতুল, এবং অনেক তাল ও খেজুর হয়ে থাকে।

১ পেড়
২ জামুনি
৩ দীঠী
৪ খজূরী
৫ ফরী
৬ মহুআ চুবৈ সো অধিক মিঠাস

৫

বসহিঁ পংখি বোলহিঁ বহু ভাখা।
করহিঁ হুলাস দেখি কই সাখা॥
ভোর হোত বোলহিঁ চুহচুঁহী॥
বোলহিঁ পাণ্ডুকী[১] একৈ তুঁহী॥
সারেঁী সুআ জো[২] রহচহ করহীঁ।
কুরহিঁ[৩] পরেবা ঔ করবরহীঁ॥
পিউ পিউ লাগই করই পপীহা।
তুঁহী তুঁহী করি গড়ুরী[৪] খীহা॥
কুহকুহু করি কোইলি রাখা।
অউ ভিঁগরাজ বোল বহু ভাখা॥
দহী দহী কই মহরি[৫] পুকারা।
হারিল বিনবৈ আপন হারা॥
কুহু কহিঁ মোর সোহাবন লাগা।
হোই কুরাহর বোলহিঁ কাগা॥
জাবত পংখি কহী সব বৈঠে ভরি অমরাউঁ।
আপনি আপনি ভাখা লেহিঁ দই[৬] কর নাউঁ॥

পাখীরা বসে অনেক ভাষায় কথা বলে, বৃক্ষশাখা দেখে উল্লাস করে। ভোর হতেই পক্ষিশাবকেরা চিৎকার করে ডাকে। পাণ্ডুকী পাখী ডাকে 'তুমি একা' বলে। মরকতকান্তি শুক আনন্দ করে, পায়রাগুলো ডাকতে ডাকতে ঘুরে বেড়ায়। পাপিয়া 'পিউ পিউ' করে ডাকে, এবং গড়ুরী পাখী 'তুই তুই' করে। 'কুহু কুহু' করে ডাকে কোকিল এবং ভৃঙ্গরাজ বহু ভাষায় কথা বলে। মহরী 'দহী দহী' করে চিৎকার করে, হরিয়াল ডাকে দুঃখে আত্মহারা হয়ে। ময়ূরের কুহকহিঁ ডাক শোভন লাগে, কাক কর্কশভাবে ডাকে।

যত পাখী আছে সবাই অমরাবতীতে বসে ডাকে, আপন আপন ভাষায় সকলেই দেবতার নাম নেয়।

১ পণ্ডুক
২ সোঁ
৩ ঘুরহিঁ
৪ গড়রু
৫ মজন
৬ দইউ

৬

পৈগ পৈগ পর কুআঁ বাবরী।
সাজী বৈঠক ঔর পাবরী॥
ঔর কুণ্ড সব[১] ঠাবহিঁ ঠাউঁ।
ঔ সব তীরথ তিন্হ কে নাউঁ॥
মঠ মণ্ডপ চহুঁ পাস সঁবারে।
তপ জপা[২] সব আসন মারে॥
কোই ঋষিস্বর কোই সন্ন্যাসী।
কোঈ রাম জতী[৩] কোই মসবাসী॥
কোই সুমহেস্বর[৪] জংগম জতী।
কোই এক পরখৈ দেবী সতী[৫]॥
কোঈ ব্রহ্মচরজ পথ লাগে।
কোঈ সো দিগম্বর আছহিঁ নাঁগে॥
কোঈ সন্ত সিদ্ধ[৬] কোই জোগী।
কোই নিরাস পঁথ বইঠ বিয়োগী॥
সেবরা খেবরা বানপর[৭] সিধি সাধক অউধূত।
আসন মারে বৈঠ সব জারহিঁ আতমাভূত॥

সেখানে পদে পদে আছে কূপ ও বাওয়ারী (সোপানযুক্ত কূপ), বসবার আসন এবং সোপানে সজ্জিত। আর স্থানে স্থানে কুণ্ড বা সরোবর যেগুলি বিচিত্র নামের তীর্থ। চার পাশে আছে মঠ মণ্ডপ, তার মধ্যে বিভিন্ন তপস্বী এবং জপকারীরা আসন নিয়েছে। কেউ সু-মুনীশ্বর, কেউ বা সন্ন্যাসী, কেউ রাম উপাসক, কেউ মাস-বাসী। কেউ সু-শৈব, কেউবা বীরভদ্রের উপাসক, কেউ বামাদেবীর এবং কেউ দক্ষিণাদেবীর উপাসক। কেউ ব্রহ্মচর্যের পথিক, কেউ দিগম্বর নগ্ন হয়ে আছে। কেউ সিদ্ধ সাধক, কেউ যোগী, কেউ আবার নিরাসপন্থী বিয়োগী হয়ে বসে আছে।

সেবরা, খেবরা, বাণপ্রস্থগামী, সিদ্ধ সাধক, অবধূত, সকলেই সেখানে আসনগ্রহণ করে আত্মক্ষয় করছে।

১ বহু
২ জপা তপা
৩ জন
৪ সুমহেস্বর
৫ কোঈ পূজৈ দেবী কোঈ সতী
৬ কোই মুনি সন্ত সিদ্ধ
৭ পারথী

৭

মানসরোদক[১] বরনৌঁ কাহা।
ভরা সমুদ জল[২] অতি অবগাহা॥
পানি মোতি অসি নিরমর তাসু।
অমৃত আনি[৩] কপূর সুবাসু॥
লঙ্কদীপ কই সিলা অনাঈ।
বাঁধা[৪] সরবর ঘাট বনাঈ॥
খঁড খঁড সীঢ়ী ভঈঁ[৫] গরেরী।
উতরহিঁ চঢ়হিঁ লোগ চহুঁ ফিরী॥
ফূলে কবঁল রহে হোই রাতা।
সহস সহস পখুরিন কর[৬] ছাতা॥
উলথহিঁ[৭] সীপ মোতি উতরাহীঁ।
চুগহিঁ হংস ঔ কেলি করাহীঁ॥
কনক পংখ[৮] পইরহিঁ অতি লোনে।
জানউঁ চিতর কীন্হ গঢ়ি সোনে॥[৯]॥
উপর পাল[১০] চহুঁ দিসি অমৃতফল সব রূখ।
দেখি রূপ সরবর কর গই পিআস অউ ভুখ॥

মানস সরোবরের বর্ণনা করব কেমন করে? তা সমুদ্রের মতো অগাধ জলে পূর্ণ। এর জল মুক্তোর মতো নির্মল। যেন অমৃত এনে কর্পূর সুগন্ধ করা হয়েছে। লঙ্কাদ্বীপ থেকে শিলা এনে বাঁধিয়ে সরোবরের ঘাট নির্মিত হয়েছে। চারদিক দিয়ে ছোট ছোট ঘোরানো সিঁড়ি, তার উপর দিয়ে লোকজন ওঠে এবং নামে। যে পদ্মফুলে এই সরোবর রক্তিম হয়ে আছে, তা সহস্রদল পদ্ম। হাঁস ঝিনুক উল্টে দিলে তা থেকে যখন মুক্তো ঝরে পড়ে, তখন সেগুলো নিয়ে হাঁসেরা খেলা করে। স্বর্ণপক্ষ হাঁসেরা যখন সাঁতার দেয় তখন তাদের মনে হয় যেন কনকময় চিত্র।

সরোবরের চারদিক বেষ্টন করে রয়েছে অমৃতময় ফলের সব বৃক্ষ। সরোবরের রূপ দেখে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়ে যায়।

১ মানসরোবর
২ জস
৩ অমিরিত বরণ
৪ বাঁধে
৫ ভূমি
৬ কৈ
৭ উথলেহিঁ
৮ পঁখুরি
৯ জানো ছত্তর সঁবারে সোনে
১০ পারি

৮

পানি ভরৈ[১] আবহিঁ পনিহারী।
রূপ সরূপ[২] পদমিনী নারী॥
পদুম গন্ধ তিন্হ অঙ্গ বসাহীঁ।
ভঁবর লাগি তিন্হ সঙ্গ ফিরাহীঁ॥
লঙ্ক-সিংঘিনী সারংগ নয়নী[৩]।
হংসগামিনী কোকিল-বয়নী[৪]॥
আবহিঁ ঝুণ্ড সো[৫] পাঁতিহিঁ পাঁতী।
গঁবন সোহাই সো ভাঁতিহিঁ ভাঁতী॥
কনককলস মুখ-চন্দ দিপাহীঁ।
রহসি[৬] কেলি সউঁ আবহীঁ জাহীঁ॥
জা সউঁ বৈ[৭] হেরহিঁ চখু নারী।
বাঁক নৈন[৮] জনু হনহিঁ[৯] কটারী॥
কেস মেঘাবরী সিরতা পাঈঁ।
চমকহিঁ দসন বীজু কই নাঈঁ॥
মানউঁ ময়ন মূরতী অছরী বরন অনূপ।
জেঁহি কে[১০] অসি পনহারী সো[১১] রাণী কেহি[১২] রূপ॥

এখানে যে রমণীরা জল নিতে আসে তারা সকলেই রূপে পদ্মিনী। তাদের দেহে পদ্মগন্ধ, ভ্রমর তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। এদের সিংহীর মতো কোমর, নয়ন হরিণের মতো, এরা হংসগমনা এবং কোকিলকণ্ঠী। এরা দলে দলে পংক্তি-বিন্যস্তভাবে আসছে, এদের গমনশোভা সুন্দর ও উজ্জ্বল। কনক-কলসী এদের মুখচন্দ্রকে দীপ্তিমান করে তোলে, এরা কেলি করতে করতে যাওয়া আসা করে। যার দিকে এই রমণীরা দৃষ্টিপাত করে, তাদের বক্রকটাক্ষ কাটারীর মত তাকে আঘাত করে। এদের আপাদ লম্বিত কেশরাশি মেঘের মতো আর সামনে থেকে এদের দন্তপংক্তি বিদ্যুতের মতো চমকায়।

মদনমূর্তি তুল্য এদের অনুপম অপ্সরা রূপ। যাঁর এমন সব রূপবতী জলাহরণকারিণী, সেই রাণীর না জানি কত রূপ!

১ ভরণ
২ স্বরূপ
৩ নৈনী
৪ বৈনী
৫ আবহিঁ চহুঁ দিসি
৬ রহস
৭ জা সোহৈঁ
৮ নয়ন
৯ হনৈ
১০ কী
১১ কে
১২ কস

৯

তাল তলাব সো বরনি নহিঁ জাহীঁ।
সূঝৈ ৱার পার কিছু[১] নাহীঁ ॥
ফুলে কুমুদ[২] সেত[৩] উজিয়ারে।
মানউঁ[৪] উএ গগন মহঁ তারে ॥
উতরহিঁ মেঘ চঢ়হিঁ লেই পানী।
চমকহিঁ মচ্ছ বীজু কৈ[৫] বানী ॥
পৈরহিঁ পংখি সো সঙ্গহি সঙ্গা।
সেত পীত[৬] রাতে সব[৭] রঙ্গা ॥
চকঈ চকরা কেলি করাহীঁ।
নিসি কে বিছোহ[৮] দিনহিঁ মিলাহীঁ ॥
কুরলহিঁ সারস ভরে হুলাসা।
জিৱন মরণ সো[৯] একই পাসা ॥
কেরা[১০] সোন ঢেক বগ লেদী।
রহে অপুরি[১১] মীন জল-ভেদী ॥
নগ অমোল তিনহি[১২] তালহিঁ[১৩] দিনহিঁ বরহিঁ জস দীপ।
জো মরজীয়া হোই তেহিঁ[১৪] সো পায়ই রহ[১৫] সীপ ॥

এখানকার হ্রদ ও দীঘির বর্ণনা অসম্ভব। এত চওড়া যে পার দেখা যায় না। শ্বেত কুমুদফুলে তা উজ্জ্বল, যেন আকাশের মাঝখানে উদিত তারকারাজি। আকাশ থেকে মেঘ নেমে এসে জল নিয়ে আবার উঠে যায়, মাছগুলোকে যেন বিদ্যুতের মতো দেখায়। আনন্দে পাশাপাশি সাঁতার কেটে চলে হাঁসগুলো—কোনোটি সাদা, কোনোটি পীত, কোনোটি লাল। চক্রবাক ও চক্রবাকী খেলা করে, রাত্রিতে এদের বিচ্ছেদ, তাই দিনের বেলায় মিলিত। উল্লসিত সারসেরা ক্রীড়া করে, জীবনে মরণে এরা পাশাপাশি থাকে। কুমুদফুল, স্বর্ণসারস, বক, লেদী এবং প্রচুর মাছ জল ভেদ করে ওপরে ওঠে।

এই জলাশয়ে এমন সব অমূল্য রত্ন আছে, দিনের আলোতেও যেগুলো প্রদীপের মতো দীপ্যমান। যে ডুবুরী হয়ে এখানে ডুব দেয় সে এইসব মুক্তাপূর্ণ ঝিনুক পায়।

১ তিন্ধ
২ কমল
৩ কুমুদ
৪ জানো
৫ কী
৬ পিয়র
৭ বহু
৮ বিছুরে
৯ সু
১০ বোলহিঁ
১১ অবোল
১২ তই
১৩ উপজৈঁ
১৪ তই
১৫ রে

১০

আস পাস বহু অমৃত[১] বারী।
ফরীঁ অনূপ[২] হোই রখবারী ॥
নারঁগ[৩] নীবু সুরঁগ[৪] জঁভীরা।
ঔ বদাম বহু ভেদ[৫] অঁজীরা ॥
গল গল তুরুঁজ সদা-ফর ফরে।
নারঁগ[৬] অতি[৭] রাতে রস ভরে ॥
কিসমিস সের ফরে নউ পাতা।
দারিউঁ দাখ দেখি মন রাতা ॥
লাগু[৮] সোহাঈ হরিফা[৯] রেউরী[১০]।
উনৈ রহী কেলা কই[১১] ঘউরী ॥
ফরে তুত কমরখ ঔ ন্যৌজী।
রাই করৌঁদা বের চিরৌঁজী ॥
সংখ দরাউ[১২] ছোহারা দীঠে।
ঔর খজহজা খাটে মীঠে ॥
পানি দেহিঁ খঁড়রানী কুয়হিঁ খাঁড় বহু মেলি।
লাগী ঘরী রঁহট কই[১৩] সীচহিঁ অমৃতবেলী ॥

আশেপাশে বহু অমৃতফলের বৃক্ষ যা অনুপম এবং সুরক্ষিত। নবরঙ্গ, লেবু, সুরঙ্গ, জঁভীব, বাদাম এবং বহু প্রকারের অঁজীর বা ডুমুর আছে। এ ছাড়া আছে, গলগল, তুঁরুজ, সদাফল এবং রসপূর্ণ রক্তিম কমলালেবু। কিসমিস, আপেল, নেসপাতি, দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা ইত্যাদি দেখে মন রক্তিম হয়। হরিফা ও রেউরী মনকে টানে, কলার ভারে গাছ নত হয়ে থাকে। তুঁত, কামরাঙা, লিচু, রাই করৌঁদা, বেল, এবং চিরঞ্জী ফল গাছে ফলে আছে। শংখদ্রাব ও ছোহারা দেখা যায়, আর টক মিষ্টি নানারকম ফলই চোখে পড়ে।

কুয়োর থেকে ঝারিতে করে জল নিয়ে মালি গাছে দেয়। জলযন্ত্রের সাহায্যে অমৃতরূপী বিটপীলতায় নিরন্তর জলসিঞ্চিত হয়।

১ অমিরিত
২ অপুর
৩ নৌরঁগ
৪ তুরঁজ
৫ বেদ
৬ ও
৭ অনার
৮ লাগি
৯ হরফা
১০ রয়োরী
১১ কী
১২ সংগতরা ঔ
১৩ কী

১১

পুনি[1] ফুলবারি লাগু চহুঁ পাসা।
বিরিখ[2] বেধি চন্দন ভই বাসা॥
বহুত ফুল ফুলীঁ ঘনবেলী।
কেবড়া চম্পা কুন্দ চমেলী॥
সুরঁগ গুলাল[3] কদম ঔ কুজা।
সুগঁধ বকৌরি গন্ধ্রব পূজা॥
নাগেসর সদবরগ নেবারীঁ।
ঔ[4] সিঙ্গার হার ফুলবারীঁ॥
সোনজরদ ফুলীঁ সেবতী।
রূপমঞ্জরী ঔরু[5] মালতী॥
জাহী জূহী বকুচন্হ লাবা।
পুহুপ সুদরসন লাগু সোহাবা॥
মউলসিরী বেইলিঁ ঔ করনা।
সবউ[7] ফুল ফুলে বহু বরনা॥
তেহি[8] সির ফুল চঢ়হিঁ বৈ জেহি[9] মাথে মনি[10] ভাগূ।
আছহিঁ[11] সদা সুগন্ধ ভই জনু বসন্ত অউ ফাগূ॥

আবার চতুর্দিকে ফুলের বাগান—সেখানে আছে চন্দন-গন্ধী বৃক্ষ। বেল ফুলের গাছে অনেক ফুল ফুটে আছে। আর আছে কেওড়া, চাঁপা, কুন্দ ও চামেলী ফুল। এছাড়া সুরঙ্গ, গুলাল, কদম এবং কুজা; আর সুগন্ধী বকোরো ফুল যা দিয়ে রাজা গন্ধর্বসেন পূজা করেন। তাছাড়া পুষ্পকুঞ্জে আছে নাগেশ্বর, সদবরগ, নেওয়ারী, এবং হরিশিঙ্গার। সোনজরদ সেওতী, রূপমঞ্জরী এবং মালতী ফুটে আছে। জাতী, জুঁই, প্রভৃতি অনেক ফুলের গাছ সুন্দর সুন্দর ফুল নিয়ে শোভা পাচ্ছে। মৌলসিরী, বেল, কর্ণা প্রভৃতি বহু বিচিত্রবর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে।

যার কপালে সৌভাগ্য আর আশীর্বাদ আছে তার মাথাতেই এসব ফুল শোভা পায়। সর্বদাই সুগন্ধ প্রকাশিত, যেন বসন্ত ঋতু ও ফাল্গুন মাস।

১ বহু
২ বিরিছ
৩ গুলাব
৪ ঔর
৫ ঔর
৬ বেলা
৭ সবৈ
৮ তিহ্
৯ জিহ্
১০ জল
১১ আছে

১২

সিংঘল নগর দেখু[1] পুনি বসা[2]।
ধনি রাজা অসি[3] জাকরি দসা[4]॥
উঁচী পঁবরী উঁচ অবাসা।
জনু কৈলাস ইন্দ্র কর বাসা॥
রাব রঙ্ক সব ঘর ঘর সুখী।
জো[5] দীখই[6] সো হঁসতা-মুখী॥
রচি রচি সাজে চন্দন চৌরা।
পোতেঁ অগর মেদ ঔ গৌরা[7]॥
সব চৌপারহি চন্দন খঁভা।
ঔঠঁঘি সভাপতি বৈঠে সভা॥
জনউ সভা দেবতন্হ কই জুরী।
পরই দিসিটি ইন্দ্রাসন পুরী॥
সবই গুণী পণ্ডিত ঔ জ্ঞাতা।
সংসকিরিত সব কে মুখ বাতা॥
আহক[8] পন্থ সঁবারে জনু সিউ-লোক অনূপ।
ঘর ঘর নারী পদমিনী, মোহহিঁ[9] দরসন রূপ[10]॥

সিংহল নগর ও তার আবাসস্থল দেখে মনে হয় ধন্য সেই রাজা যাঁর এমন রাজধানী। উচ্চ প্রবেশ দ্বার, এবং উচ্চ প্রাসাদ যেন কৈলাসে ইন্দ্রের আবাস। ধনী থেকে ভিক্ষুক পর্যন্ত ঘরে ঘরে সকলেই সুখী। যাকেই দেখতে পাওয়া যায় সেই হাস্যমুখী। সকলেই চন্দনের কাঠ দিয়ে বসবার বেদী বানিয়েছে এবং তাতে অগুরু, কস্তুরী এবং গোরোচনার প্রলেপ দিয়েছে। চন্দনকাঠের থাম দিয়ে সব মণ্ডপ নির্মিত, সেখানে সভাপতিরা বসে বসে সভা করছেন। দেখে মনে হচ্ছে যেন ইন্দ্রপুরীতে দেবসভা বসেছে। সেখানে সবাই গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত, সকলের মুখ দিয়েই সংস্কৃতভাষা বের হচ্ছে।

গন্ধর্বনির্মিত পথ দেখে মনে হয় যেন অনুপম শিবলোক। এখানে ঘরে ঘরে পদ্মিনী নারী—যাদের রূপ দৃষ্টিকে বিমোহিত করে।

দেখি
বেসা

৪ বেসা
৫ জেহি
৬ দেখা
৭ কোৱা
৮ অহ নিসি
৯ সব
১০ অছরা কে রূপ

১৩

পুনি দেখী সিংঘল কৈ[১] হাটা।
নউ নিধি লছিমী সব[২] পাটা॥
কনক হাট সব কুংকুহি লীপী।
বৈঠ মহাজন সিংঘল-দীপী॥
রচহি[৩] হথৌড়া[৪] রূপহি[৫] ঢারী[৬]।
চিত্তর কটাউ অনেক সঁরারী॥
সোন রূপ ভল ভএউ পসারা।
ধবল-সিঁরী পটরন[৮] ঘর বারা॥
রতন পদারথ মানিক মোতী।
হীরা পর্বরি[৯] সো[১০] অনবন[১১] জোতী॥
অউ কপূর বেনা কস্তূরী।
চন্দন অগর রহা ভরিপূরী॥
জেই ন হাট এহি লীন্হ বেসাহা।
তা কহঁ আন হাট কিত লাহা॥
কোই[১২] করই বেসাহনা কাহু ফের বিকাই[১৩]।
কোঈ[১৪] চলই লাভ সন কোঈ মূর গরাঁই[১৫]॥

আবার, সিংহলের হাট দেখি, যেন নবরত্নসহ ঐশ্বর্যলক্ষ্মীর সিংহাসন। কুঙ্কুমলেপিত স্বর্ণহাটগুলিতে সিংহলের মহাজনরা অবস্থান করেন। রূপো গালিয়ে হাতুড়ীর সাহায্যে চিত্রিত অলঙ্কার অনেকে তৈরী করেন। চতুর্দিকে সোনা ও রূপো ছড়িয়ে আছে, এবং ঘরের দরজায় উজ্জ্বল সাদা পরদা টাঙানো রয়েছে। মণি মুক্তো, হীরারত্ন, দ্বারদেশে খচিত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াচ্ছে। কর্পূর, খস, কস্তুরী, চন্দন ও অগুরুগন্ধে হাট পরিপূর্ণ। যে এই হাটে কোনো দ্রব্য কিনল না, তার অন্য হাটে গিয়ে কি লাভ?

কেউ বেসাতি কিনছে, কেউ আবার বিক্রয় করছে। কেউ লাভ করে চলে যাচ্ছে, কেউ মূলধন পর্যন্ত হারিয়ে লোকসান দিচ্ছে।

১ কী
২ চমকৈ
৩ রচে
৪ চৌহটা
৫ রূপে
৬ চারে
৭ সঁরারে
৮ পোড়ে
৯ পন্না
১০ সরস
১১ সু
১২ কোউ
১৩ বিকায়
১৪ কোউ
১৫ গবায়

১৪

পুনি সিঙ্গারহাট ধনি[১] দেসা।
কই[২] সিঙ্গার তহঁ[৩] বৈঠী[৪] বেসা[৫]॥
মুখ তমোল তন চার কুসুম্ভী।
কানন কনক জড়াউ খুম্ভী॥
হাথ বীন সুনি মিরিগ ভুলাহী।
সুর[৬] মোহহিঁ সুনি পইগ ন জাহীঁ॥
ভৌঁহ ধনুখ তিন্হ[৭] নয়ন[৭] অহেরী।
মারহিঁ বান সান[৯] সউঁ ফেরী॥
অলক কপোল ডোলু হঁসি দেহীঁ।
লাই কটাছ মারি জিউ লেহীঁ॥
কুচ কঞ্চুক জানৌ জুগসারী।
অঞ্চল[১০] দেহিঁ সুভারহিঁ ঢারী॥
কেত খেলার হার তিন্হ পাসা।
হাথ ঝারি উঠি[১১] চলহিঁ নিরাসা॥
চেটক লাই হরহিঁ মন জউ লহি[১২] গঠি[১৩] হোই[১৪] ফেঁটি।
সাঁঠি-নাঠি উঠি ভএ বটাউ[১৫] না পহিচানি ন ভেঁটি॥

আবার শৃঙ্গার-হাটে ধন্য এই দেশ। সজ্জিতা বারাঙ্গনাগণ এখানে বসে আছে। মুখে এদের পান, দেহে কুসুম্ভবর্ণের পট্টবস্ত্র। কর্ণে স্বর্ণজরির কর্ণাভরণ। হস্তস্থিত বীণাধ্বনি শুনে হরিণ মোহিত হয়। এবং এই সুর শুনে এক পাও যাওয়া যায় না। এদের ভ্রূ ধনুকের ন্যায়, এবং নয়ন তীক্ষ্ণ বাণতুল্য, দৃষ্টিশাণিত সেই বাণ তারা ছুঁড়ে মারে। এদের হাসবার সময় কুন্তল কপোলে দোলে, কটাক্ষঘাতে এরা জীবন হরণ করে। কাঁচুলীর নীচে এদের স্তনযুগ যেন পাশাখেলার ঘুটি, আঁচল দিয়ে যা তারা স্বভাবতঃ ঢেকে রাখছে। কত খেলুড়ে এদের কাছে খেলায় হেরে গিয়ে নিরাশভরে হাত ঝেড়ে উঠে গেছে।

যতক্ষণ লোকের গাঠিঁতে কাঁস থাকে (অর্থাৎ টাকা পয়সা থাকে) ততক্ষণ এরা চটক দেখিয়ে মনোহরণ করে, কিন্তু যখন মানুষ পুঁজি নষ্ট করে পথের ভিক্ষুক হয় তখন এরা তাদের চিনতেও পারে না, কাছে আসতেও দেয় না।

১ ভল
২ কিয়
৩ বৈঠীঁ
৪ ঠাহঁ
৫ বেস্তা
৬ নয়
৭ তিন
৮ নৈন
৯ সৈন
১০ অঞ্চর
১১ হৈ
১২ লগ
১৩ হৈ
১৪ গথ
১৫ জাগহিঁ

১৫

লেই লেই[১] ফূল বৈঠি ফূলবারী[২]।
পান অপূরব ধরে সঁরারী॥
সোঁধা সবই বৈঠ লৈ গাঁধী।
বহুল[৩] কপূর খিরৌরী বাঁধী॥
কতহূঁ পণ্ডিত পঢ়হিঁ পুরান্।
ধরমপন্থ কর করহিঁ বখান্॥
কতহুঁ কথা কহই কিছু কোঈ।
কতহুঁ নাচ-কূদ ভল হোঈ॥
কতহুঁ চিরহঁটা পংখী লারা।
কতহুঁ পখণ্ডী কাঠ নচারা॥
কতহুঁ নাদ সবদ হোই ভলা।
কতহুঁ নাটক-চেটক-কলা॥
কতহুঁ কাহূ[৪] ঠগ বিদ্যা লাঈ।
কতহুঁ লেহিঁ মানুষ বৌরাঈ॥
চরপট চোর গঁঠিছোরা মিলে রহহিঁ তেহি নাচ।[৫]
জো তেহি[৬] হাট সজগ রহই[৭] গঁঠি তাকরি পৈ বাঁচ॥

ফুল নিয়ে ফুলওয়ালীরা বসে আছে হাটে। অপরূপ পান সাজিয়ে রেখেছে তারা। গন্ধবণিকেরা সুগন্ধদ্রব্য নিয়ে বসে আছে। কর্পূর দিয়ে অনেক খিলি বেঁধেছে। কত পণ্ডিত পুরাণ পড়ছেন। তাঁরা ধর্ম-পথ ব্যাখ্যা করছেন। কোথাও কথকতা হচ্ছে, কোথাও ভাল ভাল নৃত্য গীত হচ্ছে। কোথাও পাখী এনেছে খেলুড়েরা, কোথাও পুতুল নাচ দেখাচ্ছে কাঠের পুতুলওয়ালা। কতপ্রকার সঙ্গীতের শব্দ হচ্ছে। কত নাটক এবং যাদুকৌশল দেখানো হচ্ছে। কত ঠগ তাদের কৌশল দেখাচ্ছে, আবার কতজন ঔষধ দিয়ে মানুষকে উন্মাদ করছে।

ঘাঘু চোর এবং গাঁটকাটারা মিলে নাচের আসরে এসে বসেছে। হাটে এসে যে সতর্ক থাকে সেই শুধু এদের কাছ থেকে নিজের পকেট বাঁচাতে পারে।

১ কৈ
২ ফুলহারী
৩ মেলি
৪ ঠগৈ
৫ লোভী ধূর্ত্ত চোর ঠগ গঠছোরা যে পাঁচ
৬ রহি
৭ জা

১৬

পুনি আএ সিংঘল-গঢ় পাসা।
কা বরনউঁ জনু লাগু অকাসা॥
তরহিঁ করিহ্ন[১] বাসুকি কৈ[২] পীঠী।
উপর ইন্দ্রলোক পর দীঠী[৩]॥
পরা খোহ[৪] চহুঁ দিসি তস বাঁকা।
কাঁপই জাঁঘ জাই নহিঁ ঝাঁকা॥
অগম অসূঝ দেখি ডর খাঈ।
পরৈ সো সপত পতারহিঁ জাঈ॥
নব[৫] পৌরী[৬] বাঁকী নবখণ্ডা।
নবৌ জো চঢ়ই জাঈ ব্রহ্মণ্ডা॥
কঞ্চন কোট জরে কউ[৭] সীসা।
নখতন্হি ভরী বীজু[৮] জনু দীসা॥
লঙ্কা চাহি উঁচ গঢ় তাকা।
নিরখি[৯] ন জাঈ দীঠি[১০] মন থাকা॥
হিয় ন সমাই দীঠি নহি[১১] জানউঁ ঠাঢ় সুমেরু।
কহঁ লগি কহৌ উচাঈ কহঁ লগি বরনৌঁ ফেরু॥

অতঃপর সিংহলগড় চোখে পড়ছে। সেই আকাশস্পর্শী দুর্গ কিভাবে বর্ণনা করব? বাসুকী ও কূর্মের পৃষ্ঠে তা নেমেছে, আর উপরে ইন্দ্রলোক পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। চারদিকে বঙ্কিম গভীর পরিখা—এত গভীর যে দেখা যায় না, দেখতে গেলে হাঁটু কেঁপে যায়। এই অগাধ ও অগম্য পরিখা দেখলে ভয় হয়, যদি কেউ পড়ে সে পাতালে তলিয়ে যাবে। এই দুর্গে নয় মহল এবং নয় দরজা। নবম তলায় যে চড়বে সে ব্রহ্মাণ্ডে চড়েছে মনে হবে। এই সোনার কেল্লার প্রাচীর নানাপ্রকার কাঁচে খচিত। একে দেখায় যেন নক্ষত্রপরিপূর্ণ আকাশে বিদ্যুতের মতো। তাকালে লঙ্কার চেয়েও আরও উঁচু মনে হয় চোখে নিরীক্ষণ করা যায় না, দৃষ্টি এবং মন স্তব্ধ হয়ে থাকে।

হৃদয়ে একে ধারণ করা যায় না, দৃষ্টিতেও ধরা যায় না, দেখে মনে হয় সুমেরু পর্বত দাঁড়িয়ে আছে। কতখানি এর উচ্চতা বর্ণনা করব, এর প্রস্থই বা কতখানি বলব!

১ কুরুম
২ কী
৩ ডাঠা
৪ খাঁর
৫ নৌ
৬ দু পঁবরী
৭ মগ
৮ গগন
৯ নিরখি
১০ দিষ্ট
১১ গন্তি

১৭

নিতি গড় বাঁচি চলই সসি সূরা[1]।
নাহিঁ ত হোই বাজি রথ চূরা॥
পউরী নরো বজ্র কৈ সাজী[3]।
সহস সহস তহঁ বৈঠে পাজী[4]॥
ফিরহিঁ পাঁচ কোতরার সুভৌরী[5]।
কাঁপই পাউর চঁপত রহ পৌরী[6]॥
পউরিহি পউরি সিংহ গঢ়ি কাঢ়ে।
ডরপহিঁ রাই[7] দেখি তিন্হ ঠাঢ়ে॥
বহু বিধান[8]রৈ নাহর গঢ়ে।
জনু গাজহিঁ চাহহিঁ সির চঢ়ে॥
টারহিঁ পুঁছ পসারহিঁ জীহা।
কুঞ্জর ডরহিঁ কি গুঞ্জরি[9] লীহা॥
কনক-সিলা গঢ়ি সীঢ়ী লাঈঁ।
জগম গাহিঁ গড় উপর তাঈঁ॥
নয়উ খণ্ড নউ পঁৱরী অউ তেহি[10] বজ্জর-কেৱার।
চারি বসেরে সউঁ চঢ়ই সত সউঁ চঢ়ই জো[11] পার॥

১৮

নৱ[1] পৌরী পর দসৱঁ দুৱারা[2]।
তেহি পর বাজ রাজঘরিয়ারা[3]॥
ঘরী সো বইঠি গনৈ ঘরিয়ারী।
পহর পহর সো আপনী বারী[4]॥
জবহিঁ ঘরী পূজই রহ[5] মারা।
ঘরী ঘরী ঘরিয়ার পুকারা॥
পরা জো ডাঁড় জগত সব ডাঁড়া।
কা নিচিন্ত মাটী কর[6] ভাঁড়া॥
তুম্হ তেহি চাক চঢ়ে হোঁই কাঁচে।
আএউ ফিরই[7] ন থির হোই বাঁচে।
ঘরী জো ভরই ঘটই তুম্হ আউ।
কা নিচিন্ত হোই[8] সোউ বটাউ॥
পহরহি পহর গজর নিতি হোঈ।
হিয়া নিসোগা[9] জাগু ন সোঈ[10]
মুহমদ জীৱন জলভরন রহট ঘরী কই[11] রীতি।
ঘরী জো আই জীবনভরী ঢরী জনম গা বীতি॥

চন্দ্র ও সূর্য সর্বদা এই দুর্গশীর্ষকে সাবধানে এড়িয়ে চলেন, তা নাহলে তাঁদের রথ ও অশ্ব চূর্ণ হয়ে যেত। এর নয়টি বজ্রকঠিন প্রবেশদ্বারে হাজার হাজার পদাতিক প্রহরী বসে রয়েছে। পাঁচজন কোতোয়াল অনবরত প্রদক্ষিণ করে পাহারা দিচ্ছে, তাদের পদভারে প্রবেশপথ কম্পিত হচ্ছে। প্রত্যেক প্রবেশপথের দ্বারদেশের উপরে সিংহের মূর্তি আছে, যাদের দেখে রাজারাও ভয় পান। অনেক কৌশলে সিংহগুলি নির্মিত হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন এখনই গর্জন করে মাথায় লাফিয়ে পড়বে। লেজ বাঁকিয়ে তারা জিভ বের করে আছে, তাদের সগর্জন আক্রমণের ভয়ে হস্তীও ভীত হয়। স্বর্ণশিলানির্মিত সোপানগুলি যেন দুর্গের গা বেয়ে উপরে উঠে আকাশ স্পর্শ করবে।

দুর্গের নয় মহলের নয়টি প্রবেশপথে বজ্রকঠিন রুদ্ধদ্বার। চড়নদার স্বৎলোকের দুর্গশীর্ষে উঠতে চারদিন লাগে।

নয়টি প্রবেশপথের পরে আছে দশম দ্বার, তার উপরে বাজে রাজার জলঘড়ি। ঘড়িয়ালগণ নিজের নিজের প্রহরাকালে সেখানে বসে সময় গণনা করে। যখন ঘড়ি জলপূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে আঘাত করলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তা নিনাদিত হয়। যখন দণ্ডাঘাত পড়ে তখন ঘড়িও জগৎকে জানায়—'হে মাটির ভাঁড়, কি নিশ্চিন্তেই রয়েছ! কুমোরের চাকায় চড়ে তুমি কাঁচা মাটির মতো ঘুরছ ফিরছ, একটুও স্থির থাকতে পারছ না। জলঘড়ি যত পূর্ণ হচ্ছে, তোমার আয়ু ততই কমছে; হে পথিক, তুমি কেমন নিশ্চিন্তে রয়েছ। প্রহরে প্রহরে নিয়ত ঘণ্টা নিনাদ হচ্ছে—তবুও তোমার অচেতন হৃদয় জাগছে না।'

কবি মুহম্মদ বলছেন, এ জীবন জলঘড়িতে জল ভরার মতো ব্যাপার। ঘড়ির মতোই জীবন পূর্ণ হয়, আবার তা যেমন শূন্য হয়, তেমনি জীবনও শেষ হয়।

---

১ সূরা
২ চূরা
৪ পাজে
৪ পাজে
৫ সো ভঁৱরী
৬ পঁৱরী
৭ রাউ
৮ বনাৱ
৯ গুঞ্জহি
১০ তিন্হ
১১ সো

১ নৌ
২ দুৱারা
৩ ঘরিয়ারা
৪ পহর পহর পর কেৱৈঁ পারী
৫ ওহি
৬ কে
৭ ভরৈ
৮ তা
৯ বজ্র তা
১০ কোঈ
১১ কী

১৯

গঢ় পর নীর খীর দুই নদী।
পানি ভরহিঁ জইসে[১] দুরপদী॥
ঔর কুণ্ড এক মোতীচূরূ।
পানী অমৃত[২] কীচ কপূরূ॥
ঔহিক পানি রাজা পই পীয়া।
বিরিধ হোই নহিঁ জৌ লহিঁ জীয়া॥
কঞ্চন বিরিছ এক তেহি পাসা।
জস কলপতরূ[৩] ইন্দ্র কৈলাসা[৪]॥
মূল পতার সরগ ওহি সাখা।
অমরবেলি কো পাউ কো চাখা॥
চাঁদ পাত ঔ ফূল তরাঈঁ।
হোই উজিয়ার নগর জহঁ তাঈঁ॥
বহু[৫] ফর পারই তপি কই কোঈ।
বিরিধ খাই নউ[৬] জোবন হোঈ॥
রাজা ভএ ভিখারী সুনি রহ[৭] অমৃত[৮] ভোগ।
জেই পারা সো অমর ভা ন কিছু[৯] ব্যাধি[১০] ন রোগ॥

এই দুর্গে নীর ও ক্ষীর নামে দুটি নদী বর্তমান। জলভরণে উভয়েই দ্রৌপদীর মতো। এ ছাড়া মোতিচূর্ণের এক কুণ্ড বর্তমান, তার জল অমৃততুল্য এবং কর্দম কর্পূরতুল্য। রাজা এর জলই পান করেন, এবং যাবজ্জীবন বৃদ্ধ হন না। তার পাশে এক সুবর্ণবৃক্ষ আছে, যা কৈলাসে ইন্দ্রের কল্পতরু তুল্য। এর মূল চলে গেছে পাতালে, এবং শাখা উঠেছে আকাশে। এর অমৃতফল কে পায়? কে আস্বাদন করে? চন্দ্রতুল্য এর পাতা এবং তারকাতুল্য এর ফুল। এর জ্যোতিতে সমস্ত নগর উজ্জ্বল। তপস্যার দ্বারা কেউ যদি এর ফল লাভ করে তবে বৃদ্ধ হলেও সে নব যৌবন ফিরে পায়।

এই অমৃতফলের কথা শুনে রাজা ভিক্ষুক হয়েছে, আর যে এ ফল পেয়েছে সে অমর হয়ে গেছে, তার কোন রোগ-ব্যাধি নেই।

১ মানহু
২ অমিরিতু
৩ কলপবিরিছ জস
৪ বিলাসা
৫ বৈ
৬ তৌ
৭ ওহি
৮ অমিরিত
৯ কুছ
১০ বিয়াধি

২০

গঢ় পর বসহিঁ ঝারি[১] গঢ়পতী।
অসু-পতি গজপতি ভূ[২]-নর-পতী॥
সব[৩] ধৌরাহর সোনে সাজা।
অপনে অপনে ঘর সব রাজা॥
রূপবন্ত ধনবন্ত সভাগে[৪]।
পরস পখান পউরি তিন্হ লাগে[৫]॥
ভোগ-বিলাস সদা সব[৬] মানা।
দুখ চিন্তা কোই জনম ন জানা॥
মঁদির মঁদির সব কে চৌপারী।
পৈঠি[৭] কুঁঅর সব খেলহিঁ সারী॥
বাসা[৮] ঢরই খেলি ভলি হোঈ।
খড়্গ দান সরি পূজ ন কোঈ॥
ভাঁট বরনি[৯] কহি[১০] কীরতি ভলী।
পারহিঁ ঘোর হস্তি সিংঘলী॥
মঁদির মঁদির ফুলবারী চোআ চন্দনবাস।
নিসি দিন রহই বসন্ত তহঁ ছরৌ[১১] ঋতু বারহ[১২] মাস॥

এই দুর্গে থাকে দুর্গপতি, অশ্বপতি, গজপতি, ভূপতি ও নৃপতিগণ। সকলের প্রাসাদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রাসাদের অধিপতি। এঁরা সকলেই রূপবান, ধনবান এবং সৌভাগ্যবান। এঁদের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার পরসপাথরে নির্মিত। সর্বদা ভোগবিলাসে সময় কাটে, জন্মেও কেউ দুঃখচিন্তা করে না। ঘরে ঘরে সব বৈঠক বসে, রাজকুমারেরা সব পাশাখেলায় প্রবৃত্ত। ঘুঁটি চেলে ভালভাবেই পাশা খেলা চলে, আবার তরবারি খেলা এবং দানেও কেউ কাউকে এগোতে পারে না। ভাটেরা এঁদের কীর্তি কাহিনী বর্ণনা করে, এবং সিংহলী হস্তী ও অশ্ব উপহার পায়।

প্রতিগৃহে পুষ্পের উদ্যান, চুয়াচন্দন গন্ধে ছয়ঋতু ও বারোমাস জুড়ে সেখানে দিনরাতই বসন্তকাল।

১ চারি
২ ঔ
৩ সব ক
৪ সুভাগে
৫ পারস পাহন পঁবরিন লাগে
৬ মন
৭ বৈঠি
৮ পাঁসা
৯ পঢ়হিঁ
১০ সব
১১ ছহু
১২ বারা

২১

পুনি চলি দেখা রাজ দুআরা।
মানুষ[১] ফিরহিঁ[২] পাই নহিঁ বারা॥
হস্তি সিংঘলী বাঁধে বারা।
জনু সজীব সব ঠাঢ় পহারা॥
কৌনৌ সেত পীত রতনারে।
কৌনৌ হরে ধূম ঔ কারে॥
বরনহিঁ বরন গগন জনু[৩] মেঘা।
ঔ তেঁহি গগন পীঠি জল ঠেঁঘা[৪]॥
সিংঘল কে বরনৌঁ সিংঘলী।
এক এক চাহিঁ[৫] এক এক বলী॥
গিরি পহার রৈ পৈগহি[৬] পেলহিঁ।
বিরিখ উপারি কারি মুখ মেলহিঁ॥
মাতে তেই[৭] সব গরজহিঁ বাঁধে।
নিসিদিন রহহি মহাউত কাঁধে॥
ধরণী[৮] ভার ন[৯] অঁগবৈ পার্ ধরত উঠ হালি।
কুরুম টুটৈ[১০] ফন ফাটৈ তিহ্ন হস্তিহ্ন কে চালি॥

অতঃপর এগিয়ে গিয়ে রাজদুয়ার দেখলাম। লোকের যাওয়া আসার ভীড়ে দরজা খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজদ্বারে সিংহলী হস্তী বাঁধা, যেন জীবন্ত সব পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। কোনটির বর্ণ শ্বেত, কোনটি পীত, কোনটি আবার পিঙ্গল বর্ণের; কোনটি তাম্রাভ, কোনটি ধোঁয়া রঙের, কোনটি মেঘের মতো কালো, তারা আকাশের থামের মতো বসে আছে। সিংহল দ্বীপের সিংহলী হস্তীর বর্ণনা করছি, তারা একজন অপরের চেয়ে শক্তিশালী। তারা পাদপ্রহারে পাহাড়কে ফেলে দেয়, গাছ উপড়ে ফেলে মুখের মধ্যে ঢোকায়। বদ্ধ অবস্থায় তারা গর্জনে মেতে ওঠে, আর মাহুতরা দিনরাত তাদের কাঁধে বসে থাকে।

এদের ভার ধরণী বইতে পারে না, পায়ের চাপে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। হস্তীচালনার সময় পৃথিবীর কূর্মপৃষ্ঠ ভেঙে যায়, বাসুকীর ফণা ফেটে যায়।

১ মহি
২ ঘু মির
৩ জস
৪ উঠৈ গগন বৈঠে জনু ঠেঘা
৫ চাহি সো
৬ পরবত
৭ মাত মিমত
৮ ধরতী
৯ ক
১০ টুট

২২

পুনি বাঁধে রজবার তুরঙ্গা।
কা বরনৌঁ জগ উন্হকৈ[১] রঙ্গা॥
লীলে সমংদে চাল জগ জানে।
হাঁসুল ভঁবর গিয়াহ[২] বখানে॥
হরে কুরঙ্গ[৩] মহুঅ বহু ভাঁতী।
গরর কোকাহ বুলাহ সো পাঁতী[৪]॥
তীখ তুখার চাঁড় ঔ বাঁকে।
তরপহিঁ তবহিঁ নাঁচি[৫] বিনু হাঁকে॥
মন তই[৬] অগুমন ডোলহিঁ[৭] বাগা।
লেত উঁসাস গগন সির লাগা॥
পায়হিঁ[৮] সাঁস[৯] সমুদ পর ধারহিঁ।
বূড় ন পাউঁ[১০] পার হোই আরহিঁ॥
থির ন রহহিঁ রিস লোহ চবাহীঁ।
ভাঁজহিঁ পূঁছি সীস উপরাহীঁ॥
অস তুখার সব দেখে জনু মন কে রথ-বাহ।
নয়ন-পলক পহুঁচাবহিঁ জহঁ পহুঁচই[১১] কোই চাহ॥

আবার রাজদ্বারে যে ঘোড়াগুলি বাঁধা আছে, ওদের বর্ণ কীভাবে বর্ণনা করব? নীলাভ ও বাদামী অশ্বগুলির গতির কথা জগজ্জন জানে। মেহেদী রঙের, ভ্রমরকৃষ্ণ এবং পাকা তালফলের মতো ঘোড়াগুলি বর্ণনা করছি। এ ছাড়া পিঙ্গলবর্ণের, কালোরঙের, এবং মহুয়ার ন্যায় বহু প্রকার ঘোড়াও আছে। গরর, কোকাহ ও বোল্লাহ জাতীয় ঘোড়াও পংক্তিবিন্যস্ত হয়ে আছে, তারা তীক্ষ্ণ, বক্র এবং প্রচণ্ড; হুকুম ছাড়াই তারা নাচে এবং তেতে ওঠে। এদের বেগ মনোগতির চেয়েও অধিক। নিঃশ্বাস গ্রহণকালে এদের মাথা আকাশকে স্পর্শ করে। ইঙ্গিত পেলে এরা সমুদ্রের উপরে ধাবিত হয়, পার হয়ে আসতে পা ভেজে না। অধীর ভাবে এরা লাগাম চিবোয়, এবং মাথার উপর দিয়ে লেজ ঘুরিয়ে আনে।

মনোরথের মতো এই সব অশ্বের গতি। কোথাও যেতে চাইলে চোখের পলকে সেখানে পৌছে যাওয়া যায়।

১ উনকে
২ কিয়াহ
৩ সুরঙ্গ
৪ সুপাঁতী
৫ চলহিঁ
৬ তে
৭ ডোলে
৮ পরন
৯ সমান
১০ পাউন বূড়
১১ পহুঁচা

২৩

রাজসভা পুনি দেখ বঈঠী।
ইন্দ্রসভা জনু পরিগই ডীঠী॥
ধনি রাজা অসি সভা সঁরারী।
জানহু ফ্লি রহি ফ্লরারী॥
মুকুট বাঁধি সব বৈঠে রাজা।
দর নিসান সব জিন্হ কে বাজা[১]॥
রূপবন্ত মনি দিপই লিলাটা।
মাঁথই ছাত বৈঠ সব পাটা॥
মানহু[২] কবঁল সরোবর ফ্লে।
সভাক রূপ দেখি মন ভূলে॥
পান করপূর[৩] মেদ কস্তূরী।
সুগঁধ বাস সব রহী অপূরী॥
মাঁঝ উঁচ ইন্দ্রাসন সাজা।
গন্ধ্রবসেন বৈঠ তহঁ রাজা॥
ছতর গগন লগি তাকর সূর তবৈ জস আপ।
সভা কঁবল অস বিগসৈ মাঁথৈ বড় পরতাপ॥

রাজসভা বসেছে, যেন মনে হচ্ছে ইন্দ্রসভা চোখে পড়ল। ধন্য সেই রাজা, যাঁর এমন রাজসভা, পুষ্পোদ্যানের মতো যেন ফুটে আছে। রাজারা সবাই মুকুটমণ্ডিত হয়ে বসে রয়েছে, প্রত্যেকের সেনা আছে, এবং ভেরী বাজছে। রূপবন্ত, মণিময় ললাট, ছত্রশির রাজারা সব আসনে বসে আছেন। মনে হচ্ছে সরোবরে কমল ফুটে আছে, সভার রূপ দেখে সকলের মন ভুলে যায়। পান, কর্পূর, মৃগমদ ও কস্তরীর সুগন্ধে সর্বত্র পূর্ণ হয়ে আছে। মাঝখানে উচ্চ ইন্দ্রাসন সুসজ্জিত, তার উপর রাজা গন্ধর্বসেন বসে আছেন।

তাঁর রাজছত্র গগন স্পর্শ করে আছে। তিনি স্বয়ং সূর্যসদৃশ, তাঁর প্রতাপের দীপ্তিতলে রাজসভা কমলদলের মতো বিকশিত হয়ে আছে।

১ সাজা
২ জানহু
৩ কপূর

২৪

সাজা রাজমঁদির কৈলাসূ।
সোনে কর সব পুহুমি অকাসূ॥
সাত খণ্ড ধৌরাহর সাজা।
উহৈ সঁরারি সকই অস রাজা॥
হীরা ঈঁটি কপূর গিলারা।
ঔ নগ লাই সরগ লেই[১] লারা॥
জারত সবই উরেহ উরেহী।
ভাঁতি ভাঁতি নগ লাগে উবেহী॥
ভা কটাউ সব অনবন[২] ভাঁতী।
চিতর হোত গাএ[৩] পাঁতিহিঁ পাঁতী॥
লাগ খম্ভ[৪] মনি মানিক জরে।
জনু[৫] দীয়া দিন আছহিঁ বরে[৬]॥
দেখি ধৌরহর কই[৭] উজিয়ারা।
ছপি[৮] গএ চাঁদ সূরুজ ঔ তারা॥
সুনে[৯] সাত বৈকুণ্ঠ জস তস সাজে খণ্ড সাত।
বেহর বেহর[১০] ভার তস[১১] খঁড খঁড উপর জাত[১২]॥

কৈলাসের ন্যায় সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ। তলা থেকে উপর পর্যন্ত সোনায় মোড়া। সাতমহলা এই সজ্জিত প্রাসাদ একমাত্র রাজার পক্ষে করাই সম্ভব। হীরকের ইঁট, কর্পূরের কাদা এবং মূল্যবান প্রস্তর সহযোগে এই ভবন স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত। যে সমস্ত চিত্র এখানে চিত্রিত তা বিচিত্র মণিমুক্তায় সুসজ্জিত। সারিসারি চিত্রখচিত কারুকার্য সজ্জিত হয়ে আছে। মণিমাণিক্য জড়িত স্তম্ভগুলি এত উজ্জ্বল যে দিনের বেলাতেও মনে হচ্ছে দীপ জ্বলছে। এই দীপ্ত রাজপ্রাসাদ দেখে চাঁদ সূর্য এবং তারা অন্তরালে লুকিয়ে পড়ে।

সপ্তবৈকুণ্ঠের যেমন প্রসিদ্ধি আছে তেমনি এই সাতমহলা প্রাসাদ,—বিভিন্ন ভাবে মহলগুলি একটির উপর আর একটি সজ্জিত।

১ লৌ
২ অনুপম
৩ চিত্র কটাবসো
৪ খাঁভ
৫ জলহ
৬ ঘরে
৭ কয়
৮ ছিপি
৯ সজে
১০ বিহর বিহর
১১ তিহ
১২ হাত

২৫

বরনৌঁ রাজমন্দির রনিবাসূ।
জনু অছরিন ভরা কবিলাসূ॥
সোরহ সহস পদমিনী রাণী।
এক এক তহঁ[১] রূপ বখানী॥
অতি সুরূপ ঔ অতি সুকুবঁারী[২]।
পান ফুল কে রহহিঁ অধারী[৩]॥
তিন্হ উপর চম্পাবতি রাণী।
মহা সুরূপ পাট পরধানী॥
পাট বৈঠি রহ কিএ সিঙ্গারূ।
সব রাণী ওহি করহিঁ জোহারূ॥
নিতি নৌরঙ্গ[৪] সুরঙ্গম সোঈ।
পরথম বয়স ন[৫] সরবরি কোঈ॥
সকল দীপ মঁহ চুনি চুনি আনি[৬]।
তিন্হ মঁহ দীপক[৭] বারহ-বানী॥
কুবঁরি বতীসৌ লচ্ছনী অস[৮] সব মঁাহ[৯] অনূপ।
জাবত সিংঘলদীপ মঁহ[১০] সবই বখানহিঁ রূপ॥

রাজপ্রাসাদের রাণীমহল বর্ণনা করছি। যেন অপ্সরাপূর্ণ কৈলাস। এখানে আছে ষোলহাজার পদ্মিনী, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চেয়ে রূপবতী। অত্যন্ত সুন্দরী এবং সুকুমারী এই রমণীদের আহার হল ফুল এবং পান। তাদের সকলের উপরে শ্রেষ্ঠ হলেন রাণী চম্পাবতী, তিনি অত্যন্ত সুরূপা এবং পাটরাণী। তিনি সাজসজ্জা করে পাটে বসে থাকেন, এবং অন্যান্য রাণীরা তাকে অভিনন্দন জানায়। নিত্য নূতন রঙ্গে তিনি লীলায়িত, তাঁর প্রথম বয়স, কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। সকল দ্বীপ বা দীপ থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে, দ্বাদশবর্ণা সেই তিলোত্তমা যেন উজ্জ্বল দীপশিখা।

যে সব কুমারী বত্রিশ লক্ষণযুক্তা তাদের মধ্যে তিনি অনুপম ; সারা সিংহল দ্বীপের মধ্যে সকলেই তাঁর রূপের প্রশংসা করে।

১ তেঁ
২ সুকুবারা
৩ অধারা
৪ নব রঙ্গ
৫ প্রথম বৈস নহিঁ
৬ সকল দীপ মহঁ জেতী রাণী
৭ কনক সো
৮ ও
৯ চাহি
১০ রূপ

১

চম্পাবতী জো রূপ সঁবারী।
পদমাবতী চাহৈ অউতারী॥
ভই চাহৈ অসি কথা সলোনী।
মেটি ন জাই লিখী জস হোনী॥
সিংঘল-দীপ ভএউ তব নঁাউ।
জো অস দিআ দীহ্ন[১] তেহি ঠাঁউ॥
প্রথম সো জোতি গগন নিরমঈ।
পুনি সো পিতা মঁাথই মনি ভঈ॥
পুনি বহ জোতি মাতু-ঘট আঈ।
তেহি ওঁদর আদর বহু পাঈ॥
জস অউধানু পুর ভা তাসূ[২]।
দিন দিন হিঅই[৩] হোই পরগাসূ॥
জস অঞ্চল ঝীনই মহঁ দীআ[৪]।
তস উঁজিয়ার দিখাবই হীআ॥
সোনে মঁদির সঁবারহিঁ অউ চন্দন সব লীপ।
দিআ জো মনি সিউলোক মহঁ উপনা সিংঘল দীপ॥

চম্পাবতীর রূপ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার থেকে পদ্মাবতীকে অবতীর্ণ করাতে চাইলেন। তিনি চাইলেন একটি সৌন্দর্যের কাহিনী রচিত হোক ; যে লিপি বিধাতার রচনা, কেউ তা মুছতে পারে না। সিংহল-দ্বীপ দীপ নামের যোগ্য হল, কারণ সেখানে তিনি জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। প্রথমে সেই জ্যোতি আকাশে নির্মিত হল, তারপর তা পিতৃললাটের মণি হল। এরপর সেই জ্যোতি মাতার শরীরে এল, এবং তাঁর উদরে বহু সমাদর লাভ করল। দিনে দিনে গর্ভ যখন পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল, তখন তা হৃদয়ে প্রকাশ লাভ করল। আঁচলের তলায় প্রদীপের আলো যেমন গোপন থাকে না, তেমনি সেই উজ্জ্বলতা হৃদয়ে প্রকাশ পেল।

প্রাসাদগৃহ স্বর্ণমণ্ডিত হল, তা চন্দনে লিপ্ত হল, যেন শিবলোকের মণিদীপ সিংহল দ্বীপে উৎপন্ন হল।

১ ধরা
২ যাহ্
৩ জিয়ে
৪ জস অস আচল মহঁ ছিপৈ না দীয়া

২

ভএ দস মাস পূরি ভই ঘরী ।
পদমাবতি কন্যা অউতরী ॥
জানউঁ সুরজ[1] কিরিনি-হুতি কাঢ়ী ।
সুরুজ করা[2] ঘাটি রহ বাঢ়ী ॥
ভা নিসি মহঁ দিন কর পরগাসূ ।
সব উঁজিআর ভএউ কবিলাসূ ॥
ইতে রূপ মূরতি পরগটী ।
পূনিঁউ সসী সো খীন হোই ঘটী ॥
ঘটতহি ঘটত অমাবস ভঈ ।
দিন দুই লাজ গাড়ি ভুঁই গঈ ॥
পুনি জো উঠী দুইজ হোই নঈ ।
নিহকলংক সসি বিধি নিরমঈ ॥
পদুমগন্ধ বেধা জগ বাসা ।
ভবঁর[3] পতঙ্গ ভএ চহুঁ পাসা ॥
ইতে রূপ ভৈ কন্যা জেহিঁ সরি পূজ ন কোই ।
ধনি সো দেস রূপবন্তা জঁহা জনম অস হোই ॥

দশমাস পূর্ণ হয়ে যখন সময় হল, অবতীর্ণ হলেন কন্যা পদ্মাবতী। তিনি যেন সূর্যের দীপ্তি থেকে বেরিয়ে এলেন, এতে সূর্যের কিরণকলা কমে গেল এবং তাঁর উজ্জ্বলতা বাড়ল। রাত্রিবেলাতেও দিনের আলো প্রকাশ পেল, এবং সমস্ত জগৎ উজ্জ্বল হয়ে কৈলাসের মতো হল। এঁর রূপের বিভায় পূর্ণিমার চন্দ্রও ক্ষীণ ও ম্লান হল। ক্রমশঃ তা ক্ষীণতর হতে হতে অমাবস্যায় অদৃশ্য হল এবং দুদিন লজ্জায় অন্তরালে থেকে অবশেষে দ্বিতীয়ার চন্দ্ররূপে বিনত হয়ে উদিত হল, কারণ বিধাতা এবার একটি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর পদ্মগন্ধে জগৎ আমোদিত হল, চারপাশে ভ্রমর ও পতঙ্গ ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কন্যার এমনই রূপ যে এর সমতুল্য কেউই নেই। তাঁর জন্ম হল যে দেশে, ধন্য সেই রূপময় দেশ।

১ সূর
২ কলা
৩ ভোর

৩

ভৈ ছঠি রাতি ছঠী সুখ মানী ।
রহসি কূদ সৌঁ রৈনি বিহানী ॥
ভা বিহান পণ্ডিত সব আএ ।
কাঢ়ি পুরান জনম অরথাএ ॥
উত্তিম ঘরী জনম ভা তাসূ ।
চাঁদ উআ ভুঁই দিপা অকাসূ ॥
কন্যারাসি উদয় জগ কীআ ।
পদমাবতী নাউঁ ভা[1] দিআ ॥
সূর পরস সউঁ ভএউ গুরীরা[2] ।
কিরিনি জামি উপনা নগ হীরা ।
তেহি তঁই অধিক পদারথ করা ।
রতন জোগ উপনা নিরমরা ॥
সিংঘল দীপ ভএউ অউতারা ॥
জম্বু দীপ জাই জমুআরা ॥
রামা আএ অজুধ্যা[3] লছন বতীসউ সংগ ।
রাবন রূপ সব ভূলে[4] দীপক জইস পতংগ ॥

ষষ্ঠীর সুখসহ ষষ্ঠ রাত্রি এল, আনন্দনৃত্যে রজনী ভোর হল। সকাল হলে পণ্ডিতরা সব এলেন, পাঁজি পুরাণ ঘেঁটে জন্ম-তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। ভালসময়ে জন্ম হয়েছে এঁর, ভূতলে চন্দ্র উদিত হয়ে আকাশকে উজ্জ্বল করেছে। কন্যারাশিতে যেহেতু এর জন্ম হয়েছে, সুতরাং এঁর নাম হল পদ্মাবতী। সূর্য ও পরশমণির সংযোগে যে দীপ্তির উদ্ভব, সেই কিরণরাশি থেকে এই হীরকরত্ন উৎপন্ন হয়েছে। কিরণরাশির থেকে আরও উজ্জ্বল এই হীরের যোগ্য এক নির্মল রত্ন নির্মিত হয়েছে। সিংহলদ্বীপে এই কন্যার জন্ম, জম্বুদ্বীপে গিয়ে এঁর মৃত্যু হবে।

বত্রিশ লক্ষণসহ রামা অযোধ্যায় এসেছিলেন। দীপলুব্ধ পতঙ্গের মতো রাবণ তাঁর রূপে সব ভুলেছিল। (তেমনি এঁকে দেখেও সুলতান মুগ্ধ হবে।)

১ নাম অস
২ সূর প্রসংসৈ ভএউ ফিরীরা
৩ রাম অজুধ্যা উপনে
৪ সোঁ ভূলিঁহি

৪

অহী[১] জনম-পতরী সো[২] লিখী।
দেই অসীস বহুরে জোতিখী॥
পাঁচ বরিস মহঁ ভঈ সো বারী।
দীহ্ন পুরান পঢ়ই বইসারী॥
ভই পদমাবতি পণ্ডিত গুনী।
চহুঁ খণ্ডকে রাজহ্ন সুনী॥
সিংঘল-দীপ রাজঘর বারী।
মহা সুরূপ দঈ অউতারী॥
এক পদমিনি অউ পণ্ডিত পঢ়ী।
দহুঁ কেই জোগ দঈ অসি[৩] গঢ়ী॥
জা কহঁ লিখী লচ্ছি ঘর হোনী।
সো অসি পাউ পঢ়ী অউ লোনী॥
সাত দীপ কে বরই ঔনাহীঁ।
উতর না পাবহিঁ ফিরি ফিরি জাহীঁ॥
রাজা কহই গরব সঁউ হঁউ রে ঈদর সিউলোক।[৪]
কো সরি মো সঁউ পাবঈ[৫] কা সঁউ করউঁ বরোক॥

জন্ম-পত্রিকা লিখে অনেক আশীর্বাদ করে জ্যোতিষীরা চলে গেল। কন্যা যখন পঞ্চমবর্ষে পড়লেন তখন তাঁকে পুরাণ দিয়ে পড়তে বসান হল। পদ্মাবতী পণ্ডিত ও গুণী হলেন; চারদিকের রাজারা শুনলেন, সিংহল দ্বীপের রাজার ঘরে এক কন্যা জন্মেছেন, দেবতারা তাঁকে অত্যন্ত সুরূপা করে পাঠিয়েছেন, একে রূপে পদ্মিনী, তদুপরি পড়াশুনায় পণ্ডিত। দেবতারা তাঁকে কার যোগ্যা করে নির্মাণ করেছেন কে জানে? যাঁর ভাগ্যে লেখা আছে তাঁর ঘরে এই লক্ষ্মী আসবেন, তিনি পাবেন এই বিদুষী ও সুন্দরীকে। সপ্তদ্বীপ থেকে এঁর জন্য বিয়ের সম্বন্ধ হল, কিন্তু কেউ কোনো উত্তর না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা সগর্বে বলতে লাগলেন, আমি স্বর্গের (শিবলোকের) ইন্দ্র। কে আছে আমার সমকক্ষ, কার সঙ্গে আমি কুটুম্বিতা করব?

১ করেহি
২ জো
৩ গোসাইঁ
৪ রাজা কহৈ গরব কৈ অহৌ ইন্দ্র সিবলোক
৫ সো সরবরি হৌ মোরে।

৫

বারহ বরিস মাহঁ ভই রাণী।
রাজৈঁ সুনা সঁজোগ সয়ানী॥
সাত খণ্ড ধউরাহর তাসু।
সো পদমিনি কহঁ দীহ্ন নিবাসু॥
অউ দীহ্নী সঁগ সখী সহেলী।
জো সঁগ করহিঁ রহসি[১] রস-কেলী॥
সবই নউলি পিঅ[২] সংগ ন সোঈঁ।
কঁবল পাস জনু বিগসী কোঈঁ॥
সুআ এক পদমাবতি ঠাউঁ।
মহা-পঁডিত হীরামন নাউঁ॥
দঈ দীহ্ন পংখিহি অসি জোতী।
নয়ন[৩] রতন মুখ[৪] মানিক মোতী॥
কঞ্চন-বরন সুআ অতি লোনা।
মানউঁ মিলা সোহাগহিঁ সোনা॥
রহহিঁ এক সঁগ দুঅউ পঢ়হিঁ সাসতর বেদ।
বরম্হা সীস ডোলাবৈ সুনত লাগ তস ভেদ॥

কন্যার (রাণীর) বারোবছর হল; রাজা শুনলেন, তিনি মিলনযোগ্যা হয়েছেন। তাঁর সাতমহলা প্রাসাদ তিনি পদ্মাবতীর আবাসের জন্য দিলেন, আর এর সাথে দিলেন সখী-সঙ্গিনীদের, যাদের সঙ্গে কন্যা রঙ্গলীলা করবেন। এরা সবাই নবীনা, পুরুষের সঙ্গে শোয় নি। কমলের পাশে যেন কুমুদিনীরা বিকশিত হল। পদ্মাবতীর কাছে ছিল এক শুকপাখী, মহাপণ্ডিত সে, নাম হীরামন। দেবতা সেই পাখিকে এমন জ্যোতির্ময় করেছিলেন যে তার নয়ন রত্নের ন্যায় এবং মুখ মণিমুক্তোর মতো। কাঞ্চনবর্ণ সেই শুক অত্যন্ত সুন্দর, দেখে মনে হত যেন সোনায় সোহাগা মিশেছে।

দুজনে একসঙ্গে থেকে শাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করতেন। তা ব্রহ্মার মর্মস্পর্শ করত, তিনি শুনে মাথা দোলাতেন।

১ রহস
২ নবলি পিউ
৩ নৈন
৪ সুখ

৬

ভৈ উনন্ত পদমাৱতি বারী।
ধুজ ধবরী সব করী সঁৱারী[১] ॥
জগ বেধা তেহি অঙ্গ সো বাসা[২]।
ভঁৱর আই লুবুধে চহুঁ পাসা ॥
বেনী নাগ মলয়-গিরি পইঠী।
সসি মাঁথহি হোই দূইজ বইঠি ॥
ভউহঁ ধনুখ সাধি সর ফেরী[৩]।
নয়ন কুরঙ্গি ভুলি জনু হেরী[৪] ॥
নাসিক কীর কঁৱল মুখ সোহা।
পদমিনি রূপ দেখি জগ মোহা ॥
মানিক অধর দসন জনু হীরা।
হিঅ হুলসই কুচ কনক-জঁভীরা[৫] ॥
কেহরী লংক গৱন গজ হারে।
সুর নর দেখি মাথ ভুই ধারে ॥
জগ কোই দিসিটি ন আৱঈ অছরী[৬] নয়ন অকাস।
জোগি জতী সন্যাসী তপ সাধহিঁ তেহি আস ॥

বালিকা পদ্মাবতী যৌবনবতী হলেন, তাঁর সমস্ত দেহকলিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর অঙ্গগন্ধে জগৎ পরিপূর্ণ হল। ভ্রমর লুব্ধ হয়ে চারদিক থেকে ছুটে এল। মলয়গিরিতে প্রবেশ করল নাগসদৃশ বেণী। দ্বিতীয়ার চন্দ্র ললাটে এসে বসল। ভ্রূধনুকে শর নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। নয়ন হরিণের মুগ্ধদৃষ্টির মতো। নাক শুকপাখীর ঠোঁটের মতো, আর কমলতুল্য তাঁর মুখশোভা। পদ্মিনীর রূপ দেখে জগৎ মোহিত হয়। তাঁর অধর মাণিকের মতো, দাঁত হীরকতুল্য। বক্ষে উল্লসিত স্তনযুগল স্বর্ণময় লেবুর মতো। তাঁর কটীদেশ সিংহকে এবং গমন হস্তীকে পরাভূত করে। তাঁকে দেখে দেবতা এবং মানুষ ভূমিতে মাথা নত করে।

তাঁর মতো জগতে আর কাউকেই চোখে পড়ে না, অপ্সরীরা আকাশে তাকিয়ে থাকে; যোগী, মুনি এবং সন্ন্যাসী তাঁকে পাবার আশায় তপস্যা করে।

১ রচি রচি বিধি সব করা সঁৱারী
২ সুবাসা
৩ ফেরৈ
৪ হেরৈ
৫ গঁভীরা
৬ আছহিঁ

৭

এক দিৱস পদমাৱতী রাণী।
হীরামন তঁই কহা সয়ানী ॥
সুনু হীরামন কহউঁ বুঝাই।
দিন দিন মদন সতাৱই আঈ ॥
পিতা হমার ন চালই বাতা।
ত্রাসহি বোলি সকই নহিঁ মাতা ॥
দেস দেসকে বর মোহি আৱহিঁ।
পিতা হমার ন আঁখি লগাৱহিঁ ॥
জোবন মোর ভএউ জস গংগা।
দেহ দেহ হম্‌হ লাগু অনংগা ॥
হীরামন তব কহা বুঝাঈ।
বিধি কর লিখা মেটি নহিঁ জাঈ ॥
অজ্ঞা দেউ দেখউঁ ফিরি দেসা।
তোহি লায়ক[১] বর মিলই নরেসা ॥
জউঁ লগি মইঁ[২] ফিরি আউঁ[৩] মন চিত ধরহু নিৱারি।
সুনত রহা কোই দুরজন রাজহি কহা বিচারি ॥

একদিন রাণী পদ্মাবতী হিরামন পাখীকে ডেকে বললেন, 'শোন্ হিরামন, আমাকে পরামর্শ দে। দিনে দিনে মদন এসে আমাকে জ্বালাতন করছে। আমার বাবা বিয়ের কথা পাড়ছেন না, মায়েরও ভয়ে কিছু বলার সাধ্য নেই। দেশদেশান্তর থেকে আমার জন্য বর আসছে, কিন্তু আমার পিতা দৃষ্টিপাতও করছেন না। গঙ্গাস্রোতের মতো আমার যৌবন বয়ে চলেছে, আমার প্রতিদেহ যেন কামনায় জর্জরিত হয়ে আছে। হিরামন তখন বুঝিয়ে বলল, 'ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা মোছা যাবে না। আমাকে আজ্ঞা দাও, দেশে দেশে সন্ধান করি। তোমার উপযুক্ত নৃপতি বর খুঁজে নিয়ে আসি।

'যতকাল আমি ফিরে না আসি, ততকাল চিত্তে ধৈর্য ধরে থাক।' সেখানকার কোনো দুর্জন ব্যক্তি একথা শুনে রাজাকে গিয়ে বলে দিল।

১ জোগ
২ মৈঁ
৩ আৱৌঁ

৮

রাজা সুনা দিসিটি[১] ভই আনা।
বুধি জো দেই সঁগ সুআ সয়ানা॥
ভএউ রজাএসু মারহু সূয়া।
সূর সুনাউ[২] চাঁদ জহঁ উআ॥
সত্রু সুআ কে নাউ বারী।
সুনি ধাএ জস ধাউ মঁজারী॥
তব লগি রাণী সুআ ছপারা।
জব লগি আউ মঁজারি ন পারা॥[৩]
পিতা কি আএসু মঁথই মোরে।
কহহু জাই বিনরোঁ কর জোরে॥
পংখি ন কোঈ হোই সুজানূ।
জানই ভুগুতি কি জানু উড়ানূ॥
সুআ জো পঢ়ই পঢ়াএ বয়না।
তেহি কিত বুধি জেহি হিঅই ন নয়না॥
মানিক মোতী দেখি রহ[৪] হিএ ন জ্ঞান করেই।
দারিউঁ দাখ জানি কই অবহিঁ[৫] ঠৌরি ভরি লেই॥

রাজা শুনলেন, পদ্মাবতীকে অন্যরকম দেখতে লাগছে, কারণ সেয়ানা শুকপাখী তাকে এসব পরামর্শ দিয়েছে। রাজার আদেশ হল শুককে মেরে ফেলা হোক। কারণ সে চন্দ্রমার কাছে সূর্যের কথা শোনায়। এ আদেশ শুনে বিড়ালের মতো ছুটে এল শুকের শত্রু এক নাপ্‌তেনী। ততক্ষণে পদ্মাবতী তাকে লুকিয়ে ফেললেন, যাতে বিড়ালী না পায়। বললেন, 'পিতার আদেশ শিরোধার্য, কিন্তু তাঁকে গিয়ে করযোড়ে মিনতি করে বল—পাখী কখনও জ্ঞানী হয় না, জানে কেবল খেতে এবং উড়তে। শুকপাখীকে যা পড়ানো হয় তা-ই সে মুখে কপচায়। যার প্রজ্ঞাদৃষ্টি নেই তার বোধবুদ্ধি কোথায়?

'মণিমুক্তো দেখে এ তার মূল্য বুঝতে পারে না, কিন্তু ডালিম এবং আঙুর দেখলে তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে ভরে নেয়।

১ দীঠি;
২ ন আউ
৩ জব লগি ব্যাধ ন আবৈ পারা
৪ দিখাবহ
৫ উতর

৯

বৈ তৌ ফিরে উতর অস পাবা।
বিনবা সুআ হিঅই ডর খাবা॥
রাণী তুমহ জুগ জুগ সুখ পাউ।
হউঁ অব বনবাস কহঁ জাউঁ[১]॥
মোতিহিঁ জো মলীন হোই করা[২]।
পুনি সো পানি কহাঁ নিরমরা[৩]॥
ঠাকুর অন্ত চহই জেহি মারা।
তেহি সেবক কর[৪] কহাঁ উবারা॥
জেহি ঘর কাল মঁজারী নাঁচা।
পংখীহি নাউঁ জীউ নহিঁ বাঁচা॥
মৈঁ তুমহ রাজ বহুত সুখ দেখা।
জঁউ পুছহু দেই জাই ন লেখা॥
জো ইচ্ছা মন কীন্হ সো জেঁবা।
য়হ পছিতাউ চলউঁ বিনু সেবা॥
মারই সোঈ নিসোগা ডরই ন অপনে দোস।
কেলা কেলি করই কা জো ভা[৫] বেরি পরোস॥

ঐ নাপিতানী তো এই উত্তর শুনে ফিরে গেল। শুক শঙ্কিত হৃদয়ে বিনয় করে বলল, 'রাণী তুমি চিরকাল সুখী হও। আমি এখন তোমাকে বলে বনবাসে যাই। মুক্তোই যখন মলিন হয়ে যায়, তখন নির্মল জল কোথায়? প্রভুই যেখানে মারক সেখানে সেবকের উদ্ধার কোথায়? যেখানে ঘরের মধ্যে বিড়াল নাচে, সেখানে পাখীর মতো ক্ষুদ্র প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। আমি তোমার কাছে অনেক রাজসুখ পেয়েছি, জিজ্ঞাসা করলে তা লিখে শেষ করা যাবে না। যা মনে ইচ্ছা হয়েছে তাই খেয়েছি, শুধু দুঃখ এই যে তোমাকে সেবা না করে চলে যাচ্ছি।

যে নিজের দোষকে ভয় করে না অভাজনকে সে-ই মারে। কুলগাছের কাঁটার বেড়ায় বন্দী কলাগাছ কেমন করে বাড়বে?

১ হৌঁ রে দাস বিনবেঁা গহি পাউ
২ মোতিহিঁ মলিন জো হোই গই কলা
৩ নিরমলা
৪ কই
৫ ভই

১০

রাণী উতর দীন্হ কই মায়া।
জঁউ জিউ জাই রহই কিমি কায়া।
হীরামন তূঁ পরান পরেবা।
ধোখ ন লাগু করত তোহি সেবা॥
তোহি সেবা বিছুরন নহিঁ আখউঁ[১]।
পীঁজর হিঅই ঘালি কই[২] রাখউঁ॥
হউঁ মানুস তূঁ পংখি পিআরা।
ধরম পিরীতি তঁহা কো মারা॥
কা পিরীতি তন মাহঁ বিলাঈ।
সো পীরিতি জিউ সাথ জো জাঈ॥
পিরিতি ভাব লেই হিঅই ন সোচু।
ওহি পন্থ ভল হোঁই কি পোচু॥
পিরিতি পহার ভার জো কাঁধা।
তেহি কিত ছূট[৩] লাই জিউ বাঁধা।
সুআ ন রহই খুরুকি জিউই[৪] অবহিঁ কাল সো আউ।
সত্রু অহই জো করিয়া কবহুঁ সো বোরৈ নাউ॥

রাণী পদ্মাবতী মমতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জীবনই যদি চলে গেল তবে দেহ থাকার কি প্রয়োজন? হিরামন, তুই আমার প্রাণপাখী। তোর সেবায় আমার কোনোই সন্দেহ নেই। তোকে একটুও চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। আমার হৃদয় পিঞ্জরায় তোকে বন্দী করে রাখতে চাই। আমি মানুষ, আর তুই আমার প্রিয় পাখী; যেখানে ধর্মতঃ প্রীতি সেখানে কে তোকে মারতে পারে? দেহের মধ্যে যা বিলীন তা কি প্রেম? জীবনের সঙ্গে যা জড়িত তাই তো যথার্থ ভালবাসা। ভালবাসার ভার হৃদয়ে বহন করে কখনও এ ভেবে অনুশোচনা করতে নেই যে, এ পথ ভাল না মন্দ। যে প্রেমের পাহাড় স্কন্ধে ধারণ করে আছে সে কি করে তার থেকে ছাড়া পাবে, জীবনই যখন সেই বন্ধনে আবদ্ধ?

কিন্তু এখনই মৃত্যু আসবে ভেবে শুকপাখী ভয়ে আর থাকল না। শত্রু যদি কাণ্ডারী হয় তবে হয়ত কোনোদিন নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারে।

১ তোহি প্রজ না বিছুরন কা আরে)
২ তোহি
৩ সো কস ছুটৈ
৪ সুআটা রহৈ সুরুক জিউ

১

এক দিবস পুন্নো তিথি আঈ।
মানসরোদক[১] চলী নহাঈ[২]॥
পদমাবতি সব সখী বুলাঈ।
জনু ফুলবারি সবৈ চলি আঈঁ॥
কোই চম্পা কোই কুঁদ সহেলী।
কোই সুকেত করনা রস বেলী॥
কোই সু-গুলাল[৩] সুদরসন রাতী।
কোই সো বকাবরি বকুচন ভাঁতী॥
কোই সো মৌলসিরি পুহ পাওতী।
কোই জাহী জূহী সেবতী॥
কোই সোনজরদ কোই কেসর।
কোই সিঙ্গার-হার নাগেসর॥
কোই কুজা সদবরগ চমেলী।
কোই কদম সুরস রস-বেলী॥
চলীঁ সবৈ মালতি সঁগ ফূলীঁ কবঁল কুমোদ।
বেধি রহে গন গঁধরব বাস—পরমদামোদ[৪]॥

একদা পূর্ণিমা তিথিতে পদ্মাবতী মান-সরোবরে স্নান করতে গেলেন। তিনি সব সখীদের ডাকলেন এবং পুষ্পিত উদ্যানের মতো সকলে মিলে চললেন। তাঁদের কেউ চম্পক, কেউ কুন্দ, কেউ কেতকী, কেউ বেল-ফুল, কেউ সুদৃশ গুলাল, কেউ সুন্দর রজনীগন্ধা। কোনটি স্মিত বকাওরি, কোনটি বা প্রস্ফুটিত মৌলসিরি। কেউ জাতি, কেউ যূথী, কেউ বা সেওতী। কোনোটি সোনজরদ, কোনোটি কেশর পুষ্প। কেউ হরি-সিঙ্গার ফুল, কেউ নাগকেশর। কোনোটি কুজা গোলাপ, কোনোটি সদবর্গ, কোনোটি বা চামেলী। কেউ কদম্ব, কেউ বা মধুময় বেলফুল।

মালতী ফুলের সঙ্গে কমল এবং কুমুদ ফুল চলতে লাগল। পুষ্পগন্ধের পরিমলে অর্থাৎ রমণীদের লাবণ্যহিল্লোলে গন্ধর্বসেনের ভৃত্যগণও বিহ্বল হয়ে রইল।

১ মানসরোবর
২ অহাই
৩ গুলাব
৪ পরিমলামোদ

২

খেলত মানসরোবর গঈঁ।
জাই পাল[১] পর ঠাঢ়ীঁ ভঈঁ॥
দেখি সরোবর হঁসৈ[২] কুলেলী[৩]।
পদমাবতি সৌঁ কহৈঁ সহেলী॥
এ রানী মন দেখু বিচারী।
এহি নৈহর রহনা দিন চারী॥
জৌ লগি অহৈ পিতা কর রাজু।
খেলি লেহু জো খেলহু[৪] আজু॥
পুনি সাসুর হম গবনব কালী।
কিত হম কিত য়হ সরবর-পালী॥
কিত আবন পুনি অপনে হাথা।
কিত মিলি কৈ খেলব এক সাথা॥
সাসু ননদ বোলিন্হ জিউ লেহীঁ।
দারুন সসুর ন নিসরৈ[৫] দেহীঁ॥
পিউ পিয়ার সির[৬] উপর পুনি সো[৭] করৈ দহুঁ কাহ।
দহুঁ সুখ রাখৈ কী দুখ দহুঁ কস জনম নিবাহ॥

লীলাভরে মান-সরোবরে গিয়ে তার তীরে সখীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সরোবর দেখে হর্ষচিত্তে তারা পদ্মাবতীকে ডেকে বলতে লাগলেন—'হে রাণী! মনে ভেবে দেখ, এমন সুযোগ আর মোটে কয়েকদিন আছে। যে কদিন আমরা পিতার ঘরে আছি, ততদিন খেলে নাও, এবং খেলতে যদি হয় তবে আজই খেল। আজকালের মধ্যেই শ্বশুরঘরে চলে যেতে হবে, তখন কোথায় আমরা, আর কোথায় বা তুমি এবং কোথায় এই সরোবর তীর? তখন আবার এখানে আসবার এবং একসাথে মিলে খেলবার উপায় কি আর নিজেদের হাতে থাকবে? শাশুড়ী ননদকে বললে তো মেরেই ফেলবে। আর ভয়ঙ্কর শ্বশুর তো ঘর থেকে বেরুতেই দেবে না।

প্রিয়তম আদরে মাথায় করে রাখবেন, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করবেন? (স্বামী) সুখে রাখুন আর দুঃখেই রাখুন, দুভাবেই জীবন নির্বাহ করতে হবে।

১ পারি
২ রহস
৩ কেলী
৪ খেলন
৫ আজন
৬ সব
৭ সোউ

৩

মিলহিঁ[১] রহসি সব চঢ়হিঁ হিণ্ডোরী।
ঝুলি[২] লেহিঁ সুখ বারী ভোরী॥
ঝুলি লেহু নৈহর জব তাঈঁ।
ফিরি নহিঁ ঝুলন দেইহি সাঈঁ[৩]॥
পুনি সাসুর লেই রাখিহিঁ তহাঁ।
নৈহর চাহ ন পাউব জহাঁ॥
কিত য়হ ধূপ কহাঁ য়হ ছাহাঁ।
রহব সখী বিনু মন্দির মাহাঁ॥
গুন পুছিহি ঔ লাইহি দোখ।
কৌন উতর পাউব তহঁ[৪] মোখ॥
সাসু ননদ কে ভৌঁহ[৫] সিকোরে[৬]।
রহব সঁকোচি দুয়ৌ করজোরে[৭]॥
কিত য়হ রহসি জো আউব করনা।
সসুরেহ অন্ত জনম দুখ ভরনা॥
কিত নৈহর পুনি আউব কিত সসুরে য়হ খেল[৮]।
আপু আপু কহঁ হোইহি[৯] পরব পংখি জস ডেল[১০]॥

সবাই একত্র মিলিত হয়ে হিন্দোলা বা দোলনায় চড়লেন। মনের আনন্দে হর্ষবিহ্বল বালিকারা দুলতে লাগলেন। একজন বললেন 'যতদিন পিতৃগৃহে আছ দোলনায় দুলে নাও। পতিগৃহে গেলে স্বামী আর দুলতে দেবেন না। উপরন্তু শ্বশুর সেখানে এমন আটকে রাখবেন যে পিতৃগৃহে যখন আসবার ইচ্ছে হবে, আসতে পাব না। সেখানে কোথায় পাব এমন রোদ, কোথায় বা এমন ছায়া। অন্তঃপুরের মধ্যে সঙ্গিহীন হয়ে থাকতে হবে। গুণ দোষের কথা যখন স্বামী জিজ্ঞাসা করবেন তখন কোন উত্তর দিয়ে মুক্তি পাব? শাশুড়ী ও ননদের ভ্রুকুটির সামনে করযোড়ে সসঙ্কোচে আমাদের থাকতে হবে। এমন আনন্দ করবার সুযোগ আর কি কখনও পাব? শ্বশুরগৃহে আমরণ যন্ত্রণা।

পিতৃগৃহে কি আর কখনও ফিরব, পতিগৃহে কি এমন খেলা হবে? সেখানে সবাই যে যার নিজের নিজের, পাখী যেমন ব্যাধের ঝোলায় এসে পড়ে।

১ মিলী
২ খেলি
৩ পুনি ঝূলন দীহৈঁ নহিঁ সাঈঁ
৪ কিত্ত
৫ ভৌঁজন
৬ ওরী
৭ জোরী
৮ কেলি
৯ হোইবে
১০ ডেলি

৪

সরবর তীর পদমিনী আঈ।
খোঁপা ছোরি[১] কেস মুকলাঈ[২] ॥
সসি-মুখ অঙ্গ মলয়গিরি বাসা।
নাগিন ঝাঁপি লীহ্ন চহুঁ পাসা ॥
ওনঈ ঘটা[৩] পরী জগ ছাহাঁ।
সসি কৈ সরণ[৪] লীহ্ন জনু রাহাঁ ॥
ছপি গৈ দিনহিঁ ভানু কৈ দসা।
লেই নিসি নখত চাঁদ পরগসা ॥
ভুলি চকোর দীঠি মুখ লাৱা।
মেঘঘটা-মহঁ চন্দ[৫] দেখাৱা ॥
দসন দামিনী কোকিল ভাখী।
ভৌহৈঁ ধনুখ গগন লেই রাখী ॥
নৈন-খঞ্জন দুহ কেলি করেহীঁ।
কুচ-নারঁগ মধুকর রস লেহীঁ ॥
সরৱর রূপ বিমোহা হিয়ে হিলোরহিঁ লেই[৬]।
পাৱঁ ছুৱৈঁ মকু পায়োঁ এহি মিস লহরহিঁ দেই[৭] ॥

সরোবরতীরে পদ্মাবতী এলেন। খোঁপা খুলে কেশপাশ মুক্ত করলেন। তাঁর চন্দ্রতুল্য মুখ এবং মলয়গিরিতুল্য অঙ্গের চারপাশ ঢেকে যেন সাপের মতো কেশরাশি ছড়িয়ে পড়ল। মেঘমালা যেন ধরণীর উপর ছায়াবিস্তার করল, অথবা চন্দ্রকে গ্রাস করে নিল রাহু। এ যেন দিনমানেই সূর্য অন্তর্হিত হয়ে অন্ধকারে তারকাসহ চন্দ্র দেখা দিল। মেঘের মধ্যে চন্দ্রভ্রমে চকোর পদ্মাবতীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করল। দামিনীতুল্য দন্তপংক্তি, কোকিলতুল্য তাঁর কণ্ঠ, আর তাঁর ভ্রূযুগল আকাশে ইন্দ্রধনুর মতো শোভমান। খঞ্জনপাখীর মতো তাঁর নয়নদুটি ক্রীড়াচঞ্চল, এবং তাঁর কমলালেবুর মতো কুচযুগলের প্রতি মধুকর মধুলুব্ধ।

তাঁর রূপে বিহ্বল হয়ে সরোবরের বক্ষেও হিল্লোল দেখা দিল,—'এঁর পদতল কি ছুঁতে পারব'—এই বলে তরঙ্গ যেন এগিয়ে আসতে লাগল।

১ খোলি
২ বিথরাঈ (ভ)
২ মুখভাঈ (গ্রা)
৩ মেঘ
৪ চাহৈ ঝাপি
৫ চাঁদ
৬ হিলোর করেই
৭ লেই

৫

ধরী তীর সব কঞ্চুকি সারীঁ।
সরৱর মহঁ পৈঠী সব বারীঁ ॥
পাই[১] নীর[২] জানৌঁ সব বেলী[৩]।
হুলসহিঁ করহিঁ কাম কৈ কেলী[৪] ॥
করিল[৫] কেস বিসহর বিস ভরে।
লহরৈঁ[৬] লেহিঁ কৱঁল মুখ ধরে ॥
নৱল বসন্ত সঁৱারী করী।
হোই প্রগট[৭] জানহু[৮] রস-ভরী ॥
উঠী কোঁপ জস[৯] দারিৱঁ দাখা।
ভঈ উনংত[১০] পেম কৈ সাখা ॥
সরিবর নহিঁ সমাই সংসারা।
চাঁদ নহাই পৈঠ লেই তারা ॥
ধনি সো তীর[১১] সসি তরঙ্গ উঈঁ।
অব কিত দীঠ[১২] কমল ঔ কুঈঁ ॥
চকঈ বিছুরি পুকারৈ কহাঁ মিলৌঁ হো নাহঁ।
এক চাঁদ নিসি সরগ মহঁ দিন দুসর জল মাহঁ ॥

তটপ্রান্তে কাঁচুলি এবং শাড়ী রেখে সরোবরের মধ্যে রমণীরা ডুব দিলেন। এক রাশি বেলফুলের মতো জলের উপর আনন্দে তাঁরা জলকেলি করতে লাগলেন। জলমধ্যে তাঁদের কেশরাজিকে বিষাক্ত সর্পের মতো দেখাচ্ছিল, সেগুলি তরঙ্গদোলায় আন্দোলিত কমলগুলিকে নিয়ে মুখ-কমলের কাছে ধরছিল। নববসন্তের সরস লতিকার মতো তাঁরা প্রকাশ পাচ্ছিলেন। জল থেকে উৎক্ষেপকালে তাঁদের দাড়িম্ব বা দ্রাক্ষালতার মতো দেখাচ্ছিল, যেন প্রেমতরুর শাখা উঁচু হয়ে আছে। সরোবরে জগতের আর কোনো প্রতিফলন ছিল না, কারণ তারকা-সখীদের নিয়ে চন্দ্রমুখী স্নান করতে নেমেছেন। ধন্য সেই সরোবরের তীর যেখানে চন্দ্রমা ও তারকারাজি উদিত হয়। এখন আর কার দৃষ্টি পড়বে সরোবরের কমল-কুমুদের দিকে।

শুধু চক্রবাকী একাকী চিৎকার করে বলতে লাগল—'হে নাথ, কখন পাব তোমায়। রাত্রিকালে এক চাঁদ দেখা দেয় আকাশে, আবার দ্বিতীয় চাঁদ দিনেরবেলা দেখা দিল জলের মধ্যে।'

১ পানী
২ তীর
৩ বেলৈঁ
৪ কেতুঁ
৫ কুটিল
৬ লহরা
৭ পরগট
৮ চাহৈঁ
৯ জ্যোঁ
১০ উত্তপর
১১ নীর
১২ দিবি

৬

লাগীঁ কেলি করৈঁ মঁঝ নীরা।
হংস[1] লজাই বৈঠ ওহি[2] তীরা॥
পদমাৱতি কৌতুক কহঁ রাখী।
তুম সসি হোহু তরাইন্হ সাখী॥
বাদ মেলি কৈ খেল পসারা।
হার দেই জো খেলন[3] হারা॥
সৱঁরিহি সাঁৱরি গোরিহি গোরী।
আপনি আপনি লীন্হ সো জোরী॥
বুঝি খেল খেলহু এক সাথা।
হার ন হোই পরাএ হাথা॥
আজুহি খেল বহুরি কিত হোঈ।
খেল গএ কিত খেলৈ কোঈ[4]॥
ধনি সো খেল খেল সহ[5] পেমা।
রউতাঈ ঔ কুসল খেমা॥
মুহমদ বাজী[6] পেম কৈ জ্যোঁ ভাৱৈ[7] ত্যোঁ খেল।
তিল ফ়ূলহি[8] কে[9] সঙ্গ জ্যোঁ হোই ফুলায়ন[10] তেল॥

তাঁরা সরোবরের মাঝখানে জলকেলি করতে লাগলেন। লজ্জিত হংস উঠে তীরে এসে বসল। পদ্মাবতীকে একপাশে এনে কৌতুকক্রীড়ার জন্ম তাঁরা বললেন, 'হে শশিমুখী, তুমি আমাদের খেলার সাক্ষী ও বিচারক হও।' এরপর বাজী রেখে খেলা আরম্ভ হল। যে খেলায় হারবে সে হার অর্পণ করবে। শ্যামলীর সঙ্গে শ্যামলী এবং গৌরীর সঙ্গে গৌরী প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গিনীর সঙ্গে খেলতে লাগলেন। একসঙ্গে সকলেই এমন ভেবেচিন্তে খেললেন যেন পরের হাতে নিজের হার না যায়। আজকের মতো এমন খেলা আর কি হবে? খেলা সাঙ্গ হলে কে আর খেলবে? ধন্য সেই ক্রীড়া যে খেলায় ভালবাসা থাকে। কুশলতা এবং প্রেম থাকলেই যথার্থ খেলা।

মুহম্মদ বলছেন, ভালবেসে যদি জুয়ো খেলতে পার, তবে তাই খেল। তেলকে যদি ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায় তবে তাও সুগন্ধী হয়ে ওঠে।

১ হংস
২ তেহি
৩ খেলত
৪ খেল গয়ে পুনি খেল ন কোঈ
৫ রস
৬ বাজী
৭ চাহৈ
৮ ফ়ূলন
৯ কয়
১০ ফুলায়ল

৭

সখী এক তেই খেল ন জানা।
ভৈ[1] অচেত মনি-হার[2] গৱাঁনা॥
কৱঁল ডার গহি ভৈ বেকরারা।
কাসোঁ পুকারৌঁ আপন হারা॥
কিত[3] খেলৈ[4] আইউঁ এহি[5] সাথা।
হার গঁৱাই চলিউঁ লেই হাথা॥
ঘর পৈঠত পুঁছব[6] য়হ[7] হারূ।
কৌন উত্তর পাউব পৈসারূ॥
নৈন সীপ আঁসু[8] তস ভরে।
জানৌ মোতি গিরহিঁ সব টরে[9]॥
সখিন কহা বৌরী[10] কোকিলা।
কৌন পানি জেহি পৌন ন মিলা॥
হার গঁৱাই সো ঐসৈ[11] রোৱা।
হেরি হেরাই লেই জৌঁ খোৱা॥
লাগীঁ সবৈ মিলি হেরৈ বুড়ি[12] এক সাথ।
কোই উঠী মোতী লেই কাহু ঘোঁঘা হাথ[13]॥

একজন সখী খেলার কৌশল জানতেন না। মণিহার হারিয়ে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি অসহায়ভাবে একটি মৃণাল চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কার কাছে আমার হারের কথা জানাব? এদের সাথে কেন আমি খেলতে এলাম? তাই তো আমার হার হস্তচ্যুত হয়ে গেল। ঘরে গেলে সবাই যখন হারের কথা জিজ্ঞাসা করবে তখন কি উত্তর দিয়ে আমি ঘরে ঢুকব?' চোখ ভরে তাঁর জল এল, যেন শুক্তি থেকে মুক্তো ঝরতে লাগল। এক সখী তখন বললেন, 'হে কোকিলকণ্ঠী, কোথায় এত জল যেখানে তল না মেলে? হার হারিয়ে এত কান্না কিসের? যেখানে খোয়া গেছে সেখানে সকলে খুঁজে দেখি

সকলে মিলে একসঙ্গে ডুবে খুঁজে দেখতে লাগলেন। কেউ হাতে মুক্তো নিয়ে উঠলেন, কারোর হাতে উঠল শামুকের খোলা।

১ চিত্ত
২ ভই হার
৩ কন্ত
৪ খেলন
৫ ইহু
৬ পুঁছিহৈ
৭ সব
৮ আঁসুন
৯ মানো মোতি কয়হিঁ কয় চরে
১০ ভোরি
১১ ঐসহিঁ
১২ বূড়ি বূড়ি
১৩ কোই উঠৈ লৈ মোতী কোউ ঘোঁঘি হাথ

৮

কহা মানসর চাহ সো পাঈ।
পারস-রূপ ইহাঁ লগি আঈ॥
ভা নিরমল তিন্‌হ[১] পায়ঁন্‌হ পরসে।
পাৱা রূপ রূপকে দরসে॥
মলয়-সমীর বাস তন আঈ।
ভা সীতল গৈ তপনি বুঝাঈ॥
ন জনৌঁ কৌন পৌন[২] লেই আৱা।
পুন্‌্য-দসা ভৈ পাপ গঁৱাৱা॥
ততখন হার বেগি উতরানা।
পাৱা সখিন্‌হ চন্দ বিহঁসানা॥
বিগসা কুমুদ দেখি সসিরেখা।
ভৈ তহঁ ওপ জহাঁ জোই[৩] দেখা॥
পাৱা রূপ রূপ জস চহা।
সসি-মুখ জনু দরপন হোই রহা॥
নয়ন[৪] জো দেখা কৱঁল ভা[৫] নিরমল নীর সরীর।
হঁসত জো দেখা হংস ভা[৬] দসন জোতি নগ হীর॥

মান-সরোবর বলল, "আমি যা চাইছিলাম তা পেলাম। স্পর্শমণি এখানে এসে লাগল। এঁদের পাদস্পর্শে আমার জল নির্মল হয়ে গেল। এঁদের রূপের ছোঁয়ায় আমিও সুন্দর হলাম। মলয়চন্দনের গন্ধসমীরণে আমার দেহ সুগন্ধী হল, উত্তাপ চলে গিয়ে তা শীতল হল। জানি না, কোন পবন এই গন্ধ নিয়ে এল; আমার সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে সব কিছু পুণ্যময় হল। ইতিমধ্যে সরোবর হার ফিরিয়ে দিল; সখীরা তা পেলেন, চন্দ্রমুখে হাসি দেখা দিল। শশিকলা দেখে কুমুদরাশি বিকসিত হল, যেখানে তা দেখা গেল সেস্থান উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যিনি যেমন রূপ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তিনি সেই রূপ পেলেন, আর চন্দ্রমুখী যেন দর্পণের মতো বিরাজ করতে লাগলেন।

তাঁর নয়ন দর্শন করে কমল হল নির্মল, নীল শরীর; তাঁর হাসি দেখে হংস হল আরও শুভ্র আর তাঁর দন্তকৌমুদী দেখে হীরা মুক্তা আরও উজ্জ্বল হল।

---

১ তেহি
২ পুন্ন
৩ জো
৪ নৈন
৫ ভএ
৬ হল ভএ

১

পদমাৱতি তহঁ খেল দুলারী[১]।
সুআ মঁদির মহঁ দেখি মঁজারী॥*
কহেসি চলৌঁ জৌ লহি তন পাঁখা।
জিউ লৈ উড়া তাকি বন-ঢাঁখা॥
জাই পরা বনখঁড জিউ লীন্‌হেঁ।
মিলে পংখি বহু আদর কীন্‌হেঁ॥
আনি ধরেন্‌হি আগে ফরি[২] সাখা।
ভুগুতি ভেঁট[৩] জৌ লহি বিধি রাখা॥
পাই ভুগুতি সুখ তেহি মন ভএউ।
দুখ জো অহা[৪] বিসরি সব গএউ॥
এ গুসাই তূঁ ঐস বিধাতা।
জাৱত জীৱ সবন্‌হ ভুকদাতা॥
পাহন মহঁ নহিঁ পতঁগ বিসারা।
জহঁ তোহি সুমির দীন্‌হ তুই চারা॥[৫]
তৌলহি সোগ বিছোহ কর ভোজন পরা ন পেট।
পুনি বিসরন[৬] ভা সুমিরনা[৭] জব[৮] সঁপতি[৯] ভৈ ভেঁট॥

দুলালী পদ্মাবতী যখন সেখানে খেলছিলেন, তখন গৃহমধ্যে বিড়াল দেখে শুক বলল, 'শরীরে পাখা যখন আছে তখন উড়ে চলি'—এইবলে সে প্রাণ নিয়ে বনের মধ্যে উড়ে এল। সেখানে অনেক পক্ষীর সঙ্গে মিলন হল। তারা সমাদরে ফলপূর্ণ শাখা এনে ধরল। বিধাতা যা রেখেছেন তা ভোগে নিঃশেষ হয় না। ভোগ্যদ্রব্য লাভ করে তার মনে সুখ হল। যত দুঃখ ছিল সব বিস্মৃত হল। হে গোঁসাই, তুমি এমনই সৃষ্টিকর্তা যে, জগতে যত জীব আছে সবাইকে ক্ষুধার অন্ন দাও। পাষাণের ভিতর যে পতঙ্গ থাকে তাকেও তুমি ভোল না। যে তোমাকে স্মরণ করে তুমি তাকেই আহার দাও।

যতক্ষণ পেটে অন্ন না পড়ে ততক্ষণই বিচ্ছেদের শোক। অতঃপর যখন মিলন স্বপ্নে পর্যবসিত হয় তখন সব কিছু ভুলে স্মৃতিমাত্র থাকে।

---

* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে অতিরিক্ত পাঁচ স্তবক আছে যা অন্যত্র (গ্রীয়ার্সন বা শুক্লায়) নেই।

১ ধমারী
২ ফল
৩ ন ছেটৈ
৪ অহা জো দুঃখ
৫ জেঁই তোহিঁ সঁৱরা তেহি কই চারা
৬ বিসরা
৭ সঁৱরনা
৮ জনু
৯ সপনে

২

পদমাবতি পহঁ আই ভঁড়ারা[১]।
কহেসি মঁদির মহঁ পরী মজারী ॥
সুআ জো উতর দেত রহ পুছা।
উড়িগা পিঁজর ন বোলৈ ছুঁছা ॥
রাণী সুনা সবহিঁ[২] সুখ[৩] গএউ।
জনু নিসি পরী অস্ত দিন ভএউ ॥
গহনে গহী চাঁদ কৈ করা।
আঁসু গগন জস নখতন্হ ভরা ॥
টূট পাল সরবর বহি লাগে।
কঁবল বূড় মধুকর উড়ি ভাগে ॥
এহি বিধি আঁসু নখত হোই চূএ।
গগন ছাঁড়ি সরবর মহঁ[৪] উএ ॥
চিহুর[৫] চুঈঁ[৬] মোতিন কৈ মালা।
অব সঁকেত বাঁধা চহুঁ পালা ॥
উড়ি য়হ[৭] সুঅটা কহঁ বসা খোজু[৮] সখী সো বাসু।
দহুঁ হৈ ধরতী কী সরগ পৌন[৯] ন পাবৈ[১০] তাসু ॥

পদ্মাবতীর কাছে ভাণ্ডারী এসে বলল, 'গৃহমধ্যে বিড়াল প্রবেশ করেছে। প্রশ্ন করলে উত্তর দিত যে শুকপাখীটা সে উড়ে গেছে; এখন শূন্যপিঞ্জর আর কথা বলে না।' শুনে রাণীর সমস্ত সুখ অন্তর্হিত হল। যেন দিনের সমাপ্তি হল এবং রাত্রি এল। চন্দ্রকলায় গ্রহণ লাগল, এবং গগন নক্ষত্রবিন্দুর ন্যায় অশ্রুতে ভরে গেল। পাড় ভেঙে সরোবর বহে গেল। কমল তাতে ডুবে যেতে ভ্রমর উড়ে পালাল। এমনভাবে নক্ষত্রের মতো অশ্রু ঝরে পড়ল যে মনে হল গগন ছেড়ে তারকারাজি যেন সরোবরে উদিত হয়েছে। মোতির মালা চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্কীর্ণ ধৈর্যবাঁধ চতুর্দিক থেকে ভেঙে পড়ল।

'শুকটা উড়ে কোথায় বসল, হে সখী তোমরা খোঁজ নাও। ধরণী অথবা স্বর্গ—এ দুয়ের কোথায় আছে যেখানে বাতাস তার সন্ধান পাবে না?

১ ভঁটারী
২ সুখি
৩ জিউ
৪ ভরি
৫ ঝরহিঁ
৬ চুরহিঁ
৭ গা
৮ খোজহু
৯ পবন
১০ আবৈ

৩

চহুঁ পাস সমুঝাবহিঁ সখী।
কহাঁ সো অব পাউব গা পাঁখী ॥[১]
জৌ লহি পিঞ্জর অহা পরেবা।
রহা বন্দি মহঁ কীন্হেসি সেবা ॥[২]
তেহি বন্দি হুতি ছুটৈ জো পারা।[৩]
পুনি ফিরি বন্দি হোই কিত আবা ॥
বৈ উড়ান-ফর তহিয়ৈ খাএ।
জব ভা পংখি পাঁখ[৪] তন আএ[৫]॥
পিঞ্জর জেহিক সৌঁপি তেহি গএউ।
জো জাকর সো তাকর ভএউ ॥
দস দুবার[৬] জেহি পিঞ্জর মাঁহা।
কৈসে বাঁচ মঁজারী পাহাঁ ॥
য়হ ধরতী অস কেত ন লীলা।
পেট গাঢ় অস বহুরি ন টীলা ॥[৭]
জহাঁ ন রাতি ন দিবস হৈ জহাঁ ন পৌন ন পানি।
তেহি বন সুঅটা চলি বসা কৌন মিলাবৈ আনি ॥

চারপাশ থেকে সখীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'পাখী চলে গেছে, এখন তাকে কোথায় পাব? যতকাল সেই পাখী পিঞ্জরে ছিল, ততকাল সে বন্দী থেকে সেবা করেছে। বন্দী অবস্থা থেকে এখন সে মুক্তি পেয়েছে; আবার কেন সে বন্দী হবার জন্য ফিরে আসবে? উড়ান ফল খেয়ে যেদিন সে পাখী হয়েছিল সেদিনই তার পাখা হয়েছিল। যার খাঁচা তাকেই সে দিয়ে উড়ে গেছে, এখন যার যা তাই তার হল। খাঁচার মধ্যে যেখানে দশ দুয়ার, সেখানে বিড়ালের হাত থেকে কি করে বাঁচত? এভাবে পৃথিবীতে কত কিছুই গ্রস্ত হয়েছে। ধরণীর পেট এত বড় যে, কখনও সে ফিরিয়ে দেয় না।

যেখানে রাত নেই, দিন নেই, পবন নেই, জল নেই, সেই বনে শুক পাখী এখন উড়ে বসেছে, কে তাকে ফিরিয়ে আনবে?'

১ কহাঁ সো পায় সকৈ অব পংখী
২ অহা বন্দি:কীন্হেসি নিত সেবা
৩ তেহি বঁদ তে জো ছুটৈ পাবা
৪ পাঁসু
৫ পায়ে
৬ বাটৈঁ
৭ অসুপতি গজপতি ভূধর কীলা

৪

সুয়ৈ তহাঁ দিন দস কল কাটী।
আয় বিয়াধ-টুকা লেই টাটী॥
পৈগ পৈগ ভুঈঁ চাঁপত আবা।
পংখিহ্ন দেখি হিএ[১] ডর খাবা॥
দেখিয়[২] কিছু[৩] অচরজ অনভলা।
তরিবর এক আবত হৈ চলা॥
এহি বন রহত গঈ হম্ আউ।
তরিবর চলত ন দেখা কাউ॥
আজ তো[৪] তরিবর চল ভল নাহীঁ।
আবহু য়হ বন ছাঁড়ী পরাহীঁ॥
বৈ তৌ উড়ে ঔর[৫] বন তাকা।
পণ্ডিত সুআ ভুলি মন থাকা॥
সাখা দেখি রাজ জনু পাবা।
বৈঠ নিচিন্ত চলা রহ আবা॥
পাঁচ বান কর খোঁচা লাসা ভরে সো পাঁচ।
পাঁখ ভরে তন অরুঝা[৬] কিত মারে বিনু বাঁচ॥

শুক সেখানে দশদিন সুখে কাটাল। এক ব্যাধ জাল নিয়ে একদিন এসে পত্রান্তরালে লুকিয়ে রইল। মাটিতে পা টিপে টিপে তাকে আসতে দেখে পাখীদের হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হল। 'দেখ, এক অদ্ভুত এবং অশুভ দৃশ্য! একটি বৃক্ষ যেন এগিয়ে আসছে। এই বনে আমাদের সারাজীবন কেটে গেল; গাছ হেঁটে চলেছে, এমন কেউ কখনও দেখি নি। আজ যখন তরুকে চলতে দেখা যাচ্ছে, তখন লক্ষণ ভাল নয়; এস, এই বন ছেড়ে সকলে পালাই।' এইভাবে তারা উড়ে অন্য বনের সন্ধানে গেল, কেবল প্রাজ্ঞ শুকটি ভ্রমবশতঃ থেকে গেল। বৃক্ষশাখাকে রাজ্যপাট মনে করে সে নিশ্চিন্ত মনে বসে রইল, এদিকে ঐ ব্যাধও এগিয়ে এল।

আঠা লাগানো পঞ্চবানের খোঁচায় শুকের পাখায় ও শরীরে আঠা লেগে গেল। কেমন করে সে এখন মরণের হাত থেকে বাঁচবে?

১ সবহিঁ
২ দেখহু
৩ কছু
৪ জো
৫ আন
৬ উরঝা

৫

বাঁধিগা[১] সুআ করত সুখ কেলী।
চুরি পাঁখ মেলেসি ধরি ডেলী॥
তহবাঁ বহুত পংখি খরভরহীঁ।
আপু আপু মহঁ রোদন করহীঁ॥
বিখদানা কিত হোত[২] অঁগূরা।
জেহি ভা মরন ডহন ধরি চূরা॥
জৌঁ ন হোত চারা কৈ আসা।
কিত চিরিহার টুকত[৩] লেই লাসা॥
য়হ বিষ চারৈ সব বুধি ঠগী।
ঔ ভা কাল হাথ লেই লগী॥
এহি ঝূঠী মায়া[৪] মন ভূলা।
চূরই পাঁখ[৫] জৈসে তন ফ্লা॥
য়হ মন কঠিন মরৈ নহিঁ মারা।
কাল[৬] ন দেখ দেখ পৈ চারা॥
হম তৌ বুদ্ধি গঁবায়া বিষ-চারা অস খাই।
তৈঁ সুঅটা পণ্ডিত হোই কৈসে বাঝা আই॥[৭]

সুখকেলিতে যখন শুক রত তখনই সে বাঁধা পড়ল। পাখা চূর্ণ করে ব্যাধ তাকে ডালায় ছুঁড়ে ফেলল। সেখানে অনেক পাখী বন্দী হয়ে ছিল, সকলেই নিজ নিজ বিলাপ করতে লাগল। 'আঙুরের দানা বিষফল হল কেমন করে, যার ফলে ভাঙ্গা ডানা নিয়ে এখন মরতে হচ্ছে। যদি 'চার'-এর লোভ না থাকত তাহলে ব্যাধ পাখীর খাবার নিয়ে কি অন্তরালে বসে থাকত? ঐ বিষাক্ত চারেই সব বুদ্ধিলোপ হল। তাই ঐ ব্যাধ মৃত্যুবাণ নিয়ে এগিয়ে এল। এই মিথ্যা মায়ায় মন প্রলুব্ধ হল। অহংকারে দেহ পূর্ণ হল, তাই পাখা ভাঙল। এই মন এমন কঠোর যে মরেও মরে না। সে 'চার' দেখতে পায়, কিন্তু মরণ দেখতে পায় না।

বিষাক্ত 'চার' খেয়ে আমাদের না হয় বুদ্ধিলোপ হল। কিন্তু হে শুক! তুমি পণ্ডিত হয়ে কি করে বুদ্ধিভ্রষ্ট হলে?

১ বঁদ ভা
২ দেই
৩ টুকত
৪ কায়া
৫ হাঁখ
৬ জার
৭ সুবটা তুঁ পণ্ডিত হতা তুঁ কিত কাঁধা আয়

৬

সুয়ৈ কহা হমহুঁ অস ভূলে।
টূট হিণ্ডোল—গরব জেহিঁ ঝূলে॥
কেরা কে বন লীন্হ বসেরা।
পরা সাথ তহঁ বেরী কেরা॥
সুখ কুররারি ফরহরী খানা।
ওহু বিষ ভা জব ব্যাধ তুলানা॥[১]
কাহেক ভোগ বিরিছ অস ফরা।
আড় লাই পংখিহ্ন কহঁ ধরা॥
সুখী নিচিন্ত জোরি ধন করনা।
য়হ ন চিন্ত আগে হৈ মরনা॥
ভূলে হমহুঁ গরব তেহি মাহাঁ।
সো বিসরা পাওয়া জেহি পাহাঁ॥
হোই নিচিন্ত বৈঠে তেহি আড়া।
তব জানা খোঁচা হিএ গাড়া॥
চরত ন খুরুক কীন্হ জিউ[২] তব রে চরা সুখ সোই।
অব জো ফাঁদ পরা গিউ তব রোএ কা হোই॥

শুক বলল, 'আমিও বিভ্রান্ত হয়েছি। গর্বের যে হিন্দোলে দুলছিলাম তা ভেঙে পড়ল। কলাবনে সুখেই বাস করছিলাম, কিন্তু সেখানে ব্যাধের কাঁটাবেড়ায় পড়ে গেলাম। ঠোঁট দিয়ে সানন্দে ফল খাচ্ছিলাম, কিন্তু যখন ব্যাধ এল তখন সবই বিষ হয়ে গেল। কি কারণে গাছে এত ফল ফলেছিল, যার অন্তরালে থেকে ব্যাধ পাখীদের ধরল? অনেক ধন সঞ্চয় করে যখন কেউ সুখী ও নিশ্চিন্ত, সে চিন্তাও করে না যে, মৃত্যু সামনেই আছে। আমিও তেমনি অহঙ্কারে ভুলে যাঁর কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি তাঁকে বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্তরালে বসেছিলাম, কিন্তু হৃদয়ে খোঁচা লাগার পর জানলাম, (বিপদ সেখানেই)।

চলায় যখন কোনো বাধা ছিল না, তখন সুখে ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন গলায় ফাঁস যখন লেগেছে তখন কেঁদে কি হবে?'

১ বিষ ভা জবহিঁ বিয়াধ তুলানা
২ জব

৭

সুনি কৈ উতর আঁসু পুনি[১] পোঁছে।
কৌন পংখি বাঁধা বুধি-ওছে॥
পংখিহ্ন জো বুধি হোই উজারী।
পঢ়া সুআ কিত ধরৈ মজারী॥
কিত তীতির বন জীভ উঘেলা।
সো কিত হুঁকারি ফাঁদ গিউ মেলা॥
তা দিন ব্যাধ ভএ জিউলেরা।
উঠে পাঁখ ভা নাযঁ পরেরা॥
ভৈ বিয়াধি তিসনা সঁগ খাধূ।
সুঝৈ ভুগুতি ন সুঝ বিয়াধূ॥
হমহিঁ লোভ বৈ মেলা চারা।
হমহিঁ গর্ব বৈ[২] চাহৈ মারা॥
হম নিচিন্ত রহ আর ছিপানা।
কৌন বিয়াধহিঁ দোষ অপানা॥
সো ঔগুন কিত কীজিএ[৩] জিউ দীজৈ জেহি কাজ।
অব কহনা হৈ কিছু নহীঁ মস্ট ভলী পঁখিরাজ।

শুকের এই উত্তর শুনে সকলে অশ্রু মুছে বলল, 'পাখীর মতো স্বল্পবুদ্ধি প্রাণীর দেহে পাখা দিয়েছিল কে? পাখীরা যদি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল হত, তাহলে প্রাজ্ঞ শুককে কি বিড়াল ধরতে আসত? বনতিতির কি তাহলে জিভে শব্দ করত এবং চিৎকার করে আপন গলায় ফাঁস নিত? যেদিন থেকে পাখীর ডানা গজিয়েছে সেদিন থেকে তার জীবন নেবার জন্য ব্যাধেরও জন্ম হয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা বাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি বা ব্যাধ এসে দেখা দেয়, কিন্তু সবাই ভোগের কথাই ভাবে, রোগের কথা ভাবে না। আমাদের লোভের পথে ব্যাধ 'চার' ফেলেছে, আমাদের অহঙ্কারের রন্ধ্রপথে ব্যাধ আমাদের নিধনের ব্যবস্থা করেছে। আমরা নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগে সে গোপনে গোপনে এগিয়ে আসে, ব্যাধের কি অপরাধ? দোষ নিজেদের।

যে কাজের জন্য প্রাণ দিতে হয় সেই পাপ কেন কর? এখন তো আর কিছু বলার নেই, হে পক্ষীন্দ্র, চুপ করে থাকাই ভাল।

১ সব
২ গরব রহ
৩ কীজৈ

রত্নসেন-জন্ম-খণ্ড
ও
বনিজারা খণ্ড

১

চিত্রসেন চিতউর গঢ় রাজা।
কৈ গঢ় কোট চিত্র সম সাজা॥
তেহি কুল[১] রতনসেন উজিয়ারা।
ধনি জননী জনমা অস বারা॥
পণ্ডিত গুনি সামুদ্রিক দেখা।
দেখি রূপ ঔ লখন[২] বিসেখা॥
রতনসেন য়হ কুল-নিরমরা[৩]।
রতন-জোতি মন মাথে পরা[৪]॥
পদুম[৫] পদারথ লিখী সো জোরী।
চাঁদ সুরুজ জস হোই অঁজোরী॥
জস মালতি কহঁ[৬] ভৌঁর বিয়োগী।
তস ওহি লাগি হোই য়হ জোগী॥
সিংঘলদীপ জাই য়হ পাবৈ[৭]।
সিদ্ধ হোই চিতউর লেই আবৈ[৮]॥
ভোগ ভোজ জস মানা[৯] বিক্রম সাকা কীহ্ন।
পরখি সো রতন পারখো[১০] সবৈ লখন লিখি দীহ্ন॥

চিতোর দুর্গের রাজা চিত্রসেন। তিনি দুর্গ নির্মাণ করে ছবির মতো সাজালেন। তাঁরই কুল উজ্জ্বল করে রত্নসেন জন্মালেন। ধন্য সেই জননী যিনি এমন জন্ম দিলেন। পণ্ডিতগণ এঁর কুষ্ঠি, রূপ এবং লক্ষণ বিশেষ বিচার করে দেখলেন, রত্নসেন তাঁর কুল উজ্জ্বল করবেন, এঁর মস্তক রত্ন-জ্যোতিময় মণিমণ্ডিত হবে। উজ্জ্বল পদ্মরাগমণির (পদ্মাবতী) সঙ্গে এঁর মিলন হবে। চন্দ্র-সূর্যের মতো হবে সেই সম্মিলন। যেমন মালতী ফুলের জন্য ভ্রমর বিরহকাতর হয়ে ঘুরে বেড়ায় তেমনি তাঁর জন্য ইনি যোগী হবেন। সিংহল দ্বীপে গিয়ে তাঁকে পাবেন এবং সিদ্ধিলাভ করে তাঁকে চিতোরে নিয়ে আসবেন।

ভোগে যেমন ভোজরাজা, শক্তিতে যেমন বিক্রমাদিত্য, ইনিও তেমনি হবেন। রত্ন পরীক্ষা (রত্নসেনের লক্ষণ পরীক্ষা) করে সব পণ্ডিত ভবিষ্যৎলিপি লিখে দিলেন।

১ কুল
২ লাখ
৩ রহ লাগ উতারা
৪ বারা
৫ পদিক
৬ গুন
৭ ওহি পারা
৮ আরা
৯ মানৈ
১০ পারখী

১

চিতউর কর[১] এক বনিজারা।
সিংঘলদীপ চলা বৈপারা॥
বাহ্মণ হুত এক নিপট ভিখারী।
সো পুনি চলা চলত বৈপারী॥
ঋণ কাহু সন[২] লীহ্নেসি কাঢ়ী।
মকু তহঁ গএ হোই কিছু বাঢ়ী॥
মারগ কঠিন বহুত দুখ ভএউ।
নাঘি সমুদ্র দীপ ওহি গএউ॥
দেখি হাট কিছু সূঝ ন ওরা।
সবৈ বহুত কিছু দীখ ন থোরা॥
পৈ সুঠি উঁচ বনিজ তহঁ কেরা।
ধনী পাউ নিধনী মুখ হেরা॥
লাখ করোরিহ্ন বস্তু বিকাঈ।
সহসন কেরি ন কোউ ওনাঈ॥
সবহিঁ লীহ্ন[৩] বৈসাহনা ঔ ঘর কীহ্ন বহোর
বাহ্মণ তহবাঁ লেই কা গাঁঠি গাঁঠি সুঠি থোর

চিতোর থেকে এক বণিক ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিংহলদ্বীপে গেল। ব্রাহ্মণ বংশীয় এক প্রকৃত ভিখারী সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে সঙ্গে এল। সে ব্যবসা করে অর্থলাভের উদ্দেশ্যে কিছু ধার করল। দুর্গম পথে তাদের অনেক কষ্ট হল, অতঃপর সমুদ্র অতিক্রম করে সিংহল দ্বীপে গেল। হাট দেখে অন্ত পাওয়া গেল না। সব কিছুই প্রচুর, অল্পস্বল্প কিছু চোখে পড়ল না। সেখানে খুব উচ্চস্তরের বাণিজ্য হয়; ধনী যা চায় তাই পায়, আর নির্ধনী শুধুই দেখতে যায়। লক্ষ কোটি টাকার জিনিষ কেনা বেচা হয়। এমন কি হাজার টাকার জিনিষের দিকেও কেউ আসে না।

সবাই ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে শেষে যে যার ঘরে ফিরে গেল। ব্রাহ্মণ আর কি নেবে, তার গাঁটে পুঁজি ছিল অল্প।

১ গঢ়
২ কর
৩ কীহ্ন

২

ঝুরৈ ঠাঢ় হৌঁ কাহে ক আরা।
বনিজ ন মিলা রহা পছিতারা॥
লাভ জানি আএউঁ এহি হাটা।
মূর গঁৱাই চলেউঁ তেহি বাটা॥
কা মৈঁ মরণ-সিখাৱন সীখী।
আএউঁ মরৈ মীচু হুতি লীখী॥
অপনে চলত সো কীন্হ কুবানী।
লাভ ন দেখ মূর ভৈ হানী॥
কা মৈ বোআ জনম ওহি ভূঁজী।
খোই চলেউঁ ঘরহু কৈ পূঁজী॥
জেহি ব্যোহরিয়া কর ব্যোহারূ।
কা লেই দেব জৌ ছেঁকিহি বারূ॥
ঘর কৈসে পৈঠব মৈঁ ছুঁছে।
কৌন উতর দেবৌঁ[১] তেহিঁ[১] পূছে॥
সাথি চলে সঁগ[২] বিছুরা[৩] ভএ বিচ সমুঁদ পহার।
আস-নিরাসা হৌঁ ফিরৌঁ তু বিধি দেহি অধার॥

সে দাঁড়িয়ে বিলাপ করছিল, 'কেন আমি এখানে এলাম, বাণিজ্য হল না, পরিতাপ রয়ে গেল। লাভ হবে জেনে এই হাটে এলাম। কিন্তু মূলধনই খোয়াতে হল, লাভ তো দূরের কথা। আমি কি কেবল মরণের শিক্ষাই পেয়েছি? আমি এখানে মরতেই এসেছি, কপালে মৃত্যু লেখা আছে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খারাপভাবে বাণিজ্য করলাম; এর ফলে লাভের মুখ তো দেখলুমই না, আসলও নষ্ট হয়ে গেল। আগের জন্মে কি কর্মবীজ বুনেছিলাম, যে, এ জন্মে ঘরের মূলধনও খোয়াতে হচ্ছে! যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য করলাম তারা যদি এখন আমার দরজায় এসে পাওনা দাবী করে তাহলে কি তাদের দেব? শূন্য হাতে কি করে আমি ঘরে ঢুকব? পাওনাদার যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন কি জবাব দেব?

আমার সঙ্গীরা আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছে। তাদের সঙ্গে এখন আমার পর্বত ও সমুদ্রের ব্যবধান। নিরাশ আশা নিয়ে তোমার কাছে ফিরে চললাম, হে ভগবান, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

১ তিহ
২ সঙ
৩ বিচলা

৩

তবহি ব্যাধ[১] সুআ লেই আৱা।
কঞ্চন-বরন অনূপ সুহারা॥
বেঁচৈ লাগ হাট লই ওহি।
মউল রতন মানিক জহঁ হোহীঁ॥
সুঅহিঁ কো পুঁছ পতঁগ[২]-মঁড়ারে[৩]।
চল ন[৪] দীখ আছই মন মারে॥
বাহ্মণ আই সুআ সঁউ পুঁছা।
দুহুঁ গুনবন্ত কি নিরগুণ ছুঁছা॥
কহু পরবত্তে[৫] গুন[৬] তোহি পাহঁ।
গুন ন[৭] ছপাইয় হিরদয়[৮] মাহঁ॥
হম তুম জাতি বরাহ্মণ দোউ।
জাতিহি জাতি পুঁছ সব কোউ॥
পণ্ডিত হোউ তোউ সুনারহু বেদূ।
বিনু পুঁছে পাইয় নহিঁ ভেদূ॥
হৌঁ বাহ্মন[৯] ঔ পণ্ডিত[১০] কহু আপন গুন সোই।
পঢ়ে কে আগে জো পঢ়ে দুন লাভ তেহি হোই॥

সেইসময় ব্যাধ সেই কাঞ্চনবর্ণা অনুপম সুন্দর শুকপক্ষীকে নিয়ে সেখানে এল। ওকে বিক্রয়ের জন্য যে হাটে নিয়ে এল সেখানে মূল্যবান রত্ন মাণিক কেনাবেচা হয়। কিন্তু এই অলক্ষ্যগতি এবং চঞ্চলমতি মাদার গাছের পতঙ্গ শুকপাখীকে এ হাটে কে কিনবে? ব্রাহ্মণ এসে শুককে (মনে মনে) জিজ্ঞাসা করল, (তুমি) গুণবান না নির্গুণ'? অতঃপর পাখীটিকে প্রশ্ন করল 'ওহে শৈলবিহঙ্গ, কিছু গুণ আছে কি? যদি থাকে তবে তা অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে রেখ না। আমি তুমি দুজনেই জাতিতে ব্রাহ্মণ। সকলেই জাতের কথা জিজ্ঞাসা করে। যদি সত্যই পণ্ডিত হও তবে বেদ শ্রবণ করাও। জিজ্ঞাসা না করলে ভেদাভেদ বা বিশিষ্টতা জানা যায় না।

আমি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত। নিজের গুণ প্রকাশ কর। যে পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র পড়ে তার দ্বিগুণ লাভ হয়।

১ বিধায়
২ পেখি
৩ মন ডারে
৪ চলন
৫ পরবতে
৬ জো গুন
৭ গুনন
৮ হিয়েদ
৯ পণ্ডিত
১০ বাহ্মন

৪

তব গুন মোহি অহা হো দেৱা।
জব পিঞ্জর হুত ছুট পবেৱা॥[১]
অব্ গুন কৌন জো বঁদ জজমানা।
ঘালি মঁজুসা বেচই আনা॥
পণ্ডিত হোই সো হাট ন চঢ়া।
চহৌঁ বিকায় ভুলি গা পঢ়া॥
দুই মারগ দেখৌঁ এহিঁ[২] হাটা।
দই চলাৱৈঁ দহুঁ কেহি বাটা॥
রোৱত রকত ভএউ মুখ রাতা।
তন ভা পিয়র কহউঁ কা বাতা॥
রাতে স্যাম কণ্ঠ দুই গীৱাঁ।
তেহিঁ[৩] দুই ফন্দ ডরৌঁ সুঠি জীৱা॥
অব হৌঁ[৪] কণ্ঠ ফন্দ দুই চীহ্না।
দহুঁ এ[৫] ফন্দ চাহ কা কীহ্না॥
পঢ়ি গুনি দেখা বহুত মৈঁ হৈ আগে ডর সোই।
ধুংধ জগত সব জানি কই ভুলি রহা বুধি খোই॥

(শুক বলল) 'মহাশয়, যখন আমি পিঞ্জরমুক্ত পাখী ছিলাম, তখন আমার ঐ গুণ ছিল। কিন্তু পিঞ্জরে বন্দী করে যখন বেচবার জন্য আনা হয়েছে তখন শিষ্যের আর কোন গুণ আছে? হাটে পণ্ডিতের শোভা পায় না। কিন্তু আমি যেহেতু পাণ্ডিত্য হারিয়েছি, তাই আমি বিক্রীত হতে চাই। দেখছি এই হাটের দুটি পথ। এখন বিধাতা দুই এর কোন পথে নিয়ে চলেন দেখি। কাঁদতে কাঁদতে রক্তবর্ণ হয়েছে আমার মুখ, শরীর পিঙ্গল হয়ে গেল, কি কথা এখন আর বলব? আমার গলায় লাল ও সবুজ রঙের দুই রেখা যেন দুটি রজ্জুবন্ধনের মতো, আমি প্রাণের আশঙ্কায় ভীত। এখন আমি চিনেছি আমার এই বন্ধনচিহ্নদুটিকে; এই বন্ধনপাশ কি করতে চায় দেখা যাক।

আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, বিচার করে দেখেছি, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয় এখনও আছে। জগৎ সংসার অন্ধকার মনে হয়, আমি হতবিহ্বল এবং বুদ্ধিহীন।

১ জব পংখিন মহঁ হতা পরেৱা
২ ৱহি
৩ তিহ
৪ হৌ
৫ গীৱ

৫

সুনি বাহ্মন বিনৱা চিরিহারূ।
করি পংখিহ্ন কহঁ[১] মায়া ন মারূ॥
নিঠুর হোই জিউ[২] বধসি পরারা।
হত্যা কের ন তোহি ডর আৱা॥
কহসি পংখি কা দোস জনারা।[৩]
নিঠুর তেই[৪] জে পর মস[৫] খারা॥
আৱহি রোই জাত[৬] পুনি[৭] রোনা।
তবহুঁ ন তজহিঁ ভোগসুখ সোনা॥
অউ জানহিঁ তন হোইহিঁ নাসূ।
পেখই[৮] মাঁসু পরায়ে মাঁসূ॥
জৌ ন হোংহিঁ[৯] অস পর মঁস-খাধূ।
কিত পংখিহ্ন কহঁ ধরৈ[১০] বিয়াধূ॥
জো ব্যাধা[১১] নিত পংখিহ্ন ধরঈ।
সো বেচত মন লোভ ন করঈ॥
বাহ্মন সুআ বেসাহা সুনি মতি বেদ গরন্থ।
মিলা আই কৈ[১২] সাথিহ্ন ভা চিতউর কে পন্থ॥

ব্রাহ্মণ এ কথা শুনে ব্যাধকে অনুরোধ করল, 'পাখীটাকে দয়া কর, একে মেরো না। তুমি যে নির্দয়ভাবে জীব হত্যা কর, তোমার পাপের ভয় নেই?' ব্যাধ বলল, 'পাখী হত্যার জন্য আমার কি দোষ? নিষ্ঠুর সে, যে পরের মাংস খায়। কাঁদতে কাঁদতে মানুষ পৃথিবীতে আসে, আবার কাঁদতে কাঁদতেই চলে যায়, তবুও সে ভোগসুখের আশা ত্যাগ করতে পারে না। যদিও জানে যে, এ দেহের অবসান হবে তবুও অপরের মাংসে নিজদেহ পুষ্ট করে। যদি অন্যের মাংস খাওয়ার লোক না থাকত, তাহলে কি ব্যাধ পাখী শিকার করত? যে ব্যাধ নিত্য পাখী ধরে সে বিক্রয়ের জন্যই ধরে, নিজে লোভ করে না।

শুকপাখীটি বেদজ্ঞ শুনে ব্রাহ্মণ কিনে নিল। তারপর সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিতোরের পথে চলল।

১ পর
২ কঠরে নিঠুর জিউ
৩ কহসি পংখী তৈঁ ব্যাধ মনারা
৪ সোঈ
৫ মসু
৬ জাহিঁ
৭ কৈ
৮ পোষই
৯ হোত
১০ ধরত
১১ বিয়াধ
১২ সঁগ

৬

তব[১] লগি[২] চিত্রসেন সর[৩] সাজা।
রতনসেন চিতউর ভা রাজা॥
আই বাত তেঁহি আগে চলী।
রাজা বনিজ আএ সিংঘলী॥
হোঁই গজমোতি ভরী সব[৪] সীপী।
অউর বস্তু বহু সিংঘল দীপী॥
বাম্হন এক সুআ লেই আরা।
কঞ্চন-বরণ অনূপ সোহারা॥
রাতে স্যাম কণ্ঠ দুই কাঁঠা।
রাতে ডহন লিখা[৫] সব পাঠা॥
অউ দুই নয়ন[৬] সুহারন রাতা।
রাতে ঠোর অমীরস বাতা॥
মস্তক টীকা কাঁধ জনেউ।
কবি বিয়াস পণ্ডিত সহদেউ॥
বোল অরথ সৌঁ বোলৈ সুনত সীস সব[৭] ডোল।
রাজ-মন্দির মঁহ চাহিয় অস রহ সুআ অমোল॥

ততদিনে চিত্রসেন স্বর্গে গেলেন এবং রত্নসেন হলেন চিতোরের রাজা। তাঁর কাছে খবর এল যে সিংহল থেকে বণিকেরা এসেছেন। ঝিনুকভর্তি গজমুক্তা এবং সিংহল দ্বীপের আরও অনেক কিছু এসেছে। এক ব্রাহ্মণ কাঞ্চনবর্ণা এক অনুপম সুন্দর শুকপাখী এনেছেন। তার কণ্ঠদেশে লাল ও সবুজ দুটি রেখা এবং তার পাখা এবং ডানায় রক্তিম বর্ণের ছোপ। নয়ন দুটি সুন্দর রক্তবর্ণের এবং লালঠোঁট থেকে অমৃতবাণী নিঃসৃত হয়। তার মস্তকে তিলক এবং কাঁধে পৈতে। সে ব্যাসতুল্য কবি এবং পাণ্ডিত্যে সহদেব।

সে অর্থময় কথা বলে এবং তা শুনে সবাই (স্বীকৃতিসূচক) মাথা নাড়ে। এমন অমূল্য শুকপাখী রাজপ্রাসাদে থাকার উপযুক্ত।

১ তৌ
২ লহি
৩ সির
৪ বহি
৫ লিখা
৬ নৈন
৭ পৈ

৭

ভই রজাই জন দস দৌরাএ[১]।
বাম্হন সুআ বেগি লেই আএ[২]॥
বিপ্র অসীস বিনতি ঔধারা।
সুআ জীউ নহিঁ করৌঁ নিনারা॥
পই য়হ পেট মহা[৩] বিসরাসী।
জেই সব নার[৪] তপা সন্ন্যাসী॥
ডাসন[৫] সেজ জহাঁ কিছু[৬] নাহীঁ।
ভুঁই পরি রহই লাই গিউ বাহীঁ॥
আঁধর[৭] রহৈ জো দেখ ন নৈনা।
গূঁগ রহৈ মুখ আর ন বৈনা॥
বহির রহই জো স্রবন ন সুনা।
পৈ য়হ পেট ন রহ নিরগুনা॥
কই কই ফেরা নিতি য়হ[৮] দোখী।
বারহিঁ বার ফিরই ন সঁতোখী॥
সো মোহিঁ লেই[৯] মগাবই লারৈ ভুখ পিয়াস।
জৌ ন হোত[১০] অস বৈরী কেহু ন কেহু কই আস[১১]॥

রাজাদেশ শুনে দশজন দৌড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ ও শুকপাখীকে দ্রুত নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদসহ বিনয় করে বললেন, "শুকপাখী আমার জীবন, একে আমি ত্যাগ করতে পারব না। কিন্তু এই পেট বড় বিশ্বাস-ঘাতক, এর কাছে যোগী সন্ন্যাসী সকলকে নত হতে হয়। যার চাদর বিছানা কিছুই নেই, সে হাতে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে ঘুমোতে পারে। যে চোখে দেখে না সে অন্ধ হয়ে থাকতে পারে; যে কথা বলতে পারে না, সে বোবা হয়ে থাকে; যে শুনতে পায় না সে বধির হয়ে থাকে, কিন্তু এই পেট নির্গুণ কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না। এর দোষেই সকলকে নিত্য ঘুরে বেড়াতে হয়, কিন্তু দ্বারে দ্বারে ঘুরেও একে সন্তুষ্ট করা যায় না।

সেই পেটের জ্বালা আমাকে এখানে ভিক্ষাপ্রার্থনার জন্য এনেছে; যদি এমন শত্রু না থাকত তবে কেউই কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করত না।

১ ভয়ো রজায়সু জন দৌরারা
২ আরা
৩ ভয়ো
৪ নায়ে
৫ দাবা
৬ জেহি
৭ আঁধহ
৮ বহ
৯ লিয়ে
১০ হোয়
১১ কেহিঁ কাহু কী

৮

সুয়া[১] অসীস দীন্হ বড় সাজ্।
বড় পরতাপ অখণ্ডিত রাজ্॥
ভাগবন্ত বিধি[২] বড়[৩] অউতারা।
জহাঁ ভাগ তহঁ রূপ জোহারা॥
কোই[৪] কেহু[৫] পাস আস কই গৌনা[৬]।
জো নিরাস ডিঢ় আসন মৌনা॥
কোই বিনু পুছে বোল জো বোলা।
হোই বোল মাটী কে মোলা॥
পঢ়ি গুনি জানি বেদ মতি[৭] ভেউ।
পূঁছে বাত কহই সহদেউ॥
গুণী ন কোঈ[৮] আপু[৯] সরাহা।
জো বিকাই গুন কহা সো চাহা[১০]॥
জৌ লগি[১১] গুন পরগট নহিঁ হোঈ।
তৌ লহি মরম ন জানৈ কোঈ॥
চতুরবেদ হউঁ পণ্ডিত হীরামন মোহিঁ নাউঁ।
পদমাবতি[১২] সোউঁ মেররউঁ সের করউঁ তেহি ঠাউঁ॥

শুকপাখী রাজাকে অনেক আশীর্বাদ করে বলল, 'হে রাজা, আপনার প্রতাপ বৃদ্ধি পাক এবং রাজ্য অখণ্ডিত হোক। বিধাতা আপনাকে ভাগ্যবন্ত এবং মহান অবতার করেছেন। যেখানে সৌভাগ্য সেখানে রূপও তার সহচর। একজন অন্যজনের কাছে আশা নিয়ে আসে, কিন্তু নিরাশ ব্যক্তি মৌন হয়ে দৃঢ়াসনে বসে থাকে। জিজ্ঞাসিত না হয়ে যদি কেউ কিছু বলে, সেই কথা মৃত্তিকার মতো মূল্যহীন। বেদ অনুযায়ী পড়ে জেনে এবং বিবেচনা করে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন সহদেব। কোনো গুণবানই আত্মপ্রশংসা করে না, বিক্রয়যোগ্য গুণ কে চায়? যতক্ষণ গুণ প্রকট না হয়, ততক্ষণ তার মর্ম কেউ জানে না।

চতুর্বেদে পণ্ডিত হীরামন আমার নাম। পদ্মাবতীর সঙ্গে মিলিত করে সেখানে আপনার সেবা করব।

---

১ সুবৈ
২ বুধ
৩ বিধি
৪ কো
৫ কেহি
৬ গবনা
৭ মত
৮ কোউ
৯ আপ
১০ সো জো বিকায় কহা পৈ চাহা
১১ লহি
১২ মধুমালতি

৯

রতনসেন হীরামন চীন্হা।
এক[১] লাখ বাম্হন কহঁ দীন্হা॥
বিপ্র অসীসি[২] জো কীন্হ পয়ানা।
সুআ সো রাজমঁদির মহঁ আনা॥
বরনউঁ কাহ সুআ কই ভাখা।
ধনি সো নাউঁ হীরামন রাখা॥
জো বোলই রাজা মুখ জোরা।
জানউ মোতিন হার পরোরা॥
জউ বোলই তউ[৩] মানিক মূঁগা।
নাহিঁ ত মৌন বাঁধি রহ গূঁগা॥
মনহুঁ[৪] মারি[৫] মুখ অমৃত মেলা।
গুরু হোই আপ কীন্হ জগ চেলা॥
সুরুজ চাঁদ কই কথা জো কহেউ[৬]।
পেম ক কহনি লাই চিত গহেউ[৭]॥
জো জো সুনই ধুনই সির রাজহিঁ[৮] প্রীতি অগাহু[৯]।
অস গুনবন্তা নাহিঁ ভল বাউর করিহই কাহু[১০]॥*

রত্নসেন হীরামনকে চিনলেন এবং একলক্ষ টাকা ব্রাহ্মণকে দিতে বললেন। বিপ্র যখন আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন তখন শুকপাখীকে রাজ অন্তঃপুরে আনা হল। শুকপাখীর ভাষা কিভাবে বর্ণনা করব? হীরামন নাম যে রেখেছে সে ধন্য। রাজার মুখের দিকে চেয়ে সে যখন কথা বলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন মোতির হার গাঁথা হচ্ছে। যা কিছু বলে তা মানিকের মতো অমূল্য, না হলে বোবার মত মৌন থাকে। চিত্তকে আহত করে আবার অমৃতবাণী দিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলে। নিজে গুরু হয়ে জগতবাসীকে শিষ্য করে তুলল। চন্দ্র ও সূর্যের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করে সকলের মন দখল করে নিল।

তার কথা যে যে শুনল সকলেই মাথা নেড়ে সমর্থন করল, তার উপর রাজার অগাধ প্রীতি হল। অনেকে বলল 'এত গুণবান হওয়া ভাল নয়, এ পাখী কাউকে পাগল করে দেবে।'

---

* এরপর লালা ভগবানদীন সংস্করণে 'ধায়-সুআ সংবাদ' নামে তিন স্তবকের একটি পরিচ্ছেদ আছে যা গ্রীয়ার্সন, শুক্লা বা অন্যত্র নেই।

১ টকা
২ অসীসা
৩ সব
৪ মনহু
৫ মরে
৬ কহা
৭ গহা
৮ রাজা
৯ অগাহি
১০ বাউর কীহ জো চাহি

নাগমতী সুআ সংবাদ খণ্ড

১

দিন দস পাঁচ তহঁা জো ভএ।
রাজা কতহুঁ অহেরই গএ॥
নাগমতী রূপবন্তী রাণী।
সব রনিবাস পাট পরধানী॥
কই সিঙ্গার কর দরপন লীহ্না।
দরসন[১] দেখি গরব জিউ কীহ্না॥
বোলহু[২] সুআ পিয়ারে[৩]-নাহঁা।
মোরে রূপ কোই জগ মাহঁা॥
হঁসত সুআ পহঁ আই সো নারী।
দীহ্ন কসৌটি ঔ পনিরারী[৪]॥
সুআ বানি কসি কহু কস সোনা[৫]।
সিংঘল দীপ তোর কস লোনা॥
কৌন রূপ তোরী রূপমনী।
দহুঁ হৌ লোনি কি রৈ[৬] পদমিনী॥
জো ন কহসি সত সুঅটা তোহি রাজা কৈ আন।
হোই কোঈ এহি জগত মহঁ মোরে রূপ সমান॥

পাঁচ-দশ দিন কেটে যাবার পর রাজা কোথাও শিকারে গেলেন। অন্তঃপুরের পাটরাণী ছিলেন রূপবতী রাণী নাগমতি। হাতে দর্পণ নিয়ে নিজের সাজসজ্জা করলেন, এবং পরে তা দেখে খুব অহঙ্কার হল। তিনি বললেন, "ওহে আমার প্রেমিকের প্রিয় পাখী শুক, বল তো, আমার চেয়ে রূপ এ জগতে আর কার আছে?" এই বলে সেই রমণী হাসতে হাসতে শুকের কাছে এলেন, এবং কষ্টীপাথর ও জলপাত্র দিয়ে বললেন, 'কষ্টীপাথরে কসে দেখ আমার সোনা এবং বল, তোদের সিংহল দ্বীপের রমণীদের কি রকম লাবণ্য? তোদের রূপবতীদের কেমন রূপ; দুজনের মধ্যে কার লাবণ্য বেশী—আমার না সেই পদ্মাবতীর?

হে শুক, যদি সত্য কথা না বলিস তবে রাজাকে দিয়ে তোকে বাধ্য করাব। এই জগতের মধ্যে আমার সমান রূপ কার আছে বল।"

১ পরসন
২ ভলে
৩ ও প্যারে
৪ ও পনরারী
৫ সূআ বাণ দহুঁ কস হৈ সোনা
৬ রা

২

সুমিরি[১] রূপ পদমাবতি কেরা।
হঁসা সুআ রাণীমুখ হেরা॥
জেহি সরবর মহঁ হংস ন আবা।
বগুলা[২] তেহি সর হংস কহাবা॥
দঈ কীহ্ন অস জগত অনূপা।
এক এক তেঁ আগরি রূপা॥
কই মন গরব ন ছাজা কাহু।
চাঁদ ঘটা অউ লাগেউ[৩] রাহু॥
লোনি বিলোনি তহঁা কো কহই[৪]।
লোনি সোই কন্ত জেহি চহই[৫]॥
কা পুছহু সিংঘল কই নারী।
দিনহিঁ ন পূজৈ নিসি অঁধিয়ারী॥
পুহুপ সুবাস সো তিহ্ন কৈ[৬] কায়া।
জহঁা মাথ কা বরনউঁ পায়া॥
গঢ়ী সো সোনে সোন্ধে ভরী সো রূপে ভাগ।
সুনত রূখি ভই রাণী হিয়ে লোন অস লাগ॥

পদ্মাবতীর রূপকলা স্মরণ করে স্মিতহেসে শুকপাখী রাণীর মুখ দেখে বলল, "যে সরোবরে হংস আসে না, সেখানে বককেই লোকে হংস বলে। দেবতা এমনই অপূর্ব জগৎ নির্মাণ করেছেন যে একে অপরের চেয়ে রূপে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কারোর মনে গর্ব আসা উচিত নয়। পূর্ণিমার চাঁদকে রাহু গ্রাস করে। সুরূপা কুরূপার বিচার কে করবে? কান্ত যাকে চায় সেই সুরূপা। সিংহলের রমণীদের রূপের কথা কি জিজ্ঞাসা করছ? রাতের আঁধারের সঙ্গে দিনের আলোর তুলনা হয় না। তাঁদের শরীরে পুষ্পের সুবাস। কেমন করে বর্ণনা করব তাঁদের পদতল যেখানে মাথা নত হয়।

স্বর্ণকে সুগন্ধী করে তাঁদের গড়া হয়েছে এবং রৌপ্য-উজ্জ্বল তাঁদের সৌভাগ্য।" একথা শুনে ক্রুদ্ধ রাণীর হৃদয় লবণ-জর্জরিত হল।

১ সঁবরি
২ বগুলহি
৩ লাগা
৪ কহা
৫ চহা
৬ উন কৈ

৩

জো য়হ সুআ মঁদির মহঁ অহঈ।
কবহুঁ বাত[১] রাজা সউঁ কহঈ॥
সুনি রাজা পুনি হোই বিয়োগী।
ছাঁড়ই রাজ চলই হোই জোগী॥
বিখ রাখিয় নহিঁ হোই অঁকুরূ[২]।
সবদ ন দেঈ ভউর[৩] তমচূরূ॥
ধায় দামিনী[৪] বেগি হঁকারী।
ওহি সঁউপা হীয়ে রিস ভারী[৫]॥
দেখু সুআ য়হ হোই মঁদচালা।
ভএউ ন তাকর জাকর পালা॥
মুখ কহ আন পেট বস[৬] আনা।
তেহি ঔগুন-দস হাট বিকানা॥
পংখি ন রাখিয় হোই কুভাখী।
লেই তহঁ মারু জহাঁ নহিঁ সাখী॥
জেহি দিন কহঁ মই ডরতি হউঁ রইনি ছপারউঁ সূর[৭]।
লই চহ দীহ্ন কবঁল কহঁ মো কহঁ হোই ময়ূর॥

(রাণী বললেন) "যদি এই শুক প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকে, তাহলে কোনোদিন রাজার কাছে একথা নিশ্চয় বলবে। একথা শুনলে রাজা বিরহী হয়ে সন্ন্যাসীর মতো রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাবে। বিষবৃক্ষের বীজ রাখতে নেই, তাহলেই অঙ্কুর দেখা দেবে। মোরগ যেন ভোরের বার্তা না দেয়।" দ্রুত দামিনী-ধাইকে ডেকে তার হাতে শুককে সমর্পণ করে ঈর্ষাযুক্ত হৃদয়ে রাণী বললেন, "দেখ এই শুকপাখীকে, এ বড় মদমত্ত। একে পালন করলেও আপনার হবে না। এর মুখে এক, পেটে আর। এইজন্য একে অর্ধমূল্যে হাটে বিক্রয় করা হয়েছে। এমন দুর্মুখ পাখীকে রাখা উচিত নয়। যেখানে কেউ সাক্ষী নেই এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে একে মেরে ফেল।

দিনকেই আমার ভয়; রাত্রি সূর্যকে আড়াল করবে। এ কমলকে সূর্যের সঙ্গে মিলিত করতে চায়, আমার (নাগের) কাছে এ এখন ময়ূর স্বরূপ।

১ হোয়
২ বিখ রাখেহু নহিঁ হোত অঙ্কুরূ
৩ বিয়হ
৪ ধাব্নিী
৫ ন সভারী
৬ পৈ
৭ জেহি দিন কহঁ হৌ নিত ডরেঁ া রৈনি ছিপাউঁ সূর

৪

ধায় সুআ লেই মারই গঈ।
সমুঝি গিয়ান হিয়ে[১] মতি ভঈ॥
সুআ সো রাজা কর বিসরামী।
মারি ন জাই চহই জেহি স্বামী॥
য়হ পণ্ডিত খণ্ডিত বৈরাগূ[২]।
দোষ তাহি জেহি সূঝ ন আগূ॥
জো তিয়ান[৩] কে কাজ ন জানা।
পরই ধোখ পাছে পছিতানা॥
নাগমতী নাগিনি-বুধি তাউ।
সুআ ময়ূর হোই নহিঁ কাউ॥
জো ন কন্ত কে আয়সু মাহীঁ।
কৌন ভরোস নারি কই[৪] বাহী॥
মকু য়হ খোজ হোই নিসি আএ।
তুরয়-রোগ হরি-মাথে জাএ॥
দুই সো ছপাএ না ছপই এক হত্যা এক পাপ।
অন্তহি করহিঁ বিনাস লেই[৫] সেই সাখী দেইঁ আপ॥

ধাই শুককে হত্যা করার জন্য নিয়ে গেল, কিন্তু তার মনে এই চিন্তা হল—"এই শুকপাখী রাজার মনোরঞ্জন করে থাকে। যে প্রভুর প্রিয়, তাকে মারা ঠিক নয়। এ পণ্ডিত এবং নিষ্কাম বৈরাগী। যার দূরদৃষ্টি নেই তারই দোষ। যে ঠিকভাবে কাজ জানে না, তাকে পরে বিপদে পড়ে অনুশোচনা করতে হয়। নাগমতির সর্পকুটিল বুদ্ধি; শুকপাখীও কখনও ময়ূর নয়। যে নারী তার প্রভুকে মানে না, তার উপর কিসের ভরসা? রাজা ফিরলে রাত হলে যখন পাখীর খোঁজ পড়বে তখন ঘোড়ার রোগ বাঁদরের মাথায় চড়বে অর্থাৎ রাণীর দোষ আমার ঘাড়ে পড়বে।

দুটো জিনিষ, হত্যা আর পাপ কখনও লুকিয়ে রাখা যায় না। তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত বিনাশ করে।

১ হিয়েঁ
২ পৈ রাগ
৩ তিরিয়া
৪ তেহিঁ
৫ দৈয়ে

৫

রাখা সুআ ধায় মতি সাজা।
ভএউ খোজ নিসি আএউ রাজা ॥
রাণী উত্তর মান সওঁ দীহ্না।
পণ্ডিত সুআ মজারী লীহ্না ॥
মই পুছা সিংঘল পদ্মিনী।
উত্তর দীহ্ন তুম্হ কো নাগিনী ॥
রহ জস দিন তুম নিসি অঁধিয়ারী।
কহ্ঁা বসন্ত করীল ক বারী[১] ॥
কা তোর পুরুষ রইনি কর রাউ।
উল্‌ন জাত দিবস কর ভাউ ॥
কা য়হ পংখি কুট মুঁহ কুটে[২]।
অস বড় বোল জীভ মুখ[৩] ছোটে ॥
জহর[৪] চুয়ে জো জো কহ বাতা।
অস হতিয়ার লিএ[৫] মুখ রাতা ॥
মাথে নহিঁ বৈসারিয় জউ সুঠি সুআ সলোন।
কান টুটই জেহি পহিরে কা লেই করব সো সোন

মতিস্থির করে ধাই শুকপাখীকে রেখে দিল। সন্ধ্যাবেলায় রাজা ফিরে এসে পাখীর খোঁজ করলেন। রাণী মানভরে উত্তর দিলেন, "বিজ্ঞ শুককে বেড়ালে ধরে নিয়ে গেছে। আমি তাকে সিংহল দেশের পদ্মিনীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম ; উত্তরে সে বলল, 'কে তুই সাপিনী ; সে দিনের আলো, আর তুই তো রাতের আঁধার। কোথায় বসন্ত আর কোথায় কাঁটাগুল্ম ? তোর স্বামী তো রজনীর পতি, পেঁচা কি জানে দিনের আলোর রূপ ?' কেমন এই পাখী যার মুখ এত বিষে ভরা ? এত বড় কথা তার ছোট মুখে ! যখন কথা বলে যেন বিষ চুঁইয়ে পড়ে। এই বচনাস্ত্রের জন্ম তার মুখ সর্বদা রক্তবর্ণ।

শুক যদি অসাধারণ সুন্দর হয় তবুও তাকে মাথায় তোলা উচিত নয়। যে গয়না পরলে কান ছিঁড়ে যায় তা সোনার হলেই বা কি লাভ ?"

১ জহান বসন্ত কারিল ক বারী
২ কোটি মহল গোটি
৩ কহ
৪ রহির
৫ তোজন বিনু তোজন

৬

রাজৈ সুনি বিয়োগ তস মানা।
জইসে হিয় বিক্রম পছিতানা ॥
রহ হীরামন পণ্ডিত সুআ।
জো বোলই মুখ অমৃত[১] চুআ ॥
পণ্ডিত তুখ খণ্ডিত নিরদোখা।
পণ্ডিত হুতেঁ[২] পরই নহিঁ ধোখা ॥
পণ্ডিত কেরি জীভ মুখ সুধী।
পণ্ডিত বাত ন কহই নিবুধি ॥
পণ্ডিত সুমতি দেই পথ লারা।
জো কুপন্থি তেহি পঁডিত ন ভারা ॥
পণ্ডিত রাতা বদন সরেখা।
জো হতিয়ার রুহির সো[৩] দেখা ॥
কী[৪] পরাণ ঘট আনহু মতী।
কী চলি[৫] হোহু সুআ সঁগ সতী ॥
জিনি[৬] জানহু কই অউগুন মঁদির সোই[৭] সুখরাজ।
আয়সু মেটেঁ কন্ত[৮] কর কাকর ভা ন[৯] অকাজ[১০] ॥

একথা শুনে রাজা বেদনাবিধুর হৃদয়ে বিক্রমের মতো বিলাপ করতে লাগলেন—"ঐ হীরামন ছিল পণ্ডিত শুক, যা কিছু বলত তাতেই মুখ থেকে অমৃত ঝরে পড়ত। সে ছিল সর্বদুঃখখণ্ডনকারী নির্দোষ পণ্ডিত। তার পাণ্ডিত্যে কোনো ধোঁকা বা প্রবঞ্চনা ছিল না। তার মুখ এবং জিভ ছিল শুদ্ধ। তার কথায় কখনও নির্বুদ্ধিতা ছিল না। সে সুবুদ্ধি দিয়ে যথার্থ পথ দেখাত। যে কুপথগামী তাকে পণ্ডিত বলে না। পণ্ডিতের মুখে থাকে রক্তিম সুলক্ষণ ; বচনই তার অস্ত্র তাই তার মুখ রক্তবর্ণ। নাগমতি তুমি হয় আমার প্রাণস্বরূপ শুককে এনে দাও, নতুবা সেই মৃত শুকপাখীর সঙ্গে তুমিও সতী হও।

ভেবো না পাপকাজ করে অন্দরমহলে সুখে কাটাবে। স্বামীর আদেশ অমান্য করলে এর ফল খারাপ না হয়ে আর কি হবে ?

১ অমিরিতু
২ হোই তেহি
৩ তেই
৪ কৈ
৫ জরি
৬ জনি
৭ হোয়
৮ কন্থ
৯ ভল
১০ কাজ

৭

চাঁদ জইস ধনি উজিয়ারি অহী।
ভা পিউ-রোস গহন অস গহী॥
পরম সোহাগ নিবহি ন পারী।
ভা দোহাগ সেৱা জব হারী॥
এতনিক দোস বিরচি পিউ রূঠা।
জো পিউ আপন কহই সো ঝূঠা॥
ঐসে গরব ন ভূলই কোঈ।
জেহি ডর বহুত পিয়ারী সোঈ॥
রাণী আই ধায় কে পাসা।
সুআ মুআ[1] সেৱঁর কই আসা॥
পরা প্রীতি কঞ্চন মহঁ সীসা।
বিহরি[2] ন মিলই স্যাম পই দীসা॥
কহঁা সোনার পাস জেহি জাউঁ।
দেই সোহাগ করই এক ঠাউঁ॥
মৈঁ পিউ প্রীতি ভরোসে গরব কীন্হ জিউ[3] মাঁহ।
তেহি রিস হউঁ পরহেলী রূসেউ নাগর[2] নাহঁ[4]॥

নাগমতির চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল রূপ প্রিয়তমের রোষরাহুর কবলে পড়ে ম্লান হল। স্বামীর সোহাগ তাঁর সহ্য হল না। স্বামীসেবাচ্যুতি দুর্ভাগ্য হয়ে দেখা দিল। তাঁর এই দোষের জন্য প্রিয়তমের ক্রোধ উৎপন্ন হল; যে স্বামীকে শুধু নিজের বলে ভাবে, সে মিথ্যা। এমন অহঙ্কারে যেন কেউ না ভোলে। প্রিয়তমকে যে ভয় করে সে-ই স্বামী-সোহাগিনী হয়। অতঃপর রাণী ধাইএর কাছে এলেন। শুককে মৃত জেনেও তিনি তার আশা করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, আমার ভালবাসার সোনাতে প্রিয়তম সীসে ঢেলে দিলেন; সোনা অদৃশ্য হয়ে গেল, কেবল সীসের কলঙ্ক দেখা যাচ্ছে। এখন আমি কোন স্বর্ণকারের কাছে যাব, যে সোহাগ দিয়ে আবার সোনা মিলিয়ে দেবে?

প্রিয়তমের ভালবাসার গরবে আমার হৃদয়ে অহঙ্কার এসেছিল। তাই তাঁর রাগকে অবহেলা করে এখন প্রভুর ক্রোধ উৎপাদন করেছি।

১ ভুআ
২ বিথর
৩ মন
৪ নাগরী রূসা নাহ

৮

উতর ধায় তব দীন্হ রিসাঈ।
রিস আপুহিঁ বুধি অউরহিঁ[1] খাঈ॥
মঁই জো কহা রিস জিনি করু বালা[2]।
কো ন গএউ[3] এহি রিস কর ঘালা॥
তু রিসভরী ন দেখসি আগূ।
রিস মহঁ কাকর[4] ভএউ সোহাগূ॥
জেহি রিস তেহি রস জোগই ন জাই।
বিনু রস হরদি হোই পিয়রাঈ॥
বিরসি বিরোধ রিসহি পই হোঈ।
রিস মারই তেহি মার ন কোঈ॥
জেহি রিস কই মরিএ রস জীজই।
সো রস তজি রিস কবহুঁ ন কীজই॥
কন্ত-সোহাগ কি পাইয় সাধা।
পাবৈ সোই জো ওহি চিত বাঁধা॥
রহই জো পিয় কে আয়সু ঔ বরতই হোই হীন।
সোই[5] চাঁদ অস নিরমল জনম ন হোই মলীন॥

তখন ধাত্রী ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিল—'ক্রোধ নিজের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও খায়। আমি তো বলছি, বাছা ক্রোধ ত্যাগ কর। রাগের বশে এ জগতে কে না বিনষ্ট হয়েছে? ক্রোধবশতঃ ভবিষ্যৎ দেখলে না। রাগের মধ্যে কিভাবে সোহাগ লাভ হবে? যে ক্রোধী তার মধ্যে প্রেমের জন্ম হয় না। আর প্রেম বিনা প্রিয়তমা পাণ্ডুর হয়ে যায়। যে নারী স্বভাবতঃ রাগী তার কাছে প্রেম আসে না। ক্রোধেই তার মরণ হয়, কেউই বাঁচাতে পারে না। অতএব যে রাগ করে সে মরণকেই ডেকে আনে, এবং যে বাঁচতে চায় তার পক্ষে প্রেম ত্যাগ করে কখনও রাগ করা উচিত নয়। প্রেমিকের সোহাগ কি ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়? যে তদৈকচিত্ত হয় সেই প্রিয়তমের ভালবাসা লাভ করে।

যে প্রিয়তমের আদেশ মেনে বিনীতভাবে তা পালন করে সে চন্দ্রের মতো নির্মল হয়, তার জীবন কখনও মলিন হয় না।

১ আনহিঁ
২ করহি ন বালা
৩ গয়া
৪ কা কহ
৫ সো ধন

১

রাজৈ কহা সত্য কহু সুআ।
বিনু সত অস সেঁবর কর ভুআ[1] ॥
হোই মুখ রাত সত্য কে[2] বাতা।
জহাঁ সত্য তহঁ ধরম[3] সঁঘাতা ॥
বাঁধী সিহিটি[4] অহই সত কেরী।
লছিমী অহই[5] সত্য কই চেরী ॥
সত্য জহাঁ সাহস সিধি পারা।
ঔ সতবাদী পুরুষ কহারা ॥
সত কহঁ[6] সতী সঁবারৈ সরা।
আগি লাই চহুঁদিসি সত জরা ॥
দুই জগ তরা সত্য জেই রাখা।
ঔর পিয়ার দইহি সত ভাখা ॥
সো সত ছাঁড়ি জো ধরম বিনাসা।
ভা মতিহীন ধরম করি নাসা[7] ॥
তুম্হ সয়ান ঔ পণ্ডিত অসত ন ভাখহু কাউ।
সত্য কহহু তুম[8] মোসউঁ দহুঁ কাকর অনিয়াউ ॥

রাজা বললেন, "হে শুক, সত্য কথা বল। যে সত্যহীন সে শুষ্ক শাল্মলীতরুর মতো। সত্য কথা বলার জন্যই তোমার মুখ রক্তিম। যেখানে সত্য, সেখানে ধর্মও বর্তমান। সত্যবন্ধনেই সৃষ্টি বাঁধা আছে। স্বয়ং লক্ষ্মী সত্যের সেবিকা। যেখানে সত্য আছে সেখানে সাহস সিদ্ধি লাভ করে। সত্যবাদী যিনি তিনিই পুরুষ। সত্যের জন্যই সতী চিতা সাজিয়ে চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করে নিজেকে দগ্ধ করে। যে সত্যরক্ষা করে সে দুই জগৎ থেকে মুক্তি পায়। যে সত্য কথা বলে সে দেবতারও প্রিয় হয়। যার ধর্ম বিনষ্ট হয় সে-ই সত্য ত্যাগ করে। তার ধর্মনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হয়।

তুমি পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান, কখনও অসত্য বোল না। এখন তুমি আমাকে বলতো, দুজনের মধ্যে কার অন্যায় ?

১ বিনু সত কস অস সেঁবর ভুআ
২ কহে
৩ পরম
৪ সিষ্টি
৫ আহি
৬ গহি
৭ কা মতি কীহ জিয়ে সত নাসা
৮ সো

২

সুআ-হারি[1] সমুঝী মন রানী।
সুআ দীহ্ন রাজা কহঁ[2] আনী ॥
মানু পীয়[3] হউঁ[4] গরব ন কীহ্না।
কন্ত তুম্হার মরম মই[5] লীহ্না ॥
সেরা করই জো বরহোউ মাসা।
এতনিক অউগুন করহু বিনাসা ॥
জো তুম্হ দেই নাই কই গীৱা।
ছাঁড়হুঁ নহিঁ বিনু মারে জীৱা ॥
মিলতহুঁ মহঁ জনু অহউ নিনারে[6]।
তুম্হ সউঁ অহই[7] অঁদেস পিয়ারে ॥
ভইঁ জানেউঁ তুম্হ মোহী মাহঁ।
দেখউঁ তাকি তউ হউ সব পাহঁ[8] ॥
কা রানী কা চেরী কোঈ।
জা কহঁ ময়া করহু ভল সোঈ ॥
তুম্হ সউঁ কোই ন জীতা হারে[9] বররুচি ভোজ।
পহিলই আপু জো[10] খোয়ই করই তুম্হার সো খোজ ॥

জুয়ায় হেরে যাওয়া মানুষ আপন সম্পত্তি ফিরে পেলে যেমন আহ্লাদিত হয়, তেমনি চিত্তে রাণী রাজাকে শুকপাখী ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার প্রিয় হবার গৌরবে নয়, তোমার চিত্তপরীক্ষা করবার জন্যই শুককে গোপন করেছিলাম। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, যে তোমার সেবা করেছে, এই সামান্য অপরাধের জন্য তাকে বিনাশ করতে চাইছ? যে নত হয়ে তোমার কাছে গ্রীবা বাড়িয়ে দিয়েছে তাকেও প্রাণে না মেরে ছাড়বে না? প্রিয়তম, মিলনের মধ্যেও শঙ্কা হয় যেন তুমি অনেক দূরে। এতদিন জানতাম যে, তুমি শুধু আমাতেই নিবিষ্ট, এখন দেখছি তোমাকে সকলেই পায়। কি রাণী, কি দাসী, তোমার কৃপা যে পায় তারই ভাল।

তোমাকে জিততে পারে এমন কে আছে, বরং বররুচি এবং ভোজও তোমার কাছে হেরে যায়। প্রথমে যে নিজেকে খোয়ায় সে-ই পরে তোমার খোঁজ করে।

১ হার
২ পহঁ
৩ মতী
৪ হোই
৫ মৈঁ
৬ নিয়ারে
৭ তুম সোঁ আহি
৮ যাঁহা
৯ হারা
১০ আপুহিঁ

২

সত্য কহত রাজা জিউ জাউ।
পই মুখ অসত ন ভাখউঁ কাউ ॥
হউঁ সত লেই নিসরেউঁ[১] এহি বুতে।
সিংঘল দীপ রাজঘর হুঁতে[২] ॥
পদমারতী রাজা কই বারী।
পদুম-গন্ধ সসি বিধি[৩] অউতারী[৪] ॥
সসিমুখ অঙ্গ মলয়গিরি রানী।
কনক সুগন্ধ দুআদস বানী ॥
অহৈঁ[৫] জো পদমিনি সিংঘল মাহাঁ।
সুগঁধ রূপ সব তিহ্নকৈ[৬] ছাহাঁ ॥
হীরামন হউঁ তেহিক পরেরা।
কণ্ঠ ফ্‌ট করত তেহি[৭] সেরা ॥
অউ পাএউঁ মানুষ কই ভাখা।
নাহিঁ ত পংখি মুঠিভর পাঁখা ॥
জৌ লহি জিঅউঁ রাতি দিন সরঁরৌ ওহি[৮] কর[৯] নারঁ।
মুখ রাতা তন হরিয়র দুহুঁ জগত লেই জারঁ ॥

শুক বলল, 'হে রাজা, সত্য বলার জন্য যদি জীবন যায় তথাপি এ মুখ কখনও অসত্য বলবে না। সত্যকে নিয়েই আমি সিংহলের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে এখানে এসেছি। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতী। বিধাতা তাঁকে পদ্মগন্ধা এবং চন্দ্রের অবতার করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখ চন্দ্রতুল্য এবং মলয়গিরিতুল্য তাঁর সুবাসিত দেহ। দ্বাদশসূর্যের মতো উজ্জ্বল তাঁর সুগন্ধী স্বর্ণময়ী রূপ। সিংহলদ্বীপে আর যে সমস্ত পদ্মিনী নারী আছেন তাঁদের রূপ এবং গন্ধ এঁরই ছায়াসদৃশ। আমি তাঁরই হীরামন পাখী, তাঁকে সেবা করেই আমায় কণ্ঠে শ্যামরেখা দেখা দিয়েছে এবং মানুষের ভাষা শিখেছি, নচেৎ আমি একমুঠো পালকের পাখী ছাড়া আর কি?

যতকাল জীবিত থাকব রাতদিন ওঁর নাম স্মরণ করব। রক্তিম মুখ এবং শ্যাম শরীর নিয়ে আমি উভয় জগৎ পরিভ্রমণ করব।

১ নিসরা
২ হুঁতে
৩ বঞ্চ
৪ সবারী
৫ হৈ
৬ হোহি কৈ
৭ ওহি
৮ সরঁরৌ
৯ ওহি

৩

হীরামন জো কবঁল বখানা।
সুনি রাজা হোই ভঁবর ভুলানা[১] ॥
আগে আর পংখি উজিয়ারা।
কহঁ সো দীপ পতঁগ কই মারা[২] ॥
অহা[৩] জো কনক সুবাসিত ঠাঁউ।
কস ন হোই হীরামন নাউঁ ॥
কো রাজা কস দীপ উতংগূ।
জেহি রে সুনত মন ভএউ পতংগূ ॥
সুনি সমুদ্র ভা চখ কিলকিলা[৪]।
কবঁলহি চহৌঁ ভঁবর হোই মিলা ॥
কহু সুগন্ধ ধনি[৫] কস নিরমলী[৬]।
ভা[৭] অলি-সংগ কি অবহীঁ কলী[৮] ॥
ঔ কহু তহঁ জহঁ পদমিনি লোনী।
ঘর ঘর সব[৯] কে হোই জো[১০] হোনী ॥
সবই বখান তহাঁ কর কহত সো মোসউঁ আর।
চহৌঁ দীপ রহ দেখা সুনত উঠা অস চার ॥

হীরামন কমলের যে বর্ণনা করল তা শুনে রাজা ভ্রমরের মতো ভুললেন; তিনি বললেন, 'হে উজ্জ্বল পক্ষি! এগিয়ে এসে সেই প্রদীপের কথা বল, যার দীপ্তি আমাকে পতঙ্গের মতো দগ্ধ করছে। তুমি এতদিন সেই স্বর্ণ-সুবাসিত স্থানে ছিলে বলেই না তোমার নাম হীরামন হয়েছে? কে সেই রাজা? কোথায় সেই উত্তুঙ্গ দ্বীপ? যার কথা শুনেই আমার চিত্ত পতঙ্গের মতো ধাবিত হচ্ছে। তার কথা শুনে আমার চোখ কিলকিলা সমুদ্রের মতো হয়ে গেল, সেই কমলের আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমর হবার বাসনা হচ্ছে। বল, কেমন সেই সুগন্ধী নারী, কেমন তার নির্মল রূপ, সে কি কোনো ভ্রমরের সঙ্গ পেয়েছে অথবা এখনও কলিকা হয়ে আছে? সেখানে ঘরে ঘরে আরও যে সব পদ্মিনী বর্তমান তাদের লাবণ্যও আমার কাছে বর্ণনা কর।

এস আমার কাছে এবং সেখানকার সব কিছু আমাকে বল। সেই দ্বীপ আমি দেখতে চাই। তোমার কথা শোনার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।"

১ লোভানা
২ কহে সো দীপ পতিঁগ কে মারেঁ
৩ রহা
৪ সুনি সো সমুদ্র চখ ভয় কিলকিলা
৫ ধন
৬ নিরমরী
৭ দহঁ
৮ করী
৯ সবহি
১০ জহঁ

৪

কা রাজা হওঁ বরনওঁ তাসূ।
সিংঘল দীপ আহি কৈলাসূ॥
জো গা তহাঁ ভুলানা সোঈ।
গা[১] জুগ বীতি ন বহুরা কোঈ॥
ঘর ঘর পদমিনি ছতিসৌ জাতী।
সদা বসন্ত দিবস ঔ রাতী॥
জেহি জেহি বরন ফূল ফুলবারী।
তেহি তেহি বরন সুগন্ধ সো নারী॥
গন্ধ্রবসেন তহাঁ বড়[২] রাজা।
অছরিহ্ন মহঁ ইন্দ্রাসন[১] সাজা॥
সো পদমাবতী তেহি কর[৩] বারী।
জো[৪] সব দীপ মাঁহ উজিয়ারী॥
চহুঁ খণ্ড[৫]কে বর জো ওনাহীঁ।
গরবহিঁ রাজা বোলই নাহীঁ॥
উঅত[৬] সূর জস দেখিয়[৭] চাঁদ ছপৈ তেহি[৮] ধূপ।
ঐসৈ[৯] সবই জাহিঁ ছপি[১০] পদমাবতি কে রূপ॥

"হে রাজা আমি কিভাবে তার বর্ণনা করব? সিংহলদ্বীপ কৈলাসতুল্য। যে সেখানে গেছে সে-ই মোহিত হয়েছে। অনেক যুগ কেটে গেলেও কেউ আর ফিরে আসে না। সেখানে ঘরে ঘরে ছত্রিশ প্রকারের পদ্মিনী আছে। দিবারাত্র সর্বদা বসন্ত। পুষ্পোদ্যানে যে যে বর্ণের ফুল দেখা যায় সেই সেই বর্ণের সুগন্ধী রমণী সেখানে আছে। সেখানকার নৃপতি হলেন গন্ধর্বসেন। অপ্সরাদের মধ্যে ইন্দ্রের মতো তিনি বসে থাকেন। পদ্মাবতী হলেন তাঁরই কন্যা। তিনি সমস্ত দীপের (দ্বীপের) মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রদীপ। চারদিক থেকে ওঁর জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসে; কিন্তু গর্বিত রাজা কারোর সঙ্গেই কথা বলেন না।

সূর্য উদিত হতে দেখলে তার দীপ্তিতে যেমন চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনি পদ্মাবতীর রূপের ছটায় সবাই দীপ্তিহীন হয়ে পড়ে।

১ গএ
২ বড়
৩ জাকর
৪ ঊ
৫ খূঁট
৬ উদিত
৭ দেখী
৮ জেহিঁ
৯ ঐ মহি
১০ ছিপি

৫

সুনি রবি-নাবঁ রতন ভা রাতা।
পণ্ডিত ফেরি উহই[১] কহু বাতা॥
তই সুরজ মূরতি রহ কহী।
চিত মহঁ লাগি চিত্র হোই রহী॥
জনু হোই সুরুজ আই মন বসী।
সব ঘট পূরি হিয়ে পরগসী॥
অব হৌঁ সুরুজ চাঁদ রহ ছায়া।
জল বিনু[২] মীন রকত বিনু[৩] কায়া॥
কিরিন করা ভা প্রেম অঁকুরা।
জৌঁ সসি সরগ মিলউঁ[৪] হোই সূরা॥
সহসৌ করা রূপ মন ভূলা।
জহঁ জহঁ দীঠ কঁবল জনু ফূলা॥
তহাঁ ভঁবর জিউ[৫] কঁবলা গন্ধী।
ভই সসি রাহু কের রিনি[৬] বন্ধী॥
তীনি লোক চৌদহ খণ্ড সবৈ পরৈ মোহিঁ সূঝি।
পেম ছাঁড়ি নহিঁ লোন কিছু জো দেখা মন বূঝি॥

সূর্যের নাম শুনে রত্ন (সেন) রক্তিম হলেন। তিনি বললেন, 'পণ্ডিত শুক, আবার তুমি ঐসব কথা বল। তুমি যে ঐ সুন্দরী রমণীমূর্তির কথা বললে, তা আমার চিত্তপটে চিত্রের মতো আঁকা হয়ে রইল। সূর্যের মতো সে আমার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে সারাদেহ পূর্ণ করে হৃদয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এখন আমি সূর্য হলে সে হবে আমার ছায়া চন্দ্র। জল বিনা মাছ এবং রক্তবিহীন দেহ কি করে থাকে? তার রূপের দীপ্তিকলায় আমার মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে যদি হয় আকাশের চাঁদ তবে আমি সূর্য হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হব। তার রূপের সহস্রকলা আমার চিত্তকে ভুলিয়েছে। এখন যেখানেই তাকাই সেখানেই তার রূপ যেন পদ্মের মতো ফুটে উঠছে। যেখানে সুগন্ধী কমল থাকে সেখানেই ভ্রমর বেঁচে থাকে; আর চন্দ্র যেন রাহুর কাছে বন্দী হয়ে আছে।

তিন লোক এবং চৌদ্দভুবন সব কিছুই আমার উপলব্ধিগম্য। কিন্তু প্রেম ব্যতীত আর কিছুই আমার বোধবুদ্ধির কাছে সুন্দর মনে হয় নি।

১ রহৈ
২ বিন
৩ বিন
৪ চঢ়ৌ
৫ রহই
৬ কে'রিন

৬

পেম সুনত মন ভূল ন রাজা।
কঠিন প্রেম সির দেই তউ ছাজা॥
পেম ফাঁদ জো পরা ন ছুটা।
জীউ দীহ্ন পই[১] ফাঁদ ন টূটা॥
গিরগিট ছন্দ ধরই দুখ তেতা।
খন খন[২] পীত রাত খন[৩] সেতা॥
জান পুছার জো ভা বনবাসী।
রোঁউ রোঁউ পরে ফঁদ নগবাসী[৪]॥
পাঁখহ্ন ফিরি ফিরি পরা সো ফাঁদূ।
উড়ি ন সকই অরুঝা[৫] ভা বাঁদূ॥
'মুয়োঁ মুয়োঁ' অহনিসি চিল্লাঈ।
ওহী রোস নাগহ্ন ধই[৬] খাঈ॥
পণ্ডুক সুআ কণ্ঠ[৭] রহ চীহ্না।
জেহিঁ গিউ পরা চাহি জিউ দীহ্না॥
তীতির গিউ জো ফাঁদ হই নিত্তি[৮] পুকারই দোখ।
সো কিত হঁকারি ফাঁদ গিউ মেলৈ কিত মারে হোই মোখ[৯]॥

"হে রাজা, প্রেমের কথা শুনেই বিহ্বল হয়ে যেও না। প্রেম বড়ই কঠিন, এর জন্যে প্রাণ দিলে তবে তা মেলে। প্রেমের ফাঁদে যে পড়েছে তার আর পরিত্রাণ নেই। জীবন দান করলেও এই ফাঁস ছেঁড়া যায় না। বহুরূপী গিরগিটির মতো এর দুঃখে কখনও মানুষ পীতপাণ্ডুর, কখনও আরক্তিম, আবার কখনও বিবর্ণ শ্বেত। প্রেমের তত্ত্ব জেনে ময়ূর বনবাসী হয়েছে, তার প্রতি লোমে লোমে আছে নাগপাশের চিহ্ন। তার পাখা বারেবারে এই ফাঁদে ধরা পড়ে। সে উড়তে পারে না, এই বন্ধনেই আবদ্ধ থাকে। দিনরাত 'মরণ মরণ' বলে চিৎকার করে এবং ক্রোধবশতঃ সর্প ধরে ভক্ষণ করে। কপোত এবং শুকপাখীর কণ্ঠদেশেও এই বন্ধন-চিহ্ন আছে। যার গলায় প্রেমের বন্ধন লেগেছে সে নিজের জীবন দান করতে চায়।

তিতিরের গলায় এই ফাঁদ আছে বলে সে নিত্যই দুঃখে আর্তনাদ করে; নতুবা কেন সে চিৎকার করে গলায় ব্যাধের ফাঁস ডেকে আনে, কেন সে ভাবে যে মৃত্যুতেই মোক্ষ?"

১ রহ
২ খিন খিন
৩ খিন
৪ নগ কাসী
৫ উরঝী
৬ ধরি
৭ কণ্ঠ
৮ নিতহি
৯ মেলে ফাঁদ হঁকারি কহ কত মারে বিন মোখ

৭

রাজৈঁ লীহ্ন উভি কই সাঁসা।
ঐস বোল জিনি বোলু নিরাসা॥
ভলেহি[১] পেম হৈ কঠিন দুহেলা।
দুই[২] জগ তরা পেম জেই খেলা॥
দুখ ভীতর জো[৩] পেম মধু রাখা।
জগ নহিঁ[৪] মরণ সহই জো[৫] চাখা॥
জো[৬] নহিঁ সীস পেম-পথ লারা।
সো প্রিথিমী মহঁ কাহে ক[৭] আরা॥
অব মই পন্থ[৮] পেম সির মেলা।
পাঁর ন ঠেলু রাখু কই চেলা॥
পেম বার সো কহই জো দেখা।
জো[৯] ন দেখ কা জান বিসেখা॥
তউ লগি[১০] দুখ পীতম নহিঁ ভেঁটা।
মিলই তউ জাই[১১] জনম দুখ মেটা॥
জস অনূপ তু[১২] বরনেসি[১৩] নখসিখ বরনু সিংগার।
হোই মোহিঁ আস মিলই কই জোউঁ[১৪] মেরবৈ করতার॥

রাজা দীর্ঘনিঃশাস ত্যাগ করে বললেন, "এমন নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথা বোল না। হতে পারে উত্তম প্রেম এক কঠিন খেলা, কিন্তু যে এই খেলা খেলতে পারে সে দুইজগৎ থেকে মুক্তি পায়। দুঃখের ভিতরে রাখা আছে প্রেমমধু; যে তার আস্বাদ পেয়েছে এ জগতে তার আর মরণ হয় না। প্রেমের পথে যে মাথা গলায় নি সে এই জগতে কেন এসেছে? এখন আমি প্রেমকে শিরোধার্য করেছি, আমাকে পায়ে ঠেল না, তোমার শিষ্য করে নাও, প্রেমের দুয়ার যে দেখেছে সে-ই তার কথা বলতে পারে; যে দেখেনি, যে কেমন করে জানবে তার স্বরূপ? প্রিয়তমার সঙ্গে মিলন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণই দুঃখ, কিন্তু তার সঙ্গে মিলন হলে জন্মের দুঃখ মিটে যায়।

যে নিরুপমাকে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ এখন তার নখসিখ বা আপাদমস্তক রূপ বর্ণনা কর। যদি বিধাতা করেন তাহলে একদিন তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই।

১ পহিল
২ দোউ
৩ সো
৪ পগুন
৫ সো
৬ জেই
৭ কই
৮ কাপ
৯ জেইঁ
১০ তব লগ
১১ জো জাই ভেঁট
১২ তৈঁ
১৩ বরণে
১৪ জো

১

কা সিঙ্গার ওহি বরনউঁ রাজা।
ওহিক সিঙ্গার ওহী পই ছাজা॥
প্রথম সীস কস্তূরী কেসা।
বলি বাসুকি কা ঔর নরেসা॥
ভউঁর কেস রহ মালতি রাণী।
বিসহর লুরে[১] লেহিঁ অরধানী॥
বেনী ছোরি ঝার জৌঁ বারা।
সরগ পতার হোই অঁধিয়ারা॥
কোঁবর[২] কুটিল কেস নগ কারে।
লহরন্থি ভরে ভুঅঁগ বইসারে[৩]॥
বেধে জনউঁ[৪] মলয়গিরি বাসা।
সীস চঢ়ে লোটহিঁ চহুঁ পাসা॥
ঘুঁঘুরবার অলকৈঁ বিষভরী।
সঁকরৈঁ পেম চহৈঁ গিউ পরী॥
অস কঁদরার কেস বৈ পরা সীস গিউ ফাঁদ।
অস্টৌ[৫] কুরী নাগ[৬] সব অরুঝ[৭] কেস[৮]কে বাঁদ॥

হে রাজা, কি করে বর্ণনা করব ওঁর সৌন্দর্যের? এমন সাজ শুধু ওঁকেই শোভা পায়? প্রথমে বর্ণনা করছি ওঁর মাথার কস্তুরী-সুরভিত কেশের। তার কাছে রাজা তো বটেই এমন কি বাসুকী পর্যন্ত আত্মদান করে। কেশ যেন ভ্রমর আর মালতী পুষ্প হলেন পদ্মাবতী। বিষাক্ত ভ্রমর যেন ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করছে। বেণী খুলে যখন ঝাড়বার জন্য আলুলায়িত করে দেন, স্বর্গ এবং পাতাল যেন আঁধার হয়ে আসে। তাঁর কোমল কুঞ্চিত কেশদাম যেন ভূধরের উপর ভুজঙ্গলহরী। তারা যেন মলয় গিরির সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে চতুর্দিক থেকে শীর্ষদেশে উঠছে। সেই বিষাক্ত কুঞ্চিত কেশপাশ প্রেমপাশ হয়ে যেন গ্রীবাকে বেষ্টন করতে চাইছে।

শিরোদেশ থেকে নেমে আসা এই কেশগুচ্ছ যা অপরের গলার ফাঁস তুল্য, তাকে যেন অষ্টনাগের ফাঁস দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

১ লুরহিঁ
২ কোঁবল
৩ লহরৈঁ ভরহিঁ ভুবঙ্গ বিসারে
৪ জানু
৫ আটৌ
পাগ
৭ ভএ
৮ কেসন্হ

২

বরনউঁ মাঁগ সীস উপরাহী।
সেন্দুর অবহিঁ চঢ়া জেহিঁ[১] নাহী॥
বিনু সেন্দুর অস জানহু দীআ।
উজিয়র পন্থ রইনি মহঁ কীআ॥
কঞ্চন রেখ কসৌটী কসী।
জনু ঘন মহঁ দামিনি পরগসী॥
সুরুজ-কিরিন[২] জনু গগন বিসেখী।
জমুনা মাঁহ[৩] সুরসতী[৪] দেখী॥
খাঁড়ৈ ধার রুহির জনু ভরা।
করবত লেই বেনী পর ধরা॥
তেহি পর পূরি ধরে জো মোতি।
জমুনা মাঁঝ গঙ্গ কই সোতী॥
করবত তপা লেহিঁ হোই চূরা।
মকু সো রুহির লেই দেই সেন্দুরা॥
কনক দুআদস বানি হোই চহ সোহাগ রহ মাঁগ।
সেরা করহিঁ নখত সব উবৈ[৫] গগন জস গাঁগ॥

এবার বর্ণনা করছি মস্তকের সীমন্তরেখার—সেখানে এখনও সিঁদুর লাগে নি। সিন্দুরবিহীন সেই স্থান যেন শুভ্র দীপশিখার মতো যা রাত্রির অন্ধকারে পথকে উজ্জ্বল করে। এ যেন নিকষে কষিত কনকরেখা অথবা মেঘের মধ্যে যেন বিদ্যুতের প্রকাশ। এ যেন আকাশপথে সূর্যালোক কিংবা (নীল) যমুনা মধ্যে সরস্বতী নদীর স্রোতধারা। এ যেন রুধিরলিপ্ত খড়্গধার অথবা ত্রিবেণী স্রোতের উপর রক্ষিত তরবারী। যমুনাস্রোতে গঙ্গাধারার মতো সীমন্তস্থিত মুক্তামালা। তপস্বীরা করপত্রের দ্বারা খণ্ডিত হবার পর সেই নির্গলিত রুধিরে যেন তাঁর সিন্দুর রেখা নির্মিত।

দ্বাদশাদিত্য তুল্য স্বর্ণ যেন তাঁর সীমন্তের সোহাগ প্রার্থনা করছে, আর ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গায় উদিত নক্ষত্রসমূহ যেন সেই সীমন্তের সেবা করছে।

১ তেহিঁ
২ সুরিজ কিরনি
৩ মাঝ
৪ সরস্বতী
৫ উঊ

৩

কহউঁ লিলার দুইজ কই জোতী।
দুইজহি জোতি কহাঁ জগ ওতী॥
সহস কিরিন[১] জো সুরুজ[২] দিপাঈ।
দেখি লিলার সোউ ছপি জাঈ॥
কা সরিবর[৩] তেহি দেউঁ ময়ঙ্কূ।
চাঁদ কলঙ্কী রহ নিকলঙ্কূ॥
অউ[৪] চাঁদহি পুনি রাহু গরাসা।
রহ বিনু[৫] রাহু সদা পরগাসা॥
তেহি লিলার পর তিলক বঈঠা।
দুইজ-পাট জানহু ধুর দীঠা॥
কনক-পাট জনু বইঠা রাজা।
সবৈ সিঙ্গার অত্র লেই সাজা॥
ওহি আগে থির রহা[৬] ন কোউ।
দহুঁ কা কহঁ অস জুরৈ[৭] সঁজোগূ[৮]॥
খরগ ধনুক চক বান দুই[৯] জগ মারন তিন্হ[১০] নাউঁ।
সুনি কই পরা মুরুছি কই মোকহঁ হএ কুঠাউঁ[১১]।

এবার বলছি তাঁর ললাটের কথা যা দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদেও সেই জ্যোতি কোথায়? এমনকি সহস্রকিরণ যে প্রদীপ্ত সূর্য, সেও এই ললাটের দীপ্তির কাছে ম্লান। চন্দ্রের সঙ্গে তার কি করে তুলনা হয়, কারণ চাঁদ কলঙ্কযুক্ত, আর ও হল নিষ্কলঙ্ক। এ ছাড়া চাঁদ রাহু কবলস্থ হয়, আর ও রাহুমুক্ত এবং সর্বদাই প্রকাশিত। সেই ললাটের উপর তিলকের চিহ্ন—যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রাসনের নিকটে ধ্রুবনক্ষত্র। এ যেন শৃঙ্গারসজ্জিত রাজা কনক সিংহাসনে বসে আছেন। এর সামনে কেউই স্থির থাকতে পারে না, কি কারণে উভয়ের এমন সংযোগ ঘটেছে কে জানে?

খড়্গ (নাসিকা), ধনুক (ভ্রূ), শর (কটাক্ষ)—এই তিন একত্র থাকায় এই ললাট জগমারক নাম নিয়েছে। এ কথা শুনে রাজা এই বলে মূর্ছিত হলেন, "আমাকে এরা একসঙ্গে বিদ্ধ করছে।"

১ করা
২ সুরিজ
৩ সরবরি
৪ ওহি
৫ ওহি পর
৬ রহৈ
৭ জুরা
৮ সংজোউ
৯ ঔ
১০ তেহি
১১ সুনি মুরছিত ভা রাজা মনো খুভে এক ঠাউ

৪

ভঁউ হৈঁ স্যাম ধনুক জনু তানা।
জা সহুঁ হের মার বিষ-বানা॥
হনই ধুনই উন্হ[১] ভঁউহনি চঢ়ে।
কেই হতিয়ার কাল অস গঢ়ে॥
উহৈ[২] ধনুক কিরসুন[৩] পহঁ অহা।
উহৈ ধনুষ রাঘৌ কর গহা॥
ওহি ধনুক রাবন সংঘারা।
ওহি ধনুক কংসাসুর মারা॥
ওহি ধনুক বেধা হুত রাহু[৪]।
মারা ওহি সহস্রা[৫] বাহু॥
উহৈ[৬] ধনুক ভই[৭] তা পহঁ চীন্হা।
ধানুক আপ বেঝ[৮] জগ কীন্হা॥
উন্হ ভউঁ হনি সরি কোউ ন জীতা।
অছরী ছপীঁ ছপীঁ[৯] গোপীতা॥
ভৌঁহ ধনুক ধনি[১০] ধানুক দুসর সরি ন করাই।
গগন ধনুক জো উগই লাজহি সো ছপি জাই॥

তাঁর ভ্রূযুগল শ্যাম, যেন ধনুকের চাপ। যার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, বিষাক্ত বাণ যেন নিক্ষিপ্ত হয়। ওঁর ভ্রূযুগলে যে মরণ চাপ সজ্জিত হয়েছে, কে সেই মারণাস্ত্র নির্মাণ করেছে? ঐ ধনুক ছিল কৃষ্ণের নিকটে, আবার ঐ ধনুক রামও গ্রহণ করেছিলেন। ঐ ধনুক দিয়েই রাবণের সংহার হয়েছিল, ঐ ধনুকের সাহায্যেই কংসাসুর নিহত হয়েছিল। ঐ ধনুকেই অর্জুন কর্তৃক মৎস্যবিদ্ধ হয়েছিল এবং (পরশুরাম কর্তৃক) সহস্রবাহুর নিধন হয়েছিল। তাঁর কাছে এ যে সেই ধনুক তা দেখেই চেনা যায়. এই ধনুক ধারণ করেই এই জগৎকে তিনি বিদ্ধ করেছেন। ওঁর এই ভ্রূধনুককে জয় করতে পারে এমন কেউ নেই। অপ্সরাগণ এঁর কাছে আত্মগোপন করে এবং গোপীগণও লুকিয়ে থাকে।

ভ্রূযুগল হল ধনুক এবং সেই নারী হলেন ধনুর্ধারিণী, তাঁর সমান কেউ নেই। আকাশে যে ইন্দ্রধনু ওঠে, এঁকে দেখে লজ্জায় তা মিলিয়ে যায়।

১ স্যাম ধনুখ ওহি
২ ওহী
৩ কিরসন
৪ রোহ
৫ সহসরা
৬ ওহী
৭ বৈ
৮ বেধ
৯ ছিপী ছিপী
১০ খন

৫

নৈন বাঁক সরি পুজ ন কোউ।
মানসরোদক[১] উলথহিঁ দোউ॥
রাতে কঁবল করহিঁ অলি ভবাঁ।
ঘুমহিঁ মাতি চহহিঁ[২] অপসবাঁ[৩]॥
উঠহিঁ তুরঙ্গ লেহিঁ নহিঁ বাগা।
চাহহিঁ উলথি গগন কহঁ লাগা॥
পবন ঝকোরহিঁ দেই হিলোরা।
সরগ লাই ভুই লাল[৪] বহোরা॥
জগ ডোলই ডোলত নৈনাহাঁ।
উলটি অড়ার জাহিঁ পল মাহাঁ॥
জবহিঁ[৫] ফিরাহিঁ গগন গহি[৬] বোরা।
অস বৈ ভঁউর[৭] চক্র কে জোরা॥
সমুদ-হিলোর[৮] ফিরহিঁ[৯] জনু ঝুলে।
খঞ্জন লরহিঁ মিরিগ জনু[১০] ভুলে॥
সুভর সরোবর নয়ন বৈ[১১] মানিক ভরে তরঙ্গ।
আবত তীর ফিরাবহীঁ কাল ভঁউর[১২] তেহি সঙ্গ॥

তাঁর বঙ্কিম নয়নদ্বয়ের সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। এরা যেন দুটি তরঙ্গিত মানস সরোবর। রক্তকমলের উপর দুটি কৃষ্ণভ্রমর যেন উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং উড়ে যেতে চাইছে। এ যেন বল্গাবিহীন দুটি তুরঙ্গ চঞ্চল হয়ে আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। পবনপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ যেন স্বর্গে উঠে আবার ভূতলে নেমে আসছে। তাঁর নয়নের পলকপাতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন দুলে ওঠে, এবং কটাক্ষের আঘাতে সৃষ্টি উল্টে যায়। যখন আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরে তখন সমস্ত আকাশ যেন আবর্ত চক্রের দিকে বেগে ধাবিত হয়। তাঁর ইতস্তত দৃষ্টিপাতে সমুদ্র তরঙ্গিত হয়—তখন মনে হয় তাঁর নয়ন যেন চঞ্চল খঞ্জন অথবা বেপথু হরিণ।

তাঁর নয়ন যেন অগাধ সরোবর—যেখানে প্রতি তরঙ্গে তরঙ্গে মাণিক্য। সেই চক্ষুতারকার কালভ্রমরের আকর্ষণে যে এসেছে সে-ই আহত হয়ে তারে ফেরে

১ মানু সমুঁদ অস
২ চহুঁ
৩ উপসবাঁ
৪ লাই
৫ চহৈঁ
৬ কহুঁ
৭ ভবৈঁ
৮ হিঁডোল
৯ করহিঁ
১০ বন
১১ তর সমুদ্র অস নৈন দুই
১২ ভঁবর

৬

বরুনী কা বরনউঁ ইমি বনী।
সাধে বান জানু দুই অনী॥
জুরী রাম রাবন কৈ সৈনা।
বীচ সমুদ্র ভএ দুই নৈনা॥
বারহিঁ পার বনাররি সাধা।
জা সহুঁ হের লাগ বিষ-বাধা॥
উহু বানহু অস কো জো ন মারা।
বেধি রহা সগরৌ সংসারা॥
গগন নখত জো[১] জাহিঁ ন গনে।
বৈ সব বান ওহী কে হনে॥
ধরতী বান বেধি সব[২] রাখী।
সাখী ঠাঢ় দেহিঁ সব সাখী॥
রোবঁ রোবঁ মানুস তন ঠাঢ়ে।
সুতহিঁ[৩] সুত[৪] বেধ অস গাঢ়ে[৫]॥
বরুনি বান অস ওপহঁ বেধে রন বন-ঢাঁখ[৬]।
সৌজহিঁ[৭] তন্ সব রোবাঁ পংখিহি[৮] তন্ সব পাঁখ[৯]॥

কেমন করে বর্ণনা করব তাঁর অপূর্ব চক্ষুপল্লবের শোভা! সে যেন দুই সৈন্যদলের শর-সন্ধান। তা যেন নয়ন সাগরের দুই তটে রাম রাবণের সৈন্যসমাবেশ। দুপারেই সজ্জিত শর—যাকেই দৃষ্টির আঘাত হানে সে-ই বিষে জর্জরিত হয়। কে এমন আছে যে সেই দৃষ্টি-বাণে আহত না হয়, সমস্ত জগৎ সংসার সেই বাণে বিদ্ধ হয়ে আছে। আকাশের গণনাতীত নক্ষত্ররাজিও সেই শরাঘাতে আহত হয়। সমস্ত ধরণী যেন সেই বাণে বিদ্ধ হয়ে আছে, বৃক্ষগুলি যেন দাঁড়িয়ে তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষের দেহের প্রতি লোমে লোমে সেই আমূলবিদ্ধ শরেরই চিহ্ন।

তাঁর নেত্রপল্লবের শরসন্ধান যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের দেহে, বনভূমির বৃক্ষশরীরে, পশুদের দেহলোমে এবং পাখীদের পাখাতে বর্তমান।

১ জস
২ কৈ
৩ সীতহিঁ
৪ সোত
৫ কাঢ়ে
৬ ঢংখ
৭ সাউজ
৮ পংখিন
৯ পংখ

৭

নাসিক খরগ দেউঁ কহ[১] জোগূ।
খরগ খীন বহ বদন সঁজোগূ॥
নাসিক দেখি লজানেউ সুআ।
সুক আই বেসরি হোই উআ॥
সুআ জো[২] পিয়র হিরামন লাজা।
ঔর ভাব কা বরনউঁ রাজা॥
সুআ সো নাক কটোর পঁবারী।
বহ কোঁবর[৩] তিল-পুহুপ সঁবারী॥
পুহুপ সুগন্ধ করহিঁ এহি[৪] আসা।
মকু হিরকাই লেই হম্হ পাসা[৫]॥
অধর দসন পর নাসিক সোভা।
দারিউঁ বিম্ব দেখি সুক লোভা[৬]॥
খঞ্জন দুহুঁ দিসি কেলি করাহীঁ।
দহুঁ বহ[৭] রস কোউ পাব কি[৮] নাহীঁ॥
দেখি অমিয়-রস[৯] অধরহু ভএউ নাসিকা কীর।
পৌন বাস পঁহুচাবৈ অস রম[১০] ছাঁড় ন তীর॥

তাঁর নাসিকার সঙ্গে খড়্গের মিল কেমন করে দেই? খড়্গের চেয়ে তা ক্ষীণ কারণ তা মুখের সঙ্গে সংযুক্ত। সে নাক দেখে শুকপাখীও লজ্জা পায়। শুকতারা সে নাকের বেসর হবার জন্য উদিত হয়। এমন কি তা দেখে লজ্জায় আমি হীরামন শুক-ও পিঙ্গল হয়ে গেছি। হে রাজা, অপরের অবস্থা আর কি বর্ণনা করব? শুকপাখীর নাক (ঠোঁট) কামারের ছেনির মতো কঠিন, কিন্তু তাঁর নাসিকা তিলফুলের মতো কোমল। ফুল যে সৌরভ ছড়ায় তা এই আশা করে যে তাকে কোনোসময় তাঁর নাসিকার কাছে কেউ নিয়ে আসবে। তাঁর অধর এবং দশনের উপর নাকের শোভা, তা যেন ডালিম এবং বিম্বফল দেখে লুব্ধ শুকপাখী। নাসার দুই পার্শ্বে খঞ্জন খেলে বেড়াচ্ছে। দুজনের কেউ ঐ অধররস পাবে কি, পাবে না (কে জানে?)।

অধরের অমৃতরস দেখে তাঁর নাসিকা শুকপক্ষী হল। কিংবা [illegible]
করছে না।

১ কিমি
২ সো
৩ কোঁবল
৪ সব
৫ বাসা
৬ দারিব দেখি সুবা মন লোভা
৭ ওহি
৮ কো
৯ অমীরস
১০ আস্রন

৮

অধর সুরঙ্গ অমী-রস-ভরে।
বিম্ব সুরঙ্গ লাজি বন ফরে[১]॥
ফূল দুপহরী জানউঁ রাতা।
ফূল ভরহিঁ জ্যোঁ জ্যোঁ[২] কহ বাতা॥
হীরা লেই[৩] সো বিদ্রুম-ধারা।
বিহঁসত জগত হোই উজিয়ারা॥
ভএ মঁজীঠ পানন্হ[৪] রঁগ লাগে।
কুসুম রঙ্গ থির রহই ন আগে॥
অস কৈ অধর অমী ভরি রাখে।
অবহিঁ[৫] অছুত ন কাহু চাখে॥
মুখ তঁবোল-রঁগ-ধারহিঁ[৬] রসা।
কেহি মুখ জোগ জো[৭] অমৃত[৮] বসা॥
রাতা জগত দেখি রঁগরাতী।
রুহির ভরে আছহি বিহঁসাতী॥
অমী অধর অস রাজা সব জগ আস করেই।
কেহি কহঁ কবঁল বিগাসা কো মধুকর রস লেই॥

তাঁর অমৃতরসপূর্ণ সুরক্তিম অধর দেখে সুন্দর বিম্বফল লজ্জায় বনে চলে গেল। তাঁর অধর যেন দুপহরী বা বান্ধুলী ফুলের মতো রক্তিম—কথা বলার সাথে সাথে যেন ফুলে ফুলে ভরে যায়। তাঁর হাসিতে অধরের প্রবালস্রোত হীরকখচিত হয়ে যেন জগৎকে উজ্জ্বল করে তোলে। তাম্বুলের রঙে তাঁর অধর রক্তিম লতার মতো দেখায়, তার কাছে কুসুমের বর্ণও মিলিয়ে যায়। তাঁর অধর অমৃতরসে পূর্ণ, তা কেউ আস্বাদ করে নি বলে এখনও অনাস্বাদিত রয়ে গেছে। তাম্বুলরসরাগে রক্তিম তাঁর অধরে কার মুখসংযোগের জন্য অমৃত সঞ্চিত হয়েছে। তাঁর অধররাগ দেখে জগৎ রক্তিম হয়েছে। তিনি যখন হাসেন তখন মনে হয় সব যেন রুধিরে ভরে আছে।

হে রাজা, তাঁর অমৃতময় অধরের আকাঙ্ক্ষা করে সমস্ত পৃথিবী। কার জন্য এই কমলের বিকাশ? কোন মধুকর পাবে এর মধু?

১ পরে
২ জো জো
৩ লিহে
৪ বাভন
৫ অবহুঁ
৬ চাহহিঁ
৭ সো
৮ অমিরিতু

৯

দসন চৌক বৈঠে জনু হীরা।
ঔ বিচ বিচ রংগ স্যাম গঁভীরা॥
জস[১] ভাদোঁ-নিসি দামিনি দীসী
চমকি উঠই তস বনী[২] বতীসী॥
রহ সুজোতি হীরা উপরাহীঁ।
হীরা-জোতি[৩] সো তেহি পরছাহীঁ॥
জেহি দিন দসন জোতি নিরমঈ।
বহুতৈ জোতি জোতি ওহি ভঈ॥
রবি সসি নখত দিপহিঁ ওহি[৪] জোতী।
রতন পদারথ মানিক মোতী॥
জঁহ জঁহ বিহঁসি সুভারহি হঁসী।
তহঁ তহঁ ছিটকি জোতি পরগসী॥
দামিনি দমকি[৫] ন সররি পূজী।
পুনি ওহি জোতি ঔর[৬] কো দূজী॥
হঁসত দসন অস চমকে পাহন উঠে ঝরক্কি।
দারিউঁ সরি জো ন কৈ সকা ফাটেউ[৭] হিয়া দরক্কি॥

তাঁর সামনের চারটি দাঁত যেন হীরের মতো উজ্জ্বল, ওদের ধারে ধারে শ্যামরেখা। ভাদ্ররজনীতে যেমন বিদ্যুত চমকায় তেমনি তাঁর বত্রিশটি দন্ত ঝলকে ওঠে। এদের দীপ্তি হীরকের চেয়েও সুন্দর, হীরকের জ্যোতি যেন এদেরই ছায়া। যেদিন ঐ দশনজ্যোতি নির্মিত হল সেদিন তা থেকে আরও অনেক জ্যোতির উদ্ভব হল। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র ঐ জ্যোতিতেই দীপ্ত, মণিমাণিক্য মুক্তা প্রভৃতি রত্নপদার্থও ঐ জ্যোতিতেই উজ্জ্বল। যেখানে যেখানে তাঁর প্রসন্ন হাসি বিকশিত হয়, সেখানে সেখানে বিচ্ছুরিত জ্যোতি প্রকাশ পায়। বিদ্যুতের দীপ্তি এর সমতুল্য বা পূজ্য নয়। এর দ্বিতীয় হতে পারে এমন জ্যোতি আর কি আছে?

তাঁর হাসির দশন-জ্যোতিতে পাষাণও ঝলকে ওঠে। দাড়িম্ব ফল এর সমকক্ষতা অর্জন করতে না পারায় তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

১ জনু
২ বিহঁস
৩ দিপহিঁ
৪ তেহি
৫ চমক
৬ হো ই
৭ কাটা

১০

রসনা কহোঁ জো কহ রস বাতা।
অমৃত-বৈন[১] সুনত মন রাতা॥
হরই[২] সো সুর চাতক কোকিলা।
বিনু বসন্ত যহ বৈন ন মিলা[৩]॥
চাতক কোকিল রহহিঁ জো নাহীঁ।
সুনি রহ[৪] বৈন লাজ ছপি জাহীঁ॥
ভরে প্রেম-রস[৫] বোলৈ বোলা।
সুনই সো মাতি ঘুমি কৈ ডোলা॥
চতুরবেদ মত সব ওহি পাহাঁ।
রিগ জজু সাম অথরবন মাহাঁ॥
এক এক বোল অরথ চৌগুনা।
ইন্দ্র মোহ বরম্হা সির ধুনা॥
অমর ভাগবত[৬] পিঙ্গল গীতা।
অরথ বূঝি পণ্ডিত নহিঁ জীতা॥
ভাসবতী ঔ ব্যাকরণ পিঙ্গল[৭] পঢ়ে পুরান।
বেদ-ভেদ সৌঁ বাত কহ সুজনহু[৮] লাগে বান॥

এবার বর্ণনা করছি তাঁর রসনার, যা রসপূর্ণ বাণী উচ্চারণ করে। সেই অমৃতকথা শুনে মন রঞ্জিত হয়। চাতক এবং কোকিলের স্বরকে সে হারিয়ে দেয়, কারণ বসন্তকাল বিনা ওদের স্বর শোনা যায় না, (কিন্তু পদ্মাবতীর স্বর সর্বদাই শ্রুত)। যেখানে কেউ নেই সেখানে চাতক এবং কোকিল থাকে, কারণ তাঁর স্বর শুনে লজ্জায় তারা লুকিয়েছে। তাঁর কথা প্রেমরসে পূর্ণ, যে শোনে সে-ই উন্মত্তবৎ আত্মভোলা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঋক, যজু, সাম এবং অথর্ব এই চারবেদের সবই ওঁর জিহ্বার আয়ত্তাধীন। তাঁর এক একটি কথার চারগুণ অর্থ, যা অনুধাবন করে ব্রহ্মা মাথা দোলান এবং ইন্দ্র মোহগ্রস্ত হন। অমরকোষ, ভাগবত, পিঙ্গল এবং গীতার অর্থবোধে কোনো পণ্ডিতই তাঁকে জয় করতে সমর্থ নন।

জ্যোতিষ-গ্রন্থ ভাস্বতী, ব্যাকরণ, ছন্দগ্রন্থ পিঙ্গল এবং পুরাণপাঠে তিনি অভ্যস্ত। তিনি বেদকে ভেদ করেছেন। তাঁর কথা সুজনের চিত্তকে বাণবিদ্ধ করে।

১ অমিরিত বচন
২ হারে
৩ বীন বংশ ওহি বয়ন ন মিলা
৪ রেহই
৫ মধু
৬ অরথ
৭ পুরান
৮ জন জনু

১১

পুনি বরনৌঁ কা সুরঙ্গ কপোলা।
এক নার‍ঁগ দুই কিএ[1] অমোলা ॥
পুহুপ পঙ্ক[2] রস অমৃত[3] সাঁধে।
কেই য়হ সুর‍ঁগ[4] খরোরা বাঁধে ॥
তেহি কপোল বাএঁ তিল পরা।
জেই তিল দেখ সো তিল তিল জরা ॥
জনু ঘুঁঘচী ওহি তিল করমুহীঁ[5]।
বিরহ বান সাধে সামুহীঁ[6] ॥
অগিনি বান জানৌঁ[7] তিল সূঝা।
এক কটাছ লাখ দস জূঝা ॥
সো তিল গাল[8] মেটি নহিঁ গএউ।
অব য়হ গাল[9] কাল জগ ভএউ ॥
দেখত নৈন পরী পরছাহীঁ।
তেহি তেঁ রাত সাম উপরাহীঁ ॥
সো তিল দেখি কপোল পর গগন রহা ধুব্র গাড়ি।
খিনহিঁ উঠৈ খিন বূড়ই ডোলই নহিঁ তিল ছাঁড়ি ॥

কিভাবে বর্ণনা করব তাঁর সুরঙ্গ কপোলের! একটি নারঙ্গ বা কমলালেবুকে সমান দুভাগে ভাগ করা হয়েছে যেন। পুষ্পনির্যাসের সঙ্গে অমৃত মিশিয়ে কে না জানি এই সুন্দর শর্করাগোলক নির্মাণ করেছে? তাঁর বাঁ গালে যে তিলটি আছে তা যে দেখে, সে তিলে তিলে দগ্ধ হয়। ওই তিলের প্রভাবে গুঞ্জাফুলের মুখ কালো, এই তিল যেন সম্মুখনিক্ষিপ্ত বিরহবাণ। অথবা ঐ তিলকে অগ্নিবাণ বলে মনে হয়, তার একটি কটাক্ষে দশলক্ষ লোক মরে। গাল থেকে ঐ তিল কখনও মোছা যায় না। তাই ঐ কপোল যেন জগতের মৃত্যুতুল্য। নয়নে ঐ তিলের ছায়া পড়ে বলে চোখের তারা রক্তিম এবং কৃষ্ণবর্ণ।

গালের উপর ঐ তিলকে দেখেই আকাশে ধ্রুবতারা অচঞ্চল। ক্ষণকালের জন্য উদিত এবং ক্ষণিকের জন্য ডুবে গেলেও তিলের সঙ্গত্যাগের ভয়ে কখনও তা স্থানত্যাগ করে না।

১ টুক
২ মুরঁগ
অমিয়িতু
মুরঙ্গ
জনু রহ তিল ঘুঁঘচী কর মুহাঁ
সামুহাঁ
জানহু
কাল

১২

স্রবন সীপ দুই দীপ সঁবারে।
কুণ্ডল কনক রচে উজিয়ারে ॥
মনি-কুণ্ডল ঝলকই[1] অতি লোনে।
জনু কৌঁধা লৌকহি দুই কোনে ॥
দুহুঁ দিসি চাঁদ সুরুজ[2] চমকাহীঁ।
চখতন্হ[3] ভরে নিরখি নহিঁ জাহীঁ ॥
তেহি পর খুঁট[4] দীপ দুই বারে।
দুই ধুব্র দুওঁ খুঁট বৈসারে[5] ॥
পহিরে খুম্ভী সিংঘল দীপী।
জনৌঁ[6] ভরী কচপচিআ সীপী ॥
খিন খিন জবহি চীর সির গহই[7]।
কাঁপতি বীজু দুওঁ দিসি রহই[8] ॥
ডরপহিঁ দেবলোক সিংঘলা।
পরৈ ন বীজু টূটি এক[9] কলা ॥
করহিঁ নখত সব সেবা স্রবন দীন্হ অস দোউ।
চাঁদ সুরুজ অস গোহনে[10] ঔর জগত কা কোউ ॥

তাঁর শুক্তির মতো কর্ণযুগলে দুটি দীপ শোভা পাচ্ছে, এমনই উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর স্বর্ণকুণ্ডল। অত্যন্ত দীপ্যমান দুটি মণিকুণ্ডল যেন দুগালের দু প্রান্তে বিদ্যুতের মতো চমকিত হচ্ছে। এ যেন দুদিকে চন্দ্রসূর্যের দীপ্তি। তা যেন দুচোখ ভরে দেখা যায় না। তদুপরি দুটি মণিদীপ দুদিকে শোভা পাচ্ছে—দেখে মনে হচ্ছে দুদিকে দুটি ধ্রুবনক্ষত্র যেন বসে আছে। তিনি সিংহল দ্বীপের খুম্ভী বা কর্ণাভরণ পরে আছেন—মনে হচ্ছে যেন অনেক তারকাশোভিত কৃত্তিকা নক্ষত্র। ক্ষণে ক্ষণে যখন তিনি মাথায় কাপড় দেন তখন মনে হয় যেন অম্বরের মধ্যে দুদিকে দুটি বিদ্যুতের কাঁপন। যদি সেই বিদ্যুতের এক কণা খসে পড়ে এই ভয়ে সিংহলের দেবলোক ভীত হয়।

শ্রবণযুগলের এই দীপ্তি দেখে নক্ষত্ররা তাঁর সেবা করে। চন্দ্র এবং সূর্য যার সেবক জগতের আর কিসে তাঁর প্রয়োজন?

১ চমকই
২০ সুরিজ
৩ নখতন্হ
৪ খুটিল
৫ দুহুঁ খুঁট দুই ধুর বৈসারে
৬ জানহু
৭ গহা
৮ রহা
৯ এহি
১০ গহনে

১৩

বরনৌঁ গীউ কম্বু[১] কৈ রীসী।
কঞ্চন-তার-লাগি[২] জনু সীসী ॥
কুন্দই ফেরি জানু গিউ কাঢ়ী।
হরী পুছার[৩] ঠগী জনু ঠাঢ়ী ॥
জনু হিয় বাঢ়ি[৪] পরেবা ঠাড়া।
তেহি তঁই[৫] অধিক ভাব গিউ বাঢ়া ॥
চাক চঢ়াই সাঁচ জনু কীন্হা।
বাগ তুরঙ্গ জানু গহি লীন্হা ॥
গএ[৬] ময়ূর তমচুর জো হারে।
উহৈ পুকারহিঁ সাঁঝ সকারে ॥
পুনি তেহি ঠাঁব পরী তিনি[৭] রেখা।
ঘুঁট জো পীক লীক সব[৮] দেখা ॥
ধনি ওহি গীউ দীন্হ বিধি ভাউ।
দহুঁ কা সৌঁ লেই করৈ মেরাউ ॥
কণ্ঠসিরি মুকুতাবলী সোহই অভরণ গীউ।
লাগৈ কণ্ঠহার হোই কো তপ সাধা জিউ[৯] ॥

বর্ণনা করছি তাঁর গ্রীবার,—তা যেন ঈর্ষাজনক শঙ্খ। তা যেন সোনার তারে মোড়া কলসীর কণ্ঠদেশ। কুঁদে কুঁদে যেন এই গ্রীবা নির্মিত। পরাজিত ময়ূর এ দেখে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়রা এ দেখে চিত্ত-হারা হয়ে আপন গ্রীবা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কুমোরের চাকে চড়িয়ে ছাঁচে ফেলে যেন এ গ্রীবা নির্মাণ করা হয়েছে ; এ যেন লাগাম দিয়ে বাগ মানানো অশ্বের গ্রীবা। ময়ূর এবং তাম্রচূড় মোরগ এর কাছে হেরে গিয়ে সকাল সন্ধ্যা চিৎকার করে ঘোষণা করে। তাঁর কণ্ঠে যে তিনভাঁজ রেখা দেখা যায়, মনে হয় যেন পান খেলে পানের রস তার বাইরে থেকে দেখা যাবে। ধন্য ওই গ্রীবা যা বিধাতা নির্মাণ করেছেন, দেবতা না জানি কার সঙ্গে এই গ্রীবাকে মিলিত করবেন।

কণ্ঠশ্রী (হার) এবং মুক্তাবলী তাঁর কণ্ঠাভরণ রূপে শোভা পায়। কে এমন তপস্যা করেছে যে তাঁর কণ্ঠহার হয়ে জড়িয়ে থাকবে ?

১ কুম্ব
২ লাগু
৩ পুছারি
৪ কাঢ়ি
৫ তে
৬ গিউ
৭ তির
৮ তস
৯ কো হোই হার কঁঠ লাগৈ কেইঁ তপ সাধা জীউ

১৪

কনক-দণ্ড দুই ভুজা কলাঈ।
জানৌঁ ফেরি কুঁদেরৈ ভাঈ ॥
কদলি-গাভ[১] কই[২] জানৌ[৩] জোরী।
ঔ রাতী ওহি[৪] কঁবল-হথোরী ॥
জানৌ রকত হথোরী বূড়ী।
রবি পরভাত তাত বৈ জূড়ী
হিয়া কাঢ়ি জনু লীন্হেসি হাথা।
রুহির ভরী অঁগুরী তেহি সাথা ॥
ঔ পহিরে নগ-জরী অঁগূঠী।
জগ বিনু জীউ জীউ ওহি মূঠি ॥
বাহুঁ কঁগন[৫] টাড় সলোনী।
ডোলত বাঁহ ভাব গতি লোনী ॥
জানৌ[৬] গতি বেড়িন দেখরাঈ।
বাঁহ ডোলাই জীউ লেই জাঈ ॥
ভুজ-উপমা পৌনার নহিঁ খীন ভএউ[৭] তেহি চিন্ত।
ঠাঁবহি ঠাঁব বেধ ভা[৮] উভি সাঁস লেই নিন্ত ॥

তাঁর মণিবন্ধসহ ভুজযুগল যেন স্বর্ণদণ্ডতুল্য, তা যেন কুঁদে তৈরী। নব কদলীতরুর মতো তাদের গঠন। তাঁর হাতের চেটো পদ্মের মতো লাল। মনে হয় যেন তা রক্তে ডোবানো। প্রভাতরবিতে তাত আছে কিন্তু এরা শীতল। হৃদপিণ্ডকে তুলে এনে যেন হাতের উপর রাখা হয়েছে, তাই অঙ্গুলী রক্তপূর্ণ হয়েছে। রত্নজড়িত অঙ্গুরীয় পরে আছেন তিনি, যেন প্রাণহীন জগতের প্রাণ তাঁরই হাতের মুঠোয়। তাঁর বাহুতে আছে তাগা এবং কঙ্কন, হাতের আন্দোলনে অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চালিত হয়। মনে হয় যেন তা নর্তকীর নৃত্যভঙ্গী—তাঁর বাহুসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের জীবন চলে যায়।

পদ্ম-মৃণাল যে এই বাহুযুগলের সমকক্ষ নয়—এই চিন্তায় তা ক্ষীণ হয়ে গেছে। আর স্থানে স্থানে মৃণালের যে কণ্টকছিদ্র তা দিয়ে যেন সে নিত্য দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

১ খাভ
২ কী
৩ জানহু
৪ কর
৫ কংকন
৬ জানহু
৭ ভই
৮ ঠাউঁ ঠাউঁ বেধা ছিদ্রা

১৫

হিয়া থার কুচ কঞ্চন লাঙ্ক[১]।
কনক কচোর উঠে জনু[২] চাঙ্ক[৩]॥
কুন্দন বেল সাজি জনু কুঁদে।
অমৃত রতন মোন[৪] দুই মূঁদে॥
বেধৈ ভঁউর কন্ট কেতকী।
চাহহিঁ বেধ কীহ্ন কঞ্চুকী॥
জোবন বান লেহিঁ নহিঁ বাগা।
চাহহিঁ হুলসি হিয়ে হঠ[৫] লাগা॥
অগিনি-বান দুই জানৌঁ[৬] সাধে।
জগ বেধহিঁ জউঁ হোহিঁ ন বাঁধে॥
উতঁগ জঁভীর হোই রখৱারী।
ছুই কো সকই রাজা কই বারী॥
দারিউঁ দাখ ফরে অনচাখে।
অস নারঁগ দহুঁ কা কহঁ রাখে॥
রাজা বহুত মুএ তপি লাই লাই ভুইঁ মাথ।
কাহূ ছুয়ৈ ন পাএ[৭] গএ মরোরত হাথ॥

তাঁর বক্ষশোভিত স্তনযুগল যেন সুবর্ণগোলক, দুটি সোনার বাটি সুন্দর ভাবে উদ্গত। কুঁদে তৈরী যেন সুনির্মিত দুটি বেল, অথবা রত্নময় দুটি অমৃতপাত্র। স্তনবৃন্তদ্বয় কেতকী ফুলের কাঁটার মতো ভ্রমরকে বিদ্ধ করতে পারে, এবং তারা কাঁচুলীকে বিদ্ধ করতে চায়। যৌবনের অনিরুদ্ধ বাণদ্বয় অন্য হৃদয়কে বিদ্ধ করার জন্য উল্লসিত হয়ে ওঠে। মনে হয় এ দুটি যেন অগ্নিবাণ, যদি বক্ষে বাঁধা না থাকত তাহলে জগৎকে বিদ্ধ করত। এরা যেন উঁচুডালে রক্ষিত দুটি লেবু, এই রাজকন্যাকে কে স্পর্শ করতে সক্ষম? এ দুটি ডালিম অথবা আঙুরফল এখনও অনাস্বাদিত রয়ে গেছে, কমলালেবু দুটি কার জন্য রাখা আছে?

হে রাজা, এর জন্য অনেকে ভূমিতে মাথা পেতে তপস্যা করেছে। কেউই একে স্পর্শ করতে পারে নি, সকলেই হাত ঝেড়ে চলে গেছে।

১ লাড়ু
২ কৈ
৩ চাড়ু
৪ অমিরিত ভরে রতন
৫ কেহি
৬ জানত দোউ
৭ পাবৈ

১৬

পেট পতর জনু চন্দন লাৱা।
কুহঁ কুহঁ-কেসর বরন সুহাৱা॥
খীর অহার ন কর সুকুৱাঁরা।
পান ফূল কে রহৈ অধারা॥
সাম ভুঅঙ্গিনি রোমাৱলী।
নাভী[১] নিকসি কঁৱল কহঁ চলী॥
আই দুও নারঁগ বিচ ভঈ।
দেখি ময়ুর ঠমকি রহি গঈ॥
মনহুঁ চঢ়ী ভঁউ রহ্ন[৩] কৈ পাঁতী।
চন্দন-খাঁভ বাস কৈ মাতী॥
কী[৪] কালিন্দী বিরহ সতাঈ।
চলি পয়াগ অরইল[৫] বিচ আঈ॥
নাভি কুণ্ড[৬] বিচ বারানসী।
সৌহ কো হোই মীচু তহঁ বসী॥
সির করৱত তন করসী[৭] বহুত সীঝ তেহি আস।
বহুত ধূম ঘুটি ঘুটি[৮] মুএ উতর ন দেই নিরাস॥

তাঁর পাতলা উদর চন্দনচর্চিত এবং কুমকুম ও জাফরাণ বর্ণশোভিত। সেই সুকুমারী ক্ষীরও আহার করেন না। পান এবং ফুলই তাঁর অবলম্বন। কৃষ্ণসর্পের মতো তাঁর রোমাবলী নাভীগহ্বর থেকে বের হয়ে মুখপদ্মের দিকে ধাবমান। অতঃপর নারঙ্গ যুগলের মাঝখানে এসে হঠাৎ ময়ূরগ্রীবা দেখে যেন থমকে গেছে। এই রোমাবলী যেন চন্দন-স্তম্ভে গন্ধোন্মত্ত হয়ে ভ্রমরপংক্তির মতো নিবিষ্ট হয়ে আছে। অথবা এ যেন বিরহব্যাকুলা যমুনা, সঙ্গমে মিলিত হবার জন্য প্রয়াগের দিকে চলেছে। তাঁর নাভিকুণ্ডের মাঝখানে বারাণসী, সেখানে কে আসতে সমর্থ? মৃত্যু সেখানে বসে আছে।

তাঁর জন্য অনেকে মাথায় করপত্র বা তরবারির আঘাত নিয়েছে, দেহকে তুষানলে দগ্ধ করেছে, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে, কিন্তু কাউকেই তিনি কোনো আশ্বাস দেন নি, সকলেই নিরাশ হয়েছে।

১ নাভি তে
২ কমহ
৩ নাগন
৪ কৈ
৫ অৱয়ল
৬ কুণ্ড
৭ করসী লৈ
৮ ঘুংঘট

১৭

বৈরিনি[১] পীঠি লীন্হি রহ পাছে।
জনু ফিরি চলী অপছরা কাছে॥
মলয়াগিরি কৈ পীঠি সঁবারী।
বেনী নাগিনি[২] চঢ়ী[৩] জো[৪] কারী॥
লহরৈঁ দেতি[৫] পীঠি জনু চঢ়ী[৬]।
চীর-ওহার[৭] কেঞ্চুলী মঢ়ী[৮]॥
দহুঁ কা কহঁ অস বেনী কীন্হী।
চন্দন বাস ভুঅঁঙ্গৈ[৯] লীন্হী॥
কিরস্থন করা[১০] চঢ়া ওহি মাথে।
তব তৌ[১১] ছুট অব ছুটৈ[১২] ন নাথে॥
কারে কর্ঁল গহে মুখ দেখা।
সসি পাছে জনু রাহু বিসেখা॥
কো দেখৈ পাবৈ রহ নাগূ।
সো দেখৈ জেহি কে সির ভাগূ[১৩]॥
পন্নগ পঙ্কজ মুখ গহে খঞ্জন তহঁা বঈঠ।
ছত্র[১৪] সিংঘাসন রাজ ধন তাকহঁ হোই জো ডীঠ[১৫]॥

পৃষ্ঠদেশ যেন শত্রু—পশ্চাতে লগ্ন হয়ে আছে। যেন অপ্সরা পিছন ফিরে চলেছে। তাঁর পিঠ যেন মলয়গিরি, তার উপরে চড়ে আছে সর্পবেণী। তা যেন পিঠের উপর উঠে কাঁচুলি এবং আঁচলের উপর সর্পিল গতিতে দুলছে। কার জন্য দেবতা এমন বেণী নির্মাণ করেছেন? তা ভুজঙ্গের মতো গাত্রলগ্ন হয়ে মলয়চন্দনের সুগন্ধ নিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন নাগের মাথায় চড়েছিলেন তখন সে ছুটে পালিয়েছিল কিন্তু এখন (পৃষ্ঠলগ্ন হওয়ায়) পালাতে পারছে না। সর্প যেন মুখে কমল ধারণ করে আছে বলে মনে হচ্ছে অথবা চন্দ্রের পশ্চাতে যেন রাহু অধিষ্ঠান করছে। এমন নাগ কে দেখতে পায়, যার সৌভাগ্য আছে সেই শুধু দেখে।

সর্পের মুখে শোভা পাচ্ছে পদ্ম, আবার পদ্মের ভিতর বসে আছে খঞ্জন;—যে এই দৃশ্য দেখতে পায় তার রাজছত্র, সিংহাসন, রাজ্য এবং ধন সবই হয়।

---

১ চোটী
২ নাগ
৩ চঢ়া
৪ জনু
৫ লেত
৬ চঢ়া
৭ ওঢ়ারা
৮ মঢ়া
৯ ভুৱংগহি
১০ কিস্থন কী কলা
১১ সো
১২ ছুট
১৩ সো দেখে মাথৈ মনি ভাগূ
১৪ ছাত
১৫ দীঠ

১৮

লঙ্ক পুহুমি অস আহি ন কাহু।
কেহরি কহৌঁ ন ওহি সরি তাহু॥
বসা লঙ্ক বরনৈ[১] জগ ঝীনী।
তেহি তেঁ অধিক লঙ্ক রহ খীনী॥
পরিহঁস পিয়র ভএ[২] তেহি বসা।
লিএ ডঙ্ক লোগন্হ[৩] কহঁ ডসা॥
মানহুঁ নাল[৪] খণ্ড দুই ভএ[৫]।
দুহু বিচ লঙ্ক[৬]-তার রহি গএ[৭]॥
হিয় কে[৮] মুরে[৯] চলৈ রহ তাগা।
পৈগ দেত কিত[১০] সহিসক[১১] লাগা॥
ছুদ্র ঘন্টিকা মোহহিঁ রাজা।
ইন্দ্র অখাড় আই[১২] জনু বাজা॥
মানহুঁ বীন গহে কামিনী।
গাৱহিঁ সবৈ রাগ রাগিনী॥
সিংঘ ন জীতা লঙ্ক সরি হারি লীন্হ বনৱাসু।
তেহি রিস মানুস রকত পিয়[১৩] খাই মারি কৈ মাঁসু॥

এমন কটিদেশ পৃথিবীতে আর কারো নেই। সিংহের কটিও ওর সমতুল্য নয়। জগতে বোলতার কটিদেশ ক্ষীণ বলে প্রসিদ্ধ; ওঁর কটিদেশ তার চেয়েও ক্ষীণ। সেই কারণে পরিহসিত হয়ে বোলতা পীত হয়েছে, এবং কোন লোককে দেখলেই হুল দিয়ে দংশন করে। কিংবা তাঁর কটি দেখলে মনে হয় যেন দ্বিখণ্ডিত মৃণালের মধ্যস্থিত সূক্ষ্মতন্তু। তাঁর বক্ষের আন্দোলনে সেই সূক্ষ্ম তন্তুতে কাঁপন লাগে, পদচারণের সময় কেমন করে সে ভার সহ্য করবে? কটিদেশে যে ছোট ঘুঙুর বাঁধা আছে তার শব্দে রাজাদের চিত্ত মোহিত হয়, ইন্দ্রসভায় যেন সেই শব্দেরই প্রতিধ্বনি বাজে। মনে হয় যেন তা কামিনীদের বীণাধ্বনিসহ বিচিত্র রাগরাগিণীর গীত।

সিংহ তাঁর কটিদেশের সমকক্ষতায় হেরে গিয়ে বনবাস গ্রহণ করেছে, এবং তারই প্রতিশোধ স্বরূপ সে মানুষ মেরে তার মাংস খায় এবং রক্ত পান করে।

১ বরনী
২ ভঈ
৩ মানুষ
৪ নলিন
৫ ভৱা
৬ কনক
৭ গৱা
৮ সো
৯ মোরি
১০ কত
১১ সঈসক
১২ বাজ
১৩ তেহি রিস রকত পিয়ত ফিরৈ

১৯

নাভি কুণ্ড সো মলয় সমীরূ।
সমুদ ভঁবর জস ভঁবৈ গভীরূ॥
বহুতৈ ভঁবর বরণ্ডর[১] ভএ।
পহুঁচি ন সকে সরগ কহঁ গএ॥
চন্দন মাঁঝ কুরঙ্গিনি খোজ্।
দহুঁ কো পাউ কো রাজা ভোজ্॥
কো ওহি লাগি হিবঞ্চল সীঝা।
কা কহঁ লিখী[২] ঐস[৩] কী রীঝা॥
তীরই[৪] কঁবল সুগন্ধ সরীরূ।
সমুদ-লহরি সোহই তন চীরূ॥
ভূলহিঁ রতনপাট কে ঝোঁপা।
সাজি মৈন অস কা পর কোপা[৫]॥
অবহিঁ সো অহৈঁ[৬] কঁবল কৈ করী।
ন জনৌ কৌন ভঁউর কহঁ ধরী॥
বেধি রহা জগ বাসনা পরিমল মেদ সুগন্ধ।
তেহি অরঘানি ভঁউর সব লুবুধে তজহিঁ ন বন্ধ[৭]॥

তাঁর নাভিকুণ্ড মলয়সমীরণে সুগন্ধযুক্ত। সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় তা গভীর। সমুদ্রের অনেক আবর্ত তাঁর নাভিকুণ্ডের কাছাকাছি আসতে না পেরে ঘূর্ণীঝড় হয়ে আকাশে উড়ে গেছে। এ যেন চন্দনের মধ্যে মৃগের পদচিহ্ন—কে এ পাবে? কে সেই ভোজরাজ? এর জন্য কে হিমালয়ে তপস্যা করবে? কার ভাগ্যে এ বস্তু লেখা আছে? তাঁর সুন্দর শরীরে তীব্র কমল-সুবাস,—তাঁর দেহবসন সমুদ্রতরঙ্গতুল্য। তাঁর পট্টবস্ত্র মনোহর রত্নজড়িত—এইভাবে সজ্জিত করে মদন কার উপর কোপপ্রকাশ করছেন? এখনও সে শরীর কমলকলিকা, না জানি কোন ভ্রমরের জন্য তা সংরক্ষিত?

তাঁর দেহের পরিমলে সমস্ত জগৎ বাসনাবিদ্ধ হয়ে আছে; সেই আঘ্রাণে লুব্ধ ভ্রমরবৃন্দ বাসনাবন্ধন ত্যাগ করতে পারছে না।

১ বঁউরা
২ ঐসি
৩ রচী
৪ কৌবল
৫ সাজি মদন দহঁ কা কহঁ কোঁপা
৬ আহি
৭ তজহিঁ ন বাঁধীবন্ধ

২০

বরনউঁ নিতঁব লঙ্ক কৈ সোভা।
ঔ গজগবন দেখি মন[১] লোভা॥
জুরে জঙ্ঘ সোভা অতি পাএ।
কেরা খম্ভ[২] ফেরি জনু লাএ॥
কঁবল-চরণ অতি রাত বিসেখী।
রহৈঁ পাট-পর পুহুমি[৩] ন দেখী॥
দেবতা হাথ হাথ পগু[৪] লেহীঁ।
জহঁ পগু ধরই[৫] সীস তহঁ দেহীঁ॥
মাথে ভাগ কোউ অস পাবা।
চরণ-কঁবল লেই সীস চঢ়াবা॥
চূরা চাঁদ সুরুজ উজিয়ারা।
পায়ল বীচ করহিঁ ঝনকারা॥
অনবট বিছিয়া নখত তরাঈঁ।
পহুঁচি সকৈ কো পায়ঁন তাঈঁ॥
বরনি সিঙ্গার ন জানেউঁ নখসিখ জইস অভোগ।
তস জগ কিছুই[৬] ন পাএউঁ[৭] উপমা দেউ ওহি জোগ॥

এবার কটিদেশের শোভাস্বরূপ নিতম্বের বর্ণনা করছি। ঐ গজগমনের সৌন্দর্য দেখে মন লুব্ধ হয়। জঙ্ঘাযুগলের সংযোগস্থল অতি মনোহর। তা যেন উলটে ধরা কদলীস্তম্ভ। চরণকমল অত্যন্ত রক্তিম, সিংহাসনের উপর স্থাপিত, কখনও পৃথিবী স্পর্শ করে না। দেবতা যেন দুহাতে সেই পদযুগল ধারণ করে আছেন। যেখানে পা পড়ে সেখানেই দেবতা মাথা পেতে দেন। কার কপালে এত সৌভাগ্য হবে যে সেই পাদপদ্ম নিজের মাথায় রাখতে পারবে? তাঁর পদাভরণের দীপ্তিতে চন্দ্র এবং সূর্য উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাঁর পদনূপুরে সমুদ্রতরঙ্গের ঝঙ্কার শোনা যায়। তাঁর পদাঙ্গুলির অঙ্গুরীগুলি যেন গ্রহ তারা। কে তাঁর পায়ের কাছে পৌছতে সক্ষম?

তাঁর আপাদমস্তক সৌন্দর্য বর্ণনা করেও কিছুই বলা হল না। জগতে কিছুই পাওয়া গেল না, যা তাঁর উপমার যোগ্য।

১ সব
২ থাভ
৩ ভুমি
৪ পগ
৫ পগ পরই
৬ কছু
৭ পায়েঁ

১

সুনতহি[1] রাজা গা মুরছাঈ।
জানৌ[2] লহরি সুরূজ কৈ আঈ॥
প্রেম-ঘাও-দুখ জান ন কোঈ।
জেহি লাগৈ জানৈ তৈ[3] সোঈ॥
পরা সো প্রেম সমুদ অপারা।
লহরহিঁ লহর হোই বিসঁভারা॥
বিরহ ভৌর হোই ভাঁবরি দেঈ।
খিন খিন[4] জীউ হিলোরা লেঈ॥
খিনহিঁ[5] উসাস[6] বূড়ি জিউ জাঈ।
খিনহিঁ[7] উঠৈ নিসরৈ[8] বৌরাঈ॥
খিনহিঁ[9] পীত খিন[10] হোই মুখ সেতা।
খিনহিঁ[11] চেত খিন[12] হোই অচেতা॥
কঠিন মরণ তেঁ প্রেম বেবস্থা।
না জিউ জিয়ই[13] ন দসবঁ অবস্থা॥
জনু লেনিহার ন লেহিঁ[14] জিউ হরহিঁ তরাসহিঁ তাহি।
এতনৈ[15] বোল আব মুখ[16] করৈঁ তরাহি তরাহি॥

রাজা শুনেই মূর্চ্ছা গেলেন। যেন সূর্যকর-তরঙ্গে তিনি আহত হলেন। প্রেমের দুঃখ কেউ জানে না, একমাত্র যে এই দুঃখ পায় সে-ই জানে। প্রেমের অগাধ সমুদ্রের মধ্যে তিনি পড়লেন, তরঙ্গে তরঙ্গে তিনি বিপর্যস্ত হলেন। বিরহের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পাক খেতে খেতে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চেতনাতরঙ্গ আসতে এবং যেতে লাগল। কখনও নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ হয়ে জীবন চলে যায় আবার কখনও বা শ্বাস নিয়ে পাগলের মতো জেগে ওঠেন। ক্ষণে ক্ষণে মুখ হয় পীত বর্ণের, ক্ষণে ক্ষণে আবার শ্বেতবর্ণ হয়ে ওঠে, কখনও চেতনা লাভ করেন, পরক্ষণেই আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েন। প্রেম মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ, এতে জীবনও যায় না আবার দশমী দশা বা মরণও হয় না।

যেন যমদূত জীবনহরণ করছে না, অথচ জীবনহরণের ভয় দেখাচ্ছে। রাজার মুখ দিয়ে কেবল এই কথা নিঃসৃত হচ্ছে—'ত্রাণ কর, ত্রাণ কর।'

১ শুনি কৈ
২ জানহু
৩ পৈ
৪ খন খন
৫ খনহিঁ
৬ নিসাস
৭ খনহি
৮ নিসঁসই
৯ খনহিঁ
১০ খন
১১ খনহিঁ
১২ খন
১৩ জায়
১৪ লীন
১৫ ইতনা
১৬ ন আব মুখ

২

জহঁ লগি[1] কুটুঁব লোগ ঔ নেগী।
রাজা রায় আএ সব বেগী॥
জাবত গুনী গারূড়ী[2] আএ।
ওঝা বৈদ সয়ান বোলাএ॥
চরচহিঁ চেষ্টা পরিখহিঁ[3] নারী।
নিয়র নাহিঁ ওষদ তহঁ[4] বারী॥
রাজহিঁ আহি লখন কৈ করা[5]।
সকতি-বান মোহা হৈ[6] পরা॥
নহিঁ স রাম হনিবঁত[7] বড়ী দূরী।
কো লেঈ আব সজীবন-মূরী॥
বিনয় করহিঁ জে জে[8] গড়পতী।
কা জীউ কীহ্ন কৌন মতি মতী॥
কহহু[9] সো পীর কাহ পুনি[10] খাঁগা।
সমুদ সুমেরু আব তুম্হ মাঁগা॥
ধাবন তহাঁ পঠাবহু[11] দেহি লাখ দস রোক।
হোই সো বেলি[12] জেহি বারী আনহিঁ সবৈ বরোক॥

কুটুম্ব লোক এবং গুরুজন, রাজপুত্র এবং সভাসদ সবাই যে কারণে দ্রুত ধেয়ে এলেন। যত গুণী এবং গারুড়ী এল, ওঝা বৈদ্য এবং জ্ঞানীদেরও ডাকা হল। লক্ষণ বিচার করে এবং নাড়ী পরীক্ষা করে তারা বলল, "এ রোগের উপশমের ওষুধ এখানে নেই, রাজার অবস্থা যেন লক্ষ্মণের মতো, শক্তিশেলের আঘাতে তিনি মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। সে রামও এখানে নেই, হনুমানও অনেক দূরে, কে নিয়ে আসবে সেই সঞ্জীবনী মূল।" যত দুর্গপতি ছিল সবাই বিনম্রভাবে রাজাকে বলল, 'কি হল আপনার, কিসের চিন্তায় আপনি বিভোর? কি আপনার কষ্ট, কি কারণে আপনার এই দশা? আপনি যদি চান তাহলে সমুদ্র এবং সুমেরু আপনার কাছে ছুটে আসবে।

দশলক্ষ মুদ্রা দিয়ে আপনার লোক দ্রুত সেখানে পাঠান; যে উদ্যানে আছে সেই লতা আপনাকে যৌতুক এনে দেওয়া হোক।

১ লগ
২ গারুর
৩ নিরখহিঁ
৪ তেহি
৫ হৈ রাজহিঁ লছিমন কৈ করা
৬ মোহৈ হিয়
৭ হনুবন্ত
৮ জে তে
৯ কহৌ
১০ বিন
১১ পঠাবহি
১২ বেলি

৩

জব[১] ভা চেত উঠা বৈরাগা।
বাউর জনৌঁ[২] সোই[৩] উঠি জাগা ॥
আৱত জগ বালক জস রোৱা।
উঠা রোই হা জ্ঞান সো খোৱা ॥
হঁউ তো অহা অমরপুর জহাঁ।
ইহাঁ মরনপুর আএউঁ[৪] কহাঁ ॥
কোই উপকার মরণ কর কীন্হা।
সকতি হঁকারি[৫] জীউ হর[৬] লীন্হা ॥
সোৱত রহা[৭] জহাঁ সুখ-সাখা।
কস ন তহাঁ সোৱত বিধি রাখা ॥
অব জিউ উহাঁ-তহাঁ তন সূনা।
কব লগি রহৈ পরান-বিহূনা ॥
জো জিউ ঘটহি কাল কে হাথা।
ঘটন নীক পই জিউ-নিসাথা[৮] ॥
অহুঁঠ হাথ তন-সরৱর হিয়া কঁৱল তেহি মাঁহ[৯]।
নৈনহিঁ[১০] জানহু[১১] নীয়রে কর পহুঁচয় ঔগাহ[১২] ॥

যখন চেতনা দেখা দিল তখন তিনি বৈরাগ্য নিয়ে উত্থিত হলেন। উন্মাদের মতো যেন তিনি জেগে উঠলেন। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন পৃথিবীতে এসে কেঁদে ওঠে তেমনি তিনি কেঁদে উঠে বললেন, "হায়, আমি জ্ঞান হারালাম। এতক্ষণ আমি অমরপুরীতে ছিলাম, এই মরণলোকে কেন এলাম ? মৃত্যুর মধ্যে এনে কে এই উপকার করল ? কে আমার শক্তি আকর্ষণ করে জীবন হরণ করে নিল ? আমি এতক্ষণ সুখের পল্লবছায়ায় শুয়েছিলাম, বিধাতা কেন সেখানে আমাকে শুইয়ে রাখলেন না ? এখন জীবন পড়ে রইল সেখানে, আর এখানে রইল চেতনা-শূন্য দেহ। পরাণ-বিহীন অবস্থায় কতদিন থাকতে হবে ? এখন ভাগ্যের হাতে পড়ে যদি জীবন যায় তো যাক, চেতনাহীন জীবন থাকা ভাল নয়।

সাড়ে তিন হাত এই দেহ-সরোবরের মধ্যে হৃদয় পদ্মের মতো ফুটে আছে। তা নয়নের নিকটে কিন্তু হাতের নাগাল থেকে বহু দূরে।

১ জো
২ জনহু
৩ সুতি
৪ আয়ো
৫ জগাই
৬ হরি
৭ অহা
৮ জীৱন সাথা
৯ মাঁহি
১০ নৈনন
১১ জানৌ
১২ অবগাহি

৪

সবহু কহা মন সমুঝহু রাজা।
কাল সেংতি কোউ জূঝ ন ছাজা ॥
তাসৌ জূঝ জাত জো জীতা।
জানত[১] কৃষ্ণ তজা গোপীতা ॥
ঔ ন নেহ কাহূ সৌ কীজৈ।
নাৱঁ মিঠৈ খাএ জিউ দীজৈ[২] ॥
পহিলে সুখ নেহহি জব জোরা।
পুনি হোই কঠিন নিবাহত ওরা ॥
অহুঠ হাথ তন জৈস সুমেরূ।
পহুঁচি ন জাই পরা তস ফেরূ ॥
গগন[৩] দিষ্টি সৌ জাই পহুঁচা।
প্রেম অদিষ্ট গগন তেঁ উঁচা ॥
ধুর তেঁ উঁচ পেম-ধুৱ উআ।
সির দেই পাঁৱ দেই সো ছুআ ॥
তুম রাজা ঔ সুখিয়া করহু রাজ-সুখ ভোগ।
এহি রে পন্থ সো পহুঁচৈ সহৈ জো দুঃখ বিয়োগ ॥

সকলে বলল, হে রাজা নিজের মনকে বোঝান। নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করা উচিত নয়। যার সঙ্গে লড়াই করে জেতা যাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। এ কথা জেনে কৃষ্ণ গোপীদের ত্যাগ করেছিলেন। কারোর জন্যই প্রেমকে প্রশ্রয় দেবেন না। প্রেম নামেই মিষ্ট, কিন্তু খেলে জীবন দিতে হয়। প্রেম যখন প্রবল তখন প্রথম অবস্থায় সুখ কিন্তু পরে তাকে শেষপর্যন্ত বহন করা কঠিন। প্রেমিকার দেহ সাড়ে তিন হাত কিন্তু সুমেরুতুল্য তার ভার। তার কাছে পৌছানো যায় না, ফিরে আসাও কঠিন। মানুষের দৃষ্টি গগন পর্যন্ত পৌছায়, কিন্তু প্রেম অদৃশ্য, আকাশের চেয়েও উঁচুতে তার স্থান। ধ্রুবতারার চেয়েও উঁচুতে প্রেমের ধ্রুবতারা উদিত হয় ; নিজের মাথা কেটে ফেলে তার উপর যে পা রাখতে পারে সে-ই তাকে ছুঁতে পারে।

আপনি রাজা, সুখী লোক ; রাজ্যসুখ ভোগ করুন। যে অনেক দুঃখ এবং বৈরাগ্য সহ্য করতে পারে সে-ই এই পথের শেষে পৌছাতে পারে।

১ জীত ন
২ নাৱঁ মীঠ খাএ জিউ দীজই
৩ জ্ঞান

৫

সুএ কহা মন বুঝহু রাজা[১]।
করব পিরীত কঠিন হৈ কাজা॥
তুম রাজা[২] জেঈঁ ঘর পোঈ।
কঁবল ন ভেঁটেউ[৩] ভেঁটেউ[৪] কোঈ॥
জানহিঁ ভৌঁর জো তেহি[৫] পথ লূটে।
জীউ দীহ্ন ও দিএহু ন ছুটে॥
কঠিন আহি সিংঘল কর[৬] রাজূ।
পাইয় নাহিঁ জূঝ[৭] কর[৮] সাজূ॥
ওহি পথ জাই জো হোই উদাসী।
জোগী জতী তপা[৯] সন্ন্যাসী॥
ভোগ কিএ জৌ পাৱত ভোগূ[১০]।
তজি সো ভোগ কোই করত ন জোগূ॥
তুম রাজা চাহহু সুখ পারা।
ভোগহি জোগ[১১] করত নহিঁ ভারা॥
সাধহু[১২] সিদ্ধি ন পাইয় জৌ লগি সধৈ ন তপ্প।
সো পৈ জানৈ বাপুরা করৈ জো সীস-কলপ্প[১৩]॥

শুক বলল, "হে রাজা, নিজের মনে ভেবে দেখ, প্রেম করা খুবই কঠিন কাজ। তুমি রাজা, প্রাসাদের পলান্ন ভক্ষণ কর। কমলের সঙ্গে নয়, কুমুদের সঙ্গে তোমার বাস। ভ্রমর জানে কমলের সন্ধান, তাই সে পথে লুটিয়ে পড়ে। সে জীবন দেয় কিন্তু কখনও পলায়ন করে না। সিংহল রাজ্য অত্যন্ত কঠিন স্থান, যুদ্ধের সাজে গেলে সেখানে কিছু পাওয়া যাবে না। যে সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বী, যতি এবং উদাসীন সে ওই পথে যেতে পারে। যদি সহজেই ভোগের দ্বারা ভোগ্যবস্তু পাওয়া যেত তাহলে কেউই সে উপায় ছেড়ে সাধনা করতে যেত না। তুমি রাজা, সুখের প্রত্যাশী। ভোগের দ্বারা সাধনা করার কথা ভেব না।

তপস্যার দ্বারা অর্জন না করে কেবল ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধিলাভ হয় না, যে নিজের হাতে মাথা কেটে ফেলতে পারে সে-ই জানে সিদ্ধিলাভের উপায়।

১ সুৱৈ কহা সুনু সো সোঁ রাজা
২ অবহী
৩ ভেঁটা
৪ ভেটী
৫ তিহ্ন
৬ কৈ
৭ রাজ
৮ কে
৯ তথা
১০ ভোগ ছাড়ি ধৈরত রহ জোগূ
১১ জোগিহি জোগ
১২ সাধহিঁ
১৩ সীস জো করৈঁ অরপ্প।

৬

কা ভা জোগ-কথনি[১] কে কথে।
নিকসৈ ঘিউ ন বিনা দধি মথে॥
জৌ লহি আপ হেরাই ন কোঈ।
তৌ লহি হেরত পাৱ ন সোঈ॥
পেম-পহার কঠিন বিধি গঢ়া।
সো পৈ চঢ়ৈ জো সির সৌঁ চঢ়া[২]॥
পন্থ সূরি কৈ[৩] উঠা অঁকুরূ।
চোর চঢ়ৈ কী চঢ় মঁসূরূ॥
তূ[৪] রাজা কা পহিরসি কন্থা।
তোরে ঘরহি মাঁঝ দস পন্থা॥
কাম ক্রোধ তিস্না মদ মায়া।
পাঁচৌ চোর ন ছাঁড়হি কায়া॥
নৱৌ সেংধ তিহ্ন কৈ দিঠিয়ারা[৫]।
ঘর মুসহিঁ নিসি[৬] কী উজিয়ারা॥
অবহূঁ জাগু অজানা[৭] হোত আৱ নিসি ভোর।
তব[৮] কিছু[৯] হাথ ন লাগিহিঁ[১০] মুসি জাহিঁ জব চোর॥

যোগের কথা বলেই বা কি হবে? দধিমন্থন বিনা ঘি ওঠে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আত্মহারা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সন্ধান পায় না। বিধাতা প্রেম-পর্বতকে সুকঠিন করে গড়েছেন। যে মাথা দিয়ে চলে (অর্থাৎ উল্টো সাধনা করে) সে-ই পর্বতে চড়তে পারে। এই পথের উপর উদ্যত শূল অঙ্কুরিত হয়ে আছে। তাতে হয় চোর চড়ে নতুবা সাধক মনসুর। হে রাজা, কি কারণে কাঁথা ধারণ করবে? তোমার গৃহের মধ্যেই দশ দুয়ার আছে। কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা, মদ, মোহ এই পাঁচটি চোর দেহের অধিকার ছাড়ে না। তারা নয়টি সিঁধের দিকে লক্ষ্য রাখছে, রাতে কিংবা দিনে তারা ঘর লুট করে নেবে।

এখনও জাগ হে অজ্ঞ! রাত ভোর হয়ে এল। চোরে যখন সব কিছু লুটে নিয়ে যাবে তখন কিছুই তোমার হাতে থাকবে না।

১ কহানী
২ সো পৈ জাই সীস
৩ সূরি পন্থ কৈ
৪ তুই
৫ নৌ সেংধৈ ঘট কে মঁঝিয়ারা
৬ দিন
৭ অজানী
৮ পুনি
৯ কছু
১০ লাগৈ

৭

সুনি সো বাত রাজা মন জাগা।
পলক ন মার পেম চিত লাগা[১] ॥
নৈনহু ঢরহিঁ মোতি ঔ মূঁগা।
জস গুর খাই রহা হোই গূঁগা ॥
হিয় কৈ জোতি দীপ ৱহ সূঝা।
য়হ জো দীপ অঁধিয়ারা বূঝা ॥
উলটি দীঠি[২] মায়া সৌঁ রূঠী।
পলটি ন ফিরী[৩] জানি কৈ ঝূঠী ॥
জো পৈ নাহীঁ অহথির দসা।
জগ উজার কা কীজিয়[৪] বসা ॥
গুরূ বিরহ-চিনগী জো[৫] মেলা।
জো সুলগাই লেই সো চেলা ॥
অব করি পতিগ[৬] ভৃঙ্গ কৈ করা।
ভৌঁর হোহু জেহি কারণ জরা ॥
ফূল ফূল ফিরি পূছোঁ জো পহুঁচৌঁ ওহি কেত।
তন নৌছাৱরি কৈ[৭] মিলৌঁ জ্যোঁ মধুকর জিউ দেত ॥

এ কথা শুনে রাজার মন জেগে উঠল। প্রেমাবিষ্ট চিত্তে চোখে পলক পড়ল না। চোখ থেকে মুক্তা এবং প্রবাল ঝরে পড়ল। যেন বিষের নাড়ু খেয়ে বোবা হয়ে রইলেন। তাঁর হৃদয়ে যে জ্যোতির প্রদীপ জ্বলতে লাগল অন্য কোনো দীপ তার কাছে ম্লান হয়ে গেল। মায়ার প্রতি বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রইলেন, মিথ্যা জেনে তার দিকে আর দৃষ্টি ফেরালেন না। 'যখন জগতে সব কিছুরই অস্থির অবস্থা তখন এই শূন্য জগতে থেকে কি লাভ? যিনি বিরহের স্ফুলিঙ্গ এনে দেন, তিনি-ই গুরু; যে তা দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারে সে-ই শিষ্য। এখন পতঙ্গ হয়ে আমি ভৃঙ্গের অনুসরণ করব। যার জন্যে হৃদয় জ্বলছে এখন ভ্রমরের মতো তার দিকে ছুটব।

প্রতিটি ফুলকে জিজ্ঞাসা করে করে কেতকী যেখানে আছে সেখানে পৌঁছাব। মধুকর যেমন আত্মদান করে তেমনি মিলনের জন্য দেহপাত করব।

১ টকটকা লাগা
২ দিষ্টি
৩ ফিরৈ
৪ কীজৈ
৫ পৈ
৬ অব কী পঙগ
৭ করি

৮

বন্ধু মীত বহুতৈ সমুঝাৱা।
মান ন রাজা কোউ[১] ভুলাৱা ॥
উপজী[২] পেম-পীর জেহি আঈ।
পরবোধত[৩] হোই অধিক সো আঈ ॥
অমৃত[৪] বাত কহত বিষ জানা।
প্রেম ক বচন মীঠ কৈ মানা ॥
জো ওহি বিষৈ মারি কৈ খাঈ।
পূঁছহু তেহি সন[৫] পেম-মিঠাঈ ॥
পূছহুঁ বাত ভরথরিহি জাঈ।
অমৃত-রাজ[৬] তজা বিষ খাঈ ॥
ঔ মহেস বড় সিদ্ধ কহাৱা।
উনহূঁ বিষৈ কণ্ঠ পৈ লাৱা ॥
হোত আৱ[৭] রবি-কিরিন বিকাসা[৮]।
হনুৱঁত হোই কো দেই সুআসা[৯] ॥
তুম সব সিদ্ধি মনাৱহু হোই গনেস সিধি লেউ।
চেলা কো ন চলাৱৈ তুলৈ[১০] গুরূ জেহি ভেউ ॥

বন্ধু ও মিত্র অনেক বোঝাল। কিন্তু রাজা কারোর কথাতেই ভুললেন না। প্রেমের বেদনা যার চিত্তে এসে উপজিত হয়, অপরের প্রবোধে তা আরও বৃদ্ধি পায়। সকলে অমৃতময় বাক্য বলছিল কিন্তু তাঁর কাছে বিষ বলে মনে হল, প্রেমের কথাই তখন তাঁর কাছে মিষ্ট মনে হচ্ছিল। যে ঐ বিষ খেয়ে মরেছে তাকেই প্রেমের মিষ্টত্বের কথা জিজ্ঞাসা কর। ভর্তৃহরির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যিনি অমৃতরাজ্য ছেড়ে এই বিষ পান করেছিলেন। শিবও পরম যোগী বলে প্রসিদ্ধ, উনিও বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। "সূর্যকিরণ প্রকাশিত হতে চলেছে, কিন্তু হনুমান কোথায় যে ভরসা দেবে?

তোমরা সবাই আমার সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা কর। তা গণেশের কাছ থেকে সিদ্ধি নিয়ে আসুক। গুরু যে পথে সিদ্ধি অর্জন করেছেন তিনি কি তাঁর শিষ্যকে সে পথে চালাবেন না?"

১ গরন
২ উপজৈ
৩ পরবোধে
৪ অমিরিত
৫ পূঁছো তা সোঁ
৬ অমিরিত রাজ
৭ উদৌ
৮ সিকাসা
৯ অস্বাসা
১০ মিলে

যোগী খণ্ড

১

তজা রাজ রাজা ভা জোগী।
ঔ কিংগরী কর গহেউ বিয়োগী॥
তন বিসঁভর মন বাউর লটা।
অরুঝা[১] পেম পরী সির জটা॥
চন্দ্রবদন ঔ চন্দন দেহা।
ভসম চঢ়াই কীহ্ন তন খেহা॥
মেখল সিংঘী[২] চক্র ধঁধারী।
জোগবাট রুদরাছ অধারী[৩]॥
কন্থা পহিরি দণ্ড কর গহা।
সিদ্ধ হোই কহঁ গোরখ কহা॥
মুদ্রা শ্রবন কণ্ঠ জপমালা[৪]।
কর উদপান[৫] কাঁধ বঘছালা॥
পাঁররি পাঁর দীহ্ন সির ছাতা।
খপ্‌পর লীহ্ন ভেস করি রাতা॥
চলা ভূগুতি মাঁগৈ কহঁ সাধি[৬] কয়া তপ জোগ।
সিদ্ধ হোই পদমাবতি জেহি কর হিয়ে বিয়োগ[৭]॥

রাজ্য ত্যাগ করে রাজা যোগী হলেন। হাতে সারেঙ্গী নিয়ে তিনি বৈরাগী হলেন। বিসম্বৃতে হল তাঁর দেহ এবং মন হল উন্মত্ত ও শিথিল। প্রেমে চিত্ত লগ্ন হল এবং মাথায় জটা দেখা দিল। তাঁর মুখচন্দ্র এবং চন্দনচর্চিত দেহ ভস্মাবৃত হয়ে যেন মাটির দেহ হল। তিনি মেখলা বা কৌপীন পরলেন, শিঙ্গা নিলেন, চক্রধাঁধা বা লোহার বালা ধারণ করলেন; কাষ্ঠাসন, রুদ্রাক্ষমালা এবং ঝোলা সঙ্গে নিলেন। কাঁথা গায়ে দিয়ে হাতে দণ্ড ধারণ করলেন। গোরক্ষনাথের বিধিমতো সিদ্ধাবেশ নিলেন। তাঁর কানে স্ফটিকের কুণ্ডল, কণ্ঠে জপমালা, হাতে কমণ্ডলু এবং কাঁধে বাঘছাল। পায়ে খড়ম ও মাথায় ছাতা নিলেন, হাতে নিলেন করোটি এবং পরণে রক্তবাস।

এইভাবে যোগতপস্যার লক্ষণ শরীরে ধারণ করে তিনি ভোগ-ভিক্ষায় চললেন। (বললেন) "যার জন্য হৃদয়ে বিরহ জেগেছে সেই পদ্মাবতী লাভে যেন সিদ্ধ হোই।"

১ উরঝা
২ সিংগী
৩ লীহ্ হাথ জিয়হ্‌ন সঁভারী
৪ জপমালা
৫ অধিয়াস
৬ সাজ
৭ সিধি হোই পদুমবতি পায়ে
হিরদৈ জেহিক বিয়োগ

২

গনক কহহিঁ গনি গৌন[১] ন আজু।
দিন লেই চলহু হোই সিধ কাজু॥
পেম পন্থ[২] দিন ঘরী ন দেখা।
তব দেখৈ জব হোই সরেখা॥
জেহি তন পেম কহাঁ তেহি মাঁসু।
কয়া ন রকত নৈন নহিঁ আঁসু॥
পণ্ডিত ভুল ন জানৈ চালু।
জীউ লেত দিন পুঁছ ন কালু॥
সতী কি বৌরী পুছহি[৩] পাঁড়ে।
ঔ ঘর পৈঠি[৪] কি সৈঁতৈ ভাঁড়ে॥
মরৈ জো চলৈ গঙ্গ-গতি লেঈ।
তেহি দিন কহাঁ ঘরী কো দেঈ॥
মৈঁ ঘর বার কহাঁ পর[৫] পারা।
ঘরী কে আপন[৬] অন্ত পরারা॥
হৌঁরে পথিক পখেরু[৭] জেহি বন মোর নিবাহু।
খেলি চলা তেহি বন কহঁ তুম অপনে ঘর জাহু॥

গণক গণনা করে বললেন, "আজ গমনের শুভদিন নয়। শুভদিনে যাত্রা করুন, তাহলে কার্য সিদ্ধ হবে।" রাজা বললেন, "প্রেমের পথযাত্রায় দিনক্ষণ দেখার প্রয়োজন নেই। যখন বিবেক জাগে তখনই ঠিক সময়। দেহে যখন প্রেম দেখা দিয়েছে তখন কোথায় তার মাংস। তখন কায়াতে রক্ত নেই, চোখেও নেই অশ্রু। পণ্ডিতেরা ভুল করেন, তাঁরা জানেন না, কখন যাত্রার সময়। জীবন হরণের সময় কাল কাউকেই জিজ্ঞাসা করে না। বিধবা কি সতী হবার জন্যে পণ্ডিতের বিধান নেয় এবং ততক্ষণ কি গৃহে প্রবেশ করে সংসার কর্ম করে? যে গঙ্গাযাত্রা করে মরতে চলেছে তার দিনক্ষণ কি কেউ নির্ধারণ করে দেয়? কোথায় আমার ঘর দোর, পরই তা পাবে; এই মুহূর্তে যা আমার, পরক্ষণেই তা অপরের।

ওরে আমি সেই পথিক পাখী; যে অরণ্যে আমার বাসা, আমি সেই বনের সন্ধানে চললাম; তোমরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাও।

১ গবন
২ পন্থী
৩ পূছৈ
৪ বৈঠি
৫ কয়
৬ ঘর কায়া পুনি
৭ হৌঁ রে পথেরু পংখী

৩

চহুঁ দিসি আন সাঁটিয়া[১] ফেরী।
ভৈ কটকাঈ রাজা কেরী॥
জারত অহহিঁ সকল অরকানা।
সাঁবর লেহু দূরি হৈ জানা॥
সিংঘল দীপ জাই অব[২] চাহা।
মোল ন পাউব জহাঁ বৈসাহা॥
সব নিবহৈ তহঁ[৩] আপনি সাঁঠী।
সাঁঠি বিনা সো রহ মুখ মাঁটী॥
রাজা চলা সাজি কৈ জোগূ।
সাজহু বেগি চলহু সব লোগূ॥
গরব জো চড়ে তুরয়[৪] কৈ পীঠী।
অব ভুই[৫] চলহু[৬] সরগ কৈ[৭] ডীঠী॥
মন্তর[৮] লেহু হোহু সঁগ-লাগূ।
গুদর জাই সব হোইহিঁ আগূ[৯]॥
কা নিচিন্ত রে মানুস[১০] আপন চীতে আছু[১১]।
লেহি সজগ হোই অগমন মন পছিতাব ন পাছু[১২]॥

চারদিকে আজ্ঞাবাহীগণ রাজ-আজ্ঞা ঘোষণা করে ফিরতে লাগল, "রাজ-সৈন্যগণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। যে সব সেনাপতিগণ যাবে তারা যেন যে যার সম্বল নিয়ে প্রস্তুত হয়, অনেক দূরে যেতে হবে। সিংহল দ্বীপে এখন যাওয়া দরকার, পথে কোনো কিছু কেনা যাবে না। সমস্ত পুঁজি নিজের কাছে রাখতে হবে, যে রাখবে না তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে হবে। রাজা যোগী সেজে চললেন, সব লোক দ্রুতবেগে সেজে তাঁর সঙ্গে চল। যারা এতকাল গর্বভরে অশ্বপৃষ্ঠে চড়তে, তারা এখন স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রেখে মাটির উপর দিয়ে চল। মন্ত্র গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গ নাও। সকলে হাজির হয়ে তাঁর আগে আগে চল।"

ওরে মানুষ, কেমন করে আপন চিত্তে মগ্ন হয়ে নিশ্চিন্ত আছ? সজাগ হয়ে অগ্রসর হও, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়।

১ সোঁটিয়ন
২ সব
৩ সব পৈ নিবহৈ
৪ তুরী
৫ সো
৬ অবহ
৭ সোঁ
৮ মন্ত্রা
৯ গুদরী পহরি হোহু সব আগূ
১০ মনঈ
১১ অপনী চিংতা আছ
১২ লেহু সজগ হোই অগমন কিরি পছিতাসি ন পাছ

৪

বিনবৈ রতনসেন কৈ মায়া।
মাথে ছাত পাট নিতি পায়া॥
বিলসহু নৌ লখ লচ্ছি পিয়ারী।
রাজ ছাঁড়ি জিনি হোহু ভিখারী॥
নিতি চন্দন লাগৈ জেহি দেহা।
সো তন দেখ ভরত অব খেহা॥
সব দিন রহেহু করত তুম ভোগূ।
সো কৈসে সাধব তপ জোগূ॥
কৈসে ধূপ সহব বিনু ছাহাঁ।
কৈসে নীন্দ পরিহিঁ ভুই মাহাঁ॥
কৈসে ওঢ়ব কাথরি[১] কন্থা।
কৈসে পাঁয়[২] চলব তুম পন্থা॥
কৈসে সহব খিনহি খিন ভূখা।
কৈসে খাব কুরকুটা রূখা॥
রাজপাট দর পরিগহ[৩] তুম্হ হী[৪] সৌঁ উজিয়ার।
বৈঠি ভোগ রস মানহু কৈ ন চলহু অঁধিয়ার॥

রাজা রত্নসেনের মাতা মিনতি করে বললেন, "মাথায় তোমার রাজছত্র, পায়ের তলায় রাজসিংহাসন; লক্ষ্মীসদৃশ নয়লক্ষ প্রিয়তমার সঙ্গে তুমি বিলাস কর; রাজ্য ত্যাগ করে ভিখারী হতে চেও না। যে দেহে নিত্য চন্দন মাখান হত, দেখ, সেই দেহ, এখন ধূলি-ধূসরিত। এতকাল তুমি ভোগে কাটিয়েছ, এখন কেমন করে যোগ এবং তপস্যায় ব্রতী হবে? ছায়াহীন রৌদ্রাতপ কেমন করে সইবে? মাটিতে শুয়ে কেমন করে নিদ্রা যাবে? কেমন করে কাঁথা গায়ে জড়াবে? খালি পায়ে কিভাবে পথে হাঁটবে? ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুধা কেমন করে সহ্য করবে? কি করে শুকনো রুটির টুকরো খাবে?

রাজ্যপাট, সৈন্যসামন্ত, রাজসভা সমস্তই তুমি উজ্জ্বল করে আছ। এখানেই থেকে এসব ভোগ কর, এ সমস্ত আঁধার করে চলে যেও না।"

১ কাথরি
২ পাঈ
৩ পরব
৪ পরিগন
৫ সব তুম

৫

মোহি য়হ লোভ সুনার ন মায়া
কাকর সুখ কাকর য়হ কায়া ॥
জো নিআন তন হোইহি ছারা।
মাটিহিঁ পোখি মরৈ কো ভারা ॥
কা ভূলৌ এহি চন্দন চোরা।
বৈরী জহাঁ অঙ্গ কর[১] রোরাঁ ॥
হাথ পাৱ সরৱন ঔ[২] আঁখী।
এ সব উহাঁ ভরহিঁ মিলি[৩] সাখী ॥
সূত সূত তন বোলহিঁ দোখ্‌।
কহু কৈসে হোইহি গতি মোখ্‌ ॥
জৌ ভল হোত রাজ ঔ ভোগূ।
গোপীচন্দ নহিঁ[৪] সাধত জোগূ ॥
উন্হ হিয়-দীঠি[৫] জো দেখ পরেরা।
তজা রাজ কজরী-বন সেরা ॥
দেখি অন্ত অস হোইহি গুরু দীন্হ উপদেশ।
সিংঘল দীপ জাব হম মাতা দেহু অদেস[৬] ॥

"মা, এসব লোভের কথা আমাকে শুনিও না। কার এই সুখ, কারই বা এই দেহ? পরিণামে যে দেহ ভস্ম হয়ে যাবে, কে সেই নশ্বর মৃত্তিকাকে পোষণ করে মরে? দেহের প্রতিটি লোম যেখানে আমার শত্রু সেখানে এই চন্দন চুয়ায় কি করে ভুলব? হাত, পা, কান এবং চোখ এ সমস্তই পরকালে আমার বিরুদ্ধ-সাক্ষী। দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার দোষ কীর্তন করছে, বল কেমন করে আমার মোক্ষ হবে? রাজত্ব এবং ভোগ যদি ভাল হত তাহলে রাজা গোপীচন্দ্র যোগী হয়ে সাধনা করতেন না। উনি অন্তর্দৃষ্টিতে যখন দেখলেন সবকিছু পায়রার মতো চঞ্চল তখনই রাজ্য ত্যাগ করে কদলী বনে আশ্রয় নিলেন।

সব কিছু নশ্বর দেখে গুরু আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। সিংহল দ্বীপে আমি যাব,—মা, আমাকে বিদায় দাও।"

১ কে
২ মুখ
৩ উহাঁ পুনি
৪ ন
৫ উনহু দিষ্টি জো
৬ সিংঘল দীপ জাব মৈঁ তুম সোঁ মোর অদেস

৬

রোরহিঁ নাগমতী রনিৱাসূ।
কেই তুম্হ কন্ত দীন্হ বনৱাসূ ॥
অব কোঁ হমহিঁ[১] করিহি[২] ভোগিনী।
হমহুঁ সাথ হোর[৩] জোগিনী ॥
কৈ[৪] হম্হ লাৱহু অপনে সাথা।
কী[৫] অব মারি চলহু এহি[৬] হাথা ॥
তুম্হ অস বিছুরৈ পীউ পিরীতা।
জহঁৱাঁ রাম তহাঁ সঁগ সীতা।
জৌলহি জিউ সঁগ ছাড় ন কায়া।
করিহৌঁ সের পখরি হৌঁ পায়া ॥
ভলেহি পদমিনী রূপ অনূপা।
হমতেঁ কোই ন আগরি রূপা ॥
ভঁৱৈ ভলেহি পুরুখন কৈ দীঠী।
জিনহিঁ জান তিন্হ দীন্হী পীঠী[৭] ॥
দেহিঁ[৮] অসীস সবৈ[৯] মিলি তুম্হ মাথে নিতি ছাত।
রাজ করহু চিতউরগঢ়[১০] রাখহু পিয় অহিবাত ॥

রাণীমহলে নাগমতি বিলাপ করতে লাগলেন, "হে কান্ত, কে তোমাকে বনবাসে দিল? এখন কে আর আমাকে ভোগ করাবে? আমি তোমার সঙ্গে যোগিনী হয়ে যাব। আমাকে হয় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল অথবা আমাকে এখনই নিজের হাতে হত্যা করে যাও। তুমি এতকিছু ভালবাসা বিস্মৃত হয়ে গেলে? যেখানে রাম, সীতাও সেখানে তাঁর সঙ্গিনী। যতদিন আমার প্রাণ দেহছাড়া না হয়, আমি তোমার সেবা করব, তোমার পা ধুয়ে দেব। মানি, পদ্মিনী রূপে অনুপম, তবু এমন কেউ নেই যে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পুরুষের নজর সর্বদা চঞ্চল, যাকে জেনেছে, তার দিকে পিছন ফিরে থাকে।

সবাই মিলে আশিস দিচ্ছি—তোমার মস্তকে নিত্য রাজছত্র থাক, চিতোরগড়ে রাজত্ব কর; হে প্রিয়, প্রভুত্ব বজায় রাখো।"

১ হম
২ করিহৈ
৩ হোই রৈ
৪ কো
৫ কৈ
৬ সই
৭ জিহিঁ জান তিন্হ দিহু ন পিঠি
৮ দীন্হ
৯ সবহিঁ
১০ গড় চিতউর

৭

তুম্হ তিরিয়া মতি হীন তুম্হারী।
মূরুখ সো জো মতৈ ঘর নারী॥
রাঘব জো সীতা সঁগ লাঈ।
রাবন হরী কৌন সিধি পাঈ॥
য়হ সংসার সপন কর[১] লেখা[২]।
বিছুরি গএ জানৌঁ নহিঁ দেখা[৩]॥
রাজা ভরথরি সুনা জো জ্ঞানী[৪]।
জেহি কে ঘর সোরহ সৈ রানী॥
কুচ লীন্হেঁ তরবা সহরাঈ।
ভা জোগী কোউ সংগ ন লাঈ॥
জোগিহি কাহ[৫] ভোগ সৌঁ কাজূ।
চহৈ ন ধন ঘরনী ঔ রাজূ[৬]॥
জূড় কুরকুটা ভীখহি[৭] চাহা।
জোগী[৮] তাত ভাত কর[৯] কাহা॥
কহা ন মানৈ রাজা তজী সবাঈঁ ভীর।
চলা ছাঁড়ি কৈ রোবত ফিরি কৈ দেই ন ধীর॥

"তোমরা স্ত্রীলোক, তোমাদের হীন বুদ্ধি। যে মূর্খ, সে ঘরণীর মতে চলে। রাম যে সীতাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, রাবণ তাঁকে হরণ করায় কি সিদ্ধিলাভ হল? এই সংসার স্বপ্নের মতো; বিচ্ছিন্ন হলে মনে হবে কখনও দেখা হয় নি। জ্ঞানী ভর্তৃহরি রাজার কথা তো শুনেছ,—যাঁর গৃহে ষোল শ' রাণী ছিল। তারা নিজেদের স্তনযুগল তাঁর পদতলে চেপে ধরল, তবুও তিনি যোগী হলেন এবং কাউকেই সঙ্গে নিলেন না। যোগীর আবার ভোগে কি প্রয়োজন? তার ধন, ঘরণী এবং রাজ্য কিছুই চাই না। সে চায় শুধু ভিক্ষালব্ধ ঠাণ্ডা ও শুকনো খুদকুঁড়ো। তপ্ত ভাতে যোগীর কি দরকার?"

কোনো কথাই রাজা শুনলেন না, সকলের ভীড় ত্যাগ করলেন। ক্রন্দনরতা দেখেও ছেড়ে চলে গেলেন, শান্ত করার জন্যেও ফিরলেন না।

১ জস
২ হেরা
৩ অন্ত ন আপন কো কেহি হেরা
৪ সুনে ন অজানী
৫ কহা
৬ চহৈ ন মেহরী চহৈ ন রাজূ
৭ পৈ ভখু
৮ জোগিহিঁ
৯ সৌঁ

৮

রোবত মায় ন বহুরত বারা[১]।
রতন চলা ঘর[২] ভা অঁধিয়ারা॥
বার মোর জো[৩] রাজহি[৪] রতা।
সো লৈ চলা সুআ পরবতা॥
রোবহিঁ রানী তজহিঁ পরানা।
নোচহিঁ বার[৫] করহিঁ খরিহানা॥
চূরহিঁ গিউ অভরন উর হারা।
অব কাপর[৬] হম করব সিংগারা॥
জা কহঁ কহহিঁ[৭] রহসি কৈ পীউ।
সোই চলা কাকর য়হ জীউ॥
মরৈ চহহিঁ পৈ মরৈ ন পারহিঁ।
উঠৈ আগি সব লোগ বুঝারহিঁ॥
ঘরী এক সুঠি ভএউ অঁদোরা।
পুনি পাছে বীতা হোই রোরা॥
টূটে মন নৌ মোতী ফূটে মন দস[৮] কাঁচ।
লীন্হ সমেটি সব অভরন হোইগা দুখ কর নাঁচ॥

মাতা বিলাপ করতে লাগলেন, "বাছা আর ফিরবে না; রতন ঘর আঁধার করে চলে গেল। বাছা আমার রাজ্যপাট নিয়ে ছিল, তাকে নিয়ে চলল পাহাড়ী শুক।" রাণীরা কাঁদতে কাঁদতে প্রাণত্যাগ করতে চললেন। তাঁরা চুল ছিঁড়ে স্তূপীকৃত করলেন। কণ্ঠাভরণ এবং বক্ষহার চূর্ণ করলেন। "এখন কার জন্য আর আমরা সাজসজ্জা করব? যাঁকে রহস্য করে প্রিয়তম বলে ডাকতাম তিনি চলে গেছেন। কার জন্য আর বেঁচে থাকা?" তাঁরা মরতে চাইলেন কিন্তু মরতে পেলেন না। আগুন জ্বলে উঠল কিন্তু লোকেরা তা নিভিয়ে ফেলল। সেখানে মুহূর্তের জন্য যে কোলাহল উঠেছিল, পুনরায় তা ধীরে ধীরে থেমে এল।

ন-মণ মুক্তো ভাঙল। দশ মণ কাঁচ চূর্ণ হল। সমস্ত আভরণ ঘুচে গিয়ে শোকের যেন তাণ্ডবনৃত্য হল।

১ রোবৈ মাতা ফিরৈ ন বারা
২ জগ
৩ রে
জিয়াউর
কোরহিঁ মরৈ
কা কহঁ
কহী
সৌ

৯

নিকসা রাজা সিংগী পূরী।
ছাঁড়া নগর মেলি কৈ ধূরী[1] ॥
রায় রান[2] সব ভএ বিয়োগী।
সোরহ সহস কুঁঅর ভএ জোগী ॥
মায়া মোহ হরা সেই হাথা।
দেখেন্হি বুঝি নিআন ন সাথা[3] ॥
ছাঁড়েন্হি লোগ কুটুঁব সব কোউ।
ভএ নিনার[4] সুখ দুখ[5] তজি দোউ ॥
সঁবরৈঁ রাজা সোই অকেলা।
জেহিঁ কে পন্থ চলে[6] হোই চেলা ॥
নগর নগর ঔ গাঁরহিঁ গাঁরাঁ।
ছাঁড়ি চলে সব ঠাঁরহি ঠাঁরা ॥
কাকর মঢ়[7] কাকর ঘর[8] মায়া।
তাকর সব জাকর জিউ কায়া ॥
চলা কটক জোগিন্হ কর কৈ গেরূআ সব ভেসু।
কোস বীচ[9] চারিহু দিসি জানৌ ফ্লা টেসু ॥

রাজা শৃঙ্গধ্বনি করে পথে বের হলেন। ধূলিতে আবৃত হয়ে নগর ত্যাগ করলেন। অন্যান্য রায় রায়ানরাও তাঁর সঙ্গে বিবাগী হলেন। ষোল হাজার কুমার যোগী হয়ে গেলেন। নিজের হাতে মায়ামোহের বাঁধন ছিড়লেন, কারণ ভেবে দেখলেন যে এসব কিছুই শেষপর্যন্ত সঙ্গে থাকে না। তাঁরা সকল কুটুম্ব এবং স্বজন ছাড়লেন। সুখ দুঃখ দুই ত্যাগ করে তাঁরা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। রাজা এক কথা স্মরণ করে একাকী পথ চললেন। আর সেই পথ অনুসরণ করে চললেন তাঁর শিষ্যরা। শহর থেকে শহরে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ছেড়ে সবাই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চললেন। কারই বা মঠ, কারই বা গৃহসম্পদ? সব কিছুই তাঁর যিনি জীবন এবং শরীর দিয়েছেন।

গেরুয়া বেশে সৈন্যদল যোগী হয়ে পথে চলল, মনে হল চারদিকে ক্রোশ জুড়ে যেন পলাশ ফুল ফুটে আছে।

১ হোই দূরী
২ রাঁক
৩ নিসাথা
৪ নিয়ার
৫ দুখ সুখ
৬ খেলে
৭ ঘর
৮ মঢ়
৯ বীস

১০

আগে সগুন সগুনিয়ৈঁ[1] তাকা।
দহিনে[2] মাছ রূপ কে[3] টাঁকা ॥
ভরে কলস তরুনী জল[4] আঈ।
দহিউ লেহু গোআলিনি গোহরাঈ ॥
মালিনি আর মৌর লিএ[5] গাঁথে।
খঞ্জন বৈঠ নাগ কে মাথে ॥
দহিনে মিরিগ আই বন[6] ধাএঁ।
প্রতীহার বোলা খর বাএঁ ॥
বিরিখ সঁররিয়া দহিনে বোলা।
বাএঁ দিসা চাষু[7] চরি[8] ডোলা ॥
বাএঁ অকাসী ধৌরী আঈ।
লোরা দরস আঈ দিখরাঈ ॥
বাএঁ কুররী দহিনে কুচা[9]।
পহুঁচৈ ভুগুতি জৈস মন রুচা[10] ॥
জা কহঁ সগুন হোহিঁ[11] অস ঔ গরনৈ জেহি আস।
অষ্ট মহাসিধি তেহি কহঁ[12] জস করি কহা বিয়াস ॥

সম্মুখে দৈবজ্ঞরা শুভচিহ্ন দেখতে পেলেন। দক্ষিণে রৌপ্যপাত্রে দেখা গেল মৎস্য। জলপূর্ণ কলসী নিয়ে তরুণীকে আসতে দেখা গেল। 'দই নেবে গো' বলে গোয়ালিনী হাঁকছে। মালিনী ফুলের সিঁথি-মৌর গেঁথে নিয়ে আসছে। সাপের মাথায় খঞ্জনকে উপবিষ্ট দেখা গেল। দক্ষিণ দিকে বন থেকে ছুটে এল এক মৃগ। তিত্তির পক্ষীর আওয়াজ শুনে বাঁ দিকে গাধা ডাকছে। ডাইনে হাঁকছে কালো ষাঁড়। বাঁ দিকে নীলকণ্ঠ পাখী চরে বেড়াচ্ছে। বাঁ দিকের আকাশে চিল উড়ে আসছে। সামনে দেখা দিল শেয়াল। বাঁয়ে টিট্টিভ পাখী এবং ডানদিকে ক্রৌঞ্চ। এতে যার যা মনস্কামনা তা সার্থক হবেই।

যার গমনপথে এত শুভলক্ষণ থাকে, তার অষ্ট-মহাসিদ্ধি লাভ হয় —একথা কবি ব্যাস বলেন।

১ সগুনিয়ন
২ দহিউ
৩ কর
৪ চল
৫ লৈ
৬ পা
৭ গারুর
৮ তুহঁ
৯ কোঁচা
১০ রোচা
১১ চোর
১২ পহুঁহিঁ

১১

ভএউ পুয়ান চলা পুনি[১] রাজা।
সিংগি-নাদ জোগিন কর বাজা॥
কহেস্হি[২] আজু কিছু[৩] থোর পয়ানা।
কাল্হি পয়ান দূরি হৈ জানা॥
ওহি মিলান জো পহুঁচৈ কোঈ।
তব হম কহব পুরুষ ভল সোঈ॥
হৈ আগে পরবত কৈ বাটা।
বিষম পহার অগম সুঠি ঘাটা॥
বিচ বিচ নদী খোহ ঔ নারা।
ঠারহিঁ ঠাঁর বৈঠ বটপারা॥
হনুবঁত কের সুনব[৪] পুনি হাঁকা।
দহুঁ কো পার হোই কো থাকা॥
অস মন জানি সঁভারহু আগূ।
অগুআ কের হোহু পছলাগূ॥
করহিঁ পয়ান ভোর উঠি পন্থ[৫] কোস দস জাহিঁ।
পন্থী পন্থা জে চলহিঁ তে কা রহহিঁ[৬] ওঠাহিঁ[৭]॥

সকলে অগ্রসর হলে রাজাও আবার চলতে লাগলেন। যোগীরা শৃঙ্গনাদ করতে লাগলেন। রাজা বললেন „আজ অল্প কিছু পথ অগ্রসর হওয়া যাক। কাল থেকে দূরপথ অতিক্রম করতে হবে। যে শেষপর্যন্ত পৌছাতে পারবে তাকেই বলব সাচ্চা পুরুষ। সামনে আছে দুর্গম পার্বত্য পথ এবং অগম্য গিরিসংকট। মাঝে মাঝে নদী, গুহা এবং খাল। স্থানে স্থানে বাটপার ওত পেতে আছে। হনুমানের ডাক শুনে আমরা এগোব—ঠিক হবে কে থাকবে—আর কে পার হবে। এসব মনে জেনে সকলে অগ্রসর হও। অগ্রবর্তীর অনুসরণ কর।”

প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে তাঁরা যেতে লাগলেন, এইভাবে দশ ক্রোশ করে পথ অগ্রসর হলেন। পথিকরা যখন এভাবে পথ চলে তখন কেউ কেমন করে থেমে থাকে?

---

১ তব
২ কিহিন
৩ কছু
৪ সুনত
৫ নিতহিঁ
৬ রাহ
৭ উবটাহিঁ

১২

করহু দীঠি[১] থির হোই বটাউ।
আগে দেখি ধরহু ভুই পাউ॥
জো রে উবট হোই[২] পরে ভুলানে[৩]।
গএ মারি পথ চলৈ ন জানে॥
পাঁয়ন পহিরি লেহু সব পৌরী[৪]।
কাঁট ধসৈ ন গড়ৈ অঁক রৌরী[৫]॥
পরে আঈ বন[৬] পরবত[৭] মাহাঁ।
দণ্ডকারন বীঝ-বন[৮] জাহাঁ॥
সঘন ঢাঁখ-বন চহুঁ দিসি ফূলা।
বহু দুখ পাব[৯] উহাঁ কর ভূলা॥
ঝাঁখর জহাঁ সো ছাঁড়হু পন্থা।
হিলগি মকোই ন ফারহু কন্থা॥
দহিনে বিদর চঁদেরী বাএঁ।
দহুঁ কহঁ[১০] হোই বাট দুই ঠাএঁ॥
এক বাট গই সিংঘল দুসরি লংক সমীপ।
হৈঁ আগে পথ দুয়ৌ[১১] দহুঁ গৱনব কেহি দীপ॥

“হে পথিক, দৃষ্টি স্থির রাখ। সামনে দেখে মাটিতে পা দাও। যে বিপথে গিয়ে পথভ্রান্ত হবে, সে ঠিক পথ না জানার জন্য মরবে। সব পথিক পায়ে পাদুকা পরে নাও যাতে কাঁটা না ফোটে অথবা কাঁকর না বেঁধে। এখন অবশেষে পর্বত ও অরণ্য মধ্যে আসা গেল, যেখানে রয়েছে দণ্ডকারণ্যের ঘন বন। চতুর্দিকে সঘন ঢাঁখ ফুলের বন। এখানে যে পথ হারাবে সে অনেক কষ্ট পাবে। যেখানে কাঁটা আছে সে পথ ত্যাগ কর। কাঁটাঝোপের দিকে হেলে যেন কাঁথা ছিঁড় না। এর দক্ষিণদিকে বিদর এবং বাঁদিকে চান্দেরী রাজ্য। দুদিকে দুটো পথের মধ্যে কোনটা হবে আমাদের?

এক পথ গিয়েছে সিংহলের দিকে, দ্বিতীয় পথ চলেছে লঙ্কায়। আমাদের সামনে এখন দুটো পথ। দুটোর কোন দ্বীপে আমাদের উদ্দেশ?

---

১ দিষ্টি
২ ভুইঁ
৩ লুভানে
৪ পঁৱরী
৫ কাঁট ন চুভৈ ন গড়ৈ কঁকৱরী
৬ অব
৭ বন খণ্ড
দণ্ডকারণ্য বিজনবন
৯ পিরৈ
১০ কেহি
১১ দোউ

১৩

তত্খন বোলা সুআ সরেখা।
অগুআ সোই পন্থ জেইঁ দেখা॥
সো কা উঁড়ে ন জেহি তন পাঁখ্।
লেই সো পরাসহিঁ বূড়ত[১] সাখ্॥
জস অন্ধা অন্ধে কর সংগী।
পন্থ ন পার হোই সহলংগী॥
সুন্নু মত[২] কাজ চহসি জোঁ সাজা।
বীজানগর বিজয়গিরি রাজা॥
পহুঁচৌ জহাঁ গোণ্ড ঔ কোলা।
তজি বাঁএ অঁধিয়ার খটোলা॥
দক্খিন দহিনে রহসি[৩] তিলংগা।
উত্তর বাএঁ[৪] গঢ়-কাটংগা॥
মাঁঝ রতনপুর সিংঘ দুআরা।
ঝারখণ্ড দেই বাঁর পহারা॥
আগে পার[৫] উঁড়েঁসা বাএঁ দিএ[৬] সো বাট।
দহিনাবরত দেই[৭] কৈ উতরূ সমুদ কে ঘাট॥

সেইসময় চতুর শুক বলল, "যে পথ জানে সে-ই পথনির্দেশক হতে পারে। যার দেহে পাখা নেই সে কেমন করে উড়বে? এ যেন ডুবন্ত বৃক্ষ-শাখার পাতা আঁকড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা। যেমন অন্ধ অন্ধের সঙ্গী হলে হয় তেমনি এরকম সংসর্গে কখনও পথ মিলবে না। যদি সিদ্ধি চান তবে পরামর্শ শুনুন;—বিজয়নগর বিজয়গিরির রাজধানী। যেখানে আছে গোণ্ড এবং কোলা জাতি সেখানে পৌছতে হবে। বাঁদিকে অঁধিয়ার এবং খটোলা ছেড়ে এবং ডাইনে তিলঙ্গ দেশকে রেখে, উত্তরে গেলে বাঁদিকে পড়বে কাটঙ্গ দুর্গ আর মাঝখানে রতনপুরের সিংহদ্বার দেখা যাবে। তারপর বাঁদিকে ঝাড়খণ্ডকে রেখে এগোতে হবে।

সামনে পাবেন উড়িষ্যা—সে পথ বাঁদিকে রেখে দক্ষিণ দিকে এগোলে সমুদ্রতট পাওয়া যাবে।"

১ বূড়ে
২ রহৈ
৩ উত্তর মাঁঝ হোই
৪ বাউ
৫ দেহ
৬ লাই

১৪

হোত পয়ান জাই দিন কেরা[১]।
মিরিগাবন মহঁ ভএউ[২] বসেরা॥
কুস-সাঁথরি ভই সৌর সুপেতী।
করবট আই বনী ভুঁই সেঁতী॥
চলি দস কোস ওস তন ভীজা।
কায়া মিলি তেহিঁ ভসম মলীজা[৩]॥
ঠাঁর ঠাঁর সব সোঅহিঁ চেলা।
রাজা জাগৈ আপু অকেলা॥
জেহি কে হিয়ে পেম-রঁগ জামা।
কা তেহি ভূখ নীন্দ[৪] বিসরামা॥
বন অঁধিয়ার রৈনি অঁধিয়ারী।
ভাদোঁ বিরহ ভএউ অতি ভারী[৫]॥
কিংগরী হাথ গহে বৈরাগী।
পাঁচতন্তু ধুন[৬] ওহী[৭] লাগী॥
নৈন লাগ তেহি মারগ পদমাবতি জেহি দীপ।
জৈস সেরা তেহি সেরৈ বনচাতক জল সীপ॥

চলতে চলতে দিন শেষ হলে মৃগবনের মধ্যে শিবির ফেলা হল। কুশের মাদুর হল তাঁদের বিছানার চাদর; ভূমিই হল উপাধান। দশক্রোশ পথ চলতে দেহ ঘামে ভিজে গেলে ছাই দিয়ে তাঁরা দেহ ঘসলেন। শিষ্যরা স্থানে স্থানে সব শুয়ে পড়লেন, রাজা কেবল একা জেগে থাকলেন। যাঁর হৃদয়ে অনুরাগ জন্মেছে, তার আর ক্ষুধা-নিদ্রা-বিশ্রাম কোথায়? একে বন আঁধার, তার উপর অন্ধকার রজনী—এর মধ্যে ভাদ্রমাসের বিরহ অত্যন্ত অসহ্য। বৈরাগী রাজার হাতের সারেঙ্গীতে পাঁচটি তন্ত্রী থেকে সুর নিসৃত হল।

যে দ্বীপে পদ্মাবতী আছেন, সেই পথের দিকে রাজার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকল, যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জলবিন্দুর জন্য বনের চাতক প্রতীক্ষা করে থাকে।

১ সেরা
২ হোত
৩ কয়া মলিন জস ভুমি মলীজা
৪ নীঁদ ভূখ
৫ ভাদোঁ বরণ ভঈ নিস কারী
৬ একৈ
৭ ধুনি

রাজা-গজপতি-সংবাদ খণ্ড

১

মাসক লাগ চলত তেহি বাটা।
উতরৈ জাই সমুঁদ কে ঘাটা॥
রতনসেন ভা জোগী-জতী।
সুনি ভেঁটৈ আরা গজপতী॥
জোগী আপু কটক সব চেলা।
কৌন দীপ কহঁ চাহহিঁ খেলা॥
আএ ভলেহি ময়া অব কীজৈ[1]।
পহুনাঈ কহঁ আয়সু দীজৈ॥
সুনহু গজপতী উতর হমারা।
হম্ তুম্ একৈ ভার নিরারা॥
নেৱতহু তেহি জেহি নহিঁ য়হ ভাউ[2]।
জো নিহচৈ[3] তেহি লাড় নসাউ॥
ইহৈ বহুত জো বোহিত পারৌঁ।
তুম্হ তৈঁ সিংঘল দীপ সিধারৌঁ॥
জহাঁ মোহিঁ নিজু জানা কটক হোউঁ লেই পার।
জৌ রে জিঅউঁ তৌ বহুরৌঁ[4] মরৌঁ ত ওহি কে বার॥

এক মাস ধরে সেই পথে চলে অবশেষে সমুদ্রতীরে তাঁরা উপস্থিত হলেন। রত্নসেন যোগী সন্ন্যাসী হয়েছেন শুনে গজপতি দেখা করতে এলেন। "আপনি হয়েছেন যোগী এবং সৈন্যদল হয়েছে শিষ্য। বলুন, কোন দ্বীপে বিহার করতে চান? ভালো হল যে আপনি এলেন, এখন কৃপা করে অতিথিসেবা করার সুযোগ দিন।" "হে গজপতি! আমার জবাব শোন। আমি এবং তুমি এক, কেবল ভাবে তফাৎ। যার সঙ্গে তোমার এই সম্পর্ক নেই তাকে নিমন্ত্রণ কর। কিন্তু যে নিষ্কামী তার প্রতি প্রেম অনিষ্টকর। যদি আমি তোমার কাছ থেকে বহিত্র বা নৌকার সাহায্য নিয়ে সিংহল দ্বীপে প্রবেশ করতে পারি, তবে তাই যথেষ্ট।

যেখানে আমাকে নিজে যেতে হবে সেখানে আমি সৈন্যদের নিয়ে পার হব। যদি বেঁচে থাকি তবে তাকে নিয়ে ফিরব, আর যদি মরি তবে তার দরজায় গিয়ে মরব।

---

১ ভল আয়ে অব মায়া কী জৈ
২ সো তেহি কহঁ জেহি মহঁ ভর ভাউ
৩ নিরন্তর
৪ জো রে জিঅউঁ তো লৈ ফিরৌঁ

২

গজপতি কহা সীস পর মাঁগা।
বোহিত[1] নাৱ[2] ন হোইহি খাঁগা॥
এ[3] সব দেউঁ আনি নর-গঢ়ে।
ফ়ুল সোই জো মহেসুর চঢ়ে॥
পৈ গোসাইঁ সন[4] এক বিনাতী।
মারগ কঠিন জাব কেহি ভাঁতী॥
সাত সমুদ্র অসুঝ অপারা।
মারহিঁ মগর মচ্ছ ঘরিয়ারা॥
উঠৈ লহরি[5] নহিঁ[6] জাই সঁভারী।
ভাগিহি[7] কোই নিবহৈ বৈপারী॥
তুম সুখিয়া অপনে ঘর রাজা।
জোখিউঁ এত[8] সহহু কেহি কাজা॥
সিংঘলদীপ জাই সো কোঈ।
হাথ লিএ আপন জিউ হোঈ॥
খার খীর দধি জল[9] উদধি[10] সুর[11] কিলকিলা অকুত।
কো চঢ়ি নাঁঘৈ সমুদ এ হৈ কাকর অস বূত॥

গজপতি বললেন, "মাথায় তুলে নিলাম আপনার এই নিবেদন। বহিত্র এবং নৌকার অভাব না। নতুন তৈরী করে এসব এনে দেব। মহেশের কাছে যে ফুল অর্পিত হয় তাই যথার্থ ফুল। তবুও প্রভুর কাছে একটি মিনতি। এমন কঠিন পথে কেমন করে যাবেন? অপার অগম সাত সমুদ্র; মকর, মৎস এবং ঘড়িয়ালরা মানুষকে মারে। সেখানে যে তরঙ্গ ওঠে তাকে সামলানো যায় না, কোনো কোনো বণিক ভাগ্যক্রমে যেতে পারে। আপনি আপন রাজ্যের সুখী রাজা, এই কষ্ট সহ্য করে কি লাভ? নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে কে সিংহল দ্বীপে যায়?

ক্ষার সমুদ্র, ক্ষীর সমুদ্র, দধিসমুদ্র, জলোদধি, সুরাসমুদ্র, কিলকিলা প্রভৃতি অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র আছে। কার আছে এত শক্তি, যে এই সব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পার হতে পারে?

১ এভনা
২ বোল
৩ মৈঁ
৪ সমু
৫ হিলোর
৬ ন
৭ ভাগন
৮ এতা দুখ জো
৯ অমি
১০ সুরা
১১ পুনি

৩

গজপতি য়হ মন সকতী সীউ।
পৈ জেহি পেম কহাঁ তেহি জীউ॥
জো পহিলে সির দৈ পগু ধরঈ।
মূএ কের মীচু কা করঈ॥
সুখ ত্যাগা[1] দুখ সাঁভর[2] লীহ্না।
তব পয়ান সিংঘল-মুঁহ[3] কীহ্না॥
ভোঁরা জান কবঁল কৈ প্রীতী[4]।
জেহি পহঁ[5] বিথা পেম কৈ বীতী॥
ঔ জেই সমুঁদ পেম কর দেখা।
তেঁই এহি সমুঁদ বুঁদ করি[6] লেখা॥
সাত সমুঁদ সত কীহ্ন[7] সঁভারূ[8]।
জৌঁ ধরতী কা গরূঅ পহারূ[9]॥
জৌ পৈ জীউ বাঁধ সত বেরা।
বরূ জিউ জাই ফিরৈ নহিঁ[10] ফেরা
রঙ্গনাথ হৌঁ জাকর[11] হাথ ওহি কে নাথ।
গহে নাথ সো খীঁচৈ ফেরে ফিরৈ ন মাথ[12]

হে গজপতি, এই মনের ক্ষমতার সীমা আছে। কিন্তু যার প্রেম জেগেছে কোথায় তার জীবনের মমতা? যে প্রথমেই মাথা কেটে ফেলে পায়ে রেখেছে সেই মৃতব্যক্তিকে মরণ কি করতে পারে? সুখ ত্যাগ করে দুঃখকেই পাথেয় করেছি এবং অতঃপর সিংহলের অভিমুখে যাত্রা করেছি। ভ্রমর জানে কমলের প্রীতি,—কারণ তার উপরই বিস্তৃত হয় প্রেমের বেদনা। যে প্রেমের সমুদ্রকে প্রত্যক্ষ করেছে তার কাছে এ সব সমুদ্র তো জলবিন্দুর মতো। সপ্তসমুদ্রকে সত্য ধারণ করে আছে—যেমন ধরণী পর্বতের গুরুভার বহন করছে। যে সত্যের কাছিতে জীবনকে বেঁধেছে তার জীবন বরং যাবে কিন্তু কিছুতেই ফিরে আসবে না।

আমি যার খেলার পুতুল তার হাতেই আছে খেলার সুতো। এখন সে-ই সুতো আকর্ষণ করে আমাকে টানছে, আমার মাথা আর কোনো দিকেই ফিরবে না।

---

১ সঁকলপি
২ সাঁরয়
৩ কঁহ
৪ কঁবল পিরীতী
৫ মহঁ
৬ পরি
৭ লীহ্ন
৮ সঁভারা
৯ পহারা
১০ না
১১ চেলা
১২ ফিরৈ ন ফেরে মাথ

৪

পেম সমুদ্র জো অতি[1] অবগাহা।
জহাঁ ন বার ন পার ন থাহা॥
জো এহি খীর-সমুদ মহঁ পরে[2]।
জীউ গঁবাই[3] হংস হোই তরে॥
হৌঁ পদমাবতিকৈর ভিখমংগা।
দীঠি[4] ন আব সমুদ ঔ গঙ্গা॥
জেহি কারন গিউ কাথরি কন্থা।
জহাঁ সো মিলৈ জাবঁ তেহি পন্থা॥
অব এহি সমুদ পরেউঁ হোই মরা।
মূএ কের পানী কা করা॥
মর হোই বহা[5] কতহুঁ লেই জাউ।
ওহি কে পন্থ কোউ ধরি খাউ॥
অস মৈঁ[6] জানি সমুদ মহঁ পরউঁ।
জো কোই খাই বেগি নিসতরউঁ॥
সরগ সীস ধর ধরতী হিয়া সো পেম-সমুংদ।
নৈন কৌড়িয়া হোই রহে লেই উঠহিঁ সো বুংদ॥

প্রেম-সমুদ্র অত্যন্ত অগাধ—তার এপার ওপার নেই, তলও নেই। যে এই ক্ষীর-সমুদ্রে পড়ে, তার জীবন ডুবে গিয়ে হংস হয়ে ভেসে ওঠে। আমি পদ্মাবতির ভিক্ষুক, সমুদ্র অথবা গঙ্গা আমার দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। যার জন্য গলায় কাঁথা ধারণ করেছি, তাকে যেখানে মিলবে সেই পথেই যাব। আমি এই প্রেমসমুদ্রে মৃতদেহ হয়ে পড়ে আছি, সাগরের জল আর আমায় কি করবে? শব হয়ে ভেসে চলেছি, কোথায় নিয়ে যাবে যাক; ঐ পথে যেতে কেউ যদি খায় তো খাক। এখন এ জেনেই আমি এই সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি যে, যদি কেউ খায় তবে দ্রুত নিস্তার পাই।

এখন আমার মাথা স্বর্গে, দেহ মর্ত্যে এবং হৃদয় প্রেমের সমুদ্রে। আমার চোখ দুটো কড়ির মতো,—জলবিন্দু নিয়ে ভেসে উঠছে অর্থাৎ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে।

---

১ ঐসা
২ জে মহি সমুঁদ অগাধহিঁ পরে
৩ জো অবগাহ
৪ দিঠি
৫ বহি জা কোউ
৬ মন

৫

কঠিন বিয়োগ জাগ[১] দুখ-দাহু।
জরতহি মরতহি[২] ওর নিবাহু॥
ডর লজ্জা তহঁ[৩] দুবৌ[৪] গর্ঁানী।
দেখৈ কিছু ন[৫] আগি নহিঁ[৬] পানী॥
আগি দেখি রহ আগে ধারা।
পানি দেখি তেহি[৭] সৌঁহ ধঁসারা॥
অস বাউর স বুঝাএ বূঝা।
জেহি পথ জাই নীক সো সূঝা[৮]॥
মগর-মচ্ছ-ডর হিয়ে ন লেখা।
আপুহিঁ চহৈ পার ভা দেখা॥
ঔ ন খাহি ওহি সিংঘ সদূরা।
কাঠহু চাহি অধিক সো ঝূরা॥
কায়া মায়া সংগ ন আথী[৯]।
জেহি জিউ সৌঁপা সোঈ সাথী॥
জো কিছু দরব অহা সঁগ দান দীহ্ন সংসার।
না জানী কেহি সত সেংতী দৈর উতারৈ পার[১০]॥

কঠোর বিরহ দুঃখদহন জাগায়। সে জ্বালা মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত হয়। এতে ভয় এবং লজ্জা দুই-ই অন্তর্হিত হয়। আগুন বা জল কিছুই তার নজরে পড়ে না। আগুন দেখে বিরহী তার দিকে ধেয়ে যায়, আবার জল দেখে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে এমনই উন্মত্ত যে বোঝালেও বোঝে না। যে পথে চলেছে শুধু সেই পথই সে চেনে। মকর এবং মৎস্য-ভয় তার হৃদয়ে নেই। একমাত্র বাসনা বাঞ্ছিতাকে নিকটে দেখার। তাকে সিংহ এবং বাঘও খায় না, কাষ্ঠের চেয়েও সে অধিকতর শুষ্ক। তার না থাকে দেহ, না থাকে মায়া, না থাকে অস্থি। যাকে জীবন সমর্পণ করেছে শুধু সে-ই তার সঙ্গী।

তার যা কিছু দ্রব্য সঙ্গে ছিল সবই সংসারে দান করেছে। জানি না কি সত্য তার আছে, যে-কারণে দেবতা তাকে পারে উত্তীর্ণ করবেন।

১ জোগ
২ জনম মরত হোই
৩ তেহি
৪ দোউ
৫ কছু নহি
৬ ন
৭ রহ
৮ তৌ নহিঁ ভাঁতি জায় কা সূঝা
৯ কয়া মযা সংগ নাঁহী আথী
১০ না জানেঁ। কেহি কে সত দইউ উতারৈ পার

৬

ধনি জীবন ঔ তাকর হীয়া।
উঁচ জগত মহঁ জাকর দীয়া॥
দিয়া সো জপ তপ সব উপরাহীঁ।
দিয়া বরাবর জগ কিছু নাহীঁ॥
এক দিয়া তে[১] দসগুন লহা[২]।
দিয়া দেখি সব জগ মুখ চহা[৩]॥
দিয়া করৈ আগৈ উজিয়ারা।
জহাঁ ন দিয়া তহাঁ অঁধিয়ারা॥
দিয়া মঁদির নিসি করৈ অঁজোরা।
দিয়া নাহিঁ ঘর মূসহিঁ চোরা॥
হাতিম করন দিয়া জো সিখা।
দিয়া রহা ধর্মহু[৪] মহঁ লিখা॥
দিয়া সো কাজ দুয়ৌ জগ আৱা।
ইহাঁ জো দিয়া উহাঁ সব পাৱা॥
নিরমল পন্থ কীহ্ন তেই[৫] জেই[৬]রে দিয়া কিছু[৭] হাথ।
কিছু[৮] ন কোই লেই জাইহি দিয়া জাই পৈ সাথ॥

ধন্য তার জীবন এবং তার হৃদয়, যার দান বা দীপ জগতের মধ্যে সকলের উচ্চে। সব জপতপের উপরে তার দান, দানের মতো জগতে আর কিছু নেই। এক দানে দশগুণ লাভ। দানের দিকে চেয়ে থাকে সমস্ত জগতের মুখ। দান-প্রদীপের সামনে সবকিছু উজ্জ্বল হয়। যেখানে দানের দীপ নেই সেখানে শুধু অন্ধকার। দানের দীপালোকে অন্ধকার রাত্রিও উজ্জ্বল হয়। প্রদীপ না থাকলে চোর গৃহ থেকে চুরি করে; হাতেম এবং কর্ণ দান করতে শিখেছিলেন বলে তাঁদের দানের খ্যাতি ধর্ম-পুস্তকেও লেখা আছে। দানকীর্তি দু' জগতেই খ্যাতি পায়। এ জগতে যে দেয়, অন্য জগতে সে সব ফিরে পায়।

যে নিজের হাতে দানের দীপ জ্বালায় সে পথ নির্মল করে। কেউ কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, কেবল দানের পুণ্য সঙ্গে যায়।

১ তেই
২ লাহা
৩ চাহা
৪ নাউঁ রহা ধরমিন
৫ জিহ
৬ জিহ
৭ কুছ
৮ কছু

বোহিত খণ্ড

১

সো[1] ন ডোল দেখা গজপতী।
রাজা সত্ত[2] দত্ত[3] দুহুঁ সতী॥
অপনেহি কয়া অপনেহি কন্থা[4]।
জীউ দীহ্ন অগমন তেহি পন্থা॥
নিহচৈ চলা ভরম জিউ[5] খোঈ।
সাহস জহঁা সিদ্ধি তহঁ হোঈ॥
নিহচৈ চলা ছাঁড়ি কৈ রাজ্।
বোহিত দীহ্ন দীহ্ন সব সাজ্॥
চঢ়া বেগি তব[6] বোহিত পেলে।
ধনি সো[7] পুরুষ পেম জেই[8] খেলে॥
পেম পন্থ জৌ পহুঁচৈ পারা।
বহুরি ন মিলৈ আই এহি ছারা॥
তেই[9] পারা উত্তিম কৈলাসূ।
জহঁা ন মীচু সদা সুখ-বাসূ॥
এহি জীবন কৈ আস কা জস[10] সপনা পল[11] আধু।
মুহমদ জিয়তহিঁ জে মুএ[12] তিহ্ন পুরুষহ্ন কহ সাধু[13]॥

গজপতি দেখলেন রাজার সঙ্কল্পের নড়চড় হবে না। রাজার সত্যব্রত এবং আত্মদান দুই-ই সত্য। নিজ দেহ এবং নিজের কাঁথা নিয়ে, যে জীবন-দাতা আগে আগে চলল সেই শুকের পথ তিনি অনুসরণ করলেন। তিনি প্রত্যয় নিয়ে চললেন, কারণ সংশয় জীবন খোয়ায়। যেখানে সাহস সেখানে সিদ্ধি অবধারিত। রাজত্ব ছেড়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে চললেন, রাজা গজপতি তাঁকে নৌকা দিলেন এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিলেন। অতঃপর নৌকায় চড়ে বেগে চললেন। ধন্য সেই পুরুষ যাঁর এমন প্রেম। যে প্রেমের পথে উপনীত হতে পেরেছে, এই মর্ত্যধূলিতে তাকে আর ফিরতে হয় না। সে উত্তম কৈলাসধাম লাভ করে। সেখানে মৃত্যু নেই এবং তা নিত্যসুখধাম।

এ জীবনে কিসের আশা? এ যেন অর্ধপল স্বপ্নের মত। মুহম্মদ বলে যে, জীবিত অবস্থাতেও যে মরে সেই পুরুষকেই তো সাধু বলে।

১ সত্ত
২ দত্ত
৩ সত্ত
৪ আপুন মাহিঁ কয়া পৈ কন্থা
৫ ডর
৬ ও
৭ বে
৮ পঁথ
৯ তিস
১০ জৈস
১১ তিল
১২ মরহিঁ
১৩ তেই পুরুষ সিধ সাধু

২

জস বন রেংগি চলৈ গজ-ঠাটী।
বোহিত চলে সমুঁদ গা পাটী॥
ধাবহিঁ বোহিত মন উপরাহীঁ।
সহস কোস এক পল মহঁ জাহীঁ॥
সমুঁদ অপার সরগ জনু লাগা।
সরগ ন ঘাল গনৈ বৈরাগা॥
ততখন চাল্হা এক দেখাবা[1]।
জনু ধৌলাগিরি পরবত আবা॥
উঠী হিলোর জো চাল্হ নরাজী[2]।
লহরি অকাস লাগি ভুইঁ বাজী॥
রাজা সেন্তী কুঁবর সব কহহীঁ।
অস অস মচ্ছ সমুদ মহঁ অহহীঁ॥
তেহি রে পন্থ হম চাহহিঁ গবনা।
হোহু সঁজ্ত[3] বহুরি নহিঁ অবনা॥
গুরু হমার তুম রাজা হম চেলা তুম নাথ।
জহঁা পাঁব গুরু রাখৈ চেলা রাখৈ মাথ॥

যেমন হাতির দল বনের মধ্যে ছোটে তেমনি সমুদ্রের দেহ আবৃত করে নৌকো চলল। মনোগতিকে ছাড়িয়েও নৌকো ছুটল। সহস্র ক্রোশ পথ এক পলকের মধ্যে চলে গেল। অকূল সাগর যেন স্বর্গ ছুঁয়েছে। বৈরাগী স্বর্গকে কণামাত্র গণনা করে না। হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে দেখা গেল চাল্হা মাছ। যেন মনে হল ধবলগিরি পর্বত ছুটে আসছে। চাল্হার বিক্ষোভে সমুদ্রে ঢেউ উঠল—তরঙ্গ আকাশে উঠে আবার ভূমিতে পড়ল। রাজার সঙ্গী কুমারেরা সব বলল—'এমন এমন মাছ সমুদ্রের ভিতর থাকে। এই পথেই আমাদের যাওয়া দরকার। প্রস্তুত হয়ে চলতে হবে যাতে আর ফিরে আসতে না হয়।'

হে রাজা, তুমি আমাদের গুরু। তুমি নাথ, আমরা তোমার শিষ্য। যেখানে গুরু পা রাখেন, শিষ্য সেখানে তার মাথা নোয়ায়।

১ দিখরাবা
২ বরাজী
৩ সচেত

৩

কেবট হঁসে সো সুনত গবেঁজা।
সমুঁদ ন জানু কুবাঁ কর মেজা॥
য়হ তৌ চাল্হ ন লাগৈ কোহূ।
কা কহিহৌ জব দেখিহৌ রোহূ॥
সো অবহীঁ তুম্হ দেখা নাহীঁ।
জেহি মুখ ঐসে সহস সমাহীঁ॥
রাজপংখি তেহি পর মেঁড়রাহীঁ।
সহস কোস তিন্হ কৈ পরছাহীঁ॥
তেই ওহি মচ্ছ ঠোর ভরি[১] লেহীঁ।
সাবক-মুখ চারা লেই দেহীঁ॥
গরজৈ গগন পংখি জব[২] বোলা[৩]।
ডোল সমুদ্র ডৈন জব ডোলা[৪]॥
তহাঁ চাঁদ ঔ সূর অসূঝা[৫]।
চঢ়ৈ সোই জো অগমন বূঝা॥
দস মহঁ এক জাই কোই করম ধরম তপ[৬] নেম।
বোহিত পার হোই জব[৭] তবহি[৮] কুসল ঔ খেম॥

কেওট বা মাঝিরা এইসব কথাবার্তা শুনে হাসতে লাগল। "কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রকে জানে না। এ তো চাল্হা মাছ, কাউকে আঘাত করে না, যখন রোহিত দেখবেন তখন কি বলবেন? আপনারা কখনও সে সব চোখে দেখেন নি,—তাদের মুখে অমন হাজার হাজার ঢুকে যেতে পারে। রাজপক্ষী তাদের উপর যখন ওড়ে তখন তার ছায়া সহস্রক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত হয়। সে (রকপক্ষী) এই মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে নিজের বাচ্চার মুখে দেয়। এই পাখী যখন আওয়াজ করে তখন আকাশ গর্জন করে এবং তার পক্ষসঞ্চালনে সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠে। তখন চন্দ্র সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। সে-সময় একমাত্র যে পথ জানে তারই পক্ষে সমুদ্রে গমন উচিত।

দশজনের মধ্যে একজনেই যেতে সক্ষম, যে ধর্মকর্ম এবং তপস্যানিয়ম পালন করেছে। যখন নৌকাযোগে পার হতে পারবে তখনই হবে কল্যাণ এবং শান্তি।"

১ গহি
২ জো
৩ বোলহিঁ
৪ ডোলৈ সমুঁদ ডৈন জো ডোলহিঁ
৫ উহাঁ ন সূরিজ ন চাঁদ অসূঝা
৬ ধরম করম সত
৭ জো
৮ তৌহ

৪

রাজৈ কহা কীহ্ন মৈঁ পেমা।
জহাঁ পেম কহঁ? কুসল খেমা॥
তুম্হ খেবহু জো খেবৈ পারহু।
জৈসে আপু তরহু মোহিঁ তারহু॥
মোহিঁ কুসল কর সৌচ ন ওতা।
কুসল[১] হোত জো জনম ন হোতা॥
ধরতী সরগ জাঁত-পট[৩] দোউ।
জো তেহি[৪] বিচ জিউ রাখ ন কোউ॥
হৌঁ অব কুসল এক পৈ মাঁগৌঁ।
পেম-পন্থ সত বাঁধি ন খাঁগৌঁ॥
জো সত হিয় তৌ নয়নহিঁ[৫] দীয়া।
সমুদ ন ডরৈ পৈঠি[৬] মরজীয়া॥
তহঁ লগি হেরৌঁ সমুদ ঢঁঢোরী।
জহঁ লগি রতন পদারথ জোরী॥
সপ্ত পতার খোজি কৈ কাঢ়ী[৭] বেদ গরন্থ।
সাত সরগ[৮] চঢ়ি ধাবৌঁ পদমাবতি জেহি পন্থ॥

রাজা বললেন, "আমি প্রেমের পথ অবলম্বন করেছি। যেখানে প্রেম সেখানে আর কুশল ও শান্তি কোথায়? তোমরা যারা চালাতে পার তারা নৌকা চালাও। যেমন করে নিজেরা পার হও তেমনি করে আমাকে পার কর। আমি আমার কল্যাণের কথা ভাবছি না, কুশল হোত যদি জন্ম না হোত। ধরণী এবং স্বর্গ যেন জাঁতার দুই চাকা—যে এদের মধ্যে পড়েছে তার জীবন কেউ রাখতে পারে না। একটি মাত্র প্রার্থনায় আমার কল্যাণ হতে পারে, প্রেমপথের সত্যসঙ্কল্পে যেন ভ্রষ্ট না হই। হৃদয়ে যদি সত্য থাকে তবে নয়নের দীপ্তিতে তা প্রকাশ পায়। ডুবুরী সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করতে ভীত হয় না। তার জন্য আমি সমুদ্র তন্নতন্ন করে খুঁজব যতক্ষণ না রত্ন (রত্নসেন) পদার্থের (পদ্মাবতী) সঙ্গে যুক্ত হয়।

সপ্তপাতাল খুঁজে যেমন বেদগ্রন্থ উদ্ধার হয়েছিল তেমনি সপ্তস্বর্গে আরোহণ করে পদ্মাবতী যে পথে আছে সে পথে ছুটব।"

১ তুই
২ সুসর
৩ জাঁত পিল
৪ রহি
৫ পন্থহি
৬ দেখি
৭ জস কাঢেউ
৮ সমুঁদ

১

সায়র তরৈ হিয়ে সত পূরা।
জো জিউ সত কায়র পুনি সূরা॥
তেই সত বোহিত কুরী[1] চলাএ।
তেই[2] সত পবন পংখ জনু লাএ॥
সত সাথী সত কর সংসারূ[3]।
সত্ত খেই লেই লাবৈ পারূ॥
সত্ত[4] তাক সব আগূ পাছু।
জহঁ জহঁ মগর মচ্ছ ঔ কাছু॥
উঠৈ লহরি জনু ঠাঢ় পহারা।
চঢ়ৈ সরগ ঔ পরৈ পতারা॥
ডোলহিঁ বোহিত লহরৈঁ খাহীঁ।
খিন তর হোহিঁ খিনহিঁ[5] উপরাহীঁ॥
রাজৈ সো সত হিরদৈ বাঁধা।
জেহি সত টেকি করৈ গিরি কাঁধা॥
খার সমুঁদ সো[6] নাঁঘা আএ সমুঁদ জহঁ খীর।
মিলে সমুঁদ বৈ সাতৌ বেহর বেহর নীর॥

যার হৃদয়ে সত্য পূর্ণ হয়ে আছে সে-ই সাগর পার হতে পারে। যদি জীবনে সত্য থাকে তাহলে কাপুরুষও বীর হয়ে ওঠে। সেই সত্যের জোরে বহিত্রশ্রেণী চলতে লাগল। সত্যের পবনে যেন তারা পাখা পেল। সত্যই একমাত্র সাথী এবং সত্যই জগতের স্রষ্টা। সত্যই হল সেই খেয়া, যা পারে নিয়ে আসতে পারে। সত্য অগ্র-পশ্চাতে দৃষ্টি রাখে,—যেখানে সর্বত্র মকর, মৎস্য এবং কচ্ছপ থাকে। সমুদ্রতরঙ্গ পর্বতের মতো উঠে দাঁড়াল, কখনও স্বর্গে উঠতে লাগল আবার কখনও পাতালে নেমে গেল। বহিত্রগুলি দুলতে দুলতে যখন তরঙ্গের টানে এসে পড়ল তখন ক্ষণেকের জন্য তারা যেন তলিয়ে গেল আবার পরক্ষণেই উপরে ভেসে উঠল। সত্যকে রাজা হৃদয়ে বেঁধে রাখলেন,—যে সত্যের জোরে মানুষ পর্বতকেও স্কন্ধে তুলতে পারে।

তিনি ক্ষার বা লবণ সমুদ্র পেরিয়ে গেলেন, অতঃপর এল ক্ষীরসাগর। এই সপ্তসমুদ্রই পরস্পর সংলগ্ন—যদিও প্রত্যেকের জল পৃথক পৃথক।

১ পূর
২ জেহি
৩ সত গুরু সহিবারূ
৪ সতই
৫ খন তর কই খন হোহিঁ
৬ সব

২

খীর-সমুঁদ কা বরনৌঁ নীরূ।
সেত[1] সরূপ পীয়ত জস খীরূ॥
উলথহিঁ মানিক মোতী হীরা।
দরব দেখি মন হোই ন থীরা[2]॥
মনুআ চাহ দরব ঔ ভোগূ।
পন্থ ভুলাই বিনাসৌ জোগূ॥
জোগী হোই মনহিঁ সো সঁভারৈ[3]।
দরব হাথ কর[4] সমুঁদ পবারৈ॥
দরব লেই সোঈ জো[5] রাজা।
জো জোগী তেহিকে কেহি কাজা॥
পন্থহি পন্থ দরব রিপু হোঈ।
ঠগ বটপার চোর সঁগ সোঈ॥
পন্থী সো জো দরব সৌঁ রূসে।
দরব সমেটি বহুত অস মূসে॥
খীর-সমুঁদ সো[6] নাঁঘা আএ সমুঁদ-দধি মাঁহ।
জো হৈঁ নেহক বাউর তিন্হ[7] কহঁ[8] ধূপ ন ছাঁহ॥

কেমন করে বর্ণনা করব ক্ষীরসমুদ্রের জল? তা শ্বেতবর্ণের, দুধের মতো পেয়। সেখানে মণি মুক্তো হীরে উথলে ওঠে। সেসব দ্রব্য দেখে মন স্থির থাকে না। মন চায় ঐসব দ্রব্য ভোগ করতে—এইভাবে পথ ভুলিয়ে তা যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে। যে যথার্থ যোগী সে মনকে সংযত করে রাখে, কিন্তু যে ঐ সব দ্রব্যের দিকে হাত বাড়ায় সে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। যে রাজা সে ওসব নিক, কিন্তু যে যোগী তার এসবে কি কাজ? যোগের পথে এসব দ্রব্য রিপুসদৃশ; ঠগ, বাটপাড় এবং চোরকেই সঙ্গী করে। যে এসব ঐশ্বর্যে বিরক্ত, সে-ই যথার্থ যোগপন্থী; যে প্রচুর ধন সংগ্রহ করে, সে-ই লুণ্ঠিত হয়।

ক্ষীরসমুদ্র অতিক্রম করার পর রাজা এলেন দধিসমুদ্রে, যারা প্রেমের জন্য উন্মত্ত, তাদের কাছে রৌদ্র এবং ছায়া সমান।

১ সত্ত
২ থীরা
৩ জোগী মনহিঁ ওহী রিস মারহিঁ
৪ কৈ
৫ অস্থির
৬ সব
৭ মা
৮ তেহি

৩

দধি-সমুঁদ্র দেখত তস দাধা[১]।
পেমক লুবুধ দগধ পৈ সাধা[২] ॥
পেম জো দাধা ধনি রহ জীউ।
দধি জমাই মথি কাঢ়ৈ ঘীউ ॥
দধি এক বূঁদ জাম সব খীরূ।
কাঁজী-বূঁদ বিনসি হোই নীরূ ॥
সাঁস ডাঢ়ি[৩] মন মথনী গাঢ়ী[৪]।
হিয়ে কাঢ়ী[৫] বিনু ফ়ুট ন সাঢ়ী ॥
জেহি জিউ পেম চন্দন তেহি আগী।
পেম বিহুন ফিরৈ ডর ভাগী ॥
পেম কৈ আগি জরৈ জো কোঈ।
দুখ তেহি কর ন অবিরথা হোঈ[৬] ॥
জো জানৈ সত আপুহি জারৈ।
নিসত হিয়ে সত করৈ ন পারৈ ॥
দধি সমুঁদ্র পুনি পার মে পেমহি কহা সঁভার।
ভাবৈ পানী সির পরৈ ভাবৈ পরৈ অঁগার ॥

দধিসমুদ্র যেন উত্তপ্ত দহন। প্রেমলুব্ধজন সেই দহনই কামনা করে। ধন্য সেই জীবন যাতে আছে প্রেমের উত্তাপ। তা দধিকে জমিয়ে মন্থন ক'রে তার থেকে ঘি তৈরী করে। একবিন্দু দই দিলে সমস্ত দুধ জমে যায়। কিন্তু একবিন্দু অম্লরস দিলে তা নষ্ট হয়ে জল কেটে যায়। নিঃশ্বাসের দড়ি বেঁধে মনের মন্থনদণ্ডের সাহায্যে হৃদয় মন্থন না করা পর্যন্ত নবনী প্রকাশ পায় না। যার হৃদয়ে জেগেছে প্রেম, অগ্নি তার কাছে চন্দনতুল্য, আর যে প্রেমহীন সে সেই আগুন দেখে ভয়ে পালায়। প্রেমের দহনে যে জ্বলেছে তার কাছে দুঃখ ব্যর্থ নয়। যে প্রেমের সত্যকে জেনেছে সে নিজেকেই অগ্নিদগ্ধ করে, অসৎ হৃদয় সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না।

তাঁরা দধিসমুদ্র পেরিয়ে গেলেন। প্রেমিকের মাথায় জলই পড়ুক অথবা অঙ্গারই বর্ষিত হোক, প্রেমের মধ্যে কোথায় সংবরণ বা সংযম?

১ দহা
২ সহা
৩ সো অস দধি
৪ চোট
৫ জোত্তি
৬ তাকর দুখ ন অবিরথা হোঈ

৪

আএ[১] উদধি সমুংদ অপারা ॥
ধরতী সরগ জরৈ তেহি[২] ঝারা ॥
আগি[৩] জো উপনী[৪] ওহি সমুংদা।
লংকা জরী ওহী এক বুংদা ॥
বিরহ জো উপনা ওহি তেঁ গাঢ়া[৫]।
খিন ন বুঝাই জগত মহঁ[৬] বাঢ়া ॥
জহাঁ সো বিরহ আগি কহঁ ডীঠী[৭]।
সৌঁহ জরৈ ফিরি দেই ন পীঠী ॥
জগ মহঁ কঠিন খড়গ কৈ ধারা।
তেহি তে অধিক বিরহ কৈ ঝারা ॥
অগম পন্থ জো ঐস ন হোঈ।
সাধ কিএ পাবৈ সব কোঈ ॥
তেহি সমুংদ মহঁ রাজা পরা।
জরা চহৈ পৈ রোঁৱ ন জরা ॥
তলফৈ তেল করাহ জিমি ইমি তলফৈ সব নীর।
যহ জো মলয়গিরি প্রেম কর বেধা[৮] সমুদ সমীর[৯] ॥

এরপর এল অপার সলিলসাগর। তার বাড়বানলে ধরিত্রী এবং স্বর্গ প্রজ্বলিত, সমুদ্রের গর্ভে যে অগ্নির উৎপাদন তার একবিন্দু স্পর্শে লঙ্কা জ্বলে গেছে। ওর গাঢ় অবস্থায় যে বিরহের উৎপত্তি তা ক্ষণমাত্র প্রশমিত হয় না, জগতের মধ্যে নিরন্তর বিস্তৃত হয়। যে সেই বিরহ-অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করেছে তার কাছে আর কোন্ আগুন দৃষ্টিগোচর হয়? সে অগ্নিজ্বলিত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। খড়্গের ধার এ জগতে খুবই দারুণ ব্যাপার কিন্তু তার চেয়ে নিদারুণ হল বিরহের অনল। প্রেমের পথ যদি এত দুর্গম না হোত, তা হলে' ত সকলেই চাইলেই পেত। সেই প্রেম-সমুদ্রের মধ্যেই রাজা পড়েছেন, চাইছেন এর আগুনে জ্বলতে, কিন্তু একটা চুলও পুড়ছে না।

তেলের কড়াইতে তেল যেমন ফেনিয়ে ওঠে তেমনি সমস্ত জল ফেনিল হয়ে উঠল। রাজা প্রেমের মলয়-গিরি হয়ে রইলেন, সমীর-বিদ্ধ হল সমুদ্র।

১ আজি
২ জেহিঁ
৩ আজি
৪ উপনা
৫ কাঢ়া
৬ তস
৭ জিহ সো বিরহ তেহি আগি ন ডীঠী
৮ বৃন্দ
৯ সরীর

৫

সুরা-সমুঁদ পুনি রাজা আরা।
মহুআ মদছাতা দিখরারা॥
জো তেঁহি পিয়ৈ সো ভাঁবরি লেঈ।
সীস ফিরৈ পংথ পৈগু ন দেঈ॥
পেম সুরা জেহি কে হিয় মাহাঁ।
কিত বৈঠে মহুআ কৈ[১] ছাঁহাঁ॥
গুরু কে পাস দাখ-রস রসা।
বৈরী বঁবুর মারি মন কসা॥
বিরহৈঁ দগধ কীন্হ তন ভাঠী।
হাড় জরাই দীন্হ সব কাঠী॥
নৈন-নীর সোঁ পোতা[২] কিয়া।
তস মদ চুরা[৩] বরা[৪] জস দিয়া॥
বিরহ সরাগন্হি[৫] ভুঁজৈ মাঁসূ।
গিরি গিরি পরৈ[৬] রকত কৈ আঁসূ॥
মুহমদ মদ জো পেম কর[৭] গএ[৮] দীপ তেহি সাধ[৯]।
সীস ন দেই পতংগ হোই[১০] তৌ লগি লহৈ ন খাধ[১১]॥

অতঃপর রাজা এলেন সুরাসমুদ্রে। মহুয়ার ছাতা সেখানে দৃশ্যমান। যে তা পান করেছে সে ঘূর্ণিতে পড়ে, তার মাথা ঘোরে এবং পায়ের ঠিক থাকে না। যার হৃদয়ে প্রেমসুধা আছে সে কেন মহুয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসবে? গুরুর সঙ্গে রাজা প্রেমের দ্রাক্ষারস পান করেছেন, বাবলা গাছের ন্যায় রিপুকে সংহার করে তিনি মনকে সংযত করলেন। রাজা দেহকে বিরহের আগুনে চিতাদগ্ধ করলেন এবং হাড়গুলো হল সে আগুনের কাষ্ঠাহুতি। নয়নের জলে তা শীতল করলেন, চুঁইয়ে পড়ল যে প্রেমসুরা তা দীপের ন্যায় জ্বলতে লাগল। বিরহ-শলাকাবিদ্ধ দেহের মাংস সিদ্ধ হতে লাগল; এবং নয়নজল থেকে রক্ত ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

মুহম্মদ বলছে, ভালবাসার সুরা যাদের আছে তারা সেই বাঞ্ছিত দীপ জ্বালাতে পারে অথবা তাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বীপে পৌঁছতে পারে। নিজের মস্তক আহুতি দিয়ে বহ্নিতে পতঙ্গ হতে না পারলে কেউ তার আহার বা ভোগ্যবস্তু লাভ করতে পারে না।

১ কী
২ পোতী
৩ চুবৈ
৪ বরৈ
৫ সুরাগিন
৬ পরহিঁ
৭ কা
৮ হিয়ে
৯ রাখি
১০ জোঁ
১১ তৌ লহি জাই ন চাখি

৬

পুনি কিলকিলা সমুঁদ মহঁ আএ।
গা ধীরজ দেখত ডর খাএ॥
ভা কিলকিল অস উঠৈ হিলোরা।
জনু অকাস টূটৈ চহুঁ ওরা॥
উঠৈ লহরি পরবত কৈ নাঈঁ।
ফিরি আবৈ জোজন সৌ[১] তাঈঁ॥
ধরতী লেই সরগ লেহি বাঢ়া।
সকল সমুঁদ জানহুঁ ভা ঠাঢ়া॥
নীর হোই তর উপর সোঈ।
মাথে রম্ভ[২] সমুঁদ জস[৩] হোঈ॥
ফিরত সমুঁদ জোজন সৌ[৪] তাকা।
জৈসে ভঁবৈ[৫] কোহাঁর ক[৬] চাকা॥
ভৈ পরলৈ নিয়রানা জবহীঁ।
মরৈ জো জব পরলৈ তেহি তবহীঁ[৭]॥
গৈ[৮] ঔসান সবন্হ কর[৯] দেখি সমুঁদ কৈ বাঢ়ি।
নিয়র হোত জনু লীলৈ, রহা নৈন অস কাঢ়ি॥

এরপর তাঁরা কিলকিলা সাগরে এলেন। ধৈর্য চলে যাচ্ছে দেখে তাঁদের ভয় হল। সমুদ্রে তরঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দ হচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল যেন চারদিক থেকে আকাশ ভেঙে পড়বে। পর্বতের মতো ঢেউ উঠছিল এবং শতযোজন বিস্তৃত স্থান জুড়ে তা ভেঙে পড়ছিল। পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত এর প্রসার, দেখে মনে হচ্ছিল যেন সমগ্র সমুদ্র দাঁড়িয়ে উঠেছে। তার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত শুধু জল, সমুদ্র থেকে যেন মন্থনের শব্দ হচ্ছে। তাকালে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্রকে দেখে মনে হয় যেন কুম্ভকারের চাকা ঘুরছে। যখন সেই ঢেউ নিকটবর্তী হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল 'সব শেষ',—যেমন যে মরতে চলেছে সেই মুমূর্ষুর মনে হয়।

সমুদ্রের স্ফীতি দেখে সকলে জ্ঞান হারাতে লাগলেন; যখন তরঙ্গমালা এগিয়ে আসতে লাগল তখন মনে হতে লাগল যেন তাদের গ্রাস করার জন্য তাকিয়ে আছে।

১ লখ
২ মহা অরম্ভ
৩ মহঁ
৪ লখ
৫ ফিরৈ
৬ কুম্হার কৈ
৭ মরৈ সো তা কহঁ পরলৌ তবহীঁ
৮ গে
৯ কে

৭

হীরামন রাজা সোঁ বোলা।
এহী[1] সমুদ আএ সত ডোলা॥
সিংঘল দীপ[2] জো নাহিঁ নিবাহূ।
এহী ঠাঁর সাঁকর সব কাহূ॥
এহি কিলকিলা সমুদ্র গঁভীরূ।
জেহি গুন হোই সো পাবৈ তীরূ॥
ইহৈ সমুদ্র-পংথ মঝধারা।
খাঁড়ে কৈ অসি ধার নিনারা॥
তীস সহস্র কোস কৈ পাটা[3]।
অস সাঁকর চলি সকৈ ন চাঁটা॥
খাঁড়ে চাহি পৈনি বহুতাঈ[4]।
বার চাহি তাকর[5] পতরাঈ॥
এহী ঠাঁব[6] কহঁ গুরু সঁগ লীজিয়[7]।
গুরু সঁগ হোই পার তৌ কীজিয়[8]॥
মরন জিয়ন এহী পথহিঁ এহী আস নিরাস।
পরা সো গএউ পতারহি তরা সো গা কবিলাস॥

হীরামন শুক রাজাকে বলল, "এই সমুদ্রে এলে সত্যও বিচলিত হয়। সিংহল দ্বীপ যে কেউ জয় করতে পারে না তার কারণ এই জায়গায় এসে সকলে ঠেকে যায়। এই কিলকিলা সাগর অত্যন্ত গভীর। যার গুণ আছে সে-ই পারে তীরে পৌছতে। এই সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে যে স্রোতোপথ আছে তা অসিধারার মতো দ্বিখণ্ডিত করেছে সাগরকে। ত্রিশ হাজার ক্রোশব্যাপী তা লম্বিত, কিন্তু তা এত সঙ্কীর্ণ যে পিঁপড়ের পক্ষেও দুর্গম। খাঁড়ার চেয়েও তীক্ষ্ণধার এবং চুলের চেয়েও তা ক্ষীণ। গুরুকে সঙ্গে নিয়ে এই পথে যেতে হয়, গুরু সঙ্গে থাকলে তবে পার হতে পারবেন।

এই পথে আছে জীবন এবং মৃত্যু, আছে আশা এবং নৈরাশ্য। যে স্খলিত হয় সে পাতালে যায়, আর যে পার হতে পারে সে যায় কৈলাসে।'

১ ইহৈ
২ পথ
৩ বাটা
৪ পৈনাঈ
৫ পাতরি
৬ পথ
৭ লীজৈ
৮ কীজৈ

৮

রাজৈ দীহ্ন কটক কহঁ বীরা।
সুপুরুষ হোহু করহু মন ধীরা॥
ঠাকুর জেহিক সূর ভা কোঈ।
কটক সূর পুনি আপুহি হোঈ॥
জৌলহি সতী ন জিউ সত বাঁধা।
তৌলহি দেই কহাঁর ন কাঁধা॥
পেম-সমুদ মহঁ বাঁধা বেরা।
য়হ[1] সব সমুঁদ বুঁদ জেহি কেরা॥
না হৌঁ সরগক চাহৌঁ রাজূ।
না মোহিঁ নরক সেংতি কিছু[2] কাজূ॥
চাহৌ ওহি কর[3] দরসন পাবা।
জেই মোহিঁ আনি পেম-পথ লাবা॥
কাঠহিঁ কাহ গাঢ় কা ঢীলা।
বূড় ন সমুঁদ মগর নহিঁ লীলা॥
কান সমুঁদ ধঁসি লীহ্নেসি ভা পাছে সব কোঈ।
কোই কাহু ন সঁভারৈ আপনি আপনি হোই॥

রাজা তাঁর সেনাদলকে (অভয়-স্বরূপ) পান দিলেন। "তোমরা পৌরুষ-সম্পন্ন হও, মনকে শান্ত কর। নেতা যাদের বীর, সেনাদেরও সেখানে নিজেদের বীর হওয়া উচিত। যতক্ষণ নারীর সতী হবার সত্যসঙ্কল্প প্রাণে না আসছে ততক্ষণ খাটে কেউ কাঁধ লাগায় না। যে প্রেমসমুদ্রে আমি ভেলা ভাসিয়েছি এই সব সাগর তার কাছে জলবিন্দুর মতো। আমি স্বর্গের রাজত্বও চাই না, নরকেও কোনো দরকার নেই, যে আমাকে এই প্রেমের পথে নিয়ে এসেছে আমি শুধু তারই দর্শন চাই। (আমার মতো) কাঠের পক্ষে আর সুগম দুর্গম কি? তা সাগরেও ডুববে না, মকরেও ছোঁবে না।

রাজা হাল ধারণ করে সমুদ্রে এগিয়ে চললেন, তাঁর পিছনে পিছনে সবাই বেয়ে চলল। কেউই কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে সকলেই নিজ নিজ মতো অগ্রসর হতে লাগল।

১ এহি
২ কছু
৩ কৈ

৯

কোই বোহিত জস পৌন উড়াহীঁ।
কোঈ চমকি বীজু অস জাহীঁ॥
কোঈ জস ভল ধাব তুখারূ।
কোঈ জৈস বৈল গরিয়ারূ॥
কোই জানহুঁ হরুআ রথ হাঁকা।
কোই গরুঅ ভার বহু[১] থাকা॥
কোঈ রেঁগহিঁ জানহুঁ চাঁটী।
কোঈ টূটি হোহিঁ তর[২] মাটী॥
কোঈ খাহিঁ পৌন কর ঝোলা।
কোঈ করহিঁ পাত অস[৩] ডোলা॥
কোঈ পরহিঁ ভোঁর জল মাহাঁ।
ফিরত রহহিঁ কোই[৪] দেই ন বাহাঁ॥
রাজা কর ভা অগমন খেরা।
খেরক আগে সুআ পরেরা॥
কোই দিন মিলা সবেরে কোই আৱা পছ-রাতি।
জাকর জস[৫] জস সাজু হুত সো উতরা তেহি ভাঁতি॥

কোনো বহিত্র যেন পবনে উড়ে চলল। কোনোগুলি চলল বিদ্যুৎবেগে। কিছু তুরঙ্গের ন্যায় দ্রুতগামী। কিছু কিছু আবার অদম্য ষাঁড়ের মতো ধাবমান। কোনো কোনোটি হাল্কা রথের মতো ছুটল, কোনোটি গুরু-ভার গাড়ীর মতো মন্থর। কিছুবা পিঁপড়ের মতো সারিবদ্ধ হয়ে, আবার কোনোগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে ধুলোর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোনোটি বাতাসের বেগে একদিকে হেলে চলল, কোনোটি আবার পাতার মতো দুলতে লাগল। কোনোগুলো পড়ে গেল জলের আবর্তে, সেগুলো এমনই ঘুরতে লাগল যে কেউই তাদের দিকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে পারল না। রাজার খেয়া সবার আগে, আর তার আগে চলল পথ-নির্দেশক শুক।

কোনো নৌকা দিনের প্রত্যুষে এসে পৌছল, কোনোটি এল মাঝরাত্রে, যার যেমন উপকরণ, সেসব নিয়ে সকলে তীরে এসে উত্তীর্ণ হল।

১ ভা
২ সরি
৩ জোঁ
৪ কোউ
৫ হুত

১০

সতএঁ সমুঁদ মানসর আএ।
মন[১] জো কীহ্ন সাহস সিধি পাএ॥
দেখি মানসর রূপ সোহারা।
হিয় হুলাস পুরইনি হোই ছারা॥
গা অঁধিয়ার রৈনি-মসি ছুটী।
ভা ভিনসার কিরিন-রবি ফূটী॥
অস্তি অস্তি সব সাথী বোলে।
অন্ধ জো অহে নৈন বিধি খোলে॥
কৱঁল বিগস তস বিহঁসী দেহীঁ।
ভোঁর দসন[২] হোই কৈ[৩] রস লেহীঁ॥
হঁসহিঁ হংস ঔ করহিঁ কীরীরা।
চুনহিঁ[৪] রতন মুকুতাহল হীরা॥
জো অস আৱ সাধি তপ জোগূ।
পূজৈ আস মান রস ভোগূ॥
ভোঁর জো মনসা মানসর লীহ্ন কঁৱলরস আই।
ঘুন জো হিয়াৱ ন কৈ সকা[৫] ঝূর কাঠ তস খাই॥

অবশেষে সপ্তম সমুদ্র মানসরোবর এল। মনে যার সাহস আছে, সে-ই সিদ্ধিলাভ করে। মানসরোবরের শোভা দেখে তাদের হৃদয় উল্লাসে কমলদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। রজনীর আঁধার কালিমা দূর হয়ে গেল। প্রত্যূষ হল, সূর্যকিরণ ফুটে উঠল। সঙ্গীসাথীরা বলল, "বেশ বেশ, এতকাল অন্ধ ছিলাম, বিধাতা দৃষ্টি খুলে দিলেন। কমলের হাসি বিকশিত হয়ে আছে, ভ্রমর তার কাছ থেকে রস পান করছে। হাস্যশুভ্র হংসরা ক্রীড়া করছে, তারা লীলাচ্ছলে রত্ন, মুক্তাফল এবং হীরা তুলে নিচ্ছে। যে অনেক তপস্যা এবং সাধনা করে এখানে আসে তার আশা পূর্ণ হয় এবং সে মান, আনন্দ এবং ভোগ্যবস্তু লাভ করে।

যে ভ্রমর মানসরোবরে আসার জন্য চিত্ত প্রস্তুত করেছে, সে-ই কমলরস পানের জন্য এখানে পৌছতে পারে। কিন্তু, যে ঘুনপোকার হৃদয়ে এই সাহস নেই, সে শুধু শুকনো কাঠ খেয়ে মরে।

১ সত
২ মগন
৩ হোই
৪ চুগহিঁ
৫ ন ক সকা

সিংহল দ্বীপ খণ্ড

১

পুছা রাজৈ কহু গুরু সুআ[১]।
ন জনৌঁ আজু কহাঁ[২] দহুঁ[৩] উআ॥
পৌন বাস সীতল লেই আৱা।
কয়া দহত চন্দনু জনু লাৱা॥
কবহুঁ ন ঐস জুড়ান[৪] সরীরূ।
পরা অগিনি মহঁ মলয়-সমীরূ[৫]॥
নিকসত আৱ কিরিন রৱিরেখা।
তিমির গএ নিরমল জগ দেখা॥
উঠৈ মেঘ অস জানহুঁ আগৈ।
চমকৈ বীজু গগন পর[৬] লাগৈ॥
তেহি উপর জনু সসি পরগাসা।
ঔ সো চন্দ[৭] কচপচী গরাসা॥
ঔর নখত চহুঁ দিসি উজিয়ারে।
ঠাৱহিঁ ঠাঁর দীপ অস বারে॥
ঔর দখিন দিসি নীয়রে[৮] কঞ্চন-মেরু দেখাৱ।
জনু[৯] বসন্ত ঋতু আরৈ তৈসি বাস জগ আৱ॥

রাজা বললেন, "হে শুক গুরু, বল, না জানি আজ কোন দেবতার উদয় হল। স্নিগ্ধগন্ধ নিয়ে এল সমীরণ, তা যেন আমার বিরহদগ্ধ দেহে চন্দনলেপন করছে; এমন করে কখনও শরীর জুড়োয় নি; এ যেন অগ্নিতে মলয় সমীর এসে পড়ল। এখন সম্মুখে সূর্যকিরণ প্রকাশিত হচ্ছে, অন্ধকার দূর হয়ে জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সামনে মনে হচ্ছে একটা মেঘ উঠে এল। সেখানে চমকিত বিদ্যুৎ আকাশ স্পর্শ করছে। তার উপর যেন চন্দ্রের প্রকাশ। সেই চন্দ্র যেন কৃত্তিকা নক্ষত্রকে গ্রাস করছে। অন্যান্য নক্ষত্র চতুর্দিক উজ্জ্বল করে রেখেছে। যেন মনে হচ্ছে দিকে দিকে দীপ জ্বলছে।

আরো দক্ষিণদিকে স্বর্ণ-সুমেরু দেখা যাচ্ছে। যেন বসন্ত ঋতুর আগমনে জগৎ সুগন্ধময় হয়ে উঠেছে।

১ সেৱা
২ কহা
৩ দিন
৪ সিরান
৫ জানহু নীরু
৬ পৈ
৭ চাঁদ
৮ নিয়রহিঁ
৯ জস

২

তুঁ[১] রাজা জস বিকরম আদী।
তুঁ[২] হরিচন্দ বৈন সতবাদী॥
গোপিচন্দ তুই[৩] জীতা জোগূ।
ঔ ভরথরী ন পুজ বিয়োগূ॥
গোরখ সিদ্ধি দীহ্ন তোহি হাথ্।
তারী গুরু মছন্দর নাথ্॥
জীত পেম তুই ভূমি[৪] অকাসূ।
দীঠি[৫] পরা সিংঘল-কবিলাসূ[৬]॥
রহ[৭] জো মেঘ গঢ় লাগ অকাসা।
বিজুরী কনয়-কোট চহুঁ পাসা॥
তেহি পর সসি জো কচপচি ভরা।
রাজমন্দির সোনে নগ জরা॥
ঔর জো নখত দেখ[৮] চহুঁ পাসা।
সব রানিহ্ন কৈ আহিঁ[৯] অৱাসা॥
গগন সরোৱর সসি কঁৱল কুমুদ তরাইহ্ন পাস।
তুঁ[১০] রবি উআ ভঁৌর হোই পৌন মিলা লেই বাস॥

(শুক বলল) "হে রাজা আপনি যেন যথার্থই বিক্রমাদিত্য, এবং সত্যবাদী-রূপে আপনি যেন হরিশ্চন্দ্র। আপনি গোপীচন্দ্রের চেয়েও যোগী এবং বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ং ভর্তৃহরিও আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। গোরক্ষনাথের অষ্টসিদ্ধি আপনার করায়ত্ত; গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথেরও চাবীকাঠি আপনার হাতে। প্রেমের সাহায্যে আপনি পৃথিবী এবং আকাশ জয় করেছেন; এখন সিংহলরূপী কৈলাস আপনার দৃষ্টিপথে এসেছে। ঐ যে মেঘ, তা আসলে আকাশস্পর্শী দুর্গ; চতুর্দিকের স্বর্ণশিখর হল বিদ্যুৎ ঝলক। তার উপর যে কৃত্তিকামণ্ডিত চন্দ্র দেখছেন তা হল হীরকখচিত সোনার রাজপ্রাসাদ। আর চারদিকে যে নক্ষত্ররাশি, তা হল রাণীমহল।

গগন-সরোবরে চন্দ্র-কমল (শোভা পাচ্ছে)। চারপাশে তারকা-কুমুদ। আপনি সূর্যের মতো উদিত হলেন। ভ্রমরের কাছে সমীরণ কুসুম-গন্ধ নিয়ে এল।"

---

১ তুঁই
২ পুনি
৩ তৈঁ
৪ পুহমি
৫ দিঠি
৬ কৈলাসূ
৭ রৈ
৮ ওর নখত ওহি কৈ
৯ অহৈঁ
১০ তুইঁ

৩

সো গঢ় দেখু গগন তেঁ উঁচা।
নৈনহু[১] দেখা কর ন[২] পহুঁচা॥
বিজুরী চক্র ফিরৈ চহুঁ ফেরী।
ঔ[৩] জমকাত ফিরৈ জম কেরী॥
ধাই জো বাজা কৈ মন সাধা।
মারা চক্র ভএউ দুই আধা॥
চাঁদ সুরুজ ঔ নখত তরাঈঁ।
তেহি ডর অঁতরিখ ফিরহিঁ সবাঈঁ॥
পৌন জাই তহঁ পহুঁচৈ চহা।
মারা তৈস লোটি ভুঁই রহা॥
অগিনি উঠী জরি বুঝী নিআনা।
ধুআঁ উঠা উঠি বীচ বিলানা॥
পানি উঠা উঠি জাই ন ছুআ।
বহুরা রোই আই ভুই চুআ॥
রাবন চহা সৌঁহ হোই[৪] উতরি গএ দস মাথ।
সঙ্কর ধরা লিলাট ভুই ঔর কো জোগীনাথ॥

"দেখুন সেই দুর্গ, যা আকাশের চেয়েও উঁচু। চোখের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছায় না। বিদ্যুতের চক্র চতুর্দিকে ঘুরছে। মৃত্যুর খাঁড়া যেন চারদিকে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে। যদি কেউ ইচ্ছে ক'রে সে দিকে ছুটে যায় তাহলে চক্রের আঘাতে দুখণ্ড হয়ে যাবে। চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহনক্ষত্র সবাই এর ভয়ে অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়ায়। পবন সেখানে পৌঁছতে গিয়ে এমনভাবে প্রত্যাহত হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠকে আশ্রয় করে আছে। আগুন উঠতে গিয়ে জলে শেষ হয়ে গেছে, শুধু ধোঁয়া উঠে মধ্যপথে বিলীন হয়ে গেছে। জল ঊর্ধ্বায়িত হয়েও তাকে ছুঁতে পারছে না, সে যেন কাঁদতে কাঁদতে আবার ভূতলে ফিরে আসছে।

রাবণ একে আক্রমণ করতে গিয়ে তার দশমুণ্ড ছিন্ন হয়ে গেছে। শঙ্কর ভূমিতে ললাট রেখেছে; এমন যোগীশ্বর আর কে আছে?

---

১ নৈন
২ নাহিঁ
৩ জ্যোঁ
৪ হেরোঁ।

৪

তহাঁ দেখু পদমাৱতি রামা।
ভোঁৱ ন জাই ন পংখী নামা॥
অব তোহিঁ দেউঁ সিদ্ধি এক জোগু[১]।
পহিলে দরস হোই তব[২] ভোগু॥
কঞ্চন-মেরু দেখাৱ সো[৩] জহাঁ।
মহাদেৱ কর মণ্ডপ[৪] তহাঁ॥
ওহি-ক খণ্ড জস পরবত[৫] মেরু।
মেরুহি লাগি হোই অতি[৬] ফেরু॥
মাঘ মাস পাছিল পছ[৭] লাগে।
সিরী-পঞ্চিমী হোইহি আগে॥
উঘরিহি মহাদেৱ কর বারু।
পূজিহি[৮] জাই সকল সংসারু॥
পদমাৱতি পুনি পূজৈ আৱা[৯]।
হোইহি এহি মিস দীঠি-মেরাৱা[১০]॥
তুম্হ গৌনহু ওহি মণ্ডপ হৌঁ পদমাৱতি পাস।
পূজৈ আই বসন্ত জব[১১] তব[১২] পূজৈ মন-আস॥

ঐখানে দেখুন, রমণী পদ্মাবতীর নিবাস। ওখানে ভ্রমর যেতে পারে না, কোনো পাখীও নামতে পারে না। এখন আপনাকে এক যোগসিদ্ধির উপায় বলছি। যাতে প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় এবং তারপর মিলন হতে পারে। যেখানে স্বর্ণ-সুমেরু দেখা যাচ্ছে সেখানে এক মহাদেব-মন্দির আছে। ওরই এক অংশে আছে মেরুপর্বত, সেখানে পৌঁছানোর প্রশস্ত পথ আছে। মাঘমাসের দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মহাদেব মন্দিরের দ্বার মুক্ত হবে। তখন সেখানে সারা জগতের লোক পুজো দিতে যাবে। পদ্মাবতীও সেখানে পুজো দিতে আসবেন। সেখানেই উভয়ের শুভদৃষ্টিমিলনের সুযোগ হবে।

আপনি ওই মণ্ডপে চলে যান, আমি পদ্মাবতীর কাছে যাই। বসন্তোৎসবে সে যখন পুজো দিতে আসবে, তখনই আপনার মনের আশা পূর্ণ হবে।

---

১ অব বুধি এক দেউঁ তোহিঁ জোগু
২ পুনি
৩ দিখারসি
৪ মণ্ডহ
৫ পরবস
৬ তস
৭ পগ
৮ পূজৈ
৯ আঈ
১০ মেরাঈ
১১ জো
১২ তো

৫

রাজৈ কহা দরস জৌঁ পাৱৌঁ।
পরবত কাহ গগন কাহঁ ধাৱৌঁ॥
জেহি পরবত পর দরসন লহনা[1]।
সির সৌঁ চঢ়ৌঁ[2] পাৱঁ কা কহনা[3]॥
মোহুঁ ভাৱৈ উঁচৈ ঠাউঁ[4]।
উঁচৈ লেউঁ পিরীতম নাউঁ॥
পুরুষহি চাহিয় উঁচ হিয়াউ।
দিন দিন উঁচে রাখৈ পাউ॥
সদা উঁচ পৈ সেইয় বারা।
উঁচৈ সৌঁ[5] কীজিয়[6] বেরহারা॥
উঁচৈ চঢ়ই উঁচ খঁড় সূঝা।
উঁচে পাস উঁচ মতি বূঝা॥
উঁচে সঁগ সংগতি নিতি কীজৈ।
উঁচে কাজ[7] জীউ পুনি[8] দীজৈ॥
দিন দিন উঁচ হোই সো জেহি উঁচে পর চাউ।
উঁচে চঢ়ত জো খসি পরই উঁচ ন ছাঁড়িয় কাউ॥*

রাজা বললেন, "তার দর্শন যদি পাই, তবে পর্বত কেন, আকাশেও ছুটতে পারি। যে পর্বত থেকে তার দর্শন মিলবে, সেখানে পা দিয়ে কেন, মাথা দিয়েও হেঁটে উঠতে পারি। উঁচু জায়গাই আমার পক্ষে ভাল, কারণ উচ্চশিখর থেকে আমি প্রিয়তমার নাম উচ্চারণ করব। পুরুষের উঁচু হৃদয় থাকা উচিত যাতে সে দিনে দিনে উচ্চতর সোপানে পা রাখতে পারে। সর্বদা উঁচুতে বিহার করলে এবং উন্নত ব্যবহার করলে মহত্ত্বের দরজায় পৌঁছানো যায়। উঁচু জায়গায় উঠলে যেমন উচ্চ প্রান্তগুলো দেখা যায় তেমনি উত্তমের সংসর্গ করলে উঁচু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বদা উন্নত জনের সঙ্গ করা উচিত, উৎকৃষ্ট কাজের জন্য জীবন দানও শ্রেয়।

যে উঁচু দিকে তাকিয়ে থাকে অর্থাৎ যার জীবনের লক্ষ্য উঁচুতে, সে দিনে দিনে উঁচুর দিকে ওঠে ; উঁচুতে উঠে খসে পড়াও বরং ভালো, কিন্তু উচ্চতা কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়।"

১ লীন্হা
২ জাউঁ
৩ কীন্হা
৪ মোহি রে ভাবৈ উঁচ সো ঠাউঁ
৫ সঁগ
৬ কীজৈ
৭ লাগি
৮ বলি

* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে নীচ-নিন্দা সম্পর্কিত একটি অতিরিক্ত স্তবক আছে যা অন্য কোনো সংস্করণে নেই।

৬

হীরামনি দেই[1] বচা কহানী।
চলা জহাঁ পদমাৱতি রানী॥
রাজা চলা সঁৱরি সো লতা।
পরবত কহঁ জো[2] চলা[3] পরবতা॥
কা পরৱত চঢ়ি দেখ[4] রাজা।
উঁচ মণ্ডপ সোনে সব সাজা॥
অমৃত সদাফর[5] ফরে অপূরী।
ঔ তহঁ লাগি সজীৱন-মূরী॥
চৌমুখ মণ্ডপ চহুঁ কেৱারা।
বৈঠে দেৱতা চহুঁ দুৱারা॥
ভীতর মণ্ডপ চারি খঁভ লাগে।
জিহ্ন রৈ ছুএ পাপ তিহ্ন ভাগে॥
সংখ ঘণ্ট ঘন বাজহিঁ সোঈ।
ঔ বহু হোম জাপ তহঁ হোঈ॥
মহাদেৱ কর মণ্ডপ জগ মানুস তহঁ আৱ[6]।
জস হীংছা মন[7] জেহি কে সো তইসই ফল পাৱ॥

এইভাবে হীরামন কথাবার্তা বলে যেখানে রাণী পদ্মাবতী আছেন সেখানে চলে গেল। রাজাও সেই মৃণালিনীর (পদ্মাবতী) কথা স্মরণ করতে করতে পক্ষী-নির্দেশিত পর্বতের দিকে চললেন। পর্বতে উঠে রাজা কি দেখলেন? স্বর্ণমণ্ডিত এক উচ্চমন্দির। সেখানে সর্বদা অজস্র অমৃত-ফল ফলে আছে এবং সঞ্জীবনীলতা রয়েছে। চতুর্মুখ মন্দিরের চার দরজা। চারটি দুয়ারেই দেবতার অধিষ্ঠান। মন্দিরের ভিতরে চারটি স্তম্ভ। তাদের স্পর্শমাত্র পাপ খণ্ডিত হয়। সেখানে ঘনঘন শংখ ঘণ্টা বাজছে। অনেক হোম এবং পূজার্চনা হচ্ছে।

মহাদেব মন্দিরে জগতের লোক আসে। এখানে যার যেমন মনের ইচ্ছা সে তেমন ফল পায়।

১ দৈ
২ জৌঁ
৩ চলৈ
৪ দেখৈ
৫ অঁবিরিত ফর পুনি
৬ জগত জাতরা আউ
৭ জো ইচ্ছা মন

মণ্ডপ গমন খণ্ড

১

রাজা বাউর বিরহ-বিয়োগী।
চেলা সহস তীস সঁগ জোগী॥
পদমাৱতি কে দরসন-আসা।
দঁডবত কীন্হ মঁডপ চহুঁপাসা॥
পুরুব বার হোই কৈ সির নারা।
নারত সীস দেৱ পহঁ আরা॥
নমো নমো নারায়ন দেৱা।
কা মৈঁ[1] জোগ করৌঁ[2] তেরি[3] সেৱা॥
তূঁ[4] দয়াল সব কে উপরাহীঁ।
সেৱা কেরি আস তোহী নাহীঁ॥
না মোহিঁ গুন ন জীভ রসবাতা।
তূঁ দয়াল গুন নিরগুন[5] দাতা॥
পুররহু মোরি দরস কৈ আসা।
হৌঁ মারগ জোরৌঁ ধরি[6] সাঁসা॥
তেহি বিধি বিনৈ ন জানৌঁ জেহি বিধি অস্তুতি তোরি।
করহু সুদিষ্টি মোহিঁ পর[7] হীংছা[8] পূজৈ মোরি॥

বিরহ-বৈরাগী উন্মত্ত রাজা ত্রিশহাজার সন্ন্যাসী শিষ্যসহ পদ্মাবতীর দর্শন-লাভের আশায় মণ্ডপের চতুষ্পার্শে দণ্ডবত অবস্থায় রইলেন। পূর্বদ্বারী হয়ে মাথা নত করে দেবতার সম্মুখীন হলেন। (রাজা বললেন)— 'নমো নমো, দেব নারায়ণ। তোমাকে সেবা করার যোগ্যতা আমার কোথায়? তুমি সকল জীবের দয়াল, তুমি কারোর সেবা আশা কর না। আমার গুণ নেই, আমার জিভও সরস নয়। তুমি দয়াবান, নির্গুণকেও গুণ দান কর। আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। যতক্ষণ শ্বাস আছে আমি তার পথ চেয়ে আছি।

যে উপায়ে তোমার তুষ্টি হয় আমি সে সব বিধি জানি না। আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, যাতে আমার বাসনা পূর্ণ হয়।

১ তোহি
২ সকৌ
৩ কৈ
৪ তুইঁ
৫ গুনি নিরগুনি
৬ হরি/হর
৭ ঔ কিরপা
৮ ইচ্ছা

২

কৈ অস্তুতি জব[1] বহুত মনাৱা।
সবদ অকুত মঁডপ মঁহ[2] আৱা॥
মানুষ পেম ভএউ বৈকুণ্ঠী।
নাহিঁ ত কাহু[3] ছার ভরি[4] মুঠী॥
পেমহিঁ মাহঁ বিরহ-রস[5] রসা।
মৈন কে ঘর মধু অমৃত[6] বসা॥
নিসত ধাই জৌঁ মরৈ ন[7] কাহা।
সত জৌঁ করৈ বৈঠি[8] তেহি লাহা॥
এক বার জৌঁ মন দেই সেৱা।
সেৱহি[9] ফল প্রসন্ন[10] হোই দেৱা॥
সুনি কৈ সবদ মঁডপ ঝনকারা।
বৈঠা আই[11] পুরুব কে বারা॥
পিণ্ড চঢ়াই ছার জেতি আঁটী।
মাটী ভএউ[12] অস্ত জো মাটী॥
মাটী মোল ন কিছু[13] লহৈ ঔ মাটী সব মোল।
দিস্টি জৌঁ মাটী সৌঁ[14] করৈ মাটী হোই অমোল॥*

(রাজা) যখন স্তুতি করে এইভাবে অনেক প্রার্থনা করলেন তখন মন্দিরের ভিতর থেকে আপনা আপনি এই শব্দ হল। "প্রেমেই মানুষ স্বর্গীয় হয়, নতুবা সে একমুঠো ছাই ছাড়া আর কি? প্রেমের মধ্যে থাকে বিরহের রসনির্যাস, যেমন মোমের মধ্যে থাকে অমৃতমধু। অসৎ ব্যক্তির আমৃত্যু ছুটে কি লাভ? যে সৎ সে বসে বসেই কাম্য লাভ করতে পারে। একবারও যদি মন দিয়ে প্রার্থনা করা যায়, তাতেই দেবতা প্রসন্ন হন।" মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে এই শব্দ-ঝঙ্কার শুনে, রাজা পূর্বদ্বারে এসে বসলেন। শরীরের যেখানে যেখানে ধরে সেখানে ছাই মাখলেন; যে মৃত্তিকা দেহের পরিণাম, তাই দিয়ে তিনি মৃন্ময় হলেন।

মাটির কোন মূল্য নেই, অথচ সমস্ত মূল্যবান বস্তুই মাটি। যার দৃষ্টিতে সব কিছুই মাটি, তার (দেহ) মৃত্তিকা অমূল্য।

---

১ জো
২ তেঁ
৩ কহা
৪ এক
৫ ঔ
৬ অমিরিতু
৭ তৌ
৮ হোই
৯ সেৱা
১০ পরসন
১১ বৈঠেউ আয়
১২ হোহ
১৩ কুছ
১৪ হু

* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে একটি অতিরিক্ত স্তবক আছে যা অন্য কোনো সংস্করণে নেই।

১

পদমারতি তেহি[১] জোগ সঁজোগা।
পরী পেম-বস গহে বিয়োগা॥
নীন্দ ন পরৈ রৈনি জোঁ আৱা।
সেজ কেৱাঁচ জানু কোই লাৱা॥
দহৈ চন্দ[২] ঔ চন্দন চীৱা।
দগধ করৈ তন বিরহ গঁভীৱা॥
কলপ সমান রৈনি তেহি বাঢ়ী।
তিল তিল ভর[৩] জুগ জুগ জিমি[৪] গাঢ়ী॥
গহৈ[৫] বীন মকু রৈনি বিহাঈ।
সসিবাহন তহঁ[৬] রহৈ ওনাঈ॥
পুনি ধনি সিংঘ উরে হৈ লাগৈ।
ঐসিহি বিথা রৈনি সব জাগৈ॥
কহঁ ৱহ[৭] ভৌঁর কঁৱল রস-লেৱা।
আই পরৈ[৮] হোই ঘিরিনি পরেৱা॥
সে ধনি বিরহ-পতংগ ভই,[৯] জরা চহৈ তেহি দীপ।
কন্ত ন আৱ ভিরিংগ হোই কা[১০] চন্দন তন লীপ॥

রাজার যোগপ্রভাবে পদ্মাবতীও প্রেমবশ হয়ে বিয়োগিনী হলেন। রাত্রি হলেও তাঁর চোখে নিদ্রা এল না। যেন শয্যায় কেউ কাঁটাফল বিছিয়ে রেখেছে। চন্দ্র এবং চন্দনলিপ্ত বসন তাঁকে দগ্ধ করতে লাগল, গভীর বিরহবেদনায় তাঁর শরীর দগ্ধ হতে লাগল। রজনী দীর্ঘায়ত হয়ে কল্পসমান হল। প্রত্যেক মুহূর্তের তিল তিল বেদনা গাঢ় হয়ে যুগযুগ-ব্যাপী মনে হতে লাগল। রাত্রি অতিবাহনের জন্য তিনি বীণা নিলেন, বীণাধ্বনি শুনে শশিবাহন হরিণ অবনত স্থির হয়ে রইল। অতঃপর রমণী সিংহমূর্তি চিত্রিত করলেন, এইভাবে সারারাত জেগে কাটাতে লাগলেন। বললেন, 'কোথায় সেই কমলমধুলোভী ভ্রমর, গৃহকপোত হয়ে সে কি এসে পড়বে?'

বিরহ-পতঙ্গ হয়ে সেই নারী প্রদীপের আগুনে পুড়তে চাইলেন। ভৃঙ্গ হয়ে প্রেমিক যদি না আসে তবে দেহে চন্দনলেপন করে কি ফল?

১ তুঁ
২ চাঁদ
৩ ভুই
৪ পর
৫ গহী
৬ তব
৭ হো
৮ পরেহ
৯ ভোঁ
১০ কো

৩

বৈঠ সিংঘছালা হোই তপা।
পদমারতি পদমারতি জপা॥
দীঠি[১] সমাধি ওহি সৌঁ লাগী।
জেহিঁ দরসন কারন বৈরাগী॥
কিংগরী গহে বজাবৈ ঝুরৈ।
ভোর সাঁঝ সিংগী নিতি পূরৈ॥
কন্থা জরৈ আগি জনু লাঈ।
বিরহ-ধঁধার[২] জরত ন বুঝাঈ॥
নৈন রাত নিসি মারগ জাগে।
চঢ়ে[৩] চকোর জানি[৪] সসি লাগে॥
কুণ্ডল গহে সীস ভুঁই লাৱা।
পাঁৱরি হোঁউ জহাঁ ওহি পাৱা॥
জটা ছোরি কৈ বার বহারৌঁ।
জেহি পথ আৱ সীস তহঁ রারৌঁ॥
চারিহু[৫] চক্র ফিরৌঁ মৈঁ[৬] ডঁড ন রহৌঁ থির মার।
হোই কৈ ভসম পৌন সঁগ ধাবৌঁ জহাঁ পরান-অধার[৭]॥

তপস্বী সিংহচর্মের উপর বসে 'পদ্মাবতি পদ্মাবতি' বলে জপ করতে লাগলেন। যার দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় রাজা যোগী হয়েছেন, তার উদ্দেশ্যে তাঁর দৃষ্টি সমাধিস্থ হল। সারেঙ্গী নিয়ে তিনি বিহ্বলভাবে বাজাতে লাগলেন। সকালসন্ধ্যা নিত্য শিঙায় ফুৎকার দিলেন। কাঁথা যেন অগ্নিদগ্ধ হতে লাগল। বিরহের আগুন জ্বলে উঠলে তা নেভানো যায় না। পথপ্রতীক্ষাজনিত রাত্রিজাগরণে নয়ন রক্তিম হল। তা যেন চন্দ্রসন্ধানী উড়ন্ত চকোরতুল্য। কর্ণকুণ্ডলসহ মস্তক ভূমিতে ন্যস্ত করে বললেন, "যেখানে তার পদপাত ঘটে, সেখানে আমি যেন তার পদাবরণ হতে পারি; আমার জটা উন্মুক্ত করে তার দ্বারপথ নির্মার্জন করতে চাই; যে পথ দিয়ে সে আসবে, সেখানে আমার মাথা পেতে রাখব।

আমি একদণ্ড না থেমে চারদরজায় চক্রাকারে অনবরত ঘুরব। যেদিকে আছে আমার প্রাণের আধার সেদিকে আমি পবনচালিত ভস্মের মতো ধাবিত হব।"

১ দিঠি
২ ধঁধোর
৩ চকিত
৪
৫ চার
৬ থোরুত
৭ জহাঁ সো প্রাণ অধার

২

পরী বিরহ বন জানহুঁ ঘেরী।
অগম অসূঝ জহাঁ লগি হেরী॥
চতুরদিসা চিতবৈ জনু ভূলী।
সো বন কহঁ[১] জহঁ[২] মালতি ফূলী॥
কঁবল ভোঁর ওহী বন পাবৈ।
কো মিলাই তন-তপনি বুঝাবৈ॥
অঙ্গ অঙ্গ অস কঁবল সরীরা।
হিয় ভা পিয়র কহৈ পর-পীরা[৩]॥
চহৈ দরস রবি কীন্হ বিগাসূ[৪]।
ভোঁর-দীঠি[৫] মনো[৬] লাগি[৭] অকাসূ॥
পূঁছৈ ধায় বারি কহু বাতা।
তুঁই জস কঁবল ফূল[৮] রঁগ রাতা॥
কেসর বরন হিয়া ভা তোরা।
মানহুঁ মনহিঁ ভএউ[৯] কিছু[১০] ভোরা॥
পৌন ন পাবৈ সংচরৈ ভোঁর ন তহাঁ বঈঠ।
ভূল[১১] কুরঙ্গিনী কস ভঈ জানু সিংঘ তুঁই ডীঠ[১২]॥*

বিরহের অরণ্য যেন পদ্মাবতীকে ঘিরে ধরল। তা দুর্গম এবং পথ অলক্ষ্যগোচর। বেপথুমানার মতো চারদিকে তাকাতে তাকাতে (তিনি বললেন)—"কোথায় সেই বন যেখানে মালতী ফুল ফোটে। সেই বনেই কমল ভ্রমরের সন্ধান পাবে,—কিন্তু আমার দেহতাপ জুড়োবার জন্য কে তাকে এনে দেবে?" শতদলের মতো তাঁর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—আর তাঁর হৃদয় হয়েছে প্রণয়-পীড়ায় পরাগের মতো হলুদ। সূর্যকে দেখবার জন্য তিনি নিজেকে বিকশিত করলেন। তাঁর ভ্রমরদৃষ্টি যেন আকাশে লগ্ন হল। ধাত্রী জিজ্ঞাসা করল—'কন্যা, বল কি ব্যাপার? তুমি পদ্ম ফুলের মতো রক্তিম, কি কারণে তোমার বক্ষ কেশরের মতো পিঙ্গল হল? মনে হচ্ছে, তোমার মনে কিছু বিহ্বলতা জেগেছে।

যেখানে পবন সঞ্চালন হয় না, সেখানে ভ্রমর বসে না। বিভ্রান্ত হরিণীর মতো কেন হলে? তুমি যেন কোনো সিংহকে দেখেছ।"

১ কৌন
২ জো
৩ পেম কৈ পীরা
৪ প্রকাসূ
৫ দিষ্টি
৬ মই
৭ কঁবল
৮ কলী
৯ পরা
১০ কছু
১১ ভূলী
১২ মানহুঁ সিংহ তোহি দীঠ

* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে অতিরিক্ত একটি পংক্তি আছে, যা অন্য কোন সংস্করণে নেই।

৩

ধায় সিংঘ বরু খাতেউ মারী।
কী তসি রহতি অহী জসি বারী॥
জোবন সুনেউঁ কী নবল বসংতূ।
তেহি ব . পরেউ হস্তি মৈমংতূ॥
অব জোবন-বারী কো রাখা।
কুঞ্জর-বিরহ বিধংসৈ সাখা॥
মৈ জানেউঁ[১] জোবন রস ভোগূ।
জোবন কঠিন সঁতাপ বিয়োগূ॥
জোবন গরুঅ অপেল[২] পহারূ।
সহি ন জাই জোবন কর ভারূ॥
জোবন অস মৈমংত ন কোঈ।
নবৈঁ হস্তি জোঁ আঁকুস হোঈ॥
জোবন ভর ভাদোঁ জস গংগা।
লহরৈঁ দেই সমাই ন অংগা॥
পরিউঁ অথাহ ধায় হোঁ জোবন-উদধি[৩] গঁভীর।
তেহি চিতবোঁ চারিহু দিসি জো[৪] গহি লাবৈ তীর॥

ওগো ধাই, ভালো হত, যদি সিংহ আমাকে মেরে খেয়ে ফেলত, কিংবা এখনও যদি বালিকা হয়ে থাকতাম। যৌবন, শুনেছি, জীবনের বসন্তকাল। কিন্তু যৌবনের বনে প্রবেশ করেছে বিরহের মত্তহস্তী। এখন যৌবনের উপবনকে কে রক্ষা করবে? বিরহের হস্তী এর শাখা প্রশাখা ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমি জানতাম, যৌবন রসভোগের কাল। কিন্তু (এখন দেখছি) যৌবনে কঠিন বিরহসন্তাপ। যৌবন কঠিন অনড় পর্বতের মতো। যৌবনের ভার অসহনীয়। যৌবনের ন্যায় মত্ত আর কিছু নেই। একমাত্র অঙ্কুশের আঘাতেই সেই মদোন্মত্ত হস্তী আনত হয়। যৌবন যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা, তার তরঙ্গ দেহে রোধ করা যায় না।

হে ধাত্রী, আমি সেই গভীর যৌবন সমুদ্রের অথৈ জলে পড়েছি। তাই চারদিকে চাইছি, কেউ যদি আমাকে তীরে নিয়ে আসতে পারে।

১ জানা
২ সুমের
৩ সলিল
৪ কো

৪

পদমাৱতি তুই সমুঁদ সয়ানী।
তোহি সর[১] সমুদ ন পূজৈ রানী॥
নদী সমাহিঁ সমুঁদ মহঁ আঈ।
সমুঁদ ডোলি কহু কহাঁ সমাঈ॥
অবহীঁ কঁৱল-করী হিয়[২] তোরা।
আইহি[৩] ভোঁর জো তো কহঁ জোরা॥
জোবন-তুরী হাথ গহি লীজিয়[৪]।
জহাঁ জাই তহঁ জাই[৫] ন দীজিয়[৬]॥
জোবন জোর মাত গজ অহৈ।
গহহু জ্ঞান-আঁকুস জিমি রহৈ॥
অবহিঁ বারি তুই পেম ন খেলা।
কা জানসি কস হোই দুহেলা॥
গগন দীঠি[৭] করু-নাই তরাহীঁ।
সুরুজ দেখু[৮] কর আৱৈ[৯] নাহীঁ॥
জব লগি পীউ মিলৈ নহিঁ[১০] সাধু পেম কৈ পীর।
জৈসে সীপ সেৱাতি কহঁ তপৈ সমুঁদ মঁঝ নীর॥

"পদ্মাবতী! তুমি সমুদ্রের ন্যায় গভীর, অথবা তুমি আনন্দময়ী এবং সুচেতনা। হে রাণী, সমুদ্রও তোমার সমকক্ষ নয়। নদী সমুদ্রের মধ্যে এসে মিশে যায়। কিন্তু সমুদ্র চঞ্চল হলে কোথায় সে মিলিত হবে বল? এখনও তোমার হৃদয় পদ্মকুঁড়ির মতো। সময় হলেই তার যোগ্য ভ্রমর আসবে। যৌবনতুরঙ্গের বল্গা হাতে ধরে রাখ, যেখানে যেতে চায় সেখানে যেতে দিও না। যৌবনের বেগ মত্তহস্তীর মতো, বিবেচনার অঙ্কুশ গ্রহণ কর, যাতে সে স্থির থাকে। এখনও তুমি বালিকা, প্রেম-ক্রীড়ার যোগ্য নও। কেমন করে জানবে তাতে কত কষ্ট? গগনের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিকে অবনত কর; সূর্যের দিকে তাকালেই সে হাতের কাছে আসবে না।

যতক্ষণ প্রিয়তম না আসেন, ততক্ষণ প্রেমের জন্য তপস্যা করতে হয়। সিন্ধুনীরের মধ্যে শুক্তি যেমন স্বাতীনক্ষত্রের জলের জন্য প্রতীক্ষা করে।"

১ সরি
২ হিয়
৩ অই হোই
৪ লীজৈ
৫ জান
৬ দীজৈ
৭ দিষ্টি
৮ দীখ
৯ আৱত
১০ তোহিঁ

৫

দহৈ[১] ধায় জোবন এহি[২] জীউ।
জানহুঁ পরা[৩] অগিনি মহঁ ঘীউ॥
করৱত সহৌঁ হোত দুই আধা।
সহি ন জাই জোবন[৪] কৈ[৫] দাধা॥
বিরহ-সমুদ্র ভরা অসঁভারা[৬]।
ভোঁর মেলি জিউ লহরিহু[৭] মারা॥
বিরহ নাগ হোই সির চঢ়ি ডসা।
হোই অগিনি চন্দন[৮] মহঁ বসা॥
জোবন পংখী বিরহ বিয়াধূ।
কেহরি ভএউ কুরঙ্গিনি-খাধূ॥
কনক-পানি[৯] কিত[১০] জোবন কিহ্না।
ঔটন কঠিন বিরহ ওহি দীহ্না॥
জোবন-জলহি বিরহ-মসি[১১] ছুআ।
ফলহিঁ ভোঁর ফরহিঁ ভা সুআ॥
জোবন চাঁদ উআ জস বিরহ ভএউ সঁগ রাহু।
ঘটতহি ঘটত ছীন[১২] ভই কহৈ ন পারৌঁ কাহু॥

"ওগো ধাই, যৌবন এই জীবনকে দগ্ধ করছে, যেন ঘি পড়েছে আগুনে। তরবারির আঘাতে দুখণ্ড হয়ে গেলেও সহ্য করতে পারি, কিন্তু যৌবনের দহন সহ্য করা যায় না। বিরহ সমুদ্রের ভরা জোয়ার অবাধ গতিতে আবর্ত মেলে আমার জীবনকে তরঙ্গের আঘাতে শেষ করছে। বিরহ সাপের মতো মাথায় উঠে দংশন করছে। চন্দন কাঠের মধ্যে তা অগ্নি হয়ে বিরাজ করছে। যৌবন-পাখীকে বধ করে বিরহ-ব্যাধ। সিংহ হয়ে সে হরিণীকে খায়। কঠিন বিরহের আগুনে ফোটবার জন্য (বিধাতা) যৌবনকে কেন তরল সোনা করলেন? যৌবনের জলে বিরহের কালি মিশেছে; যৌবন ও বিরহ/যেন ফুল এবং ভ্রমর আর ফল এবং শুকপাখী।

যৌবনের চন্দ্র উদিত হল, বিরহ রাহুর মতো তার সঙ্গ নিল। ক্রমাগত যৌবন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, একথা কাউকেই বলা যায় না।

১ রহী ন
২ ও
৩ পরৈ
৪ বিরহ
৫ কী
৬ বিরহা দুস্তর সমুদ্র অপারা
৭ লহরহিঁ
৮ ও হোই অগিন চাদ
৯ বানি
১০ কত
১১ হঁস
১২ খীন

৬

নৈন জ্যোঁ চক্র ফিরৈ[১] চহুঁ ওরা।
বরজৈ[২] ধায় সমাহিঁ ন কোরা॥
কহেসি পেম জোঁ উপনা বারী[৩]।
বাঁধু সত্ত মন[৪] ডোল ন ভারী॥
জেহি জিউ মহঁ হোই সত্ত-পহারূ।
পরৈ পহার ন বাঁকৈ বারূ॥
সতী জো জরৈ পেম সত[৫] লাগী।
জোঁ[৬] সত হিয়ে তৌ শীতল আগী॥
জোবন চাঁদ জো চৌদস-করা।
বিরহ কে চিনগী সো[৭] পুনি জরা॥
পৌন বাঁধ সো জোগী জতী।
কাম বাঁধ সো কামিনি সতী॥
আর বসন্ত ফূল ফুলবারী।
দের-বার সব জৈহৈঁ বারী॥
তুম্হ পুনি জাহু বসন্ত লেই পূজি মনারহু দের।
জীউ পাই জগ জনম হৈ পীউ পাই কৈ সের॥

পদ্মাবতীর নয়ন চক্রের মতো চতুর্দিকে আবর্তিত হতে লাগল। ধাত্রীর বকুনীতেও তা স্থির হল না। ধাই বলল, "বাছা, যদি প্রেম জেগেই থাকে, মনকে সত্যের সঙ্গে বাঁধ, বেশী আন্দোলিত কোর না। যার জীবনে আছে সত্যের প্রহরী, তার উপরে পর্বতের পতন হলেও সে একচুল নড়ে না। প্রেমের সত্য আছে বলেই সতী পুড়ে মরতে পারে, হৃদয়ে সত্য থাকলে আগুনও শীতল মনে হয়। যৌবনের চতুর্দশী চন্দ্রকলাও বিরহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হয়। যে সন্ন্যাসী মন-পবনকে বন্দী করতে পারে সে যোগী, আর যে কামনাকে সংযত করতে পারে সে নারী সতী। বসন্ত আসছে, উদ্যান পুষ্পিত হয়ে উঠছে, দেবদ্বারে কুমারীদের যেতে হবে।

তুমিও দেবতার কাছে পূজা ও প্রার্থনা করার জন্য বসন্তের অর্ঘ্য নিয়ে চল। এ জগতে জন্মগ্রহণ করে আমরা পাই জীবন, আর দেবতাকে সেবা করে পাই 'বর'।"

১ নৈন জো চাক ফিরহিঁ
২ চরচৈ
৩ কহেসি পেম উপমা জো বারী
৪ বাঁধহু সত মন
৫ পির
৬ জো
৭ সোউ

৭

জব[১] লগি অরধি আই নিয়রাঈ।
দিন যুগ যুগ বিরহিনি কহঁ জাঈ॥
ভূখ নীংদ নিসি-দিন গৈ দোউ।
হিয়ৈ মারি[২] জস কলপৈ কোউ॥
রোরঁ রোরঁ জনু লাগহিঁ চাঁটে।
সূত সূত বেধহিঁ জনু কাঁটে[৩]॥
দগধি করাহ জরৈ জস ঘীউ।
বেগি ন আর মলয়গিরি পীউ॥
কৌন দের কহঁ জাই কৈ পর সৌঁ[৪]।
জেহি সুমেরু হিয় লাইয় কর সৌঁ[৫]॥
গুপুতি[৬] জো ফূলি[৭] সাঁস পরগটৈ।
অব হোই সুভর দহহি[৮] হমহ[১০] ঘটৈ॥
ভা সঁজোগ জো রে ভা জরনা[১১]।
ভোগহি গএ ভোগি[১২] কা করনা॥
জোবন চঞ্চল ঢীঠ হৈ করৈ নিকাজৈ কাজ।
ধনি কুলবংতি জো কুল ধরৈ কৈ জোবন মন লাজ॥

যতকাল না নির্ধারিত সময় নিকটে এল, বিরহিণীর কাছে প্রতিদিন যুগ-যুগান্তর মনে হতে লাগল। রাত্রিদিন আহার নিদ্রা দুইই ত্যাগ করলেন তিনি। হৃদয় ভেঙে গেছে—এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিটি রোমকূপে যেন পিঁপড়ে লেগেছে অথবা দেহের প্রতিটি কোষে কোষে যেন কাঁটা বিঁধেছে। উত্তপ্ত কড়ায় ঘিয়ের মতো তিনি জলতে লাগলেন কিন্তু মলয়পর্বত থেকে পবনবেগে প্রিয়তম এলেন না। তিনি বললেন, 'কোন্ দেবতার কাছে গিয়ে স্পর্শ ক'রে প্রার্থনা করব, যাতে সুমেরুতুল্য বুকে প্রিয়তমের হাত গ্রহণ করতে পারি। যে ফুল গোপন ছিল, নিঃশ্বাসে তা প্রকাশিত হল, এখন তা পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে আমার দেহকে দগ্ধ করছে। মিলন হলে তবেই এই দহনের অবসান হবে। ভোগ গেলে ভোগীর কি প্রয়োজন?

যৌবন ধৃষ্ট, চঞ্চল এবং অবিবেচক কর্মী। ধন্য সেই কুলবতী, যে যৌবনকালে কুললজ্জা রক্ষা করতে পারে।

১ জউ
২ মাঁঝ
৩ সোত সোত জনু বেধে কাঁটে
৪ পরসৌঁ জাঈ
৫ মিলৈ পীউ জেহি পরসন আঈ
৬ গুপ্ত
৭ ফল
৮ সাঁসহিঁ
৯ চটৈ
১০ সো
১১ জউ সংজোগ জুআ অস মরনা
১২ ভুখহি গএ ভোগ

পদমাবতী-সুআ-ভেঁট খণ্ড

১

তেহি বিয়োগ হীরামন আরা।
পদমাবতি জানহুঁ জিউ পারা ॥
কণ্ঠ লাই[১] সুআ সোঁ রোঈ।
অধিক মোহ জোঁ মিলৈ বিছোঈ ॥
আগি উঠে দুখ হিয়ে গঁভীরু।
নৈনহিঁ[২] আই চুরা হোই নীরু ॥
রহী রোই জব পদমিনি রানী।
হঁসি পূছহিঁ সব সখী সয়ানী ॥
মিলে রহস ভা চাহিয় চুনা।
কিত রোইয় জোঁ মিলৈ বিছুনা ॥
তেহি ক উতর পদমাবতি কহা।
বিছুরন-দুখ জো[৩] হিয়ে ভরি রহা ॥
মিলত হিয়ে আএউ[৪] সুখ ভরা।
বহ দুখ নৈন-নীর হোই ঢরা ॥
বিছুরংতা জব ভেঁটৈ সো জানৈ জেহি নেহ।
সুক্‌খ-সুহেলা উগ্‌গবৈ দুঃখ ঝরৈ জিমি[৫] মেহ ॥

তাঁর (পদ্মাবতীর) বিরহ অবস্থার মধ্যে হীরামনের আগমন হল। (তাকে পেয়ে) পদ্মাবতী যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। শুকপাখীর গলা জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতে লাগলেন। হারানো ধন ফিরে পেলে আরও বেশী আনন্দ হয়। তাঁর হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে দুঃখের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল, তা যেন নয়ন থেকে অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ল। পদ্মিনী রমণী যখন কাঁদতে থাকলেন, চতুরা সখীরা তাঁকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "হারানো ধন ফিরে পেলে দ্বিগুণ আনন্দ হওয়া উচিত। তুমি হারাধন ফিরে পেয়ে কাঁদছ কেন?" তার উত্তরে পদ্মাবতী বললেন, "হারানোর যে দুঃখ হৃদয়ে পূর্ণ হয়ে ছিল, ফিরে পাওয়ার আনন্দে হৃদয় ভরে ওঠাতে সেই দুঃখ নয়নজল হয়ে প্লাবিত হচ্ছে।"

হারামণি ফিরে পেলে যে কত আনন্দ হয়, সে যে ভালবাসে সেই জানে। দুঃখের বৃষ্টি হয়ে মেঘ ঝরে গেলে যেমন আকাশে সুখের শুকতারা উদিত হয়।

১ লগাই
২ নৈনহু
৩ সো
৪ আয়
৫ ঝোঁ।

২

পুনি রানী হঁসি কুসল পূছা।
কিত গবনেহু পীজঁর কৈ ছুঁছা ॥
রানী তুম্হ জুগ জুগ সুখ পাট্‌।
ছাজ ন পংখিহি পীঞ্জর-ঠাট্‌ ॥
জব[১] ভা পংখ কহাঁ থির রহনা।
চাহৈ উড়া পংখি[২] জোঁ[৩] ডহনা ॥
পীঞ্জর মহঁ জো পরেবা ঘেরা।
আই মঁজারী কীহ্ন তহঁ ফেরা ॥
দিন এক[৪] আই হাথ পৈ মেলা।
তেহি ডর বনোবাস কহঁ খেলা ॥
তহাঁ বিধায় আই নর সাধা।
ছুটি ন পার মীচু কর বাঁধা ॥
রৈ ধরি বেচা বাম্হন হাথা।
জম্বুদীপ গএউঁ[৫] তেহি সাথা ॥
তহাঁ চিত্র চিতউর গঢ় চিত্রসেন কর রাজ।
টীকা দীহ্ন পুত্র কহঁ আপু লীহ্ন সর[৬] সাজ ॥

অতঃপর পদ্মাবতী হেসে (শুকপাখীকে) কুশল প্রশ্ন করে বললেন, "পিঞ্জর শূন্য করে কেন চলে গেলে?" শুকপাখী উত্তর দিয়ে বলল, "রমণী, তুমি যুগযুগ সুখে থাক। পিঞ্জরের শলাকা পাখীর কাছে কাম্য নয়। যখন পাখা আছে তখন কেমন করে সে স্থির থাকে? যার ডানা আছে সে পাখী উড়তে চাইবেই। যে পাখী পিঞ্জরের মধ্যে বন্দী, বিড়াল এসে তার চারপাশে ঘোরে। তারপর একদিন থাবা বাড়িয়ে তাকে ধরবেই,—এই ভয়েই আমি বনবাসী হয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যাধ ফাঁদ পেতে রেখেছিল—সেই মরণফাঁদ থেকে পালাবার কোনো উপায় ছিল না। সে আমাকে ধরে এক ব্রাহ্মণকে বেচে দিল। তাঁর সঙ্গে গেলাম জম্বুদ্বীপে।

সেখানে ছবির মতো চিতোর গড় বর্তমান। একদা সেখানে চিত্রসেন রাজত্ব করতেন। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি চিতাসজ্জায় সজ্জিত হলেন।

১ জো
২ পংখ
৩ তু
৪ দিবসক
৫ পরা।
৬ সিউ

৩

বৈঠ জো রাজা পিতা কে ঠাউঁ।
রাজা রতনসেন ওহি নাউঁ॥
বরনৌঁ কাহ দেস মনিয়ারা[১]।
জহঁ অস নগ উপনা উজিয়ারা॥
ধনি মাতা ঔ পিতা বখানা।
জেহিকে বংস অংস অস আনা॥
লছন বতীসৌ কুল নিরমলা[২]।
বরনি ন জাই রূপ ঔ কলা[৩]॥
বৈ হৌঁ লীন্হ অহা অস ভাগূ।
চাহৈ সোনে মিলা সোহাগূ॥
সো নগ দেখি হীংছা[৪] ভই মোরী।
হৈ য়হ রতন পদারথ জোরী॥
হৈ সসি জোগ ইহৈ পৈ ভানূ।
তহাঁ তুম্হার মৈঁ কীন্হ বখানূ॥
কহাঁ রতন রতনাগর[১] কঞ্চন কহাঁ সুমেরু।
দৈব জো জোরী দুহুঁ লিখী মিলৈ সো কৌনেহু[৫] ফেরু॥

পিতার আসনে যিনি রাজা হয়ে বসলেন তাঁর নাম রাজা রত্নসেন। যেখানে এমন উজ্জ্বল রত্নের উৎপত্তি কেমন করে বর্ণনা করব সেই মণিময় দেশের? যাঁরা তাঁদের বংশে এমন দীপ্তি নিয়ে এলেন সেই মাতা ধন্য এবং পিতা প্রশংসনীয়। বত্রিশলক্ষণচিহ্নিত সেই কুলনির্মলকারীর রূপ এবং গুণ বর্ণনা করা যায় না। আমার ভাগ্য, উনি আমাকে নিলেন, সোনার সঙ্গে সোহাগা যেন মিলিত হল। সেই রত্ন দেখে আমার ইচ্ছে হল, এর সঙ্গে যোগ্য ধাতুর মিলন ঘটাতে হবে। সূর্য চন্দ্রের সঙ্গেই মিলনের যোগ্য। তাই আমি তাঁর কাছে তোমার কথা বর্ণনা করলাম।

কোথায় সমুদ্রের অভ্যন্তরে রত্ন, আর কোথায় সুমেরুশিখরে স্বর্ণ। দেবতা যদি উভয়ের মিলন লিখে থাকেন, যে ভাবেই হোক সে মিলন হবেই।

১ কা ধনি দেস জিয়ারা
২ নিরমরা
৩ করা
৪ ইচ্ছা
৫ কৌনে

৪

সুনত[১] বিরহ-চিনগী ওহি পরী।
রতন পার জৌ[২] কঞ্চন-করী॥
কঠিন পেম বিরহা দুখ[৩] ভারী।
রাজ ছাঁড়ি ভা জোগি ভিখারী॥
মালতি লাগি ভৌঁর জস হোঈ।
হোই বাউর নিসরা বুধি খোঈ॥
কহেসি পতঙ্গ হোই ধনি[৪] লেউঁ।
সিংঘল দীপ জাই জিউ দেউঁ॥
পুনি ওহি কোউ ন ছাঁড় অকেলা।
সোরহ সহস কুঁবর ভএ চেলা॥
ঔর গনৈ কো সংগ সহাঈ।
মহাদেব মঢ় মেলা জাঈ[৫]॥
সূরুজ পুরুষ দরস কে তাঈঁ।
চিতবৈ চন্দ চকোর কৈ[৬] নাঈঁ॥
তুম্হ বারী রস জোগ জেহি কঁবলহি জস অরঘানি।
তস সূরুজ পরগাস কৈ ভৌঁর মিলাএউঁ[৭] আনি॥

(তোমার বর্ণনা) শুনে তাঁর চিত্তে যেন বিরহের স্ফুলিঙ্গ পড়ল। (ভাবলেন) রত্ন যদি স্বর্ণকলি পেত। প্রণয় সুকঠিন, তার বিরহদুঃখ নিদারুণ। রাজ্য ছেড়ে তিনি ভিক্ষুক যোগী হলেন। মালতী ফুলের জন্য ভ্রমর যেমন উন্মত্ত হয়, তিনিও তেমনি পাগলের মতো বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হয়ে পথে বের হলেন। বললেন, 'সেই নারীকে পাবার জন্য পতঙ্গ হব, সিংহল দ্বীপে গিয়ে নিজের জীবন দেব।' কিন্তু তাঁকে কেউই একলা যেতে দিল না। ষোল হাজার কুমার তাঁর শিষ্য হল। আরও যেসব সঙ্গী সাথী তাদের কে গণনা করতে পারে? তিনি মহাদেব-মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন। সেই পুরুষ-সূর্য তোমার দর্শনের অপেক্ষায় আছেন, চকোর চন্দ্রের জন্য যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে।

হে কন্যা, কমল যেমন আঘ্রাণযোগ্য তুমিও তেমনি রসভোগের যোগ্য হয়েছ। সূর্যকে প্রকাশিত করে আমি ভ্রমরকে এনেছি মিলনের জন্য।

১ সুনি কৈ
২ জস
৩ দুস
৪ রস
৫ আঈ
৬ কী
৭ মিলায়ো

৫

হীরামন জো কহী য়হ বাতা।
সুনিকৈ রতন পদারথ রাতা ॥
জস[১] সূরজ দেখে হোই ওপা।
তস ভা বিরহ কামদল কোপা ॥
সুনি কৈ জোগী কের বখানূ।
পদমাবতি মন ভা অভিমানূ ॥
কঞ্চন করী ন কাঁচহি লোভা।
জৌঁ নগ হোই[২] পার[৩] তব সোভা ॥
কঞ্চন জৌঁ কসিএ কৈ তাতা।
তব জানিয় দহুঁ পীত কি রাতা ॥
নগ কর মরম সো জড়িয়া জানা।
জড়ৈ জো অস নগ দেখি[৪] বখানা ॥
কো অব[৫] হাথ সিংঘমুখ ঘালৈ।
কো য়হ বাত পিতা সৌঁ চালৈ ॥
সরগ ইন্দ্র ডরি কাঁপৈ বাসুকি ডরৈ পতার।
কহঁা সো অস বর প্রিথিমী মোহিঁ জোগ সংসার ॥

হীরামন যা বলল সে কথা শুনে রত্নের জন্য পদার্থ রক্তিম হল, অর্থাৎ রত্নসেনের জন্য পদ্মাবতী অনুরক্ত হলেন। সূর্য যেমন দীপ্তি ছড়ায় তেমনিভাবে রত্নসেনের বিরহ পদ্মাবতীর কামনাকে জাগিয়ে তুলল। কিন্তু যোগীর কথা শুনে পদ্মাবতীর মনে অভিমান হল। "স্বর্ণকলি কাঁচে আসক্ত হয় না। রত্ন হলে তবেই শোভা পায়। কাঞ্চনকে উত্তপ্ত করে কষলে তবেই জানা যায় তা হলদে না লাল। রত্নের মর্ম সে-ই জানে যে ঠিকমত তাকে বসাতে জানে। যে তা জানে সে রত্ন দেখেই তার গুণ বলতে পারে। কিন্তু কে এখন সিংহের মুখে হাত ঢোকাতে যাবে? কে এ কথা আমার পিতার সামনে উত্থাপন করবে?

ইন্দ্র স্বর্গে ভয়ে কাঁপে, বাসুকী পাতালে শঙ্কিত হয়; পৃথিবীতে কোথায় আছে আমার বর? সংসারে কে আমার যোগ্য?"

১ জৈসে
২ জরৈ
৩ হোয়
৪ হেরি
৫ অস

৬

তু[১] রানী সসি কঞ্চন-করা।
ব্রহ নগ রতন সূর নিরমরা ॥
বিরহ-বজাগি বীচ কা কোঈ।
আগি জো ছুবৈ জাই জরি সোঈ ॥
আগি বুঝাই পরে[২] জল গাঢ়ে[৩]।
ব্রহ ন বুঝাই আপু হি বাঢ়ৈ[৪] ॥
বিরহ কে আগি সূর জরি কাঁপা[৫]।
রাতিহি দিবস জরৈ ওহি তাপা[৬] ॥
খিনহিঁ সরগ খিন জাই পতারা।
থির ন রহৈ এহি[৭] আগি অপারা ॥
ধনি সো জীউ দগধ ইমি সহৈ[৮]।
অকসর জরৈ ন দূসর কহৈ[৯] ॥
সুলগি সুলগি ভীতর হোই সাবঁা।
পরগট হোই ন কহৈ দুখ নাবঁা[১০] ॥
কাহ কহৌঁ হৌঁ ওহি সৌঁ জেই দুখ কীহ্ন নিমেট[১১]।
তেহি দিন আগি করৈ ব্রহ জেহি দিন হোই সো ভেঁট[১২] ॥

শুক বলল, "হে রমণী, তুমি চন্দ্রমা, স্বর্ণকলিকা। আর তিনি নির্মল সূর্য, বিশুদ্ধ রত্ন। বিরহাগ্নি এবং বজ্রাগ্নির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই আগুন যে ছোঁয় সে-ই জলে যায়। অন্য আগুন প্রচুর জল ঢেলে নেভানো যায়, কিন্তু এ অগ্নি নেভানো যায় না, আপনি বাড়তে থাকে। বিরহের আগুনে সূর্যও (রত্নসেন) জলছে অস্থির হয়ে, রাত্রিদিন সেই তাপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে। কখনও উঠছে স্বর্গে, কখনও পাতালে ডুবে যাচ্ছে; এমনই অপার সেই দাহ যে একটুও স্থির থাকছে না। ধন্য তাঁর জীবন যিনি এত দাহ সহ্য করছেন। একাকী জ্বালা সইছেন, বলার মতো দোসর কেউ নেই। অন্তর্দাহে জ্বলতে জ্বলতে তাঁর অন্তর শ্যামবর্ণের হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ করে এ দুঃখভার নামানো যায় না।

এমনই অপ্রশমিত যাঁর বেদনা, কি বলব তাঁর কাছে গিয়ে? যেদিন তোমার সঙ্গে মিলন হবে, সেদিন তিনি আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

১ তুঁহ
২ ধোয়
৩ কাঢ়ে
৪ আগি অতি বাঢ়ে
৫ কয়া
৬ ও তয়া
৭ তেহি
৮ সহা
৯ ঐস জরৈ দুসরে নহিঁ কহা
১০ পরগট হোই নহিঁ কাঢ়ে নানা
১১ ন মেট
১২ আগি করেঁ। ব্রহ বাহের জেহি দিবা হোয় সো ভেঁট

৭

সুনি কৈ ধনি জারী অস কয়া[১]।
মন ভা ময়ন হিয়ে ভৈ ময়া[২] ॥
দেখৌ জাই জরৈ কস[৩] ভানূ।
কঞ্চন জরে অধিক হোই বানূ ॥
অব জৌঁ মরৈ[৪] রহ[৫] পেম-বিয়োগী।
হত্যা মোহিঁ জেহি কারন জোগী ॥
সুনি কৈ রতন পদারথ রাতা[৬]।
হীরামন সৌঁ কহ যহ বাতা[৭] ॥
জৌঁ রহ[৮] জোগ সঁভারৈ ছালা।
পাইহি[৯] ভুগুতি দেহুঁ জয়মালা ॥
আয় বসন্ত কুসল জৌঁ[১০] পারৌঁ[১১]।
পূজা মিস মণ্ডপ কহুঁ আরৌঁ[১২] ॥
গুরু কে বৈন[১৩] ফূল হৌঁ[১৪] গাঁথে।
দেখৌঁ নৈন চঢ়ারৌঁ মাথে ॥
কবঁল-ভঁবর[১৫] তুম্হ বরনা মৈঁ মানা পুনি সোই।
চাঁদ সূর[১৬] কহুঁ চাহিয় জো রে সূর[১৭] বহ হোই ॥

রত্নসেনের শরীর-দহনের বৃত্তান্ত শুকমুখে শুনে পদ্মাবতীর চিত্ত মদন-পীড়িত হল এবং হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হল। (তিনি বললেন), "দেখতে চাই কিভাবে সূর্য জলছে। তপ্তকাঞ্চন অধিকতর কান্তিময়। এখন যদি সেই প্রেম-যোগী মারা যান, তাহলে হত্যার কারণ হব আমি, কারণ আমার জন্য তিনি যোগী হয়েছেন।" রত্নের কথা শুনেরক্তিম পদার্থ বা পদ্মাবতী হীরামনকে এই কথা বলতে লাগলেন, "যদি ভোগ্যবস্তু পেয়ে তিনি পশুচর্মে অধিষ্ঠিত থেকে যোগ সংবরণ করতে পারেন, আমি তাঁকে জয়মাল্য দেব। বসন্ত আসছে। যদি সৌভাগ্য হয়, পুজো দেবার জন্য মহাদেব-মন্দিরে যাব। গুরুর নির্দেশে আমি মালা গেঁথেছি; তাঁকে চোখে দেখে তাঁর মাথায় অর্পণ করব।

তুমি যে পদ্ম-ভোমরার বর্ণনা করলে, আমি তাঁকে অঙ্গীকার করছি। যদি তিনি সূর্য (বা বীর) হন তবে সূর্যকে চন্দ্র চাইবেই।

১ সুনা জো অস ধন জারৈ কয়া
২ তন ভা সাঁচ ময়ন ভা ময়া
৩ অস
৪ জরৈ
৫ সো
৬ হীরামনি জো কহী তুম্হ রাতা।
৭ রহি হৌ রতন পদারথ রাতা ॥
৮ জোগী
৯ দেহৌ
১০ সেঁা
১১ পাউঁ
১২ আউঁ
১৩ বচন
১৪ হিয়
১৫ বরণ
১৬ সুরিজ
১৭ সুরুজ

৮

হীরামন জো সুনা[১] রস-বাতা।
পাবা পান ভএউ[২] মুখ[৩]-রাতা ॥
চলা সুআ রানী তব কহা।
ভা জো পরাবা[৪] কৈসে রহা ॥
জো নিতি চলৈ সবারৈ পাঁখা।
আজু জো রহা কালূহি কো রাখা ॥
ন জনৌঁ আজু কহাঁ দহুঁ[৫] উআ।
আএহু[৬] মিলৈ চলেহু[৭] মিলি সুআ ॥
মিলি কৈ বিছুরি[৮] মরন কৈ আনা।
কিত আএহু জৌঁ চলেহু নিদানা[৯] ॥
সুনু রানী হৌঁ রহতেউ রাঁধা।
কৈসে রহৌঁ বচন[১০] কর বাঁধা ॥
তাকরি দিস্টি ঐসি তুম্হ সেবা।
জৈসে কুংজ মন রহৈ[১১] পরেবা ॥
বসৈ মীন জস ধরতী অংবা বসৈ[১২] অকাস।
জৌ পিরীত পৈ দুবৌ মহঁ অন্ত হোহিঁ এক পাস ॥

হীরামন যখন এই রসকথা শুনল তখন তাম্বুলার্ঘ্য লাভ করে তার মুখ যেন রক্তিম হল। শুককে উড়তে দেখে রমণী তখন বললেন—"যে এখন পরের সে আর কেন থাকবে? যে নিয়ত ওড়ার জন্য পাখা ছড়ায়, আজ যদি সে থাকেও কাল তাকে কে রাখবে? জানি না, আজ (তুমি) কোথায় উদিত হবে? হে শুক, দেখা করতে এসেছিলে, দেখা হতেই চলে যাচ্ছ। মিলনের পর বিচ্ছেদ মরণতুল্য। কেন এলে, যদি শেষে চলেই যাবে?"

শুক বলল, "আমি তোমার কাছেই থাকতাম, কিন্তু অন্যত্র কথা দিয়ে এসেছি, সেক্ষেত্রে কি করে থাকি? তার (আমার) দৃষ্টি কিন্তু তোমার সেবাতেই নিবদ্ধ, যেমন লতাকুঞ্জেই পাখীর মন পড়ে থাকে।"

যেমন ধরণীতে থাকে মাছ, আর আম থাকে শূন্যে। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে প্রেম থাকে তবে শেষপর্যন্ত দুজনে একঠাঁই হয়। (অর্থাৎ আম দিয়ে মাছের টক হতে পারে)।

---

১ কহী
২ ভবা
৩ মুহঁ
৪ জা পরাউ সো
৫ দিন
৬ আবা
৭ চলা
৮ বিছুরণ
৯ কত আয়ো জো চল্যো নিদানা
১০ বচা
১১ সেবা
১২ বিরিছ

৯

আৱা সুআ বৈঠ জহঁ জোগী।
মারগ নৈন বিয়োগ বিয়োগী॥
আই পেম-রস কহা সঁদেসা।
গোরখ মিলা মিলা উপদেসা॥
তুম্হ কহঁ গুরুময়া বহু কীহ্না।
কীহ্ন অদেস আদি[1] কহি দীহ্না॥
সবদ এক উহ্ন[2] কহা অকেলা।
গুরু জস ভিংগ[3] ফনিগ[4] জস চেলা॥
ভিংগী ওহি পাঁখি[5] পৈ লেঈ।
একহি বার ছীনি[6] জিউ দেঈ॥
তাকহঁ গুরু করৈ[7] অসি[8] মায়া[9]।
নৱ ঔতার দেই[10] নৱ কায়া[11]॥
হোই অমর জো[12] মারি কৈ জীয়া।
ভৌঁর কৱঁল মিলি কৈ মধু পীয়া॥
আৱৈ ঋতু বসন্ত জব তব মধুকর তব বাসু।
জোগী জোগী[13] জো ইমি করৈ[14] সিদ্ধি সমাপত[15] তাসু॥

যেখানে যোগী বসে আছেন সেখানে শুক পাখী উড়ে এল। বিরহ-ব্যথিত নয়নে তিনি পথ দেখছিলেন। সে এসে প্রেমরসপূর্ণ সংবাদ নিবেদন করল, "গোরক্ষনাথের সন্ধান এবং তাঁর উপদেশ মিলেছে। তোমার উপর গুরুর অনেক কৃপা। তিনি প্রেমের সংকেত দিয়ে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি শুধু একটি কথা বললেন, গুরু যেন ভৃঙ্গ আর শিষ্য যেন পতঙ্গ। যেমন ভৃঙ্গী পতঙ্গকে ধরে একবার প্রাণ হরণ ক'রে আবার জীবন দান করে সেই রকম গুরুও দয়া করে শিষ্যকে নবদেহ এবং নবজন্ম দান করেন। যে মরণের পর আবার জীবনলাভ করে সে অমর হয়, এবং তখন সে ভ্রমর হয়ে কমলমধু পান করে।

যখন বসন্ত ঋতুর আগমন হবে তখন পুষ্পগন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি আসবে। যদি যোগী এইভাবে যোগসাধনা করে তবে তার সিদ্ধিলাভ ঘটবেই।

---

১ অবন
২ হোই
৩ ভিরিংগ
৪ পন্তিগ
৫ পংখ
৬ গহে
৭ মরা
৮ ভল
৯ কীহ্না
১০ করা
১১ দীহ্না
১২ অস
১৩ জোগ
১৪ সহৈ
১৫ সমাপতি

১

দৈউ দৈউ[1] কৈ সো ঋতু গঁৱাঈ।
সিরী পঞ্চমী পহুচী[2] আঈ॥
ভএ হুলাস নৱল ঋতু মাহাঁ।
খিনন[3] সোহাই ধূপ ঔ ছাহাঁ॥
পদমাৱতি সব সখী হঁকারী।
জাৱত সিংঘল দীপ কৈ বারী॥
আজু বসন্ত নৱল ঋতুরাজা।
পঞ্চমি হোই জগত সব সাজা॥
নৱল সিঙ্গার বনস্পতি[4] কীহ্না।
সীস পরাসহি[5] সেঁন্দুর দীহ্না॥
বিগসি[6] ফৃল[7] ফূলে বহু বাসা।
ভৌঁর আই লুবুধে চহুঁ পাসা॥
পিয়র-পাত-দুখ ঝরে[8] নিপাতে।
সুখ পল্লব উপনে হোই রাতে॥
অরধি আই সো পূজী জো ইীংছা[9] মন কীহ্ন।
চলহু দেৱগঢ় গোহনে চহহু সো পূজা দীহ্ন॥

দেখতে দেখতে সেই শীতঋতু কেটে গেল, এলো শ্রীপঞ্চমী। দেখা দিল নবঋতুর উল্লাস। প্রতিক্ষণে রৌদ্র এবং ছায়া মধুর হয়ে উঠল। সিংহল দ্বীপে যেসব কন্যা ছিল, পদ্মাবতী সেই সব সখীদের ডেকে বললেন, "আজ নববসন্ত ঋতুরাজ হয়ে দেখা দিলেন। শ্রীপঞ্চমীতে সমস্ত জগৎ যেন সেজেছে। বনস্পতি নবসাজে সজ্জিত হয়েছে। যেন তার মাথায় কেউ সিঁদুর দিয়েছে। পুষ্প বিকশিত হয়ে গন্ধ বিকীর্ণ করছে। ভ্রমর লুব্ধ হয়ে চারপাশ থেকে ধেয়ে আসছে। নিষ্পত্র বৃক্ষ থেকে হলদে পাতাগুলো বেদনার মতো ঝরে পড়ছে। আর সুখের মতো রক্তপল্লবগুলি গজিয়ে উঠছে।

অবশেষে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার পূজাক্ষণ এল। চল, সকলে দেবালয়ে যাই, পুজো দিতে চাইছে আমার মন।"

---

১ দঈ দঈ
২ পূজা
৩ খিলন
৪ বনাপতি
৫ পরাসন
৬ বিকসে
৭ কঁৱল
৮ ঝারি
৯ ইচ্ছা

২

ফিরি আন ঋতু-বাজন বাজে।
ঔ সিঙ্গার বারিন্হ সব সাজে॥
কঁৱল-কলী পদমাৱতি রানী।
হোই মালতি জানৌঁ বিগসানী॥
তারা-মণ্ডল পহিরি ভল চোলা।
ভরে সীস সব নখত অমোলা[১]॥
সখী কুমোদ সহস দস সংগা।
সবৈ সুগন্ধ চঢ়াএ অংগা॥
সব রাজা রায়ন্হ কৈ বারী।
বরন-বরন পহিরে সব সারী॥
সবৈ সুরূপ পদমিনী জাতী।
পান, ফূল, সেংদুর সব রাতী॥
করহিঁ কিলোল সুরঙ্গ-রঁগীলী[২]।
ঔ চোৱা চন্দন সব গীলী॥
চহুঁ দিসি রহী সো বাসনা[৩] ফূলবারী অস ফূলী।
ৱৈ বসন্ত সৌ ভূলী[৪] গা বসন্ত উন্হ ভূলি॥

ফিরে ফিরে বাজতে লাগল ঋতু-উৎসব বাদ্য। কন্যারা সব নানাসাজে সজ্জিত হলেন। কমলকলিকা রমণী পদ্মাবতী যেন মালতী ফুলের মতো (হাস্য) বিকশিতা হলেন। তারকাখচিত সুন্দর নিচোল পরিধান করলেন এবং তাঁর মস্তকে অমূল্য নক্ষত্রমণি শোভা পেল। দশহাজার সখী কুমুদফুলের মতো সঙ্গ নিলেন। সকলের শরীরেই সুগন্ধ লেপিত। সবাই রাজারাজড়ার কন্যা—সকলের পরণেই বিচিত্রবর্ণের শাড়ী। সবাই পদ্মিনী জাতীয়া রূপবতী। পান, ফুল এবং সিঁদুরে সকলেই আরক্তিম। রঙ্গিনীগণ রঙ্গলীলায় লাস্যময়ী, তাঁরা চূয়াচন্দনে নিষিক্ত।

ফুলের বাগানগুলি পুষ্পিত হওয়ায় চতুর্দিক গন্ধ-আমোদিত। অথবা ঐ কুমারীদের পুষ্পসৌরভে চতুর্দিক বাসনাবিহ্বল। তাঁরা বসন্তঋতুতে মোহিত অথবা বসন্ত তাঁদের দেখে মুগ্ধ (বোঝা যায় না)।

১ ঔ পহিরহি সসি নখত অমোলা
২ করহিঁ কলোল সো রংগ রংগীলী
৩ সুবাসনা
৪ ফূলীঁ

৩

ভৈ আহা[১] পদমাৱতি চলী।
ছত্তিস কুরি ভঁই গোহন ভলী॥
ভঈ গোরী[২] সঁগ পহিরি পটোরা।
বাম্হনি ঠাঁৱ সহস অঁগ মোরা॥
অগরৱারি গজ গৌন[৩] করেঈ।
বৈসিনি পাৱঁ হংসগতি দেঈ॥
চংদেলিনি ঠমকাহিঁ[৪] পগু ধারা।
চলী চৌহানি হোই ঝনকারা॥
চলী সোনারি সোহাগ সোহাতী।
ঔ কলৱারি প্রেম-মধু-মাতী॥
বানিনি চলী সেংদুর দিএ[৫] মাঁগা।
কয়থিনি চলীঁ সমাঈঁ ন আঁগা॥
পটইনি পহিরি সুরঁগ তন চোলা।
ঔ বরইনি মুখ খাত[৬] তমোলা॥
চলীঁ পউনি সব গোহনে ফূল ডার[৭] লেই হাথ।
বিস্বনাথ কৈ পূজা পদমাৱতি কে সাথ॥*

পদ্মাবতী চলতে শুরু করলে আনন্দসূচক 'আহা' ধ্বনি হল। ছত্রিশ-জাতীয়া কন্যাগণ তাঁর সঙ্গিনী হলেন। পট্টবস্ত্রপরিহিতা গৌরাঙ্গী বা গৌড়ী রমণীগণ, সহস্র অঙ্গভঙ্গিমায় ব্রাহ্মণী রমণী, গজগমনের ভঙ্গিতে আগরওয়াল নারীগণ, হংসগমনের পদভঙ্গিমায় বইস রমণীরা, চন্দেল দেশের নারীরা ঠমক গতিভঙ্গিতে, চৌহানদেশীয় রমণীগণ ঝঙ্কৃত চরণে, সোনার কন্যাগণ সোহাগশোভন চলনে, কালোয়ার কুমারীগণ প্রেমমত্ত পদে, বেনের মেয়েরা সিঁদুর দিতে দিতে, কায়স্থ কন্যাগণ হর্ষোৎফুল্ল চরণে, চেলাঞ্চল পরিহিতা সুন্দরদেহা পটিনীগণ, এবং তাম্বুলচর্বণরতা বরইন রমণীগণ—

পদ্মাবতীর সঙ্গে বিশ্বনাথের পুজো দেবার জন্য সকলেই ফুলের ডালি হাতে একত্র চলতে লাগলেন।

১ অহান
২ গৌরী
৩ গবন
৪ ঠমকত
৫ দৈ
৬ রাত
৭ ডালি
* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে একটি অতিরিক্ত পংক্তি আছে যা অন্য সংস্করণে নেই।

৪

কঁবল সহায় চলী ফুলবারী।
ফর ফ্লন সব করহিঁ ধমারী[১] ॥
আপু আপু মহঁ করহিঁ জোহারূ।
য়হ বসন্ত সব কর তিরহারূ[২] ॥
চহৈ মনোরা ঝ্মক হোঈ।
ফর ঔ ফ্ল লিএউ[৩] সব কোঈ ॥
ফাগু খেলি পুনি দাহব হোরী।
সৈঁতব খেহ উড়াউব ঝোরী ॥
আজু সাজ[৪] পুনি দিবস ন দুজা।
খেলি বসন্ত লেহু কৈ পূজা ॥
ভা আয়সু পদমাবতি কেরা।
বহুরি[৫] ন আই করব হম ফেরা ॥
তস হম কহঁ হোইহি রখবারী।
পুনি হম কহাঁ কহাঁ য়হ বারী ॥
পুনি রে চলব ঘর আপনে পুজি বিসেসর-দেব।
জেহি কাহুহি[৬] হোই খেলনা আজু খেলি হঁসি লেব ॥

পদ্মের অনুসরণ করে চলতে লাগলেন পুষ্প-কুমারীগণ। ফল ও ফুল নিয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন। নিজেদের মধ্যে অভিবাদন করে তাঁরা বললেন, "এই বসন্তকালে সবাই উৎসব কর। মনোরা, ঝ্মক বা হোলীর গান হোক। সবাই ফল ও ফুল হাতে নাও। ফাগ খেলার পর হোলীর আগুন জ্বালান হবে। তারপর সেই ছাই নিয়ে আমরা বাতাসে ওড়াব। আজই উৎসবসজ্জার সময়, এমন দিন দুবার আসবে না। বসন্তলীলায় যোগ দিয়ে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে চল।" পদ্মাবতী আদেশ দিলেন, "এখানে আমার আর আসা হবে না। এরপর এমনই পাহারা থাকবে যে, কোথায় থাকব আমি আর কোথায় এই উদ্যান বা কুমারীগণ !

বিশ্বেশ্বর দেবতাকে পুজো করে নিজেদের ঘরে আবার ফিরে যাব। যার যা খেলবার আছে, আজ হেসে খেলে নাও।

১ ফর ফ্লন কী ইচ্ছা-বারী
২ কই তেবহারূ
৩ লেই
৪ ছাড়ি
৫ ফেরি
৬ জেহিকা হোহি

৫

কাহু গহী আঁব কৈ ডারা।
কাহু জাঁবু বিরহ অতি ঝারা ॥
কোই নারঁগ কোই ঝাড় চিরৌঁজী।
কোই কটহর বড়হর কোই ন্যোজী ॥
কোই দারিউঁ কোই দাখ ঔ খীরী[১] ।
কোই[২] সদাফর তুরঁজ জঁভীরী।
কোই জায়ফর লৌঁগ সুপারী।
কোই নরিয়র[৩] কোই গুবা ছোহারী ॥
কোই বিজৌঁর করৌঁদা জ্রী[৪] ।
কোই অমিলী কোই মহুঅ খজুরী ॥
কাহু[৫] হরফা বেররি কসৌঁদা[৬] ।
কোই আঁবরা[৭] কোই রায়[৮]-করৌঁদা ॥
কাহু গহী কেরা কৈ ঘৌরী।
কাহু হাথ পরী নিম্বকৌরী ॥
কাহু পাঈঁ নীয়রে কোউ গএ কিছু দূরি[৯] ।
কাহু খেল ভএউ বিষ কাহু অমৃত-মূরি[১০] ॥

সখীদের কেউ নিলেন আম্রপল্লব, কেউ নিলেন বিরহদগ্ধ জম্বুফলসহ জামের ডাল। কেউ নিলেন কমলালেবুর শাখা, কেউ নিলেন চিরঞ্জীর ঝাড়। কেউ নিলেন কাঁঠাল ও বড়হর, কেউ বা লিচু। কেউ নিলেন ডালিম, কেউ আঙ্গুর এবং খিরনি। কেউ সদাফল, লেবু এবং জামির নিলেন। কেউ নিলেন জায়ফল, লবঙ্গ এবং সুপারী। কেউ বা নারকোল, গুবাক এবং খেজুর। কেউ নিলেন বিজৌর এবং ধনে পাতার গুচ্ছ, কেউ নিলেন তেঁতুল, আবার কেউ নিলেন মহুয়া এবং খেজুর। কেউ হরফা রেউড়ী এবং কাসুন্দী নিলেন, আবার কেউ নিলেন হরতুকী এবং কেউ নিলেন রাই করোণ্ডা। কেউ নিলেন কলার কাঁদি কেউ আবার হাতে নিলেন নিম ফল।

কেউ পেলেন নিকটেই, কেউ কিছু দূরে গেলেন। কারোর কাছে এ খেলা বিষ মনে হল, কারোর কাছে মনে হল অমৃত।

১ খুখারী
২ কোই সো
৩ কমরখ
৪ কোই বিজউর কোই নরিয়র চুরী
৫ কোঈ
৬ জো কসৌঁদা
৭ অনার
৮ বের
৯ কাহু কহঁ গয়ে দূর
১০ কাহু অমিরিত মূর

৬

পুনি বীনহিঁ সব ফুল সহেলী।
খোজহি[১] আস-পাস সব বেলী॥
কোই কেরড়া কোই চম্প নেবারী।
কোই কেতকি মালতি ফুলবারী॥
কোই সদবরগ কুন্দ কোই করনা।
কোই চমেলি নাগেসর বরনা॥
কোই গুলাল[২] সুদরসন কুজা।
কোই সোনজরদ পাব ভল পুজা॥
কোই[৩] মৌলসিরি পুহুপ বকৌরী।
কোই রূপ-মঞ্জরী গৌরী[৪]॥
কোই সিংগার হার তেহিঁ পাহাঁ।
কোই সেবতী কদম কে[৫] ছাহাঁ॥
কোই চন্দন ফ্‌লহিঁ জনু ফ্‌লী।
কোই অজান-বীরো[৬] তর ভূলী॥
ফ্‌ল পাব কোই পাতী জেহি কে হাথ জো আঁট।
হার চীর অরুঝানা জহঁা ছুবৈ তহঁ কাঁট॥

অতঃপর সখীরা বিচিত্র পুষ্প চয়ন করতে লাগলেন। আশে পাশে সর্বত্র ফুল খুঁজতে লাগলেন। কেউ তুললেন কেওড়া, কেউ তুলতে লাগলেন চাঁপা এবং জুঁই। কেউ তুললেন কেতকী, কেউ বা পুষ্পোদ্যান থেকে মালতী ফুল চয়ন করলেন। কেউ তুললেন সদবরগ এবং কুন্দফুল তুললেন কেউ। কেউ চামেলি, কেউ বা নাগেশ্বর, কেউ গুলাল, কেউ সুদর্শন কুজা (গোলাপ)। কেউ পূজার উপযুক্ত সোনজরদ তুললেন। কেউ তুললেন মৌলসিরি ফুল, কেউ বকাউরি ফুল, কেউ তুললেন রূপমঞ্জরী, কেউ বা শ্বেতমল্লিকা। কেউ পেলেন হরসিঙ্গার, কেউ পেলেন কদম্ববৃক্ষের ছায়ায় সেওতী ফুল। কেউ চন্দনফুলে যেন পুষ্পিত হলেন, আবার কেউ অজানা বৃক্ষতলে পথ ভুললেন।

যিনি যেদিকে হাত বাড়ালেন, কেউ পেলেন ফুল, কেউ পেলেন পাতা। কেউ বা কাছে যেতেই কাঁটায় তাঁর হার এবং কাপড় আটকে গেল।

১ জো জেহি
২ সুগুলাল
৩ কোই সো
৪ কোই রূপ মঁজরি কোই গৌরী
৫ কী
৬ বিরুা

৭

ফর ফ্‌লহু সব ডার ওঢ়াঈ[১]।
ঝুংড বাঁধি কৈ পঞ্চম গাঈ॥
বাজহিঁ ঢোল দুন্দুভী ভেরী।
মাদর[২] তূর ঝাঁঝ চহু ফেরী॥
সিঙ্গি সঙ্খ ডফ বাজন[৩] বাজে।
বংসী মহুঅর সুর সঁগ সাজে[৪]॥
ঔর কহিয়[৫] জো[৬] বাজন ভলে।
ভাঁতি ভাঁতি সব বাজত চলে॥
রথহিঁ চঢ়ী সব রূপ-সোহাঈ।
লেই বসন্ত মঠ[৭] মঁডপ সিধাঈ॥
নবল[৮] বসন্ত নবল সব[৯] বারী।
সেন্দুর বুক্কা হোই[১০] ধমারী॥
খিনহিঁ চলহিঁ খিন চাঁচরি হোঈ।
নাচ কুদ ভুলা সব কোঈ॥
সেন্দুর খেহ উড়া অস[১১] গগন ভএউ সব রাত।
রাতী সগরিউ ধরতী রাতে বিরিছহু পাত[১২]॥

ফলে ফুলে তাঁরা সবাই ডালি ভরে তুললেন। একত্রিত হয়ে পঞ্চমস্বরে তাঁরা গান গাইতে লাগলেন। ঢোল, দুন্দুভি এবং ভেরী বাজতে লাগল। মাদল, তূর্য এবং ঝাঁঝর চারদিক থেকে বাজতে লাগল। শৃঙ্গ, শঙ্খ, ডম্ফ ইত্যাদি বাজনা বাজছিল; এর সঙ্গে মধুরস্বরে বাঁশী বেজে উঠল। আরও যেসব ভাল বাদ্য আছে সব কিছু বাজতে বাজতে এগোতে লাগল। রূপসীরা সব রথে চড়ে বসন্ত-পূজা নিয়ে মহাদেবের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। নববসন্ত কাল, রমণীগণও নবীনা। হোলির ধামালী গীত গাইতে গাইতে তাঁরা সিন্দুর বা ফাগ ছড়াতে লাগলেন। কখনও চলতে লাগলেন, কখনও 'চাঁচরি' গাইতে লাগলেন। নাচতে নাচতে তাঁরা সবকিছু ভুললেন।

উড়ন্ত ফাগচূর্ণে আকাশ লাল হয়ে উঠল। রক্তিম হয়ে উঠল ধরিত্রী, আর বৃক্ষপত্র রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

১ ডালি ভরাঈ
২ মিরদঙ্গ
৩ সংগ ম
৪ বংসকার মহুবর সুর সাজে
৫ কহা
৬ জিত
৭ মঢ়
৮ নরত
৯ বৈ
১০ করহিঁ
১১ উঠা তস
১২ রাতি সকল মহি ধরতী রাত বিরিছ বন পাত

৭

পদমাবতি গৈ দেব-দুয়ারা।
ভীতর মঁডপ কীহ্ন পৈসারা॥
দেবহি সংসৈ ভা জিউ কেরা।
ভাগৌ কেহি দিসি[১] মণ্ডপ ঘেরা॥
এক জোহার কীহ্ন ঔ দূজা।
তিসরে আই চঢ়াএসি[২] পূজা॥
ফর ফূলহ্ন সব মঁডপ ভরাবা।
চন্দন অগর দের নহবাবা॥
লেই[৩] সেন্দুর আগে ভৈ খরী।
পরসি দেব পুনি[৪] পায়হ্ন পরী॥
ঔর সহেলী সবৈ বিয়াহীঁ।
মো কহঁ দের কতহুঁ বর নাহীঁ॥
হৌঁ নিরগুন জেই কীহ্ন ন সেবা।
গুনি নিরগুনি[৫] দাতা তুম দেবা॥
বর সৌঁ জোগ মোহি মেরবহু কলস জাতি হৌঁ মানি।
জেহি দিন হীঞ্ছা[৬] পূজৈ বেগি চঢ়াবহুঁ[৭] আনি॥

পদ্মাবতী দেবদ্বারে গমন করে মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দেবতা নিজের জীবন সংশয় মনে করে ভাবলেন, 'এই ঘেরা মন্দিরের কোন দিকে পালাব ?' পদ্মাবতী একবার, দুবার এবং তিনবার প্রণাম করে দেবতার কাছে পূজা দিলেন। ফল ফুলে সমস্ত মন্দির ভরে গেল। অগুরু চন্দনে দেবতা স্নাত হলেন। সিন্দুর নিয়ে দেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে পদ্মাবতী তাঁকে স্পর্শ করলেন এবং পদতলে পতিত হয়ে বললেন, "সব সখীদেরই বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু আমার আর কোথাও বর জুটল না। আমি নির্গুণ তাই তোমার সেবা করতে পারি নি। কিন্তু হে দেবতা ! তুমি গুণী ও নির্গুণী সকলেরই দাতা।

আমি ঘটের মতো তোমার কাছে নিজেকে নিবেদন করছি, তুমি আমাকে যোগ্য বর মিলিয়ে দাও। যেদিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, আমি ছুটে এসে তোমার পুজো দেব।"

১ বিধি
২ চড়াই
৩ ভরি
৪ ঔ
৫ গুন নিরগুন
৬ ইচ্ছা
৭ চঢ়াউঁ

৮

এহি বিধি খেলতি[১] সিংঘল-রানী।
মহাদেব-মঢ় জাই তুলানী॥
সকল দেবতা দেখৈ লাগে।
দিস্টি পাপ সব ততছন[২]-ভাগে॥
এহ কবিলাস ইন্দ্রকৈ অছরী[৩]।
কী কহুঁ তেঁ আঈঁ পরমেসরী[৪]॥
কোঈ কহৈ পদমিনী আঈঁ।
কোই কহৈ সসি নখত তরাঈঁ॥
কোঈ কহৈ ফূলী ফূলবারী[৫]।
ফূল ঐসি দেখহু[৬] সব বারী॥
এক সুরূপ ঔ সুন্দরী[৭] সারী।
জানহু দিয়া সকল মহি বারী॥
মুরুছি পরৈ জোঈ[৮] মুখ[৯] জোহৈ।
জানহু[১০] মিরিগ দিয়ারহি[১১] মোহৈ॥
কোঈ পরা ভৌঁর হোই বাস লীহ্ন জনু চাঁপ।
কোই পতঙ্গ ভা দীপক কোই[১২] অধজর তন কাঁপ॥

এইভাবে লীলা করতে করতে সিংহল রাজকন্যা-মহাদেব মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন। সব দেবতারা তাঁকে দেখতে লাগলেন, তাঁদের দৃষ্টি-কলুষতা পলকে ঘুচে গেল। (তাঁরা বলতে লাগলেন)—"এঁরা কি কৈলাসে ইন্দ্রের অপ্সরী। আর উনি কি পরমেশ্বরী ? এখানে এলেন কোথা থেকে ?" কেউ বললেন "এঁরা সব পদ্মিনী নারী"; কেউ বললেন, "এঁরা চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি।" কেউ বললেন, "এ যেন পুষ্পিত উদ্যান, ফুলের মতো সব মেয়েদের দেখ। সুন্দরীদের সারিতে একজন সুরূপাকে দেখে মনে হয় পৃথিবী জুড়ে যেন প্রদীপ জ্বালা হয়েছে।" হরিণ যেমন মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকার মোহে পড়ে তেমনি ওঁদের মুখের দিকে যিনিই চাইলেন তিনি-ই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কেউ চাঁপাফুলের গন্ধে বিহ্বল ভ্রমরের মতো বিবশ হয়ে পড়লেন, কেউ দীপদগ্ধ পতঙ্গের মতো অর্ধদগ্ধ দেহে কাঁপতে লাগলেন।

১ খেলত
২ উনকে
৩ এহি কৈলাস ইন্দ্রী অপছরী
৪ কই তে আয় টুটি ভুই পরী
৫ কোই কহ ফূল কোই ফুলবারী
৬ ফুলে সবৈ দেখি
৭ সেংদুর
৮ ঝাঁবত
৯ জো
১০ মানহু
১১ দবারিহিঁ
১২ হোই

১০

হীঙ্গি হীঙ্গি[১] বিনবা জস জানী।
পুনি কর জোরি ঠাঢ়ি ভই রানী॥
উতরু কো দেই দেব মরি গএউ।
সবদ অকুত মঁডপ মহঁ ভএউ॥
কাটি পবারা জৈস পরেবা।
সোএউ[২] ঈস উতরু কো দেবা॥
ভা বিনু জিউ সব নাবত[৩] ওঝা।
বিষ ভই পূরি কাল ভা গোঝা॥
জো দেখৈ[৪] জনু বিসহর-ডসা।
দেখি চরিত পদমাবতি হঁসা॥
ভল হম আই মনাবা দেবা।
গা জনু সোই কো মানৈ সেবা॥
কো হীঙ্ছা[৫] পূরৈ দুখ খোবা।
জেহি মানৈ আএ সোই সোবা[৬]॥
জেহি ধরি সখী উঠারহিঁ সীস বিকল নহিঁ ডোল।
ধর কোই জীব ন জানৌঁ[৩] মুখ রে বকত কুবোল॥

যত বিনয় তাঁর জানা ছিল ততখানি বিনীতভাবে নিজের অভিলাষ বারম্বার জানিয়ে দেবতার সামনে করযোড়ে পদ্মাবতী দাঁড়িয়ে রইলেন। অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতর থেকে আওয়াজ হল, "কে উত্তর দেবে? দেবতা মরে গেছে। পাখাছেঁড়া পাখীর মতো দেবতা পড়ে আছে, উত্তর দেবে কোন্ দেবতা?" (মন্দিরের) নাপিত থেকে পুরোহিত সকলেই সংজ্ঞাহীন হল। বিষাক্ত হল ভোগ, নৈবেদ্য হল কালস্বরূপ। যে পদ্মাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করল সে-ই বিষমূর্চ্ছিত হল। এ অবস্থা দেখে পদ্মাবতী হেসে বললেন, "ভাল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছি। দেবতা শুয়ে রইলেন, কার কাছে জানাব প্রার্থনা? কে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করে দুঃখ ঘোচাবে? যাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে এলাম তিনি-ই যদি ঘুমোতে লাগলেন।"

সখীরা মূর্চ্ছিতদের যাকেই তুলতে গেল, কেউই বিবশ মাথা তুলতে পারল না। কোনো ধড়েই যেন প্রাণ নেই। তাদের মুখ থেকে অর্থহীন ধ্বনি বের হতে লাগল।

১ ঈছি ঈছি
২ মরি ভা
৩ নহিঁ আওত
৪ জেহি দেখা
৫ ইচ্ছা
৬ জই মন আয়নো তদি তদি সেবা

১১

ততখন এক[১] সখী বিহঁসানী।
কৌতুক আই[২]ন দেখহু রানী॥
পুরুব দ্বার[৩] মঢ়[৪] জোগী[৫] ছাএ।
ন জনৌঁ কৌন দেস তেঁ আএ॥
জনু উন্‌হ জোগ তন্ত তন[৬] খেলা।
সিদ্ধ হোই[৭] নিসরে সব চেলা॥
উন্‌হ মহঁ এক গুরু জো কহারা।
জনু গুড়[৮] দেই কাহু বৌরারা॥
কুঁবর বতীসো লচ্ছন রাতা[৯]।
দসএঁ লছন[১০] কহৈ এক বাতা॥
জানৌঁ আহি গোপিচঁদ জোগী।
কী[১১] সো আহি ভরথরী বিয়োগী॥
বৈ পিঙ্গলা[১২] গএ কজরী-আরন।
এ সিংঘল আএ[১৩] কেহি কারন॥
য়হ মূরতি[১৪] য়হ মুদ্রা হম ন দেখ অরধূত।
জানৌঁ[১৫] হোহি ন জোগী কোই রাজা কর পূত॥

সেই সময় একজন সখী হাসতে হাসতে বললেন, "রাজকন্যা, একটা মজার ব্যাপার তো দেখ নি। মন্দিরের পূর্বদ্বারে যোগীরা আশ্রয় নিয়েছে। জানি না কোন দেশ থেকে তারা এল। মনে হয় তারা তন্ত্রযোগ এবং কায়াসিদ্ধির জন্য শিষ্য হয়ে পথে বের হয়েছে। ওদের দলের যিনি গুরু তাঁকে কেউ যেন গুড় খাইয়ে পাগল করেছে। সেই কুমারের বত্রিশ লক্ষণ, তিনি শুধু যোগীদের দশম লক্ষণ ('সত্য মন্ত্র') উচ্চারণ করছেন। তাঁকে দেখলে মনে হয় যেন যোগী গোপীচন্দ্র, অথবা সন্ন্যাসী ভর্তৃহরি ফিরে এসেছেন। পিঙ্গলার জন্য যে ভর্তৃহরী কজরী-বনে চলে গিয়েছিলেন তিনি আবার কি কারণে সিংহলে এলেন?

এর আগে আমি কোনো অবধূত সন্ন্যাসীর এমন মূর্তি ও আচরণ দেখিনি; মনে হয়, ইনি কোনো যোগী নন, কোনো রাজার ছেলে হবেন।"

১ আঈ
২ এক
৩ বার
৪ জোগী
৫ কোঈ
৬ অব
৭ জোন
৮ গুর
৯ কুঁবর বতীসো লক্ষণ সো গাতা
১০ লখন
১১ কৈ
১২ বে পিঁগলা
১৩ সবৈ
১৪ রহি মূরত
১৫ জানহ

১২

সুনি সো বাত রানী রথ চঢ়ী।
কহঁ অস জোগী দেখৌ মঢ়ী ॥
লেই সঁগ সখী[১] কীন্‌হ তহঁ ফেরা।
জোগিন্‌হ আই অপছরন্‌হ[২] ঘেরা ॥
নয়ন কচোর পেম-মদ-ভরে।
ভই সুদিস্টি জোগী সহুঁ ঢরে ॥
জোগী দিস্টি দিস্টি সৌঁ লীন্‌হা।
নৈন রোপি[৩] নৈনহি[৪] জিউ দীন্‌হা ॥
জেহি[৫] মদ চঢ়া[৬] পরা তেহি পালে।
সুধি ন রহী ওহি এক পিয়ালে ॥
পরা মাতি গোরখ কর চেলা।
জিউ তন ছাঁড়ি সরগ কহঁ খেলা ॥
কিঙ্গরী গহে জো হুত বৈরাগী।
মরতিহু বার উহৈ[৭] ধুনি লাগী ॥
জেহি ধন্ধা জাকর মন লাগৈ সপনেহু সুঝ সো ধন্ধ।
তেহি কারন তপসী তপ সাধহিঁ করহিঁ পেম মন বন্ধ ॥

একথা শুনে রাজকন্যা রথে চড়ে বললেন, "কোথায় সেই যোগী? মন্দিরে গিয়ে দেখে আসা যাক।" সখীদের সঙ্গে নিয়ে সেইখানে গেলেন। যোগীদের ঘিরে অপ্সরীরা এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের নয়নপাত্র তখন প্রেম-মদে পূর্ণ। তাঁদের দৃষ্টিপাতে যোগীরা সংজ্ঞাহীন হয়ে ঢলে পড়ল। যোগীদের দৃষ্টিতে তাঁদের দৃষ্টি যখন মিলিত হল তখন নয়নে নয়ন রেখে তাঁরা যোগীদের জীবন দান করলেন। কিন্তু যে যোগীর (রত্নসেনের) ইতিমধ্যেই মত্ততা দেখা দিয়েছিল, তিনি যখন দৃষ্টির সম্মোহনে পড়লেন তখন তাঁর আর একবিন্দুও জ্ঞান রইল না। গোরক্ষ-শিষ্যের এমনই বিহ্বলতা হল যে মনে হল তাঁর প্রাণ দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেছে। কিংগরী বা সারেঙ্গী নিয়ে যিনি বৈরাগী হয়েছিলেন, মরণকালেও তাতে যেন ঝঙ্কার উঠছিল।

যার জন্যে কেউ একৈকচিত্ত হয়, স্বপ্নের মধ্যেও সে তাকে অনুভব করে। সেইজন্যই তপস্বী প্রেমপথে চিত্তস্থির রেখে নিরন্তর সাধনা করে যেতে পারে।

১ সখিন
২ জোগি আই জনু অছরন
৩ রূপ
৪ নৈনন
৫ জো
৬ চহত
৭ ওহী

১৩

পদমাবতি জস সুনা বখানূ।
সহস-করা দেখেসি তস ভানূ ॥
মেলেসি চন্দন মকু খিন জাগা।
অধিকৌ সুত সীর তন লাগা ॥
তব চন্দন আখর হিয় লিখে।
ভীখ লেই[১] তুই[২] জোগ ন সিখে ॥
ঘরী[৩] আই তব গা তূঁ সোঈ।
কৈসে ভুগুতি পরাপতি হোঈ ॥
অব জৌঁ সূর অহৌ[৪] সসি রাতা।
আএউ চঢ়ি[৫] সো গগন পুনি সাতা ॥
লিখি কৈ বাত সখিন সৌঁ কহী।
ইহৈ ঠাঁব্ব হৌঁ বারতি রহী[৬] ॥
পরগট[৭] হোহুঁ ন হোই অস ভংগূ[৮]।
জগত দিয়া কর হোই পতংগূ[৯] ॥
জা সহুঁ হৌঁ চখ হেরৌঁ সোই ঠাঁর জিউ দেই।
এহি দুখ কতহুঁ ন নিসরৌঁ কো হত্যা অসি[১০] লেই ॥

(শুকমুখে) পদ্মাবতী যেমন যেমন শুনেছিলেন এখন দেখলেন সেই সহস্র-কিরণমালী সূর্যকে। যদি ক্ষীণমাত্র চেতনা জাগে এই আশায় তিনি (পদ্মাবতী) তাঁকে (রত্নসেনকে) চন্দন মাখালেন, কিন্তু দেহে শীতলস্পর্শ লাগায় তিনি আরও অধিক নিদ্রায় অভিভূত হলেন। তখন চন্দনরেখায় পদ্মাবতী তাঁর বক্ষস্থলে লিখলেন, 'ভিক্ষাগ্রহণের যোগ তুমি শেখ নি। যখন সময় এল তখন তুমি ঘুমিয়ে রইলে। কেমন করে তোমার ভোগের তৃপ্তি হবে? এখন, হে সূর্য, যদি চন্দ্রের অনুরক্ত হতে চাও, তবে উঠে এস সপ্তগগনে।' এই কথা লিখে তিনি সখীকে বললেন, "এমন সুযোগ আমি এইজন্যেই নিতে দ্বিধা করছিলাম। যদি প্রকাশিত না হতাম (এঁর সামনে), তাহলে এমন বিপর্যয় হোত না। জগতের প্রদীপের কাছে সবাই পতঙ্গ হল।

যার নয়নে নয়ন রাখি সে-ই জীবন ত্যাগ করে, এই দুঃখে কখনও পথে বের হইনি; কে আমার বধ-পাপের ভাগী হবে?"

১ লেবু
২ তৈঁ
৩ ঘার
৪ আহি
৫ আয় চঢ়েঁ
৬ অহী
৭ প্রগট
৮ তিংগূ
৯ পতিংগূ
১০

১৪

কীহ্ন পয়ান সবহ্ন রথ-হাঁকা।
পরবত[১] ছাঁড়ি সিংঘল-গঢ় তাকা॥
বলি ভএ সবৈ দেৱতা বলী।
হত্যারিন হত্যা লেই[২] চলী॥
কো অস হিতূ মুএ গহ বাহীঁ।
জৌঁ পৈ জিউ অপনে ঘট[৩] নাহীঁ॥
জৌ লহি জিউ আপন[৪] সব কোঈ।
বিন্নু জিউ কোঈ ন আপন[৫] হোঈ॥
ভাই বন্ধু ঔ মীত[৬] পিয়ারা।
বিন্নু জিউ ঘরী ন রাখৈ পারা॥
বিন্নু জিউ পিণ্ড ছার কর কুরা।
ছার মিলারৈ সো হিত[৭] পূরা॥
তেহি জিউ বিন্নু অব মরি[৮] ভা রাজা।
কো উঠি[৯] বৈঠি[১০] গরব সোঁ গাজা॥
পরী কয়া ভুঁই লোটৈ কহাঁ রে জিউ বলি[১১] ভীউঁ।
কো উঠাই বৈঠারৈ[১২] বাজ পিয়ারে[১৩] জীউ॥

তখন সকলে রথে চড়ে প্রস্থান করলেন। পর্বত ছেড়ে সিংহল গড়ের দিকে চললেন। দেবতার বলি হয়ে সব পড়ে রইল, হত্যাকারী বধের দায় নিয়ে চলে গেল। এমন হিতৈষী কে আছে যে, যার দেহে প্রাণ নেই তার বাহু জড়িয়ে তুলে ধরবে? যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ সবাই আপনজন, কিন্তু প্রাণ হারালে কেউ আর আত্মীয় নয়। ভ্রাতা, বন্ধু, মিত্র ও প্রিয়তমা যেই হোক না কেন জীবন ত্যাগ করলে আর কাউকেই ঘরে রাখা যায় না। প্রাণহীন দেহ তো একগাদা ছাই। ছাই-এর সঙ্গে যে ছাই মেলাতে পারে সেই যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী। সেই জীবন হারিয়ে এখন রাজা মৃত হয়ে পড়ে রইলেন। কে উঠে বসে মেঘমন্দ্রগর্জনে এখন আর আত্মশ্লাঘা করবে?

এই ভাবেই দেহ একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। (মহাপ্রস্থানের পথে) বলবান ভীম (বলেন)—'কোথায় গেল জীবন!' প্রিয়তম (আত্মা) ছাড়া (প্রাণহীন) দেহকে কে উঠিয়ে বসাতে পারে?

১ পরবত
২ কৈ
৩ তন
৪ আরন
৫ বিন জীউ সবৈ নিরাপত
৬ লোগ
৭ সোই হিতু
৮ অমর
৯ অব
১০ উঠৈ
১১ বল
১২ বইসারৈ
১৩ বাজি পিরীতম

১৫

পদমাৱতি সো মঁদির পঈঠী।
হঁসত সিংঘাসন জাই বঈঠী॥
নিসি সূতী সুনি কথা বিহারী।
ভা বিহান কহ[১] সখী[২] হঁকারী॥
দেৱ পূজি জস[৩] আইউঁ কালী।
সপন এক নিসি দেখিউঁ আলী॥
জনু সসি উদয় পুরুব দিসি লীহ্না।
ও রবি উদয় পছিউঁ[৪] দিসি কীহ্না॥
পুনি চলি সূর চাঁদ পহঁ আৱা।
চাঁদ সুরুজ দুহুঁ ভএউ মেরাৱা॥
দিন ঔ রাতি ভএ জনু[৫] একা।
রাম আই রাৱন-গঢ় ছেঁকা॥
তস কিছু[৬] কহা ন জাই নিখেধা।
অরজুন-বান রোহু গা বেধা॥
জনহুঁ লঙ্ক সব লূটী[৭] হনুৱঁ[৮] বিধংসী বারি।
জাগি উঠিউঁ অস দেখত সখি কহু সপন বিচারি॥

পদ্মাবতী নিজের মহলে প্রবেশ করে হাসতে হাসতে সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। (রতি)-বিহার-কথা শুনে তিনি রাত্রে শয়ন করলেন। সকাল হলে তিনি এক সখীকে বললেন, "কাল দেবপূজা করে এসে রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলাম। যেন পূর্বদিক থেকে এক চন্দ্রের উদয় হল, আর সূর্যোদয় হল পশ্চিম দিকে। সূর্য যেন চাঁদের কাছে এগিয়ে এল, তারপর চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ে মিলিত হল। দিন ও রাত্রি যেন একাকার হয়ে গেল। রামচন্দ্র এসে রাবণের গড় অবরোধ করলেন। তারপরের ঘটনা বলা যায় না এমনই নিষিদ্ধ। অর্জুনের তীরে মৎস্যভেদ হল।

যেন লঙ্কা লুণ্ঠন করে হনুমান উদ্যান ধ্বংস করল। এই দেখে জেগে উঠলাম; হে সখী, এ স্বপ্নের তাৎপর্য কি বল?"

ও
সখীন
জৌ
পছিম
৫ জানু ভএ
৬ কছু
৭ লূসী
৮ হনু

রাজা রত্নসেন সতী খণ্ড

১৬

সখী সো বোলী সপন-বিচারু।
কাল্হি জো গইহু দেব কি বারু॥
পূজি মনাইহু বহুতৈ ভাঁতী[১]।
পরসন আই ভএ তুম্হ রাতী॥
সুরুজ পুরুষ চাঁদ তুম রানী।
অস বর দৈউ মেরাবৈ আনী॥
পচ্ছিউঁ খঁড কর রাজা কোঈ।
সো আবা[২] বর তুম কহঁ হোঈ॥
কিছু পুনি জুঝ লাগি তুম্হ রামা।
রাবন সৌঁ হোইহি সঁগরামা॥
চাঁদ সুরুজ সৌঁ হোই বিয়াহূ।
বারি বিধংসব বেধব রাহূ॥
জস উষা কহঁ অনিরূধ মিলা।
মেটি ন জাই লিখা পুরবিলা॥
সুখ সোহাগ জো[৩] তুম্হ কহঁ পান ফ্ূল রস ভোগ।
আজু কাল্হি ভা চাহৈ অস সপনে ক সঁজোগ॥

সখী তখন স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললেন—'কাল দেবদ্বারে পুজো দিতে গিয়ে দেবতার কাছে অনেকপ্রকার প্রার্থনা জানিয়েছিলে, প্রসন্ন হয়ে তিনি তাই কাল রাতে স্বপ্নের মধ্যে এসে দেখা দিয়েছিলেন। সূর্য হলেন সেই পুরুষ (যোগী); আর রাণী, তুমি হলে চন্দ্র। দেবতা ঐ বরকে তোমার সঙ্গে মিলিত করবেন। সেই পুরুষ সম্ভবতঃ পশ্চিম-খণ্ডের কোনো রাজা। তিনি এসেছেন তোমারই বর হবার জন্য। তোমাকে পাবার জন্য কিছু যুদ্ধ হবে। যেমন রাবণের সঙ্গে হয়েছিল রামের। চাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে সূর্যের। উদ্যান লণ্ডভণ্ড করে মৎস্যভেদ করা হবে। তারপর উষাকে যেমন পেয়েছিলেন অনিরুদ্ধ তেমনি হবে। যে লিপি আগের থেকে লেখা আছে তা মোছা যায় না।

আজ বা কাল, যে সুখ ও সোহাগের পান ও ফুলের রসভোগ করবে স্বপ্নের মধ্যে সেই সংযোগকেই তুমি প্রত্যক্ষ করেছ।"

১ বিসাতি
২ আই হি
৩ হোই

১

কৈ বসন্ত পদমাবতি গঈ।
রাজহি তব বসন্ত সুধি ভঈ॥
জো জাগা ন বসন্ত ন বারী।
না বহ খেল ন[১] খেলন হারী॥
না বহ ওহি কর রূপ সুহাঈ।
গৈ হেরাই পুনি দিষ্টি ন আঈ॥
ফ্ূল ঝরে সুখী ফুলবারী।
দীঠি[২] পরী উকঠী সব ছারি[৩]॥
কেই যহ বসত বসন্ত উজারা।
গা সো চাঁদ অথরা লেই তারা॥
অব তেহি বিনু জগ ভা অঁধকূপা।
বহ সুখ ছাঁহ জরৌঁ দুখ[৪]-ধূপা॥
বিরহ-দবা কো জরত সিরাবা।
কো পীতম সৌঁ করৈ মেরাবা॥
হিয়ে দেখ তব চন্দন খেবরা[৫] মিলি কৈ লিখা বিছোর।
হাথ মীংজি সির ধুনি কৈ রোবৈ জো নিচিন্ত অস সোর॥

বসন্তব্রত সমাপ্ত করে পদ্মাবতী চলে গেলেন। রাজাও অতঃপর সংজ্ঞালাভ করলেন। তিনি যখন জেগে উঠলেন তখন সেই বসন্তোৎসবও নেই, সেই রমণীরাও নেই। সেই রঙ্গও নেই রঙ্গিনীরাও নেই। পদ্মাবতীর সেই অপরূপ রূপ অদৃশ্য হয়েছে; যে অন্তর্হিত হয় সে আর প্রত্যক্ষগোচর হয় না। ফুল ঝরে গেল, শুকিয়ে গেল ফুলের বাগান। যা কিছু চোখে পড়ছে সব কিছু মনে হচ্ছে বিবর্ণ ছাইএর মতো। (রাজা বললেন) "কে এই বসন্তশোভা নিঃশেষ করল? চাঁদ ডুবে গেল, তারারা অদৃশ্য হল। তার বিহনে জগৎ মনে হচ্ছে অন্ধকূপ। সে ছিল সুখকর ছায়া, আমি এখন দুঃখের রৌদ্রতাপে জ্বলে যাচ্ছি। কে আমার এই বিরহজ্বলন প্রশমিত করবে? কে প্রিয়তমার সঙ্গে আমাকে মিলিত করে দেবে?"

তারপর হৃদয়ের চন্দন-চিত্রলিপির দিকে তাকিয়ে যখন বুঝলেন সে এসে লিখে অন্তর্হিত হয়েছে, তখন কপালে করাঘাত করতে করতে এই বলে রোদন করতে লাগলেন যে, কেন তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

১ নহিঁ সো খেলন
২ দিষ্টি
৩ খারি
৪ হৌ
৫ ধুরা

২

জস বিছোহ জল মীন দুহেলা।
জল হুঁত[১] কাঢ়ি অগিনি মহঁ মেলা॥
চন্দন-আঁক দাগ হিয়[২] পরে।
বুঝহিঁ ন তে আখর পরজরে॥
জনু সব-আগি হোই হিয় লাগে।
সব তন[৩] দাগি সিংঘ বন দাগে॥
জরহিঁ[৪] মিরিগ বন-খঁড তেহি জ্বালা।
ঔ তে[৫] জরহিঁ বৈঠ তেহি ছালা॥
কিত তে[৬] আঁক লিখে জৌ সোয়া।
মকু আঁকহু তেই করত বিছোরা[৭]॥
জৈস দুসন্তহি সাকুন্তলা[৮]।
মধরানলহি[৯] কামকন্দলা॥
ভা বিছোহ জস নলহি দমারতি[১০]।
নৈনা মূঁদি ছপী[১১] পদমাবতি॥
আই বসন্ত জো ছপি[১২] রহা হোই ফ্লহু কে ভেস।
কেহি বিধি পারৌঁ ভৌঁর হোই গুরু-উপদেস[১৩]॥

জল বিহনে মাছ যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে;—তাকে জল থেকে তুলে আগুনে চড়ালে যেমন হয় (রাজার তেমনি হল)। বক্ষে চন্দনলিপি যেন আগুনের অক্ষর হয়ে জলতে লাগল—তা নেভানো গেল না। তা যেন অগ্নিশর হয়ে হৃদয়ে বিদ্ধ হতে লাগল। এরই দাবানলে বন দগ্ধ হয়, সিংহকেও দগ্ধ করে। অরণ্যের মৃগও এই অনলে জ্বলে মরে। পশুচর্মের উপরে বসে যে যোগী যোগ করে সেও এই অনলে দগ্ধ হয়। রাজা বললেন, "যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন কেন সে বুকে লিখে গেল? এই অভিজ্ঞান লিপির জন্যই কি বিরহ?' যে অভিজ্ঞান দুষ্মন্তের কাছ থেকে শকুন্তলার কাছে এবং মাধবানলের কাছ থেকে কামকন্দলার নিকটে এসেছিল। যেমন এসেছিল নলের কাছ থেকে দময়ন্তীর কাছে। পদ্মাবতী আমাকে নিদ্রায় ভুলিয়ে আত্মগোপন করল।

বসন্ত এসে তাকে ফুলের ছদ্মবেশে লুকিয়ে রেখেছে। কিভাবে আমি গুরু আমাকে দেবে সেই উপদেশ?"

১ জলহু তে
২ হোই
৩ বন
৪ জরৈঁ
৫ তেঁউ
৬ কত তৈঁ
৭ মকু আঁকন করতার বিছোরা
৮ জস দুখন্ত কহঁ সাকুন্তলা
৯ মাধোনলহিঁ
১০ রাজা নল কহঁ জৈস দমাবতি
১১ ছিপী
১২ ছিপী
১৩ কেহি গুরু কে উপদেস

৩

রোয়ৈ রতন-মাল জনু চুরা।
জহঁ হোই ঠাঢ় হোই তহঁ কুরা॥
কহাঁ বসন্ত ঔ[১] কোকিল-বৈনা।
কহাঁ কুসুম অতি[২] বেধা নৈনা॥
কহাঁ সো মূরতি পরী জো ডীঠী।
কাঢ়ি লিহেসি জিউ হিয়ে পঈঠী॥
কহাঁ সো দেস[৩] দরস[৪] জেহি লাহা।
জৌঁ সুবসন্ত করীলহি কাহা॥
পাত-বিছোহ রূখ জো ফ্লা।
সো মহুআ রোয়ৈ অস ভূলা॥
টপকৈঁ মহুঅ আঁসু তস পরহীঁ।
হোই মহুআ বসন্ত জ্যোঁ[৫] ঝরহীঁ॥
মোর বসন্ত সো পদমিনি বারী।
জেহি বিন ভএউ বসন্ত উজারী॥
পারা নরল বসন্ত পুনি বহু আরতি বহু চোপ।
ঐস ন জানা অন্ত হী[৬] পাত ঝরহিঁ হোই কোপ॥

রাজা কাঁদছিলেন—অশ্রু যেন ছিন্ন রত্নমালার রত্নগুলির মতো ঝরে পড়তে লাগল। যেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে তা সঞ্চিত হল। তিনি বলতে লাগলেন, "কোথায় গেল বসন্ত এবং কোকিল স্বর? কোথায় গেল নয়নবিদ্ধকারী কুসুম? কোথায় সেই মূর্তি যে আমার দৃষ্টিপথে এসে আমার জীবন কেড়ে নিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করল? কোথায় সে দেশ যেখানে গেলে তার দর্শনলাভ হয়? যে লবঙ্গলতা সুবসন্ত নিয়ে আসে সে কোথায়? পত্রহীন মহুয়াবৃক্ষ যখন পুষ্পিত হয় তখন মনে হয় সে যেন বিহ্বল হয়ে এমনিভাবে কাঁদছে। মহুয়া ফলগুলো অশ্রুর মতো ঝরতে থাকে—তা যেন বসন্তের অশ্রুজল হয়ে ঝরে পড়ে। সেই পদ্মিনী নারীই আমার বসন্ত; তার বিহনে বসন্তশোভা নিঃশেষিত হয়ে গেল।

অনেক বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষায় যে নববসন্তের দেখা মিলল, জানি না শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরে গিয়ে নতুন অঙ্কুর হবে কিনা।"

১ সো
২ কঁবল অলি
৩ দরস
৪ পরস
৫ জস
৬ পুনি

৪

অরে[1] মলিছ[2] বিসোৱাসী দেৱা।
কিত[3] মৈঁ আই কীন্হ তোরি সেৱা॥
আপনি নাৱ চঢ়ে জো দেঈ।
সো তৌ পার উতারৈ খেঈ॥
সুফল লাগি পগ টেকেউঁ তোরা।
সুআ ক[4] সেঁৱর তু ভা মোরা॥
পাহন চঢ়ি জো চহৈ ভা পারা।
সো ঐসে বূড়ে মঝ ধারা॥
পাহন সেৱা কহাঁ পসীজা।
জনম ন ওদ হোই জো ভীজা[5]॥
বাউর সোই জো পাহন পূজা।
সকত কো ভার লেই সির দূজা॥
কাহে ন জিয়[6] সোই নিরাসা।
মুএ জিয়ত মন জাকরি আসা॥
সিংঘ তরেন্দা[7] জেই[8] গহা পার ভএ তেহি সাথ।
তে পৈ বূড়ে বাউরে[9] ভেঁড়-পূঁছি[10] জিন্হ হাথ॥

"ওরে বিশ্বাসঘাতক দেবতা। কি জন্য আমি এসে তোমার সেবা করলাম? যে নিজের নৌকায় কাউকে উঠতে দেয়, সে তো তাকে খেয়া পার করে দেবে? সুফলের প্রত্যাশায় তোমার পাদস্পর্শ করলাম। কিন্তু তুমি আমার নিকটে শুকপাখীর মরণফাঁদ হলে। পাষাণে চড়ে যে পার হতে চায়, সে এমনিভাবেই মাঝনদীতে ডুবে মরে। পুজো করলেও পাষাণ কবে কোমল হয়? জলে ভেজালেও জন্মেও তা কখনও আর্দ্র হয় না। যে পাষাণকে পুজো করে সে পাগল। মাথায় দ্বিতীয় বোঝা নেবার শক্তি কার আছে?" যাকে চাইলে মরেও অমর হওয়া যায় সেই নিষ্কামীকে কেন পূজা করছ না?

সন্তরণশীল সিংহকে আঁকড়ে ধরলেও তার সাহায্যে পার হওয়া যায়, কিন্তু ভেড়ার লেজ হাতে চেপে ধরে যারা পার হতে চায় সে সব পাগলরা ডুবেই মরে।

---

১ অহো
২ মহা
৩ কত
৪ কা
৫ জনম ন পসুহে জো নিত ভীজা
৬ পূজিয়
৭ তরেড়া
৮ জিন
৯ বারহিঁ
১০ পূছ

৫

দেৱ কহা সুনু বউরে রাজা।
দেৱহি অগুমন মারা গাজা॥
জৌঁ পহিলেহি অপনে সির পরঈ।
সো কা কাহুক ধরহরি করঈ[1]॥
পদমাৱতি রাজা কৈ বারী।
আই সখিন্হ সহ[2] বদন[3] উঘারী॥
জৈস চাঁদ গোহনে সব তারা।
পরেউঁ ভুলাই দেখি উজিয়ারা॥
চমকহিঁ দসন বীজু কৈ নাঈ।
নৈন-চক্র জমকাত ভৱাঁঈ॥
হৌঁ তেহিঁ দীপ পতঁগ হোই পরা।
জিউ জম কাঢ়ি সরগ লেই ধরা॥
বহুরি[4] ন জানৌঁ দহুঁ কা ভঈ।
দহুঁ কবিলাস[5] কি কহুঁ অপসঈ॥
অব হৌঁ মরৌ নিসাঁসী হিয়ে ন আৱৈ সাঁস।
রোগিয়া কী কো চালৈ বৈদহি জহাঁ উপাস॥

দেবতা বললেন, "শোন পাগল রাজা, দেবতা আগেই বজ্রাঘাতে আহত হয়েছে। আগেই যার শির মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, সে কেমন করে অপরকে ধারণ করবে? রাজকন্যা পদ্মাবতী সখীদের নিয়ে এসেছিল মুখমণ্ডল অনাবৃত করে। যেন তারাদের নিয়ে চাঁদ দেখা দিয়েছিল। সেই উজ্জ্বল রূপ দেখে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তার দন্তপংক্তি যেন বিদ্যুৎছটা, নয়নতারায় মৃত্যুর ঝলক। সেই দীপে আমি পতঙ্গের মতো পতিত হলাম। যম আমার জীবন কেড়ে নিয়ে স্বর্গে রেখে দিল। তারপর আর জানি না কি হল তার। সে কৈলাসে গেল না অন্য কোথাও অদৃশ্য হল।

আমি এখন নিঃশ্বাস না পেয়ে মরছি, আমার হৃদয়ে প্রাণবায়ু আসছে না। যখন বৈদ্যেরই এমন দশা, তখন রোগীকে সে কেমন করে বাঁচাবে?"

জবহি আগি অপনে সির লাগী।
আন বুঝাবৈ কহাঁ সো আগী॥
সংগ
মঁজ
কেরী
কৈলাস

৬

আনহিঁ[১] দোস দেহুঁ কা কাহু।
সঙ্গী কয়া ময়া নহিঁ তাহু॥
হতা[২] পিয়ারা মীত বিছোঈ।
সাথ ন লাগ আপু গৈ[৩] সোঈ॥
কা মৈঁ কীহ্ন জো কায়া পোষী।
দূষন মোহিঁ আপ নিরদোষী॥
ফাগু বসন্ত চেলি[৪] গই গোরী।
মোহি তন লাই বিরহ[৫] কৈ[৬] হোরী॥
অব অস কহাঁ[৭] ছার সির মেলৌঁ।
ছার জো হোহুঁ ফাগ তব[৮] খেলৌঁ॥
কিত[৯] তপ[১০] কীহ্ন ছাঁড়ি কৈ রাজূ।
গএউ[১১] অহার[১২] ন ভা সিধ কাজূ॥
পাএউঁ নহিঁ হোই জোগী জতী।
অব সর চঢ়ৌঁ জরৌঁ জস সতী॥
আই জো পীতম ফিরি গা[১৩] মিলা ন আই বসন্ত।
অব তন হোরী ঘালি কৈ জারি করৌঁ ভসমন্ত॥

(রাজা বললেন,) "আর কাউকে কি দোষ দেব? আমার নিত্যসঙ্গী দেহেরই যখন আমার উপর মমতা নেই। প্রিয়তমা যখন মিলিত হতে এল তখন তাকে অনুসরণ না করে এই দেহ শুয়ে রইল। এই দেহকে পোষণ করে আর আমার কি লাভ? আমারই দোষ, আপনার কোন দোষ নেই। সেই গৌরাঙ্গী বসন্তোৎসবের ফাগ খেলে অন্তর্হিত হল, আমার দেহে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল বিরহ-হোলির আগুন। এখন কেমন করে সেই ছাই মাথায় মাখব? নিজেকেই ছাই করে তা দিয়ে ফাগ খেলতে হবে। রাজ্য ত্যাগ করে এই তপস্যায় কি ফল হল? আহার ত্যাগ করলাম কিন্তু কার্যসিদ্ধি হল না। যোগী হলাম, সন্ন্যাসী হলাম, কিন্তু (যা চেয়েছি) তা পেলাম না। এখন চিতাশয্যায় আরোহণ করে সতীর মতো অগ্নিদগ্ধ হব।

প্রিয়তমা এসেও ফিরে গেল, বসন্ত এসেও দেখা দিল না। এখন হোলির আগুনে দেহ সমর্পণ করে নিজেকেই জালিয়ে ছাই করব।

৭

ককনূ[১] পখি জৈস সর সাজা।
তস সর সাজি[২] জরা চহ রাজা॥
সকল দেবতা আই তুলানে।
দহুঁ কা[৩] হোই দেব অস্থানে॥
বিরহ-অগিনি বজ্রাগি[৪] অসূঝা।
জরৈ সূর ন বুঝাএ বূঝা॥
তেহি কে জরত জো উঠৈ বজ্রাগী।
তিনউঁ লোক জরৈঁ তেহি লাগী॥
অবহি[৫] কি ঘরী সো চিনগী ছুটৈ।
জরহিঁ পহার পহন সব ফূটৈ॥
দেবতা সবৈ ভসম হোই জাহীঁ।
ছার সমেটে পাউব নাহীঁ॥
ধরতী সরগ হোই সব তাতা।
হৈ কোঈ এহি রাখ বিধাতা॥
মুহমদ চিনগী পেম কৈ সুনি মহি গগন ডেরাই।
ধনি বিরহী[৬] ঔ ধনি হিয়া জহঁ অস অগিনি[৭] সমাই॥

ককনূ পাখী যেমন নিজের চিতা সাজায়, তেমনি রাজাও চিতা সাজিয়ে তাতে পুড়ে মরতে চাইলেন। সমস্ত দেবতারা দেখতে এলেন,—দেবস্থানে কি ঘটতে চলেছে। তাঁরা বললেন, "বিরহের আগুন বজ্রাগ্নি-তুল্য। এই বীর যদি তাতে দগ্ধ হয় তবে সে আগুন কিছুতেই নেভানো যাবে না। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে যে বজ্রাগ্নি-শিখা উর্ধ্বে উত্থিত হবে তা ত্রিলোক জ্বালিয়ে দেবে। সেই মুহূর্তে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে তাতে পর্বত প্রজ্জ্বলিত হবে এবং সমস্ত পাথর ফেটে যাবে। তাতে সব দেবতা ভস্ম হয়ে যাবে, এবং সেই ছাই সংগ্রহ করবার কেউ থাকবে না। পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত তেতে উঠবে। হে বিধাতা, কেউ যদি থাক, এ থেকে রক্ষা কর।"

মুহম্মদ বলছেন, প্রেমের স্ফুলিঙ্গে পৃথিবী ও আকাশ ভরে আছে; ধন্য সেই বিরহী ও তার হৃদয় যার মধ্যে এই আগুনও সমাহিত হয়।

---

১ জরৈ
২ হিতু
৩ গা
৪ খেলি
৫ আগি
৬ জোঁ
৭ কাহি
৮ তস
৯ কত
১০ তব
১১ অমূর
১২ গঈ
১৩ আয় পিরীতম ফিরি গয়ো

১ কুকুনূ
২ বৈঠ
৩ কস
৪ বজরাগি
৫ অব
৬ বিরহিণী
৭ আগি

৮

হনুবঁত বীর লংক জেই জারী।
পরবত উহৈ অহা রখবারী ॥
বৈঠি তহাঁ হোই[১] লংকা তাকা।
ছঠএঁ মাস দেই উঠি হাঁকা ॥
তেহি কৈ[২] আগি উহৌ পুনি জরা।
লংকা ছাড়ি পলংকা পরা ॥
জাই তহাঁ রৈ[৩] কহা সঁদেসু।
পারবতী ঔ জহাঁ মহেসু ॥
জোগী আহি বিয়োগী কোঈ।
তুম্হরে মঁডপ আগি তেই বোঈ ॥
জরা লঁগুর সু[৪] রাতা উহাঁ।
নিকসি জো ভাগি ভয়উঁ করমুহাঁ ॥
তেহি বজ্রাগি[৫] জরৈ হৌ লাগা।
বজর অঙ্গ জরতহি উঠি ভাগা[৬] ॥
রাবন লংকা হৌঁ দহী রহ হৌঁ দাহৈ আর[৭]।
গএ পহার সব ঔটি কৈ কো রাখৈ গহি পার[৮] ॥

বীর হনুমান যিনি লঙ্কাকে দগ্ধ করেছিলেন তিনি এক পর্বতে প্রহরী হয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। সেখানে বসে তিনি লঙ্কার দিকে তাকিয়েছিলেন। ছমাস অন্তর একবার করে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। চিতার আগুন জ্বলে উঠতেই সেই তাপে তিনি দগ্ধ হলেন। লঙ্কা ছেড়ে তিনি পালঙ্কে (দ্বীপবিশেষ) লাফ দিলেন। সেখানে গিয়ে পার্বতী ও মহেশের কাছে এই সংবাদ জানালেন। "কোনো এক বিরহী যোগী এসে তোমাদের মন্দিরে আগুন জ্বালিয়েছে। তার আগুনে আমার সুন্দর রক্তিম লাঙ্গুল জ্বলে গেছে, বেরিয়ে পালাতে গিয়ে আমার মুখ কালো হয়ে গেছে। সেই বজ্রাগ্নিশিখায় আমার বজ্রের মতো অঙ্গ জ্বলে গেল, তাই আমি এখানে পালিয়ে এসেছি।

আমি রাবণের লঙ্কাকে দগ্ধ করেছি, কিন্তু সে (রত্নসেন) আমাকে দগ্ধ করতে এসেছে। সমস্ত পাহাড় উত্তপ্ত হয়ে গেছে, কে তাকে পায়ে ধরে নিবৃত্ত করবে?"

১ যে
২ কী
৩ রহ
৪ সো
৫ বজরাগি
৬ জরি উঠা তো ভাগা
৭ রেঁ মোহিঁ দাধা আর
৮ কনক হোত হৈ রাকট কো গহি রাখৈ পার

৯

ততখন পহুঁচে[১] আই মহেসু।
বাহন বৈল কুষ্টি কর ভেসু ॥
কাথরি[২] কয়া হড়াবরি বাঁধে।
মুণ্ডমাল ঔ হত্যা কাঁধে ॥
সেসনাগ জাকে[৩] কঁঠমালা।
তনু ভভূতি হস্তী কর ছালা ॥
পহুঁচী রুদ্র-কবঁল কৈ গটা।
সসি মাথে ঔ সুরসরি জটা ॥
চবঁর ঘণ্ট ঔ ডঁবরু হাথা।
গৌরা পারবতী ধনি[৪] সাথা ॥
ঔ হনুবন্ত বীর সঁগ আবা।
ধরে ভেস বাঁদর[৫] জস[৬] ছাবা ॥
অবতহি কহেন্হি ন লাবহু আগী।
তেহি কৈ[৭] সপথ জরহু[৮] জেহি লাগী ॥
কী তপ করৈ ন পারেহু কী রে নসাএহু জোগ।
জিয়ত জীউ কস কাঢ়হু[৯] কহহু[১০] সো মোহিঁ বিয়োগ ॥

তৎক্ষণাৎ মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর বাহন হল বৃষ, এবং কুষ্ঠরোগীর মতো তাঁর চেহারা। তাঁর দেহে কাঁথা এবং হাড়ের মালা, মুণ্ডমালা এবং শব তাঁর কাঁধে। শেষনাগ সাপ তাঁর কণ্ঠমালা, ভস্মাবৃত দেহে হস্তীচর্ম। রুদ্রাক্ষের মালা তাঁর মণিবন্ধে, তাঁর মাথায় চন্দ্র এবং জটায় গঙ্গা। ঘণ্টা ও ডমরু তাঁর হাতে, সঙ্গে রয়েছেন গৌরী পার্বতী। বীর হনুমানও সঙ্গে এসেছেন বাঁদরছানার বেশ ধরে। মহাদেব এসে রাজাকে বললেন, "আগুন লাগিও না শরীরে, যার জন্য তুমি অগ্নিদগ্ধ হতে চাইছ তার শপথ দিচ্ছি।

তপস্যা করে কি সফল হতে পার নি? নাকি যোগভ্রষ্ট হয়েছ? বেঁচে থাকতে জীবননাশ করতে চাইছ কেন? আমাকে বল তোমার দুঃখের কথা।"

১ পহুঁচা
২ কাথর
৩ সোহৈ
৪ ধন
৫ জসু
৬ বন্দর
৭ তাকর
৮ জরৈ
৯ কাঢ়ৈ
১০ কহু

২

কহেসি[১] মোহিঁ বাতন্হ বিলমাব়া।
হত্যা কেরি ন ডর তোহি আব়া॥
জরৈ দেহু দুখ জরৌঁ অপারা।
নিস্তর পাই জাউঁ এক বারা[২]॥
জস ভরথরী লাগি পিঙ্গলা।
মো কহঁ পদমাবতি সিংঘলা॥
মৈঁ পুনি তজা রাজ ঔ ভোগূ।
সুনি সো নাউঁ লীন্হ[৩] তপ জোগূ॥
এহি মঢ় সেএউঁ আই নিরাসা।
গই সো পূজি মন পূজি ন আসা॥
মৈঁ[৪] য়হ জিউ ডাঢ়ে[৫] পর দাধা।
আধা নিকসি রহা ঘট আধা॥
জো অধজর সো বিলঁব ন লাবা।
করত বিলম্ব বহুত দুখ পাবা॥
এতনা বোল কহত মুখ উঠী বিরহ কৈ আগি।
জৌঁ মহেস ন বুঝাবত জাতি সকল জগ লাগি[৬]॥

রাজা বললেন, "কথা বলে আমাকে দেরী করিয়ে দিচ্ছ। তোমার প্রাণী-হত্যার জন্য ভয় হচ্ছে না? আমাকে আত্মাহুতি দিতে দাও; অপার দুঃখে আমি জ্বলছি। আমাকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে দাও। ভর্তৃহরির কাছে যেমন পিঙ্গলা, সিংহলের পদ্মাবতীও আমার কাছে সেইরূপ। উপরন্তু আমি রাজ্য এবং সুখভোগ ত্যাগ করে শুধু তার নাম শুনে তপস্বী ও যোগী হয়েছি। এই মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে নিরাশ হয়েছি। সে (পদ্মাবতী) আমার আশা পূর্ণ না করে পুজো দিয়ে চলে গেল। আমার এই দগ্ধ জীবনকে সে দগ্ধ করে দিল। প্রাণ অর্ধেকটা বের হয়ে গেছে। অর্ধেকটা দেহে লেগে আছে। সেই অর্ধদগ্ধ প্রাণের অবশিষ্টাংশ আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছে না। যত দেরী করব ততই দুঃখ পাব।"

এই কথা বলতে বলতে রাজার মুখ দিয়ে বিরহ-অনল নিঃসৃত হতে লাগল। যদি মহেশ তা নিভিয়ে না দিতেন তাহলে তা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যেত।

১ কহেসি কো
২ নিস্তরি জাউঁ জরৈ ইহবারা
৩ লীন্হেউঁ
৪ তৌঁ
৫ দাধে
৬ সকল জগত হুতি লাগি

৩

পারবতী মন উপনা চাউ।
দেখৌঁ কুঁবর কের সত ভাউ॥
ওহি[১] এহি[২] বীচ কি পেমহি পূজা।
তন মন এক কি মারগ দূজা॥
ভই সুরূপ জানহুঁ অপছরা।
বিহঁসি কুঁবর কর আঁচর ধরা॥
সুনহু কুঁবর মোসৌঁ এক বাতা।
জস মোহিঁ রঙ্গ ন[৩] ঔরহি রাতা॥
ঔ বিধি রূপ দীন্হ হৈ তো কাঁ[৪]।
উঠা সো সবদ জাই সিব-লোকা[৫]॥
তব হৌঁ তো পহঁ[৬] ইন্দ্র[৭] পঠাঈ।
গই পদমিনি তৈঁ[৮] অছরী পাঈ॥
অব তজু জরন মরন[৯] তপ জোগূ।
মো সৌঁ মানু[১০] জনম ভরি ভোগূ॥
হৌঁ অছরী কবিলাস[১১] কৈ জেহি সরি পুজ ন কোই।
মোহি তজি সঁবরি জো ওহি মরসি কৌন লাভ তেহি[১২] হোই॥

তখন পার্বতীর মনে এক ইচ্ছে জাগল। (তিনি মনে মনে বললেন), "দেখি তো কুমারের চিত্তের সততা। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে না প্রেমের পূজায় পূর্ণ? দুজনের দেহ মন একাত্ম অথবা এদের পথ ভিন্ন?" তৎক্ষণাৎ তিনি অপ্সরার মতো সুন্দরী হয়ে গেলেন এবং হাসতে হাসতে কুমারের হাতে নিজের আঁচল রেখে বললেন—"হে কুমার, আমার একটা কথা শোন। আমার মতো রূপ আর কারোর নেই। তোমাকেও বিধাতা রূপ দিয়েছেন। তার খ্যাতি শিবলোক পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই ইন্দ্র তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন। পদ্মিনী চলে গেলেও তুমি অপ্সরীকে পেলে। এখন জ্বলন মরণ এবং তপ যোগ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে সারা জীবন ভরে ভোগসুখে রত হও।

আমি কৈলাসের অপ্সরী—আমার সমকক্ষ কেউ নেই। আমাকে ছেড়ে তার জন্য প্রাণদান করে কি লাভ হবে তোমার?"

১ মঢ়
২ য়হ
৩ জস রঁগ মোহি ন
৪ কহঁ
৫ লোকহঁ
৬ কহঁ
৭ ইঁদর
৮ তুই
৯ সরন
১০ মান
১১ কৈলাস
১২ তোহি

৪

ভলেহিঁ রঙ্গ অছরী তোর রাতা।
মোহিঁ দূসরে সৌঁ ভাব না বাতা॥
মোহিঁ ওহি সঁবরি মুএ তস[১] লাহা।
নৈন জো দেখসি পূছসি কাহা॥
অবহিঁ তাহি জিউ দেই ন পারা।
তোহি অস অছরী ঠাঢ়ি মনারা॥
জৌঁ জিউ দেই হৌঁ ওহি[২] কৈ আসা।
ন জনৌঁ কা[৩] হোই কবিলাসা[৪]॥
হৌঁ কবিলাস[৫] কাহ লৈ করউঁ।
সোই কবিলাস[৬] লাগি জেহি মরউঁ॥
ওহি কে বার জীউ নহিঁ[৭] বারৌঁ।
সির উতারি নেরছাররি সারৌঁ[৮]॥
তাকর চাহ কহৈ জো আঈ।
দোউ জগত তেহি দেহুঁ বড়াঈ॥
ওহি ন মোরি কিছু[৯] আসা হৌঁ ওহি আস করেউঁ।
তেহি নিরাস পীতম কহঁ জিউ ন দেউঁ কা দেউঁ॥

(রাজা বললেন)—"হে অপ্সরী, হতে পারে ভালই তোমার রূপ এবং রঙ্গ, কিন্তু সে ছাড়া আর দ্বিতীয় কারোর সঙ্গেই আমার কোনো কথা নেই। তাকে স্মরণ করে যে মরতে চলেছি তার লাভ তো চোখেই দেখতে পাচ্ছ, আর জিজ্ঞাসা করছ কেন? এখনও তার জন্য জীবন দান করি নি, অথচ ইতিমধ্যেই তোমার মতো অপ্সরী নেমে এসে আমাকে সাধ্যসাধনা করছে। যদি তার জন্য প্রকৃতই জীবনদান করি, তাহলে না জানি কৈলাসে কি ঘটে যাবে? আর যদি কৈলাস বা স্বর্গও পাই, তা নিয়েই বা আমি কি করব? সে-ই আমার স্বর্গ—যার জন্য আমি মরতে চলেছি। তার দুয়ারে গিয়ে আমি আমার জীবন আর রাখব না। নিজের মাথা কেটে তা নিবেদন করব। যদি কেউ এখন এসে আমাকে তার খবর দেয়, দুইলোকে আমি তার প্রশংসা করব।

আমার কাছে তার কিছুই আকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু আমি তার কাছে আশা করি। তার মতো উদাসীন প্রিয়তমার কাছে নিজের জীবন না দিলে আর কি দেব?"

---

১ মুএউ অস
২ ওহি
৩ কাহ
৪ কৈলাসা
৫ কৈলাস
৬ কৈলাস
৭ জস
৮ ডারৌঁ
৯ কছু

৫

গৌরী হঁসি মহেস সৌঁ কহা।
নিহচৈ[১] এহি[২] বিরহানল দহা॥
নিহচৈ[৩] য়হ ওহি কারন তপা।
পরিমল পেম ন আছৈ ছপা॥
নিহচৈ[৪] পেম-পীর য়হ জাগা।
কসে কসৌটী কঞ্চন লাগা॥
বদন পিয়র জল ডভকহিঁ নৈনা।
পরগট দুরৌ পেম কে বৈনা[৫]॥
য়হ এহি[৬] জনম লাগি ওহি সীঝা।
চহৈ ন ঔরহি ওহি রীঝা॥
মহাদের দেবন্হ[৭] কে পিতা।
তুম্হরী সরন রাম রন জীতা॥
এহু কহঁ তসময়া করেহু।
পুরবহু আস কি হত্যা লেহু॥
হত্যা দুই কে চঢ়াএ কাঁধে বহু অপরাধ[৮]।
তীসর য়হ লেউ মাথে[৯] জৌ লেবৈ[১০] কৈ সাধ॥

গৌরী হেসে মহেশকে বললেন, "সত্যই এ বিরহানলে দগ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় এ তার জন্য তপস্যা করেছে। প্রেমের পরিমল চাপা থাকে না। অবশ্যই প্রেমের মন্ত্রে এ জেগে উঠেছে। কষ্টিপাথরে কসে দেখা গেল যথার্থই কাঞ্চন। ওর মুখ পাণ্ডুর, নয়ন জলসিক্ত, এ দুটোই প্রেমের কথা প্রকাশ করছে। ও জন্মের মতো তার প্রেমের তাপে সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর কারোর প্রতি ওর আসক্তি নেই।

হে মহাদেব, তুমি দেবতাদেরও পিতা। তোমার শরণ নিয়েই রাম যুদ্ধজয়ী হয়েছিলেন। একেও তুমি করুণা কর। হয় এর মনস্কামনা পূর্ণ কর, নতুবা এর বধের ভাগী হও।

দুটো শব দুকাঁধে চড়িয়েই তুমি যথেষ্ট অপরাধ বহন করছ। যদি সাধ হয় তবে তৃতীয়টি এবার মাথায় ধারণ কর।"

১ নিসচৈ
২ য়হ
৩ নিসচৈ
৪ নিসচৈ
৫ ধৈনা
৬ য়হি ওহি
৭ দেউতন্হ
৮ হত্যা দুই লিএ কাঁধে আজহুঁ ন গা অপরাধ
৯ তিসরি লেহু কৈ মাথে
১০ জোরে লেই

৬

সুনি কৈ মহাদের কৈ ভাখা।
সিদ্ধি পুরুষ রাজৈ মন লাখা॥
সিদ্ধহি অঙ্গ ন বৈঠে মাখী।
সিদ্ধ[১] পলক নহিঁ লাবৈ[২] আঁখী॥
সিদ্ধহি সঙ্গ হোই নহিঁ ছায়া।
সিদ্ধহি হোই ভূখ[৩] নহিঁ মায়া॥
জেহি[৪] জগ সিদ্ধ গোসাঈঁ কীহ্না।
পরগট গুপুত রহৈ কো চীহ্না॥
বৈল চঢ়া কুষ্টী কর ভেস্থূ।
গিরিজাপতি[৫] সত আই মহেস্থূ॥
চীহ্নে সোই রহৈ জো[৬] খোজা।
জস বিক্রম ঔ রাজা ভোজা॥
জো ওহি[৭] তন্ত্র মন্ত্র[৮] সৌ হেরা।
গএ হেরাই জো ওহি ভা মেরা॥
বিনু গুরু পন্থ ন পাইয়[৯] ভূলৈ সো জো মেট।
জোগী সিদ্ধ হোই তব্ জব্ গোরখ সৌ ভেঁট॥

মহাদেবের (প্রসঙ্গ) কথা শুনে রাজার মনে প্রত্যয় হল যে ইনি সিদ্ধ-পুরুষ। সিদ্ধ-পুরুষের অঙ্গে মাছি বসে না। তাঁর নয়নে পলকপাত হয় না। সিদ্ধজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছায়া অনুসরণ করে না। সিদ্ধব্যক্তির ক্ষুধা ও আত্মমমতা নেই। ঈশ্বর যাঁকে সিদ্ধদেহ দান করেছেন তিনি প্রকাশিত না ছদ্মবেশে গুপ্ত তা কে চিনতে পারে? বলদে চ'ড়ে এই কুষ্ঠবেশী নিঃসন্দেহে গিরিজাপতি মহেশ। রাজা বিক্রম বা ভোজ রাজার মতো তিনি যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁকে চিনতে পারলেন। যে তাঁকে তন্ত্র মন্ত্রের সাহায্যে খোঁজে, মিলন হলে তা হারিয়ে যায় বা তার প্রয়োজন থাকে না।

গুরু ব্যতীত এই পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে একথা স্বীকার করে না সে ভ্রান্ত। গোরক্ষনাথের সঙ্গে যখন শিষ্য মিলিত হয় তখনই যোগী সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

১ সিদ্ধহি
২ ন লাগৈ
৩ ন ভূখ
৪ জো
৫ কহ রাজা
৬ জেহি
৭ কর জিউ
৮ সন্ত
৯ পাবই

৭

ততখন রতনসেন গহবরা।
রোউব ছাঁড়ি[১] পাঁর লেই পরা॥
মাতৈ পিতৈ জনম কিত পালা।
জো অস ফাঁদ পেম গিউ ঘালা॥
ধরতী সরগ মিলে হুত দোউ।
কেই নিনার কৈ[২] দীহ্নু বিছোউ॥
পদিক পদারথ কর-হুঁত খোরা।
টূটহিঁ রতন রতন তস রোরা॥
গগন মেঘ জস বরসৈ ভলা।
পুহুমী[৩] পূরি সলিল বহি চলা॥
সায়র টূট[৪] সিখর গা পাটা।
সুঝ ন বার পার কহুঁ ঘাটা[৫]॥
পৌন পানি[৬] হোই হোই সব গিরঈ।
পেম কে ফন্দ কোই জনি পরঈ॥
তস রোরৈ জস জিউ জরৈ গিরৈ[৭] রকত ঔ মাঁসু।
রোর্ঁ রোর্ঁ সব রোরহিঁ সুত সুত ভরি[৮] আঁসু॥

তৎক্ষণাৎ রত্নসেন বিচলিত হয়ে আর্তস্বরে কাঁদতে কাঁদতে মহেশ্বরের পায়ে পড়ে বলতে লাগলেন, "মা বাবা আমাকে জন্ম দিয়ে পালন করেছিলেন কেন? যদি শেষপর্যন্ত প্রেমের ফাঁস এমন করে কণ্ঠরোধ করবে? এতকাল মর্ত্য এবং স্বর্গ একত্র মিলে ছিল। কে তাদের পৃথক করে এমন বিরহ সৃষ্টি করল। এমন মূল্যবান পদার্থ (পদ্মাবতী) আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।" রত্ন হারিয়ে রত্নসেন মুক্তোর মতো অশ্রু-ত্যাগ করতে লাগলেন। আকাশের মেঘ থেকে যেমন প্রবল বর্ষণ হয়, পৃথিবী পূর্ণ করে অশ্রুজল বয়ে চলল। সাগরের কূল ভেঙে জল যেন শৈলশিখর স্পর্শ করল। নয়ন জলের পার এবং ঘাট বোঝা গেল না। সব কিছু পবন এবং জল হয়ে গলে গেল। প্রেমের ফাঁদে কেউ যেন না পড়ে।

তিনি কাঁদছিলেন এমনভাবে যেন তাঁর জীবন জলে যাচ্ছে এবং শরীরের রক্তমাংস গলে যাচ্ছে। তাঁর সমস্ত লোম থেকে যেন অশ্রু গড়িয়ে প্রতিটি লোমকূপ পূর্ণ হয়ে গেল।

১ ছাড়ি ডপহার
২ কত নিয়ার করি
৩ ধরতী
৪
৫ চঢ়ে পানি পাহন হিয় কাটে
৬ প্রাণ বুঁদ হোই
৭ গরই
৮ সোত সোত বহি

৮

রোরত বূড়ি উঠা সংসারূ।
মহাদেব তব ভয়উময়ারূ॥
কহেস্হি[1] ন রোব বহুত তৈঁ রোবা।
অব ঈসর ভা[2] দারিদ খোবা॥
জো দুখ সহৈ হোই দুখ[3] ওকা।
দুখ বিনু সুখ ন জাই সিবলোকা॥
অব তৈঁ[4] সিদ্ধ ভএসি[5] সিধি পাঈ।
দরপন-কয়া ছুটি গই কাঈ॥
কহৌ বাত অব হৌঁ উপদেসী।
লাগু পন্থ ভূলে পরদেসী॥
জৌঁ লগি[6] চোর সেন্ধি নহিঁ দেঈ।
রাজা কেরি ন মূসৈ[7] পেঈ॥
চঢ়ৈ ত জাই বার[8] ওহি খূঁদী।
পরৈ ত সেন্ধি সীস-বল[9] মূঁদী॥
কহৌঁ সো তোহি সিংঘলগঢ় হৈ খঁড সাত চঢ়াব।
ফিরা ন কোঈ জিয়ত জিউ সরগ-পন্থ দেই[10] পাব॥

রাজা অশ্রুতে ডুবে আবার যেন জগতে ভেসে উঠলেন। তখন মহাদেব তাঁর প্রতি মমতাময় হলেন। তিনি বললেন, "তুমি অনেক কেঁদেছ, আর কেঁদ না। এখন তুমি ঐশ্বর্যবান হও, তোমার দারিদ্র্য ঘুচুক। যে দুঃখ সহ্য করে, তার দুঃখের শেষ হয়। দুঃখ বিনা শিবলোকে কেউ সুখী হয় না। এখন তুমি সিদ্ধিলাভের যোগ্য হয়েছ; তোমার দেহ-দর্পণ থেকে কুয়াশা সরে গেছে। এখন আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেব, ভ্রান্ত পথিক যাতে ঠিক পথে আসে। চোর যতক্ষণ সিঁধ না দেয় ততক্ষণ রাজার ভাণ্ডার হরণ করতে পারে না। উপরে উঠলেই ঠিক দরজায় লাফিয়ে ঢোকা যাবে। পড়ে গেলে নিজের মাথাই সিঁধ-বন্ধ হয়ে আটকে যাবে।

তোমাকে সেই সাতমহলা সিংহল গড়ের কথা বলব। সেই স্বর্গ পথে পা দিয়ে কেউই জীবন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে নি।"

১ কহেসি
২ সব
৩ দুখ
৪ তু
৫ ভআ
৬ লহি
৭ মুখৈ
৮ পায়
৯ সোঁ
১০ দৈ

৯

গঢ় তস বাঁক জৈসি তোরি কায়া।
পুরুষ দেখু[1] ওহী কৈ ছায়া॥
পাইয় নাহিঁ জূঝ হঠি কীন্হে।
জেব পাবা তেই আপুহি চীন্হে॥
নৌ পৌরী তেহি গঢ় মঝিয়ারা।
ঔ তহঁ ফিরহিঁ পাঁচ কোটবারা॥
দসবঁ দুআর গুপুত এক তাকা।
অগম চঢ়াব বাট সুঠি বাঁকা॥
ভেদৈ জাই সোই রহ ঘাটী[2]।
জো লহি ভেদ চঢ়ৈ হোই চাঁটী॥
গঢ় তর কুণ্ড সুরঁগ তেহি মাহাঁ।
তহঁ[3] রহ[4] পন্থ কহৌঁ তোহি পাহাঁ॥
চৌর বৈঠ[5] জস সেন্ধি সঁরারী।
জুআ পৈন্ত জস লাব জুআরী॥
জস মরজিয়া সমুঁদ ধংস[6] হাথ আব তব সীপ।
ঢূঁঢ়ি লেই জো সরগ-দুআরী[7] চঢ়ৈ সো সিংঘল দীপ॥

"এই গড় তোমার শরীরের মতোই কঠিন। পুরুষ যেন ওরই ছায়া। শুধু যুদ্ধ করলেই এ দুর্গ অর্জন করা যায় না। যে নিজেকে চেনে সেই তাকে পায়। এই গড়ের মধ্যে নটি প্রবেশপথ আছে, আর সেখানে পাঁচ কোটাল পাহারা দিয়ে ফিরছে। সেখানে এক গুপ্ত দশমদ্বার আছে। সেই দুর্গম প্রবেশপথ খুবই বঙ্কিম ও কঠিন। যে পিঁপড়ের মতো উঠে সন্ধান খুঁজে বের করতে পারে, সে-ই পারে এই পথ ভেদ করতে। এই দুর্গের নীচে এক কুণ্ড আছে, তার মধ্যে আছে সুড়ঙ্গ। তোমাকে সেই পথের সন্ধান দিচ্ছি। চোর যেমন সিঁধের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে এবং জুয়াড়ী যেমন জুয়ার দান ফেলে দাঁও মারে তেমনিভাবে কৌশল করতে হবে।

ডুবুরি যেমন সমুদ্রে ডুব দিলে তবে তার হাতে মুক্তো আসে, তেমনি যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে স্বর্গদ্বারের সন্ধান পেয়েছে সে-ই এই সিংহল দ্বীপে উত্তীর্ণ হতে পারে।"

১ পরখি দেখু তৈঁ
২ জেহী কোউ জাই ওহি ঘাটা
৩ তে
৪ রৈ
৫ পৈঠি
৬ ধঁসৈ
৭ চঢ়ৈ সরগ দুআরি জো

১০

দসওঁ দুবার তাল কৈ[১] লেখা।
উলটি দিস্টি জো লাব সো দেখা॥
জাই সো তহাঁ[২] সাঁস মন বন্ধী।
জস ধঁসি লীহ্ন কাহ্ন কালিন্দী॥
তু মন নাথু মারি কৈ সাঁসা[৩]।
জো পৈ মরহি অবহি কর নাসা[৪]॥
পরগট লোকচার কহু বাতা।
গুপুত লাউ মন জাসোঁ রাতা॥
হোঁ হোঁ কহত সবৈ মতি খোঈ।
জোঁ তু নাহিঁ আহি সব কোঈ[৫]॥
জিয়তহিঁ জুরৈ[৬] মরৈ এক বারা।
পুনি কা মীচু কো মারৈ পারা[৭]॥
আপুহি গুরু সো আপুহি চেলা।
আপুহি সব ঔ আপু অকেলা॥
আপুহি মীচু জিয়ন পুনি আপুহি তন মন সোই[৮]।
আপুহি আপু করৈ জো চাহৈ[৯] কহাঁ সো দূসর কোঈ[১০]॥

"এই দশম দুয়ার তালগাছের মতো উচ্চ ও সঙ্কীর্ণ। যে দৃষ্টিকে (উল্টো-সাধনায়) পাল্টে নেয় সে-ই দেখতে পায়। যে সেখানে যায় সে তার নিঃশ্বাস ও চিত্তকে বন্দী করে। কৃষ্ণ যেমন কালিন্দীতে প্রবেশ করে তাকে রুদ্ধ করেছিলেন তেমনি তোমার শ্বাস নিরুদ্ধ করে মনকে বন্দী করবে। যে নাসাপথ মুক্ত করে সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করে। লোকাচার মতো কথা বলবে কিন্তু গোপনে চিত্তকে প্রেম-নিবদ্ধ করে রাখবে। সকলেই 'আমি আমি' বলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, (অহংমুক্ত হয়ে) যখন তুমি নেই তখন সব কিছুই তোমার। জীবিতকে জীবনে একবারই মরতে হয়, তারপর কোথায় মরণ? কে আর তাকে মারতে পারে? সে তখন নিজেই নিজের গুরু, নিজেই নিজের শিষ্য। নিজেই তখন সব, নিজে তখন একা।

সে স্বয়ং মৃত্যু, আবার স্বয়ং জীবন। সে স্বয়ং দেহ এবং মন। সে যা চায় নিজেকে তাই করতে পারে, কোথায় তখন তার দোসর?"

১ তালিকা
২ জায়
৩ গা পতার কালী জস নাথা
৪ কঁবল পুহুপ জব আয়ো হাথা
৫ সোঈ
৬ জো রে
৭ মরৈ কো মারা
৮ তন মন আপুহিঁ সোয়
৯ আপুহিঁ করৈ জো চাহৈ
১০ কোয়

১

সিধি-গুটিকা রাজৈ জব পারা।
পুনি[১] ভই[২] সিদ্ধি গনেস মনারা॥
জব সঙ্কর সিধি দীহ্ন গুটেকা।
পরী হুল[৩] জোগিহ্ন গড় ছেঙ্কা॥
সবৈঁ পদমিনী দেখহিঁ চঢ়ী।
সিংঘল ছেঙ্কি উঠা-হোই মঢ়ী[৪]॥
জস ঘর ভরে[৫] চোর মত কীহ্না।
তেহি বিধি সেন্ধি চাহ গড় দীহ্না॥
গুপুত চোর জো রহৈ সো সাঁচা।
পরগট হোই জীউ নহিঁ বাঁচা॥
পৌরি পৌরি গড় লাগ কেবারা।
ঔ রাজা সৌ ভঈ পুকারা॥
জোগী আই ছেঙ্কি গড় মেলা।
ন জনৌঁ কৌন দেস[৬] তেঁ[৭] খেলা॥
ভএউ[৮] রজায়সু দেখৌ কো ভিখারি অস ঢীঠ।
বেগি বরজ[৯] তেহি আবহু জন দুই পঠৈ[১০] বসীঠ॥

রাজা রত্নসেন সিদ্ধিফল পেয়ে গণেশের কাছ থেকেও আবার প্রার্থনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন। শঙ্কর যখন রাজাকে সিদ্ধিফল দিলেন, কোলাহল করে যোগীরা গড় বেষ্টন করল। সমস্ত পদ্মিনীরা প্রাকারে চড়ে দেখতে লাগলেন, সিংহল গড় বেষ্টন করে যোগীদের মঠ উপরে উঠছে। চোর যেমন (বিচার না করে) জনপূর্ণ গৃহে ঢোকে তেমনি যোগীরাও দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইল। যে চোর আত্মগোপন করে থাকে সে-ই খাঁটি চোর। যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তার প্রাণ বাঁচে না। দুর্গের প্রতিটি প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা হল। সিংহলের রাজার কাছে চিৎকার ভেসে এল —"যোগীরা এসে দুর্গ অবরোধ করেছে। জানি না, তারা কোন্ দেশের লোক।"

রাজাজ্ঞা হল—'সন্ধান নাও, এসব ধৃষ্ট ভিক্ষুকের দল কারা? এদের দ্রুত তাড়িয়ে দিয়ে এস'—এই বলে দুই অনুচরকে পাঠালেন।

১ ঔ
২ শ্রী
৩ পরা হোর
৪ সিংঘল ঘেরি গঈ উঠি মঢ়ীঁ
৫ ফিরা
৬ কহাঁ
৭ কই
৮ ভঈ
৯ বরজি
১০ জাই

২

উতরি বসীঠন্হ[১] আই জোহারে।
কী তুম জোগী কী বনিজারে॥
ভএউ[২] রজায়সু আগে খেলহিঁ[৩]।
গঢ় তর ছাঁড়ি অনত[৪] হোই মেলহিঁ[৫]॥
অস লাগেহু কেহি কে সিখ দীন্হে।
আএহু মরৈ হাথ জিউ লীন্হে॥
ইহাঁ ইন্দ্র অস রাজা তপা।
জবহিঁ রিসাই সুর ডরি ছপা॥
হৌ বনিজার তৌ বনিজ বৈসাহৌ[৬]।
ভরি বৈপার লেহু জো চাহৌ॥
হৌ জোগী তৌ[৭] জুগুতি সোঁ মাগৌ।
ভুগুতি লেহু লৈ মারগ লাগৌ॥
ইহাঁ দেৱতা অস গএ হারী।
তুম্হ পতিঁগ কো অহৌ[৮] ভিখারী॥
তুম্হ জোগী বৈরাগী কহত ন মানহু কোহু।
লেহু মাঁগি কিছু[৯] মিচ্ছা খেলি অনত কহঁ হোহু॥

দূতেরা সেখানে উপনীত হয়ে অভিবাদন করে বলল,—"তোমরা যোগী অথবা বণিক? রাজার আজ্ঞা, তোমরা অদূরে প্রস্থান কর; দুর্গতল ত্যাগ করে অন্যত্র একত্রিত হও। এখানে আসতে কে নির্দেশ দিয়েছে তোমাদের? প্রাণ হাতে করে এখানে মরতে এসেছ। এখানে ইন্দ্রতুল্য রাজার প্রতাপ। রাজা ক্রুদ্ধ হলে সূর্যও ভয়ে আত্মগোপন করে। যদি তোমরা বণিক হও তাহলে বাণিজ্য কর, যত ইচ্ছে পণ্য ভর্তি করে নাও। আর যদি যোগী হও তাহলে ঠিকভাবে ভিক্ষা কর, ভিক্ষা দ্রব্য নিয়ে নিজেদের পথে চলে যাও। এখানে দেবতারা পর্যন্ত এলে হেরে যান, কে তোমরা পতঙ্গতুল্য সামান্য ভিক্ষুক?

তোমরা যোগী বৈরাগী, আমাদের কথায় রাগ কোর না। তোমরা কিছু ভিক্ষা নিয়ে অন্যত্র প্রস্থান কর।"

১ বসিঠ ন্হি
২ ভঐ
৩ খেলহু
৪ দূর
৫ মেলহু
৬ বিসাহো
৭ ত
৮ আহু
৯ কছু

৩

আয়ু জো ভীখি হৌঁ আএউঁ লেঈ।
কস ন লেউঁ জৌঁ রাজা দেঈ॥
পদমাৱতি রাজা কৈ বারী।
হৌঁ জোগী ওহি[১] লাগি ভিখারী॥
খপ্পর লেই[২] বার ভা মাগৌঁ।
ভুগুতি দেই লেই মারগ লাগৌঁ॥
সোই ভুগুতি-পরাগতি[৩] ভূজা[৪]।
কহাঁ জাউঁ অস বার ন দূজা॥
অব ধর ইহাঁ জীউ ওহি[৫] ঠাউঁ।
ভসম হোউঁ বরু[৬] তজৌঁ ন নাউঁ॥
জস বিনু প্রান পিণ্ড হৈ ছুঁছা।
ধরম লাই[৭] কহিহৌঁ[৮] জো পুছা॥
তুম্হ বসীঠ রাজা কে ওরা।
সাখি[৯] হোহু এহি ভীখ নিহোরা॥
জোগী বার আৱ সো জেহি মিচ্ছা কৈ আস।
জো নিরাস দিঢ়[১০] আসন কিত গৌনে কেহু পাস॥

(রাজা রত্নসেন বললেন), "আমরা এখানে যে ভিক্ষা নিতে এসেছি তা একটু অন্যরকম জিনিস। রাজা যদি তা দেন তাহলে কেন নেব না? পদ্মাবতী সিংহল রাজার কন্যা,—আমি তারই জন্য ভিক্ষুক যোগী হয়েছি। রাজদ্বারে খর্পর নিয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি—ভিক্ষা পেলেই নিজের পথে চলে যাব। এই ভিক্ষাতেই আমার তৃপ্তি হবে; কোথায় আর যাব? অন্য কোনো দ্বারে এর বিকল্প নেই। আমার ধড় এখানে কিন্তু প্রাণ সেখানে (পড়ে আছে)। আমার দেহ ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু তার নাম ত্যাগ করতে পারব না। প্রাণহীন দেহ যেমন শূন্য আমারও সেই অবস্থা। ধর্ম শপথ নিয়ে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তোমরা রাজার দূত, আমার এই ভিক্ষার সাক্ষী থেকো।

যোগী ভিক্ষা পাবার আশায় দ্বারে আসে। যদি নিরাশ হয় সে আরও চেপে বসে, অন্য কারোর কাছে সে কেন যাবে?"

১ তেহি
২ লিহে
৩ পরীগতি
৪ পূজা
৫ তেহি
৬ পৈ
৭ লাগি
৮ কহিয়ে
৯ সাখি
১০ ভিঢ়

৪

মুনি বসীঠ মন উপনী[১] রীসা।
জৌ পীসত ঘুন জাইহি পীসা॥
জোগী অস কহুঁ কহৈ ন কোঈ[২]
সো কহু বাত জোগ জো[৩] হোঈ॥
বুহ বড় রাজ ইন্দ্র কর পাটা।
ধরতী পরা সরগ কো চাটা॥
জৌ য়হ বাত জাই তহঁ চলী।
ছূটহিঁ অবহিঁ হস্তি সিংঘলী॥
ঔ জৌ ছূটহিঁ বজ্র কর[৪] গোটা।
বিসরিহি ভুগুতি হোই সব রোটা[৫]॥
জহঁ কেহু[৬] দিস্টি ন জাই পসারী।
তহাঁ পসারসি হাথ ভিখারী॥
আগে দেখি পাঁৱ ধরু নাথা।
তহাঁ ন হেরু টূট জহঁ মাথা॥
বুহ রানী তেহি জোগ হৈ[৭] জাহি[৮] রাজ ঔ পাটু।
সুন্দরী জাইহি[৯] রাজঘর জোগিহি বাঁদর কাটু॥

একথা শুনে রাজদূতদের চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হল। যব চূর্ণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যবের খোলাও পিষ্ট হয় (তেমনি এ সংবাদের জন্য সংবাদ-দানের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদবাহকও বিনষ্ট হবে)। তারা বলল, "এমন লোককে কেউ কখনও যোগী বলবে না। যোগীর মতো কথা বল বা যোগ্য বচন বল। উনি খুব বড় রাজা, ইন্দ্রের মতো তাঁর রাজ্যপাট। মাটিতে শুয়ে কে আকাশ চাটতে সক্ষম? যদি ঐ কথা রাজার কাছে গিয়ে পৌছায় তাহলে এখুনি সিংহলের হস্তী ছুটে আসবে। আর বজ্রের গোলা যদি ছুটে আসে তাহলে সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা ভুলে তোমরা সকলে চূর্ণ হয়ে যাবে। যেখানে কেউ দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারে না ভিক্ষুক হয়ে তুমি সেখানে হাত বাড়াতে চাইছ। হে নাথযোগী, সামনে দেখে তবে পা বাড়াও, যেখানে মাথা কাটা পড়বে সেদিকে তাকিও না।

তিনি (পদ্মাবতী) রাজকন্যা; যাঁর রাজ্যপাট আছে তিনিই ওঁর যোগ্য। সুন্দরী রাজকন্যা যাবে রাজার ঘরে, আর যোগীকে কামড়াবে বাঁদরে।

---

১ অপনে
২ জোগী ঐস কহৈ নহিঁ কোঈ
৩ তোহিঁ
৪ কৈ
৫ খোটা
৬ লগি
৭ জেহি জোহ মুহ
৮ তেহি ক
৯ জাব

৫

জৌ জোগী সত বাঁদর কাটা।
একৈ জোগ ন দূসরি বাটা॥
ঔ সাধনা আৱৈ সাধে।
জোগ সাধনা আপুহি দাধে॥
সরি পহুঁচাৱ জোগি কর সাথূ[১]।
দিস্টি চাহি অগমন হোই হাথূ॥
তুম্হরে জোর[২] সিংঘল কে হাথী।
হম রে হস্তি গুরূ হৈঁ সাথী॥
অস্তি নাস্তি[৩] ওহি করত ন বারা।
পরবত করৈ পাৱঁ কৈ ছারা॥
জোর গিরে গঢ় জাৱত ভএ।
জে গঢ় গরব করহিঁ তে নএ॥
অন্ত কে চলনা কোই ন চীহ্না।
জো আৱা সো আপন কীহ্না[৫]॥
জোগিহি কোহ ন চাহিয় তস ন মোহিঁ রিসি লাগি।
জোগ তন্ত জ্যোঁ পানী কাহ করৈ তেহি আগি॥

যদি যোগীকে শত বাঁদরেও কামড়ায় তবু একমাত্র যোগ ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর সব সাধনা অভ্যাসের দ্বারা সম্ভব, কিন্তু যোগসাধনায় নিজেকেই দগ্ধ করতে হয়। যোগীকে সঙ্গী করলে সেই সমরসে পৌছানো যায়, যেখানে দৃষ্টির চেয়ে আগে হাত পৌছায়। তোমাদের আছে শক্তিমান সিংহল-হস্তী, আর আমার আছে যে হস্তী তিনি হলেন আমার নিত্যসঙ্গী গুরু। তিনি অবিলম্বে অস্তিকে নাস্তি করেন। পর্বতকে তিনি পায়ের ধুলোয় পরিণত করেন। দুর্গে যারা আছে তাদের সকলকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন; যে দুর্গের এত গৌরব তাকে আনত করতে পারেন। কেউই এ জগতে জানে না নিজের পরিণামের কথা, যে এখানে আসে সে-ই এ জগৎকে নিজের মনে করে।

যোগীর পক্ষে ক্রোধ করা উচিত নয়, তাই আমিও রাগ করছি না। যোগতন্ত্র হল জলের মতো, আগুন তাকে আর কি করবে?

১ সির পহঁচাৱ জোগ কর সাথূ
২ জো রে
৩ বড়
৪ হসতি নসত
৫ আপন চাহ কিহা

৬

বসিঠন্হ জাই কহী অস[১] বাতা।
রাজা সুনত কোহ ভা রাতা॥
ঠাৱহিঁ ঠাঁর কুঁৱর সব মাখে।
কেই অব লীন্হ জোগ কেই রাখে[২]॥
অবহুঁ বেগহি করৌ সঁজোউ।
তস মারহু হত্যা নহিঁ[৩] হোউ॥
মন্ত্রিন্হ কহা রহৌ মন বূঝে।
পতি ন হোই জোগিন্হ সোঁ জূঝে॥
ওহি[৪] মারে তৌ কাহ ভিখারী।
লাজ হোই জৌ মানা[৫] হারী॥
না ভল[৬] মুএ ন মারে মোখূ।
দুরৌ[৭] বাত লাগৈ সম[৮] দোখূ॥
রহৈ দেহু জৌ গঢ় তর মেলে।
জোগী কিত আছৈ বিনু[৯] খেলে॥
আছৈ[১০] দেহু জো গঢ় তরে জানি[১১] চালহু য়হ বাত।
তহুঁ[১২] জো পাহন ভখ করহিঁ অস কেহিকে মুখ দাঁত॥

রাজদূত গিয়ে যখন এই কথা বলল, সিংহলরাজ শুনে ক্রোধে রক্তবর্ণ হলেন। যেখানে যত রাজকুমাররা ছিলেন তারা সব ঘৃণাভরে বললেন, "কে অতঃপর এই যোগীদের জীবনরক্ষা করবে? এখনই দ্রুত এর বিহিত করুন। এমনভাবে এদের মারুন যাতে হত্যাপরাধ না হয়।" মন্ত্রীরা বললেন, "একটু অপেক্ষা করে ভেবে দেখুন। যোগীদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কোনো গৌরব বাড়বে না। এই ভিখারীদের মেরে কি লাভ? আবার যদি হার মেনে নেওয়া হয় সেও খুব লজ্জার হবে। মরলেও ভাল নয় আবার মারলেও মোক্ষ নেই। উভয় ব্যাপারেই সমান দোষ। দুর্গের তলদেশে ওদের মিলতে দেওয়া হোক। মাধুকরী ছাড়া কিভাবে ওরা টিকবে?

দুর্গতলে যদি তারা থাকে তো থাকুক,—এ নিয়ে কথা চালাচালির দরকার নেই। কার মুখে এমন দাঁত আছে যে পাথর ভক্ষণ করবে?"

১ সব
২ কেই অব-লগি জোগী জিউ রাখে
৩ কিন হোউ
৪ রৈ
৫ আরৈ
৬ জর
৭ দুহুঁ
৮ তুম লাগৈ
৯ কত আয়ে পুনি
১০ রহৈ
১১ জিন
১২ দিতহিঁ

৭

গএ বসীঠ পুনি বহুরি ন আএ।
রাজৈঁ কহা বহুত দিন লাএ॥
ন জনৌ সরগ বাত দহুঁ কাহা।
কাহু ন আই কহী ফিরি চাহা॥
পংখ ন কায়া পৌন ন পায়া।
কেহি বিধি মিলৌ হোই কৈ ছায়া[১]॥
সঁৱরি রকত নৈনহিঁ[২] ভরি চুআ।
রোই হঁকারেসি মাঝী সুআ॥
পরী[৩] জো আঁসু রকত কৈ টূটী।
রেঙ্গি চলীঁ জস[৪] বীর-বহুটী॥
ওহি রকত লিখি দীন্হী পাতী।
সুৱা জো লীন্হ চোঁচ ভই রাতী॥
বাঁধী কণ্ঠ পরা জরি কাঁঠা।
বিরহ ক জরা জাই কিত[৫] নাঠা॥
মসি নৈনা লিখনী বরুনি রোই রোই লিখা অকথ।
আখর দহৈ ন কোই ছুয়ৈ দীন্হ পরেৱা হথ॥

রাজদূত প্রস্থান করে আর ফিরে এল না। রাজা (রত্নসেন) বললেন, "অনেক দিন কেটে গেল। জানি না স্বর্গে (দুর্গে) কি কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ তো কোনো খবর নিয়ে ফিরে এল না। আমার দেহে পাখা নেই, পায়ে পবনবেগ নেই। কেমন করে আমি মিলিত হব, আমি কাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করব (অর্থাৎ আমি কার উপর নির্ভর করব?") পদ্মাবতীকে স্মরণ করতে রাজার নয়নভরে রক্ত চুঁইয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে তিনি শুককে দৌত্য করার জন্য আহ্বান করলেন। তাঁর চোখ থেকে যে রক্ত ঝরে পড়ল তা যেন লাল গুটীপোকার মতো চলছে মনে হল। সেই রক্ত দিয়ে তিনি পত্র লিখে শুককে দিলেন; শুক যখন তা নিল, তার ঠোঁট রক্তবর্ণ হয়ে গেল। অঙ্গুরীয় সহ সেই পত্র শুকের গলায় রাজা বেঁধে দিলেন। কিন্তু বিরহের জ্বালা কি কোনোভাবে শান্ত করা যায়?

তাঁর নয়ন হল মসীপাত্র, নেত্রপল্লব হল লেখনী, কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই অকথ্য (বেদনার কথা) লিখলেন। সেই অক্ষর এমনই জলন্ত যে কেউই ছুঁতে পারে না। শুককে তিনি সেই লিপি দিলেন।

১ হোউ কেহি ছায়া
২ নৈনন
৩ পরে
৪ জনু
৫ কত

৮

ঔ মুখ বচন জো[1] কহা পরেৱা।
পহিলে মোরি বহুত কহি সেৱা ॥
পুনি রে সঁৱার কহেসি অস দূজী।
জো বলি[2] দীহ্ন দেৱতহ্ন পূজী ॥
সো অবহীঁ তুম্হ সেৱ ন লাগা[3]।
বলি জিউ রহা ন তন সো জাগা ॥
ভলেহি ঈস হূ[4] তুম্হ বলি দীহ্না।
জহঁ তুম্হ তহঁা ভাৱ বলি কীহ্না ॥
জো তুম্হ ময়া কীহ্ন পগু ধারা।
দিস্টি দেখাই বান-বিষ মারা ॥
জো জা কর অস[5] আসামুখী।
দুখ মহঁ ঐস ন মারৈ দুখী ॥
নৈন-ভিখারী ন মানহিঁ সীখা।
অগমন দৌরি লেহিঁ[6] পৈ ভীখা ॥
নৈনহিঁ[7] নৈন জো বেধি গএ নহিঁ নিকসৈঁ ৱৈ বান।
হিয়ে জো আখর তুম্হ লিখে তে সুঠি লীহ্ন পরান[8] ॥

"হে শুকপাখী, তুমি নিজমুখে তাকে যে কথা বলবে তাতে প্রথমে তার প্রতি আমার আনুগত্য জানাবে। অতঃপর তাকে দ্বিতীয় কথা বলবে—'যে আত্মবলি দিয়ে দেবতার পূজা করেছে সে এখনও তোমার সেবায় লাগেনি। সে জীবন উৎসর্গ করেছিল, কিন্তু তার দেহ জেগে থাকতে পারে নি। তুমিও ঠিক-দেবতার কাছেই পুজো নিবেদন করেছ। যেখানে পুজো করা উচিত তুমি সেখানেই পুজো করেছ। যদিও তুমি এসে আমার প্রতি অনেক দয়া করেছ, কিন্তু তোমার দর্শনদানেই আমাকে বিষবাণে আহত করেছ। যে অপরের কাছে আশা-নির্ভর তাকে অন্যের দুঃখ দিয়ে মারা উচিত নয়। আমার ভিক্ষুক নয়ন নির্দেশের অপেক্ষা করে নি। তারা ভিক্ষা নেবার জন্য সম্মুখে ছুটে গেছে।

নয়ন যখন নয়নে বিঁধে যায় তখন সেই বাণ আর বের করা যায় না। যে অক্ষর আমার হৃদয়ে তুমি লিখেছ তা একেবারে আমার প্রাণ-হরণ করেছে'।"

১ সো
২ জিউবলি
৩ তইসই বলি লাগা
৪ হৌ
৫ জো অস জাকর
৬ লীহ্ন
৭ নৈনন
৮ বেঁটৈ প্রাণ

৯

তে বিষবান লিখৌঁ কহঁ তাঈঁ।
রকত জো চুআ ভীজি দুনিয়াঈঁ ॥
জান জো গারৈ রকত-পসেউ।
সুখী ন জান দুখী কর ভেউ ॥
জেহি ন পীর তেহি কাকরি চিন্তা।
পীতম নিঠুর হোই অস নিন্তা ॥
কাসৌঁ কহৌঁ বিরহ কৈ ভাখা।
জাসৌঁ কহৌঁ হোই জরি রাখা ॥
বিরহ-আগি তন বন বন[1] জরে[2]।
নৈন-নীর সব সায়র ভরে[3] ॥
পাতী লিখী সঁৱরি তুম্হ নাৱঁা।
রকত লিখে আখর ভএ সাৱঁা ॥
আখর জরহিঁ ন কাহু[4] ছুআ।
তব দুখ দেখি চলা লেই সুআ ॥
অব সুঠি মরৌঁ ছূঁছি গই পেম-পিয়ারে[5] হাথ।
ভেঁট হোত দুখ রোই সুনাৱত[6] জীউ জাত জৌঁ সাথ ॥

"সেই বিষবাণের কথা আমি কেমন করে লিখব। তার থেকে চুঁইয়ে পড়া রক্তে দুনিয়া ভিজে গেছে। যার রক্ত ঝরেছে সে-ই শুধু জানে। দুঃখীর অবস্থা সুখী লোক জানে না। যার এই যন্ত্রণা নেই তার আর কিসের ভাবনা? প্রিয়তমা সর্বদাই এমন নিষ্ঠুর হয়। কাকে আমি বিরহের কথা জানাব? যাকে বলব সেই জলে ছাই হয়ে যাবে। বিরহের দাবানলে দেহ-বন জ্বলে যায়। নয়নজলে ভরে ওঠে সমস্ত সাগর। তোমার নাম স্মরণ করে আমি এই পত্র লিখলাম,—রক্ত দিয়ে লেখা এই অক্ষর (বিরহের আগুনে পুড়ে) কালো হয়ে গেল। এই জ্বলন্ত অক্ষর স্পর্শ করা কারোর সাধ্য নেই। শুধু আমার দুঃখ দেখে শুক তা (তোমার কাছে) নিয়ে চলল।

এখন আমি সত্যিই প্রাণশূন্য হলাম, আমার কাছ থেকে আমার লিপি প্রিয়তমার হাতে চলে গেল। আমার জীবনও যদি তার সাথে গিয়ে মিলিত হত তাহলে কেঁদে কেঁদে আমার দুঃখের কথা শোনাতে পারত'।"

১ জনমৈ
২ জরঈ
৩ ভরঈ
৪ কোউ
৫ মরণ
৬ পাতী পীতম
৭ রোৱত

১০

কঞ্চন-তার বাঁধি গিউ পাতী।
লেই গা সুআ জহাঁ ধনি রাতী॥
জৈসে কবঁল সুর[১] কে আসা।
নীর কণ্ঠ লহি মরত[২] পিয়াসা॥
বিসরা ভোগ সেজ সুখ-বাসা।
জহাঁ ভৌঁর সব তহাঁ হুলাসা॥
তৌ লগি[৩] ধীর সুনা নহিঁ পীউ।
সুনা ত ঘরী রহৈ নহিঁ জীউ॥
তৌ লগি[৪] সুখ হিয় পেম ন জানা।
জহাঁ পেম কত সুখ বিসরানা॥
অগর চঁদন সুঠি দহৈ সরীরূ।
ঔ ভা অগিনি কয়া কর চীরূ॥
কথা-কহানী সুনি জির জরা।
জানহুঁ ঘীউ বৈসন্দর পরা॥
বিরহ ন আপু সঁভারৈ মৈল চীর সির রূখ।
পিউ পিউ করত রাতি[৫] দিন জস পপিহা মুখ সুখ॥

সেই লিপি নিজের গলায় স্বর্ণতার দিয়ে বেঁধে যেখানে রূপসী রাজকন্যা আছেন সেখানে শুক নিয়ে গেল। পদ্ম যেমন সূর্যের জন্য প্রত্যাশা করে তেমনি সেই নারীও আকণ্ঠ জলে থেকে তৃষ্ণায় মরছিলেন। ভোগসুখ, শয়নসুখ এবং গৃহসুখ ভুলে যেদিকে তাঁর ভ্রমর সেদিকে তাঁর যাবতীয় উল্লাস উৎসুক হয়ে ছিল। যতদিন তিনি প্রিয়তমের কথা শোনেন নি ততদিন তিনি ধীরস্বভাব ছিলেন, কিন্তু শোনার পর থেকে তাঁর প্রাণ আর একমুহূর্তও (স্থির) থাকছে না। তাঁর হৃদয় যখন প্রেমের সন্ধান পায় নি ততদিন সুখী ছিল, কিন্তু যেখানে প্রেমের আবির্ভাব সেখানে আর সুখ শান্তি কোথায়? অগুরু এবং চন্দন তাঁর সারাদেহ পুড়িয়ে দিল, এমন কি শরীরের বসনও যেন আগুন হয়ে উঠল। প্রেমের উপাখ্যান শুনে তাঁর জীবন জ্বলতে লাগল। মনে হল যেন আগুনে ঘি পড়েছে।

বিরহে তিনি আত্মসংবরণ করতে পারছিলেন না। তাঁর বসন মলিন, মাথার চুল রুক্ষ। পাপিয়ার মুখ যেমন ডেকে ডেকে শুকিয়ে যায়, তিনিও তেমনি রাতদিন 'প্রিয় প্রিয়' করে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

---

১ সুরিজ
২ তীর কণ্ঠ বহু মরৈ
৩ তব লগ
৪ তব লগ
৫ রৈনি

১১

তত্খন গা হীরামন আঈ।
মরত পিয়াস ছাঁহ জনু পাঈ॥
ভল তুম্হ[১] সুআ কীহ্ন হৈ ফেরা।
কহহু কুসল অব[২] পীতম কেরা॥
বাট ন জানৌঁ অগম পহারা।
হিরদয় মিলা ন হোই নিনারা[৩]॥
মরম পানি কর জান পিয়াসা।
জো জল মহঁ তাকহঁ কা আসা॥
কা রানী য়হ পূছহু বাতা।
জিনি কোই হোই পেম কর রাতা॥
তুম্হরে দরসন লাগি বিয়োগী।
অহা সো মহাদের মঠ জোগী॥
তুম্হ বসন্ত লেই তহাঁ সিধাঈ।
দেব পূজি পুনি ওহি[৪] পহঁ[৫] আঈ॥
দিস্টিবান তস মারেহু ঘায়ল[৬] ভা[৭] তেহি ঠাঁর।
দূসরি বাত ন বোলৈ[৮] লেই পদমাবতি নাঁর॥

ইতিমধ্যে হীরামন এসে গেল। পিপাসায় মুমূর্ষুজন যেন ছায়া পেল। পদ্মাবতী বললেন, "ভালোই হল শুক, তুমি ফিরে এলে। বল এখন, আমার প্রিয়তমের কুশল তো? আমি পথ চিনি না, দুর্গম পাহাড়। কিন্তু হৃদয়-মিলিত হলে আর বিচ্ছেদ থাকে না। যে পিপাসু, সে-ই জলের মর্ম বোঝে। যে জলের মধ্যে রয়েছে তার আর কিসের তেষ্টা?"

শুক বলল, "রাণী, এ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করছ? কেউ যেন এত প্রেমানুরক্ত না হয়। তোমাকে দেখবার জন্য সেই বিরহী মহাদেব-মন্দিরে যোগী হয়ে বসেছিলেন। তুমি বসন্তের পুজো নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলে, অতঃপর দেবপূজা সাঙ্গ করে তাঁর কাছে এলে।

দৃষ্টিবাণে তাঁকে এমনই আহত করলে যে সেখানেই তিনি পড়ে আছেন। পদ্মাবতী নামটুকু ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলছেন না।"

১ তুইঁ
২ কুঁঅর ছেম কহু
৩ নিয়ারা
৪ ঘর
৫ ফিরি
৬ ঘায়
৭ রহা
৮ দূসর বাত ন বোলা

১২

রোৱঁ রোৱঁ বৈ[১] বান জো ফূটে।
সুতহি সুত[২] রূহির মুখ ছূটে ॥
নৈনহিঁ[৩] চলী রকত কৈ ধারা।
কন্থা ভীজি ভএউ রতনারা॥
সুরুজ বুড়ি উঠা হোই তাতা[৪]।
ঔ মজীঠ টেসূ বন রাতা॥
ভা[৫] বসন্ত রাতী বনসপতী[৬]।
ঔ রাতে[৭] সব জোগী জতী॥
পুহুমি জো ভীজি ভএউ[৮] সব গেরূ।
ঔ রাতে তহঁ[৯] পংখি পখেরূ॥
রাতী সতী অগিনি সব কায়া।
গগন মেঘ রাতে তেহি ছায়া॥
ঈঁগুর ভা পহার[১০] জৌঁ[১১] ভীজা।
পৈ তুম্হার নহিঁ রোৱঁ পসীজা॥
তহাঁ চকোর কোকিলা তিন্হ হিয় ময়া পঈঠি।
নৈন[১২] রকত ভরি আএ[১৩] তুম্হ[১৪] ফিরি কীন্হি ন দীঠি[১৫]॥

"তাঁর দেহের প্রতি লোমে লোমে সেই বাণ বিদ্ধ হয়েছে, প্রত্যেক লোমকূপের মুখ দিয়ে রক্ত ছুটছে। চোখ দিয়ে ঝরছে রক্তের ধারা। তাতে কাঁথা ভিজে রক্তবর্ণের হয়ে গেছে। সেই রক্তে ডুবে সূর্য প্রত্যহ উঠছে তপ্ত ও রক্তিম হয়ে, ঐ রক্ত ছিটিয়ে পড়ছে পলাশের বনে। তা বসন্তকালে বনস্পতিকে রক্তিম করে তোলে। সমস্ত যোগী ও সন্ন্যাসীর পরণে ঐ রক্তের রঙ। পৃথিবীর মাটি ঐ রক্তে ভিজে গেরুয়া হয়ে গেছে; পাখীর পাখায় আছে ওরই লাল রঙ। আগুনে সতীর দেহ হয়ে ওঠে ঐরকমই লাল। এই রক্তের প্রতিফলনেই আকাশের মেঘ লাল হয়ে ওঠে। পাহাড় রক্তে ভিজে গিয়ে তার ভিতরে হিঙ্গুল (রক্তিম সিন্দুর) সঞ্চিত হয়। অথচ তাঁর জন্য তোমার মন একচুলও ভেজে নি।

চকোরী এবং কোকিলা সকলেরই হৃদয়ে তাঁর জন্যে করুণার উদ্রেক হয়েছে, তাদের নয়ন রক্তপূর্ণ হয়ে গেছে; অথচ তুমি তাঁর দিকে ফিরেও দৃষ্টিপাত করছ না।"

১ রোঁৱহিঁ রোঁৱ
২ সোতহিঁ সোত
৩ নৈনন
৪ পরতাতা
৫ জয়ে
৬ রাতে বনপতী
৭ জিতনে
৮ ভঈ
৯ তন
১০ পাহন
১১ তস
১২ নৈনন
১৩ ভরায়ন
১৪ তুম
১৫ ডীঠি

১৩

ঐস বসন্ত তুম্হিঁ পৈ খেলহু।
রকত পরাএ সেঁদুর মেলেহু॥
তুম্হ তৌ খেলি মঁদির মহঁ[১] আঈ।
ওহি ক মরম পৈ[২] জান গোসাঈ॥
কহেসি জরৈ[৩] কো বারহি বারা।
একহি বার হোহুঁ জরি ছারা॥
সব রচি চহা আগি জো লাঈ।
মহাদেব গৌরী সুধি পাঈ॥
আই বুঝাই দীন্হ পংথ তহাঁ।
মরন-খেল কর আগম জহাঁ॥
উলটা পন্থ পেম কৈ বারা।
চঢ়ৈ সরগ জৌ[৪] পরৈ পতারা॥
অব ধঁসি লীন্হ চহৈ তেহি আসা।
পাৱৈ সাঁস[৫] কি মরৈ নিরাসা॥
পাতী লিখি সো পঠাঈ ইহৈ[৬] সবৈ দুখ রোই।
দহুঁ জিউ রহৈ কি নিসরৈ কাহ রজায়সু হোই॥

"এমনই বসন্ত-হোলি তুমি খেলেছ যে ফাগের সঙ্গে মিশে গেছে অপরের রক্ত। তুমি তো খেলা সাঙ্গ করে গৃহমন্দিরে ফিরে এলে, তাঁর কি দশা হল তা শুধু ভগবানই জানেন। শুধু বলছেন, 'অনুক্ষণ কে জলতে চায়? আমি একেবারে জলে ছাই হয়ে যেতে চাই।' এই বলে চিতা প্রস্তুত করে যখন তিনি আগুনে পুড়তে চাইলেন তখন মহাদেব ও গৌরী সে সম্পর্কে অবহিত হলেন। তাঁরা এসে আগুন নিভিয়ে রাজাকে পথনির্দেশ দিয়ে বললেন, 'আগম বা তন্ত্র অনুযায়ী মরণ নিয়ে খেলা কর। প্রেমের দ্বার উল্টোপথের সাধনায় মেলে। হয় স্বর্গে আরোহণ, নয় পাতালে পতন।' এখন সেই আশায় তিনি সজোরে দুর্গে প্রবেশ করতে চাইছেন। এতে হয় জীবনের আশা, নয় নৈরাশ্যময় মৃত্যু।"

সমস্ত দুঃখ বেদনা জানিয়ে তিনি এই পত্র লিখে পাঠিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন থাকবে অথবা যাবে? কি তোমার রাজ-অভিপ্রায়?"

১ কহঁ
২ জগ
৩ বয়ে
৪ সো
৫ আস
৬ লিখা

১৪

কহি কৈ সুআ জো ছোড়েসি[1] পাতী।
জানহু দীপ ছুৱত তস তাতী॥
গীউ জো বাঁধা কঞ্চন-তাগা।
রাতা সাঁর কণ্ঠ জরি লাগা॥
অগিনি সাঁস সঁগ[2] নিসরৈ তাতী।
তরুৱর জরহিঁ তাহিঁ কৈ[3] পাতী॥
রোই রোই সুআ কহৈ সো[4] বাতা।
রকত কে আঁসু ভএউ মুখ রাতা॥
দেখু কণ্ঠ জরি লাগ সো গেরা।
সো কস জরৈ বিরহ অস ঘেরা॥
জরি জরি হাড় ভ ্উ[5] সব চূনা।
তহাঁ মাসু কা রকত বিহুনা॥
রহ[6] তোহি লাগি কয়া সব জারী।
তপত মীন জল দেহি[7] পরারী[8]॥
তোহি কারন রহ জোগী ভসম কীহ্ন তন দাহি।
তু অসি নিঠুর নিছোহী বাত ন পুঁছৈ তাহি॥

এ কথা বলে শুক যখন সেই পত্র ছুঁড়ে দিল তখন তা মনে হল দীপশিখার মতো উত্তপ্ত। শুকের যে কণ্ঠদেশে তা কাঞ্চনসূত্র দিয়ে বাঁধা ছিল তা যেন পুড়ে রক্তশ্যামবর্ণ ধারণ করল। শুকের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুন ও তাপ বের হতে লাগল। সেই পত্রের উত্তাপে দীর্ঘ বৃক্ষও জলে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে শুকপাখী সব কথা বলতে লাগল। রক্তের অশ্রুতে ভিজে তার মুখ লাল হয়ে গেল। সে বলল, "দেখ, আমার কণ্ঠ পুড়ে গেছে এর স্পর্শে, তাই তা ফেলে দিলাম। যাঁকে নিত্যবিরহ ঘিরে আছে, তিনি না জানি কতখানি দগ্ধ হচ্ছেন! জলে জলে তাঁর হাড় চূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁর রক্তহীন দেহে মাংসের আর কি প্রয়োজন? তোমার জন্য তাঁর দেহকে তিনি দগ্ধ করছেন। যে মাছ তপ্ত হয়েছে, তাকে জলে ছেড়ে দাও।

তোমারই জন্য তিনি যোগী, নিজের দেহকে পুড়িয়ে ভস্ম করেছেন। আর তুমি এমনই নিষ্ঠুর ও নিরাসক্ত যে তাঁর কথা জিজ্ঞাসাও করছ না!"

১ সুবৈ ছারি দৈ
২ মুখ
৩ তহাঁ কা
৪ রোয় রোয় সুবৈঁ কহী সব
৫ ভএ
৬ রৈঁ
৭ রহৈ
৮ ন পারী

১৫

কহেসি সুআ মোসোঁ সুনু বাতা।
চহোঁ তৌ আজু মিলোঁ জস রাতা॥
পৈ সো মরম ন জানা[1] ভোরা।
জানৈ প্রীতি জো মারি[2] কৈ জোরা॥
হোঁ জানতি হোঁ অবহী কাঁচা।
না রহ[3] প্রীতি রঙ্গ থির রাচাঁ॥
না রহ[4] ভএউ মলয়গিরি বাসা।
না রহ[5] রবি হোই চঢ়া[6] অকাসা॥
না রহ[7] ভএউ[8] ভোঁর কর রংগূ।
না রহ[9] দীপক[10] ভএউ[11] পতংগূ॥
না রহ[12] করা ভৃঙ্গ কৈ হোঙ্গ।
না রহ আপু মরা জীউ খোঙ্গ[13]॥
না রহ[14] প্রেম ঔটি এক ভএউ।
না ওহি[15] হিয়ে মাঁঝ ডর গএউ॥
তেহি কা কহিয় রহব জিউ রহৈ[16] জো পীতম লাগি।
জহঁ রহ সুনৈ লেই ধঁসি কা পানী কা আগি॥

পদ্মাবতী বললেন, "হে শুক, আমার কথা শোনো। চাইলে তো আজই সেই অনুরক্তের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। কিন্তু সে এখনও প্রেমের মর্মজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। সে শুধু জানে প্রেমের মরণ-মিলন। আমি জানি সে এখনও কাঁচা। না সে প্রেমের পাকারঙ লাভ করেছে, না মলয়গিরির সুগন্ধে সুবাসিত হয়েছে, না সে সূর্য হয়ে আকাশে উঠেছে, না ভ্রমরের মতো সে (কৃষ্ণ) বর্ণ পেয়েছে। সে এখনও দীপের পতঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি, সে এখনও প্রজাপতি হয়ে ওঠে নি। সে আত্মনাশ করে জীবন খোয়ায় নি। প্রেমের সঙ্গে গলে গিয়ে সে এক হয়ে যায় নি। তার হৃদয়ের ভিতর থেকে ভয় এখনও দূর হয় নি।

যে প্রিয়তমার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে তার নিজের জীবন বলে কী থাকতে পারে? সে যেদিকেই (প্রিয়তমা আছে) শোনে, সেদিকেই আগুন বা জল যাই থাকুক, প্রবেশ করে।

১ জানৈ
২ মরি
৩ জেহি
৪ জেহি
৫ জো
৬ চঢ়ো
৭ জেহি
৮ হোয়
৯ জো
১০ দীপকহি
১১ হোয়
১২ জেহি
১৩ না জেহি আপ জিয়ৈ মরি সোঙ্গ
১৪ জেহি
১৫ জেহি
১৬ রহল থির

১৬

পুনি ধনি কনক-পানি মসি মাঁগী।
উতর লিখত ভীজী তন আঁগী॥
তস[১] কঞ্চন কহঁ চহিয় সোহাগা।
জৌঁ নিরমল নগ হোই তৌ[২] লাগা॥
হৌঁ জো গঈ সির-মণ্ডপ ভোরী।
তহঁবা কস ন গাঁঠি তৈঁ[৩] জোরী॥
ভাঁ[৪] বিসঁভার দেখি কৈ নৈনা।
সখিহ্ন লাজ কা বোলৌঁ বৈনা॥
খেলহি মিস মৈঁ চন্দন ঘালা।
মকু জাগসি তৌঁ দেউঁ জয়মালা॥
তবহুঁ ন জাগা গা তু সোঈ।
জাগে ভেঁট ন সোএ হোঈ॥
অব জৌঁ সূর[৫] হোই চঢ়ৈ অকাসা।
জৌঁ জিউ দেই সো আবৈ পাসা॥
তৌ লগি[৬] ভুগুতি ন লেই সব[৭] রাবন সিয় জব[৮] সাথ।
কৌন ভরোসে অব কহৌঁ জীউ পরাএ হাথ॥

অতঃপর রমণী (পদ্মাবতী) সোনার জলের কালি চেয়ে নিয়ে উত্তর লিখলেন, "সোনার সঙ্গে সোহাগার দরকার, যদি রত্ন নির্মল হয় তবেই ঠিক লাগানো যায়। যখন আমি শিবের মন্দিরে গিয়েছিলাম তখন কেন শক্ত করে গাঁটছড়া বাঁধ নি? আমার নয়নে চোখ পড়তেই বিহ্বল হলে কেন? সখীদের কাছে আমার লজ্জার একশেষ হল, আর কি বলব? চন্দনগোলা নিয়ে লীলাচ্ছলে তোমার বুকে মাখালাম, ভেবেছিলাম যদি জেগে ওঠ তাহলে জয়মালা দেব। তবুও জাগলে না, ঘুমিয়ে রইলে, নিদ্রিত অবস্থায় মিলন হয় না, জেগে থাকলেই মিলন সম্ভব। এখন যদি সূর্য হয়ে আকাশে উঠতে পার তবেই মিলন হবে, যদি জীবন দিতে পার তাহলেই আমায় কাছে এস।

রাবণ সীতাকে কাছে পেয়েও ভোগ করতে পারে নি। কোন ভরসায় আমি এখন কিছু বলব? আমার জীবন অপরের হাতে।"

---

১ জস
২ সো
৩ গহি
৪ গা
৫ সসী
৬ তব লগ
৭ সকা
৮ ইক

১৭

অব জৌঁ সূর গগন চঢ়ি আবৈ।
রাহু হোই তৌ সসি কহঁ পাবৈ॥
বহুতহ্ন ঐস জীউ পর খেলা।
তূ জোগী কিত আহি অকেলা॥
বিক্রম ধঁসা প্রেম কে বারা।
সপনারতি[১] কহঁ গএউ পতারা॥
মধুপাছ[২] মুগুধাবতি লাগী।
গগনপুর[৩] হোইগা বৈরাগী॥
রাজকুঁবর কঞ্চনপুর গএউ।
মিরগারতি কহঁ জোগী ভএউ॥
সাধ কুঁবর খণ্ডাবত[৪] জোগূ।
মধু-মালতি কর[৫] কীহ্ন বিয়োগূ॥
প্রেমাবতি কহঁ সুরসর সাধা।
উসা লাগি অনিরুধ বর[৬] বাঁধা॥
হৌঁ রানী পদমাবতী সাত সরগ পর বাস।
হাথ চঢ়ৌঁ মৈঁ[৭] তেহি কে প্রথম করৈ অপ নাস॥

"এখন সূর্য হয়ে আকাশে উঠলে তবেই রাহু হয়ে চন্দ্রকে গ্রাস করতে পারবে। অনেকেই এইভাবে জীবন নিয়ে খেলা করেছে; হে যোগী, তুমিই বা একা কি কারণে (অর্থাৎ তুমিই একা নও)? বিক্রমাদিত্য স্বপ্নাবতীর জন্য পাতালে গিয়ে প্রেমের দরজার সন্ধান পেয়েছিলেন। মধুপক্ষ মুগ্ধাবতীর জন্য গগনপুরে গিয়েছিলেন বৈরাগী হয়ে। রাজকুমার মৃগাবতীর জন্য যোগী হয়ে কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলেন। রাজপুত্র খণ্ডাবত যোগসাধনা করে মধুমালতীর জন্য বৈরাগ্য বরণ করেছিলেন। প্রেমাবতীর জন্য সুরেশ্বর সাধনা করেছিলেন। উষাকে পাবার জন্য অনিরুদ্ধ প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন।

আমি রাজকন্যা পদ্মাবতী, সপ্তস্বর্গচূড়ায় আমার আবাস। যে প্রথম নিজেকে বিনাশ করবে আমি তারই হাতে আসব।"

১ চম্পাবতি
২ সিদ্ধ বচ্ছ
৩ কঁকম পুরি
৪ গন্ধাবতি
৫ কহঁ
৬ গা
৭ সো

১৮

হৌঁ পুনি ইহাঁ[১] ঐস তোহি রাতী।
আধী ভেঁট পিরীতম-পাতী॥
তহুঁ[২] জো প্রীতি নিবাহৈ আঁটা।
ভোঁর ন দেখ কেত কর[৩] কাঁটা॥
হোই পতঙ্গ অধরহু গহু দীয়া।
লেসি[৪] সমুদ ধঁসি হোই মরজীয়া॥
রাতু রঙ্গ জিমি দীপক বাতী।
নৈন লাউ হোই সীপ সেবাতী॥
চাতক হোই পুকারু পিয়াসা।
পীউ ন পানি সেবাতি কৈ আসা॥
সারস কর জস বিছুরা জোরা[৫]।
নৈন[৬] হোহি[৭] জস চন্দ-চকোরা[৮]॥
হোহি[৯] চকোর দিস্টি সসি পাহাঁ।
ঔ রবি হোই[১০] কঁবল দল মাহাঁ॥
মহুঁ ঐসে হোউঁ তোহি কহঁ কহি তৌ ঔর নিবাহু[১১]।
রাহু[১২] বেধি অরজুন হোই জীতু দুরপদী ব্যাহু॥

"আমি তোমার প্রতি এতই অনুরক্ত যে তোমার প্রেমপত্রই আমার কাছে অর্ধেক সাক্ষাৎকার। তুমি প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতার কথা যদি ভাব (তাহলে পাবে না), ভ্রমর কেতকী ফুলের কাছে যেতে কাঁটার কথা ভাবে না। তুমি পতঙ্গ হয়ে অধরে আলোক ধারণ কর। ডুবুরি হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে নাও। দীপশিখার মতো রক্তিম হোক তোমার অনুরাগ, তোমার নয়ন হোক স্বাতী জলের প্রতীক্ষায় ঝিনুকের মতো অপেক্ষমান। চাতক হয়ে পিপাসায় আর্তনাদ কর, কিন্তু স্বাতী-বারি ছাড়া অন্য কোনো জল পান কোর না। সারস যেমন বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়, তুমিও তেমনি হও। চন্দ্রের প্রতি যেমন চকোর অপলক, তেমনি হোক তোমার নয়ন। কমলদলের মাঝখানে তুমি সূর্যের মতো উদিত হও।

আমি তোমার জন্য যেরকম, তুমিও আমার জন্য সেরকম হলে তবেই প্রেম সফল হবে। অর্জুন যেমন মৎস্যভেদ করে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিলেন তুমিও তেমনি আমাকে জয় কর।"

১ অহো
২ তুহুঁ
৩ মই
৪ লেহু
৫ সারস হো বিছুরে জস জোরী
৬ নৈনি
৭ হোহু
৮ চকই চকোরী
৯ হোহু
১০ মধুকর হো হু
১১ হৌ হুঁ ঐসি তোহি রাতী সকসি তো ওর নিবাহু
১২ রোহু

১৯

রাজা জহাঁ[১] ঐস[২] তপ ঝুরা।
ভা জরি বিরহ ছার কর কুরা॥
নৈন[৩] লাই[৪] সো গএউ বিমোহী।
ভা বিনু জিউ জিউ দীহ্নেসি ওহী॥
গহি[৫] পিঙ্গলা সুখমন নারী।
সুনি সমাধি লাগি গই তারী॥
বূঁদ সমুদ্র জৈস হোই মেরা।
গা হেরাই অস[৬] মিলৈ ন হেরা॥
রঙ্গহি পানি মিলা জস হোঈ।
আপহি খোই রহা হোই সোঈ॥
সুয়ৈ জাই জব দেখা তাসূ[৭]।
নৈন রকত ভরি আএ আঁসূ॥
সদা পিরীতম গাঢ় করেঈ।
ওহি ন ভুলাই[৮] ভুলি[৯] জিউ দেঈ॥
মূরি সজীবন আনি কৈ ঔ মুখ মেলা নীর।
গরুড় পংখ জস ঝারৈ অমৃত[১০] বরসা কীর॥

এদিকে রাজা যখন এইভাবে তপোজীর্ণ হতে লাগলেন তখন বিরহে পুড়তে পুড়তে তিনি ভস্মস্তূপে পরিণত হলেন। নয়ন নিমীলিত করে তিনি বিমোহিত হয়ে রইলেন। প্রিয়তমাকে জীবনদান করে স্বয়ং যেন মৃত হয়ে গেলেন। পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীকে ধারণ করে তাঁর দৃষ্টি যেন শূন্যে সমাধি লাভ করল। সমুদ্রে যেমন জলবিন্দু মিশে যায়, তেমনি তাঁর চৈতন্য হারিয়ে গেল এবং তা খুঁজে পাওয়া গেল না। রঙের সঙ্গে জল মিশে গেলে যেমন হয়, তেমনি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে তাঁর (পদ্মাবতীর) মধ্যেই রাজা নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। শুকপাখী গিয়ে যখন তাঁর এই অবস্থা দেখল, তখন তার নয়ন রুধিরাশ্রুতে ভরে গেল। সে বলল, "সর্বদা প্রিয়তমার জন্য চিন্তা করে রাজা নিজের কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়তমাকে তিনি ভোলেন নি, নিজেকেই ভুলে প্রাণ দিয়েছেন।"

শুক এই বলে সঞ্জীবনী লতা এনে জলে মিশিয়ে রাজার মুখে দিল। গরুড় যেমন করে পাখা ঝাড়ে, তেমনি করে শুকপাখী অমৃত বর্ষণ করল।

১ ইহাঁ
২ তৈস
৩ নীউ
৪ গবাই
৫ কঁহা
৬ তস
৭ সুবৈঁ আয় দেখা তা মাহ
৮ ভুল
৯ ভুলা
১০ অঁবিরিতু

২০

মুআ জিয়া অস বাস জো পারা।
লীহ্নেসি[১] সাঁস পেট জিউ আরা॥
দেখেসি জাগি সুআ সির নারা।
পাতী দেই মুখ বচন সুনারা॥
গুরু ক বচন স্রবন দুই মেলা[২]।
কীহ্নি সুদিস্টি বেগি চলু চেলা॥
তোহি অলি কীহ্ন আপ ভই কেরা।
হৌঁ পঠরা গুরু[৩] বীচ পরেরা॥
পৌন সাঁস তো সৌঁ মন লাঈ।
জোরৈ মারগ দিস্টি বিছাঈ॥
জস তুম্হ কয়া কীহ্ন অগি-দাহূ।
সো সব গুরু কহঁ ভএউ[৪] অগাহূ॥
তব উদন্ত[৫] ছালা লিখি দীহ্না।
বেগি আউ চাহৈ সিধ কীহ্না॥
আরহু সামি সুলচ্ছনা[৬] জীউ বসৈ তুম্হ নাঁর।
নৈনহিঁ[৭] ভীতর পন্থ হৈ হিরদয়[৮] ভীতর ঠাঁর॥

অমৃতগন্ধ লাভ করে মৃতরাজা পুনর্জীবিত হয়ে উঠলেন। তিনি নিঃশ্বাস ফিরে পেলেন, শরীরে প্রাণ ফিরে এল। তিনি জেগে উঠে যখন তাকালেন তখন শুকপাখী শির অবনত করে তাঁকে পত্র দিয়ে নিজমুখে বৃত্তান্ত শোনাল। "গুরুর বচন আপনার দুকানে পৌছোক। সে আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন; শিষ্যবর, আপনি দ্রুত তার কাছে চলুন। সে কেয়াফুল হয়ে আপনাকে ভ্রমরের মতো আহ্বান করছে। সে আমাকে গুরু কিংবা দূত করে আপনার কাছে পাঠাল। আপনার প্রতি তার চিত্ত একাগ্র, আপনার আগমন-পথের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আপনি কিভাবে নিজেকে আগুনে আহুতি দিতে গিয়েছিলেন, সেসব কথাই তার জানা হয়ে গেছে। আপনাকে সে এ ব্যাপারে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। এখন দ্রুত চলুন, মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

(পদ্মাবতী লিখেছেন)—'এস আমায় সুলক্ষণ স্বামী। তোমার নাম নিয়েই বেঁচে আছে আমার জীবন। আমার নয়নের ভিতর দিয়ে তোমার পথ, আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমার স্থান'।"

১ বহরি
২ সবদ দুলার অমী মুখ মেলা
৩ করি
৪ ভয়ো
৫ উপাবংত
৬ কহেসি বেগি চলি আরহু
৭ নৈনন
৮ হিয়ৈ

২১

সুনি পদমাবতি কৈ অসি মরা।
ভা বসন্ত উপনী নই কয়া॥
সুআ ক বোল পোন হোই[১] লাগা।
উঠা সোই হনুবঁত অস জাগা॥
চাঁদ মিলৈ[২] কৈ[৩] দীহ্নেসি[৪] আসা।
সহসৌ কলা সুর পরগাসা[৫]॥
পাতি লীহ্নি[৬] লেই সীস চঢ়ারা।
দীঠি[৭] চকোর চন্দ[৮] জস পারা॥
আস-পিয়াসা জো জেহি কেরা।
জোঁ ঝিঝকার ওহি সহুঁ[৯] হেরা॥
অব য়হ কৌন পানি মৈঁ পীয়া।
ভা তন পাঁখ পতঁগ[১০] মরি জীয়া॥
উঠা ফ্‌লি হিরদয়[১১] ন সমানা।
কন্থা ট্‌ক ট্‌ক বেহরানা॥
জহাঁ পিরীতম রৈ বসহিঁ য়হ জিউ বলি তেহি বাট।
বহ[১২] জো[১৩] বোলারৈ পারঁ সৌঁ হৌঁ[১৪] তহঁ চলোঁ লিলাট॥

পদ্মাবতীর এই করুণাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে রত্নসেনের জীবনে যেন বসন্তের আবির্ভাব হল, তিনি নবদেহ লাভ করলেন। শুকের বচন তাঁর কাছে বসন্ত সমীরণ হয়ে দেখা দিল। তিনি পবননন্দন হনুমানের মতো বিক্রমে জেগে উঠলেন। চাঁদ যখন মিলনের আশ্বাস দিল, সূর্য তার সহস্র কিরণকলা নিয়ে প্রকাশিত হল। পদ্মাবতীর চিঠি নিয়ে তিনি মাথায় রাখলেন। চন্দ্রোৎসুক চকোরের মতো হল তাঁর দৃষ্টি। যে যার জন্য তৃষিত সে যদি দুর্লভ হয় তবুও সে তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। রাজা বললেন, "এখন আমি এ কোন বারি পান করলাম যার ফলে পতঙ্গের মতো মরে গিয়েও আমার দেহে নতুন পাখা গজালো?" তাঁর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে (দেহের মধ্যে) যেন স্থির থাকতে পারছিল না। তাঁর দেহের কাঁথা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেল।

রাজা বললেন, "যেখানে প্রিয়তমার আবাস আমার জীবন সেইপথে বলিপ্রদত্ত হোক। সে যদি আমাকে পায়ে হেঁটে আসতে আহ্বান করে, আমি তার কাছে ললাটে হেঁটে যাব।"

১ অস
২ মিলন
৩ কহঁ
৪ দীহ্নী
৫ সহসন করা সুরিজ পরকাসা
৬ কয়
৭ দিষ্টি
৮ চাঁদ
৯ সউঁ
১০ পতিংগা
১১ হিয়ৈ
১২ জো
১৩ সো
১৪ মৈঁ

২২

জো পথ মিলা মহেসহি সেঈ।
গএউ সো মূঁদ[1] ওহি ধঁসি লেঈ॥
জহঁ রহ কুণ্ড বিষম ঔগাহা।
জাই পরা তহঁ[2] পার ন থাহা॥
বাউর অন্ধ পেম[3] কর লাগূ।
সৌহঁ ধঁসা কিছু[4] সূঝ ন আগূ॥
লীন্হে সিধি[5] সাঁসা মন মারা।
গুরু মছন্দরনাথ সঁভারা॥
চেলা পরে ন ছাড়হিঁ পাছু।
চেলা মচ্ছ গুরু জস কাছু॥
জস ধঁসি লীন্হ সমুদ মরজীয়া।
উঘরে[6] নৈন বরৈ জস দীয়া॥
খোজি লীন্হ সো সরগ-দুবারা।
বজ্র জো মূদে জাই উঘারা॥
বাঁক চঢ়াব সরগ-গঢ়[7] চঢ়ত গএউ হোই ভোর।
ভই পুকার গঢ় উপর চঢ়ে সেন্ধি দেই চোর॥

মহেশ্বরকে সেবা করে যে পথের সন্ধান রাজা পেয়েছিলেন, সেই সঙ্কীর্ণ পথে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যেখানে সেই কুণ্ড বিষম এবং অগাধ, সেখানে লাফিয়ে পড়ে রাজা কোনো তল পেলেন না। উন্মত্ত রাজা প্রেমের জন্য এমনই অন্ধ যে সামনে কিছু না দেখেও তিনি সবেগে এগোতে লাগলেন। নিঃশ্বাস রোধ করে এবং চিত্তচাঞ্চল্য দূর করে তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহায় হলেন। শিষ্য দূরবর্তী হলেও গুরু তাকে ত্যাগ করেন না। শিষ্য যদি মৎস্য হয় তবে গুরু কচ্ছপ সদৃশ। সমুদ্রতলবর্তী ডুবুরীর মতো রাজার উন্মীলিত নয়ন প্রদীপের মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠল। তিনি খুঁজে পেলেন স্বর্গদুয়ার, সেই বজ্রকঠিন রুদ্ধদ্বার খুলে গেল।

সেই বঙ্কিম এবং খাড়াই দুর্গের স্বর্গে উঠতে উঠতে ভোর হয়ে গেল। দুর্গ শীর্ষ থেকে ভেসে এল চিৎকার—'চোর দুর্গে উঠে সিঁধ দিয়েছে।'

১ মূদ
২ সই
৩ প্রীত
৪ কছু
৫ লীন্হেসি ধঁসি জো
৬ উঘরে
৭ সো গঢ় কর

১

রাজৈ সুনি জোগী গঢ় চঢ়ে।
পূছে পাস জো পণ্ডিত পঢ়ে॥
জোগী গঢ় জো সেন্ধি দৈ আবহিঁ।
বোলহু সবদ সিদ্ধি জস পাবহিঁ॥
কহহিঁ[1] বেদ পঢ়ি পণ্ডিত বেদী।
জোগি ভৌঁর জস মালতি-ভেদী॥
জৈসে চোর সেন্ধি সির মেলহিঁ।
তস এ দুবৌ জীউ পর খেলহিঁ॥
পন্থ ন চলহিঁ বেদ জস লিখা।
সরগ জাএ[2] সূরী[3] চঢ়ি সিখা॥
চোর হোই সূরী[4] পর মোখ্।
দেই জো সূরী[5] তিন্হহি[6] নহিঁ দোখ্॥
চোর পুকারি বেধি ঘর মূসা।
খোলৈ রাজ-ভঁড়ার মঁজূসা॥
জস এ[7] রাজমঁদির মহঁ[8] দীন্হ রৈনি কহঁ[9] সেন্ধি।
তস ছেঁকহু পুনি ইন্হ কহঁ[10] মারহু সূরী বেধি॥

যোগীদের দুর্গে চড়াও হবার কথা শুনে রাজা বিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন করলেন, "যোগীরা যে দুর্গে চড়াও হয়ে প্রবেশ করছে, আপনারা বলুন কি উপায়ে (এর প্রতিকার করে) সিদ্ধিলাভ করা যায়? বেদজ্ঞ পণ্ডিতরা বেদ পড়ে পরামর্শ দিয়ে বললেন, "যোগী হল মালতীফুল-বিদ্ধ-কারী ভ্রমরের মতো, চোর যেমন সিঁধের মধ্যে মাথা গলায়। এরা উভয়েই জীবন নিয়ে খেলা করে। বেদ নির্দেশিত পথে এরা চলে না। যোগী শূলে চড়ে স্বর্গে যেতে চায়। চোরেরও শূলে চড়েই মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং এদের যদি শূলে দেন তাহলে কোনো দোষ নেই। চোর দেয়ালে গর্ত করে ঘরে চুরি করে, রাজার রত্নভাণ্ডার সে উন্মুক্ত করে।

যেহেতু এরা রাজগৃহে প্রবেশ করে রাত্রিবেলায় সিঁধ দিয়েছে সুতরাং এদের ধরে আপনি শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করুন।"

১ কহসি
২ জাহিঁ
৩ সূলী
৪ সূলী
৫ সূলী
৬ তেহিঁ
৭ ইন
৮ কই
৯ হোই
১০ তস ইনহঁ কই মোখ হোই

২

পাঁখ জো মন্ত্রী বোলে সোঈ।
ঐস জো চোর সিদ্ধ পৈ কোঈ॥
সিদ্ধ নিসঙ্ক রৈনি দিন ভঁবহীঁ।
তাকা জহাঁ তহাঁ অপসরহীঁ[১]॥
সিদ্ধ নিডর[২] অস[৩] অপনে জীরা।
খড়্গ দেখি কৈ নাবহিঁ গীরা॥
সিদ্ধ জাই পৈ জিউবধ[৪] জহাঁ।
ঔরহি মরনপন্থ অস কহাঁ॥
চঢ়া জো কোপি গগন উপরাহীঁ।
থোরে সাজ মরৈ সো[৫] নাহীঁ॥
জম্বুক জ্‌ঝ চঢ়ৈ জো রাজা।
সিংঘ সাজ কৈ চঢ়ৈ তো ছাজা॥
সিদ্ধ অমর কায়া জস পারা।
ছরহি[৬] ভরহিঁ[৭] বর[৮] জাই ন মারা॥
ছরহী[৯] কাজ কৃষ্ন কর রাজা চঢ়ৈঁ রিসাই।
সিদ্ধ গিদ্ধ জিন্হ[১০] দিস্টি গগন পর[১১] বিনু ছর কিছু ন বসাই॥

পার্শ্ববর্তী মন্ত্রী রাজাকে বললেন, "এ ধরনের চোর মনে হয় কোনো সিদ্ধা। সিদ্ধারা নিঃশঙ্কভাবে দিনরাত ভ্রমণ করে। যেখানে তারা তাকায় সেখানেই যেতে পারে। সিদ্ধাদের নিজের জীবনে ভয় নেই। খড়্গ দেখেও তার সামনে ঘাড় পেতে দেয়। সিদ্ধা মশানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এমন মরণের পাখা আর কার আছে। যদি কোনো সিদ্ধা কোপবশতঃ আকাশে চড়ে বসে, তাহলে তাকে মারা সহজ ব্যাপার নয়। যদি কোনো রাজা শৃগাল শিকার করতে যায় তবে তাকে সিংহ শিকারের মতোই প্রস্তুত হতে হবে। সিদ্ধারা অমর, পারদের মতো পিছল তাদের দেহ, ছল এবং কৌশল ব্যতীত তাদের বলপ্রয়োগে মারা যায় না।

রাজারা যখনই ক্রোধভরে আক্রমণ করতে এসেছে, কৃষ্ণ তখনই ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। সিদ্ধাদের শকুনির মতো আকাশব্যাপী দৃষ্টি; ছল ছাড়া কিছুতেই সফল হওয়া সম্ভব নয়।

১ উপসরহিঁ
২ দ
৩ ভাপৈ
৪ জেহি বিধি
৫ পৈ
৬ ছরৈ
৭ ছরৈ
৮ পৈ
৯ ছরহি কৈ
১০ সিধ গিধ
১১ মহঁ

৩

অবহীঁ[১] করহু গুদরমিস[২] সাজ্‌।
চঢ়হিঁ[৩] বজাই জহাঁ লগি[৪] রাজ্‌॥
হোহিঁ সংজোবল[৫] কুঁবর জো ভোগী।
সব দর ছেঙ্কি ধরহিঁ[৬] অব জোগী॥
চৌবিস লাখ ছত্রপতি সাজে।
ছপন কোটি দর বাজন বাজে॥
বাইস সহস হস্তী সিংঘলী।
সকল পহার সহিত মহি হলী॥
জগত বরাবর রৈ সব চাঁপা।
ডরা ইন্দ্র বাসুকি হিয় কাঁপা॥
পদুম কোটি রথ সাজে আরহিঁ।
গিরি[৭] হোই খেহ গগন কহঁ ধারহিঁ॥
জনু ভুঁইচাল চলত মহি[৮] পরা।
ট্‌টী কমঠ-পীঠি হিয় ডরা॥[৯]
ছত্রহিঁ[১০] সরগ ছাইগা সূরজ গয়উ অলোপি।
দিনহি রাতি অস দেখিয় চঢ়া ইন্দ্র অস[১১] কোপি॥

"এখনই আপনি সারা রাজ্য জুড়ে সৈন্যসজ্জা করার ব্যবস্থা করুন। রাজ্যের যে যেখানে আছে সবাই বাদ্য বাজাতে বাজাতে আসুক। যেখানে যেখানে রাজকুমারগণ আছেন সবাই একত্র হোন। সব সেনা মিলিত হয়ে এখন যোগীদের ধরার চেষ্টা করুক।" চব্বিশলক্ষ ছত্রপতি যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন, ছাপান্নকোটি সেনা যুদ্ধভেরী বাজাতে লাগল। বাইশ সহস্র সিংহলী-হস্তীর পদভারে সমস্ত পর্বতসহ ধরণী কাঁপতে লাগল। এদের পায়ের চাপে পৃথিবী সমতল হয়ে গেল। ভয়ে ইন্দ্র এবং বাসুকীর হৃদয় কেঁপে উঠল। কোটি কোটি রথ সজ্জিত হয়ে এল। পর্বত যেন ধূলি হয়ে আকাশে উড়ে গেল। পদাতিক সেনাদের পদচালনায় কূর্মপৃষ্ঠ চৌচির হয়ে গেল এবং তার হৃদয়ে আতঙ্ক দেখা দিল।

ধূলিছত্রে স্বর্গ ব্যাপ্ত হল, সূর্য আড়াল পড়ে গেল। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের মতো সৈন্যদের পদচারণে দিন যেন রাত্রির মতো দেখাতে লাগল।

১ আরহু
২ কদর মস
৩ চঢ়ৈ
৪ লহি
৫ সংজোইল
৬ ধরহু
৭ গঢ়
৮ তিহু
৯ কুরম পীঠি ট্‌টি হিয় ডরা
১০ ছত্রন
১১ হোই

৪

দেখি কটক ঔ মৈমঁত হাথী।
বোলে রতনসেন কর[১] সাথী॥
হোত[২] আব্র দল[৩] বহুত অসুঝা।
অস জানিয় কিছু[৪] হোইহি[৫] জূঝা॥
রাজা তূ জোগী হোই খেলা।
এহী দিবস কহঁ হম ভএ চেলা॥
জহাঁ গাঢ় ঠাকুর কহঁ হোঈ।
সঙ্গ ন ছাঁড়ৈ সেবক সোঈ॥
জো হম মরন-দিবস মন[৬] তাকা।
আজু আই পূজী রহ সাকা॥
বরু জিউ জাই জাই নহিঁ বোলা।
রাজা সত[৭]-সুমেরু নহিঁ[৮] ডোলা॥
গুরু কের জৌঁ আয়সু পারহিঁ।
সৌঁহ হৌহিঁ ঔ[৯] চক্র চলারহিঁ॥
আজু করহি রন ভারত সত বাচা দেই[১০] রাখি।
সত্য দেখ[১১] সব[১২] কৌতুক সত্য ভরৈ পুনি সাখি॥

মদমত্ত হস্তী এবং সেনাদের দেখে রাজা রত্নসেনের এক পার্শ্বচর বলল—"অসংখ্য অজস্র সেনার আগমন হচ্ছে। নিশ্চয় কিছু না কিছু সংগ্রাম হবেই। রাজা, তুমি যোগী হয়ে বিচরণ করছ, আজ আমরা তোমার শিষ্য হলাম। যেখানে প্রভু ঠিকপথে চলেন, সেবক কখনও তাঁকে ত্যাগ করে না। আমরা যে মরণ-দিনের জন্য চিত্ত প্রস্তুত করে রেখেছি, আজ তার লগ্ন উপস্থিত হল। বরং জীবন যায় যাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ যেন না হয়; সুমেরু শিখরের মতো রাজভক্তি যেন চঞ্চল না হয়। যদি গুরুর আদেশ পাই, শত্রুদের সম্মুখীন হয়ে চক্রচালনা করব।

আমাদের সত্যরক্ষার জন্য আজ মহাভারতের মতো যুদ্ধ করব। স্বয়ং সত্য দেখুন এই লীলা, এবং সত্য এর সাক্ষী থাকুন।

১ কে
২ হোন
৩ দয়
৪ কছু
৫ হোই হৈ
৬ জী
৭ সত্ত
৮ ন
৯ হমহুঁ সোঁহ হোই
১০ সত্ত বচা লৈ
১১ গুরু
১২ সত্ত

৫

গুরু কহা চেলা সিধ হোহু।
পেম-বার হোই[১] করহু ন কোহু॥
জাকহঁ সীস নাই কৈ দীজৈ।
রঙ্গ ন হোই উভ জো কীজৈ॥
জেহি জিউ পেম পানি ভা সোঈ।
জেহি রঁগ মিলৈ ওহি[২] রঁগ হোঈ॥
জৌ পৈ জাই পেম সৌঁ জূঝা।
কিত তপ মরহিঁ সিদ্ধ জো[৩] বুঝা॥
এহি সেংতি বহুরি জূঝ নহিঁ করিএ[৪]।
খড়্গ দেখি পানী হোই ঢরিএ॥
পানিহি কাহ খড়্গ কৈ ধারা।
লৌটি পানি হোই সোই জো মারা॥
পানী সেংতী আগি কা করঈ।
জাই বুঝাই জো পানী পরঈ॥
সীস দীন্হ মৈঁ অগমন পেম-পানি[৫] সির মেলি।
অব সো প্রীতি নিবাহৌঁ চলৌঁ সিদ্ধ হোই খেলি॥

গুরু (রত্নসেন) শিষ্যদের বললেন, "তোমাদের সিদ্ধা হতে হবে। প্রেমের দ্বারপথে এসে ক্রোধ করা উচিত নয়। যার কাছে মাথা নত করেছ তার কাছে শির উদ্ধত করা উচিত নয়। যার জীবন প্রেমময় সে জলের মতো, যে রঙ তাতে লাগে, সে সেই রঙে রঙীন হয়। যদি প্রেমের জন্য যুদ্ধই করতে হয় তবে আর কিসের তপস্যা, কিসের যোগসিদ্ধি? এই জন্য বলছি যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, সম্মুখে খড়্গ দেখলে জলের মতো গলে যাবে। জলকে খাঁড়া দিয়ে কি করা যায়? যে খড়্গ দিয়ে জলকে আঘাত করে, সে শেষপর্যন্ত নিজেই জলে পরিণত হয়। জলের সঙ্গে আগুনই বা কি করতে পারে? জল ঢাললে আগুনই নিভে যায়।

প্রেমসলিল মাথায় নিয়ে আমি আগেই আমার শির উৎসর্গ করেছি। এখন সেই প্রেমকে বহন করে সিদ্ধার মতো এগিয়ে যেতে চাই।

১ মহঁ
২ তেহি
৩ জেহঁ
৪ রত্ত সত্ত বহুত্ত জো জুঝ নহি করিএ
৫ পএ

৬

রাজৈ ছেঙ্কি ধরে সব জোগী।
দুখ উপর দুখ সহৈ বিয়োগী॥
না জিউ ধরক ধরত হোঈ কোঈ।
নাহীঁ[১] মরন জিয়ন ডর[২] হোঈ॥
নাগ-ফাঁস উন্হ মেলা গীৱা।
হরষ ন বিসমৌ একৌ জীৱা॥
জেই জিয় দীহ্ন সো লেই নিকাসা[৩]।
বিসরৈ নহিঁ জৌ লহি তন সাঁসা॥
কর কিঙ্গরী তেহিঁ[৪] তংতু[৫] বজারৈ।
ইহৈ[৬] গীত বৈরাগী[৭] গারৈ॥
ভলেহি আনি গিউ মেলী ফাঁসী।
হৈ[৮] ন সোচ হিয় রিস সব নাসী॥
মৈঁ গিউ ফাঁদ ওহি দিন মেলা।
জেহি দিন পেম-পন্থ হোই খেলা॥
পরগট গুপুত সকল মহঁ পূরী রহা সো নাৱঁ।
জহঁ দেখৌ তহঁ[৯] ওহী[১০] দূসর নহিঁ জহঁ[১১] জাৱঁ॥

"রাজা গন্ধর্বসেন যদি সব যোগীদের ধরে বন্দী করেন তাহলেও বিরহী সমস্ত দুঃখ একের পর এক সহ্য করবে। যদি কেউ আমাকে বন্দী করে তাতেও আমার চিত্ত উত্তেজিত হবে না। আমার জীবন-মরণের ভয় নেই, সে আমার গলায় নাগপাশ জড়িয়ে দিয়েছে। আমার জীবনে এখন হর্ষ বিষাদ বলে কিছু নেই। যে আমাকে জীবন দিয়েছে সে-ই তা বের করে নিয়েছে। যতক্ষণ দেহে নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ তাকে ভুলতে পারব না। হাতের সারেঙ্গীতে যে তান সে বেঁধে দিয়েছে সেই গীতই গাইবে এই বিরহী। ভালোই হল সে আমার গ্রীবায় ফাঁস বেঁধে দিয়েছে, এখন আমার হৃদয়ে নেই কোনো শোক, সমস্ত রাগের অবসান হয়েছে। যেদিন আমি এই প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছি সেদিন থেকেই আমি এই ফাঁস গলায় পরেছি।

পৃথিবীতে যা গুপ্ত এবং প্রকাশিত সর্বত্রই তার নাম পূর্ণ হয়ে আছে। যেখানেই আমি দৃষ্টিপাত করছি সেখানেই সে বিরাজ করছে, জগতে দ্বিতীয় কেউ নেই যার কাছে যাওয়া যায়।

১ জান ন
২ কস
৩ জিয়ো নিরাসা
৪ তিহ্ন
৫ তংত
৬ নেহ
৭ বৈরাগিন
৮ অহৈ
৯ ওহি
১০ দেখৌ
১১ কহঁ

৭

জব লগি গুরু হৌঁ[১] অহা ন চীহ্না।
কোটি অঁতরপট বীচহিঁ[২] দীহ্না॥
জব চীহ্না তব ঔর ন কোঈ।
তন মন জিউ জীৱন সব সোঈ॥
হৌঁ হৌঁ করত ধোখ ইতরাহীঁ[৩]।
জব[৪] ভা সিদ্ধ কহাঁ পরছাহীঁ॥
মারৈ গুরু কি গুরু জিয়ারৈ।
ঔর কো মার মরৈ সব আরৈ॥
সূরী মেলু হস্তি করু[৫] চূরূ।
হৌঁ নহিঁ জানৌঁ জানৈ গূরূ॥
গুরু হস্তি পর চঢ়া[৬] সো পেখা।
জগত জো নাস্তি নাস্তি পৈ[৭] দেখা॥
অন্ধ মীন জস জল মহঁ ধাৱা।
জল জীৱন চল দিস্টি ন আৱা॥
গুরু মোর মোরে হিয়ে দিএ তুরঙ্গম ঠাঠ[৮]।
ভীতর করহিঁ ডোলারৈ বাহর নাচৈ কাঠ॥

"যতকাল আমি চিনতে পারিনি আমার গুরুকে (পদ্মাবতীকে), আমাদের মধ্যে ছিল কোটি যবনিকার ব্যবধান। কিন্তু যখন তাকে চিনতে পারলাম তখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। এখন আমার দেহ মন জীবন সব কিছুই তার। আমি বৃথাই বারবার 'আমি আমি' বলে গর্ব করছি। যখন সিদ্ধিলাভ ঘটে তখন কোথায় আর (অহঙ্কারের) ছায়া? এখন গুরু আমাকে মারুক অথবা বাঁচাক। আর কে-ই বা কাকে মারে? সকলেই তো মরার জন্যই জগতে এসেছে। আমাকে শূলেই চাপাক অথবা হাতী দিয়েই চূর্ণ করুক, কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না, আমার গুরুই সব জানে। গুরু হস্তী বা অস্তির উপর চড়ে সব কিছু দেখছে, জগৎ যদি অস্তিত্বহীন হয় তবে তার মধ্যেও গুরু দেখতে পায়। অন্ধ মাছ যেমন জলের মধ্যেও ধাবমান, জীবনও জলের মতোই চঞ্চল এবং দৃষ্টির অতীত।

গুরু আমার হৃদয়কে তুরঙ্গগতি দান করেছে। অন্তরালে থেকে সে আঙুল নাচাচ্ছে আর বাইরে নাচছে এই কাঠের পুতুল।"

১ মৈ
২ বিচ হুত
৩ অঁতরাহী
৪ জো
৫ গুরু
৬ চঢ়ে
৭ সব
৮ চাঠ

৮

সো পদমাৱতি গুরু হৌঁ চেলা।
জোগ-তংত জেহি কারন খেলা॥
তজি ৱহ[১] বার ন জানৌঁ দুজা।
জেহি দিন মিলৈ জাতরা[২] পুজা॥
জীউ কাঢ়ি ভুইঁ ধরৌঁ লিলাটা[৩]।
ওহি কহঁ দেউঁ হিয়ে মহঁ পাটা[৪]॥
কো মোহিঁ ওহি[৫] ছুৱাৱৈ পায়া।
নৱ অৱতার দেই নই কায়া॥
জীউ চাহি জো[৬] অধিক পিয়ারী।
মাঁগৈ জীউ দেউঁ বলিহারী॥
মাঁগৈ সীস দেউঁ সহ[৭] গীৱা।
অধিক তরৌঁ[৮] জোঁ মারৈ জীৱা॥
অপনে জিউ কর লোভ ন মোহীঁ।
পেম-বার হোই মাঁগৌঁ ওহী॥
দরসন ওহি কর দিয়া জস হৌঁ সৌ[৯] ভিখারি পতঙ্গ।
জো করৱত সির সারৈ মরত ন মোরৌঁ[১০] অঙ্গ॥

পদ্মাবতী আমার গুরু, আমি তার শিষ্য। তার জন্যই আমার এই যোগসাধনা। তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি জানি না। যেদিন তার সঙ্গে মিলন হবে সেদিন আমার ব্রত সাঙ্গ হবে। তার জন্য জীবন বলি দিয়ে আমার করোটি মাটিতে রাখব। আমার হৃদয়কে করব তার বেদী। কে আমাকে তার পাদস্পর্শ করাবে এবং আমাকে নবদেহ দান করে নতুন জন্ম দেবে? যে আমার প্রাণাধিক প্রিয়, সে যদি আমার জীবনও চায় আমি তা দিয়ে কৃতার্থ হব। সে যদি আমার মস্তক চায় আমি গ্রীবা সমেত তা দান করব; সে যদি জীবন চায় আমি আরও অধিকতর কিছু দেব। আমার নিজ জীবনের প্রতি কোনো মোহ নেই, প্রেমের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি তাকেই (পদ্মাবতী) চাইব।

তার দর্শন আমার কাছে দীপশিখার মতো, আমি যেন এক ভিক্ষুক পতঙ্গ। যদি সে আমার মাথায় অস্ত্রাঘাত করে, দেহ একটুও না মুচড়ে আমি মরে যাবো।

১ ওহি
২ চচারেঁ।
৩ লিলাট্
৪ বৈঠক দেউঁ হিয়ে কর পাট্
৫ লৈ সো
৬ সো
৭ সেঁ৷
৮ মহেঁ৷
৯ রে
১০ মেরেঁ৷

৯

পদমাৱতি কঁৱলা সসি-জোতী।
হঁসৈ ফ়ূল রোৱৈ সব[১] মোতী॥
বরজা পিতৈ[২] হঁসী ঔ রোজ়ূ।
লাগে দূত হোই নিতি খোজ়ূ॥
জবহি সুরুজ কহঁ লাগা রাহূ।
তবহিঁ কঁৱল মন ভএউ অগাহূ॥
বিরহ অগস্ত জো বিসমৌ উএউ[৩]।
সৱৱর-হরষ সুখি সব গএউ॥
পরগট ঢারি সকৈ নহিঁ আঁসূ।
ঘটি ঘটি মাঁসু গুপুত হোই নাসূ॥
জস[৪] দিন মাঁঝ রৈনি হোই আঈ।
বিগসত কঁৱল গএউ মুরঝাঈ॥[৫]
রাতা বদন গএউ হোউ সেতা।
ভঁৱত ভঁৱর রহি গএ অচেতা॥[৬]
চিত্ত জো চিংতা কীহ্ন ধনি রোৱৈ রোৱঁ সমেত[৭]।
সহস সাল সহি আহি ভরি মুরুছি পরী গা চেত[৮]॥

পদ্মাবতী কমল এবং চন্দ্রকিরণ তুল্য। তাঁর হাসিতে ফুল ফুটে ওঠে। কান্নায় ঝরে মুক্তো। তাঁর পিতা সেই হাসি ও কান্নাকে অবরুদ্ধ করে দিলেন। প্রতিনিয়ত দূত এসে তাঁর খোঁজ নিতে লাগল। যখন সূর্যে গ্রহণ লাগে তৎক্ষণাৎ কমলের মন সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বিরহের অগস্ত-তারা যখন উদিত হয় তখন (হিমবর্ষণে) সরোবরের সমস্ত আনন্দ শুকিয়ে যায়। প্রকাশ্যে তাঁর (পদ্মাবতীর) অশ্রু ফেলারও উপায় রইল না, তিলে তিলে তার দেহ গোপনে ক্ষয়ে যেতে লাগল। মধ্যদিনে হঠাৎ (গ্রহণের) অন্ধকার নেমে এলে যেমন হয় তেমনি করে বিকশিত কমল শুকিয়ে গেল। তাঁর মুখের রক্তিমা শ্বেত হয়ে গেল, চঞ্চল ভ্রমর (দৃষ্টি) স্থির ও অচেতন হয়ে রইল।

যখন পদ্মাবতী চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলেন তখন তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সহস্র শেলের আঘাত সহ্য করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়তে লাগলেন।

১ তব
২ পরজা পতী
৩ ভএউ
৪ বসু
৫ বিকসিত কঁৱল গয়ে কুম্হিলাই
৬ ভঁৱর ভঁৱর হোই রহো অচেতা
৭ চিত্তহিঁ জো চিত্র কীহ্ন ধনি রোঁ রোঁ রস সবে
৮ সিহিস সঁস দুখআহ ভরি পরী মুরছি তুইঁ থোঁছি

১০

পদমাবতি সঁগ সখী সয়ানী।
গনত নখত সব রৈনি বিহানী॥
জানহিঁ[1] মরম কঁবল কর কোঈ।
দেখি বিথা বিরহিন কৈ রোঈ॥
বিরহা কঠিন কাল কৈ কলা।
বিরহ ন সহৈ কাল বরু ভলা॥
কাল কাঢ়ি জিউ লেই সিধারা।
বিরহ কাল মারে পর[2] মারা॥
বিরহ আগি পর মেলৈ আগী।
বিরহ ঘাব পর ঘাব বজাগী॥
বিরহ বান পর বান পসারা।
বিরহ রোগ পর রোগ সঁচারা॥
বিরহ সাল পর সাল নবেলা।
বিরহ কাল পর কাল দুহেলা॥
তন রাবন হোই[3] সর[4] চঢ়া[5] বিরহ ভএউ হনুবংত।
জারে উপর জারৈ, চিত মন করি ভসমংত[6]॥

পদ্মাবতীর সঙ্গে চতুরা সখীরা ছিলেন; তাঁরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত তারা গুনতে লাগলেন। কুমুদিনীরা জানত কমলিনীর মর্মের বেদনা। বিরহিনীর বেদনা দেখে তাঁরাও রোদন করতে লাগলেন। কঠিন বিরহ কাল বা মৃত্যুরূপে দেখা দিল। বরং মৃত্যুও ভাল, কিন্তু বিরহ অসহনীয়। মৃত্যু প্রাণহরণ করে নিয়ে যায়, কিন্তু বিরহ-মরণ মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেয়। বিরহ আগুনের উপর আগুন লাগায়। বিরহ ঘায়ের উপর বজ্রাঘাত করে। বিরহ শরের উপর শরাঘাত করে, বিরহ অসুস্থদেহে রোগসঞ্চার করে। বিরহ যেন শেলের উপর নতুন শেলবর্ষণ। বিরহ মরণের দ্বিতীয় মরণ।

দেহ রাবণের চিতা, বিরহ হনুমানের আগুন। আগুনের উপর আগুন জ্বালিয়ে বিরহ মন ও চেতনাকে ভস্ম করে ফেলে।

১ জানা
২ পৈ
৩ পুর
৪ বরি
৫ বুঝা
৬ ভএউ ন কৈ ভসমন্ত

১১

কোই কুমোদ পসারহিঁ[1] পায়া।
কোই মলয়াগিরি ছিরকহিঁ কায়া॥
কোই মুখ সীতল নীর চুবারৈ।
কোই অঞ্চল[2] সৌঁ পৌন ডোলাবৈ॥
কোই মুখ অমৃত[3] আনি নিচোবা।
জনু বিষ দীন্হ[4] অধিক ধনি সোবা॥
জোবহিঁ সাঁস খিনহি-খিন[5] সখী।
কব জিউ ফিরৈ পৌন পর[6] পঁখী॥
বিরহ কাল হোই হিয়ে পঈঠা।
জীউ কাঢ়ি লৈ হাথ বঈঠা॥
খন এক মূঠি বাঁধ খন খোলা।
গহী[7] জীভ মুখ আব[8] ন বোলা॥
খিনহিঁ[9] বেঝি[10] কৈ বানন্হ মারা।
কঁপি কঁপি নারি মরৈ বেকরারা॥
কৈসেহুঁ বিরহ ন ছাঁড়ৈ ভা সসি গহন গরাস।
নখত চহুঁ দিসি রোবহিঁ অন্ধর[11] ধরতি অকাস॥

কোনো কুমুদিনী সখী হাত দিয়ে তাঁর (পদ্মাবতীর) পা প্রসারিত করে দিলেন। কেউ গায়ে মলয় চন্দন ছিটিয়ে দিলেন। কেউ জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ শীতল করে দিলেন। কেউ আঁচল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। কেউ অমৃত এনে মুখে ঢাললেন। কিন্তু এসব যেন বিষ দেওয়া হল, রমণী আরও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। ক্ষণে ক্ষণে সখীরা তাঁর নিঃশ্বাসের গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন, কতক্ষণে জীবন ফিরে আসে, প্রাণপাখী কখন খাঁচায় ফেরে। বিরহ মৃত্যুরূপে যেন তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, প্রাণ হাতে কেড়ে নিয়ে বসে আছে। কখনও তা মুঠোয় ধরে রাখছে কখনও খুলে দিচ্ছে। বিরহ-মরণ তাঁর জিভকে অধিকার করেছে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো স্বর বের হচ্ছে না। একসময় সে (বিরহ) তাঁকে শরবিদ্ধ করে যখন আহত করল তখন সেই রমণী কাঁপতে কাঁপতে মরণোন্মুখ হলেন।

কোনোভাবেই বিরহ তাঁকে ছাড়ল না। চন্দ্রে যেন গ্রহণ লাগল। তারকারাজি চারদিকে কাঁদতে লাগল। আকাশ এবং ধরিত্রী আঁধার হয়ে এল।

১ কর পরসহিঁ
২ আঁচর
৩ অমিরিত
৪ দেহিঁ
৫ খনহি খন
৬ উ
৭ গহেসি
৮ আব
৯ কমহ
১০ বীজু
১১ আঁধিয়র

১২

ঘরী চারি ইমি গহন গরাসী।
পুনি বিধি হিয়ে জোতি পরগাসী॥
নিসঁস উভি ভরি[১] লীহ্নেসি সাঁসা।
ভা অধার[২] জীৱন কৈ আসা॥
বিনরহিঁ সখী ছুট সসি রাহূ।
তুম্হরী[৩] জোতি জোতি সব কাহূ॥
তূ সসি-বদন জগত উজিয়ারী।
কেই হরি লীহ্ন কীহ্ন অঁধিয়ারী॥
তূ গজগামিনী গরব-গহেলী।
অব কস আস ছাঁড়ু তূ বেলী[৪]॥
তূ হরি লংক হরাএ কেহরি।
অব কিত হারি করতি হৈ হিয় হরি[৫]॥
তূ কোকিল-বৈনী জগ মোহা।
কেই ব্যাধা[৬] হোই গহা নিছোহা॥
কঁৱল-কলী[৭] তূ পদমিনি গই নিসি ভএউ বিহানু।
অবহুঁ ন সংপুট খোলসি জব[৮] রে উআ জগ ভানু॥

চারপ্রহর ধরে এমনি পূর্ণগ্রাস গ্রহণ চলল। অতঃপর বিধাতা তাঁর (পদ্মাবতী) হৃদয়ে জ্যোতির প্রকাশ ঘটালেন। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণ করলেন। দেহ-আধারে জীবনের আশা দেখা দিল। সখীরা বিনীতভাবে বললেন, "চাঁদ রাহু-মুক্ত হল। সকলের কাছেই তোমার জ্যোতি দীপ্যমান হল। জগতোজ্জ্বলকারিণী চন্দ্রমুখী! কে তোমার কান্তি হরণ করে জগৎ অন্ধকার করেছিল? হে গৌরবহারিণী গজগামিনি! কেমন করে তুমি সব গৌরব ত্যাগ করেছিলে? তুমি সিংহের কটীদেশ হরণ করেছ। হে হৃদয়হারিণী, কেমন করে তুমি নিজে পরাজিত হলে। (অথবা পরাজিত হয়ে হরি নাম উচ্চারণ করছিলে কেন?) তুমি জগৎমোহিনী কোকিলকণ্ঠী! কে ব্যাধ হয়ে এসে তোমাকে নির্দয়ভাবে কবলস্থ করেছিল?

তুমি কমলকলি পদ্মিনী। রাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে ভোর হল। জগতে ভানুর উদয় হয়েছে, এখনও তোমার পাপড়ি খুলছ না?

১ ফির
২ ভই উধার
৩ তুম্হরির
৪ অব কস অস সত ছাঁড় দুহেলী
৫ অব কস হারি করসি হিয় হে হরি
৬ কো বিরাধ
৭ সখী
৮ জো

১৩

ভানু-নাৱঁ সুনি কঁৱল বিগাসা।
ফিরি কৈ ভোঁৱ লীহ্ন মধু বাসা॥
সরদ-চন্দ মুখ জবহিঁ[১] উঘেলী।
খঞ্জন-নৈন উঠে করি কেলী॥
বিরহ ন বোল আর মুখ তাঈঁ।
মরি মরি বোল জীউ বরিয়াঈঁ॥
দরৈঁ বিরহ দারুন[২] হিয় কাঁপা।
খোলি ন জাই বিরহ-দুখ ঝাঁপা॥
উদধি[৩]-সমুদ জস তরংগ দেখাৱা।
চখ ঘুমহিঁ মুখ বাত[৪] ন আৱা॥
য়হ সুনি[৫] লহরি পর[৬] ধারা।
ভঁৱর পরা জিউ থাহ ন পারা॥
সখী আনি বিষ দেহু তৌ মরউঁ।
জিউ ন পিয়ার[৭] মরৈ[৮] কা ডরউঁ॥
খিনহিঁ[৯] উঠৈ খিন[১০] বূড়ৈ অস হিয় কঁৱল সঁকেত।
হীরামনহিঁ বুলারহি[১১] সখী গহন[১২] জিউ লেত॥

সূর্যের নাম শুনে কমল বিকশিত হয়ে উঠল, আর ভ্রমর ফিরে এল মধুগন্ধের লোভে। শরৎকালীন চন্দ্রসদৃশ তাঁর মুখ যখন উদ্ঘাটিত হল খঞ্জন পাখীর মতো চোখ দুটো লীলায়িত হয়ে উঠল। বিরহবেদনায় তাঁর মুখে কথা সরছিল না, জীবন নিঙড়ে মরণের আর্তি প্রকাশ পাচ্ছিল। দারুণ বিরহ-পেষণে তাঁর হৃদয় কম্পিত হচ্ছিল, বেদনাবন্ধন থেকে তা মুক্তি পাচ্ছিল না। ব্যথার সমুদ্রতরঙ্গে প্রহৃত হয়ে তাঁর নয়ন বিঘূর্ণিত এবং মুখ বাক্যহীন হয়ে রইল। বেদনার ঢেউ একের পর এক ধেয়ে এল, সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে জীবন যেন তল পাচ্ছিল না। (পদ্মাবতী বলে উঠলেন)—"সখী, বিষ এনে দাও তো মরি, জীবন যেখানে কাম্য নয় সেখানে মরতে কিসের ভয়?

(বিরহের তরঙ্গাঘাতে) প্রাণ কখনও উঠছে আবার কখনও ডুবছে, —হৃদপদ্মের এমনই সঙ্কটময় অবস্থা। হে সখী, হীরামনকে ডেকে পাঠাও, সূর্যগ্রহণে (অর্থাৎ রত্নসেনের অদর্শনে) জীবন যেতে বসেছে।"

১ জীভ
২ দারুন বিরহ দাহ
৩ উদক
৪ বাচ
৫ সুঠি
৬ পৈ
৭ পেট
৮ মরন
৯ খনহিঁ
১০ খন
১১ বুলারহু
১২ বিরহ

১৪

চেরী ধায় সুনত খিন[১] ধাঈ।
হীরামন লেই আঈঁ বোলাঈ[২] ॥
জনহু বৈদ ওখদ লেই আৱা।
রোগিয়া রোগ মরত জিউ পারা ॥
সুনত অসীস নৈন ধনি[৩] খোলে।
বিরহ-বৈন কোকিল জিমি বোলে ॥
কঁৱলহি বিরহ-বিথা জস বাঢ়ী।
কেসর-বরন পীয়র[৪] হিয় গাঢ়ী[৫] ॥
কিত[৬] কঁৱলহি ভা পেম[৭] অঁকুরূ।
জো পৈ গহন লেহি[৮] দিন সূরূ ॥
পুরইনি-ছাঁহ কঁৱল কৈ[৯] করী।
সকল[১০] বিথা সুনি অস তুম[১১] হরী ॥
পুরুষ গঁভীর ন বোলহিঁ কাহূ।
জো বোলহিঁ তৌ ঔর[১২] নিবাহূ ॥
এতনৈ[১৩] বোল কহত মুখ পুনি হোই গঈ অচেত।
পুনি কো[১৪] চেত সঁভারৈ উহৈ কহত[১৫] মুখ সেত ॥

এ কথা শুনে পরিচারিকা এবং ধাত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে হীরামনকে ডেকে নিয়ে এল। এ যেন বৈদ্য ওষুধ নিয়ে আসতেই মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ফিরে পেল। আশীর্বাদ-মন্ত্র শুনে পদ্মাবতী নয়ন উন্মীলিত করলেন, কোকিলকণ্ঠে বিরহবচন উচ্চারণ করলেন। "কমলের বুকে যখন বিরহ বেদনা বেড়ে ওঠে তখন তার হৃদয়ের পরাগ হয়ে ওঠে পীতবর্ণের। দিবসের সূর্য যদি গ্রহণে ঢাকা পড়ে তবে কেমন করে পদ্মের প্রেম অঙ্কুরিত হবে? পদ্মপাতা কমলকলিকে যেমন আশ্রয় দেয়, তুমিও তেমনি আমার বেদনা শুনে তার উপসম করেছ। বিজ্ঞলোক কাউকে মনের কথা বলে না, যাকে বলে সে ঠিক উপায় করে দেয়।"

পদ্মাবতী নিজ মুখে এতটা কথা বলে আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। কে আবার তাঁর চেতনা সম্পাদন করবে? এই কথা বলার পর তাঁর মুখ শ্বেতবর্ণের হয়ে গেল।

১ উঠি
২ হীরামনিহিঁ বোলি লৈ আঈ
৩ ধন
৪ পীর
৫ কাঢ়ী
৬ কত
৭ পীর
৮ লীহ
৯ কী
১০ সুরিজি
১১ মন
১২ ওত
১৩ ইতনা
১৪ কৈ
১৫ বকুর

১৫

ঔর দগধ[১] কা কহোঁ অপারা।
সতী সো[২] জরৈ কঠিন অস ঝারা ॥
হোই হনুবংত পৈঠ হৈ[৩] কোঈ।
লংকা দাহু লাগু করৈ[৪] সোঈ[৫] ॥
লংকা বুঝী আগি জো লাগী।
য়হ ন বুঝাই আঁচ বজ্রাগী[৬] ॥
জনহু অগিনি কে উঠহিঁ পহারা।
ঔ[৭] সব লাগহিঁ অংগ অঁগারা ॥
কটি কটি মাঁসু সরাগ পিরোৱা।
রকত কৈ আঁসু মাঁসু সব রোৱা ॥
খিন এক বার[৮] মাঁসু অস ভূঁজা।
খিনহিঁ চবাই[৯] সিংঘ অস গূঁজা ॥
এহি রে দগধ হুঁত[১০] উতিম মরীজৈ।
দগধ ন সহিয়[১১] জীউ বরু দীজৈ ॥
জহঁ লগি চন্দন মলয়গিরি ঔ সায়র সব নীর।
সব মিলি আই বুঝাৱহিঁ বুঝৈ ন আগি সরীর ॥

তাঁর অপার দহনজ্বালার কথা আর কি বর্ণনা করব? যে চিতায় সতী হয়ে দগ্ধ হয় সে এমন কঠিন জ্বালা সহ্য করে। হনুমান রূপে কেউ প্রবেশ করে (তাঁর হৃদয়ে) লঙ্কাকাণ্ডের আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। লঙ্কায় যে আগুন লেগেছিল তা নেভানো গিয়েছিল, কিন্তু এ আগুনের আঁচ বজ্রাগ্নি তুল্য, তা নেভানো যায় না। এ যেন এক অগ্নিপর্বতের উত্থান,—তাঁর প্রতি অঙ্গের অঙ্গারে যেন সেই আগুন লেগে গেছে। তাঁর দেহের মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে যেন শলাকাবিদ্ধ করা হয়েছে, মাংস থেকে রক্তের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কখনও বিরহের আগুনে তাঁর মাংসের কাবাব হচ্ছে, কখনও বিরহ সিংহের মতো তা চিবোতে চিবোতে গর্জন করছে। এভাবে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এই দহন অসহ্য, এর চেয়ে জীবনদান শ্রেয়।

মলয়পর্বতের সমস্ত চন্দন এবং সমুদ্রের সব জল একত্র হয়ে যদি এই আগুন নেভাতে আসে তবু এই শরীরের আগুন নেভানো সম্ভব নয়।

১ উয়ক দাহ
২ জো
৩ হিয়
৪ তস
৫ হোই
৬ তস উপনি বজাগী
৭ হোই
৮ খন রকতার
৯ খনহিঁ চিয়ায়
১০ তে
১১ সহিত

১৬

হীরামন জো দেখেসি নারী।
প্রীতি-বেল[১] উপনী হিয়-বারী॥
কহেসি কস ন তুম্হ হোহু দুহেলী[২]।
অরুঝী পেম জো পীতম বেলী[৩]॥
প্রীতি-বেলি জিনি অরুঝৈ[৪] কোঈ।
অরুঝৈ মুএ[৫] ন ছুটৈ সোঈ॥
প্রীতি-বেলি ঐসৈ তন ডাঢ়া।
পলুহত সুখ বাঢ়ত দুখ বাঢ়া॥
প্রীতি-বেলি কৈ অমর কো বোঈ।
দিন দিন বঢ়ৈ ছীন[৬] নহিঁ হোঈ॥
প্রীতি-বেলি সঁগ বিরহ অপারা।
সরগ পতার জরৈ তেহিঁ ঝারা॥
প্রীতি অকেলি বেলি চঢ়ি[৭] ছাৱা।
দুসর বেলি ন সঁচরৈ পারা॥
প্রীতি-বেলি অরুঝৈ[৮] জব তব সুছাঁহ[৯] সুখ-সাখ।
মিলৈ পিরীতম আই কৈ দাখ-বেলি রস চাখ॥

হীরামন এই রমণীকে দেখেই বুঝতে পারল যে প্রেমলতা এঁর হৃদয়ের উপবনে উৎপন্ন হয়েছে। সে বলল, "তুমি বেদনার্ত না হবে কেন? তুমি যে প্রিয়তমের প্রেমলতায় আবদ্ধ হয়েছ। পিরিতির ফাঁসে কেউ যেন এমন করে না জড়িয়ে পড়ে। যে-ই জড়াবে, মৃত্যু ছাড়া তার মুক্তি নেই। পিরিতিলতা এমনভাবে দেহকে দগ্ধ করে যে এ পল্লবিত হলে সুখও বাড়ে আবার দুঃখও বাড়ে। কে এই অমর পিরিতি-লতা বপন করেছিল, তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, কখনও ক্ষীণ হচ্ছে না? প্রেম-লতিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অপার বিরহ; এরই আগুনে স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্রই বহ্নিমান। প্রেমলতা আপনি আপনি জন্মায় এবং বাড়তে থাকে, এমন আর কোনো লতাই বাড়ে না।

যখন কেউ প্রেমের লতাকুঞ্জে ধরা পড়ে তখন সে সুখের পল্লবছায়া লাভ করে। আর যখন প্রিয়তমা সেখানে এসে মিলিত হয় তখন প্রেমিক দ্রাক্ষারসের আস্বাদ পায়।"

১ বোলি
২ কহেসি কি তুম কস হোই দুহেলী
৩ উরঝী পেম প্রীতি কৈ বেলী
৪ উরঝৈ
৫ উরঝা মুএহ
৬ খীন
৭ জেহি
৮ উরঝায়
৯ সো জন

১৭

পদমাৱতি উঠি টেকৈ পায়া।
তুম্হ হুঁত দেখৌঁ পীতম ছায়া॥
কহত লাজ ঔ[১] রহৈ[২] ন জীউ।
এক দিসি আগি দুসর দিসি সীউ[৩]॥
সুর উদয়গিরি চঢ়ত ভুলানা।
গহনৈ গহা কঁৱল কুঁভিলানা॥
ওহট হোই মরৌঁ[৪] তৌ[৫] ঝূরী।
য়হ সুঠি মরৌঁ[৬] জো নিয়র ন[৭] দূরী॥
ঘট মহঁ নিকট বিকট হোই[৮] মেরু।
মিলহি ন মিলে[৯] পরা তস ফেরু॥
তুম্হ সো মোর খেৱক[১০] গুরু দেৱা।
উতরৌঁ পার তেহী বিধি সেৱা॥
দমনহি নলহিঁ[১১] জো[১২] হংস মেরাৱা।
তুম্হ[১৩] হীরামন নাৱঁ কহাৱা॥
মূরি সজীবন দূরি হৈ[১৪] সালৈ সকতী বানু।
প্রাণ মুকুত অব হোত হৈ বেগি দেখাৱহু ভানু[১৫]

পদ্মাবতী উঠে (শুকের) পাদস্পর্শ করে বললেন, "তোমার (মনের) ভিতর আমি প্রিয়তমের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। বলতে লজ্জা করে, অথচ না বললেও বাঁচি না, এ যেন একদিকে আগুন, অন্যদিকে তুষার। সূর্য উদয়গিরিতে উঠতে ভুলে গেছে; রাহু তাকে কবলস্থ করেছে, এদিকে কমল শুকিয়ে গেল। তাঁর জন্য দূর থেকেই আমি কেঁদে মরছি, এর চেয়ে নিকটে থেকে মরাই ভাল। দুজনে কাছাকাছি এসেও মেরু-ব্যবধান রয়ে গেল; তিনি কাছে এসেও পৌছতে পারলেন না—পথে এতই বিঘ্ন। তুমি আমার নেয়ে, আমার গুরু, আমার দেবতা! এমন করে আমাকে নিয়ে চল যাতে তীরে পৌছতে পারি। দময়ন্তী ও নলকে মিলিত করেছিল যেমন হংস, তোমার হীরামন নামও তেমনি জগতে প্রসিদ্ধ হোক।

আমার সঞ্জীবনী লতা দূরেই আছে। শক্তিশেল আমাকে বিদ্ধ করছে। আমার প্রাণ এখন দেহমুক্তির অপেক্ষায়, দ্রুত আমাকে সূর্যদর্শন করাও।"

১ উঅ
২ হিয়ে
৩ পীউ
৪ তৌ মরৌঁ
৫ ন
৬ মরন
৭ নিয়রেহিঁ
৮ ভা
৯ মিলত ন মিলা
১০ সেবক
১১ নল
১২ জস
১৩ তব
১৪ অতি
১৫ আন

১৮

হীরামন ভুই ধরা লিলাট্।
তুম্হ রানী জুগ সুখ-পাট্॥
জেহি কে হাথ সজীবন মূরী।
সো জানিয়[1] অব নাহীঁ দূরী॥
পিতা তুম্হার রাজ কর ভোগী।
পূজৈ বিপ্র মরাবৈ জোগী॥
পৌরি পৌরি[2] কোতরার জো বৈঠা।
পেমক লুবুধ সুরঁগ হোই পৈঠা॥
চঢ়ত রৈনি গঢ় হোইগা ভোরূ।
আরত বার ধরা কৈ[3] চোরূ॥
অব লেই গএ দেই[4] ওহি সূরী।
তেহি সৌঁ[5] অগাহ[6] বিথা তুম্হ পূরী॥
অব তুম্হ জিউ কায়া রহ জোগী।
কয়া ক রোগ জানু পৈ রোগী॥
রূপ তুম্হার জীউ[7] কৈ[8] পিংড কমারা[9] ফেরি।
আপু হেরাই রহা তেহি[10] কাল ন পারৈ হেরি॥

হীরামন ভূমিতে ললাট ন্যস্ত করে বলল, "হে রাজকন্যা, তুমি যুগ যুগ সুখ-সিংহাসনে থাক। যাঁর হাতে তোমার সঞ্জীবনী লতা আছে, তিনি এখন আর বেশী দূরে নেই জেনো। তোমার পিতা রাজ্যভোগ করছেন; তিনি ব্রাহ্মণকে পূজা করেন, কিন্তু যোগীদের হত্যা করছেন। দুয়ারে দুয়ারে যদিও কোতোয়ালের পাহারা, প্রেমলুব্ধ সুড়ঙ্গপথে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। নিশীথে দুর্গে উঠতে উঠতে ভোর হয়ে গেছে, দ্বারপথে আসতে গিয়ে চোর বলে ধরা পড়েছেন। এখন তাঁকে শূলে দেবার জন্য নিয়ে গেছে; আর সেই কারণেই তোমার হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠেছে। এখন তুমিই সেই যোগীদেহের জীবন। রোগী এখন জানে কি তার রোগ।

তোমার রূপের মধ্যে নিজ জীবন অর্পণ করে তিনি নবকলেবর লাভ করেছেন। তিনি এখন নিজেকে হারিয়ে বসে আছেন, মৃত্যুও তাঁকে খুঁজে পায় নি।"

১ জোগী
২ পন্থ
৩ কহি
৪ লেন গএ
৫ তে
৬ জাও
৭ রূপৈ
৮ জিয়
৯ পিণ্ডক মালা
১০ তহাঁ

১৯

হীরামন জো বাত য়হ কহী।
সূর[1] কৈ গহন চাঁদ তব গহী॥
সূর[2] কে দুখ সোঁ সসি ভই[3] দুখী।
সো কিত দুখ মানৈ করমুখী॥
অব জৌ জোগি মরৈ মোহি নেহা।
মোহি ওহি সাথ ধরতি গগনেহা॥
রহৈ ত করৌঁ জনম ভরি সেবা।
চলৈ ত য়হ জিউ সাথ পরেবা॥
কহেসি কি কৌন করা হৈ সোঈ[4]।
পর-কায়া পরবেস জো হোঈ॥
পলটি সো পন্থ কৌন বিধি খেলা।
চেলা গুরূ গুরূ ভা[5] চেলা॥
কৌন খণ্ড অস[6] রহা লুকাঈ।
আবৈ কাল হেরি ফিরি জাঈ॥
চেলা সিদ্ধি সো পাবৈ গুরূ সোঁ করৈ অছেদ।
গুরূ করৈ জো কিরপা, পাবৈ[7] চেলা ভেদ॥

হীরামন যখন এই কথা জানাল তখন সূর্যের গ্রহণ চাঁদেও লাগল। সূর্যের বেদনায় তাই চাঁদও আর্ত হল। দুঃখে কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ, তিনি তাহলে কতখানি বেদনা সহ্য করলেন! তিনি (পদ্মাবতী) বললেন, "আমার প্রেমে যদি এখন ওই যোগীকে মরতে হয় তবে আমিও ওঁরই সঙ্গে থাকব,—তা সে মর্ত্যেই হোক অথবা স্বর্গেই হোক। যদি তিনি বেঁচে থাকেন তাহলে সারা জন্ম ভরে তাঁর সেবা করব; আর যদি চলে যান তাহলে আমার প্রাণও তাঁর সঙ্গিনী হয়ে উড়ে যাবে।" তিনি শুককে বললেন, "কি ভাবে যোগসাধনা করলে অপরের দেহে নিজে প্রবেশ করা যায়, বল। কেমন করে ঘুরে যায় সেই উল্টোসাধনার পথ, যাতে শিষ্য হয়ে ওঠে গুরু আর গুরু হয়ে যায় শিষ্য? কোন্‌খানে এমন করে লুকিয়ে থাকা যায়, যাতে স্বয়ং মৃত্যুও এসে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়?"

যে শিষ্য গুরুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ সে-ই সিদ্ধিলাভ করে। গুরু যখন কৃপা করেন তখনই শিষ্য এ রহস্য ভেদ করতে পারে।

১ সুরিজ
২ সুরিজ
৩ হোই
৪ কৌন সো করনী কেহি কর সোঈ
৫ হোই
৬ সো
৭ কহৈ সো

২০

অমু[১] রানী তুম গুরু রহ চেলা।
মোহি বুঝহু[২] কৈ[৩] সিদ্ধ নবেঁলা॥
তুম্হ চেলা কহঁ পরসন ভঈ।
দরসন[৪] দেই মঁডপ চলি গঈ॥
রূপ গুরু কর চেলৈ ডীঠা[৫]।
চিত সমাই হোই চিত্র পঈঠা[৬]॥
জীউ কাঢ়ি লই তুম্হ অপসঈ।
রহ ভা কয়া জীউ তুম্হ ভঈ॥
কয়া জো লাগ ধূপ ঔ সীউ।
কয়া ন জান জান পৈ জীউ॥
ভোগ তুমহার মিলা ওহি জাঈ।
জো[৭] ওহি[৮] বিথা সো তুম্হ কহঁ আঈ॥
তুম ওহিকে ঘট রহ তুম মাহাঁ।
কাল কহাঁ পাবৈ রহ ছাহাঁ[৯]॥
অস রহ জোগী অমর ভা পর-কায়া-পরবেস।
আবৈ কাল গুরুহি তহঁ দেখি[১০] সো করৈ অদেস॥

"হে রাজকন্তা, তুমিই তাঁর গুরু আর তিনিই তোমার শিষ্য। আমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছ যেন আমি এ পথে নতুন সিদ্ধিলাভ করেছি। তুমি শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দেবার জন্য মন্দিরে গিয়েছিলে। গুরুর রূপ দর্শনে শিষ্যের চিত্তে সেই রূপ চিত্রের ন্যায় প্রবিষ্ট হল। তাঁর প্রাণ কেড়ে নিয়ে তুমি যখন অপসৃত হলে তখন তাঁর দেহটুকু অবশিষ্ট রইল, আর তুমি হলে তাঁর জীবন। দেহে যখন রোদ এবং তুষার লাগে তখন তা দেহ বোঝে না, বোঝে আত্মা। তোমার যা কিছু ভোগ তা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, আর তাঁর যত কিছু বেদনা তোমার নিকটে এসে দেখা দিল। তুমি যেমন তাঁর দেহঘটে রয়েছ, তিনিও তোমার মধ্যে বর্তমান। কেমন করে মৃত্যু তাঁর ছায়া স্পর্শ করবে?"

এইভাবে সেই যোগী অন্যের দেহে প্রবেশ করে অমর হয়ে গেলেন। এখন মৃত্যু এলে, সে দেখতে পাবে গুরুকে ও তাঁকে প্রণাম করবে।

১ অস
২ পূঁছো
৩ কয়ি
৪ দরসন
৫ দীঠা
৬ বঈঠা
৭ ওহি
৮ কৈ
৯ কাল ন চাপৈ পাবৈ ছাহাঁ
১০ আব কাল জব দেখৈ ফিরৈ

২১

সুনি জোগী কৈ অমর করনী।
নেবরী বিথা বিরহ কৈ মরনী॥
কবঁল-করী হোই বিগসা জীউ।
জনু রবি দেখ ছুটি গা সীউ॥
জো অস[১] সিদ্ধ কো মারৈ পারা।
নিপুরুষ তেই জরৈ হোই ছারা[২]॥
কহৌ জাই অব মোর সঁদেসূ।
তজো জোগ অব হোহু নরেসূ॥
জিনি জানহু হৌঁ তুম্হ সো দূরী।
নৈনহু মঁঝ গড়ী রহ সূরী॥
তুম্হ পরসেদ[৩] ঘটে[৪] ঘট কেরা।
মোহিঁ ঘট জীউ ঘটত নহিঁ বেরা॥
তুম্হ কহঁ পাট হিয়ে মহঁ[৫] সাজা।
অব তুম মোর দুহুঁ জগ রাজা॥
জৌঁ রে জিয়হি মিলি গর রহহিঁ[৬] মরহি তো একৈ দোউ।
তুম্হ জিয় কহঁ জিনি হোই কিছু[৭] মোহিঁ জিউ হোউ সো হোউ॥

যোগীর এইভাবে অমর হবার কথা শুনে পদ্মাবতীর হৃদয় থেকে মৃত্যুজনিত বিরহবেদনা অন্তর্হিত হয়ে গেল। কমল কলিকার প্রাণ বিকশিত হয়ে উঠল। যেন সূর্যালোক দেখে হিমানী অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন—"যে এমন সিদ্ধযোগী তাঁকে কে মারতে পারে? কাপুরুষরা তাঁর আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার বার্তা বল, 'যোগ ত্যাগ করে এবার তুমি রাজা হয়ে দেখা দাও। এ কথা ভেব না যে, আমি তোমার কাছ থেকে দূরে। আমার নয়নের মাঝখানে তোমার জন্য নির্দিষ্ট শূল প্রোথিত হয়ে আছে। যদি তোমার দেহঘট থেকে একবিন্দু ঘামও ঝরে, আমার দেহঘট থেকে প্রাণ বের হতে একটুও বিলম্ব হবে না। আমার হৃদয় জুড়ে সাজিয়ে রেখেছি তোমার সিংহাসন। (ইহলোক পরলোক) দুইলোকে এখন তুমিই আমার রাজা।

যদি আমরা বাঁচি, দুজনে একসঙ্গে মিলিত হয়ে বেঁচে থাকব; আর যদি মরি তো একসঙ্গে মরব। তোমার জীবনে যেন কিছু অঘটন না ঘটে, আমার জীবনে যা হবার তা হোক'।"

১ তা
২ সাঁউ রস তঈঁ জো হোয় ছারা
৩ পসেব
৪ গিরে
৫ মৈঁ
৬ মিলি কেলি করহিঁ
৭ তুম্হরে জিয়হি জনি হোউ কছু

১

বাঁধি তপা আনে জহঁ সূরী।
জুরে আই সব সিংঘল পূরী ॥
পহিলে গুরুহি দেই[১] কহঁ আনা।
দেখি রূপ সব কোই পছিতানা ॥
লোগ কহহিঁ য়হ হোই ন জোগী।
রাজকুঁবর কোঈ অহৈ বিয়োগী[২] ॥
কাহুহি লাগি ভএউ হৈ তাপা।
হিয়ে সো মাল করহু[৩] মুখ জপা ॥
জস মারৈ কহঁ বাজা তূরূ।
সূরী দেখি হঁসা মংসূরূ ॥
চমকে দসন ভএউ উজিয়ারা।
জো জহঁ তহাঁ বীজু অস মারা ॥
জোগী কের করহু পৈ খোজূ।
মকু য়হ হোই ন রাজা ভোজূ ॥
সব পূছহিঁ কহু জোগী জাতি জনম ঔ নাঁব[৪]।
জহাঁ ঠাঁর রোবৈ কর হঁসা সো কহু কেহি ভাব[৫] ॥

বন্দী তপস্বীদের যখন শূলে দেবার জন্য আনা হল তখন সেখানে সিংহল নগরের সকলে এসে একত্রিত হল। প্রথমে গুরুকে (রত্নসেনকে) শূলে দেবার জন্য আনা হল। তাঁর রূপ দেখে সকলে পরিতাপ করতে লাগল। লোকেরা বলল, "এ যোগী হতে পারে না, এ কোনো বিরহী রাজকুমার হবে। কাউকে পাবার জন্য এ তপস্বী হয়েছে; বুকে মালা ধারণ করে মুখে নাম জপ করছে। যখন বধ করার জন্য দুন্দুভি বাজতে লাগল, শূল দেখে রাজা মনসুরের মতো হাসলেন। তাঁর দন্তপংক্তি বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—(তা দেখে) সেখানে যারা ছিল সকলেই তড়িতাহত হল। (সবাই বলল), "এ যোগীর পরিচয় সন্ধান করা উচিত। মনে হচ্ছে, রাজা ভোজ না হন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "হে যোগী, বল, কি তোমার জাত, কোথায় জন্ম এবং কি নাম? যেখানে সকলেই কাঁদে, সেখানে তুমি হাসছ,—বল কি তোমার মনের ভাব?"

১ গুরুদেব
২ রাজ কুঁঅর আহি কোউ জোগী
৩ কিএ
৪ নাউঁ
৫ ভাউ

২

কা পূছহু অব জাতি হমারী।
হম জোগী ঔ তপা ভিখারী ॥
জোগিহি কৌন জাতি হো রাজা[১]।
গারি ন কোহ মারি নহিঁ লাজা ॥
নিলজ ভিখারি লাজ জেই খোঈ।
তেহি কে খোজ পরৈ জিনি কোঈ ॥
জাকর জীউ[২] মরৈ পর বসা।
সূরী দেখি সো কস নহিঁ হঁসা ॥
আজু নেহ সৌঁ হোই নিবেরা।
আজু পুহুমি[৩] তজি গগন বসেরা ॥
আজু কয়া-পীঞ্জর[৪] বঁদি টূটা।
আজুহিঁ প্রান[৫]-পরেবা ছুটা ॥
আজু নেহ সৌঁ হোই নিনারা[৬]।
আজু প্রেম-সঁগ চলা পিয়ারা ॥
আজু অরধি সির[৭] পহুঁচী কিএ জাহু মুখ রাত।
বেগি হোহু মোহিঁ মারহু জিনি-চালহু য়হ[৮] বাত ॥

(রত্নসেন বললেন,) "এখন আর আমার জাতিকুল জিজ্ঞাসা করছ কেন? আমি যোগী এবং ভিক্ষুক তপস্বী। হে রাজা, যোগীদের আবার জাত কিসের? গালি দিলে তারা রাগ করে না, মারলেও তারা লজ্জা পায় না। যে নিলাজ ভিক্ষুক লজ্জা ত্যাগ করেছে তার পরিচয় অনুসন্ধানে কোনো দরকার নেই। যার জীবন মরণের উপর অধিষ্ঠিত, শূল দেখে সে না হাসবে কেন? আজ তার প্রেমের নিবৃত্তি হবে। আজ সে পৃথিবী ছেড়ে গগনে বাস করবে। আজ দেহ-পিঞ্জরের বন্দীদশা ঘুচে প্রাণপাখী মুক্তি লাভ করবে। আজ প্রেম কায়ামুক্ত হবে, এবং আজই প্রেমের সঙ্গে প্রিয়তম (আত্মা) চলে যাবে।

আজ শিয়রে শমন উপস্থিত। রক্তিম মুখ নিয়ে চলে যাচ্ছি। দ্রুত আমাকে হত্যা কর। এসব কথা জিজ্ঞাসা কর না।"

১ জোগী জাতি কৌন হো রাজা
২ জীউ
৩ ভূমি
৪ পঞ্জর
৫ পরাণ
৬ নিয়ারা
৭ সো
৮ কছু

৩

কহেহ্নি সঁৱরূ জেহি চাহসি সঁৱরা।
হম তোহি করহিঁ কেত কর ভঁৱরা॥
কহেসি ওহি সঁৱরৌঁ হরি ফেরা।
মুএ জিয়ত আহৌঁ জেহি কেরা॥
ঔ সঁৱরৌঁ পদমাৱতি রামা।
য়হ জিউ নেৱছাৱরি জেহি[১] নামা॥
রকত ক বূঁদ কয়া জস[২] অহহী।
পদমাৱতি পদমাৱতি কহহী॥
রহৈ ত বূঁদ বূঁদ মহঁ ঠাউঁ।
পরৈ ত সোঈ লেই লেই নাউঁ॥
রোৱ রোৱ[৩] তন তাসোঁ ওধা।
সূতহি সূত[৪] বেধি জিউ সোধা॥
হাড়হি হাড়[৫] সবদ সো হোঈ।
নস নস মাঁহ উঠৈ ধুনি সোঈ॥
জাগা বিরহ তহাঁ কা[৬] গূদ মাঁসু কৈ হান।
হৌঁ পুনি সাঁচা হোই রহা ওহি[৭] কে রূপ সমান॥

(তারা বলল,) "এখন যার নাম ইচ্ছে হয় স্মরণ কর। কেতকি-কণ্টক-বিদ্ধ ভ্রমরের মতো আমরা তোমাকে শূলবিদ্ধ করছি।

(রাজা রত্নসেন) বললেন, "আমি তাকেই অনুক্ষণ স্মরণ করছি যার সঙ্গে আমার জীবন ও মৃত্যু জড়িত হয়ে আছে। আমি স্মরণ করছি সেই রমণী পদ্মাবতীকে, যার নামে আমার এই জীবন নিবেদিত। আমার দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু 'পদ্মাবতী পদ্মাবতী' উচ্চারণ করছে। বেঁচে থাকি তো প্রতি রক্তবিন্দুতে সে (পদ্মাবতী) অবস্থান করবে, আর যদি লুটিয়ে পড়ি তাহলে তারই নাম নিতে নিতে (মৃত্যুবরণ করব)। দেহের প্রতিটি লোম তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, যেন তার সঙ্গে সূত্রবন্ধনে জীবন শুদ্ধ হয়ে আছে। হাড়ের মধ্যে তারই নামের শব্দ হচ্ছে, প্রতি শিরায় শিরায় উঠছে তারই নামের সঙ্গীত।

যেখানে বিরহ জেগে উঠেছে সেখানে অস্থিমাংস-ক্ষয়ে কি এমন ক্ষতি? আমি সেই ছাঁচ বা আধার যা তার রূপকে ধারণ করে আছে।

১ জেহি
২ জত
৩ রোম রোম
৪ সোতহি সোত
৫ হাড় হাড় মহঁ
৬ যাহ বিরহ গা তাকর
৭ আদি

৪

জোগিহি জবহিঁ গাড় অস পরা।
মহাদেৱ কর আসন টরা॥
রৈ[১] হঁসি পারবতী সোঁ কহা।
জানহুঁ সূর গহন অস গহা॥
আজু চঢ়ে গঢ় উপর তপা।
রাজৈ গহা সূর তব[২] ছপা॥
জগ দেখৈ গা কৌতুক আজু।
কীহ্ন[৩] তপা মারৈ কহঁ[৪] সাজু॥
পারবতী সুনি পাঁয়হ্ন পরী।
চলি[৫] মহেস দেখৈঁ এহি[৬] ঘরী॥
ভেস ভাঁট ভাটিনি কর কীহ্না।
ঔ হনুবন্ত বীর সঁগ লীহ্না॥
আএ গুপুত হোই দেখন লাগী।
রহ মুরতি কস সতী সভাগী॥
কটক অসূঝ দেখি কৈ রাজা গরব করেই।
দেউ ক দসা[৭] ন দেখৈ দহুঁ কা কহঁ জয় দেই॥

যখন যোগী এই সংকটে পড়লেন তখন মহাদেবের আসন টলে উঠল। তিনি মৃদু হেসে পার্বতীকে বললেন, "মনে হচ্ছে সূর্যে গ্রহণ লেগেছে। আজ যোগীরা দুর্গ চড়াও হয়েছে। রাজার কবলে পড়ে সূর্য গ্রস্ত হয়েছে। জগতে আজ এক কৌতুকদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। যোগীকে মারবার জন্য আয়োজন করা হয়েছে।" পার্বতী একথা শুনে মহেশের পায়ে পড়ে বললেন, "এখনই চল, সেখানে গিয়ে দেখি। তাঁরা ভাট এবং ভাটিনীর বেশ ধারণ করে বীর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে রত্নসেনের সত্য ও ভাগ্যপরীক্ষা দেখতে উপস্থিত হলেন।

গন্ধর্বসেন তাঁর অসংখ্য সেনা দেখে গর্বিত হয়ে পড়লেন। তাই যাঁদের দেখে তাঁর জয়ধ্বনি করা উচিত ছিল, তিনি সেই দেবতাদের আবির্ভাব দেখতে পেলেন না।

১ ও
২ জস
৩ রহী
৪ কর
৫ চলু
৬ এক
৭ দই কী দিসা

৫

আসন লেই[১] রহা হোই তপা।
পদমারতি পদমারতি জপা॥
মন সমাধি তাসোঁ ধুনি লাগী।
জেহি দরসন কারন বৈরাগী॥
রহা সমাই রূপ ঔ নাউঁ।
ঔর ন সূঝ বার জহঁ জাউঁ॥
ঔ মহেস কহঁ করৌঁ অদেসূ।
জেই য়হ পন্থ দীহ্ন উপদেসূ॥
পারবতী পুনি[২] সত্য সরাহা।
ঔ ফিরি মুখ মহেস কর চাহা॥
হিয় মহেস জোঁ কহৈ মহেসী।
কিত[৩] সির নারহিঁ এ পরদেসী॥
মরনহু লীহ্ন তুম্হারহি নাউঁ।
তুম্হ চিত কিএ রহে এহি ঠাউঁ॥
মারত হী[৪] পরদেসী[৫] রাখি লেহু এহি বীর[৬]।
কোই কাহু[৭] কর নাহীঁ জো হোই চলৈ ন তীর[৮]॥

যোগী যোগাসন গ্রহণ করে 'পদ্মাবতী পদ্মাবতী' বলে নাম জপ করতে লাগলেন। যাকে দর্শনের জন্য তিনি বৈরাগী হয়েছেন তার প্রতি তাঁর একাগ্রচিত্ত সমাহিত হল। তিনি বললেন, "তার (পদ্মাবতীর) রূপ ও নাম আমার চিত্তকে অধিকার করে আছে। আর কোনো দরজা দেখতে পাচ্ছি না যেখানে যেতে পারি। সেই মহেশের উদ্দেশে আমি প্রণাম নিবেদন করছি, যিনি আমাকে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন।" পার্বতী তখন তাঁর সত্যরক্ষার জন্য মহেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন, "যদি তুমি এর হৃদয়ে রয়েছ, তাহলে এই বিদেশী মাথা নত করে আছে কেন? মরণকালে যে তোমার নাম নিচ্ছে, তোমার চিত্ত কেমন করে এখানে স্থির হয়ে আছে?

এরা পরদেশীকে হত্যা করছে। এই বীরকে তুমি রক্ষা কর। একজন যদি অপরকে তীরে না নিয়ে যায় তবে তো কেউই কারোর নয়।

১ মারি
২ রুনি
৩ কেহি
৪ হৈঁ
৫ পরদেসিহিঁ
৬ বের
৭ রা
৮ জো চালৈ রহি টৈর

৬

লেই সঁদেস সুঅটা গা তহাঁ।
সূরী দেহিঁ রতন কহঁ জহাঁ॥
দেখি রতন হীরামন রোরা।
রাজা জিউ লোগন্হ হঠি খোরা॥
দেখি রুদন হীরামন কেরা।
রোরহিঁ সব রাজা মুখ হেরা॥
মাঁগহিঁ সব বিধিনা সোঁ রোঈ।
কৈ উপকার ছোড়াবৈ কোঈ॥
কহি সঁদেস সব বিপতি সুনাঈ।
বিকল বহুত কিছু কহা ন[১] জাঈ॥
কাঢ়ী প্রান[২] বৈঠী লেই[৩] হাথা।
মরৈ তৌ মরৌঁ জিয়োঁ এক সাথা॥
সুনি সঁদেস রাজা তব হঁসা।
প্রান প্রান ঘট ঘট মহঁ বসা॥
সুঅটা ভাঁট দসৌঁধী ভএ জিঁউ পর এক ঠাঁর[৪]।
চলি সো জাই অব দেখ তহঁ জহঁ বৈঠা রহ রার[৫]॥

এদিকে (পদ্মাবতীর) সংবাদ নিয়ে শুক যেখানে রত্নসেনকে শূলে দেওয়া হচ্ছে সেখানে গেল। রত্নসেনকে দেখে হীরামন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "রাজাকে এই লোকেদের হঠকারিতার জন্য প্রাণ দিতে হচ্ছে।" হীরামনকে কাঁদতে দেখে সব লোকেরাও রাজার (রত্নসেনের) মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগল। সবাই বিধাতার কাছে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানাতে লাগল, "কেউ যেন এঁকে মুক্ত করে দেয়।" তখন শুক পদ্মাবতীর বিপত্তির কথা শুনিয়ে বলল, "রাজকন্যার বিকল অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনি প্রাণ হাতে করে বসে আছেন, বলছেন, 'যদি সে মরে তো আমিও মরব, যদি বাঁচি এক সাথে বাঁচব।' এই সংবাদ শুনে রাজা (রত্নসেন) স্মিত হেসে বললেন, "তার প্রাণের মধ্যে আমার প্রাণ অধিষ্ঠিত, তার দেহে আমার দেহের অধিষ্ঠান।

শুক এবং ভাট উভয়েই একসঙ্গে প্রাণ দিতে উদ্যত হয়ে পরস্পরকে বলল। "চল, যেখানে রাজা (গন্ধর্বসেন) বসে রয়েছেন সেখানে গিয়ে এবার দেখা যাক।"

১ কছু কহি নহিঁ
২ পরাণ
৩ হিয়
৪ হীরামনি জিনি সোচু করসি দেখি দুখ মোর
৫ জিয়ত জপৌ নিত নাম রহি মুএ নিবাহৌ ওর

৭

রাজা রহা দিষ্টি কৈ ঔঁধী।
রহি[১] ন সকা তব[২] ভাঁট দসৌঁধী॥
কহেসি মেলি কৈ হাথ কটারী।
পুরুষ ন আছে[৩] বৈঠ পেটারী॥
কান্হ কোপি জব[৪] মারা কংসূ।
তব জানা পুরুষ কৈ বংসূ[৫]॥
গন্ধ্রবসেন জহাঁ রিস-বাঢ়া।
জাই ভাঁট আগে ভা ঠাঢ়া॥
[illegible]না গন্ধ্রবসেন রিসাঈ।
জোগী কস ভাঁট অসাঈ॥
ঠাঢ় দেখ সব রাজা রাউ।
বাএঁ হাথ দীন্হ বরম্হাউ॥
জোগী পানি আগি তু রাজা।
আগিহি পানি জূঝ নহিঁ ছাজা॥
আগি বুঝাই পানি সোঁ জূঝু ন রাজা বূঝু।
লীন্হে খপ্পর বার তোহি[৬] মিচ্ছা দেহি ন জূঝু॥

রাজা (রত্নসেন) যখন দৃষ্টি অবনত করে রইলেন তখন সেই ভাট আর থাকতে না পেরে কাটারি হাতে বললেন, "আত্মগোপন পুরুষের শোভা পায় না। কৃষ্ণ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে কংসবধ করলেন তখনই জানা গেল তাঁর বংশ পরিচয়।" গন্ধর্বসেন যেখানে ক্রুদ্ধ হয়ে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে ভাট তাঁর সামনে দাঁড়াল। তখন গন্ধর্বসেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "যেমন যোগী তেমনি এই অসভ্য ভাট। রাজা রাজড়ারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বাঁ হাত দিয়ে এ আমাকে অভিবাদন জানাল।" ভাট বলল, "যোগী জলের ন্যায়, আর রাজা তুমি অগ্নিসদৃশ। জলের সঙ্গে আগুনের বিবাদ শোভন নয়।

জল আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এ কথা বুঝে, হে রাজা, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমার দরজায় যে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ না করে তাকে ভিক্ষে দাও।"

১ সহি
২ সো
৩ ছাজৈঁ
৪ কৈ
৫ গোকুল মাঁঝ বজাবা বংস
৬ তোরে বার খপর লিয়ে

৮

ভই[১] অজ্ঞা কো ভাঁট অভাউ[২]।
বাএঁ হাথ দেই বরম্হাউ॥
কো জোগী অস নগরী মোরী।
জো দেই সেন্ধি চঢ়ৈ গঢ় চোরী॥
ইন্দ্র ডরৈ নিতি নাবৈ মাথা।
জানত কৃস্ন সেস জেই নাথা[৩]॥
বরম্হা ডরৈ চতুর-মুখ জাসু।
ঔ পাতার ডরৈ বলি বাসু॥
মহী হলৈ ঔ চলৈ সুমেরু[৪]।
চাঁদ সুর ঔ গগন কুবেরু॥
মেঘ ডরৈ বিজুরী জেহি দীঠী।
কুরুম ডরৈ ধরতি জেহি পীঠী॥
চহৌঁ আজু মাঁগৌঁ[৫] ধরি কেসা।
ঔর কো কীট পতঙ্গ[৬] নরেসা॥
বোলা ভাঁট নরেস সুনু গরব ন ছাজা জীউ।
কুম্ভকরন কৈ খোপরী বূড়ত বাঁচা ভীউঁ॥

সিংহলের রাজা বললেন, "কে এই অজ্ঞ অশিষ্ট ভাট, এ বাঁ হাত দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করল। আমার এই নগরে কে এমন যোগী আছে যে সিঁধ দিয়ে চোরের মতো আমার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে চায়? ইন্দ্র আমার ভয়ে মাথা নত করে, এমন কি শেষনাগের প্রভু কৃষ্ণও আমাকে জানে। চতুর্মুখ ব্রহ্মাও আমার ভয়ে ভীত। পাতালে বাসুকী এবং বলীও আমাকে ভয় করে। আমার প্রতাপে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, সুমেরু সচল হয়; চন্দ্রসূর্য, আকাশ ও কুবের সকলেই বিচলিত। যে মেঘের বিদ্যুৎ-চকিত দৃষ্টি সেই মেঘ এবং যে কূর্ম ধরণীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে আছে সকলেই আমাকে ভয় করে। ইচ্ছে করলে এখনই সবাইকে কেশ আকর্ষণ করে ভিক্ষা চাওয়াতে পারি, আর এ তো সামান্য কীট-পতঙ্গ-তুল্য নরেশ।"

ভাট বলল, "হে রাজা শোনো, জীবনে গর্ব শোভা পায় না। কুম্ভকর্ণের করোটি-গহ্বরের মধ্যে ডুবতে ডুবতে ভীম কোনক্রমে বেঁচে উঠেছিলেন।"

১ মৈঁ
২ ঔ ভাউ
৩ কিন্নিসন ডরই কালি জেই নাথা
৪ ধরতি হলৈ চল মন্দর মেরু
৫ সো অব অগ্রউ
৬ ঔ কো গিণত অনেক

৯

রাবন গরব বিরোধা রামূ।
ওহী গরব ভএউ সংগ্রামূ॥
তস রাবন অস কো বরিবংডা।
জেহি দস সীস বীস ভুজদংডা॥
সূরূজ জেহি কৈ তপৈ রসোঈ।
নিতিহিঁ বসংদর ধোতী ধোঈ[১]॥
সুক সুমংতা[২] সসি মসিআরা।
পৌন করৈ নিতি বার বোহারা॥
জমহিঁ[৩] লাই কৈ পাটী বাঁধা।
রহা ন দূসর সপনে[৪] কাঁধা॥
জো অস বজ্র[৫] টরৈ নহিঁ টারা।
সোউ মুরা দুই তপসী[৬] মারা॥
নাতী পূত কোটি দস অহা।
রোবন হার ন কোঈ[৭] রহা॥
ওছ জানি কৈ কাহুহি জিনি কোই গরব করেই।
ওছে পর জো দৈউ হৈ[৮] জীতি-পত্র তেই দেই॥

"গর্ববশতঃ রাবণ রামের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন, সেই গর্বের ফলেই যুদ্ধ হয়েছিল। ব্রহ্মাণ্ডে রাবণের সমকক্ষ আর কে ছিল? তার ছিল দশ-মুণ্ড এবং বিশ হাত। সূর্য যার রান্না গরম করত, সমুদ্র নিত্য যার কাপড় পরিষ্কার করত। শুক্রাচার্য তাকে মন্ত্রণা দিতেন এবং চন্দ্র তার মশাল ধরত। পবন তার দ্বারদেশ পরিষ্কার করত। যমকে নিয়ে এসে সে খাটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। তার দোসর কেউ স্বপ্নেও ছিল না। যে এমন বজ্রের মতো অনমনীয় সেও দুই তপস্বীর হাতে মারা পড়ল। যার দশকোটি নাতিপুতি ছিল, তার জন্য চোখের জল ফেলবার কেউ রইল না।

কাউকে ছোট ভেবে কেউ যেন গর্ব না করে। দেবতা যদি দুর্বলের সহায় হন তাহলে সে-ই জয়পত্র লাভ করে।"

১ বৈসন্দর নিত ধোতী. ধোঈ
২ সোংটিয়া
৩ মীচু
৪ সপনেহ
৫ উজর
৬ তপসীকর
৭ একো
৮ ওহী পায় দঈ হোই

১০

অব জো ভাঁট উহাঁ[১] হুত আগে।
বিনৈ উঠা রাজহি রিস লাগে॥
ভাঁট অহৈ সংকর[২] কৈ কলা।
রাজা সহুঁ রাখৈ অরগলা॥
ভাঁট মীচু পৈ আপু ন[৩] দীসা।
তা কহঁ[৪] কৌন করৈ অসি রীসা॥
ভএউ রজায়সু গন্ধ্রব সেনী।
কাহে মীচু কে চঢ়ৈ নসেনী॥
কহা আনি বানী অস পঢ়ৈ[৫]।
করসি ন বুদ্ধি ভেঁট জোহি কঢ়ৈ[৬]॥
জাতি ভাঁট[৭] কিত[৮] ঔগুন লারসি।
বাএঁ হাথ রাজ বরহ্মারসি॥
ভাঁট নাবঁ কা মারৌ জীবা।
অবহুঁ বোলু নাই কৈ গীবা॥
তুঁ রে ভাঁট এ জোগী তোহি এহি কাহে ক সংগ।
কাহ ছরে অস পারা[৯] কাহ ভএউ[১০] চিত-ভংগ॥

অতঃপর রাজার সম্মুখবর্তী ভাট বিনয়ের সঙ্গে ক্রুদ্ধ রাজাকে বলল, "ভাট হল শংকরের অংশ। রাজাকে সে নিবৃত্ত করে রাখে। ভাট মৃত্যুকে সামনে দেখেও আত্মহারা হয় না। তার উপর ক্রোধ করে কোন জন?" তখন গন্ধর্বসেন জানতে চাইলেন, "কেন তুমি মরণের সিঁড়িতে চড়ছ? কি কারণে তুমি এমন বাণী উচ্চারণ করছ? অপরের যাতে উপকার হয় এমন পরামর্শ দিচ্ছ না কেন? তুমি ভাট জাতির অপমান করছ কেন? বাঁ হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করছ? যে ভাট নাম নিয়েছে তাকে প্রাণে মারব কেন? এখন ঘাড় নামিয়ে যা বলতে চাও বল।

তুমি ভাট, এ যোগী; তোমার সঙ্গে এর কিসের সম্পর্ক? এসব ছলনায় কি লাভ হবে? কেন তোমার এই চিত্তবিভ্রম?"

১ ওহা
২ ঈস্বর
৩ আপনি পৈ
৪ সো
৫ কাহে অংবানি অস ধয়ঈ।
৬ করহ বিজৈঁড ভভংত ন করঈ॥
৭ কলা
৮ কস
৯ কহাঁ ভুলায় চঢ়া বহ
১০ কহ ভয়ো

১১

জৌঁ সত পূছসি গন্ধ্রব রাজা।
সত পৈ কহৌঁ পরৈ নহিঁ[১] গাজা॥
ভাঁটহিঁ কাহ[২] মীচু সৌঁ ডরনা।
হাথ কটার পেট হনি মরনা॥
জম্বুদীপ চিতাউর দেসা[৩]।
চিত্রসেন বড় তঁহা নরেসা[৪]॥
রতনসেন য়হ তাকর বেটা।
কুল চৌহান জাই নহিঁ মেটা॥
খাঁড়ে অচল সুমেরু পহারা[৫]।
টরৈ ন জৌঁ লাগৈ সংসারা[৬]॥
দান-সুমেরু[৭] দেত নহিঁ খাঁগা।
জো ওহি মাঁগ ন ঔরহিঁ মাঁগা॥
দাহিন হাথ উঠাএউঁ তাহী।
ঔর কো অস বরম্ভারৌঁ জাহী॥
নাঁর মহাপাতর মোহিঁ তেহিক ভিখারী ঢীঠ।
জৌঁ খরি বাত কহে রিস লাগৈ কহৈ বসীঠ[৮]॥

ভাট বলল, "হে গন্ধর্ব রাজা, যখন সত্যকথা জিজ্ঞাসা করলেন, বজ্রপাতের ভয় না করে সত্যই বলব। ভাটের আবার মৃত্যুকে ভয় কি? তার হাতে যে অস্ত্র আছে তা দিয়ে সে পেটে আঘাত করে মরতে পারে। জম্বুদ্বীপে চিতোর নামে দেশ আছে। সেখানকার রাজা চিত্রসেন। এই রত্নসেন তাঁরই পুত্র। চৌহানবংশের এঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। অস্ত্রযুদ্ধে ইনি সুমেরু পর্বতের মতো অটল। সমস্ত সংসার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও ইনি বিচলিত হন না। দানে ইনি সুমেরু সদৃশ—এঁর দানে ক্ষয় নেই। যে ওঁর কাছে ভিক্ষালাভ করে তাকে আর অন্যত্র চাইতে হয় না। দক্ষিণহস্ত তুলে আমি শুধু তাঁকেই আশীর্বাদ করি; এমন আর কে আছে যাকে এমনভাবে আশীর্বাদ করব?

আমার নাম মহাপাত্র। এই ধৃষ্ট শুধু তাঁর কাছেই প্রার্থী। খর বচনে ক্রোধ উৎপন্ন হলেও দূত তা বলার অধিকারী।"

১ কিউ নহিঁ
২ কহা
৩ দেস্‌
৪ নরেহ
৫ পহারু
৬ সংসারু
৭ সমুদ্র
৮ খরি দারুন রিস লাগৈ খরি পৈ কহৈ বসীঠ

১২

ততখন পুনি[১] মহেস মন লাজা।
ভাঁট করা হোই বিনৱা রাজা॥
গন্ধ্রবসেন তূঁ রাজা মহা।
হৌঁ মহেস-মূরতি সুনু কহা॥
জো পৈ বাত হোই ভলি[২] আগে।
কহা চহিয় কা ভা রিস লাগে॥
রাজকুঁৱর য়হ হোহি ন জোগী।
সুনি পদ্মাৱতি ভএউ বিয়োগী॥
জম্বুদীপ রাজঘর বেটা।
জো হৈ লিখা সো জাই ন মেটা॥
তুম্হরহিঁ[৩] সুআ[৪] জাই ওহি আনা।
ঔ জেহি কর বর কৈ তেই মানা[৫]॥
পুনি য়হ বাত সুনী সির-লোকা।
করসি বিয়াহ ধরম হৈ[৬] তোকা॥
মাঁগৈ ভীখ খপর লেই মুএ ন ছাঁড়ৈ বার[৭]।
বূঝহু[৮] কনক কচোরী ভীখি দেহু নহিঁ মার॥

অতঃপর মহেশ্বর সলজ্জ মনে ভাটের ছদ্মবেশে পুনরায় রাজাকে সবিনয়ে বললেন, "গন্ধর্বসেন আপনি মহান রাজা। আমি মহেশমূর্তি, আমার কথা শুনুন। যে কথায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হয় সে কথাই বলা উচিত, এতে রাগের কি আছে? ইনি রাজকুমার,—যোগী নন। পদ্মাবতীর কথা শুনে ইনি বৈরাগী হয়েছেন। ইনি জম্বুদ্বীপের রাজবংশের সন্তান। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা মোছা যায় না। আপনারই শুকপাখী গিয়ে এঁকে ডেকে এনেছে, ইনি যাঁর বর হবেন তিনি এঁকে স্বীকার করেছেন। এ কথা আবার শিবলোকে সবাই শুনেছে। এঁদের বিবাহ সম্পাদন করুন, এ আপনার কর্তব্য।

ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি আপনার দ্বারে ভিক্ষা চাইতে এসেছেন। মরলেও তিনি আপনার দুয়ার ছাড়বেন না। এ কথা বুঝে ওঁর কনক পাত্রে ভিক্ষা দান করুন, এঁকে হত্যা করবেন না।"

১ হুনি
২ ভল
৩ তেরি
৪ সুৱৈ
৫ ঔ জাকর বিয়োগ তৈ মানা
৬ বড়
৭ ভীখ খপর লৈ মাঁগে মুয়হু ন ছাঁড়ে বার
৮ বুঝ জো

১৩

ওহট হোহু[১] রে ভাঁট ভিখারী।
কা তু মোহিঁ দেহিঁ[২] অসি[৩] গারী ॥
কো মোহিঁ জোগ জগত হোই পারা।
জা সহুঁ হেরোঁ জাই পতারা ॥
জোগী জতী আর জো কোঈ।
সুনতহি আসমান[৪] ভা সোঈ ॥
ভীখি লেহিঁ ফিরি মাঁগহিঁ আগে।
এ সব রৈনি রহে গঢ় লাগে ॥
জস হীংছা[৫] চাহৌ তিহ্ন[৬] দীহ্না।
নাহিঁ বেধি সূরী জিউ লীহ্না ॥
জেহি অস সাধ হোই জিউ খোরা।
সো পতঙ্গ দীপক তস রোরা ॥
সুর নর মুনি সব[৭] গন্ধ্রব দেরা।
তেহি[৮] কো গনৈ করহিঁ নিতি সেরা ॥
মোসৌ কো সররিকরৈ সুনু রে[৯] ঝুঠে ভাঁট।
ছার হোই জো চালৌঁ নিজ[১০] হস্তিন কর ঠাট ॥

(রাজা বললেন) "দূর হ' রে ভিক্ষুক ভাট। কেন তুই আমাকে এমন গালি দিচ্ছিস? এই জগতে আমার যোগ্য কে আছে? যার দিকে আমি (রেগে) তাকাই সে পাতালে পালায়। যোগী বা সন্ন্যাসী যে কেউ আসে, আমার কথা শুনে সে ত্রস্ত হয়। ভিক্ষুক হলে ভিক্ষে নিয়ে অন্যত্র ভিক্ষা করত, কিন্তু এরা সব রাত্রিকালে দুর্গ চড়াও হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে সে যা চায় সব দিতে পারি কিংবা তাকে শূলে বিদ্ধ করে জীবন নিতে পারি। যার জীবন খোয়াবার সাধ হয়েছে সে এখন দীপদগ্ধ পতঙ্গের মতো আর্তনাদ করুক। দেবতা, মানুষ, মুনি এবং গন্ধর্ব সকলেই আমার সেবা করে, কে তাকে (যোগীকে) গ্রাহ্য করে?

শোনরে, মিথ্যে ভাট, কে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে? আমার হস্তীদলকে ছেড়ে দিলে, এরা সব গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।"

১ হোহি
২ দেসি
৩ অস
৪ সুনত উরাসমান
৫ জস জেহি ইচ্ছা
৬ তস
৭ গুনি
৮ তিহ্ন
৯ রে সুমু
১০ গজ

১৪

জোগি ন হোই আহি সো ভোজূ।
জানহু ভেদ করহু সো খোজূ[১] ॥
ভারত ওই[২] জূঝ জো ওধা।
হোহিঁ সহায় আই সব জোধা ॥
মহাদের রনঘংট বজারা।
সুনি কৈ সবদ বরহ্মা চলি আরা ॥
ফনিপতি[৩] ফন পতার সোঁ কাঢ়া।
অস্টৌ[৪] কুরী নাগ ভএ ঠাঢ়া ॥
ছপ্পন কোটি বসংদর বরা।
সরা লাখ পরবত ফরহরা ॥
চঢ়ে অত্র লৈ কৃস্ন মুরারী।
ইন্দ্রলোক সব লাগ গোহারী ॥
তৈঁতিস কোটি দেরতা সাজা।
ঔ ছানরৈ মেঘদল গাজা ॥
নরৌ নাথ চলি আরহিঁ ঔ চৌরাসী সিদ্ধ।
আজু মহাভারত চলে, গগন গরুড় ঔ[৫] গিদ্ধ ॥

(ভাটের উক্তি) "এ যোগী নয়, রাজা ভোজ এসেছেন। যদি পার্থক্য বুঝে থাকেন তাহলে (এঁর পরিচয়) অনুসন্ধান করুন। যদি যুদ্ধ হয় তাহলে মহাভারতের মতো ব্যাপার হবে। এঁর সহায় হয়ে সব যোদ্ধারা ছুটে আসবে। এই বলে মহাদেব বাজালেন রণঘণ্টা। সেই শব্দ শুনে ব্রহ্মা ছুটে এলেন। পাতাল থেকে বাসুকী ফণাবিস্তার করে এল, তার পাশে দাঁড়াল অষ্টফণা নাগ। ছাপান্নকোটি বৈশ্বানর জ্বলে উঠল। কেঁপে উঠল সওয়ালক্ষ পর্বত। মুরারি কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করলেন। ইন্দ্রলোক থেকে সকলে সাহায্য করতে ছুটে এল। তেত্রিশকোটি দেবতা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হল। আর ছিয়ানব্বই গুর মেঘদল গর্জন করতে লাগল।

নয় নাথ (সম্প্রদায়) এবং চুরাশি সিদ্ধা ধেয়ে এলেন। যেন আজ গোটা মহাভারতের সৈন্যদল অগ্রসর হল, আকাশ গরুড় ও শকুনিতে ভরে গেল.

১ জোগী অয়ো কে খোজু
২ হোয়
৩ বাসুকি
৪ আঠো
৫ ঔর

১৫

জোগী ঘিরি[১] মেলে সব পাছে।
উরএ[২] মাল আএ রন কাছে॥
মন্ত্রিহ্ন কহা সুনহু হো রাজা।
দেখহু অব জোগিহ্ন কর কাজা॥
হম জো কহা তুম্হ করহু ন জুঝু।
হোত আর দর জগত[৩] অসুঝু॥
খিন ইক মহঁ ঝুরমুট হোই বীতা[৪]।
দর মহঁ চঢ়ি জো রহৈ সো জীতা[৫]॥
কৈ ধীরজ রাজা তব কোপা।
অঙ্গদ আই পাঁর রন রোপা॥
হস্তি পাঁচ জো অগমন ধাএ।
তিহ্ন[৬] অঙ্গদ ধরি সূঁড় ফিরাএ॥
দীহ্ন উড়াই সরগ কহঁ গএ।
লৌটি ন ফিরে তহঁহিঁ কৈ ভএ॥
দেখন রহে অচংভৌ জোগী[৭] হস্তী বহুরি ন আয়।
জোগিহ্ন কর অস জুঝব ভূমি ন লাগত[৮] পায়॥

পশ্চাতে যোগীরা সব ঘিরে দাঁড়ালেন। যুদ্ধের উৎসাহে তাঁরা রণক্ষেত্রের নিকটে এলেন। মন্ত্রিরা বললেন, "হে রাজা, শুনুন। দেখুন এইবার যোগীদের কাজ। আমরা এইজন্য আপনাকে বলেছিলাম, যুদ্ধ করবেন না। জগতে অসংখ্য সৈন্যদলের আবির্ভাব হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে এদের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সেনাদলের মধ্যে যে নিজেকে চালনা করে টিঁকতে পারবে সে-ই জিতবে।" একগুঁয়ে রাজা (গন্ধর্বসেন) তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ওদিকে অঙ্গদ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর দিকে পাঁচটি সিংহলী হস্তী ধেয়ে আসতেই অঙ্গদ তাদের শুঁড় ধরে এমন ঘোরালেন যে তারা উড়ে স্বর্গে উঠে গেল, এবং সেখানেই রয়ে গেল, পৃথিবীতে আর ফিরে এল না।

যোগীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে লাগলেন; হাতীরা আর ফিরে এল না। যোগীরাই এমন যুদ্ধ করতে পারেন, তাঁদের পা ভূমিস্পর্শ করে না।

---

১ ধরি
২ উরই
৩ বহুত
৪ খন এক মাঁহি চরঁহটা বীতহি
৫ জহঁ দুই মহঁ কো হার কো জীতহি
৬ তে
৭ দেখত লাগ অচংভব
৮ লাগৈ

১৬

কহহিঁ বাত জোগী অব আএ[১]।
খিনক মাহঁ চাহত হৈঁ ভাএ[২]॥
জো লহি ধাবহিঁ[৩] অস কৈ খেলহু।
হস্তিন কের জূহ সব পেলহু॥
জস গজ পেলি হোহিঁ রন আগে।
তস বগমেল করহু সঁগ লাগে॥
হস্তিক জূহ আয়[৩] অগসারী।
হনুবঁত তবৈ[৪] লঁগূর পসারী॥
জৈসে সেন[৫] বীচ রন আঈ।
সবৈ লপেটি লঁগূর চলাঈ॥
বহুতক টূটি ভএ নৌ খণ্ডা।
বহুতক জাই পরে বরহ্মণ্ডা॥
বহুতক ভঁবত[৬] সোহ[৭] অঁতরীখা।
রহে জো লাখ ভএ তে লীখা॥
বহুতক পরে সমুদ মহঁ পরত ন পাবা খোজ।
জহাঁ গরব তহঁ পীরা জহাঁ হঁসী তহ[৩] রোজ॥

সকলে বলল, "যোগীরা এবার আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আক্রমণ করবে। ওদের ধেয়ে আসার আগেই আঘাত কর। সবার উপর হস্তীযূথ চালিয়ে দাও। রণক্ষেত্রে আগে হস্তীচালনা করে সঙ্গে সঙ্গে ওদের (যোগীদের) উপর অশ্বচালনা কর।" হস্তীযূথ যখন সামনে অগ্রসর হয়ে এল তখন হনুমান লাঙ্গুল প্রসারিত করলেন। যখন তারা রণক্ষেত্রে সৈন্যদের মাঝে এসে পড়ল তখন হনুমান লাঙ্গুল চালিয়ে সকলকে আঘাত করলেন। অনেক হাতী টুকরো টুকরো হয়ে নয়খণ্ড হয়ে গেল। বহু হাতী আবার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঠিকরে পড়ল। অনেক হাতী অন্তরীক্ষে ঘুরতে লাগল। যারা ছিল বৃহদাকার তারা গুঁড়ো হয়ে গেল।

অনেক হাতী সমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তাদের আর খোঁজ মিলল না। যেখানেই অহঙ্কার সেখানেই পীড়া, যেখানেই অট্টহাস্য সেখানেই আর্তনাদ।

---

১ সুনা রাউ জোগিহ্ন বল পারা
২ খন এক মাহিঁ করৈঁ রন ধারা
৩ জবহিঁ
৪ তবহিঁ
৫ জবহিঁ সো সৈন
৬ কৈকি
৭ দিয়ে

১৭

পুনি[১] আগে কা দেখৈ রাজা।
ঈসর কের ঘণ্ট রন বাজা॥
সুনা সংখ জো বিস্নু পূরা[২]।
আগে হনুবঁত কের লঁগূরা॥
লীন্হে ফিরহিঁ লোক বরম্হণ্ডা[৩]।
সরগ পতার লাই মৃদমণ্ডা[৪]॥
বলি বাসুকি ঔ ইন্দ্র নরিন্দ্।
রাহু নখত সুরুজ ঔ চন্দ্॥
জারত দানব[৫] রাচ্ছস[৬] পূরে।
আঠৌ[৭] বজ্র আই রন জূরে॥
জোহি[৮] কর গরব করত হুত রাজা।
সো সব ফিরি বৈরী হোই[৯] সাজা॥
জহবাঁ মহাদের রন খড়া।
সীস নাই নৃপ পায়ঁন্হ পরা[১০]॥
কেহি কারন রিস কীজিএ[১১] হৌঁ সেবক ঔ চের।
জেহি চাহিয় তেহি দীজিয়[১২] বারি গোসাঈঁ কের॥

অতঃপর রাজা (গন্ধর্বসেন) সামনে কি দেখলেন? মহেশ্বরের রণঘণ্টা বাজতে লাগল। তা শুনে বিষ্ণু তাঁর শঙ্খে ফুৎকার দিলেন। হনুমান তাঁর লাঙ্গুলে জড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ডকে ঘোরাতে লাগলেন। স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে গেল। তখন বলি, বাসুকী, ইন্দ্র, নৃপতি, রাহু, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, রাক্ষসপুরী থেকে যত দানব এবং অষ্টবজ্র সবাই রণক্ষেত্রে এসে যুদ্ধে যোগ দিলেন। রাজা যাদের জন্য এত গর্ব করতেন তারা সব শত্রুরূপে সজ্জিত হল। যখন মহাদেব স্বয়ং যুদ্ধে দাঁড়ালেন তখন রাজা মাথা নুইয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন।

রাজা বললেন, "দেব, কি কারণে রাগ করছেন, আমি আপনার সেবক এবং শিষ্য। প্রভু, আপনার কন্যাকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করুন।"

১ ফিরি
২ বিস্নুন অপূরা
৩ অই লাগ যেব দইত নব খণ্ডা
৪ লোক বরম্হংডা
৫ দানৌ
৬ রাকস
৭ অহঠৌ
৮ জিন্হ
৯ সই
১০ রাজা নায় গীউ পগ পরা
১১ কীজৈ
১২ দীজৈ

১৮

পুনি[১] মহেস অব[২] কীন্হ বসীঠী।
পহিলে করুই সোই অব মীঠী[৩]॥
তূঁ গন্ধ্রব রাজা জগ-পূজা।
গুন চৌদহ সিখ দেই কো দূজা॥
হীরামন জো তুম্হার পরেবা।
গা চিতউর ঔ কীন্হেসি সেবা[৪]॥
তেহি বোলাই পূছহু বহ দেসূ।
দহুঁ জোগী কী তহাঁ নরেসূ[৫]॥
হমরে কহত ন জৌঁ তুম্হ মানহু[৬]।
জো বহ কহৈ সোই পরবাঁনহু[৭]॥
জহাঁ বারি বর আবা ওকা।
করহি বিয়াহ ধরম বড় তোকা॥
জো পহিলে মন মানি ন কাঁধৈ।
পরখৈ রতন গাঁঠি তব বাঁধৈ॥
রতন ছপাএ না ছপৈ পারিখ[৮] হোই সো পরীখ।
ঘালি[৯] কসৌটী দীজিএ কনক-কচোরী ভীখ॥

পুনরায় মহেশ্বর দৌত্য শুরু করলেন। প্রথমে তাঁর যে রূঢ় বচন ছিল তা এখন মধুর হয়ে এল। তিনি বললেন, "হে গন্ধর্বসেন, তুমি জগতের পূজ্য। চতুর্দশ গুণের আধার তুমি, কে তোমাকে উপদেশ দিতে পারে? তোমার যে পাখী হীরামন, সে চিতোরে গিয়ে এঁর সেবা করেছে। তাকে ডেকে ঐ দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। জিজ্ঞাসা কর, এ যোগী না সেখানকার রাজা? আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, সে বলুক, তাতেই প্রত্যয় হবে। তোমার কন্যার বর এসে উপস্থিত হয়েছে, এদের বিয়ে দিয়ে ধর্মরক্ষা কর। প্রথমে মন না মানলেও পরীক্ষা করে দেখার পর মানুষ রত্নকে গাঁঠিতে বাঁধে।

রত্নকে (রত্নসেন) লুকিয়ে রাখা যায় না। জহুরী থাকলে সে পরীক্ষা করে দেখুক। কষ্টিপাথরে পরখ করে তাঁর কনকপাত্রে এবার ভিক্ষে দাও।"

---

১ তব
২ উঠি
৩ পহলে করু অব হোই মীঠি
৪ বস সেবা
৫ ঔ পূছহু জোগিহি বস ভেসূ
৬ হমরে কহত রীস নহিঁ মানৌ
৭ পরমানৌ
৮ পারখি
৯ গালি

১৯

রাজৈঁ জব হীরামন সুনা[1]।
গএউ রোস হিরদয় মহঁ গুনা[2]॥
অজ্ঞা ভঈ বোলাবহু সোঈ।
পণ্ডিত হুঁতে ধোখ[3] নহিঁ[4] হোঈ॥
একহি কহত সহস্রক[5] ধাএ।
হীরামনহিঁ বেগি লেই আএ॥
খোলা আগে আনি মঁজূসা।
মিলা নিকসি বহু দিনকর রূসা॥
অস্তুতি করত মিলা বহু ভাঁতী।
রাজৈঁ সুনা হিয়ে ভই সাঁতী॥
জানহুঁ জরত আগি[6] জল পরা।
হোই ফুলবার রহস হিয় ভরা॥
রাজৈঁ পুনি[7] পূছী হঁসি বাতা।
কস তন পিয়র ভএউ মুখ রাতা॥
চতুরবেদ তুম পণ্ডিত পঢ়ে শাস্ত্র ঔ[8] বেদ।
কহাঁ চঢ়াএহু[9] জোগিন্হ[10] আই[11] কীন্হ গঢ়[12] ভেদ॥

রাজা যখন হীরামনের কথা শুনলেন তখন রোষ অন্তর্হিত হলে তিনি মনে মনে বিবেচনা করলেন। রাজাজ্ঞা হল, 'তাকে ডেকে আন। পণ্ডিতের কাছে প্রবঞ্চিত হতে হয় না।' একের কথায় হাজার লোক ছুটল। দ্রুত হীরামনকে নিয়ে আসা হল। (রাজার) সামনে খাঁচা এনে খোলা হল। বহুদিন ছাড়াছাড়ির পর খাঁচা থেকে বের হয়ে রাজার সঙ্গে শুকের মিলন হল। দেখা হতেই শুক নানাভাবে রাজাকে স্তুতি করল; তা শুনে রাজার হৃদয়ে শান্তি এল। যেন জলন্ত আগুনে জল পড়ল, তাঁর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। রাজা অতঃপর তাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার দেহ পীত এবং মুখ লাল হল কেন?

চতুর্বেদে তুমি পণ্ডিত, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদজ্ঞ। কোথা থেকে নিয়ে এলে এই সমস্ত যোগীদের যারা এখানে এসে দুর্গভেদ করেছে।"

১ হীরামনি জো রাজৈঁ সুনা
২ রোষ বুঝায় হিয়ে মহঁ গুণা
৩ দোষ
৪ ন
৫ সহসক দস
৬ অগিন
৭ মিলি
৮ সাসতর
৯ চঢ়ে
১০ জোগী গঢ়
১১ আনি
১২ ঘর

২০

হীরামন রসনা রস খোলা।
দৈ অসীস কৈ[1] অস্তুতি বোলা॥
ইন্দ্ররাজ রাজেসর মহা।
সুনি হোই[2] রিস কিছু জাই ন কহা॥
পৈ জো[3] বাত হোই ভলি আগে।
সেবক নিডর কহৈ রিস লাগে॥
সুবা সুফল[4] অমৃত[5] পৈ খোজা।
হোহু ন রাজা বিক্রম ভোজা[6]॥
হৌঁ সেবক তুম আদি গোসাঈঁ।
সেবা করৌঁ জিয়োঁ জব তাঈঁ॥
জেই জিউ দীন্হ দেখাবা দেসূ।
সো পৈ জিউ মহঁ বসৈ নরেসূ॥
জো ওহি সঁবরৈ একৈ তুহী[7]।
সোঈ পংখি জগত রতমুহীঁ[8]॥
নৈন বৈন ঔ সরবন সবহী তোর প্রসাদ।
সেবা মোরি ইহৈ নিতি বোলৌঁ আসিরবাদ॥

হীরামন সুধাক্ষরিত জিহ্বায় রাজাকে অনেক আশীর্বাদ ও স্তুতিজ্ঞাপন করে বলল "হে রাজেন্দ্র, মহারাজেশ্বর! পাছে শুনে ক্রুদ্ধ হন তাই বলতে পারছি না। তবু যাতে শেষপর্যন্ত ভালোই হবে, আপনার রাগ হলেও সেবক নির্ভয়ে তা বলছে। আপনার শুক এক অমৃতফল খুঁজে এনেছে, আপনি যেন রাজা বিক্রমের মতো অথবা ভোজদেবের মতো (তাকে উপেক্ষা করে) ভুল করবেন না। আমি আপনার সেবক, আপনি আমার প্রথম প্রভু। যতকাল বেঁচে থাকব ততদিন আপনার সেবা করব। যিনি আমায় জীবন দান করে দেশ-দর্শন করিয়েছেন, তিনি চিরকাল বেঁচে থেকে রাজত্ব করুন। যে পাখী আপনাকেই একেশ্বর বলে স্মরণ করে সেই পাখী এ জগতে রক্তমুখী।

আমার নয়ন, বচন এবং শ্রবণ সব কিছুই আপনার প্রসাদে লব্ধ। আপনার প্রতি আমার সেবা অটুট হোক, এই আমার আশীর্বচন।"

১ তু
২ হিয়
৩ জেহি
৪ সুফল
৫ অঁবরিত
৬ হোয় ন বিকরম রাজা ভোজা
৭ তু সব কুছ সব উপর তুহীঁ
৮ হৌঁ কছু নাহিঁ পংখি রতমুহীঁ

২১

জো অস সেবক জেই তপ কসা[১]।
তেহি ক জীভ পৈ অমৃত বসা[২]॥
তেহি সেবক কে করমহিঁ দোসূ।
সেবা করত করৈ পতি রোসূ॥
ঔ জেহি[৩] দোষ নিদোষহি লাগা।
সেবক ডরা জীউ লেই ভাগা॥
জো পংছী কহবাঁ থির রহনা।
তাকৈ জহাঁ জাই ভএ[৪] ডহনা॥
সপ্ত[৫] দীপ ফিরি দেখেউঁ রাজা।
জম্বুদীপ জাই তব[৬] বাজা॥
তহঁ চিতউর গঢ় দেখেউঁ উঁচা।
উঁচ রাজ সরি তোহিঁ পহুঁচা॥
রতনসেন য়হ তহাঁ নরেসূ।
এহি আনেউঁ জোগী কে ভেসূ[৭]॥
সুআ সুফল লেই[৮] আএউঁ[৯] তেহি গুন তেঁ মুখ রাত।
কয়া পীত সো তেহি ডর[১০] সঁবরৌঁ বিক্রম বাত॥

"অনেক তপস্যায় যদি কেউ এমন সেবক হবার ভাগ্য পায় তবে তার জিভ অমৃতময় হবেই। কিন্তু সেই সেবক নিজ কর্মদোষে সেবা করতে গিয়ে যদি প্রভুর বিরাগভাজন হয়, তবে নির্দোষ হয়েও দোষের ভাগী হয় আর সে ভয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করবেই। আর সে যদি পাখী হয় তবে কেমন করে তারপক্ষে স্থির থাকা সম্ভব? তার ডানা থাকায় সে যেদিকে চোখ যায় সে দিকে পলায়ন করেছে। এইভাবেই সপ্তদ্বীপ ঘুরে দেখে, হে রাজা, অবশেষে জম্বুদ্বীপে এসে ঠেকলাম। সেখানে দেখলাম উচ্চ চিতোর গড়, তার সমুচ্চ সমৃদ্ধি আপনারই সমকক্ষ। সেখানকার রাজা রত্নসেন, তাঁকেই যোগীর বেশে এখানে এনেছি।

শুকপাখীরূপে যে ফল আমি এখানে এনেছি তারই গুণে আমার মুখ রক্তবর্ণ হয়েছে। আর আপনার ক্রোধের কথা ভেবে এবং রাজা বিক্রমের কথা স্মরণ করে আমার দেহ হলুদ হল।"

১ হৌঁ পাংছী সেবক তুম দাসা
২ এক ছাড়ি চিত ঔর ন আসা
৩ জব
৪ লৈ
৫ সাত
৬ পুনি
৭ আন্তো লৈ জোগী করি ভেস
৮ পৈ
৯ আনৈ
১০ কয়া পীত হৈ তাসোঁ

২২

পহিলে ভএউ ভাঁট সত ভাখী।
পুনি বোলা হীরামন সাখী॥
রাজহি ভা নিসচয়[১] মন মানা।
বাঁধা রতন ছোরি কৈ আনা॥
কুল পুছা চৌহান কুলীনা।
রতন ন বাঁধে হোই মলীনা।
হীরা দসন পান-রঁগ পাকে[২]।
বিহঁসত সবৈ[৩] বীজ বর তাকে[৪]॥
মুদ্রা স্রবন মৈঁ[৫] সৌঁ চাঁপা[৬]।
রাজপনা[৭] উঘরা সব ঝাঁপা[৮]॥
আনা কাটর এক তুখারূ।
কহা সো ফেরৌ[৯] ভা[১০] অসবারূ॥
ফেরা তুরয়[১১] ছতীসৌ খুরী[১২]।
সবৈ[১৩] সরাহা সিংঘলপুরী॥
কুঁবর বতীসৌ লচ্ছনা সহস-কিরিন[১৪] জস ভান।
কাহ[১৫] কসৌটী কসিএ কঞ্চন বারহ-বান॥

প্রথমে ভাট এসে সত্য কথা বলল, অতঃপর হীরামন শুক তার সাক্ষ্য দিল। রাজা এবার নিশ্চয় করে মেনে নিলেন। বন্দী রত্নসেনকে মুক্ত করে আনা হল। রাজা জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে রত্নসেন চৌহান বংশীয় কুলীন। রত্নকে বাঁধলেও তা মলিন হয় না। তাঁর (রত্নসেনের) হীরকতুল্য দশন পানের রঙে রঞ্জিত। তিনি হাসলে সকলের বিদ্যুৎ বলে মনে হল। যোগীসুলভ মুদ্রা বা কর্ণাভরণ কানে লাগানো। যে রাজসুলভ ভঙ্গী গোপন ছিল তা প্রকাশিত হল। এক কট্টর বা বন্য ঘোড়া নিয়ে আসা হল। তাঁকে যখন এতে চড়তে বলা হল তিনি চড়ে চালাতে লাগলেন। ছত্রিশপ্রকার ভঙ্গীতে তিনি অশ্ব চালালেন। সিংহল নগরের সকলেই দেখে প্রশংসা করতে লাগল।

বত্রিশলক্ষণযুক্ত সেই রাজকুমার সহস্রাংশু সূর্যের মতো দেখা দিলেন। দ্বাদশবর্ণ বিশুদ্ধ সোনাকে কষ্টিপাথরে কষবার কি প্রয়োজন?

১ নিহচৈ
২ পাগে
৩ বদন
৪ লাগে
৫ বৈন
৬ থাপে
৭ রাজ বৈন
৮ ঝাঁপে
৯ ফেরু
১০ ভয়ো
১১ তুরী
১২ কুরী
১৩ স্রবন
১৪ করা
১৫ কহা

২৩

দেখি কুঁৱর[১] বর করঁল জোগূ[২] ।
অস্তি অস্তি[৩] বোলা সব লোগূ ॥
মিলা সো[৪] বংস অংস উজিয়ারা ।
ভা বরোক তব[৫] তিলক সঁৱারা ॥
অনিরুধ কহঁ জো লিখা জয়মারা ।
কো মেটৈ বানাসুর হারা ।
আজু মিলী অনিরুধ কহঁ উখা[৬] ।
দেৱ অনন্দ দৈত সির দূখা ॥
সরগ সুর ভূই সরৱর কেৱা ।
বনখঁড ভঁৱর হোই রসলেরা ॥
পচ্ছিউ কর বর[৭]পুরুব ক[৮] বারী ।
জোরী লিখী ন হোই নিনারী[৯] ॥
মানুষ সাজ লাখ মন সাজা ।
হোই সোঈ[১০] জো বিধি উপরাজা ॥
গএ জো বাজন বাজত জিন্হ[১১] মারন রন মাহিঁ ।
ফির বাজন তেই বাজে মঙ্গলচারি উনাহিঁ[১২] ॥*

কমলের যোগ্য বর দেখে সমস্ত লোক 'ভালো ভালো' বলে সমর্থন জানাল। তিনি এলেন বংশের কুলপ্রদীপ হয়ে। যৌতুক দেওয়া হল, এবং বিবাহের তিলক সম্পন্ন হল। যে জয়মালা অনিরুদ্ধের জন্য পূর্ব-নির্ধারিত কে তা রোধ করতে পারে? সুতরাং বাণাসুর পরাজিত হল। আজ উষা-অনিরুদ্ধের মিলন হল। দেবতারা আনন্দিত হলেন, আর দৈত্যরা শিরঃপীড়ায় ভুগল। সূর্য আকাশে উদিত হল, সরোবরে কমল বিকশিত হল। বনে বনে ভ্রমর মধুপানে রত হল। পশ্চিমে যদি বর থাকে আর কন্যা থাকে পূর্বে, ভাগ্যে মিলন লেখা থাকলে, তারা বিচ্ছিন্ন থাকে না। মানুষ মনে মনে লক্ষ পরিকল্পনা করে, কিন্তু বিধাতা যে ব্যবস্থা করেন তাই হয়।

যে বাদ্যযন্ত্রে এতক্ষণ যুদ্ধের মৃত্যুভেরী বাজছিল এখন সেই বাদ্যযন্ত্রে আবার বিবাহমঙ্গলের বাজনা বাজতে লাগল।

১ সুরিজ
২ সঁজোগূ
৩ অস্ত অস্ত
৪ সু
৫ উ
৬ ঊখা
৭ পচ্ছূ ক বার
৮ কৈ
৯ লিখী জো জোরী হোয়উ জাখী
১০ সোঈ হোঈ
১১ জিউ
১২ ঊআহিঁ

* শ্রীমাসর্ন ও সুধাকর দ্বিবেদীর সংস্করণে এই পর্যন্ত আছে।

২৪

বোল গোসাঈঁ কর মৈঁ মানা ।
কাহ সো জুগুতি[১] উতর কহঁ[২] আনা ॥
মানা বোল হরষ জিউ বাঢ়া ।
ঔ বরোক ভা টীকা কাঢ়া ॥
দুরৌ মিলে মনারা ভলা[৩] ।
সুপুরুষ আপু আপু কহঁ চলা[৪] ॥
লীন্হ উতারি জাহি হিত জোগূ[৫] ।
জো তপ করৈ সো পাৱৈ[৬] ভোগূ ॥
রহ মন চিত জো একৈ অহা ।
মারৈ[৭] লীন্হ[৮] ন দুসর কহা ॥
জো অস কোঈ জিউ পর ছেৱা[৯] ।
দেৱতা আই করহিঁ নিতি[১০] সেৱা ॥
দিন দস জীৱন জো দুখ দেখা ।
ভা জুগ জুগ সুখ জাই ন লেখা ॥
রতনসেন সঁগ[১১] বরনেঁ। পদ্মাৱতিক[১২] বিয়াহ ।
মন্দির বেগি সঁৱারা[১৩] মাদর[১৪] তূর[১৫] উচ্ছাহ ॥

(গন্ধর্বসেন বললেন,) "ঈশ্বরের আদেশ আমি মেনে নিয়েছি, এর অন্যথা করার আর কি যুক্তি আছে?" ঐ নির্দেশ মেনে রাজার জীবনে আনন্দ বর্ধিত হল। বিবাহের যৌতুক এবং তিলক দান করা হল। দুজনে মিলে শুভ কামনা করলেন এবং সুপুরুষগণ পরস্পর সম্মিলিত হলেন। যাঁর জন্য এত তপস্যা তাঁকে (পদ্মাবতীকে) নিয়ে আসা হল। তাঁর জন্য যিনি সাধনা করেছিলেন তিনি এবার তাঁকে পাবেন। তাঁর হৃদয় ও মন এমনই একাগ্রচিত্ত হয়েছিল যে তাঁকে হত্যার উপক্রম করতেও তিনি দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করেন নি। যিনি এমনভাবে জীবন নিয়ে খেলা করতে পারেন দেবতা স্বয়ং এসে তাঁকে সেবা করেন। তিনি জীবনে দিন দশেকের ক্ষণিক দুঃখ ভোগ করেন কিন্তু তিনি অবশেষে যুগ যুগ ব্যাপী অনির্ণেয় সুখের অধিকারী হন।

আমি অতঃপর রত্নসেনের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহকাহিনী বর্ণনা করছি। রাজপ্রাসাদে দ্রুত (বিবাহ সজ্জা) সম্পন্ন হল; উৎসবের মাদল এবং তূর্য বাজতে লাগল।

১ কৌন জুগুতি
২ কহোঁ
৩ দোলেঁ। মেব মেরাবা ভলা
৪ বিগ্রহ আপ আপ কাঁ চলা
৫ জো ইস লীহ রাজ তজি জোগূ
৬ পাৱৈ
৭ থাঈ
৮ মার
৯ খেৱা
১০ তেহি
১১ কর
১২ সঁগ
১৩ সঁৱারহ
১৪ মংদির
১৫ তোর

রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ড

১

লগন ধরা ঔ রচা বিয়াহু।
সিংঘল নেৱত ফিরা সব কাহু॥
বাজন বাজে কোটি পচাসা।
ভা অনংদ সগরৌ[১] কৈলাসা॥
জেহি দিন কহঁ নিতি দেৱ মনাৱা।
সোই দিৱস পদ্মাৱতি পাৱা॥
চাঁদ সুরুজ[২] মনি মাথে ভাগূ।
ঔ গাৱহিঁ সব নখত সোহাগূ॥
রচি রচি মানিক মঁাড়ৱ[৩] ছায়া[৪]।
ঔ ভুঁই রাত বিছার বিছারা[৫]॥
চন্দন খাঁভ রচে বহু[৬] ভাঁতী[৭]।
মানিক-দিয়া বরহিঁ দিন রাতী॥
ঘর ঘর বন্দন[৮] রচে দুৱারা।
জাৱত নগর গীত ঝনকারা॥
হাট বাট সব সিংঘল জহঁ দেখহু তহঁ রাত।
ধনি রাণী পদমাৱতি জেহিকৈ[৯] ঐসি বরাত॥

নির্দিষ্ট শুভলগ্নে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হল। সিংহলে সকলের কাছে নিমন্ত্রণবার্তা পাঠানো হল। পঞ্চাশকোটি বাজনা বাজতে লাগল। সারা কৈলাস জুড়ে আনন্দ অনুষ্ঠিত হল। যে দিনের কামনায় পদ্মাবতী নিত্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন, সেই দিবস উপনীত হল। চন্দ্র এবং সূর্য তাঁর মস্তকে সৌভাগ্যমণি রূপে দেখা দিল, আর নক্ষত্ররাজি বিবাহমঙ্গল গাইতে লাগল। মণিমাণিক্যখচিত চন্দ্রাতপ রচিত হল, মাটিতে পাতা হল রক্তিম জাজিম। বিচিত্রভঙ্গিমায় চন্দনকাঠের স্তম্ভ রচিত হল। তাতে দিবারাত্র জ্বলতে লাগল মাণিকের প্রদীপ। ঘরে ঘরে মাল্য দিয়ে দ্বার সজ্জিত হল। সারা নগর জুড়ে গানের ঝঙ্কার ধ্বনিত হতে লাগল।

সিংহলের হাটে বাটে যেখানেই দেখা গেল সেখানেই লালবর্ণের সমারোহ। ধন্য রাজকন্যা পদ্মাবতী, যাঁর এমন সৌভাগ্য।

১ সিগরে
২ সুর
৩ মঁাড়ো
৪ ছাবৈ
৫ বিছাবৈ
৬ চহুঁ
৭ পাঁতী
৮ বন্দর
৯

২

রতনসেন কহঁ কাপড় আএ।
হীরা মোতি পদারথ লাএ॥
কুঁৱর সহস দস[১] আই[২] সভাগে।
বিনয় করহিঁ রাজা সঁগ[৩] লাগে॥
জাহি লাগি তন সাধেহু জোগূ[৪]।
লেহু রাজ ঔ মানহু ভোগূ॥
মঞ্জন করহু ভভূত উতারহু।
করি অস্নান চিত্র সব সারহু॥
কাঢ়হু মুদ্রা ভটিক অভাউ।
পহিরহু কুণ্ডল কনক জরাউ॥
ছোরহু জটা ফুলায়ল লেহু।
ঝারহু কেস মকুট সির দেহু॥
কাঢ়হু কন্থা চিরকুট-লারা।
পহিরহু রাতা দগল সোহারা॥
পাঁৱরি তজহু দেহু পগ পৌরি জো বাঁক তুখার[৫]।
বাঁধি মৌর সির ছত্র দেই[৬] বেগি হোহু অসৱার।

রত্নসেনের জন্য যে বসন এল তা হীরা মুক্তা ও মূল্যবান পাথরখচিত। সৌভাগ্য বহন করে নিয়ে এলেন দশহাজার কুমার। তাঁরা রাজার (রত্নসেনের) সহচররূপে বিনীত ভাবে বললেন, "যাঁর জন্য আপনার দেহ যোগসাধনায় নিরত, হে রাজা এখন তা ভোগ করুন। ভস্মাচ্ছাদন সরিয়ে দেহ মার্জনা করুন। স্নান করে দেহে চিত্রলেখা রচনা করুন। অসহ্য স্ফটিকমুদ্রা ত্যাগ করে কানে স্বর্ণকুণ্ডল পরিধান করুন। জটা ত্যাগ করে চুল ঝেড়ে সুগন্ধি তেলে নিষিক্ত করুন, মাথায় মুকুট দিন। ছিন্ন কাঁথা পরিত্যাগ করে রক্তিম শোভন অঙ্গাবরণ পরিধান করুন।

কাষ্ঠপাদুকা ত্যাগ করে বঙ্কিম তুরঙ্গপৃষ্ঠের রেকাবে পা রাখুন। মাথায় উষ্ণীষ বেঁধে ও রাজছত্র দিয়ে বেগে অশ্বচালনা করুন।

১ সংগ
২ অহে
৩ পই
৪ অব লগ তুম সাধা তপ জোগূ
৫ পাঁবরি তজি হপ পায়ে পীজৈ বাঁক তুখার
৬ বাঁধি মৌরি ধরি ছত্র সির

৩

সাজা রাজা বাজন বাজে।
মদন সহায় দুরৌ দর[১] গাজে ॥
ঔ রাতা সোনে রথ সাজা।
ভএ বরাত গোহনে সব রাজা ॥
বাজত গাজত ভা অসবারা।
সব সিংঘল নই[২] কীহ্ন জোহারা[৩] ॥
চহুঁ দিসি মসিয়র নখত তরাঈ।
সূরূজ চঢ়া চাঁদ কে[৪] তাঈঁ ॥
সব দিন তপে জৈস হিয় মাহাঁ।
তৈঁসি রাতি[৫] পাঈ সুখ-ছাহাঁ ॥
উপর রাত ছত্র তস ছারা।
ইন্দ্রলোক সব দেখৈ[৬] আরা ॥
আজু ইন্দ্র[৭] অছরী[৮] সৌঁ মিলা।
সব কবিলাস[৯] হোহি সোহিলা ॥
ধরতী[১০] সরগ চহুঁ দিসি পূরি রহে মসিয়ার।
বাজত আবৈ মংদির জহঁ[১১] হোই[১২] মংগলাচার ॥

রাজা সজ্জিত হলেন, বাদ্য বাজতে লাগল। দু দলই (বর ও কন্যাপক্ষ) চিৎকার করতে লাগল মদনের সাহায্যের জন্য। রথ সজ্জিত হল স্বর্ণ দিয়ে। রাজন্য-বর্গ বিবাহ-যাত্রায় সঙ্গী হলেন। বাদ্য ও কোলাহল গর্জনের মধ্যে রাজা অশ্বারোহণ করলেন। সমস্ত সিংহলবাসী নত হয়ে অভিবাদন জানাল। চারদিকে নক্ষত্র তারকার মশাল জ্বলল। সূর্য এগিয়ে চললেন চন্দ্রের দিকে। সারাদিন হৃদয়ে যে (বিরহ) তাপ সঞ্চিত হয়েছিল, রাত্রিতে তেমনি ছায়াসুখ লাভ হল। উপরে রাত্রির ছায়াছত্র, ইন্দ্রলোক থেকে সকলে ছুটে এল (বিবাহ) দেখবার জন্য। আজ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী লাভ হবে, সারা কৈলাস বিবাহগীতে মুখরিত হল।

ধরিত্রী এবং স্বর্গে চারদিক জুড়ে মশাল জ্বলে উঠল। গান করতে করতে সকলে প্রাসাদে এল, যেখানে মঙ্গলাচারের ব্যবস্থা হচ্ছে।

১ দোউ দল
২ মিলি
৩ কুহারা
৪ কী
৫ রৈনি
৬ দেখা
৭ ইঁদর
৮ অচ্ছর
৯ কৈলাস
১০ ধরণী
১১ কহ
১২ হোহিঁ

৪

পদমাবতি ধৌরাহর চঢ়ী।
দহুঁ কস রবি জেহি কহঁ সসি গঢ়ী ॥
দেখি বরাত সখিহ্ন সৌঁ কহা।
ইন্হ মহঁ সো জোগী কো অহা[১] ॥
কেই সো জোগ লৈ ওর নিবাহা।
ভএউ সূর চঢ়ি চাঁদ বিয়াহা ॥
কৌন সিদ্ধ সো ঐস অকেলা।
জেই সির লাই পেম সৌঁ খেলা ॥
কা সৌঁ পিতা[২] বাত[৩] অস হারী।
উতর ন দীহ্ন দীহ্ন তেহি বারী ॥
কা কহঁ দৈউ ঐস জিউ দীহ্না।
জেই জয়মার[৪] জীতি রন লীহ্না ॥
ধন্নি পুরুষ অস নবৈ ন নাএ[৫]।
ঔ সুপুরুষ হোই দেস পরাএ ॥
কো বরিবংড বীর অস মোহিঁ দেখৈ কর চাব ॥
পুনি জাইহি জনবাসহি সখি মোহিঁ[৬] বেগি দেখাব ॥

পদ্মাবতী প্রাসাদশিখরে উঠে ভাবতে লাগলেন, কেমন সেই সূর্য, যাঁর জন্য চন্দ্রকে নির্মাণ করা হয়েছে? বরের শোভাযাত্রা দেখে তিনি সখীকে বললেন, "এঁদের মধ্যে কে সেই যোগী? যোগব্রত সম্পন্ন করে যিনি সিদ্ধকাম হয়েছেন, সূর্য হয়ে যিনি চাঁদকে বিবাহ করতে চলেছেন, তিনি কোন জন? কে সেই সিদ্ধপুরুষ যিনি একাকী সাধনা করে নিজের মাথা নিয়ে এমন প্রেমের খেলা খেলেছিলেন? তিনি কোন জন যাঁর কাছে পিতা কথায় হেরে গিয়ে উত্তর দিতে না পেরে নিজের কন্যাকে দান করছেন? কে তিনি, দেবতা যাঁকে জীবন দান করেছিলেন এবং অতঃপর তিনি যুদ্ধ করে জয়মালা অর্জন করলেন? ধন্য সেই পুরুষ যিনি অবনত হন নি, পরদেশে এসেও সুপুরুষ বা পৌরুষবান হয়েছেন।

কে সেই বলবান বীর? আমি তাঁকে দেখতে চাই। তিনি এখনই জনকগৃহে প্রবেশ করবেন, হে সখী, তাঁকে দ্রুত আমাকে দেখিয়ে দাও।

১ ইন্হ মহঁ কৌন সো জোগী অহা
২ পিতৈঁ
৩ বচা
৪ জিউ মারি
৫ ধনি সো পুরুষ নবা ন নবায়ে
৬ মৌ

৫

সখী দেখারহিঁ চমকৈ বাহু।
তু জস চাঁদ সুরুজ তোর নাহু॥
ছপা ন রহৈ সুর-পরগাসু।
দেখি কঁবল মন হোই[১] বিগাসু॥
উ[২] উজিয়ার জগত উপরাহী।
জগ উজিয়ার সো তেহি পরছাহীঁ॥
জস রবি দেখু উঠে পরভাতা।
উঠা ছত্র তস বীচ বরাতা॥[৩]
ওহী[৪] মাঁঝ ভা দুলহ সোঈ।
ঔর বরাত সংগ সব কোঈ॥
সহসৌ কলা[৫] রূপ বিধি গঢ়া।
সোনে কে রথ আবৈ চঢ়া॥
মনি মাথে দরসন উজিয়ারা।
সৌঁহ নিরখি নহিঁ জাই নিহারা॥
রূপবন্ত জস দরপন ধনি তু জাকর কন্ত।
চাহিয়[৬] জৈস মনোহর মিলা সো মন-ভাবন্ত॥

সখী চকিতহস্তে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যেমন চাঁদ, তোমার নাথ তেমনি সূর্য। সূর্যের প্রকাশ কখনও চাপা থাকে না। তা দেখে কমলের মন বিকশিত হয়ে ওঠে। জগতের উপরে তিনি দীপ্তিমান হয়ে আছেন, তাঁর আলোকেই জগৎ উজ্জ্বল হয়ে আছে। চেয়ে দেখ, প্রভাতকালে যেমন সূর্যোদয় হয়, তেমনি ওই শোভাযাত্রার মাঝখানে রাজছত্র উড্ডীন হয়ে আছে। ওরই মাঝখানে আছেন সেই দুর্লভ বর, আর সঙ্গে আছে বরযাত্রীর দল। বিধাতা তাঁকে সহস্রকিরণরূপে নির্মাণ করেছেন, স্বর্ণরথে চড়ে তিনি আসছেন। মণিমণ্ডিত মস্তক তাঁর, উজ্জ্বল দর্শন। তাঁর দিকে সরাসরি দৃষ্টিপাত করা যায় না।

দর্পণের মতো তিনি রূপময়, তুমি ধন্য, যার এমন কান্ত। তুমি যেমন মনোহর (বর) চেয়েছিলে, তেমনি মনোমত বরই পেয়েছ।"

১ ভয়ো
২ রহ
৩ উঠা ছত্র দেখহি সব রাতা
৪ রহৈ
৫ সহসহু করা
৬ চাহে

৬

দেখা চাঁদ সুর[১] জস সাজা।
অষ্টৌ ভাব[২] মদন জনু[৩] গাজা॥
হুলসে নৈন দরস মদ মাতে।
হুলসে অধর রংগ রস রাতে॥
হুলসা বদন ওপ রবি পাঈ[৪]।
হুলসি হিয়া কঞ্চুকি ন সমাঈ॥
হুলসে কুচ কসনী বঁদ টূটে।
হুলসী ভুজা বলয় কর ফূটে॥
হুলসী লংক কি[৫] রাবন রাজূ।
রাম লখন দর সাজহিঁ আজূ[৬]॥
আজু চাঁদ-ঘর আবা সুরূ।
আজু সিংগার হোই সব চূরূ[৭]॥
আজু কটক জোরা হৈ[৮] কামূ।
আজু বিরহ সৌ হোই সংগ্রামূ[৯]॥
অংগ অংগ সব হুলসে কোই কতহূঁ ন সমাই।
ঠারহিঁ ঠারঁ বিমোহী গই মুরছা তনু[১০] আই॥

চাঁদ (পদ্মাবতী) দেখলেন সূর্য (রত্নসেন) কেমন সেজেছেন। তাঁর মধ্যে দেখা দিল অষ্টভাবের মদনাতি। দর্শনের মদনানন্দে নয়ন উল্লসিত হয়ে উঠল। রক্তিম রসরঙ্গে অধর উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সূর্যের তাপ পেয়ে বদন বিকশিত হল। কম্পিত বক্ষ কাঁচুলিতে আবদ্ধ রইল না। বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে স্তনযুগ স্ফুরিত হয়ে উঠল। বাহুযুগল এত রোমাঞ্চিত হল যে করকঙ্কণ ভেঙে গেল। কটিদেশ বা লঙ্কা উল্লসিত হয়ে উঠল যেন রাম লক্ষ্মণ দলবল নিয়ে আজই সজ্জিত হয়ে এসেছেন। আজ চাঁদের ঘরে সূর্যের উদয় হয়েছে। আজ (মদন যুদ্ধে) সমস্ত অলঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। আজ কামদেব তাঁর সৈন্য নিয়ে উপস্থিত। আজ বিরহের সঙ্গে হবে সংগ্রাম।

তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনই উল্লসিত হয়ে উঠল যে কোনোটাই স্থির হচ্ছিল না। স্থানে স্থানে তা বিহ্বল হয়ে পড়ায় দেহ অবশ হয়ে আসছিল।

১ সুরিজ
২ আঠৌ অঙ্গ
৩ জন
৪ আই
৫ গা
৬ সাজ
৭ পূরূ
৮ ঠাঠি
৯ সংগরামূ
১০ গতি

৭

সখী সঁভারি পিয়াৱহিঁ পানী।
রাজ কুৱরি কাহে কুঁভিলানী॥
হম তৌ তোহি দেখাৱা পীউ।
তু মুরঝানি কৈস ভা জীউ॥
সুনহু সখী সব কহহিঁ বিয়াহূ।
মৌ[১] কহঁ ভএউ[২] চাঁদ কর রাহূ॥
তুম জানহু আৱৈ পিউ[৩] সাজা।
য়হ সব সিরপর ধম ধম বাজা[৪]॥
জেতে বরাতী ঔ অসৱারা[৫]।
আএ সবৈ চলাৱনহারা[৬]॥
সো আগম হৌঁ দেখতি ঝঁখী।
রহত ন আপন[৭] দেখৌ সখী॥
হোই বিয়াহ পুনি হোইহি গৱনা।
গৱনব তহাঁ[৮] বহুরি নহিঁ অৱনা॥
অব য়হ মিলন কহাঁ হোই[৯] পরা বিছোহা টূটি।
তৈসি গাঁঠি পিউ জোরব জনম ন হোইহি ছুটি॥

সখীরা তাঁকে ধরে জল খাওয়ালেন। তাঁরা বললেন, "রাজকুমারী! কেন তুমি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছ? আমরা তোমাকে প্রিয়-দর্শন করাতে তুমি এমন মূর্ছিত হয়ে পড়লে কেন, কি হল তোমার হৃদয়ে?" (পদ্মাবতী বললেন) "সখী, শোনো সবাই, তোমরা তো বিয়ের কথা বলছ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ যেন চাঁদের রাহুগ্রাস। তোমরা ভাবছ, আমার প্রিয়তম কেমন সেজেগুজে আসছেন, কিন্তু আমার মাথায় তা দমাদম আঘাত করছে। ঐ বরযাত্রী এবং অশ্বারোহীর শোভাযাত্রা আসছে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। ওদের আগমন দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে; সখী, দেখছি, আপন জনের সঙ্গে থাকার আর উপায় নেই। বিয়ে হলেই, অন্যত্র চলে যেতে হবে, সেখানে গেলে আর ফেরা হবে না।

এ আর এখন মিলন কোথায়? বিরহ ভেঙে পড়ছে আমার উপর। প্রিয়তম এমন এক গাঁটছড়ায় আমাকে বাঁধবেন যে জন্মেও তার আর স্থান নেই।"

১ মোহি
২ কৈস
৩ হিউ
৪ য়হ ধম ধম সো পর সব বাজা
৫ আৱ সৱারা
৬ য়ে সব মোয়ে চালনহারা
৭ আপন রহল ন দেখৌ
৮ ইহাঁ
৯ অব সো কিত হে সখী

৮

আই বজাওতি বৈঠি বরাতা।
পান ফূল সেঁদুর সব রাতা॥
জহঁ সোনে কর চিত্তর সারী[১]।
লেই বরাত সব তহাঁ উতারী॥[২]
মাঁঝ সিংঘাসন পাট সৱারা।
দূলহ আনি তহাঁ বৈসারা॥
কনক-খংভ লাগে চহুঁ পাঁতী।
মানিক দিয়া বরহিঁ দিন রাতী॥
ভএউ অচল ধুৱ জোগি পখেরূ।
ফূলি বৈঠ থির জৈস সুমেরূ॥
আজু দৈউ হৌঁ কীহ্ন সভাগা[৩]।
জত[৪] দুখ কীহ্ন নেগ সব লাগা॥
আজু সুর সসি কে ঘর আৱা।
সসি সুরহি জনু হোই মেরাৱা[৫]॥
আজু ইন্দ্র হোই আএউঁ সজি[৬] বরাত কবিলাস[৭]।
আজু মিলী মোহিঁ অপছরা[৮] পূজী মন কৈ আস॥

বাদ্য সহ বরযাত্রীর দল এসে উপনীত হল। পান, ফুল, সিঁদুরে সকলে রঞ্জিত। যেখানে স্বর্ণমণ্ডিত চিত্রশালা সেখানে বরযাত্রীরা এসে অবতরণ করল। মঞ্চের মাঝখানে রয়েছে সিংহাসন। বরকে এনে সেখানে বসানো হল। চারপাশের সারি সারি কনকস্তম্ভে দিনরাত মণিদীপ জ্বলছে। চঞ্চল যোগী এখন অচঞ্চল ধ্রুব নক্ষত্রের মতো হয়ে রইলেন, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি স্থির সুমেরু পর্বতের ন্যায় বসে থাকলেন; (রাজা রত্নসেন মনে মনে ভাবতে লাগলেন) 'আজ দেবতা আমাকে সৌভাগ্যবান করলেন। যত দুঃখ কষ্ট সব সার্থক হল। আজ অবশেষে সূর্য চাঁদের গৃহে এল। এখন চন্দ্র সূর্যের যেন মিলন হয়।

আজ আমি ইন্দ্রের মতো বিবাহবেশে শোভাযাত্রা করে যেন কৈলাসে এলাম। আজ অপ্সরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে।'

১ চিত্র সঁৱারে
২ আনি বরাতি তহ বৈঠারে
৩ সুভাগা
৪ জস
৫ চাঁদ সুরজি দুহুঁ ভয়ো মেরাৱা
৬ সোঁ
৭ কৈলাস
৮ আছর

৯

হোই লাগ[১] জেবনার-পসারা।
কনক-পাত্র পসরে[২] পনবারা॥
সোন-থার মনি মানিক জরে।
রায় রংক কে[৩] আগে ধরে॥
রতন-জড়াউ খোরা খোরী।
জন জন আগে দস দস[৪] জোরী॥
গড়ুবন হীর পদারথ লাগে।
দেখি বিমোহে পুরুষ সভাগে॥
জানহুঁ নখত করহিঁ উজিয়ারা।
ছপি[৫] গএ দীপক ঔ মসিয়ারা॥
গই[৬] মিলি চাঁদ সুরুজ কৈ করা।
ভা উদোত তৈসে নিরমরা॥
জেহি মানুষ কহঁ জোতি ন হোতী।
তেহি ভই জোতি দেখি বহ জোতী॥
পাঁতি পাঁতি সব বৈঠে ভাঁতি ভাঁতি জেবনার।
কনক-পাট তরধোতী[৭] কনক পাত্র পনবার॥

খাদ্য-সামগ্রী পরিবেশিত হতে লাগল। কনকপাত্রে রক্ষিত ছোট ছোট পাত্র। মণি-মাণিক্য খচিত স্বর্ণথালা ধরা হল রাজা থেকে ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলের সামনে। প্রত্যেকের সম্মুখে দশ জোড়া করে ছোট বড় মিলিয়ে সোনার বাটি রাখা হল। হীরক ও মূল্যবান প্রস্তরমণ্ডিত পানপাত্র রাখা হল সকলের সামনে। তা দেখে সৌভাগ্যবান পুরুষও বিমোহিত হলেন। দেখে মনে হল যেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে প্রদীপ এবং মশালের আলোও ম্লান হয়ে গেছে। এমনই নির্মল এদের জ্যোতি যে মনে হল চাঁদ ও সূর্যের দীপ্তি যেন একত্র মিলিত হয়েছে। যে মানুষের নয়নে আলো নেই, সেও এই জ্যোতির দিকে তাকালে দীপ্তি লাভ করবে।

সারি সারি সব বসলেন বিচিত্র খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে। ধোয়া কাপড় বিছানো কনকপাত্র, তার উপরে আছে সোনার বাটিগুলি।

১ হোন লগা
২ পরসে
৩ সব
৪ সো সো
৫ ছিপ
৬ ভই
৭ কনক-পত্র দোনহ্ তর

১০

পহিলে ভাত পরোসে আনা[১]।
জনহুঁ সুবাস কপূর বসানা[২]॥
ঝালর[৩] মাঁড়ে আএ[৪] পোঈ।
দেখত উজর পাগ জস ধোঈ॥[৫]
লুচুঈ ঔর[৬] সোহারী ধরী[৭]।
এক তৌ তাতী ঔ সুঠী কোররী॥
খঁডরা বচকা ঔ ডুভকৌরী।[৮]
বরী একোতর সৌ কেহিঁড়ৌরী॥
পুনি সঁধানে আএ বসাঁধে[৯]।
দূধ দহী কে মুরংডা[১০] বাঁধে॥
ঔ ছপ্পন[১১] পরকার জো আএ।
নহিঁ অস দেখ ন করহুঁ খাএ॥
পুনি জাউরি পছিয়াউরি[১২] আঈ।
ঘিরিত খাঁড় কৈ বনী[১৩] মিঠাঈ॥
জেঁবত অধিক সুবাসিত মুঁহ মঁহ পরত বিলাই।
সাহস স্বাদ সো পাবৈ এক কৌর জো খাই।

প্রথমে ভাত এনে পরিবেশন করা হল। যেন মনে হল তা কর্পূর-সুবাসিত। অতঃপর বড়পাত্রে খাস্তাকুটি আনা হল, তা ধোওয়া পাগড়ীর মতো সাদা। লুচি এবং পুরী আনা হল, তা যেমন গরম তেমনি নরম। খণ্ডরা বা দইবড়া, বচকা বা দুধপিঠে, ডুভকৌরী এবং একশো এক রকমের বড়া এবং বড়ী আনা হল। সুগন্ধী আচার এল, দুধ এবং দই মিশ্রিত লাড্ডু এল। ছাপ্পান্ন রকমের যেসব খাদ্যদ্রব্য এল তা কেউ চোখে দেখেনি, কখনও চেখেও দেখে নি। অতঃপর ক্ষীর এবং সরবত এল এবং সবশেষে এল ঘি এবং মিশ্রি দিয়ে তৈরী এক-জাতীয় মিঠাই।

যেমন সুগন্ধী তেমনি সুস্বাদু মুখে দিলেই মিলিয়ে যায় এমন খাদ্য; যে কেউ এর একটা মুখে দিলেই সহস্র রকমের স্বাদ পায়।

১ পরোসা আনী
২ বসানী
৩ ঝালন
৪ ঔ ঘী
৫ উজিয়র দেখি পাপ গএ ধোঈ
৬ পুরা
৭ পকৌরী
৮ খঁডরা খাঁড় জো খণ্ড গেঁড়ৌরী
৯ আনে বহু সাধে
১০ মোরব
১১ ব্যঞ্জন
১২ বাঁজাউরি
১৩ কা কহৌঁ

১১

জেঁৱন আৱা বীন ন বাজা।
বিনু বাজন নহিঁ জেঁবৈ রাজা॥
সব কুৱরন্হ পুনি খৈঁচা হাথ্‌।
ঠাকুর জেঁৱ তৌ জেঁবৈঁ সাথ্‌॥
বিনয় করহিঁ পণ্ডিত বিদ্বানা[১]।
কাহে নহিঁ জেরহিঁ জজমানা॥
য়হ কবিলাস[২] ইন্দ্র কর বাসূ।
জঁহা ন অন্ন ন মাছরি[৩] মাঁসূ॥
পান-ফুল-আসী[৪] সব কোঈ।
তুম্হ কারন য়হ কীন্হি রসোঈ॥
ভূখ তৌ জনু অমৃত হৈ[৫] সূখা।
ধূপ তৌ সীঅর[৬] নীংবী রূখা॥
নীন্দ তৌ ভুইঁ জনু সেজ সপেতী[৭]।
ছাটঁহু[৮] কা চতুরাঈ এতী॥
কৌন কাজ কেহি কারণ বিকল ভএউ জজমান।
হোই রজায়সু সোঈ বেগি দেহিঁ হম আন॥

আহার্য এল, কিন্তু বীণা বাজল না। সঙ্গীত না হলে রাজা আহার করেন না। কুমাররা তখন হাত গুটিয়ে নিয়ে রাজাকে বলল, "আপনি আগে খান, তারপর আমরা আপনার সঙ্গে খাব।" পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা বিনয় সহকারে বললেন, "আমাদের অতিথি খাচ্ছেন না কেন? এ হল ইন্দ্রপুরী কৈলাস। যেখানে অন্ন বা মাছ মাংস খাওয়া হয় না। এখানে সবাই পান এবং ফুল খেয়ে থাকে। আপনার জন্যই এসব রান্না করা হয়েছে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে শুকনো খাবারও অমৃততুল্য। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তির কাছে নিমগাছও যেমন শীতল। নিদ্রাতুর ব্যক্তির কাছে ভূমিও শয্যাতুল্য। তাহলে কেন এই ছল করছেন?

হে অতিথি কি কারণে এমন বিকল হয়ে পড়লেন? রাজ-আজ্ঞা হোক, অন্য কোন জিনিষ চাইলে আমরা দ্রুত এনে দেব।

১ বিচৱানা
২ কৈলাস
৩ মোছর
৪ বাঁছহি
৫ অন
৬ সীৱক
৭ সুপেতী
৮ ছাড়হ

১২

তুম পণ্ডিত জানহুঁ সব ভেদূ।
পহিলে নাদ ভএউ তব বেদূ॥
আদি পিতা জো বিধি অৱতারা।
নাদ সংগ জিউ জ্ঞান[১] সঁচারা॥
সো তুম বরজি নীক[২] কা কীন্হা।
জেঁৱন সংগ ভোগ বিধি দীন্হা॥
নৈন রসন[৩] নাসিক দুই শ্রৱনা।
ইন[৪] চারহু সংগ জেঁবৈ[৫] অৱনা॥
জেঁৱন দেখা নৈন সিরানে।
জীভহি স্বাদ ভুগুতি রস জানে॥
নাসিক সবৈঁ বাসনা পাঈ।
শ্রৱনহিঁ কাহ করত পহুনাঈ॥[৬]
তেহি কর হোই নাদ সৌঁ পোখা।[৭]
তব চারিহু কর হোই সঁতোখা[৮]॥
ঔ সো সুনহিঁ সবদ এক জাহি পরা কিছু সূঝি।[৯]
পণ্ডিত নাদ সুনৈ কহঁ বরজেহু তুম কা বূঝি॥[১০]

রাজা (রত্নসেন) বললেন, "আপনারা পণ্ডিত, সবকিছুর রহস্য জানেন। প্রথমে সৃষ্টি হল নাদ, অতঃপর বেদ। বিধাতা যখন আদিপিতা ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন, নাদের সঙ্গে তাঁর জীবন ও চৈতন্য সঞ্চার করলেন। আপনারা বাজনা বন্ধ করে ঠিক করেন নি। বিধাতা আহারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগের ব্যবস্থা করেছেন। চোখ, জিভ, নাক এবং দুটো কান এই চার ইন্দ্রিয়কেই একসঙ্গে ভোগ করাতে চাই। আহার দেখে নয়ন তৃপ্ত, জিভ আহারের রস আস্বাদনে সমর্থ, নাক সব রকমের আঘ্রাণ পাচ্ছে, কিন্তু শ্রবণের তৃপ্তির জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? তাই সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকা উচিত, তবেই চার ইন্দ্রিয় একসঙ্গে তৃপ্ত হতে পারে।

আর যারই অনুভূতি আছে সে-ই এর মধ্যে এক প্রকার ধ্বনি শুনতে পায়, হে পণ্ডিতবর্গ, কি ভেবে আপনারা সঙ্গীত শুনতে নিষেধ করছেন।"

১ কয়া
২ নেগ
৩ বৈন
৪ য়েহি
৫ জেঁবন
৬ সরৱন কা সঁৱরহিঁ পহুনাঈ
৭ তিন্হ কই হোয় নাদ তে তোপূ
৮ সঁতোষ্‌
৯ সুনহিঁ সাথ ঔর সিদ্ধজন জিনহিঁ পরা কছু সূঝি
১০ নাদ সুনব জো বরজেহ পণ্ডিত তুম কা বূঝি

১৩

রাজা উত্তর সুনহু অব সোঈ।
মহি ডোলৈ জো বেদ ন হোঈ॥
নাদ বেদ মদ পৈঁড় জো চারী।
কায়া মহঁ তে লেহু বিচারী॥
নাদ হিয়ে মদ উপনৈ কায়া।[১]
জহঁ মদ তহাঁ পৈঁড় নহিঁ ছায়া॥[২]
হোই উনমদ[৩] জূঝা সো করৈ।
জো ন বেদ-আঁকুস সির ধরৈ॥
জোগী হোই নাদ সো সুনা।
জেহি সুনি কাম জরৈ চৌগুনা॥
কয়া জো পরম[৪] তংত মন লারা।
ঘুম মাতি সুনি[৫] ঔর ন ভারা॥
গত্র[৬] জো ধরম পংথ হোই রাজা।
তিন কর পুনি জো সুনৈ তৌ ছাজা॥[৭]
জস মদ পিএ ঘুম কোই নাদ সুনে পৈ ঘুম।
তেহিতেঁ বরজে নীক হৈ[৮] চঢ়ে রহসি কৈ দূম॥

(পণ্ডিতগণ বললেন,) "হে রাজা, এবার আমাদের উত্তর শুনুন। বেদ যদি না হোত তাহলে পৃথিবী রসাতলে যেত। সঙ্গীত, বেদ, মদ এবং পথ এই চারবস্তু শরীরের মধ্যে আছে বলে জানবেন। হৃদয় থেকে নাদ বা সঙ্গীত, আর দেহ থেকে মদের উৎপত্তি। যেখানে মত্ততা সেখানে পথও নেই, পথের ছায়াও নেই। যে জন বেদের অঙ্কুশচিহ্ন মাথায় ধরেনি অর্থাৎ যার বেদজ্ঞান নেই, সে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় যুদ্ধরত। আপনি যোগী হয়ে নিশ্চয় সেই ধ্বনি শুনেছেন, যে নাদ শুনে দেহ চতুর্গুণ জ্বলে যায়। কায়াসাধনায় যখন মন পরমতত্ত্ব লাভ করে তখন তা মাতালের মতো ঘুরতে থাকে, তখন আর কোনো কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না। ধর্মপথে চলে যাঁরা রাজা হয়েছেন, তাঁদের পুণ্যকথা যে শোনে তারই মঙ্গল।

যেমন মদ পান করলে মানুষ মাতাল হয়, সঙ্গীত শুনলেও তেমনি হয়। এইজন্যই তা বারণ করা হয়েছে; এ নেশা চড়লে মানুষের মন পাক খেতে থাকে।

১ নাদহিঁ তে উপজী মহ কায়া
২ জস মদপি বা পৈঁড় তৈহিঁ ছায়া
৩ সুধি নহিঁ ঔর
৪ কৈ জো প্রেম
৫ তস
৬ কৈ
৭ সো পুনি সুনৈ তাহিঁ কই ছাজা
৮ তেহি তে বরজন ছাজে

১৪

ভই জেঁবনার ফিরা খঁড়রানী।
ফিরা অরগজা কুঁহ কুঁহ পানী[১]॥
ফিরা পান বহুরা[২] সব কোঈ।
লাগ বিহায়-চার সব হোঈ॥
মঁাড়ৌ সোন ক গগন সঁবারা।
বন্দনবার লাগ সব বারা॥
সাজা পাট ছত্র কৈ ছাহাঁ।
রতন-চৌক পূরা তেহি মাহাঁ॥
কঞ্চন কলস নীর ভরি ধরা।
ইন্দ্র পাস আনী অপছরা॥
গাঁঠি দুলহ দুলহিন কৈ জোরী।
দুঔ জগত জো জাই ন ছোরী॥
বেদ পঢ়ৈ পণ্ডিত তেহি ঠাউঁ।
কন্যা তুলা রাশি লেই নাউঁ॥
চাঁদ সুরূজ[৩] দুঔ নিরমল দুঔ[৪] সঁজোগ অনূপ।
সুরূজ[৫] চাঁদ সৌঁ ভূলা চাঁদ সুরূজ[৬] কে রূপ॥

ভোজ শেষ হলে সরবত পরিবেশিত হল। সুগন্ধি জাফরান মিশ্রিত জলও সকলকে দেওয়া হল। পান দেবার পর সকলে ফিরে গেল। অতঃপর বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হল। এক আকাশচুম্বী স্বর্ণমণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল। তার প্রতিটি দ্বারে মঙ্গলমালা টাঙ্গানো হয়েছে। ছত্রচ্ছায়াতলে এক সুসজ্জিত বেদী; তার মাঝখানে রত্নময় আসন। সেখানে জলপূর্ণ কাঞ্চন কলস রাখা আছে। অবশেষে ইন্দ্রসমীপে অপ্সরাকে আনা হল। বরের সঙ্গে কনের জোরে গাঁটছড়া বাঁধা হল, সে বন্ধন আর দুইলোকে কখনও খুলবে না। সেখানে পণ্ডিতরা বেদ পড়ছিলেন, তাঁরা কন্যারাশি ও তুলারাশির নামোল্লেখ করতে লাগলেন।

নিষ্কলঙ্ক চাঁদ ও নির্মল সূর্য, উভয়ের মধ্যে অপূর্ব সংযোগ হল। সূর্য চাঁদের রূপে মোহিত হলেন, আর চাঁদ মুগ্ধ হলেন সূর্যের কান্তিতে।

১ বানী
২ ফিরা
৩ সুরিজ
৪ দুহু
৫ সুরিজ
৬ সুরিজ

১৫

দুও নাঁর লৈ গারহিঁ বারা[১]।
করহিঁ সো পদমিনি মংগল চারা[২] ॥
চাঁদ কে হাথ দীন্‌হ জয়মালা।
চাঁদ আনি[৩] সুরুজ গিউ ঘালা ॥
সুরুজ লীন্‌হ চাঁদ পহিরাঈ।
হার[৪] নখত-তরইন্‌হ[৫] সৌঁ পাঈ ॥
পুনি ধনি ভরি অংজুলি জল লীন্‌হা।
জোবন জনম কন্ত কহঁ দীন্‌হা ॥
কন্ত লীন্‌হ দীন্‌হেঁা ধনি হাথা।
জোরী গাঁঠি দুও এক সাথা ॥
চাঁদ সুরুজ সত[৬] ভাঁবরি লেহীঁ।
নখত মোতি নেরছাবরি দেহীঁ ॥
ফিরহিঁ দুও সত ফের ঘুটৈ কৈ[৭]।
সাতহু ফের গাঁঠি সো একৈ[৮] ॥
ভই ভাঁবরি নেরছাবরি রাজ[৯] চার সব কীন্‌হ।
দায়জ কহৌঁ কহাঁ লগি লিখি[১০] জাই জত দীন্‌হ ॥

(বরকনে) দুজনের নাম নিয়ে রমণীরা গান করতে লাগলেন। পদ্মিনীগণ বিবাহের মঙ্গলাচার করলেন। চাঁদের হাতে জয়মালা দেওয়া হল। চাঁদ তা নিয়ে সূর্যের গলায় পরিয়ে দিলেন। সূর্য (রত্নসেন) তারাদের (সখীগণের) কাছ থেকে রত্নহার নিয়ে চাঁদকে (পদ্মাবতী) পরালেন। অতঃপর কন্যা অঞ্জলিভরে জল নিয়ে জীবনযৌবন স্বরূপ কান্তকে দিলেন। এরপর বর, কনের উদ্যত পাণিগ্রহণ করলেন। একসাথে দুজনের গাঁঠছড়া জোরে বাঁধা হল। চাঁদ ও সূর্য সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন, নক্ষত্ররা (সখীরা) মুক্তো উপহার দিল। গাঁঠছড়া শক্ত করে তাঁরা দুজনে পুনরায় সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। এক গ্রন্থিবন্ধনে এইভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হল।

অবশেষে প্রদক্ষিণ, উপহার গ্রহণ এবং অন্যান্য রাজকীয় আচার আচরণ করা হল। দান সামগ্রীর কথা আর কি বলব? সে সব যা দেওয়া হল তা অবর্ণনীয়।

---

১ গীত উচারা
২ সেঁদুর লীন্‌হ কুঁবরি সির সারা
৩ আর
৪ পার
৫ নিরতহি
৬ দোউ
৭ সত ফেরা টেকৈ
৮ ফেরা সাত গাঁঠ পুনি একৈ
৯ নেগ
১০ গনি

১৬

রতনসেন জব[১] দায়জ পারা।
গন্ধ্রবসেন আই সির[২] নারা ॥
মানুষ চিত্ত[৩] আন কিছু[৪] কোঈ।
করৈ গোসাঈ সোই পৈ হোঈ ॥
অব তুম্‌হ সিংঘল দীপ-গোসাঈঁ।
হম সেবক অহহীঁ[৫] সেবকাই ॥
জস তুম্‌হার চিতউর গড় দেসূ।
তস তুম্‌হ ইহাঁ হমার নরেসূ ॥
জম্বুদীপ দূরি কা কাজূ।
সিংঘলদীপ করহু অব[৬] রাজূ ॥
রতনসেন বিনবা করজোরী।
অস্তুতি-জোগ জীভ কহঁ মোরী ॥
তুম্‌হ গোসাঈঁ জেই[৭] ছার ছুড়াঈ।
কৈ মানুস অব[৮] দীন্‌হি বড়াঈ ॥
জো তুম্‌হ দীন্‌হ তো[৯] পারা জিবন জনম সুখ ভোগ।
নাতরু[১০] খেহ পায়ঁকৈ হৌ জোগী কেহি জোগ ॥

রত্নসেন যখন যৌতুক গ্রহণ করলেন, তখন গন্ধর্বসেন নতশিরে এসে বললেন, "মানুষের মন অনেককিছু চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বর যা করেন তাই হয়। এখন তুমিই সিংহল দ্বীপের প্রভু। আমরা সেবক হয়ে তোমার সেবা করব। চিতোর গড় তোমার দেশ হলেও, তুমি এখন আমাদের রাজা। সুদূর জম্বুদ্বীপে গিয়ে কি কাজ? এখন থেকে সিংহল দ্বীপেই রাজত্ব কর।" রত্নসেন করজোড়ে বিনয়সহকারে বললেন "আপনাকে স্তুতি করার মতো জিভ আমার কই? আপনি আমার প্রভু, ভস্মমুক্ত করে আমাকে মানুষের সম্মান দিয়েছেন।

আপনি দিয়েছেন বলে আমি এই জন্ম, জীবন এবং সুখভোগ পেয়েছি। নতুবা আমি তো পদধূলি মাত্র, যোগীর আর কি যোগ্যতা?"

১ তব
২ কঠ
৩ চিন্ত
৪ কছু
৫ আহৈঁ
৬ নিত
৭ জস
৮ অতি
৯ সো
১০ নাহিঁত

পদ্মাবতী রত্নসেন ভেঁট খণ্ড

১

ধৌরাহর পর দীহ্না বাসূ[১]।
সাত খংড জহবাঁ[২] কবিলাসূ ॥
সখী সহসদস সেবা পাঈ।
জনহুঁ চাঁদ সঁগ নখত তরাঈ ॥
হোই মণ্ডল সসি কে চহুঁ পাসা।
সসি সূরহি লেই চঢ়ী অকাসা ॥
চলু সূরুজ দিন অথবৈ জহাঁ।
সসি নিরমল তূ[৩] পারসি[৪] তঁহা ॥
গন্ধ্রবসেন ধৌরাহর কীহ্না।
দীহ্ন ন রাজহি জোগিহি দীহ্না ॥
মিলীঁ জাই রাশি[৫] কে চহুঁ পাহাঁ।
সূর[৬] ন চাপৈ পাবৈ ছাহাঁ ॥
অব জোগী গুরু পাবা সোঈ।
উতরা জোগ ভসম গা[৭] ধোঈ ॥
সাত খণ্ড ধৌরাহর সাত রঙ্গ নগ লাগ।
দেখত গা কবিলাসহি[৮] দিস্টি-পাপ সব ভাগ ॥*

(গন্ধর্বসেন) কৈলাসের সপ্তখণ্ড রাজপ্রাসাদের শীর্ষে (বরকনের) আবাস (ঠিক করে) দিলেন। চন্দ্রের যেমন তারকামণ্ডল তেমনি দশ হাজার সখী (পদ্মাবতীর) সেবায় নিযুক্তা হল। চারপাশে নক্ষত্রমণ্ডলী-সহ চন্দ্রমা (পদ্মাবতী) সূর্যকে (রত্নসেন) নিয়ে নভোদেশে বিহার করতে লাগলেন। হে সূর্য, চল, যেখানে দিনের সমাপ্তি; সেখানে তুমি পাবে তোমার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমাকে। গন্ধর্বসেন প্রাসাদ নির্মাণ করে রাজাকে নয়, যোগীকে দিলেন। যখন (চন্দ্রের) চারপাশে এসে তারা (সখীরা) মিলিত হল, সূর্যও সেই ছায়ামণ্ডলকে ঢাকতে পারল না। অবশেষে যোগী পেলেন তাঁর গুরুকে। যোগ-উত্তরণ অন্তে যোগীর ভস্ম ধুয়ে গেল।

সাততলা প্রাসাদ জুড়ে সাতরঙের মূল্যবান প্রস্তরখচিত সেই কৈলাস দর্শন করলে যত কিছু পাপ সব দূর হয়ে যায়।

২

সাত খণ্ড সাতৌ[১] কবিলাসা[২]।
কা বরনৌঁ জগ[৩] উপর বাসা[৪] ॥
হীরা ঈঁট কপূর গিলাবা।
মলয়াগিরি চন্দন সব লাবা ॥
চূনা কীহ্ন ঔটি গজমোতী।
মোতিহু চাহি অধিক তেহি জোতী ॥
বিস্থকরমৈ সো[৫] হাথ সঁবারা।
সাত খণ্ড সাতহি চৌপারা[৬] ॥
অতি নিরমল নহিঁ জাই বিসেখা।
জস দরপন মহঁ দরসন দেখা ॥
ভুঁই গচ জানহুঁ সমুদ হিলোরা।
কনকখণ্ড জনু রচা হিণ্ডোরা ॥
রতন পদারথ হোই উজিয়ারা।
ভূলে দীপক ঔ মসিয়ারা ॥
তহঁ অছরী পদমাবতী রতনসেন কে পাস।
সাতৌ সরগ হাথ জনু ঔ সাতৌ কবিলাস ॥

প্রাসাদের সপ্তখণ্ড যেন সাতটি কৈলাস। কেমন করে বর্ণনা করব পৃথিবীর সেই সর্বোচ্চ স্থান। কর্পূরের মশলা দিয়ে হীরের ইঁট গেঁথে তা নির্মিত। মলয়গিরি থেকে চন্দন এনে লাগান হয়েছে। গজমুক্তোকে চূর্ণ করে চূনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। মুক্তোর চেয়েও আরও অধিক তার উজ্জ্বলতা। বিশ্বকর্মা কর্তৃক স্বহস্তে নির্মিত এই সাততলা প্রাসাদের সাতটি মহল। সেগুলি এত নির্মল যে বর্ণনাতীত। সবকিছু যেন আয়নায় দেখা যায় (এমন পরিচ্ছন্ন)। সমুদ্রতরঙ্গের মতো মেঝে, সোনার থামগুলোয় হিন্দোলের আকৃতি। তাতে নানা রত্নরাজি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার কাছে প্রদীপ ও মশালের শিখাও ম্লান।

এখানে অপ্সরী পদ্মাবতী রত্নসেনের পাশে অবস্থান করছেন। তাঁরা যেন সপ্তকৈলাসের সাতটি স্বর্গে বিরাজ করতে লাগলেন।

---

১ দীহ্ন অবাসূ
২ সাতো
৩ তব
৪ আবৈ
৫ সসি
৬ সূরুজ
৭ গৈ
৮ বসহু চঢ়া কবলাসহি
* এরপর লালা ভগবান দীন সংস্করণে অতিরিক্ত দুই স্তবক আছে যা গুপ্তায় নেই।

১ উপর
২ কবলাসূ
৩ জস
৪ উত্তম বাসূ
৫ নিজ
৬ চারো ওর চারি চোবারা

৩

সাত খণ্ড উপর কবিলাসূ।
তহঁৱা নারি[১]-সেজ সুখ-বাসূ ॥
চারি খম্ভ[২] চারিহু দিসি খরে[৩]।
হীরা-রতন-পদারথ-জরে ॥
মানিক দিয়া জরারা[৪] মোতী।
হোই উজিয়ার রহা তেহী জোতী ॥
উপর রাতা চঁদরা ছাৱা।
ঔ ভুঁই সুরঁগ বিছার বিছারা ॥
তেহি মহঁ পালক[৫] সেজ সো[৬] ডাসী।
কীন্হ বিছাৱন ফ্লহু বাসী ॥
চহুঁ[৭] দিসি গেণ্ডুৱা ঔ গলসূঈঁ।
কাঁচী পাট ভরী ধুনি রূঈ ॥
বিধি সো সেজ রচী কেহী জোগূ[৮]।
কো তহঁ পৌঢ়ি মানরস ভোগূ ॥
অতি সুকুঁরারি সেজ সো ডাসী[৯] ছুৱৈ ন পারৈ কোই।
দেখত নৱৈ খিনহি খিন পাৱঁ ধরত কসি[১০] হোই ॥*

সাততলার উপর সেই কৈলাস। সেখানে সুখকর রমণী-শয্যা। চারদিকে চারটি স্তম্ভ। তা হীরা, রত্ন এবং মূল্যবান প্রস্তরখচিত। মুক্তাজড়িত মাণিকের দীপ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হয়ে রয়েছে। উপরে রক্তিম চাঁদোয়া শোভা পাচ্ছে, আর মাটিতে রঙিন চাদর বিছানো। তার মাঝখানে পালঙ্কের উপর শয্যা পাতা। তাতে পুষ্পগন্ধ মাখানো। বিছানার চারিদিকে বালিশ ও তাকিয়া। তার রেশমের ওয়াড়ে নক্সা বোনা। বিধাতা কার জন্য এমন যোগ্য শয্যা রচনা করেছেন। কে এখানে শুয়ে রস উপভোগ করবে?

অতি সুকোমল এই শয্যা কেউ স্পর্শ করতে পারে না। দেখতে দেখতেই তৎক্ষণাৎ তা নুয়ে পড়ে, পা রাখলে কি জানি কি হবে?

১ তই সোঙনার
২ থাঁভ
৩ ধরে
৪ জরৈ ঔ
৫ পলঁগ
৬ সুখ
৭ চুহ
৮ ক্লহিঁ ভরী ঐস কেহি জোগূ
৯ সেজ রহ
১০ কস

* এরপর লালা ভগবানদীন সংস্করণে অতিরিক্ত দুটি স্তবক আছে যা গুপ্তায় নেই।

৪

পুনি তহঁ রতনসেন পগুধারা।
জহাঁ নৌ রতন সেজ সঁৱারা ॥
পুতরী গঢ়ি গঢ়ি খণ্ডন কাঢ়ী।
জনু সজীর সেরা সব[১] ঠাঢ়ী ॥
কাহু হাথ চঁদন কৈ খোরী।
কোই সেঁদুর কোই গহে সিন্ধোরী ॥
কোই কুহঁ কুহঁ কেসর লিহে[২] রহৈ।
লাৱৈ অঙ্গ রহসি[৩] জনু চহৈ ॥
কোঈ লিহে কুমকুমা চোৱা।
দরসন আস[৪] ঠাঢ়ি মুখ জোৱা ॥
কোই বীরা কোই লীন্হে বীরী।
কোই পরিমল অতি সুগঁধ-সমীরী ॥
কাহূ হাথ কস্তুরী মেদূ।
কোই কিছু লিহে লাগু তস ভেদু ॥[৫]
পাঁতিহি পাঁতি চহুঁ দিসি সব সোন্ধে কৈ হাট।
মাঁঝ রচা ইন্দ্রাসন পদমাৱতি কহঁ পাট ॥

অতঃপর রত্নসেন নবরত্নখচিত শয্যার নিকটে পদার্পণ করলেন। দণ্ডায়মানা জীবন্ত সেবিকাদের মতো পুতুল দিয়ে গড়া থামগুলো। কারোর হাতে রয়েছে চন্দনের বাটি; কেউ সিঁদুর নিয়ে, কেউ সিঁদুরের কৌটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ জাফরান নিয়ে এমন ভঙ্গীতে রয়েছে যে রভসকালে যেন চাইলেই তাঁদের অঙ্গে মাখিয়ে দেবে। কেউ কুমকুম ও চুয়া নিয়ে অপেক্ষা করছে; মুখদর্শনের আশায় (আয়নায়) দাঁড়িয়ে আছে। কেউ পান নিয়ে, কেউ মাজন নিয়ে, কেউ গন্ধামোদকারী পরিমল নিয়ে রয়েছে। কারোর হাতে কস্তুরীদ্রব্য। তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু কে কি দ্রব্য নিয়েছে তার।

সারি সারি চারদিকে সবাই যেন গন্ধদ্রব্যের হাট বসিয়েছে। মাঝখানে আছে ইন্দ্রাসন—সেখানে পদ্মাবতীর আসন।

১ হিত
২ লে
৩ রহসি
৪ ধনি কর চহৈ
৫ ভাঁতিহি ভাঁতি লাগ সব ভেদূ

৫

রাজৈ তপত সেজ জো পাঈ।
গাঁঠি ছোরি ধনি সখিহ্ন ছপাঈ[১] ॥
কহৈঁ[২] কুঁঅর হমরে অস চারূ।
আজু কুঁঅরি কর করব সিঙ্গারূ ॥
হরদ উতারি চঢ়াউব রংগূ।
তব নিসি চাঁদ সুরূজ সৌঁ[৩] সংগূ ॥
জস্[৪] চাতক মুখ বূঁদ[৫] সেৱাতী।
রাজা চক চৌহত[৬] তেহি ভাঁতী ॥
জোগি ছরা জনু অছরন সাথা।
জোগ হাথ কর ভএউ বেহাথা ॥
বৈ[৭] চাতুরি[৮] কর লৈ অপসঈঁ।
মন্ত্র[৯] অমোল ছীনি লেই গঈঁ ॥
বইঠো খোই জরী ঔ বূটি।
বোল ন আউ মোল[১০] ভই টূটি ॥
খাই রহা ঠগ-লাড়ু তন্ত মন্ত বুধি খোই।
ভা ধৌরাহর বনখঁড না হাসি আর ন রোই ॥

রাজা (রত্নসেন) যখন তপস্যার দ্বারা সেই শয্যা লাভ করলেন, সখীরা গাঁটছড়া খুলে পদ্মাবতীকে লুকিয়ে রাখল। তারা বলল, "হে কুমার, আমাদের এই প্রথা। আজ আমরা রাজকুমারীকে সাজাব। হলুদ তুলে অঙ্গরাগ দেব। তবে রাত্রিকালে চাঁদ সূর্যের মিলন হবে। "চাতকের মুখ যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জলবিন্দুর জন্যে পিপাসার্ত হয়ে থাকে, তেমনি রাজা তৃষার্ত নয়নে দেখছিলেন। অপ্সরীর কাছে যেন যোগী প্রতারিত হলেন, তাঁর হাত থেকে যোগ বেহাত হয়ে গেল। সখীরা চাতুরি করে রমণীকে সরিয়ে নিয়ে গেল, আর ছিনিয়ে নিল (রাজার) অমূল্য মন্ত্র। রাজা যোগের শিকড় বাকড় খুইয়ে বসে রইলেন, কথা এল না তাঁর মুখে, তিনি মূলধন হারিয়ে ফেললেন।

যেন বিষাক্ত লাড্ডু খেয়ে তিনি তন্ত্র মন্ত্র বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। প্রাসাদ হল অরণ্যের মতো, তাঁর না রইল হাসি, না থাকল কান্না।

১ ছিপাঈ
২ আহৈ
৩ কর
৪ জস
৫ তুকৈ
৬ জোহৈ
৭ দেই
৮ চিত্র
৯ মিত্র
১০ লাভ ন পাউ মূর

৬

অস তপ করত গএউ দিন ভারী।
চারী পহর বীতি জুগচারী ॥
পরী সাঁঝ পুনি সখী সো আঈ।
চাঁদ সো রহী উপনী তরাঈ[১] ॥
পুঁছহি গুরূ কহাঁ রে চেলা।
বিনু সসিহর[২] কস সূর অকেলা ॥
ধাতু কমাঈ সিখে তৈঁ[৩] জোগী।
অব কস দহু[৪] নিরধাতু বিয়োগী ॥
কহাঁ সো খোএহু বিরৱা লোনা।
জেহি তেঁ হোই রূপ ঔ সোনা ॥
কস হরতার পার নাহি পারা।
গন্ধক কহাঁ কুরকুটা খারা ॥
কহাঁ ছপাএ[৫] চাঁদ হমারা।
জেহি বিনু রৈনি জগত আঁধিয়ারা ॥
নৈন কৌড়িয়া হিয় সমুদ গুরূ সো তেহি মহঁ জোতি।
মন মরজিয়া ন হোই পরৈ হাথ ন আরৈ মোতি ॥

এইভাবে তপস্যার মধ্যে গুরুভার দিন চলে গেল। চারপ্রহর যেন মনে হল চারযুগ। সন্ধ্যাকালে সখীরা পুনরায় এল। চাঁদ গোপন রয়ে গেল, তারারা উপনীত হল। তারা জিজ্ঞাসা করল, "শিষ্যবর, আপনার গুরু কই? চন্দ্র বিনা সূর্য একলা থাকে কেমন করে? হে যোগী আপনি তো ধাতুবিদ্যা শিখেছেন। এখন কেমন করে আপনি ধাতুহীন বিবিক্ত হলেন? কোথায় হারালেন সেই রসায়ন পদার্থ যার সাহায্যে সোনারূপো পেতেন? হরিতাল পারদ পেল না কেন? গন্ধক কেমন করে কুরকুটা খেল? কোথায় লুকালো আমাদের চাঁদ; যা-বিনা জগতে অন্ধকার রাত।

আপনার নয়ন কড়ির তুল্য, হৃদয় সমুদ্রের মতো; গুরুই তার মধ্যে জ্যোতিস্বরূপ। মন যদি ডুবুরী না হয় তবে হাতে তো মুক্তো আসবে না।"

১ চাঁদ কহা উপনী জো তরঈ
২ সসি রহ
৩ তূ
৪ কব কস অস
৫ ছিপারহ

৭

কা পুছহু তুম ধাতু নিছোহী।
জো গুরু কীহ্ন অঁতরপট ওহী॥
সিধি-গুটিকা অব মো সঁগ কহা[১]।
ভএউঁ রাগ সত হিয়ে ন রহা॥
সো ন রূপ জাসোঁ মুখ খোলোঁ।
গএউ ভরোস তহাঁ[২] কা বোলোঁ॥
জহঁ লোনা বিররা কৈ জাতী।
কহি[৩] সঁদেস আন কো[৪] পাতী॥
কৈ জো পার হরতার করীজৈ।
গন্ধক দেখি অবহিঁ জিউ দীজৈ॥
তুম্হ জোরা কৈ সূর ময়ঙ্কূ।
পুনি বিছোহি সো[৫] লীহ্ন কলঙ্কূ॥
জো এহি ঘরী মিলাবৈ মোহীঁ।
সীস দেউঁ বলিহারী ওহী॥
হোই অবরক ঈঁগুর ভয়া ফেরি অগিনি মহঁ দীহ্ন।
কায়া পীতর হোই কনক জো তুম চাহহু কীহ্ন॥

রাজা বললেন, "হে নিষ্ঠুরা, আমার গুরুকে অন্তরালে লুকিয়ে রেখে তোমরা কেন আবার আমার ধাতুর কথা জিজ্ঞাসা করছ? এখন কোথায় গেল আমার নিকটবর্তী সিদ্ধিবটিকা? তার অভাবে সত্য আমার হৃদয় থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে। সেই রূপমূর্তি তো নেই যার কাছে আমার ব্যথা উদ্ঘাটন করব। আমার ভরসা যেখানে চলে গেছে, সেখানে আর কি বলব? যেখানে আমার রসায়নমূল আছে সেখানে কে আমার সংবাদ নিয়ে গিয়ে তার পত্র নিয়ে আসবে? যদি পারদের সঙ্গে হরিতাল একত্র করতে পার তাহলে গন্ধককে দেখে এখনই প্রাণ দেওয়া যায়। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করেছিলে, পুনরায় তাদের বিচ্ছিন্ন করে কলঙ্ক সঞ্চয় করছ। যে এই মুহূর্তে আমাকে তার সঙ্গে মিলিত করবে আমি কৃতার্থ হয়ে তাকে আমার মস্তক দান করব।

আমি ছিলাম অভ্রের মতো, হিঙ্গুলে (আবীরে) পরিণত হয়েছি। আবার তা আগুনে দিলে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে এই দেহ হলুদ সোনায় পরিণত হোক।

১ সিদ্ধি গুটকা জো মোঁগেঁ কহা
২ তাব
৩ কহ কো
৪ কৈ
৫ কস

৮

কা বসাই[১] জো গুরু অস বুঝা।
চকাবূহ অভিমনু জৌঁ[২] জূঝা॥
বিখ জো দীহ্ন অমৃত[৩] দেখরাই।
তেহি রে নিছোহী[৪] কো পতিয়াই॥
মরৈ সো জান হোই তন সূনা।
পীর ন জানৈ পীর বিহূনা॥
পার ন পাব জো গন্ধক পীয়া।
সো হরতার কহৌ কিমি জীয়া॥
সিদ্ধি গুটীকা জা পহঁ নাহী[৫]।
কৌন ধাতু পুছহু তেহি পাহী॥
অব তেহি বাজু রাঁগ ভা ডোলোঁ।
হোই সার তৌ বর কৈ[৬] বোলৌঁ॥
অভরক[৭] কৈ তন ইঙ্গুর কীহ্না।
সো তুম্হ[৮] ফেরি অগিনি মহঁ দীহ্না॥
মিলি জো পীতম বিছুরহি[৯] কায়া অগিনি জরাই।
কো তেহি[১০] মিলে তন তপ বুঝৈ কী[১১] অব মুএ[১২] বুঝাই॥

"গুরুই যদি এমন ভেবে থাকে তাহলে আমার আর কি করার আছে? চক্রব্যূহে অভিমন্যুর মতো আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অমৃত দেখিয়ে যদি কেউ বিষ দেয় তাহলে সেই নিষ্ঠুরার প্রতি আর কে বিশ্বাস রাখতে পারে? যে মরেছে সেই জানে দেহ জীবন শূন্য হয়। পীড়াহীন ব্যক্তি জানে না পীড়ার বেদনা। যে পারদ গন্ধকে লীন তাকে আর পাওয়া যাবে না, এখন আর হরিতাল কেমন করে টেঁকে? যার কাছে সিদ্ধিগুটিকা নেই, তাকে আর কোন ধাতুর কথা জিজ্ঞাসা করছ? এখন তাকে হারিয়ে আমি রাংতার মতো কাঁপছি। যদি আমার সারবস্তু থাকত তাহলে আমি জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। আমার অভ্র-দেহ হিঙ্গুলে বা আবীরে রূপান্তরিত করে, এখন তাকে আবার আগুনে নিক্ষেপ করছ!

মিলিত হবার পর প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটলে দেহ অগ্নিদগ্ধ হয়। এখন হয় তার সঙ্গে পুনর্মিলনে দেহতাপ নির্বাপিত হবে, নতুবা এখনই মৃত্যুতে জ্বালা জুড়োবে।"

১ বিসায়
২ জোঁয়া
৩ অঁবিরিতু
৪ তোহিঁরে নিছোহরি
৫ হম সিধি গুটিকা জানেঁ নাহী
৬ বরণী
৭ অবরখ
৮ তন
৯ পিরীতম বিছুরৈ
১০ কৈ সো
১১ কৈ
১২ মএহিঁ

৯

সুনি কৈ বাত সখী সব হঁসী।
জনহু রৈনি তরঈ পরগসী॥
অব সো চাঁদ গগন মহঁ ছপা।
লালচ কৈ কিত পাবসি তপা॥
হমহু ন জানহি দহুঁ সো কহাঁ।
করব খোজ ঔ বিনউব তহাঁ॥
ঔ অস কহব আহি পরদেসী।
করহিং[1] ময়া হত্যা জনি লেসী॥
পীর তুমহারি সুনত ভা[2] ছোহূ।
দেউ মনাউ হোই অস ঔহূ॥
তু জোগী ফিরি তপি কর জোগূ[3]।
তো কহঁ কোন রাজসুখ ভোগূ[4]॥
রহ রানী জহঁরা সুখ রাজূ।
বারহ অভরণ করৈ সো সাজূ॥
জোগি দিঢ় আসন করৈ[5] অহথির জরি[6] মন ঠাব[7]।
জো ন সুনা[8] তৌ অব সুনহি[9] বারহ অভরন নাব[10]॥

এ কথা শুনে সখীরা সব হাসল, যেন রাতের অন্ধকারে তারারা প্রকাশ পেল। বলল "এখন সেই চাঁদ গগনের মধ্যে লুকিয়েছে। হে তপস্বী, লালসা করে তাকে আর কেমন করে পাবেন? আমরা তো জানি না সে কোথায় গেল? খোঁজ করব তার এবং বিনয়ের সঙ্গে তাকে বলব। ওকে এই বলব, 'বিদেশী এসেছেন, তাঁকে দয়া কর, যেন হত্যা না হয়।' আপনার পীড়ার কথা শুনে করুণা হচ্ছে। কামনা করুন যেন ওরও এমন হয়। আপনি তো যোগী, যোগ তপস্যা করে বেড়ান, কোন রাজসুখভোগ আপনার জন্য (আশা করেন)? সে রাণী, যা কিছু রাজসুখ তারই। দ্বাদশ-আভরণে সে নিজেকে সাজায়।

হে যোগী, দৃঢ় আসনে চেপে বসে অস্থির চিত্তকে স্থির করুন। যদি না শুনে থাকেন, তবে এখন তার দ্বাদশ আভরণের নাম শুনুন।"

১ করু
২ হোহি
৩ তু যোগী তপ করু মন জথা
৪ জোগিহিঁ কৌন রাজ কৈ কথা
৫ করু
৬ ধরু
৭ ঠাউ
৮ সুনে
৯ সুনু
১০ নাউ

১০

প্রথমে মজ্জনে হোই সরীরূ।
পুনি পহিরৈ তন চন্দন চীরূ॥
সাজি মাঁগ সির সেঁদুর সারৈ[1]।
পুনি লিলাট[2] রচি তিলক সঁবারৈ[3]॥
পুনি অঞ্জন দুহুঁ নয়ন[4] করৈ।
ঔ কুণ্ডল কানহঁ মহঁ পহিরৈ॥[5]
পুনি নাসিক ভল ফুল অমোলা।
পুনি রাতা[6] মুখ খাই তমোলা॥
গিউ অভরন পহিরৈ জহঁ তাঈঁ।
ঔ পহিরৈ কর কঁগন কলাঈ॥
কটি ছুদ্রাবলি অভরণ পূরা।
পায়ন্হ পহিরৈ পায়ল চূরা॥
বারহ অভরন অহেঁ[7] বখানে।
তে পহিরৈ[8] বরহৌ অসথানে॥
পুনি সোরহৌ সিঙ্গার জস চারিহু চৌক[9] কুলীন।
দীরঘ চারি চারি লঘু চারি সুভর চৌ[10] খীন॥

"প্রথমে হবে শরীর-মার্জনা, অতঃপর দেহ চন্দন ধারণ ও বসন পরিধান করবে। মাথার সীমন্তে সিঁদুর সজ্জিত করা হবে। এরপর ললাটে তিলক অঙ্কিত হবে। তারপর দু চোখে কাজল দেওয়া হবে। কানে পরা হবে কুণ্ডল। নাকে অমূল্য ফুল পরিধান করবে। পান খেয়ে ওষ্ঠাধর রক্তিম হবে। যতদূর সম্ভব অলঙ্কারে গ্রীবা সজ্জিত হবে, হাতে করকঙ্কণ ধারণ করবে। কটিদেশ ক্ষুদ্রাবলি অলঙ্কারে সাজানো হবে, পায়ে পরিধান করবে পায়ল বা তোড়া। এইভাবে দ্বাদশ আভরণের বর্ণনা করা হল, বারোটি স্থানে সেগুলি পরিধান করা হবে।

আবার ষোল প্রকার সজ্জা আছে যার চারটি করে উত্তম ভাগ,—দীর্ঘ চার প্রকার, লঘু চার প্রকার, বিস্তৃত চার প্রকার, ক্ষীণ চার প্রকার।"

১ সারা
২ ললাট
৩ সঁবারা
৪ দোউ নৈনন
৫ পুনি দুউ কানন কুঁডল ধরৈ
৬ রাতৈ
৭ রহী
৮ ধারৈ
৯ জোগ
১০ চহু

১১

পদমারতি জো সঁরারৈ লীহ্না[1]।
পুনিউ রাতি দৈউ সসি কীহ্না[2]॥
করি[3] মঞ্জন তন কিয়েহু[4] নহানু[5]।
পহিরে[6] চীর গএউ ছপি ভানু॥
রচি পত্রাবলি মাগ সেঁদুরূ[7]।
ভরৈ মোতি ঔ মানিক চূরূ[8]॥
চন্দন চীর[9] পহিরে[10] বহু ভাতি।
মেঘঘটা জানহুঁ[11] বগপাঁতী॥
গুঁথি[12] জো রতন মাঁগ[13] বৈসারা।
জানহুঁ গগন টূট নিসি তারা॥
তিলক লিলাট ধরা তস দীঠা[14]।
জনহুঁ দুইজ পর সুহল বঈঠা[15]॥
কানহ্ন কুণ্ডল খুঁটিলা ঐ খুঁটী[16]।
জানহুঁ পরী কচপচী টূটী[17]॥
পহিরি জরাউ ঠাঢ়ি ভই কহি ন জাই তস ভার।
মানহু দরপন গগন ভা তেহি সসি তার দেখার॥

পদ্মাবতী যখন সজ্জিতা হলেন তখন মনে হল দেবতা যেন পূর্ণিমা নিশীথের চন্দ্রকে নির্মাণ করলেন। দেহ মার্জনা করে তিনি স্নান করলেন; যে বসন পরিধান করলেন তার উজ্জ্বল দীপ্তির কাছে সূর্যও ম্লান হয়ে গেল। পত্রাবলী বা সিঁথি-মৌর মাথায় দিলেন; সীমন্তে সিঁদুর দিলেন এবং তাতে মুক্তা ও মাণিক্য-চূর্ণ মেশালেন। চন্দন-সুবাসিত বিচিত্র বসন ধারণ করলেন। যেন মনে হল মেঘঘটার মধ্যে উজ্জ্বল বলাকা শ্রেণী। সিঁথিতে বিলম্বিত রত্নপুঞ্জ দেখে মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে খসে পড়া রাতের তারা। ললাট-তিলক দেখে মনে হল যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলায় তারার উদয়। কানে কর্ণকুণ্ডল, তা যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে সদ্যস্খলিত।

জড়োয়ার অলঙ্কার পরে যখন তিনি দাঁড়ালেন তখন সে রূপ অবর্ণনীয় হয়ে উঠল। মনে হল আকাশ যেন দর্পণ, সেখানে শশী তারকা দেখা দিল।

১ লীহীঁ
২ জনু রতি রূপবন্তী রস ভীনী
৩ কৈ
৪ কীহ
৫ অহানূ
৬ পহিরো
৭ সেংদূরী
৮ পূরী
৯ চিত্র
১০ ভএ
১১ মই জনু
১২ সির
১৩ মানিক
১৪ তিলক জরাউ জো দীহ লিলারা
১৫ বইঠ দুইজ সসি সোহিল তারা
১৬ মণি কুঁডল পহিরাএ লোনে
১৭ জনু কৌধা লপকৈ দুহুঁ কোনে

১২

বাঁক নৈন ঔ অঞ্জন রেখা।
খঞ্জন মনহুঁ[1] সরদ রিতু দেখা॥
জস জস[2] হের ফের চখ[3] মোরী।
লরৈ সরদ[4] মহুঁ খঞ্জন জোরী॥
ভৌহেঁ ধনুক ধনুক পৈ হারা।
নৈনহ্ন সাধি বান বিখ-মারা॥
করন[5] ফূল কানহ্ন[6] অতি সোভা।
সসিমুখ আই সুক জনু লোভা।
সুরঁগ অধর ঔ মিলা[7] তমোরা।
সোহৈ পান ফুল কর জোরো॥
কুসুমগন্ধ[8] অতি[9] সুরগঁ কপোলা।
তেহি পর অলক-ভুঅঙ্গিনি ডোলা।
তিল কপোল অলি কর্ঁল[10] বঈঠা।
বেধা সোই জেই[11] রহ তিল দীঠা॥
দেখি সিঙ্গার অনূপ বিধি[12] বিরহ চলা তব ভাগি।
কাল কষ্ট[13] ইমি[14] ওনরা সব মোরে জিউ লাগি॥

অঞ্জনরেখাঙ্কিত তাঁর বঙ্কিমনয়ন যেন শরৎঋতুতে খঞ্জন পাখীর মত দেখালো। ইতস্তত দৃষ্টিপাতে তাঁর চোখের চঞ্চলগতি যেন শরৎকালে খঞ্জনযুগলের যুদ্ধ। তাঁর ভ্রূধনু ইন্দ্রচাপকেও পরাস্ত করে; নয়ন থেকে বিষবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। কানে অতিশোভন কর্ণফুল, তাঁর চন্দ্রবদন দেখে শুক্রগ্রহ লুব্ধ হয়ে এগিয়ে আসে। তাঁর তাম্বূলরসনিষিক্ত রঞ্জিত অধর যেন পান ও ফুলের মিলিত শোভা। তাঁর সুরঞ্জিত পুষ্পসুবাসিত গালের উপর কুন্তল সর্পের মতো দুলছে। তাঁর গালের তিল চিহ্নটি যেন পদ্মে ভ্রমর বসে আছে। যে দেখেছে এই তিল, সে-ই বিদ্ধ হয়েছে।

এই অতুলনীয় সাজসজ্জা দেখে বিরহ এই বলে অন্তর্হিত হল, "এবার আমার মরণ-কষ্ট উপস্থিত হল। সবাই আমার জীবন হরণে প্রস্তুত।"

১ জানু
১ জো জো
৩ মুখ
৪ চন্দ
৫ রতন
৬ নাসিক
৭ লীন
৮ পেদ
৯ অস
১০ পহুব
১১ জো
১২ সব
১৩ কণ্ট
১৪ জিমি

১৩

কা বরনৌঁ অভরন ঔ[১] হারা।
সসি পহিরে নখতন্হ কৈ মারা॥
চীর চারু ঔ চন্দন চোলা।
হীর হার নগ লাগ অমোলা॥
তেহি ঝাঁপী রোমাবলি কারী।
নাগিনি রূপ ডসৈ হতিয়ারী॥
কুচ কঞ্চুকী[২] সিরীফল[৩] উভৈ।
হুলসহিঁ চহহিঁ কন্ত হিয়[৪] চুভৈ॥
বাহঁন্হ বাহুঁ[৫] টাড় সলোনী।
ডোলত বাহঁ ভাব গতি লোনী॥
তরবন্হ[৬] কবঁল করী জনু বাঁধী।
বসা লঙ্ক জানহুঁ দুই আধী॥
ছুদ্র ঘণ্ট কটি[৭] কাঞ্চন তাগা।
চলতৈ উঠহিঁ[৮] ছতীসৌ রাগা॥
চুরা পায়ল অনবট[৯] পায়ঁন্হ পরহিঁ বিয়োগ।
হিয়ে লাই টুক হম কহঁ সমদহু মানহুঁ ভোগ[১০]॥

কেমন করে বর্ণনা করব তাঁর হার এবং অলঙ্কারের। তিনি যেন চন্দ্র ও নক্ষত্রের মালা পরেছেন। শোভন বসন এবং চন্দন-সুবাসিত নিচোল পরিধান করেছেন। অমূল্য রত্নখচিত হীরক হার ধারণ করেছেন। এগুলি ঢেকেছে তাঁর রোমাবলী যা নাগিনীর মতো দংশনে ও নিধনে উদ্যত। কাঁচুলী দিয়ে ঢেকেছেন শ্রীফলের ন্যায় কুচযুগল, উল্লাসে তারা কান্তের হৃদয়কে বিদ্ধ করতে চায়। বাহুতে যে সুন্দর টাঁড় ও বাজুবন্দ তা হস্তের আন্দোলনে লীলায়িত হচ্ছে। কমলকলিতুল্য আভরণ করতলে বাঁধা। যে কটিদেশ দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধা স্বর্ণরসনা তাতে জড়িত, তাতে চলতে গেলেই ছত্রিশ রাগিণী বাজতে থাকে।

পায়ে চূড়া, পায়ল এবং আনট যেন বিচ্ছেদের আর্তিতে বলছে, "আমাদের হৃদয়ে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন কর এবং আনন্দ উপভোগ কর।"

১ উর
২ কঙ্কণ
৩ দুই শ্রীফল
৪ উর
৫ বাজ
৬ তরুণী
৭ ছুদ্রঘণ্টিকা
৮ চলতহিঁ উঠৈ
৯ পায়ল অনবট বীছিয়া
১০ লায় চমৈঁ টুক সমদহ অব জানহ রস ভোগ

১৪

অস বারহ সোরহ ধনি[১] সাজৈ।
ছাজ ন ঔর আহি[২] পৈ ছাজৈ॥
বিনরহিঁ সখী গহরু কা কীজৈ।
জেঁই জিউ দীন্হ তাহি জীউ দীজৈ॥
সবঁরি সেজ ধনি[৩] মন ভই সঙ্কা।
ঠাঢ়ি তেবানি টেকি কর লঙ্কা॥
অনচিন্হ পিউ কাঁপৌ মন মাহাঁ।
কা মৈঁ কহব গহব জো বাহাঁ॥
বারি বৈস গই পীরিত[৪] ন জানী।
তরুনি ভই ময়মংত ভুলানী॥
জোবন গরব ন মৈঁ কছু চেতা।
নেহ ন জানৌঁ সাম[৫] কি সেতা॥
অব সো কন্ত পুছিহি হঁসি[৬] বাতা।
কস মুহঁ হোইহি পীত কি[৭] রাতা॥
হৌঁ সো বারী ঔ দুলহিনি পীউ সো তরুণ ঔ তেজ।
না জানৌঁ কস হোইহি চঢ়ত কন্ত কে[৮] সেজ॥

এই দ্বাদশ আভরণে এবং ষোড়শ সাজে রমণী (পদ্মাবতী) সজ্জিত হলেন। এই সাজসজ্জা আর কিছুকে নয়, তাঁকেই শোভনা করে তুলল। সখীরা অনুনয় করে বলল, "কেন আর দেরী করছ? যিনি জীবনদান করেছেন তাঁকে প্রাণদান কর।" বাসরশয্যার কথা ভেবে পদ্মাবতীর মনে শঙ্কা জাগল। কটিদেশে হাত দিয়ে তিনি চিন্তান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, "অপরিচিত প্রিয়তমকে দেখে আমার চিত্ত কম্পিত হচ্ছে। যখন তিনি বাহু ধরবেন তখন আমি কি বলব? বাল্য-বয়স কেটে গেল, প্রেম-সম্ভোগ কি জানি না। এখন তরুণী অবস্থায় প্রেমে মদমত্ত হয়ে সবকিছু ভুলেছি। যৌবনগর্বের কথা কিছু ভাবি নি। জানি না প্রেম কালো কি সাদা? এখন সেই কান্ত যদি হেসে কিছু প্রশ্ন করেন, তাহলে মুখবর্ণ কেমন হবে, হলদে না লাল?

আমি বালিকা এবং কুমারী, প্রিয়তম তরুণ এবং বীর্যবান। যখন আমি প্রিয়তমের শয্যায় যাব তখন না জানি।

১ ধন
২ ওহী
৩ ধন
৪ প্রীতি
৫ স্যাম
৬ সব
৭ কৈ
৮ কী

১৫

সুনু ধনি[1] ডর হিরদয় তব তাঈঁ।
জৌ লগি[2] রহসি মিলৈ নহিঁ সাঈঁ॥
কৌন সো কলী জেহি ভৌঁর ন রাঈ।
ডার ন টূটী ফর[3] গরুআঈ॥
মাতা পিতা জৌ বিয়াহী সোঈ।
জরম[4] নিবাহ কন্ত সঙ্গ হোঈ॥
ভরি জমবার চহই জহঁ রহা।
জাই ন মেংটা তাকর কহা॥
তাকহঁ বিলঁব ন কীজৈ বারী।
জো পিউ আয়সু সোই[5] পিয়ারী॥
চলহু বেগি আয়সু ভা জৈসী।
কন্ত বোলাবৈ রহিঅ[6] কৈসী॥
মান ন করসি[7] পোঢ়[8] করু লাড়ু।
মান করত রিস মানৈ চাঁড়ু॥
সাজন লেই পঠাবা আয়সু জাই ন মেট।
তন মন জোবন সাজি কৈ[9] দেই[10] চলী লেই ভেঁট॥

সখী বলল, "শোন রমণী, যতক্ষণ না তোমার স্বামী মিলনরভসে প্রবৃত্ত হবেন ততক্ষণ তোমার হৃদয়ে ভয় থাকবে। যেখানে ভ্রমর অধিষ্ঠিত নয় সে আর কিসের পুষ্পকলি? ফলের গুরুভারে শাখা ভাঙে না। মা বাপ যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছেন, সেই কান্তের সঙ্গেই তোমার জীবন যাপন করতে হবে। এখন সারাজন্ম তাঁর যেখানে ইচ্ছে হবে সেখানেই রাখবেন। তাঁর কথার অন্যথা করা যাবে না। কন্যা, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে বিলম্ব কোর না। প্রিয়তমের যা আদেশ তাই তোমার প্রিয়। তাঁর আদেশমত দ্রুত অগ্রসর হও। কান্ত যেখানে ডেকেছেন সেখানে কিসের অপেক্ষা? মান কোর না, প্রেমকে বর্ধিত কর। মান করলে প্রেমিকের খুব রাগ হবে।

প্রেমিক আহ্বান করেছেন, তাঁকে অবহেলা কোর না।" তখন তিনি দেহ মন এবং যৌবন সজ্জিত করে প্রিয়তমকে সমর্পণ করার জন্য অগ্রসর হলেন।

১ ধন
২ লহি
৩ পুহুপ
৪ জনম
৫ মন সো
৬ রহৈ সো
৭ করু
৮ থোড়া
৯ সব
১০ দেন

১৬

পদমিনি-গবন হংস গএ দূরী।
কুঞ্জর[1] লাজ মেল[2] সির ধূরী॥
বদন দেখি ঘটি চন্দ ছপানা[3]।
দসন দেখি কৈ বীজু লজানা[4]॥
খঞ্জন ছপী[5] দেখি কৈ নয়না।
কোকিল ছপী[6] সুনত মধু[7] বয়না॥
গীবঁ দেখি কৈ ছপা[8] ময়ূরূ।
লঙ্ক দেখি কৈ ছপা[9] সদূরূ॥
ভৌঁহ ধনুক জো ছপা আকারাঁ[10]।
বেনী বাসুকি ছপা[11] পতারাঁ॥
খড়্গ ছপা[12] নাসিকা বিসেখী।
অমৃত ছপা[13] অধররস দেখী॥
পহুঁচহি ছপী কবঁল[14] পৌনারী।
জঙ্ঘ ছপা[15] কদলী হোই[16] বারী॥
অছরী রূপ ছপানী[17] জবহিঁ চলী ধনি[18] সাজি।
জাবঁত গরব গহেলী সবৈ ছপী[19] মন লাজি॥

পদ্মিনীর চলন দেখে হংস দূরে গমন করল। লজ্জিত হয়ে হাতী মাথায় ধুলো ছড়াল। তাঁর মুখ দেখে চাঁদ হ্রাস পেতে পেতে আত্মগোপন করল। দন্তপংক্তি দেখে বিদ্যুৎ লজ্জিত হল। নয়ন দেখে খঞ্জন লুকিয়ে পড়ল। মধুকণ্ঠ শুনে কোকিল অন্তর্হিত হল। গ্রীবাভঙ্গি দেখে ময়ূর লুকালো। কটিদেশ দেখে লুকিয়ে পড়ল সিংহ। ভ্রূধনু দেখে রামধনু অদৃশ্য হল। বেণী দেখে বাসুকী পাতালে গেল। নাসিকার তীক্ষ্ণতা দেখে খড়্গ লুকিয়ে রইল, অধররস দেখে অমৃত লুকালো। বাহু দেখে পদ্মের মৃণাল অন্তর্ধান করল। জঙ্ঘা দেখে কদলী উদ্যানে লুকালো।

যখন পদ্মাবতী সুসজ্জিত হয়ে চলতে লাগলেন তখন অপ্সরীরা আত্মগোপন করল। যত গরবিনী সুন্দরী আছেন সকলেই লজ্জায় লুকিয়ে রইলেন।

১ হস্তী
২ মেলহি
৩ ছিপানা
৪ লুকানা
৫ ছিপে
৬ কোয়ল ছিপী
৭ মুখ
৮ ছিপা
৯ ছিপা
১০ ভৌঁহৈ দেখি ধনুষ চোকায়া
১১ ছিপা
১২ ছিপী
১৩ অমিরিত ছিপা
১৪ পহুঁচনি দেখি ছিপী
১৫ দেখি
১৬ ছিপি
১৭ ছিপানী
১৮ ধন
১৯ ছিপী

১৭

মিলী গোহনে[১] সখী তরাঈঁ।
লেই[২] চাঁদ সুরূজ পহঁ আঈ॥
পারস[৩] রূপ চাঁদ দেখরাঈ।
দেখত সুরূজ গএউ মুরছাঈ॥
সোলহ কলা দিস্টি সসি কীন্হী।
সহসৌ কলা সুরূজ কৈ লীন্হী॥
ভা রবি অস্ত তরাঈঁ হঁসী।
সুরূজ না রহা চাঁদ পরগসী॥
জোগী আহি ন ভোগী হোঈ[৪]।
খাই কুরকুটা গা পৈ[৫] সোঈ॥
পদমাবতি জসি নিরমল গঙ্গা।
তূ জো কন্ত[৬] জোগী ভিখমঙ্গা॥
অবহু[৭] জগারহিঁ চেলা জাগৈ[৮]।
আবা গুরূ পাৱঁ উঠি লাগৈ[৯]॥
বোলহিঁ সবদ[১০] সহেলী কান লাগি গহি মাথ।
গোরখ আই ঠাঢ় ভা উঠু রে চেলা নাথ॥

নক্ষত্রবেষ্টনে চাঁদকে (পদ্মাবতীকে) সূর্যের (রত্নসেনের) কাছে নিয়ে এল। চাঁদের স্পর্শমণির মতো রূপ দর্শন করে সূর্য মূর্চ্ছা গেলেন। চাঁদ তাঁর ষোলকলা রূপ দর্শন করালেন। তিনি সহস্রকলা সূর্যের দীপ্তিকে গ্রহণ করলেন। সূর্য অস্তে গেলেন, তারারা হেসে উঠে বলল, সূর্যের অন্তর্ধানে চাঁদ প্রকাশিত হল। যোগী হলে ভোগী হওয়া যায় না। আপনি কুরকুটা খেয়ে নিদ্রা গেলেন। পদ্মাবতী যেন নির্মল গঙ্গাধারার মতো, আর তার কান্ত হয়ে আপনি ভিক্ষুক যোগী। তারা তাঁকে এই বলে জাগাল, "হে শিষ্য, জাগুন। আপনার গুরু এসেছেন, উঠে এসে তার পায়ে পড়ুন।"

সখীরা তাঁর কানের কাছে মাথা নামিয়ে শব্দ করে বলল, "গোরক্ষনাথ এসে দাঁড়িয়ে আছেন, উঠুন হে শিষ্যবর।"

১ মিলি সো গোহন
২ লিহে
৩ অদ্ভুত
৪ কোঈ
৫ পরি
৬ নাহিঁ জোগ
৭ সখী
৮ জাগহু
৯ লাগহু
১০ বচন

১৮

সুনি য়হ সবদ অমিয় অস লাগা[১]।
নিদ্রা ছুটি সোই অস জাগা[২]॥
গহী বাঁহ ধনি সেজরা আনী।
আঁচর[৩] ওট রহী ছপি রানী॥
সকুচৈ ডরই মুরই মন নারী[৪]।
গহু ন বাঁহ রে জোগি ভিখারী॥
ওহট হোসি[৫] জোগি তোরি চেরী।
আৱৈ বাস কুরকুটা কেরী॥
দেখি ভভূতি ছুতি মোহিঁ লাগা।
কাঁপৈ চাঁদ সুর[৬] সৌ ভাগা॥
জোগী তোরি তপসী কৈ কায়া।
লাগি চহৈ অঙ্গ মোহিঁ[৭] ছায়া॥
বার ভিখারি ন মাঁগসি ভীখা।
মাগৈঁ আই সরগ চঢ়ি সীখা॥
জোগি ভিখারী কোঈ মঁদির ন পৈসৈ পার।
মাঁগি লেহি কিছু[৮] ভিখিয়া[৯] জাই ঠাঢ় হোই[১০] বার॥

এই ধ্বনি অমৃতের ন্যায় (রাজার কানে) প্রবেশ করল; নিদ্রা ত্যাগ করে তিনি জেগে উঠলেন। রমণীর (পদ্মাবতীর) বাহু ধারণ করে তিনি তাঁকে শয্যায় আনলেন। রাণী তখন আঁচলের আড়ালে নিজেকে ঢাকলেন। সচকিত রমণী মনে মনে ত্রস্ত হয়ে বললেন, "হে যোগী ভিক্ষুক, আমার বাহু ধারণ কোর না। গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্যবধান রাখ। তোমার হাত থেকে কুরকুটার গন্ধ আসছে। বিভূতি বা ভস্ম দেখে আমার অপবিত্র বোধ হচ্ছে। চাঁদ কাঁপছে এবং সূর্যের কাছ থেকে পালাচ্ছে। হে যোগী, তোমার তাপস দেহ আমার অঙ্গে ছায়া ফেলতে চাইছে। ভিক্ষুক হয়ে তুমি দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা না চেয়ে একেবারে স্বর্গে উঠে এসে প্রার্থনা করতে শিখেছ।

যোগী এবং ভিক্ষুক হয়ে কেউ এ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। অল্প কিছু ভিক্ষে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থা

১ গোরখ সবদ সুখ ভা রাজা।
২ রাজা সুনি বাহন হোই গাজা॥
৩ অঞ্চল
৪ বারী
৫ হোউ
৬ রাহু
৭ মোর
৮ লেহ কছু
৯ ভিচ্ছা
১০ হো

১৯

মৈঁ[১] তুম্হ কারন পেম পিয়ারী।
রাজ ছাড়ি কৈ ভএউ ভিখারী॥
নেহ তুমহার জো হিয়ে সমানা।
চিতউর সৌঁ নিসরেউঁ হোই আনা॥
জস মালতি কহঁ ভৌঁর বিয়োগী।
চঢ়া বিয়োগ চলেউঁ[২] হোই জোগী॥
ভৌঁর খোজি জস পাৱৈ কেৱা।
তুম্হ কারন মৈঁ জিউ পর ছেৱা[৩]॥
ভএউঁ ভিখারী নারি তুম্হ লাগী।
দীপ পতঁগ হোই অঁগএউঁ আগী॥
এক বার মরি মিলৈ জো আঈ।
দূসরি বার মরৈ কিত[৪] জাঈ॥
কিত[৫] তেহি মীচু জো মরি কৈ জীয়া।
ভা সো অমর অমৃত মধু পীয়া[৬]॥
ভৌঁর জো পাৱৈ কঁৱল কহঁ বহু আরতি বহু আস।
ভৌঁর হোই নেৱছারৱি কঁৱল দেই হঁসি বাস॥

(রাজা বললেন) "হে প্রিয়তমা, আমি তোমার জন্যই রাজ্য ত্যাগ করে ভিক্ষুক হয়েছি। তোমার প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ হওয়ায় আমি চিতোর ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছি। মালতীর জন্য যেমন ভ্রমর উদাসী হয় তেমনি তোমার বিরহে আমি যোগী হয়েছি। ভ্রমর যেমন সন্ধান করে কেতকীকে পায়, তোমার জন্য তেমনি জীবনকে তুচ্ছ করেছি। হে রমণী, তোমার জন্য আমি ভিক্ষুক হয়েছি। আমি দীপ-পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিদাহ সহ্য করেছি। একবার মরণে যখন সিদ্ধিলাভ হয়, দ্বিতীয়বার মরতে যাবার কি প্রয়োজন? মরেও যে জীবিত রয়েছে তার আর মৃত্যু কোথায়? সে অমৃতমধু পান করে অমর হয়েছে।

অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার পর ভ্রমর যখন কমলকে লাভ করে তখন সেই নিবেদিত ভ্রমরের প্রতি কমল প্রসন্ন হয়ে আশ্রয় দান করে।"

---

১ অন
২ চলা
৩ খেৱা
৪ কত
৫ কত
৬ ভঁৱর কঁৱল মিলি কৈ রস পিয়া

২০

অপনে মুঁহ ন বড়াঈ ছাজা।
জোগী কতহুঁ হোহিঁ নহি রাজা॥
হৌঁ রানী তুঁ জোগী ভিখারী।
জোগিহি ভোগিহি কৌন চিহ্নারী॥
জোগী সবৈ ছন্দ অস খেলা।
তুঁ ভিখারী তেহি[১] মাহঁ অকেলা॥
পৱন বাঁধি উপসৱহিঁ অকাসা।
মনসহিঁ জহাঁ জাহিঁ তেহি পাসা[২]॥
এহী ভাঁতি সিস্টি সব[৩] ছরী।
এহী ভেখ রাৱন সিয় হরী॥
ভৌঁরহি মীচু নিয়র জব[৪] আৱা।
চম্পা[৫] বাস লেই কহঁ ধাৱা॥
দীপক জোতি দেখি উজিয়ারী।
আই পঙ্খি[৬] হোই পরা ভিখারী॥
রৈনি জো দেখৈ চন্দমুখ সসি[৭] তন হোই অলোপ।
তুহুঁ জোগী তস[৮] ভূলা করি[৯] রাজা কর[১০] ওপ॥

(পদ্মাবতী বললেন,) "নিজের মুখে বড়াই করা শোভন নয়। যোগী কখনও রাজা হয় না। আমি রাণী, তুমি যোগী ভিক্ষুক। যোগীর সঙ্গে ভোগীর সম্পর্ক কিভাবে সম্ভব? যোগীরা সব এইভাবে মিথ্যাচার করে? তুমিও তাদের মধ্যে একজন। তারা বায়ুবন্ধন করে আকাশে ওড়ে। যার কাছে মন চায় তার কাছে যায়। এইভাবে তারা সৃষ্টির সঙ্গে ছলনা করে। এই ছদ্মবেশেই রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল। ভ্রমরের নিকটে যখন মরণ আসে তখন সে চাঁপাফুলের সুগন্ধ নিয়ে ছুটে যায়। প্রদীপের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখে পতঙ্গ ভিক্ষুকের মতো তাতে উড়ে এসে পড়ে।

রজনীতে যখন চন্দ্রমুখ দেখা যায় তখন তার দেহ অদৃশ্য থাকে। তুমিও যোগী সেইরকম ছলনা করে রাজার বেশ গ্রহণ করেছ।"

---

১ কেহি
২ বাসা
৩ বহ
৪ জো
৫ কেতকী
৬ পঙ্খিঁ
৭ মসি
৮ তপ
৯ মৈঁ
১০ কী

২১

অমু ধনি[1] তু নিসিঅর নিসি মাহাঁ।
হোঁ দিনিঅর জেহি কৈ তু ছাহাঁ॥
চাঁদহি কহাঁ জোতি ঔ করা।
সুরূজ কে জোতি চাঁদ নিরমরা॥
ভোঁর বাস চম্পা নহিঁ লেঈ।
মালতি জহাঁ তহাঁ জিউ দেঈ॥
তুম্হ হুঁত ভএউঁ পতঁগ কৈ করা।
সিংহল দীপ আই উড়ি পরা॥
সেএউঁ মহাদের কর বারূ।
তজা অন্ন ভা পরন অহারূ॥
অস মৈঁ[2] প্রীতি গাঁঠি হিয়[3] জোরী।
কটৈ ন কাটে ছুটৈ ন ছোরী॥
সীতৈ[4] ভীখি রারনহিঁ দীহ্নী।
তূঁ অসি নিঠুর অঁতরপট কীহ্নী॥
রঙ্গ তুম্হারেহি রাতেউঁ চঢ়েউঁ গগন হোই সুর।
জহঁ সসি সীতল তহঁ[5] তপৌঁ[6] মন হীঁছা[7] ধনি[8] পূর॥

(রাজা বললেন) "হে নারী, তুমি নিশীথের চন্দ্র। আমি দিবাকর, তুমি আমার ছায়া। চাঁদের আর নিজের জ্যোতি কোথায়? সূর্যের দীপ্তিতেই চন্দ্রের নির্মলতা। ভ্রমর চাঁপাফুলের সুবাস গ্রহণ করে না। যেখানে মালতী ফোটে সেখানেই সে তার জীবন উৎসর্গ করে। তোমার জন্য আমি পতঙ্গবৎ সিংহলদ্বীপে উড়ে এসে পড়েছি। মহাদেবের মন্দির-দ্বারে এসে পূজা করেছি, অন্ন ত্যাগ করে পবন আহার করেছি। এইভাবে আমি হৃদয়ে প্রীতিগ্রন্থি বেঁধেছি। তা কাটলেও কাটবে না, ছিঁড়লেও খুলবে না। সীতা রাবণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন, অথচ তুমি নিষ্ঠুরের মতো অন্তরালে লুকিয়ে আছ।

তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি সূর্যের মতো গগনে চড়েছি। যেখানে চন্দ্র শীতল হয়ে রয়েছে, সেখানে আমাকে তপস্যা করতে দিয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।"

---

১ অন ধন
২ তুম সেঁ।
৩ মৈঁ
৪ সিয়া
৫ কহঁ
৬ তপসি
৭ ইচ্ছা
৮ ধন

২২

জোগি ভিখারি করসি বহু বাতা।
কহসি রঙ্গ দেখৌঁ নহিঁ রাতা॥
কাপর রঙ্গে রঙ্গ নহিঁ হোঈ।
উপজৈ ঔটি রঙ্গ ভল সোঈ[1]॥
চাঁদ কে রঙ্গ সুরূজ জস[2] রাতা।
দেখৈ জগত সাঁঝ পরভাতা॥
দগধি বিরহ নিতি হোই অঁগারা।
ওহী আঁচ ধিকৈ[3] সংসারা॥
জো মজীঠ ঔটৈ বহু আঁচা।
সো রঁগ জনম ন ডোলৈ রাঁচা॥
জরৈ বিরহ জস[4] দীপক-বাতী।
ভীতর জরৈ উপর হোই রাতী॥
জরি পরাস হোই কোইল ভেসূ।
তব ফূলৈ রাতা হোই টেসূ॥
পান সুপারি খৈর জিমি মেরই করৈ চকচূন।
তৌ[5] লগি রঙ্গ ন রাঁচৈ জৌ[6] লগি হোই ন চূন॥

(রাণী বললেন) "হে যোগী ভিক্ষুক, অনেক কথাই তো বলছ। (প্রেম) রঙ্গের কথা বললে, কিন্তু তোমাকে তো অনুরাগ-রক্তিম হতে দেখলাম না। বসন রাঙালেই কেউ রক্তিম হয় না। উত্তাপে জ্বাল দিলে তবেই রঙ তৈরী হয়। চাঁদের অনুরাগে সূর্য কেমন রক্তিম হয়ে ওঠে প্রতি সাঁঝ সকালেই জগৎ তা দেখতে পায়। বিরহ দগ্ধ হয়ে নিয়ত অঙ্গার হচ্ছে—তারই আঁচে সংসার তেতে ওঠে। যে মঞ্জীষ্ঠা রঙ উত্তাপে জ্বাল দিয়ে দিয়ে তৈরী হয় সেই (পাকা) রং জন্মেও আর তোলা যায় না। প্রদীপ শিখার মতো বিরহ অন্তরে জ্বলে, তার রক্তিমা উপরে উপরে দেখা যায়। পলাশ গাছ (রৌদ্রে) দগ্ধ হয়ে যখন কাঠকয়লার মতো হয় তখনই তা পুষ্পিত হয় এবং তার বর্ণ হয়ে ওঠে রক্তিম।

পান-সুপারি এবং খয়ের যখন চুনের সঙ্গে মেশে তখনই রঙ দেখা দেয়। যতক্ষণ না চূর্ণ হয় ততক্ষণ রঙ হয় না।"

---

১ হিয়ো ঔটি উপজৈ রঁগ সোঈ
২ সুর জো
৩ দগধৈ
৪ জা
৫ তব
৬ জব

২৩

কা ধনি পান রঙ্গ কা চূনা[১]।
জেহি তন নেহ দগধ তেহি দূনা॥
হৌঁ তুম্হ নেহ পিয়র ভা পানূ।
পেড়ী হুঁত সোনরাস বখানূ॥
সুনি তুম্হার সংসার বড়ৌনা।
জোগ লীন্হ তন কীন্হ গড়ৌনা॥
করহিঁ জো কিঙ্গরী লই বৈরাগী।
নৌতী হোই বিরহ কৈ আগী॥
ফেরি ফেরি তন কীন্হ ভুঁজৌনা।
ঔটি রকত রঁগ হিরদয়[২] ঔনা॥
সূখী সুপারী ভা মন মারা।
সির[৩] সরৌতা জন্মু কররত সারা॥
হাড় চূন ভা[৪] বিরহহি দহা।
জানৈ সোই জো দগধ ইমি সহা॥
সোঈ[৫] জান বহ[৬] পীরা জেহি দুখ ঐস সরীর।
রকত পিয়াসা হোই জো[৭] কা জানৈ পর পীর॥

(রাজা বললেন) "হে রমণী, পানের রঙ ও চূণের কথা কি বলছ? যার শরীরে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছে সে দুবার দগ্ধ হয়েছে। তোমার প্রেমে আমি পাকা পানের মতো পীত বর্ণের হয়েছি, বৃন্তে থাকলে স্বর্ণপত্র বলে মনে হত। সংসারে তোমার গৌরব শুনে আমি যোগলীন হয়ে দেহকে সমাহিত করেছি। হাতে কিঙ্গরী বা সারেঙ্গী নিয়ে যখন বৈরাগী হলাম তখন নতুন করে বিরহাগ্নি জ্বলে উঠল। দেহকে বারে বারে আগুনে সেঁকলাম, রক্তকে জ্বাল দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে রঙ এল। চিত্তকে মেরে শুকনো সুপুরী করলাম। মাথার উপর জাঁতির মতো করে রাখলাম করাত। বিরহে দগ্ধ হয়ে হাড় চূণ হল। যে এই দাহ সহ্য করছে সে-ই জানে এর জ্বালা।

যে শরীরে এ দুঃখ ভোগ করেছে সে-ই জানে এই পীড়ন কেমন। যে রক্তপিপাসু সে অপরের যন্ত্রণা কেমন করে জানবে?

১ ধনিয়া কা সুরঙ্গ
২ হবণী
৩ সীস
৪ ভয়ে
৫ কৈ সো
৬ পয়
৭ জে অহৈ

২৪

জোগিন্হ[১] বহুত ছন্দ ওঁরাহীঁ।
বূঁদ সেরতী জৈস পরাহীঁ॥
পরহিঁ ভূমি[২] পর হোই কচূরূ।
পরহি কদলি পর হোই কপূরূ॥
পরহি সমুঁদ খারা জল ওহীঁ।
পরহিঁ সীপ তৌঁ[৩] মোতী হোহীঁ॥
পরহিঁ মেরু পর[৪] অমৃত[৫] হোই।
পরহিঁ নাগমুখ বিখ হোই সোঈ॥
জোগী ভৌঁর নিঠুর এ দোউ।
কেহি আপন ভএ কহৈ[৬] জো[৭] কোউ॥
এক ঠাঁর এ থির ন রহাহীঁ।
রস লেই খেলি অনত[৮] কহুঁ জাহী॥
হোই গিরীহী পুনি হৌঁহি উদাসী।
অন্তকাল দূরৌঁ[৯] বিসরাসী[১০]॥
তেহি সৌঁ নেহ জো দিঢ় কৈ রহহিঁ ন একৌ দেস[১১]।
জোগী ভৌঁর ভিখারী ইন্হ সৌ দূরি অদেস[১২]॥

(রাণী বললেন) "স্বাতীনক্ষত্র থেকে নিপতিত জলবিন্দুর ন্যায় যোগীরা বহুরূপী। স্বাতীনক্ষত্রের জল মাটির উপর পড়লে কচুর জন্ম হয়। কলাগাছের উপর পড়লে কর্পূর হয়। সমুদ্রের জলে পড়ে লবণ হয়। শুক্তির মধ্যে পড়ে মুক্তো হয়। সুমেরুতে পড়লে অমৃত হয়, সাপের মুখে পড়ে বিষ হয়। যোগী এবং ভ্রমর দুই-ই নিষ্ঠুর। কেউ যদি তাদের আপন হয়ে থাকে সে বলুক। তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। মধু পান করে অন্যত্র প্রস্থান করে। তারা কখনও গৃহী হয়, কখনও উদাসী হয়। শেষ পর্যন্ত দুজনেই অবিশ্বাসী।

তাদের সঙ্গে যে গভীরভাবে প্রেম করে সে একদেশে থাকতে পারে না। যোগী, ভ্রমর এবং ভিক্ষুককে দূর থেকে প্রণাম করাই শ্রেয়।

১ জোগিহিঁ
২ পুহমি
৩ সব
৪ ফল
৫ অমিরিত
৬ কহ
৭ সব
৮ অন্ত
৯ দোনৌঁ
১০ বিসুৱাসী
১১ তাসোঁ নেহ জো দিঢ় করিয় থির আছৈ সহদেস
১২ জোগী ভঁবর ভিখারী দূরিহিঁ তে আদেস

২৫

থল থল নগ ন হোহিঁ জেঁহি[১] জোতী।
জল জল সীপ ন উপনহিঁ মোতী॥
বন বন বিরিছ[২] ন চন্দন হোঈ।
তন তন বিরহ ন উপনৈ সোঈ॥
জেহিঁ[৩] উপনা সো ঔটি মরি গএউ।
জনম নিনার[৪] ন কবহুঁ ভএউ॥
জল অম্বুজ রবি রহৈ অকাসা।
জৌ ইন্হ প্রীতি জানু[৫] এক পাসা॥
জোগী ভৌঁর জো থির ন রহাহীঁ।
জেহি খোজহিঁ তেহি[৬] পারহিঁ নাহীঁ॥
মৈঁ তোহি পাএউঁ[৭] আপন জীউ।
ছাঁড়ি সেবাতি ন আনহিঁ[৮] পীউ॥
ভৌঁর মালতী[৯] মিলৈ জো আঈ।
সো তেজি আন ফুল কিত জাঈ॥
চম্পা প্রীতি ন ভৌঁরহি দিন দিন আগরি[১০] বাস।
ভৌঁর জো পাবৈ মালতী মুএহু ন ছাঁড়ৈ পাস॥

(রাজা বললেন) "জ্যোতির্ময় রত্ন যেখানে সেখানে মেলে না, মুক্তোপূর্ণ শুক্তিও প্রত্যেক জলাশয়ে পাওয়া যায় না। বনে বনে সব গাছে চন্দন হয় না, প্রতি দেহে বিরহ জাগে না। যার মধ্যে বিরহ দেখা দেয় সে দগ্ধ হয়ে মরে যায়। কখনও জীবন শেষ করতে পারে না। জলে থাকে পদ্ম, আকাশে থাকে সূর্য। যদি এদের মধ্যে প্রীতি থাকে তাহলে তারা একত্রে থাকবে জেনো। যোগী এবং ভ্রমর যে স্থির থাকে না, তার কারণ তারা যা খোঁজে তা পায় না। কিন্তু আমি তো আমার প্রাণস্বরূপা তোমাকে পেয়েছি। স্বাতীনক্ষত্রের জল ছাড়া আর কিছু পান করব না। ভ্রমর এসে যখন মালতীকে পায়, সে কি তাকে ত্যাগ করে অন্য ফুলে যায়?

চাঁপার সুগন্ধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেলেও ভ্রমরের চম্পাপ্রীতি নেই। ভ্রমর মালতীকে পেলে মৃত্যু হলেও সে তার কাছছাড়া হয় না।

১ জিহ
২ বিরিখ
৩ জই
৪ নিয়ার
৫ জো পিরীতি জানহু
৬ জিনহি খোজি কোউ
৭ পাবা
৮ আন নহিঁ
৯ মালতিহিঁ
১০ আকর

২৬

ঐসৈ রাজকুঁবর নহী মানৌঁ।
খেলু সারি পাঁসা তৌ জানৌঁ॥
কাঁচে বারহ পরা জো পাঁসা[১]।
পাকে পৈঁত পরী [illegible] রাসা[২]॥
রহৈ ন আঠ অঠারহ ভাখা।
সোরহ সতরহ রহৈঁ সো রাখা॥
সত জো[৩] ধরৈ[৪] সো খেলনহারা।
ঢারি ইগারহ জাই ন মারা॥
তুঁ লীন্হে আছসি মন দুবা।
ঔ জ্‌ুগ সারি চহসি পুনি ছুবা॥
হৌঁ নব[৫] নেহ রচৌ তোহি পাহাঁ।
দসউঁ দাঁব তোরে হিয়[৬] মাহাঁ॥
তৌ চোপর[৭] খেলৌঁ করি[৮] হিয়া।
জো তরহেল হোই সৌতিয়া॥
জেহি মিলি বিছুরন ঔ তপনি অন্ত হোই জো নিন্ত[৯]।
তেহি মিলি বিছুরন[১০] কো সহৈ পরবনী[১১] মিলৈ নিচিন্ত॥

(রাণী বললেন) এতেই রাজকুমার প্রবোধ মানব না। যদি পাশা খেলতে পার তবেই বুঝব। পাশার বারোটা গুটি যদি কাঁচা থাকে তবে ঠিক ঠিক পাকা দান হবে। তখন আর আট বা আঠারো থাকবে না, শুধু ষোল এবং সতেরোর দান থাকবে। যে সাতের দান চালবে বা সত্যকে রাখবে সেই পাকা খেলোয়াড়। যে (দশেন্দ্রিয়-সহ-মন) এগারোর দান চালবে তাকে কেউ হারাতে পারবে না। তুমি মনে মনে পাশার চাল দিয়ে তারপর আমার গুটি যুগলকে (বক্ষযুগল) স্পর্শ করতে চাইছ। আমি তোমার জন্যে নব প্রেম বা ন'য়ের চাল রচনা করব, এবং তোমার হৃদয়ে (জয়ের) দশম দান দেব। তোমার হৃদয় অধিকার করে চারের চালে খেলব, যাতে অপরের তিনের চাল (সপত্নীরা) যেন আমার অধীন হয়।"

যা পেলে সমস্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রণার অবসান হয় তা পেলে আর কে বিরহ সহ্য করে, বিশেষতঃ পার্বণী (বা পদ্মাবতী) লাভে যখন সে নিশ্চিন্ত!

১ কচ্চে বারহি বার ফিরাসী
২ পক্কে পৈ পর থির ন রহাসী
৩ পর
৪ ঢ়রৈ
৫ তৌ
৬ কর
৭ তব চৌপর
৮ কৈ
৯ ঔ মরন অন্ত তন্ত হোই নিংত
১০ কঙ্কন / গঙ্গন
১১ বর বিন

২৭

বোলৌঁ রানি বচন সুনু সাঁচা[১]।
পুরুখক বোল সপত[২] ঔ বাচা॥
য়হ মন লাএউঁ[৩] তোহিঁ অস নারী।
দিন তুই পাসা ঔ নিসি সারী॥
পৌ পরি বারহি বার মনাএউঁ।
সির সৌঁ[৪] খেলি পৈঁত জিউ লাএউঁ॥
হৌঁ অব চৌক পঞ্জ তৈঁ বাঁচী[৫]।
তুম্হ বিচ গোট ন আরহি কাঁচী[৬]॥
পাকি উঠাএউঁ আস করীতা।
হৌঁ জিউ তোহি হারা তুম জীতা॥
মিলি কৈ জুগ নাহি হোহুঁ নিনারী[৭]।
কহাঁ বীচ দূতী দেনিহারী॥
অব জিউ জনম জনম তোহি[৮] পাসা।
চঢেউঁ জোগ আএউঁ কবিলাসা॥
জাকর জীউ বসৈ জেহি তেহি পুনি তাকরি টেক।
কনক সোহাগ ন বিছুরৈ ঔটি মিলৈঁ হোই এক॥

(রাজা বললেন) "হে রাণী, শোনো, সত্য কথা বলছি। পুরুষের বাক্যই হল তার শপথ এবং প্রতিশ্রুতি। হে নারী, এই মন এমনভাবে তোমাকে সমর্পণ করেছি যে তুমি আমার দিনের বেলার 'পাশা' এবং রাত্রের 'দাবা' অর্থাৎ তুমি আমার দিনরাতের সঙ্গিনী। তোমার পায়ে পড়ে বারে বারে মিনতি করে বলছি, আমার মস্তক পণ রেখে জীবনকে প্রায় জয়ের প্রান্তে এনেছি। আমি এখন (পাশাখেলায়) চৌকা পঞ্চাশের চাল অতিক্রম করেছি। কাঁচা গুটি নিয়ে তোমার নিকটে আসা যায় না। আমি আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তাকে পাকিয়েছি। আমার প্রাণ তোমার কাছে হেরেছে, তুমি জিতেছ। এখন যুগলে মিলিত হয়েছি, একযুগে তা আর বিচ্ছিন্ন হবার নয়। এক্ষেত্রে আর উভয়ের মাঝখানে দূতীর দৌত্যের কি প্রয়োজন? এখন থেকে আমার প্রাণ জন্মজন্ম তোমার সঙ্গী হবে, আমি যোগমার্গে উঠে কৈলাসে এসেছি।

যার চিত্ত যাতে মজে সে-ই তার আশ্রয়। সোনার সঙ্গে সোহাগা মিশলে আর বিচ্ছিন্ন করা যায় না, বরং উত্তাপ দিলে তারা মিশে এক হয়ে যায়।"

১ বোলৌঁ বচন নারি সুনু সাঁচা
২ সত্ত্য
৩ লাগ্যো
৪ সোরস
৫ ভলী ভাঁতি হিয়রে রুচি রাচি
৬ মারেসি তু সব হী বৈ কাচী
৭ নিরারী
৮ হোহি

২৮

বিহঁসী ধনি[১] সুনি কৈ সত বাতা।
নিহচয়[২] তূ মোরে রঁগ রাতা॥
নিহচয়[৩] ভৌঁর কঁবল রস রসা।
জো জোহি মন সো তেহি মন বসা॥
জব হীরামন ভএউ[৪] সঁদেসী।
তুম্হ হুঁত[৫] মঁডপ গএউ পরদেসী॥
তোর রূপ তস দেখিউঁ লোনা।
জনু জোগী তূ[৬] মেলেসি টৌনা॥
সিধি-গুটকা জো দিস্টি কমাঈ।
পারহি মেলি রূপ বৈসাঈ[৭]॥
ভুগুতি দেই কহঁ মৈঁ তোহি দীঠা।
কঁবল নৈন হোই ভৌঁর বঈঠা॥
নৈন পুহুপ তূ অলি ভা সোভী।
রহা বেধি অস[৮] উড়া[৯] ন লোভী॥
জাকরি আস হোই জেহি[১০] তেহি পুনি তাকরি আস।
ভৌঁর জো দাঘা কঁবল কঁহ কস ন পাব সো[১১] বাস॥

এই সত্যবচন শুনে পদ্মাবতী হাসলেন। (বললেন), "নিশ্চয় তুমি আমার রূপে আসক্ত হয়েছ। নির্ঘাত ভ্রমর কমলরসে মত্ত হয়েছে। যার যেমন মন সে তাতে মজে। যখন হীরামন তোমার দূত হয়ে এল, হে বিদেশী, আমি তোমার জন্য মণ্ডপে গিয়েছিলাম। তখন তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করলাম. হে যোগী, তুমি যেন আমাকে যাদু করেছিলে। তোমার দৃষ্টি যেন সিদ্ধিগুটিকার মতো মোহ বিস্তার করল, যেন পারা মিশিয়ে রূপোকে বসান হল। সন্তোষ দেবার জন্য তোমার দিকে চাইলাম, তুমি ভ্রমর হয়ে নয়নকমলে আসন নিলে। আমার নয়নপুষ্পে তুমি মৌমাছির ন্যায় শোভা হয়ে রইলে। ভ্রমর এমনই লুব্ধের মতো বিঁধে রইলো যে আর উড়লো না।

যার যাকে আকাঙ্ক্ষা তারও কামনা তাকেই। ভ্রমর যদি কমলের জন্য দগ্ধ হয় তাহলে সে সুবাস না পাবে কেন?

১ ধন
২ নিহচৈ
৩ নিহচৈ
৪ ভয়ো
৫ তোহিঁ লিত
৬ তৈঁ
৭ পারে মেল রূপ বসিয়াঈ
৮ তস
৯ উড়সি
১০ অস
১১ রস

২৯

সত্য কহৌ সুনু পদমাবতী।
জহঁ সত পুরুষ তহাঁ সুরসতী॥
পাএউঁ সুৰা কহী রহ বাতা।
ভা নিহচয় দেখত মুখ রাতা॥
রূপ তুম্হার সুনেউঁ অস নীকা।
না জেহি চঢ়া কাহু কহঁ টীকা॥
চিত্র কিএউঁ পুনি লেই লেই নাউঁ।
নৈনহি লাগি হিয়ে ভা ঠাউঁ॥
হৌঁ ভা সাঁচ সুনত ওহি ঘড়ী।
তুম হোই রূপ আঈ চিত চঢ়ী[১]॥
হৌঁ ভা কাঠ মূর্তি মন মারে।
চহৈ জো[২] কর সব সাথ[৩] তুম্হারে॥
তুম্হ জো ডোলাইহু তবহী[৪] ডোলা।
মৌন[৫] সাঁস জো দীহ্ন তৌ বোলা॥
কো সোরৈ কো জাগৈ অস হৌঁ গএউঁ বিমোহি।
পরগট গুপুত ন দুসর জহঁ দেখৌ তহঁ তোহি॥

(রাজা বললেন) "সত্য বলছি, পদ্মাবতী শোন। যেখানে সত্যবাদী পুরুষ সেখানেই সরস্বতী। যে শুকপাখীকে পেলাম, সে তোমার কথা জানাল। তার রক্তিম মুখ দেখে নিশ্চিত হলাম। তার কাছে তোমার এমন অপরূপ রূপের কথা শুনলাম; জানলাম, এখনও কারোর সঙ্গেই তোমার বিবাহ-তিলক রচিত হয় নি। বার বার তোমার নাম উচ্চারণ করে তোমার চিত্র রচনা করলাম। সেই ছবি নয়নপথ দিয়ে হৃদয়ে স্থান পেল। যে মুহূর্তে তোমার কথা শুনলাম আমি যেন সত্যময় হলাম। তুমি রূপমূর্তি ধরে আমার চিত্তে অধিষ্ঠান করলে। আমার চিত্ত নির্জীব হয়ে গেল। আমি কাঠের পুতুলের মতো হয়ে গেলাম। এখন যা কিছু করতে চাই সবই তোমার সাহায্যে। তুমি যখন নাড়াও আমি তখন নড়ি। আমি মূক, তুমি নিশ্বাস দিলে তবে আমি কথা বলি।

(জগতে) কে ঘুমিয়ে, কেই-বা জেগে? এ জেনেও আমি বিমোহিত। গুপ্ত বা প্রকাশিত দ্বিতীয় কেউ নেই, এখন যেদিকে তাকাই সেদিকেই তুমি।"

---

১ চঢ়ী
২ জই জই
৩ হাথ
৪ সোঈ
৫ মরন

৩০

কৌন মোহনী দহুঁ হুতি তোহী।
জো তোহি বিথা[১] সো উপনী মোহী॥
বিনু জল মীন তলফ[২] জস[৩] জীউ।
চাতকি ভইউঁ কহত[৪] পিউ পিউ॥
জরিউঁ বিরহ জস দীপক বাতী।
পন্থ জোহত[৫] ভই সীপ সেরাতী॥
ডাঢ়ি ডাঢ়ি জিমি[৬] কোইল ভঈ।
ভইউ চকোরি নীন্দ নিসি গঈ॥
তোরে[৭] পেম পেম মোহিঁ[৮] ভএউ।
রাতা হেম অগিনি জিম[৯] তএউ॥
হীরা দিপৈ[১০] জো সূর উদোতী।
নাহিঁ ত কিত পাহন কহঁ জোতি॥
রবি পরগাসৈ কঁবল বিগাসা।
নাহি ত কিত মধুকর কিত বাসা॥
তাসৌ কৌন অঁতরপট জো অস পীতম পীউ।
নেরছারবি অব সারৌঁ[১১] তন মন জীবন[১২] জীউ॥

(রাণী বললেন) "এ তোমার কোন মায়া যে তোমার ব্যথা আমাতে উৎপন্ন হল। জল বিনা মাছের যে অবস্থা হয় আমার তাই হল। চাতকীর মত বলছি, 'প্রিয়তম, পান কর।' দীপের ন্যায় বিরহদগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। শুক্তি যেমন স্বাতীবিন্দুর জন্য প্রতীক্ষা করে তেমনি তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছি। পুড়ে পুড়ে হয়েছি কয়লার মত কালো। চকোরের মতো রাতের নিদ্রা ঘুচে গেছে। তোমার প্রেম আমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মতো রক্তিম হয়েছি। সূর্যের কিরণেই হীরক দীপ্তিমান হয়, নতুবা কোথা থেকে সে জ্যোতি পাবে? সূর্যের প্রকাশেই কমল বিকশিত হয়, নচেৎ কোথায় মধুকর, কোথায় সুগন্ধ?

কোন্ অন্তরাল তোমার মতো প্রিয়তমের কাছ থেকে আমাকে আড়াল করতে পারে? আমি এখন আমার সমস্ত তনুমন জীবন (তোমার কাছে) সমর্পণ করব।"

---

১ বিথা
২ তপৈ
৩ তস
৪ রটত
৫ পথ জোবত
৬ ডার ডার জোঁ
৭ মোরে
৮ তোহি
৯ জোঁ
১০ দিপহিঁ
১১ নেরছাবরি করৌ আপ হৌ
১২ জোবন

৩১

কহি[১] সতভার ভঈ[২] কঁঠলাগু।
জনু কঞ্চন ঔ মিলা সোহাগু॥
চৌরাসী আসন পর[৩] জোগী।
খট-রস বন্ধক[৪] চতুর সো ভোগী॥
কুসুম মাল অসি মালতি পাঈ[৫]।
জনু চম্পা[৬] গহি ডার ঔনাঈ[৭]॥
করী[৮] বেধি জনু ভঁবর ভুলানা[৯]।
হনা রাহু অরজুন কে[১০] বানা॥
কঞ্চন করী জরী নগ জোতী।
বরমা সৌ বেধা জনু মোতী॥
নারঁগ জানি কীর নখ দিএ[১১]।
অধর আমরস জানহুঁ লিএ[১২]॥
কৌতুক কেলি করহিঁ[১৩] দুখ নংসা।
খুঁদহিঁ[১৪] কুরলহি জনু সর হংসা॥
রহী বসাই বাসনা চোরা চন্দন মেদ।
জেহি[১৫] অস পদমিনি রানী[১৬] সো জানৈ য়হ ভেদ॥

সত্যভাব প্রকাশ করে তাঁরা পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হলেন। যেন সোনার সঙ্গে মিশল সোহাগা। চুরাশী আসনে পারঙ্গম সেই যোগী ষট্‌রসভোগে দক্ষ এবং চতুর। তিনি যেন মালতী ফুলের মালাকে লাভ করলেন, যেন ডাল নুইয়ে চাঁপা ফুল গ্রহণ করলেন। যেন ভ্রমর পুষ্পকলিকে বিদ্ধ করে বিহ্বল হল। যেন অর্জুনবাণে মৎস্য বিদ্ধ হল। কাঞ্চন কলিকা যেন উজ্জ্বল রত্নজড়িত হল অথবা মুক্তোকে যেন সূচীভেদ্য করা হল। নারঙ্গ বা লেবু জেনে শুক নখবিদ্ধ করল। সে যেন অধরের অমৃতরসের আস্বাদ নিল। দুঃখনাশ করে কৌতুক-কেলি করল, যেন হংস সরোবরে নাচতে নাচতে শব্দ করতে লাগল।

সেখানে শুধু চূয়া, চন্দন ও মৃগমদ গন্ধ অবশিষ্ট রইল। যার এমন পদ্মিনী রাণী আছে সে-ই জানে এসব সুগন্ধের পার্থক্য।

---

১ পুনি
২ জয়ো
৩ বঁধ
৪ বিলাক
৫ কুসুমাণী মালতী অস পাঈ
৬ জনু চাপি
৭ নরাঈ
৮ কটী
৯ লোভানা
১০ কৈ
১১ ছুত দএ
১২ লএ
১৩ করত
১৪ কূজহিঁ
১৫ জো
১৬ রাচৈ

৩২

রতনসেন সো কন্ত সুজানু।
ষটরস পণ্ডিত সোরহ বানু॥
তস হোই মিলে পুরুখ ঔ গোরী।
জৈঁসী বিছুরী সারস জোরী॥
রচী[১] সারি দুনৌ এক পাসা।
হোঈ জুগ জুগ আবহিঁ কবিলাসা[২]॥
পিয় ধনি[৩] গহী দীহ্নি গলবাহীঁ[৪]।
ধনি বিছুরী লাগী ভর মাহীঁ[৫]॥
তে ছকি রস নব কেলি করেঁহী।
চোকা[৬] লাই অধর রস লেহীঁ॥
ধনি নৌ সাত সাত ও পাঁচা।
পুরুষ দস ত রহ[৭] কিমি বাঁচা॥
লীহ্ন বিধঁসি বিরহ ধনি সাজা[৮]।
ঔ সব রচন জীত হুত[৯] রাজা॥
জনহুঁ ঔটি কৈ মিলি[১০] গএ তস দুনৌ ভএ এক।
কঞ্চন কসত কসৌটি হাথ ন কোউ টেক॥

রত্নসেন বিজ্ঞ প্রেমিক, ষট্‌রসে অভিজ্ঞ এবং ষোলটি বর্ণের অধিকারী। এমন পুরুষের সঙ্গে গৌরাঙ্গীর মিলন যেন বিচ্ছিন্ন সারসযুগলের মিলন। দুজনে একসঙ্গে পাশা খেলতে লাগলেন, যুগলে যেন কৈলাসে উপনীত হলেন। প্রেমিক রমণীকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন দিলেন। রমণী বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার প্রেমিকের বক্ষলগ্ন হলেন। তারা রসভোগ করে পুনরায় কেলি করতে লাগলেন। পরস্পর অধররস পান করলেন। রমণীর (নবম ও সপ্তম) ষোড়শ শৃঙ্গার এবং (সপ্তম ও পঞ্চম) দ্বাদশ আভরণ পুরুষের দশ আঙুলের থেকে কেমন করে আপনাকে রক্ষা করবে? রমণী বিরহের যন্ত্রণাকে ধ্বংস করলেন, আর এই সবকিছুতে রাজা জয়ী হলেন।

(মিলনের) উত্তাপে তারা যেন একত্র জুড়ে গেলেন। দুই এক হয়ে গেল। কষ্টিপাথরে কাঞ্চনকে কষেছিল যে (বিরহের) হাত, তা আর কোথাও অবশিষ্ট রইল না।

---

১ রচৈ
২ কৈলাসা
৩ ধন
৪ গলবাহাঁ
৫ মাহাঁ
৬ চোক
৭ জেরহ
৮ বিরহ বিধংসি লীহ্ন ধন সাজা
৯ তেহি
১০ মিরৈ

৩৩

চতুর নারী চিত অধিক চিহুঁটী।
জহাঁ পেম বাঢ়ৈ কিমি ছুটী॥
কুরলা[১] কাম কেরি মনুহারী।
কুরলা জেহিঁ নহিঁ সোন সুনারী॥
কুরলহিঁ হোই কন্ত কর তোখু।
কুরলহি কিএ পাব ধনি মোখু॥
জেহি কুরলাঁ সো সোহাগ সুভাগী।
চন্দন জৈস সাম[২] কঁঠ লাগী॥
গেঁদ গোদ[৩] কৈ জানহু লঈ।
গেঁদ চাহি ধনি কোমল ভঈ॥
দারিউঁ দাখ বেল রস চাখা।
পিয় কৈ খেল ধনি জীবন[৪] রাখা॥
ভএউ বসন্ত কলী মুখ খোলী।
বৈন সোহাবন কোকিল বোলী॥
পিউ পিউ করত জো সুখি রহি ধনি চাতক কী ভাঁতি।
পরী সো বূঁদ সীপ জনু মোতী হোই সুখ সাঁতি॥

চতুর প্রেমিক রমণীর চিত্তে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হলেন। যেখানে প্রেম ক্রমবর্ধিত হয় সেখানে বিচ্ছেদ কোথায়? যে কামকেলিতে সোহাগ জাগে তাই তৃপ্তিকর, যেখানে সোহাগ-ধ্বনি নেই তা সুন্দর নয়। সোহাগেই কান্তের সন্তোষ, সন্তোগেই রমণীর মোক্ষ। যে আদর লাভ করে সেই সোহাগিনী রমণী সৌভাগ্যবতী। সে শ্যামকণ্ঠে চন্দন প্রলেপ। পুষ্পকন্দুকের ন্যায় নায়ক নায়িকাকে অঙ্কে ধারণ করলেন, ফুলের চেয়েও রমণী আরও কোমল। নায়ক দাড়িম্ব (গণ্ডদেশ), দ্রাক্ষা (অধর) এবং বেল (স্তন) রস পান করলেন। প্রেমিকের কামকেলিতে রমণী তাঁর জীবন সমর্পণ করলেন। বসন্তকাল আসতে কুসুমকলি মুখ খুলল। সোহাগ বচনে কোকিল গাইল।

'প্রিয়তম, পান কর' এই বলে রমণী চাতকের মতো পিপাসু হয়ে উঠলেন। বিন্দুপাতে শুক্তিতে মুক্তো হলে তবেই সুখ শান্তি।

১ কুরলৈ
২ পীব
৩ কুসুম গেঁদ
৪ জোবন

৩৪

ভএউ জূঝ জস রাবন রামা।
সেজ বিধাঁসি বিরহ সংগ্রামা[১]॥
লীহ্নি লঙ্ক কঞ্চন গঢ় টূটা।
কীহ্ন সিঙ্গার অহা সব লূটা॥
ঔ জোবন মৈমন্ত বিধাঁসা।
বিচলা বিরহ জীউ জো[২] নাসা॥
টূটে[৩] অঙ্গ অঙ্গ[৪] সব ভেসা।
ছুটী মাঁগ ভঙ্গ ভএ কেসা॥
কঞ্চুকী চূর চূর ভই তানী।
টূটে হার মোতি ছহরানী[৫]॥
বারী টাঁড় সলোনী টূটী।
বাহুঁ[৬] কঙ্গন কলাঈ[৭] ফূটী॥
চন্দন অঙ্গ ছুট অস[৮] ভেঁটী।
বেসরি টূটি তিলক গা মেটী॥
পুহুপ সিঙ্গার সঁবার সব জোবন নবল বসন্ত।
অরগজ জিমি[৯] হিয় লাই কৈ মরগজ কীহ্নেউ কন্ত॥

মনে হল যেন রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে। শৃঙ্গার-সংগ্রামে শয্যা বিধ্বস্ত হল। নায়ক লঙ্কা (নায়িকার কটীদেশ) যখন অধিকার করলেন তখন সোনার কেল্লা (স্তনযুগল) ভেঙে পড়ল। নায়িকার সাজসজ্জা তিনি লুণ্ঠন করলেন। যৌবনের মত্তহস্তী ধ্বংস হল। যে বিরহ জীবন নাশ করতে বসেছিল সে বিচলিত হল। প্রতিঅঙ্গের সমস্ত বেশবাস ছিন্ন হল। কেশপাশ বিশৃঙ্খল হওয়ায় সিঁথী অদৃশ্য হল। কাঁচুলী এবং বক্ষাবরণ চূর্ণ হল। হার ছিঁড়ে মুক্তো ছড়িয়ে পড়ল। সুন্দরীর বাহুবলয় ভাঙল এবং হাতের কাঁকন টুকরো টুকরো হল। মিলনের চাপে দেহের চন্দনলেপন মুছলো, নাকের বেসর ঘুচলো, তিলক অন্তর্হিত হল।

যৌবনের নববসন্তে পুষ্পসজ্জিতা নায়িকাকে নায়ক বক্ষে ধারণ করলেন এবং দলিত মর্দিত করে যেন তাঁকে অরগজা বা কস্তুরীচূর্ণ করে তুললেন।

১ বিরহ বিধাংস সেজ সংগ্রামা
২ জেই
৩ লূটে
৪ রঙ্গ
৫ ছিতরানী
৬ বাজূ
৭ বজিয়া
৮ তস
৯ জোঁ

৩৫

বিনয় করৈ[১] পদমাবতি বালা।
সুধি ন[২] সুরাহী[৩] পিএউ পিয়ালা॥
পিউ আয়সু মাথৈ পর লেউঁ।
জো মাগৈঁ নই নই সির দেউঁ॥
পৈ পিয় এক বচন সুনু মোরা।
চাখু পিয়া মধু[৪] থোরৈ থোরা॥
পেম সুরা সোঈ পৈ পিয়া।
লখৈ ন কোই কি কাহু দিয়া॥
চুবা দাখমধু[৫] জো এক বারা।
দুসর বার লেত বেসঁভারা॥
একবার জো পী[৬] কৈ রহা।
সুখ-জীবন সুখ-ভোজন লহা॥
পান ফুল রস রঙ্গ করীজৈ।
অধর অধর সৌঁ চাখা কীজৈ॥
জো তুম চাহৌ সো করৌ না জানোঁ ভল মন্দ।
জো ভাবৈ[৭] সো হোই মোহিঁ তুম্হ পিউ চহৌ আনন্দ॥

মিনতি করে রমণী পদ্মাবতী বললেন, "এমনভাবে পান কর যেন সংজ্ঞা না হারায়। প্রিয়তমের আজ্ঞা শিরোধার্য করে নিলাম, তাঁর কামনাকে নতমস্তকে স্বীকার করছি। কিন্তু হে প্রিয়, আমার একটা কথা শোন। একটু একটু করে মধু পান কর। যে জানতে দেয় না কে কাকে দিচ্ছে সে-ই এই প্রেম-সুরার রসিক। যে দ্রাক্ষামধু একবার ঢালা হয়েছে তা দ্বিতীয়বার গ্রহণ করলে মানুষ বেসামাল হয়ে পড়ে। যে একবার পান করে সে ভোজনে সুখ পায় এবং জীবনে সুখী হয়। পান ও ফুলের রস উপভোগ কর এবং অধরে অধর দিয়ে তা আস্বাদ কর।

তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই কর। ভালমন্দ কিছুই জানি না। তোমার যাতে ভালো আমারও তাতেই ভালো; হে প্রিয়, আমি চাই তোমার আনন্দ।"

---

১ করতি
২ সো
৩ রহৈ অস
৪ চাখৌ পিয় মধ
৫ চাখ দাখ মধ
৬ লৈ
৭ ভাবৈ

৩৬

সুনু ধনি[১] প্রেম সুরা কে পিএ।
মরন জিয়ন ডর রহৈ ন হিএ॥
জেহি[২] মদ তেহি[৩] কহাঁ সংসারা।
কো সো ঘুমি রহ কো[৪] মতবারা॥
সো পৈ জান পিয়ৈ জো কোঈ।
পী ন অঘাই জাই পরি সোঈ॥
জা কহঁ হোই বার এক লাহা।
রহৈ ন ওহি বিনু ওহী চাহা॥
অরথ[৫] দরব সো[৬] দেই বহাঈ।
কী[৭] সব জাহু ন জাই পিয়াঈ[৮]॥
রাতিহু দিবস রহৈ রস ভীজা।
লাভ ন দেখ ন দেখৈ ছীজা॥
ভোর হোত তব পলুহ সরীরূ।
পাব খুমারী[৯] সীতল নীরূ॥
একবার ভরি দেহু পিয়ালা[১০] বার বার কো মাঁগ।
মুহমদ কিমি[১১] ন পুকারৈ ঐস দাঁব জো[১২] খাঁগ॥

(রাজা বললেন) "সুন্দরী শোন, প্রেমসুরা পান করলে হৃদয়ে জীবন-মরণের ভয় থাকে না। যে উন্মত্ত, তার আর সংসার কোথায়? সে ঘুমুক বা মাতাল হোক তাতে কি আসে যায়? যে পান করেছে সে-ই জানে এর মর্ম। এ রস সম্পূর্ণ পান করা উচিত নয়, তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়বে। যে একবার লাভের স্বাদ পেয়েছে, সে এ না চেয়ে থাকতে পারবে না। অর্থ দ্রব্য সব কিছুই সে উড়িয়ে দেবে। (মনে হবে) সব কিছু যাক, পান যেন না শেষ হয়। রাত্রি দিন সে এই রসে বিভোর হয়ে থাকবে, লাভও দেখবে না, ক্ষতিও বুঝবে না। ভোর হলে আবার দেহে সাড় আসবে। শীতল জলে খোঁয়ারি কাটবে।

একবার পেয়ালা ভরে দাও। বার বার কে চাইছে?" মুহম্মদ বলছেন, যদি কমতি হয় তবে সে কেন না চাইবে?

---

১ ধন
২ জহাঁ
৩ তহাঁ
৪ কৈসে ঘুমরি রহৈ
৫ অরব
৬ সব
৭ কহ
৮ পিচাঈ
৯ ঘুমরহা
১০ এক পিয়ালা দেহ ভরি
১১ কস
১২ জেহি

৩৭

ভা[১] বিহান উঠা রবি সাঈঁ।
চহু দিসি আঈঁ নখত তরাঈঁ॥
সব নিসি সেজ মিলা সসি সুরূ।
হার চীর বলয়া ভএ চূরূ॥
সো ধনি পান চূন ভঈ চোলী।
রঙ্গ রঁগীলি নিরঁগ[২] ভই ভোলী॥
জাগত রৈনি ভএউ ভিনসারা।
ভঈ অলস সোৱত বেক্‌রারা[৩]॥
অলক সুরঙ্গিনি হিরদয়[৪] পরী।
নারঁগ ছুর নাগিনি বিষভরী॥
লরী মুরী হিয় হার লপেটী।
সুরসরী জনু কালিন্দী ভেঁটী॥
জনু পয়াগ অরইল বিচ মিলী।
সোভিত বেনী রোমাবলী[৫]॥
নাভী লাভু পুন্নি কৈ[৬] কাসীকুণ্ড কহার।
দেৱতা করহিঁ[৭] কলপ সির আপুহিঁ[৮] দোস ন লাৱ॥

ভোর হল। সূর্যের ন্যায় প্রভু (রত্নসেন) উঠলেন। চতুর্দিক থেকে নক্ষত্র এবং তারকা (সখীগণ) এল। সারারাত শয্যায় চন্দ্রসূর্য (পদ্মাবতী রত্নসেন) মিলিত হয়েছিলেন। হার ও বলয় চূর্ণ হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে বস্ত্র। রমণী পানের মতো (দলিত) হয়েছেন, তাঁর চোলী হয়েছে চূণের মতো। রঙ্গমত্ত রঙ্গিণী বিবর্ণ এবং বিবশ হয়েছেন। সারা রাত জাগরণের পর যখন সকাল হল তখন তিনি নিদ্রালসে আচ্ছন্ন। সুন্দরীর বুকের উপর পড়ে আছে অলকগুচ্ছ, মনে হচ্ছে যেন এক বিষাক্ত নাগিনী নারাঙ্গ ছুঁয়ে আছে। বক্ষযুগলের মাঝখানে বেণীর সঙ্গে মুক্তোর হার পড়ে আছে, যেন সুরেশ্বরী গঙ্গাধারার সঙ্গে যমুনাধারা মিলিত হয়েছে। রোমাবলীর সঙ্গে বেণী এমনভাবে শোভিত হয়ে আছে যেন প্রয়াগে এসে নদীর দুটি ধারা মিশে গেছে।

কাশীকুণ্ডের ন্যায় বিখ্যাত তাঁর নাভিস্থল অনেক পুণ্য করলে লাভ করা যায়। দেবতারাও সেখানে শির উৎসর্গ করেন, এজন্য তাঁর (পদ্মাবতীর) নিজের কোনো দোষ হয় না।

১ ভয়ো
২ বিরঁগ
৩ ভৈ বিসঁভার সূত বিকরারা
৪ হিয়রেঁ
৫ বেণী ভঈ মিলি রোমাবলী
৬ নাভী লাভে তে পঈ
৭ ধরে
৮ আপহিঁ

৩৮

বিহঁসি জগারহিঁ সখী সয়ানী।
সুর উঠা উঠু পদমিনি রানী॥
সুনত সুর জনু কঁৱল বিগাসা।
মধুকর আই লীন্হ মধুবাসা॥
জনহুঁ[১] মাতি নিসয়ানী বসী[২]।
অতি বেসঁভার ফূলি জনু অরসী[৩]॥
নৈন কঁৱল জানহু দুই ফূলে[৪]।
চিতৱনি মোহি[৫] মিরিগ[৬] জনু ভূলে॥
তন ন সভাঁর[৭] কেস ঔ চোলী।
চিত অচেত জনু বাউরি[৮] ভোলী॥
ভই সসি হীন গহন অস গহী।
বিথুরে নখত সেজ ভরি রহী॥
কঁৱল মাহঁ[৯] জনু কেসরি দীঠী।
জোবন হুত সো গঁৱাই বঈঠী॥
বেলি জো রাখী ইন্দ্র কহঁ পৱন নহি দীন্হ[১০]।
লাগেউ আই ভোঁর তেহি কলী বেধি রস লীন্হ[১১]॥

চতুরা সখীগণ হেসে তাঁকে (এই বলে) জাগাল—"সূর্য উঠেছে, ওঠ রাণী পদ্মাবতী।" সূর্যের কথা শুনে (নয়ন) কমল বিকশিত হল। মধুকর (নেত্রপল্লব) এল মধুগন্ধ নেবার জন্য। চোখের দৃষ্টি যেন মত্ততায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আলস্যবশতঃ উদ্‌ভ্রান্ত। নয়নকমলদুটি যেন বিকশিত ফুল। তাদের দৃষ্টি যেন উদ্‌ভ্রান্ত মৃগের মতো। তাঁর শরীরে বেশ অসম্বৃত, কেশ বিপর্যস্ত। উন্মত্তের ন্যায় তাঁর অচেতন চিত্ত। চন্দ্র লাবণ্যহীন, যেন তাতে গ্রহণ লেগেছে। বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে আভরণ তারা। পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের মধ্যে যেন (পীতাভ) কেশর দেখা যাচ্ছে। তিনি যৌবন দান করে বসে আছেন।

ইন্দ্রের জন্য যে লতা রাখা ছিল, পবনকে যার গন্ধ দেওয়া হয় নি, ভ্রমর সেখানে এসে তার কুঁড়ি বিঁধে রস গ্রহণ করল।

১ মনহু
২ নিসি আয়ে বসে
৩ ভোঁর আরসে
৪ ফূলে
৫ মুগ
৬ সোৱত
৭ বিসঁভার
৮ বারী
৯ মাঁঝ
১০ দেই
১১ লেই

৩৯

হঁসি হঁসি পূছহিঁ সখী সরেখী।
মানহুঁ[১] কুমুদ[২] চন্দ্রমুখ দেখী॥
রানী তুম ঐসী সুকুমারা।
ফ্‌ল বাস তন জীব তুম্‌হারা[৩]॥
সহি নহিঁ সকহু হিয়ে[৪] পর হারূ।
কৈসে সহিউ কন্ত কর ভারূ॥
মুখ অম্বুজ বিগসৈ[৫] দিন রাতী।
সো কুঁভিলান কহহুঁ কেহি ভাঁতী॥
অধর কঁবল জো[৬] সহা[৭] ন পানূ।
কৈসে সহা লাগ মুখ ভানূ॥
লঙ্ক জো পৈগ দেত মুরি জাঈ।
কৈসে রহী জো রাবন রাঈ॥
চন্দন চোব পবন অস[৮] পীউ।
ভইউ চিত্র সম কস ভা জীউ॥
সব অরগজ মরগজ ভয়উ[৯] লোচন বিম্ব সরোজ।
সত্য কহহু পদমাবতি সখী পরীঁ সব খোঁজ॥

চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকা হাস্যমুখী কুমুদের মতো পদ্মাবতীকে দেখে হেসে হেসে চতুরা সখীরা জিজ্ঞাসা করল, "রাণী, তুমি এত সুকোমল, ফুলের মতো তোমার দেহ, পুষ্পগন্ধের মতো তোমার প্রাণ। হৃদয়ের উপর হারের ভার সইতে পার না, কেমন করে তুমি কান্তের কর-ভার সহ্য করলে? তোমার মুখপদ্ম যা দিনরাত বিকশিত হয়ে থাকে তা কি করে এমন ম্লান হল বল? যে অধরকমল পানের ছোঁয়া সইতে পারত না, সে কেমন করে সূর্যের মুখস্পর্শ সহ্য করল? যে ক্ষীণ কটিদেশ প্রতি পদক্ষেপে নত হয়ে পড়ত, তা রমণকারীর কেলিতে কি করে স্থির থাকল? তোমার প্রিয়তম চন্দন-সুবাসিত পবনের মত, তুমি চিত্রার্পিত হয়ে রয়েছ। কোথায় গেল তোমার জীবন?

তোমার সমস্ত সুগন্ধ প্রলেপ মুছে গেছে, লোচনযুগল হয়েছে রক্তপদ্ম তুল্য। পদ্মাবতী, সত্য কথা বল"—এইভাবে সখীরা পরিহাস করতে লাগল।

---

১ জমু
২ কুমুদিনী
৩ ফ্‌ল বাস তন তোগ তুম্‌হারা
৪ হিয়ৈ
৫ বদন কঁবল বিকসিত
৬ সহি
৭ সকত
৮ কস
৯ জা

৪০

কহৌঁ সখী আপন সত ভাউ।
হৌঁ জো কহতি[১] কস রাবন রাউ॥
কাঁপী ভোঁর পুহুপ[২] পর দেখে।
জনু সসি গহন তৈস মোহিঁ লেখে॥
আজু মরম মৈঁ জানা[৩] সোঈ।
জস পিয়ার পিউ ঔর ন কোঈ॥
ডর তৌ[৪] লগি হিয়[৫] মিলা ন পীউ।
ভানু কে দিস্টি ছুটি গা সীউ॥
জতখন ভানু কীন্হ[৬] পরগাসূ।
কঁবল কলী মন কীন্হ বিগাসূ॥
হিয়ে ছোহ উপনা গা সীউ।
পিউ ন রিসাউ লেউ বরু জীউ॥
হুত জো অপার বিরহ দুখ দুখা।
জনহুঁ অগস্ত উদয়[৭] জল সুখা॥
হৌঁ রঁগ বহুতৈ আনতি[৮] লহরৈঁ জৈস সমুঁদ।
পৈ পিউ কৈ[৯] চতুরাঈ খসেউ[১০] ন একৌ বুঁদ॥

পদ্মাবতী বললেন, "নিজের মনোভাব সত্য করেই বলছি সখী। আমি বলছি, কি করে আমার রমণ প্রেমাকুল হলেন। ভ্রমরকে পুষ্পের উপর দেখে কম্পিত হলাম। আমার মনে হল যেন চন্দ্রে গ্রহণ লাগল। আজ আমি তার মর্ম বুঝলাম। প্রিয়তম অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ নেই। যতক্ষণ প্রিয়কে পাইনি হৃদয়ে আশঙ্কা ছিল। এখন সূর্যকে দেখে শীত চলে গেল। যে ক্ষণে সূর্যের প্রকাশ হল, মন কমলকলির ন্যায় বিকশিত হল। হৃদয়ে প্রেম জাগলো, শীত দূরে গেল। বললাম, 'প্রিয়, রাগ কোর না, আমার জীবন নাও।' যে অপার বিরহ-দুঃখ পেয়েছি তা বিনষ্ট হল। যেন অগস্ত্য তারার উদয়ে বিরহ-বারি শুকালো।

সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় অনেক প্রকার রঙ্গকৌতুক করেছিলাম। 'প্রিয়তমের লীলাচাতুর্যে একবিন্দুও অপচিত হয় নি।"

১ কহৌ
২ পুহুম
৩ পারা
৪ তব
৫ লগ হা
৬ লীন্হ
৭ উদধি
৮ হোহ রঙ্গ বহু জানতি
৯ পী পী গএ
১০ খসী

৪১

করি[১] সিঙ্গার তাপহঁ কহঁ জাউঁ।
ওহি কহঁ দেখহুঁ ঠাবহিঁ ঠাউঁ॥
জৌ জিউ মহঁ তৌ উহৈ পিয়ারা।
তন মন সৌঁ[২] নহি হোই নিনারা॥
নৈন মাহঁ হৈ[৩] উহৈ সমানা।
দেখৌ তহাঁ নাহিঁ কোউ আনা[৪]॥
আপন[৫] রস আপুহি পৈ লেঈ।
অধর সোঁই লাগৈ রস দেঈ[৬]॥
হিয়া থার কুচ কঞ্চন লাড়ু।
অগমন ভেঁট দীহ্ন কৈ চাঁড়ু॥
হুলসী লঙ্ক লঙ্ক সোঁ লসী।
রাবন রহসি কসৌটী কসী॥
জোবন সবৈ মিলা ঔহি জাঈ।
হৌঁ রে বীচ হুঁত গএউঁ হেরাঈ॥
জস কিছু দেই ধরৈ[৭] কহঁ আপন লেই[৮] সভাঁরি।
রসহি গারি তস লীহ্নেসি[৯] কীহ্নেসি মোহি ঠঁঠারি[১০]॥

"সাজসজ্জা করে আমি আর তাঁর কাছে কোথায় যাব? তাঁকে আমি সর্বত্র দেখছি। যিনি আমার জীবনে অধিষ্ঠিত তিনি আমার প্রিয়তম। দেহে মনে তাঁকে আর আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তিনি আমার নয়নের মধ্যে বর্তমান। যেখানে তাকাই আর কাউকেই চোখে পড়ে না। নিজরস তিনি নিজেই পান করেন, অধরে অধর দিয়ে তিনি রস দান করেন। হৃদয়ের পাত্রে কাঞ্চন-নাড়ুর মতো স্তনযুগল আমি প্রিয়তমকে সানন্দে আগমন-ভেট দিয়েছি। কটিতে কটিদেশ লগ্ন হয়ে উল্লাসে কম্পিত হল। রভসভরে আমার রমণ নিকষে কনকরেখা টানলেন। আমার সমস্ত যৌবন তাঁর সঙ্গে মিলিত হল, তাঁর মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

যেমন কেউ কিছু রাখতে দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নেয়, তেমনি তিনি আমার কাছ থেকে রস নিঙড়ে নিয়ে আমাকে শুষ্ক করে ফেললেন।"

১ কৈ
২ সোই
৩ তো
৪ দেখোঁ জহাঁ ন দেখোঁ আনা
৫ আপুহি
৬ লাগে অধর সহস রস দেঈ
৭ ধরন
৮ লীহ্ন
৯ তস সিঁগার সব লীহ্নেসি
১০ মোহিঁ কীহ্নেসি ধতিহারি

৪২

অমু রে ছবীলী তোহি ছবি লাগী।
নৈন গুলাল কন্ত সঁগ জাগী॥
চম্প সুদরসন অস ভা[১] সোঈ।
সোনজরদ জস কেসর হোঈ॥
বৈঠ ভোঁর কুচ নারঁগ বারী।
লাগে নখ উছঁরী রঙ্গধারী॥
অধর অধর সোঁ ভীজ তমোরা[২]।
অলকা উর মুরি মুরি গা তোরা[৩]॥
রায়মুনী তুম ঔ রতমুহীঁ।
অলিমুখ লাগি ভঈ ফুলচুহীঁ[৪]॥
জৈস সিঙ্গারহার সৌঁ মিলী।
মালতি ঐসি সদা রহু খিলী[৫]॥
পুনি সিঙ্গার করু[৬] কলা[৭] নেরারী।
কদম সেরতী বৈঠু[৮] পিয়ারী॥
কুন্দ কলী সম[৯] বিগসি রিতু বসন্ত ঔ ফাগ।
ফুলহু ফরহু সদা সুখ[১০] ঔ সুখ সুফল সোহাগ॥

(সখীরা বলল) "হে সুন্দরী, তোমাকে ছবির মতো লাগছে। কান্তের সঙ্গে নিশি জাগরণে তোমার নয়ন হয়েছে গুলালের মতো লাল। চাঁপার মতো সুন্দর তোমার শরীর হয়েছে নাগকেশরের মতো। নারঙ্গের মতো স্তন-যুগলে ভ্রমর বসেছে, দেখা দিয়েছে নখরেখার রক্তিমা। অধরে অধর লগ্ন হয়ে যেন তাম্বূলবর্ণে সিক্ত হয়েছে। তোমার কুঞ্চিত কেশদাম বিপর্যস্ত হয়েছে। রায়মুনী পাখীর মতো তুমি রক্তমুখী, ভ্রমর মুখের স্পর্শে তুমি ফুলচুহীঁ পাখী হয়েছ। সজ্জাহারী নায়ককে তুমি পেয়েছ, তাই মালতী ফুলের মতো তুমি ফুটে উঠেছ। আবার তুমি নিজেকে কলা-কৌশলে সজ্জিত কর, প্রিয়তমের পদতলে বসে সেবা কর।

ফাল্গুনমাসের এই বসন্ত ঋতুতে কুন্দকলির ন্যায় বিকশিত হও। ফুলে ফলে ভরে উঠে সুখ ভোগ কর। তোমাদের সোহাগ যেন সুফলবতী হয়।"

১ মুখ
২ তঁবোরে
৩ অলকাউরি মুরি গই মুখ মোরে
৪ চুহ চুহীঁ
৫ মালতী জৈস সুন্দর হোই খিলী
৬ রস
৭ করা
৮ পিরহি
৯ অস
১০ মুখ

৪৩

কহি য়হ বাত সখী সব[১] ধাঈ ।
চম্পাবতি পহঁ[২] জাই সুনাঈ ॥
আজু নিরংগ[৩] পদমাৱতি বারী ।
জীৱন জানহুঁ পৱন অধারী ॥
তরকি তরকি গই[৪] চন্দন চোলী ।
ধরকি ধরকি হিয়[৫] উঠে ন বোলী ॥
অহী জো কলী কঁৱল রসপূরী ।
চূর চূর হোই গঈ সো চূরী ॥
দেখহু জাই জৈসি কুঁভিলানী ।
সুনি সোহাগ রানী বিহঁসানী ॥
সেই[৬] সঁগ সবহী[৭] পদমিনী নারী ।
আই জহঁ পদমাৱতি বারী ॥
আই রূপ সো সবহী দেখা ।
সোন বরন হোই রহী সুরেখা ॥
কুসুম ফল জস মরদৈ নিরঙ্গ[৮] দেখহ[৯] সব অঙ্গ ।
চম্পাবতি ভই বারী চূম[১০] কেস ঔ মঙ্গ ॥

এই কথা বলে সখীরা সব ছুটে গিয়ে চম্পাবতীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনাল। "আজ পদ্মাবতী বিবর্ণ হয়েছে। তার জীবন যেন বাতাসে ভর করে আছে। চন্দন-সুগন্ধী চোলী ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে। হৃদয় ধক-ধক করছে, কথা সরছে না। যে ছিল রসপূর্ণ কমলকলি সে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। দেখুন গিয়ে, সে কেমন ম্লান হয়েছে।" সোহাগের বৃত্তান্ত শুনে রাণী-মা হাসলেন। সব পদ্মিনী নারীদের নিয়ে পদ্মাবতীর কাছে তিনি এলেন। সকলে এসে তাঁর (পদ্মাবতীর) রূপ দেখলেন, যেন স্বর্ণবর্ণের কনকরেখা।

নিষ্পেষিত কুসুমের মতো দেখাচ্ছিল তাঁর বিবর্ণ অঙ্গ। চম্পাবতী জড়িয়ে ধরে বাছার কেশ এবং সিঁথি চুম্বন করলেন।

---

১ উঠি
২ কহঁ
৩ বিরংগ
৪ গা
৫ উর
৬ লৈ
৭ সবৈ
৮ বিরংগ
৯ দেখি
১০ চুমি

৪৪

সব রনিবাস বৈঠ চহুঁ পাসা ।
সসি মণ্ডল জনু বৈঠ অকাসা ॥
বোলা সবহি বারি কুঁভিলানী ।
করহু সঁভার[১] দেহু খঁডবানী ॥
কোঁৱলি করী কঁৱল রংগ ভীনি ।
অতি সুকুমারী লঙ্ক কৈ খীনী ॥
চাঁদ জৈস ধনি[২] হুত পরগাসা[৩] ।
সহস করা হোই সূর বিগাসা[৪] ॥
তেহি কে ঝার গহন অস গহী ।
ভঈ নিরংগ[৫] মুখ জোতি ন রহী ॥
দরব বারি কিছু[৬] পুন্নি[৭] করেহু ।
ঔ তেহি লেই সন্ন্যাসিহি দেহূ[৮] ॥
ভরি কৈ থার নখত গজমোতী ।
ৱারা[৯] কীহ্ন চন্দ কৈ জোতী ॥
কীহ্ন অরগজা মরদন ঔ সখি কীহ্ন নহানু[১০] ।
পুনি ভই চৌদসি চাঁদ সো[১১] রূপ গএউ[১২] ছপি ভানু ॥

আকাশে চন্দ্রবেষ্টিত আলোকমণ্ডলের মতো, রাণীমহলের সবাই তাঁর (পদ্মাবতীর) চারদিকে উপবেশন করলেন। সকলে বললেন, "বাছা শুকিয়ে গেছে, ওকে সরবত দিয়ে সুস্থির কর। কোমল এবং রক্তিম কমলকলির ন্যায় সুকুমারীর অতি ক্ষীণ কটি। চাঁদের মতো মেয়ের রূপ বিকশিত হয়েছিল ; ইতিমধ্যে সহস্রাংশু সূর্য প্রকাশিত হলেন। তার আলোক-চ্ছটায় চাঁদ দীপ্তিহীন হল। সে বিবর্ণ হল, মুখ-জ্যোতি ম্লান হল। এবার ঐশ্বর্য উৎসর্গ করে কিছু পুণ্য কর, সেই ধন নিয়ে সন্ন্যাসীকে দান কর।" তখন নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল গজমুক্তায় থালা পূর্ণ করে চন্দ্রজ্যোতির কাছে উৎসর্গ করা হল।

গন্ধদ্রব্যে পদ্মাবতীর দেহ মর্দন করে সখীরা স্নান করাল। পুনরায় চতুর্দশীর চাঁদ প্রকাশ পেল, তার রূপের কাছে সূর্য অদৃশ্য হল।

---

১ সিগার
২ ধন
৩ পরগাসী
৪ গরাসী
৫ বিরংগ
৬ কুছু
৭ পুন্য
৮ ঔর লৈ বার ভিখারিন দেহু
৯ ৱারন
১০ ঔর সুখ দীহ্ন অহানু
১১ পুনি ভঈ চাঁদ জো চৌদসি
১২ গয়ী

৪৫

পুনি বহু চীর আন সব ছোরী[১]।
সারী কঞ্চুকি লহর-পটোরী॥
ফুঁদিয়া ঔর কসনিয়া রাতী।
ছায়ল বঁদ লাএ[২] গুজরাতী॥
চিকরা চীর মধৌনা লোনে।
মোতি লাগ ঔ ছাপৈ সোনে॥
সুরংগ চীর ভল সিংহল দীপী।
কীহ্নি জো ছাপা ধনি রহ ছীপী॥
পেমচা ডরিয়া ঔ চৌধারী[৩]।
সাম সেত পীয়র হরিয়ারী[৪]॥
সাতরংগ ঔ[৫] চিত্র চিতেরে।
ভরি কৈ দীঠি[৬] জাহীঁ নহীঁ হেরে॥
চঁদনৌতা ঔ[৭] খরদুক[৮] ভারী।
বাঁসপুর ঝিলমিল কৈ সারী॥
পুনি অভরন বহু কাঢ়া অনবন[৯] ভাঁতি জরাব।
হেরি [১০] ফেরি নিতি[১১] পহিরৈ জব[১২] জৈসে মন ভাব॥

অতঃপর সখীরা অনেক বস্ত্র এনে জড়ো করল। রেশমী ডুরে শাড়ী ও কাঁচুলি আনল। আনল নীবিবন্ধ এবং রক্তিম কঞ্চুক। ছায়ল এবং গুজরাতী কোমরবন্ধনী। ফুটফুট রেশমী কাপড় এবং নীলবর্ণের মুক্তা-জড়িত স্বর্ণছাপমণ্ডিত বসন আনল। এল সিংহলদ্বীপের সুন্দর রঙীন বস্ত্র—তাতে যে চিত্রকর ছবি এঁকেছে সে ধন্য। এ ছাড়া এল পেমচা, ডরিয়া এবং চৌখুপী বসন; কালো, সাদা, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের। সাতরঙে চিত্রিত সেই চিত্রগুলির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকানো যায় না। তা ছাড়া চাঁদনৌতা, ভারী খরদুক, বাঁশপুর এবং ঝিলমিল শাড়ী নিয়ে আসা হল।

এরপর সখীরা অনেক অলঙ্কার এবং বহুরকমের জড়োয়া গয়না নিয়ে এল। এসব অলঙ্কার তাঁর যখন যেমন ইচ্ছা হবে দেখেশুনে নিত্য পরবেন।

---

১ পঠবহি আনি চীর সব ছোরে
২ পিঁডবাহী
৩ পেম চহুরিয়া ঔ বেন্দুরী
৪ পীরী ঔ হরীঁ
৫ সেঁ।
৬ দিট্ঠি
৭ জো
৮ খিরোদক
৯ আনৈ
১০ ফেরি
১১ সব
১২ জৈসে

রত্নসেন-সাথী খণ্ড

১

রতনসেন গএ অপনী সভা।
বৈঠে পাট জহাঁ অঠ খঁভা॥
আই মিলে চিতউর কে সাথী।
সবৈ বিহঁসি কৈ দীহ্নী[১] হাথী॥
রাজা কর ভল মানহু ভাঈ।
জেইঁ হম কহঁ য়হ ভূমি দেখাঈ[২]॥
হম কহঁ আনত জো ন নরেসূ[৩]।
তৌ হম কহাঁ কহাঁ য়হ দেসূ॥
ধনি রাজা তুই রাজ বিসেখা।
জেহি কে রাজ সবৈ কিছু দেখা[৪]॥
ভোগ-বিলাস সবৈ কিছু[৫] পারা।
কহাঁ জীভ জেহি[৬] অস্তুতি আরা॥
অব তুম আই অঁতরপট সাজা।
দরসন কহঁ ন তপারহু রাজা॥
নৈন সেরানে ভূখি গই দেখে দরস তুম্হার[৭]।
নব অবতার আজু ভা জীবন সফল হমার[৮]॥

রত্নসেন নিজের সভায় গেলেন। অষ্টস্তম্ভের উপর যে সিংহাসন তাতে বসলেন। চিতোরের সঙ্গীরা এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারা সবাই হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ভাই সব, আমাদের রাজাকে ধন্যবাদ; তিনি আমাদের এই রাজ্য দেখালেন। যদি রাজা আমাদের এখানে না নিয়ে আসতেন তাহলে কোথায় থাকতাম আমরা আর কোথায় থাকত এই দেশ। ধন্য আপনি রাজা, সব রাজাদের মধ্যে বিশিষ্ট। যে রাজার জন্য সব কিছু দেখা হল। সবরকমের ভোগবিলাস আমরা পেলাম। আপনাকে স্তুতি করার মতো জিভের শক্তি কোথায়? এখন এখানে এসে আপনি আড়ালে রইলেন। হে রাজা আপনার রাজদর্শন পেলাম না।

(এখন) আপনার দর্শনলাভ করে নয়ন স্নিগ্ধ হল, ক্ষুধা দূর হল। আমরা আজ নবজীবন লাভ করলাম। আমাদের জীবন সফল হল।

১ দীহ্নেনি
২ জেইঁ হমকা য়হ পুহমি দিখাঈ
৩ জো হম কই আনত ন নরেহ
৪ জেহি কী রাজ সো য়হ সব দেখা
৫ কুছ
৬ তস
৭ তুম্হ আজ
৮ ঔ সব তে নব কাজ

১

পদমাবতি সব সখী বোলাঈঁ।
চীর পটোর হার পহিরাঈঁ॥
সীস সবহ্ন কে সৈঁদুর পূরা।
ঔ রাতে[1] সব অঙ্গ সেঁদূরা॥
চন্দন অগর চীর[2] সব[3] ভরী।
নএ চার জানহু অরতরী॥
জনহুঁ[4] কঁবল সঙ্গ ফ্‌লী কুঈঁ।
জনহুঁ[5] চাঁদ সঙ্গ তরঈঁ উঈঁ॥
ধনি পদমাবতি ধনি তোর নাহু।
জেহি অভরন[6] পহিরা সব কাহু॥
বারহ অভরন সোরহ[7] সিঁগারা।
তোহি সৌহঁ নহিঁসসি উজিয়ারা[8]॥
সসি সকলঙ্ক রাহু হি পূজা।
তু নিকলঙ্ক ন সরি কোই দূজা॥
কাহু বীন গহা কর কাহু নাদ মিরদঙ্গ।
সবহ্ন অনন্দ মনারা[9] রহসি কূদি[10] এক সঙ্গ॥

পদ্মাবতী সব সখীদের ডেকে পট্টবসন হার পরালেন। সকলের সীমন্তে সিঁদুর দিলেন, সেই সিঁদুরের রঙে সকলের অঙ্গ রক্তিম হল। চন্দন এবং অগুরু লিপ্ত হয়ে তারা যেন নবকলেবর লাভ করল। যেন কমলের সঙ্গে কুমুদিনীরা ফুটে উঠল, চাঁদের সঙ্গে যেন তারাদের উদয় হল। তারা বলল, "ধন্য পদ্মাবতী, ধন্য তোমার স্বামী। যাঁর দয়ায় আমরা সকলে অলঙ্কার পরিধান করেছি। দ্বাদশ আভরণ এবং ষোড়শ সাজে সুসজ্জিতা তোমার কাছে চন্দ্রও অনুজ্জ্বল। শশি কলঙ্কচিহ্নিত এবং রাহুগ্রস্তা কিন্তু তুমি নিষ্কলঙ্ক এবং অদ্বিতীয়া।"

কেউ বীণা নিল হাতে, কেউ মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল। সকলে একসঙ্গে রঙ্গ পরিহাসে আনন্দ করতে লাগল।

১ সীসপূরি
২ চিত্র
৩ সব
৪ জাম্নু
৫ ঔ সো
৬ পহিরত
৭ সোর
৮ তোহিঁ সোহৈ সিসির মসিয়ারা
৯ সবদিন অনঁদ বধারা
১০ রহস কূদ

২

হঁসি কৈ রাজ রজায়সু দীহ্না।
মৈঁ দরসন কারন এত[1] কীহ্নাঁ॥
অপনে জোগ লাগি অস খেলা।
গুরু ভএউঁ[2] আপু কীহ্ন তুম্হ চেলা॥
অহক মোরি[3] পুরুষারথ দেখেহু।
গুরু চীহ্নি কৈ জোগ বিসেখেহু॥
জৌ তুম্হ তপ সাধা মোহিঁ লাগী।
অব জিনি হিয়ে হোহু বৈরাগী॥
জো জেহি লাগি সহৈ তপ জোগূ।
সো তেহি কে সঁগ মানৈ ভোগূ॥
সোরহ সহস পদমিনী মাঁগী।
সবৈ দীহ্নি নহিঁ কাহুহি খাঁগী॥
সব কর[4] মন্দির[5] সোনে সাজা।
সব অপনে অপনে ঘর রাজা॥
হস্তি ঘোর ঔ কাপর সবহিঁ দীহ্ন নব[6] সাজ।
ভএ গৃহী ঔ লখপতী[6] ঘর ঘর মানহুঁ রাজ॥

রাজা হেসে আজ্ঞা দিলেন। বললেন, "তোমাদের দেখাবার জন্য এতসব করলাম। নিজের যোগশক্তিতে এই লীলা দেখালাম। নিজে গুরু হয়ে তোমাদের শিষ্য করেছি। আমার বাসনার মধ্যে দেখেছ আমার পৌরুষ। আমাকে গুরু করে তোমরা যোগ সাধনা করেছ। আমার জন্য তোমরা তপস্যা করেছ। এখন আর হৃদয়ে বৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই। যে অপরের জন্য যোগ তপ করে সে তারই সঙ্গে ভোগ্যবস্তু লাভ করে।" এই বলে রাজা ষোলহাজার পদ্মিনী রমণীদের আহ্বান করে সবাইকে দিলেন; সঙ্গীদের কেউই বঞ্চিত হলেন না। সকলের জন্য এক্কেকটি গৃহ স্বর্ণসজ্জিত হল। সবাই নিজ নিজ ঘরের রাজা হলেন।

রাজা সকলকেই হস্তী ঘোড়া এবং নতুন সাজসজ্জা দিলেন। সবাই গৃহপতি এবং লক্ষপতি হয়ে আপন আপন গৃহের রাজা হলেন।

১ তপ
২ ভা
৩ রহি কে মোর
৪ কৈ
৫ ধৌরহর
বড়
৬ তে গৃহস্থ সব লখপতি

২

পদমাৱতি কহ সুনহু সহেলী।
হৌঁ সো কঁৱল তুম কুমুদিনী বেলী[১]॥
কলস মানি হৌঁ তেহি দিন আঈ।
পূজা চলহু চঢ়াৱহিঁ জাঈ॥
মঁঝ চলা পদুমিনি কা বেৱানু[২]।
জনু পরভাত পরৈ[৩] লখি[৪] ভানূ॥
আস পাস বাজত[৫] চৌডোলা।
দুন্দুভি ঝাঁঝ তূর ডফ ঢোলা[৬]॥
এক সঙ্গ সব সোঁধে-ভরী।
দেৱ-দুৱার উতরি ভঈঁ খরী॥
অপনে হাথ[৭] দেৱ নহৱাৱা[৮]।
কলস কলস এক আনি চঢ়াৱা[৯]॥
পোতা মণ্ডপ অগর ঔ চন্দন।
দেৱ ভরা অরগজ ঔ বন্দন॥
কৈ পরনাম আগে ভঈ বিনয়[১০] কীন্হি বহু ভাঁতি।
ৱানী কহা চলহু ঘর সখীঁ হোতি হৈ রাতি॥

পদ্মাবতী বললেন, "শোন সখী। আমি কমলিনী আর তোমরা কুমুদলতা। যে দিনের জন্য কলস মানত করেছিলাম সেই দিন এসেছে। চল আমরা গিয়ে পুজো দিয়ে আসি। মাঝখানে চলল পদ্মাবতীর বিমান। যেন প্রভাতকালে সূর্যকে দেখা গেল। চতুর্দোলার আসেপাশে বাজতে লাগল দুন্দুভি, ঝাঁঝর, তূর্য, ডম্ফ এবং ঢোল। সকলে একসাথে সুগন্ধলিপ্ত হয়ে চৌদোলা থেকে নেমে দেবদ্বারে এসে দাঁড়ালেন। কলসী কলসী জল ঢেলে তাঁরা নিজের হাতে দেবতাকে স্নান করালেন। মন্দির ভিত্তিতে অগুরু ও চন্দন প্রলেপ দিলেন, এবং দেবমূর্তিকে গন্ধদ্রব্য এবং সিন্দুরে ঢেকে দিলেন।

তাঁরা নানাভাবে প্রার্থনা জানিয়ে দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর রাণী বললেন, 'এবার ঘরে চল, রাত হয়ে আসছে।"

১ কুমুদ মরেলী
২ মঁঝ পদুমাৱতি কা জো বিমানু
৩ উঠা
৪ রথ
৫ চমকত
৬ দন্দ মৃদঙ্গ ঝাঁঝ ডফ ঢোলা
৭ ঘৱং সুহাথ
৮ অন্হৱাৱা
৯ কলস সহস এক ঘিরিত ভৱাৱা
১০ বিনতি

৩

ভঈ নিসি ধনি[১] জস সসি পরগসী।
ৱাজৈ দেখী ভূমি[২] ফিৱ[৩] বসী॥
ভঈ কাতিকী[৪] সরদ সসি আৱা[৫]।
ফেরি গগন-রবি চাহৈ ছাৱা[৬]॥
সুনি ধনি[৭] ভৌঁহ-ধনুক ফিরি[৮] ফেরী।
কাম-কটাছন্হ[৯] কোরহি[১০] হেরী॥
জানহু নহিঁ পৈজ পিয় খাঁচৌঁ।
পিতা সপথ হৌঁ আজু ন বাঁচৌঁ॥
কাল্হি ন হোই রহী[১১] মহি[১২] রামা।
আজু করৌঁ ৱাৱন সংগ্রামা॥
সেন সিঙ্গার মুহঁ হৈ সজা।
গজগতি[১৩] চাল আঁচল গতি[১৪] ধজা॥
নৈন সমুদর[১৫] খড়্গ নাসিকা।
সররি[১৬] জুঝ কো মো সহঁ টিকা॥
হৌঁ রানী পদমাৱতি মৈঁ জীতা রস[১৭] ভোগ।
তূঁ সররি করু তাসোঁ জোগী তোহি জোগ॥

রাত হল। রমণী চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হলেন। রাজাকে দেখে তিনি (পদ্মাবতী) মাটিতে ফিরে বসলেন। কার্তিক মাসের শারদীয় চন্দ্র উদিত হল। সূর্য আকাশপরিক্রমা করে অস্তে গেলেন। (অন্য অর্থে, রাজা (সূর্য) রাণীর (চন্দ্র) কাছে ছায়া বা আশ্রয় চাইলেন।) শুনে সেই রমণী ভ্রূধনু তুলে কামকটাক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, "প্রিয়, তুমি জানো না, আমার পিতার শপথ নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে আজ আর তোমাকে ছাড়ব না। এ আর গতকাল নয়, আজ আমি মাটিতে অধিষ্ঠিতা। আজ আমি স্বয়ং রাবণের (রমণকারীর) সঙ্গে সংগ্রাম করব। শৃঙ্গার সেনাদের সাজিয়েছি। গজগমন তাদের চলন, আঁচলে তাদের নিশান ওড়ে, সমুদ্রের ন্যায় (বাসনা চঞ্চল) আমার নয়ন, খড়্গের ন্যায় (তীক্ষ্ণধার) আমার নাসিকা। কে আমার সঙ্গে সংগ্রামে সমকক্ষ?

আমি রাণী পদ্মাবতী, রসভোগে আমি জয়ী। যে তোমার মতো যোগ করে থাকে তুমি তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর।

১ ধন
২ পুহমি
৩ পৱ
৪ কটকঈ
৫ উআ
৬ ছুআ
৭ ধন
৮ গুন
৯ কটাচ্ছ
১০ কোৱ সোঁ
১১ সহে
১২ সৱ
১৩ গুণ
১৪ গুণ
১৫ সমন্দ
১৬ সম্মুখ
১৭ সুখ

৪

হোঁ অস[১] জোগি জান সব কোউ।
বীর সিঙ্গার জিতে মৈঁ দোউ ॥
উহঁা সামুহেঁ রিপু দল মাহঁা[২]।
ইহঁা তো কাম-কটক তুম্হ পাহঁা ॥
উহঁা তো হয় চঢ়ি কৈ দল[৩] মণ্ডৌঁ।
ইহঁা তো অধর অমিয়-রস খণ্ডৌঁ ॥
উহঁা তো খড়্গা[৪] নরিন্দহি মারৌঁ।
ইহঁা তো বিরহ তুম্হার সঁধারৌঁ ॥
উহঁা তো গজ পেলোঁ হোই কেহরি।
ইহরঁা কাম কামিনী-হিয় হরি[৫] ॥
উহঁা তো লুটোঁ কটক খন্ধারু।
ইহঁা তো জীতৌঁ তোর[৬] সিঙ্গারু ॥
উহঁা তো কুঁভ স্থল গজ নারৌঁ[৭]।
ইহঁা তো কুচ-কলসহি[৮] কর লারৌঁ ॥
পরৈ বীচ ধরহরিয়া প্রেম-রাজ কো[৯] টেক।
মানহিঁ ভোগ ছৰৌ রিতু মিলি দুৰৌ[১০] হোই এক ॥

রাজা বললেন, "আমি কেমন যোগী সে কথা সকলেই জানে। আমি বীর এবং শৃঙ্গার উভয়ক্ষেত্রেই জয়ী। ওখানে আমি শত্রুদলের সম্মুখীন হই, আর এখানে কামসেনাদের নিয়ে তোমার মুখোমুখী হই। ওখানে আমি অশ্বারোহী হয়ে সৈন্যদল সাজাই, আর এখানে আমি তোমার অধরের অমৃতরস লুণ্ঠন করি। ওখানে আমি খড়্গ দিয়ে নৃপতিনিধন করি আর এখানে আমি তোমার বিরহনাশ করি। ওখানে সিংহ হয়ে হস্তীবিনাশ করি আর এখানে কামিনী হৃদয়ের কাম হরণ করি। ওখানে আমি বিরুদ্ধ সেনাদের শিবির লুণ্ঠন করি, আর এখানে আমি তোমার বেশবাস বা বাসনাকে জয় করি। ওখানে আমি গজকুম্ভকে নত করি, আর এখানে আমি তোমার কুচকলস ধারণ করি।"

উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতার অবকাশ কোথায়? প্রেমে ও রাজত্বে কে কাকে রক্ষা করে? উভয়ে একসঙ্গে ছয়ঋতুর রস ভোগ করতে লাগলেন।

১ অস
২ উহঁা তো হনু বীর ঘট মাহঁা
৩ মধি
৪ কোপি
৫ ইহঁা তো কুচ কামিনি করি হেহরি
৬ তুম্হার
৭ উহঁা তো কুম্ভী গজহি নঁবাউঁ
৮ কলসন
৯ কৈ
১০ দোনোঁ

৫

প্রথম বসন্ত নবল রিতু আঈ।
সুঋতু[১] চৈত বৈসাখ সোহাঈ ॥
চন্দন চীর পহিরি ধনি অঙ্গা।
সেন্দুর দীহ্ন বিহঁসি ভরি মঙ্গা ॥
কুসুমহার ঔ পরিমল-বাসূ।
মলয়গিরি ছিরকা কবিলাসূ ॥
সৌর সুপেতি ফুলন ডাসী।
ধনি ঔ কন্ত মিলে সুখবাসী ॥
পিউ সঁজোগ ধনি জোবন বারী।
ভৌঁর পুহুপ সঙ্গ[২] করহিঁ ধমারী ॥
হোই ফাগ ভলি চাঁচরি জোরী।
বিরহ জরাই দীহ্ন জস হোরী ॥
ধনি সসি সরিস[৩] তপৈ পিয় সুরূ।
খেন[৪] সিঙ্গার হোহিঁ সব চূরূ ॥
জিহ্ন ঘর কন্তা ঋতু ভলী আর বসন্ত নিত্ত।
সুখ বহরাবৈঁ দিবস নিসি[৫] দুখ ন জানৈ কিত্ত[৬] ॥

প্রথমে নবীন ঋতু বসন্ত এল। চৈত্র ও বৈশাখের শোভাময় সুন্দর ঋতু। রমণী দেহে চন্দন-সুবাসিত বস্ত্র পরিধান করলেন। হেসে সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। পুষ্পহারের পরিমলগন্ধে এবং ছিটানো চন্দনগন্ধে কৈলাস (শয়ন কক্ষ) পূর্ণ হল। বিছানার শুভ্রচাদরে পুষ্প ছড়ানো হল। তার ওপর প্রেমিক-প্রেমিকা সুখে মিলিত হলেন। প্রিয়তমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রমণী তাঁর যৌবন নিবেদন করলেন। ভ্রমর পুষ্পের সঙ্গে ধামালী (বসন্ত নৃত্য) করল। ফাগের উৎসবে দুজনে দোলের গান গাইতে লাগলেন। হোলির আনন্দে বিরহ নিঃশেষিত হল। রমণী চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ সরস, আর পুরুষ সূর্যের ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। মুহূর্তে সাজসজ্জা চূর্ণ হয়ে গেল।

যার ঘরে কান্তা আছে তার ঘরে নিত্যই বসন্ত। তারা দিবারাত্র সুখে কাটায়। দুঃখ কি তা জানে না।

১ সো ঋতু
২ মিলি
৩ সিরস
৪ নখত
৫ সুখ ভরি আবহিঁ দেবহঁরে
৬ চিত্ত

৬

ঋতু গ্রীষ্ম কৈ তপনি ন তহাঁ।
জেঠ অসাঢ় কন্ত ঘর জহাঁ॥
পহিরি[১] সুরঙ্গ চীর ধনি ঝীনা।
পরিমল মেদ রহা তন ভীনা॥
পদমারতি তন সিঅর[২] সুবাসা।
নৈহর রাজা কন্ত-ঘর[৩] পাসা॥
ঔ বরী[৪] জুড়ি[৫] তঁহা সোরনারা।
অগর পোতি সুখনেত ওঁহারা॥
সেজ বিছারন সৌঁর সুপেতী।
ভোগ বিলাস করহিঁ সুখ-সৈঁতী॥
অধর তঁবোর কপূর ভীমসেনা।
চন্দন চরচি লার তন বেনা॥
ভা অনন্দ সিংঘল তব[৬] কহূঁ।
ভাগবন্ত কহঁ সুখ-রিত ছহূঁ॥
দারিউঁ দাখ লেহিঁ রস আঁর সদাফর ডার[৭]।
হরিয়র তন সুঅটা কর জো রস[৮] চাখনহার॥

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে ঘরে কান্ত থাকে সেখানে গ্রীষ্মঋতু তপ্ত নয়। সুন্দরী সূক্ষ্ম রঙিন বসন পরিধান করলেন। মৃগমদ পরিমলে দেহ সিক্ত হল। পদ্মাবতীর দেহ হল শীতল ও সুবাসিত। কান্ত গৃহের পাশে হিমঘর। শয়নাগার অত্যন্ত শীতল, অগুরুলিপ্ত দেওয়াল এবং সুখকর নেতের পর্দা। শুভ্র চাদর বিছানো শয্যা—সেখানে দুজনে সুখে ভোগ-বিলাসে রত হলেন। অধরে ভীমসেনা ও কর্পূর সহযোগে পান; দেহে চন্দন সুবাসিত পাখার বাতাস। সিংহলে সকলের জন্যই আনন্দের আয়োজন, ভাগ্যবন্ত যাঁরা সব ঋতুতেই তাঁরা সুখভোগ করেন।

তাঁরা গ্রহণ করলেন দাড়িম্ব ও দ্রাক্ষা রস এবং ডালাভর্তি আম ও সদাফল। এ সব ফলের রস আস্বাদ করলে শুকের দেহ সবুজ হয়ে যায়।

১ পহিরৈ
২ সির
৩ পুনি
৪ বড়
৫ ঝুড়
৬ সব
৭ বরনহিঁ আঁব ছোহার
৮ অস

৭

ঋতু পাবস বরসৈ পিউ পাবা।
সাবন ভাদোঁ অধিক সুহাবা॥
পদমারতি চাহতি ঋতু পাঈ।
গগন সোহাবন ভূমি সোহাঈ॥
কোইলা বয়ন[১] পাঁতি বগ ছুটী।
ধনি নিসরীঁ জনু বীরবহুটী॥
চমকৈ বীজু বরসৈ জগ[২] সোনা।
দাদুর মৌর সবদ সুঠি লোনা॥
রঙ্গ-রাতী পীতম সঁগ জাগী[৩]।
গরজৈ গগন চৌঁকি গর[৪] লাগী॥
সীতল বূঁদ উঁচ চৌপারা[৫]।
হরিয়র সবৈ দেখাই সংসারা॥
হরিয়র ভূমি[৬] কুসুঁভী[৭] চোলা।
ঔ ধনি[৮] পিউ সঁগ রচা হিণ্ডোলা॥
পবন ঝকোরে হিয় হরখ লাগই সীতল বাস[৯]।
ধনি জানৈ য়হ পবন হৈ পবন সো অপনে পাস[১০]॥

প্রাবৃষ ঋতুতে বর্ষণকালে প্রিয়কে পেলে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসও অত্যন্ত সুখকর হয়। পদ্মাবতী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ঋতুকে পেলেন। গগন সুন্দর এবং মাটি শোভাময়। কোকিলের ডাক, বকের সারিবদ্ধ ওড়া, এর মধ্যে সুন্দরীদের কাঁচপোকাদের মতো নিঃসরণ। বিদ্যুতের চমক, পৃথিবী ব্যাপী স্বর্ণময় মেঘবর্ষণ, ব্যাঙের ডাক, ময়ূরের নিনাদ—সব কিছু আশ্চর্য মধুর। রঙ্গরাগে প্রিয়তমের সঙ্গে সুন্দরী রাত্রি জাগেন, মেঘগর্জনের সঙ্গে সচকিত হয়ে প্রেমিকের কণ্ঠ আলিঙ্গন করেন। শীতল বৃষ্টিকণা, উঁচু জায়গা থেকে সমস্ত জগৎ সবুজ দেখায়। শ্যামল ভূমিতল। কুসুম্ভবর্ণের চোলী শরীরে। সুন্দরী প্রিয়তমের সঙ্গে দোলবার জন্য হিন্দোল রচনা করলেন।

পবন হিল্লোলে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, স্নিগ্ধ সুগন্ধ ভেসে আসে। রমণী মনে করেন এ সুগন্ধ পবনের, কিন্তু আসলে তা পার্শ্ববর্তী পবনের বা প্রিয়তমের।

১ কোকিল বৈন
২ জল
৩ রঁগ রাতি পিউ সঁগ নিসি জাগী
৪ কণ্ঠ
৫ চৌবারা
৬ পুহমী
৭ দানী
৮ ঔ ধন
৯ সিয়র বতাস
১০ অপনী আস

৮

আই সরদ ঋতু অধিক পিয়ারী।
আসিন কাতিক ঋতু উজিয়ারী ॥
পদমাৱতি ভই পূনিউঁ[১] কলা।
চৌদসি চাঁদ উই[২] সিংঘলা ॥
সোরহ কলা সিঙ্গার বনারা।
নখত-ভরা সুরুজ সসি পারা ॥
ভা নিরমল সব ধরতি অকাসূ।
সেজ সঁৱারি কীহ্নি ফুল বাসূ ॥
সেত বিছাৱন ঔ উজিয়ারী।
হঁসি হঁসি মিলহিঁ পুরুখ ঔ নারী ॥
সোন-ফুল ভই পুহমী[৩] ফ্লী।
পিয় ধনি সৌঁ ধনি পিয় সৌঁ ভূলী ॥
চখু অঞ্জন দেই খঞ্জন দেখারা।
হোই সারস জোরী রস পারা ॥
এহি ঋতু কন্তা[৪] পাস খেহি[৫] সুখ তেহিকে হিয় মাহঁ[৬]।
ধনি হঁসি লাগৈ পিউ গরৈ ধনি-গর পিউ কৈ বাহঁ[৭] ॥

অধিকতর প্রিয় শরৎ ঋতুর আগমন হ'ল। আশ্বিন ও কার্তিক মাসের উজ্জ্বল ঋতু। পদ্মাবতী পূর্ণকলা চতুর্দশী চন্দ্রের ন্যায় সিংহলে উদিত হলেন। ষোলকলা সজ্জায় সজ্জিত হলেন। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রকে লাভ করলেন সূর্য। ধরণী এবং আকাশে সব কিছু নির্মল। সুসজ্জিত শয্যা ফুলের গন্ধে সুবাসিত হল। উজ্জ্বল এবং শুভ্র চাদর বিছানো হল। তার উপর হাসতে হাসতে মিলিত হলেন প্রেমিক এবং প্রেমিকা। পৃথিবী শোনফুলে পুষ্পিত হয়ে উঠল। প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের সঙ্গে মিলনে আত্মহারা হলেন। অঞ্জনলিপ্ত নয়ন খঞ্জনের মতো দেখাতে লাগল। উভয়ে সারসযুগল হয়ে রস উপভোগ করতে লাগলেন।

এই ঋতুতে কান্ত যার পাশে থাকে তার হৃদয়েই সুখ। রমণী হেসে প্রিয়তমের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে, আর রমণীর কণ্ঠধারণ করে প্রিয়তমের বাহু।

১ পুন্যো
২ উআ
৩ পিরথমী
৪ কংথা
৫ জেহি
৬ তিনকে মন মাহিঁ
৭ বাহিঁ

৯

ঋতু হেমন্ত সঁগ পিএউ পিয়ালা[১]।
অগহন পূস সীত সুখ-কালা[২] ॥
ধনি[৩] ঔ পিউ মহঁ সীউ সোহাগা।
দুহুঁক[৪] অঙ্গ একৈ মিলি লাগা ॥
মন সৌঁ মন তন সৌঁ তন গহা।
হিয় সৌঁ হিয় বিচ হার ন রহা ॥
জানহুঁ চন্দন লাগেউ অঙ্গা ॥
চন্দন রহই ন পাৱৈ সঙ্গা।
ভোগ করহিঁ সুখ রাজা রাণী।
উন্হ লেখে সব সিস্টি জুড়ানী ॥
জ্ঝ দুবৌ[৫] জোবন সৌঁ লাগা।
বিচ হুঁত[৬] সীউ জীউ লেই ভাগা ॥
দুই ঘট মিলি একৈ হোই জাহীঁ।
পেম[৭] মিলহিঁ তাহুঁ[৮] ন অঘাহীঁ ॥
হংসা কেলি করহিঁ জিমি[৯] খূদহিঁ[১০] কুরলহিঁ দোউ।
সীউ[১১] পুকারী পার ভা জস চকই ক[১২] বিছোউ ॥

হেমন্ত ঋতুতে অগ্রহায়ণ ও পৌষের সুখকর শীতে একসঙ্গে তাঁরা পান করলেন (মদের) পেয়ালা। প্রিয়তম ও রমণীদেহের মাঝখানে শীত সোহাগার মতো হয়ে রইল (অর্থাৎ দুই অঙ্গকে একত্রিত করে রাখল)। মনের সঙ্গে মন এবং দেহের সঙ্গে দেহ যুক্ত হল। দুই হৃদয়ের মাঝখানে হারের ব্যবধানও রইল না। চন্দনের মতো অঙ্গে অঙ্গ মিশে রইল। এমন ঘনিষ্ঠ যে চন্দন প্রলেপেরও স্থান রইল না। রাজা রাণী সুখে ভোগ করতে লাগলেন, ওঁদের কাছে সমস্ত সৃষ্টিই মিলিত মনে হল। তাঁরা উভয়ে যৌবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের কাছ থেকে শীত প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। দুটি দেহ মিলে এক হয়ে গেল। প্রেমে মিলিত হয়েও তাদের তৃপ্তি হল না।

কেলিরত হংসমিথুনের মতো উভয়ে শব্দ করে ক্রীড়ামত্ত হলেন। বিরহিনী চক্রবাকীর মতো শীত আর্তনাদ করে দূরে পলায়ন করল।

১ আই সিসির ঋতু তঁহা ন সীউ
২ অগহন পূস জহাঁ ঘর পীউ
৩ ধন
৪ দুহুঁ
৫ দুহুঁ
৬ তে
৭ প্রেম
৮ তবহুঁ
৯ জোঁ
১০ কূদহিঁ
১১ সীঠ
১২ চকবাক

১০

আই সিসির ঋতু তহাঁ ন সীউ[১]।
জহাঁ মাঘ ফাগুন ঘর পীউ[২] ॥
সৌর সুপেতী মন্দির[৩] রাতী।
দগল চীর পহিরহিঁ বহু ভাঁতী ॥
ঘর ঘর সিংঘল হোই সুখ জোজ্[৪]।
রহা ন কতহুঁ দুখ কর খোঁজ্ ॥
জহঁ ধনি[৫] পুরুখ সীউ নহিঁ লাগা।
জানহুঁ কাগ দেখি সর ভাগা ॥
জাই ইন্দ্র সৌঁ কীহ্নী পুকারা।
হৌঁ পদমারতি দেস নিসারা ॥
এহি ঋতু সদা সঙ্গ মহঁ[৬] সোরা।
অব দরসন তেঁ মারি[৭] রিছোরা ॥
অব হঁসি কৈ সসি সুরহি ভেঁটা।
রহা[৮] জো সীউ বীচ সো মেটা ॥
ভএউ ইন্দ্র কর আয়সু বড় সতার যহ সোই[৯]।
কবহুঁ কাহু কে পার ভই কবহু কাহু কে হোই[১০] ॥*

শিশির বা শীত ঋতু এল। মাঘ ফাল্গুনে যদি প্রিয়তম ঘরে থাকেন তাহলে সেখানে শীত থাকে না। শয়নগৃহে শুভ্র এবং রক্তবর্ণের চাদর। অনেক রকম পোষাক এবং বসন তাঁদের পরনে। সিংহলের ঘরে ঘরে ভোগসুখের আয়োজন। কোথাও কোনো দুঃখকষ্টের চিহ্ন নেই। যেখানে নারী পুরুষ আছে সেখানে শীত লাগে না। এ যেন তীর দেখে কাকের পলায়ন। সে (শীত) ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আর্তনাদ করে জানাল, "আমি পদ্মাবতীর দেশ থেকে পালিয়ে এলাম। এই সময় আমি তার (পদ্মাবতী) সঙ্গে জড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, এখন তার দৃষ্টিপথ থেকেও বিতাড়িত হলাম। এখন হাস্যময়ী চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, উভয়ের মধ্যবর্তী শীত অন্তর্হিত হল।"

ইন্দ্র বললেন, "এ বড়ই মনস্তাপের ব্যাপার। কখনও একজন পার পায় কখনও অন্যজন ভোগে।"

১ ঋতু হিবংত সঁগ পিয়ো পিয়ালা
২ ফাগুন মাঘ সিংহ সিউ স্থালা
৩ মহঁ দিন
৪ ভোজ্
৫ ধন
৬ মৈঁ
৭ মোহিঁ
৮ অহা
৯ উরৈ সো অথরৈ আই
১০ নাগমতী গঢ় চিত্তউর তাহি সতাবৌ জাই

* এখানেই লালা ভগবান দীন সংস্করণের সমাপ্তি। শুক্লার পাঠ নিয়ে এরপর থেকে আর কোনো পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

নাগমতি বিয়োগ খণ্ড

১

নাগমতী চিতউর-পথ হেরা।
পিউ জো গএ পুনি কীহ্ন ন ফেরা ॥
নাগর কাহু নারি বস পরা।
তেই মোর পিউ মোসৌঁ হরা ॥
সুআ কাল হোই লেইগা পীউ।
পিউ নহিঁ জাত জাত বরু জীউ ॥
ভএউ নরায়ন বাবঁন করা।
রাজ করত রাজা বলি ছরা ॥
করন পাস লীহ্নেউ কৈ ছন্দ্।
বিপ্র রূপ ধরি ঝিলমিল ইন্দ্ ॥
মানত ভোগ গোপিচন্দ ভোগী।
লেই অপসরা জলন্ধর জোগী ॥
লেইগা কৃস্নহি গরুড় অলোপী।
কঠিন বিছোহ জিয়হিঁ কিমি গোপী ॥
সারস জোরী কৌন হরি মারি বিয়াধা লীহ্ন।
ঝুরি ঝুরি পীঞ্জর হৌঁ ভঈ বিরহ-কাল মোহি দীহ্ন ॥

(এদিকে) নাগমতি চিতোরের পথের দিকে চেয়ে রইলেন। (বলতে লাগলেন) "প্রিয় সেই যে চলে গেলেন আর তো ফিরলেন না। প্রিয়তম নিশ্চয় কোনো রমণীর বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। সে আমার কাছ থেকে প্রিয়কে হরণ করে নিল। শুকপাখী (আমার কাল হয়ে প্রিয়তমকে নিয়ে গেল। প্রিয় না গিয়ে আমার জীবন গেলেই ভালো হত। সে (শুক) বামনরূপী নারায়ণ হয়ে বলিরাজাকে ছলনা করল। সে বিপ্রের ছদ্মবেশে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ণের কবচকুণ্ডল হরণ করল। সে জালন্ধর যোগী হয়ে ভোগী গোপীচন্দ্রকে নিয়ে গেল। গরুড়ের ন্যায় সে কৃষ্ণকে নিয়ে লুকিয়ে রাখল। এখন এই কঠিন বিচ্ছেদে গোপী কেমন করে বেঁচে থাকে।

কোন্ ব্যাধ এসে সারসযুগলের একটিকে ধরে হত্যা করল? কেঁদে কেঁদে আমি কঙ্কাল হয়ে গেলাম, বিরহ আমার কাল হল।

২

পিউ-বিয়োগ অস বাউর জীউ।
পপিহা নিতি বোলৈ পিউ পীউ॥
অধিক কাম দাধৈ সো রামা।
হরি লেই সুরা গয়উ পিউ নামা॥
বিরহ বান তস লাগ ন ডোলী।
রকত পসীজ ভীজি গই চোলী॥
সূখা হিয়া হার ভা ভারী।
হরে হরে প্রাণ তজহিঁ সব নারী॥
খন এক আর পেট মহঁ সাঁসা।
খনহিঁ জাই জিউ হোই নিরাসা॥
পৱন ডোলাৱহিঁ সীঞ্চহিঁ চোলা।
পহর এক সমুঝহিঁ মুখ-বোলা॥
প্রাণ পয়াণ হোত কো রাখা।
কো সুনার পীতম কৈ ভাখা॥
আহি জো মারৈ বিরহ কৈ আগি উঠৈ তেহি লাগি।
হংস জো রহা সরীর মহঁ পাঁখ জরা গা ভাগি॥

প্রিয়বিচ্ছেদে উন্মাদের ন্যায় বেঁচে রইলেন নাগমতী। পাপিয়ার মতো নিত্য বলতে লাগলেন, "প্রিয় প্রিয়।" কামনার আধিক্যে সেই রমণী দগ্ধ হতে লাগলেন। শুক পাখী প্রিয়কে হরণ করে নিয়ে যাওয়ায় প্রিয়তমের নামও অন্তর্হিত হয়েছে। বিরহ বাণ তাঁর (নাগমতীর) দেহে অনড় ভাবে বিদ্ধ হয়ে আছে। রক্তের ধারায় জামা ভিজে গেল। শুষ্ক হৃদয়ে হারও ভার হয়ে আছে। ধীরে ধীরে প্রাণ নাড়ীছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কখনও শরীরে নিঃশ্বাস লক্ষণ আসছে, কখনও থেমে আসায় জীবনে দেখা দিচ্ছে নৈরাশ্য। বাতাসে দুলে ওঠে রক্তভেজা নিচোল, তাঁর ক্ষীণকণ্ঠ বুঝতে একপ্রহর লেগে যায়। তাঁর প্রয়াতপ্রায় প্রাণকে কে ধরে রাখবে? কে তাঁকে শোনাবে তাঁর প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর?

তাঁর বিরহের দীর্ঘশ্বাসে আগুন জ্বলে উঠল। শরীরের মধ্যে যে প্রাণপাখী তার পাখা জ্বলে ওঠায় সে পলায়ন করার উপক্রম করল।

৩

পাট-মহাদেই হিয় ন হারু।
সমুঝি জীউ চিত চেতু সঁভারু॥
ভোঁর কঁৱল সঙ্গ হোই মেরারা।
সঁৱরি নেহ মালতি পহঁ আৱা॥
পপিহৈ স্বাতী সৌঁ জস প্রীতী।
টেকু পিয়াস বাঁধু মন থীতী॥
ধরতিংহি জৈস গগন সৌঁ নেহা।
পলটি আৱ বরষা ঋতু মেহা॥
পুনি বসন্ত ঋতু আৱ নৱেলী।
সো রস সো মধুকর সো বেলী॥
জিনি অস জীৱ করসি তূ বারী।
য়হ তরিৱর পুনি উঠিহি সঁৱারী॥
দিস দস বিনু জল সূখি বিধংসা।
পুনি সোই সরবর সোঈ হংসা॥
মিলহিঁ জো বিছুরে সাজন অঙ্কম ভেঁটি গহন্তা।
তপনি মৃগসিরা জে সহৈঁ তে অদ্রা পলুহন্তা॥

(সকলে বলল) "পাটরাণী হৃদয় হারিও না। শান্ত হও, চিত্তকে সংযত কর। ভ্রমর কমলের সঙ্গে মিলিত হলেও মালতীর প্রেম স্মরণ করে ফিরে আসে। পাপীয়া যেমন স্বাতীনক্ষত্রের জলবিন্দুর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে, তুমিও মনকে শান্ত করে পিপাসা সহ্য কর। ধরিত্রীর সঙ্গে আকাশের প্রেম যেমন বর্ষার মেঘ হয়ে ফিরে ফিরে আসে, বসন্ত ঋতু প্রতিবার নতুন হয়ে যেমন দেখা দেয় সেই একই মৌমাছি, লতা ও মধু নিয়ে (তেমনি তোমাদের আবার নতুন করে মিলন হবে)। জীবন নিয়ে এমন কোর না, এই (প্রেম) তরু আবার সজীব হয়ে উঠবে। কিছুদিন জলের অভাবে সরোবর শুকিয়ে গেলেও আবার তা ভরে উঠবে এবং সেই সরোবরে আবার সেই হংস খেলা করবে।"

গ্রহদের শুভসংযোগ হলে বিচ্ছেদের অবসানে আবার প্রিয়মিলন হবে। যে গ্রীষ্মকালীন মৃগশিরা নক্ষত্রের তাপ সহ্য করতে পারে সে (বর্ষাকালে) অদ্রা নক্ষত্রের উদয়ে পল্লবিত হয়।

৪

চঢ়া অসাঢ় গগন ঘন গাজা।
সাজা বিরহ দুন্দ দল বাজা ॥
ধূম সাম ধৌরে ঘন ধাএ।
সেত ধজা বগ-পাঁতি দেখাএ ॥
খড়্গ-বীজু চমকৈ চহুঁ ওরা।
বুন্দ-বান বরসহিঁ ঘন ঘোরা ॥
ওনই ঘটা আই চহুঁ ফেরী।
কন্ত উবারু মদন হৌঁ ঘেরী ॥
দাদুর মোর কোকিলা পীউ।
গিরৈ বীজু ঘট রহৈ ন জীউ ॥
পুষ্য নখত সির উপর আৱা।
হৌঁ বিনু নাহ মঁদির কো ছাৱা ॥
অদ্রা লাগ লাগি ভুঁই লেঈ।
মোহিঁ বিনু পিউ কো আদর দেঈ ॥
জিন্হ ঘর কন্তা ত সুখী তিন্হ গারৌ ঔ গর্ব।
কন্ত পিয়ারা বাহিরৈ তস সুখ ভুলা সর্ব ॥

"আষাঢ় মাস এল ; আকাশ ঘন ঘন গর্জন করতে লাগল। যুদ্ধসাজে বিরহ দেখা দিল, সেনাদল ভেরী বাজাতে লাগল। ধূমল ও শ্যামল মেঘ-হস্তী ধেয়ে এল। বকপংক্তি শুভ্র ধ্বজা ওড়াল। বিজলীখড়্গে চতুর্দিক সচকিত হল। বারিবিন্দু ঘনঘোর বাণবর্ষণ করতে লাগল। চারদিক থেকে মেঘ ঝুঁকে এল। হে প্রিয়, রক্ষা কর, মদন আমাকে ঘিরে ধরেছে। দাদুরী, ময়ূর এবং কোকিল ডাকছে 'প্রিয়' বলে। বজ্রপাত হলে দেহে আর প্রাণ থাকবে না। মাথার উপর পুষ্যানক্ষত্র। আমি অনাথিনী, কে আমায় আশ্রয় দেবে? বর্ষণে সমস্ত ক্ষেত প্লাবিত হয়ে গেল। প্রিয়বিহনে কে আমাকে সমাদর করবে?

প্রিয় যাদের গৃহে আছে তাদেরই গর্ব অভিমান সাজে। প্রেমিক কান্ত যার দূরে তার সমস্ত সুখের অবসান।"

৫

সাৱন বরস মেহ অতি পানী।
ভরনি পরী হৌঁ বিরহ ঝুরানী ॥
লাগ পুনরবসু পীউ ন দেখা।
ভই বাউরি কহ কন্ত সরেখা ॥
রকত কৈ আঁসু পরহিঁ ভুই টূটী।
রেঙ্গি চলীঁ জস বীরবহূটী ॥
সখিন্হ রচা পিউ সঙ্গ হিণ্ডোলা।
হরিয়রি ভূমি কুসুম্ভী চোলা ॥
হিয় হিণ্ডোল অস ডোলৈ মোরা।
বিরহ ঝুলাই দেই ঝকঝোরা ॥
বাট অসূঝ অথাহ গঁভীরী।
জিউ বাউর ভা ফিরৈ ভঁভীরী ॥
জগ জল বূড় জহাঁ লগি তাকী।
মোরি নাৱ খেৱক বিনু থাকী ॥
পরবত সমুদ অগম বিচ বীহড় ঘন বনঢাঁখ।
কিমি কৈ ভেঁটৌঁ কন্ত তুম্হ না মোহি পাঁর ন পাঁখ ॥

"শ্রাবণমাসে মেঘ অত্যন্ত বর্ষণ করতে লাগল। চারদিক জলে পূর্ণ, আমি শুধু বিরহে শুকিয়ে যাচ্ছি। পুনর্বসু (নক্ষত্র) উদিত হল, কিন্তু প্রিয় দেখা দিলেন না। কান্তের জন্য পাগল হয়ে গেলাম। মাটিতে রক্তের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বীরবধূটি বা রক্তিম পোকার মত যেন তারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। সখীরা তাদের প্রিয়তমের সঙ্গে দোলবার জন্য ঝুলন তৈরী করেছে। সবুজ মাটি, কুসুম্ভ রঙের বসন তাদের পরনে। ওদের হিন্দোলের দোলা আমার হৃদয়কে (বেদনায়) দোলাচ্ছে, বিরহ আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছে। অথৈ গহনে পথ দেখা যাচ্ছে না। হৃদয় পাগল হয়ে শ্যামা-পোকার মতো ঘুরে মরছে। যেদিকে তাকাই সারা জগৎ যেন জলে ডুবে আছে। নেয়ে ছাড়া আমার নৌকো কেমন করে স্থির থাকে?

আমাদের মাঝখানে এখন সমুদ্র ও পর্বতের অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান ; মধ্যে ঘন ঢকফুলের অরণ্য। হে প্রিয়তম, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে মিলিত হব? আমার তো ডানা বা পাখা নেই।"

৬

ভা ভাদোঁ দূভর অতি ভারী।
কৈসে ভরোঁ রৈনি অঁধিয়ারী॥
মঁদির সূন পিউ অনতৈ বসা।
সেজ নাগিনী ফিরি ফিরি ডসা॥
রহৌঁ অকেলি গহে এক পাটী।
নৈন পসারি মরোঁ হিয় ফাটী॥
চমক বীজু ঘন গরজি তরাসা।
বিরহ কাল হোই জীউ গরাসা॥
বরসৈ মেঘা ঝকোরি ঝকোরি।
মোর দুই নৈন চুবৈঁ জস ওরী॥
ধনি সূখৈ ভরে ভাদোঁ মাহাঁ।
অবহুঁ ন আএন্হি সীঞ্চেন্হি নাহা॥
পুরবা লাগ ভূমি জলপূরী।
আক জবাস ভঈ তস ঝূরী॥
থল জল ভরে অপূর সব ধরতি গগন মিলি এক।
ধনি জোবন অবগাহ মহঁ দে বূড়ত পিউ টেক॥

"ভাদ্র মাস এল, দুর্ভর এবং দুর্ভার। কেমন করে কাটাই অন্ধকার রজনী। প্রিয়তম অন্যত্র, গৃহ শূন্য। শয্যা সর্পের মতো বারে বারে দংশন করছে। একা একা একাসনে কাটাই, নয়ন মেলে থাকি, বুক ফেটে যায়। বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গর্জন করে ভয় দেখায়। বিরহ কাল-স্বরূপ হয়ে জীবন গ্রাস করছে। থেকে থেকে মেঘ বর্ষণ করছে। আমার দু' নয়নপ্রান্ত জলে ভরে উঠছে।" রমণী (নাগমতী) সারা ভাদ্র মাস (বিরহে) শুকিয়ে যেতে লাগলেন। নাথ এখনও এলেন না। তাঁকে স্নিগ্ধ করতে। "পূর্বানক্ষত্র উদিত হলে পৃথিবী জলপূর্ণ হল। আখ এবং কাঁটাঝোপের মতো আমি শুকিয়ে যাচ্ছি।

জল স্থল সর্বত্র পূর্ণ ও প্লাবিত, আকাশ এবং ধরণী মিশে একাকার। হে প্রিয়, নিমজ্জমানাকে আশ্রয় দাও, সে যে যৌবন-জলধিতে ডুবে যেতে বসেছে।"

৭

লাগ কুআর নীর জগ ঘটা।
অবহুঁ আউ কন্ত তন লটা॥
তোহি দেখে পিউ পলুহৈ কয়া।
উতরা চীতু বহুরি করুময়া॥
চিত্রা মিত্র মীন কর আবা।
পপিহা পীউ পুকারত পাবা॥
উআ অগস্ত হস্তি-ঘন গাজা।
তুরয় পলানি চঢ়ে রন রাজা॥
স্বাতি-বূঁদ চাতক মুখ পরে।
সমুদ সীপ মোতী সব ভরে॥
সরবর সঁবরি হংস চলি আএ।
সারস কুরলহিঁ খঁজন দেখাএ॥
ভা পরগাস কাঁস বন ফূলে।
কন্ত ন ফিরে বিদেসহিঁ ভূলে॥
বিরহ-হস্তি তন সালৈ ধায় করৈ চিত চূর।
বেগি আই পিউ বাজহু গাজহু হোই সদূর॥

"আশ্বিন মাস এল। জল কমে গেল ধরণীতে। প্রিয়তম, এখনও এস। আমার দেহ এলিয়ে পড়ছে। তোমার দর্শনে আমার দেহ সজীব হয়ে উঠুক। আমার চিত্ত অধীর, দয়া করে ফিরে এস। মৎস্যদের বন্ধুরূপে চিত্রা নক্ষত্রের উদয় হল। পাপিয়া 'পিউ' বলে যাকে ডাকছিল তাকে পেল। অগস্ত্যতারা উদিত হল। হস্তির মতো গর্জন করতে লাগল মেঘ। মুক্ত অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে রাজারা যুদ্ধযাত্রা করলেন। চাতকের মুখে পড়ল স্বাতিবারিবিন্দু। সাগরের শুক্তিগুলি ভরে গেল মুক্তায়। সরোবরের কথা স্মরণ করে হাঁসেরা ফিরে এল। সারসেরা ক্রীড়া করতে লাগল, খঞ্জন নাচ দেখাতে লাগল। কাশফুলের বনে ভরে গেল চারদিক। কান্ত ফিরলেন না, তিনি বিদেশে ভুলে থাকলেন।

বিরহ-হস্তী আমার দেহকে নিষ্পেষিত করে চিত্তকে চূর্ণ করতে ধেয়ে আসছে। দ্রুত এস প্রিয়, যুদ্ধ কর, গর্জে ওঠ শার্দূলের মতো।"

৮

কাতিক সরদ-চন্দ উজিয়ারী।
জগ সীতল হোঁ বিরহৈ জারী ॥
চৌদহ করা চাঁদ পরগাসা।
জনহুঁ জরৈ সব ধরতি অকাসা ॥
তন মন সেজ করৈ অগিদাহু।
সব কহঁ চন্দ ভএউ মোহিঁ রাহু ॥
চহুঁ খণ্ড লাগৈ অঁধিয়ারা।
জোঁ ঘর নাহীঁ কন্ত পিয়ারা ॥
অবহুঁ নিঠুর আউ এহি বারা।
পরব দেবারী হোই সংসারা ॥
সখি ঝূমক গাবৈঁ অঁগ মোরী।
হোঁ ঝুরাব্ঁ বিছুরী মোরি জোরী ॥
জেহি ঘর পিউ সো মনোরথ পূজা।
মো কহঁ বিরহ সবতি-দুখ দূজা ॥
সখি মানৈঁ তিউহার সব গাই দেবারী খেলি।
হোঁ কা গাবৌঁ কন্ত বিনু রহী ছার সির মেলি ॥

কার্তিকমাসে শরৎ-চন্দ্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জগৎ শীতল হল, কিন্তু আমি বিরহ জর্জরিত। চতুর্দশ কলা নিয়ে চাঁদ প্রকাশিত হল। পৃথিবী ও আকাশ যেন জলে যাচ্ছে। (চাঁদ) আমার দেহে মনে শয্যায় যেন আগুন জালিয়ে দিল। সবাই বলে চাঁদ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে রাহু। যার ঘরে প্রিয়তম কান্ত নেই, তার কাছে চারদিক অন্ধকার। ওগো নিষ্ঠুর, এখনও একবার এস। সারা জগতে দেওয়ালী উৎসব হচ্ছে। সখীরা দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে ঝূমক গান গাইছে। নিদারুণ বিচ্ছেদে আমি শুকিয়ে যাচ্ছি। যার ঘরে প্রিয় আছে তার মনোবাসনা পূর্ণ হচ্ছে। আর আমার বেদনা দ্বিবিধ—একদিকে বিরহের দুঃখ অপরদিকে সপত্নী দুঃখ।

নেচে গেয়ে সখীরা দেওয়ালী উৎসব পালন করছে। আমি প্রিয়তম বিহনে কি গাইব? ধূলিধূসর মস্তকে বসে আছি।

৯

অগহন দিবস ঘটা নিসি বাঢ়ী।
দূভর রৈনি জাই কিমি গাঢ়ী ॥
অব য়হি বিরহ দিবস ভা রাতী।
জরৌ বিরহ জস দীপক-বাতী ॥
কাঁপৈ হিয়া জনাবৈ সীউ।
তৌ পৈ জাই হোই সঁগ পীউ ॥
ঘর ঘর চীর রচে সব কাহু।
মোর রূপ-রঁগ লেইগা নাহু ॥
পলটি ন বহুরা গা জো বিছোঈ।
অবহুঁ ফিরৈ ফিরৈ রঁগ সোঈ ॥
বজ্র-অগিনি বিরহিনি হিয় জারা।
সুলুগি সুলুগি দগধৈ হোই ছারা ॥
য়হ দুখ-দগ্ধ ন জানৈ কন্তূ।
জোবন জনম করৈ ভসমন্তূ ॥
পিউ সৌঁ কহেহু সঁদেসড়া হে ভৌঁরা হে কাগ।
সো ধনি বিরহৈ জরি মুঈ তেহি ক ধুবাঁ হম্‌হ লাগ ॥

অগ্রাণ মাস; দিন ছোট, রাত বড়। দুর্ভর কঠিন রজনী কেমন করে কাটাই। এখন এই বিরহ-ক্ষণে দিবস রাত্রির মতো মনে হয়। বিরহে যেন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো জলছি। শুধু হৃদয় কাঁপতে কাঁপতে শীতের কথা জানাচ্ছে। প্রিয়তম কাছে থাকলে তবে সে (শীত) পালাত। ঘরে ঘরে সবাই (পশমী) বসন তৈরী করছে। প্রিয়তম আমার রূপ এবং রঙ্গ হরণ করে নিয়ে গেলেন। প্রিয় সেই যে চলে গেলেন আর ফিরে এলেন না। এখনও তিনি ফিরে এলে আমার রঙ্গ ফিরে আসবে। বজ্রাগ্নিতে বিরহিণীর হৃদয় জর্জরিত, জলতে জলতে শেষ পর্যন্ত তা পুড়ে ছাই হবে। কান্ত জানেন না এই দুঃখ-দহনের কথা। তিনি আমার জীবন-যৌবন ছাই করে দিলেন।

হে ভ্রমর, হে কাক, প্রিয়তমের কাছে আমার সংবাদ জানাও। তাঁকে বল, "সেই নারী বিরহের আগুনে জলছে। তারই ধোঁয়া লেগে আমরা কালো (হয়ে গেছি)।"

১০

পূস জাড় থর থর তন কাঁপা।
সূরুজ জাই লঙ্কা-দিসি চাঁপা॥
বিরহ বাঢ় দারুন ভা সীউ।
কঁপি কঁপি মরোঁ লেই হরি জীউ॥
কন্ত কহাঁ লাগোঁ ওহি হিয়রে।
পন্থ অপার সূঝ নহিঁ নিয়রে॥
সৌর সপেতী আবৈ জূড়ী।
জানহু সেজ হিবঁচল বূড়ী॥
চকঈ নিসি বিছুরৈ দিন মিলা।
হৌঁ দিন রাতি বিরহ কোকিলা॥
রৈনি অকেলি সাথ নহিঁ সখী।
কৈসে জিয়ৈ বিছোহী পখী॥
বিরহ সচান ভএউ তন জাড়া।
জিয়ত খাই ঔ মুএ ন ছাঁড়া॥
রক্ত ঢুরা মাঁসু গরা হাড় ভয়উ সব সঙ্খ।
ধনি সারস হোই ররি মুঈ পীউ সমেটহিঁ পঙ্খ॥

পৌষের শীতে দেহ কাঁপছে থর থর করে। সূর্য বেঁকে লঙ্কার দিকে চেপে আছে। বিরহ বাড়ছে, শীতও দারুণ। কেঁপে কেঁপে মরছি, প্রাণ যায়, কান্ত কোথায় যে তাঁর বক্ষোলগ্ন হব? পথ অশেষ, সীমা দেখা যাচ্ছে না। চাদর থাকলেও আমি জ্বরে কাঁপছি, মনে হচ্ছে বিছানা যেন হিমালয়ের বরফে ডুবে আছে। চক্রবাকী রাত্রে বিচ্ছিন্ন হলেও দিনের বেলা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু আমি দিবানিশি বিরহিণী কোকিলা হয়ে আছি। একাকিনী রাত কাটাই, সখীরাও কাছে নেই। এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে কেমন করে পাখীর প্রাণ বাঁচে? বিরহ বাজপাখীর ন্যায় শীতার্ত দেহকে ধরেছে। বেঁচে থাকলেও খাবে, মরলেও ছাড়বে না।

(আমার) রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, মাংস গলে গেছে, হাড়গুলো শাঁখের মতো হয়ে গেছে। রমণী সারসের মতো মৃত্যুশ্বাস ফেলছে, প্রিয় যেন এবার তার পাখা নামায়।

১১

লাগেউ মাঘ পরৈ অব পালা।
বিরহা কাল ভএউ জড়কালা॥
পহল পহল তন রূঈ ঝাঁপৈ।
হহরি হহরি অধিকৌ হিয় কাঁপৈ॥
আই সূর হোই তপু রে নাহা।
তোহি বিনু জাড় ন ছুটৈ মাহা॥
এহি মাহ উপজৈ রসমূলূ।
তূঁ সো ভোঁর মোর জোবন ফূলূ॥
নৈন চুবহিঁ জস মহরট নীরূ।
তোহি বিনু অঙ্গ লাগ সর চীরূ॥
টপ টপ বূঁদ পরহিঁ জস ওলা।
বিরহ পবন হোই মারৈ ঝোলা॥
কেহি ক সিঙ্গার কো পহিরূ পটোরা।
গীউ ন হার রহি হোই ডোরা॥
তুম বিনু কাঁপৈ ধনি হিয়া তন তিনউর ভা ডোল।
তেহি পর বিরহ জরাই কৈ চহৈ উড়ারা ঝোল॥

মাঘ মাস আরম্ভ হল। এখন তুষার পড়ছে। দারুণ শীতে বিরহ যেন কাল হল। সারা শরীর যদিও পশমে ঢাকা তবুও কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার হৃদয়। হে নাথ, সূর্য হয়ে এসে আমাকে উত্তপ্ত কর। এই মাঘ মাসে তোমাকে ছাড়া আমার শীত যাবে না। এই মাসে রসমূল উৎপন্ন হোক; তুমি ভ্রমর, আমার যৌবনকে প্রস্ফুটিত করে তোল। আমার নয়ন থেকে মাঘের বর্ষণ হচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমার দেহে বসন বাণের মতো লাগছে। বৃষ্টির মত টপ টপ করে নয়ন-নীর ঝরছে। বিরহ ঝঞ্ঝা হয়ে ধাক্কা মারছে। কার জন্য আর সাজসজ্জা, কি কারণে আর পট্টবস্ত্র পরা? গলায় হার থাকছে না এমনি শীর্ণ সূতোর মতো হয়ে গেছি।

তোমা বিহনে তোমার রমণীর হৃদয় কাঁপছে, দেহ তৃণের ন্যায় দুলছে। তার উপর বিরহ আগুন জ্বালিয়ে তাকে পুড়িয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছে।

১২

ফাগুন পৱন ঝকোরা বহা।
চৌগুন সীউ জাই নহিঁ সহা॥
তন জস পিয়র পাত ভা মোরা।
তেহি পর বিরহ দেই ঝক ঝোরা॥
তরুৱর ঝরহিঁ ঝরহিঁ বন ঢাখা।
ভই ওনংত ফূলি ফরি সাখা॥
করহিঁ বনস্পতি হিয়ে হুলাসু।
মো কহঁ ভা জগ দূন উদাসু॥
ফাগু করহিঁ সব চাঁচরি জোরী।
মোহি তন লাই দীহ্ন জস হোরী॥
জৌ পৈ পীউ জরত অস পাৱা।
জরত মরত মোহিঁ রোষ ন আৱা॥
রাতি-দিৱস বস য়হ জিউ মোরে।
লগৌ নিহোর কন্ত সব তোরে॥
য়হ তন জারৌঁ ছার কৈ কহোঁ কি পৱন উড়াৱ।
মকু তেহি মারগ উড়ি পরৈ কন্ত ধরৈ জঁহ পাৱ॥

ফাল্গুনমাসে দমকা বাতাস বইছে। চতুর্গুণ শীত, সহ্য করা যায় না। আমার দেহ যেন হলুদ পাতার মতো হয়ে গেল। তার উপর এসে পড়ছে বিরহের ঝাপট। গাছ থেকে পাতা ঝরে ঝরে বন ঢেকে গেল। গাছের শাখা ফুলে ফলে আনত হয়ে পড়ল। বনস্পতি অনেক হৃদয়কে উল্লসিত করে তুলল, কিন্তু আমার কাছে জগৎ উভয়ত উদাস হয়ে দেখা দিল। হোলীর চর্চরীগীত গেয়ে সবাই ফাগ নিয়ে (বহ্নি) উৎসব করছে, আর আমার দেহকে নিয়ে যেন সেই আগুনে ফেলে দিল; যদি এভাবে পুড়ে মরলে প্রিয়তমকে পেতাম তাহলে এইভাবে জলে মরতে আমার দুঃখ ছিল না। রাত্রি দিন এই সান্ত্বনা আমার জীবনে থাকত যে, হে কান্ত, তোমার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি।

এই দেহকে জ্বালিয়ে আমি তার ছাই পবনকে উড়িয়ে দিতে বলব। আমার দেহাবশেষ যেন সেই পথে ছড়িয়ে পড়ে, যে পথে আমার কান্ত পদচারণা করেন।

১৩

চৈত বসন্তা হোই ধমারী।
মোহিঁ লেখে সংসার উজারী॥
পঞ্চম বিরহ পঞ্চসর মারৈ।
রকত রোই সগরৌঁ বন ঢারৈ॥
বূড়ি উঠৈ সব তরিৱর-পাতা।
ভীজি মজীঠ টেসু বন রাতা॥
বৌরে আম ফরৈ অব লাগে।
অবহুঁ আউ ঘর কন্ত সভাগে॥
সহস ভাৱ ফূলীঁ বনসপতী।
মধুকর ঘুমহিঁ সঁৱরি মালতী॥
মোকহঁ ফূল ভএ সব কাঁটে।
দিস্টি পরত জস লাগহিঁ চাঁটে॥
ফরি জোবন ভএ নারঁগ সাখা।
সুআ বিরহ অব জাই ন রাখা॥
ঘিরিনি পরেৱা হোই পিউ আউ ৱেগি পরূ টূটি।
নারি পরাএ হাথ হৈ তোহি বিনু পাৱ ন ছুটি॥

চৈত্রমাসে বসন্তোৎসব হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সংসার শূন্য। কোকিলের পঞ্চমস্বরে যেন মদনের পঞ্চশর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। সারা বনে বনে যেন রক্তের অশ্রুধারা বইছে। তাতে ডুবে উঠেছে যেন বৃক্ষের পত্ররাজি। মঞ্জীষ্ঠা বর্ণে রক্তিম হয়ে গেল সারা বন। আমের বোলে ফল দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যবান কান্ত, ঘরে ফিরে এস। বনস্পতি হাজার ফুলে ভরে উঠল। মালতী ফুলের সন্ধানে ভ্রমর ঘুরছে। কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ফুল কাঁটার ন্যায় বোধ হয়। সেদিকে চোখ পড়তেই যেন মনে হচ্ছে পিঁপড়ে দংশন করছে। আমার পুষ্পিত যৌবন নারঙ্গ শাখার মতো ফলে উঠল। বিরহ-শুকের জন্য এখন এই যৌবন (ফল) আর রক্ষা করা যাচ্ছে না।

হে প্রিয়, গৃহমুখী পায়রার মতো দ্রুত ছুটে এস এখানে। তোমার পত্নী অপরের (বিরহের) হাতে কবলস্থ হয়েছে; তুমি ছাড়া তার মুক্তি নেই।

১৪

ভা বৈসাখ তপনি অতি লাগী।
চৌআ চীর চঁদন ভা আগী ॥
সুরুজ জরত হিবঁচল তাকা।
বিরহ বজাগি সৌঁহ রথ হাঁকা ॥
জরত বজাগিনি করু পিউ ছাহাঁ।
আই বুঝাউ অঁগারহু মাহাঁ ॥
তোহি দরসন হোই সীতল নারী।
আই আগি তেঁ করু ফুলবারী ॥
লাগিউঁ জরৈ জরৈ জস ভারু।
ফিরি ফিরি ভূঁজেসি তজিউঁ ন বারূ ॥
সরবর-হিয়া ঘটত নিতি জাঈ।
টূক টূক হোই কৈ বিহরাঈ ॥
বিহরত হিয়া করহু পিউ টেকা।
দীঠি-দঁবগরা মেরবহু একা ॥
কঁবল জো বিগসা মানসর বিনু জল গএউ সুখাই।
অবহুঁ বেলি ফিরি পলুহৈ জো পিউ সীংচৈ আই ॥

বৈশাখ এল, অত্যন্ত তাপ ফুটে উঠল। চূয়া-চন্দন-বসন অগ্নিতুল্য মনে হচ্ছে। (উত্তরায়ণের) সূর্য হিমাচলের দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে ছুটে আসছে বিরহ বজ্রাগ্নি নিয়ে তার রথ। হে প্রিয়, এই বজ্রাগ্নি থেকে আমাকে ছায়া দিয়ে বাঁচাও। এই অঙ্গারের মাঝখানে এসে আমার তৃষ্ণা দূর কর। তোমার দর্শনেই আমি শীতল হব। এসো, অগ্নির বদলে আমাকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত কর। তোমার জন্য যদি জলতে হয় তাহলে অগ্নি-কটাহের মতো জলব। পুড়ে ভাজা ভাজা হলেও তোমার দুয়ার (বা বালি) ছাড়ব না। (গ্রীষ্মের উত্তাপে) সরোবরের জল শুকিয়ে গেলে তার তলদেশ যেমন ফুটি ফাটা হয়ে যায় আমারও হৃদয় তেমনি ফেটে গেছে। হে প্রিয় তুমি আমার হৃদয়ে বিহার কর; দর্শনের বর্ষণে সেই ফেটে যাওয়া হৃদয়কে (বৃষ্টির জলনিষিক্ত সরোবরের মতো) জুড়ে দাও।

জল-বিহনে মান-সরোবরের বিকশিত পদ্ম শুকিয়ে গেছে। প্রিয়তম এসে যদি জল সেচন করেন তাহলে এখনই তা পুনরায় পল্লবিত হয়ে উঠবে।

১৫

জেঠ জরৈ জগ চলৈ লুবারা।
উঠহিঁ ববংডর পরহিঁ অঁগারা ॥
বিরহ গাজি হনুবঁত হোই জাগা।
লঙ্কা-দাহ করৈ তনু লাগা ॥
চারিহু পবন ঝকোরৈ আগী।
লঙ্কা দাহি পলঙ্কা লাগী ॥
দহি ভই সাম নদী কালিন্দী।
বিরহ ক আগি কঠিন অতি মন্দী ॥
উঠৈ আগি ঔ আবৈ আঁধী।
নৈন ন সূঝ মরৌঁ দুখ-বাঁধী ॥
অধজর ভইউঁ মাঁসু তনু সূখা।
লাগেউ বিরহ কাল হোই ভূখা ॥
মাঁসু খাই অব হাড়হু লাগৈ।
অবহুঁ আউ আবত সুনি ভাগৈ ॥
গিরি সমুদ্র সসি মেঘ রবি সহি ন সকহিঁ বহ আগি।
মুহমদ সতী সরাহিএ জরৈ জো অস পিউ লাগি ॥

জ্যৈষ্ঠের উত্তাপে জগতে 'লু' বা উত্তপ্ত হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। ধূলিঝড় উঠছে, অঙ্গার উড়ে পড়ছে। বিরহ গর্জন করে হনুমানের মতো জেগে উঠছে। লঙ্কা দগ্ধ করে আমার দেহে আগুন লাগাচ্ছে। চারদিক থেকে বাতাস এসে আগুনের শিখা বর্ধিত করল। আগুন লঙ্কা দগ্ধ করে পালঙ্কে লাগল। আমি দগ্ধ হয়ে কালিন্দী নদীর মতো কালো হয়ে গেলাম। বিরহের অগ্নিশিখা অতি নিদারুণ। তার উর্ধ্বায়িত বহ্নিশিখায় আঁধী বা ঘূর্ণীঝড় এল। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। মরছি দুঃখের পাকে। বিরহে আধপোড়া হয়েছি, দেহের মাংস শুকিয়ে গেল। বিরহ ক্ষুধিত মৃত্যুর ন্যায় আমাকে কবলস্থ করেছে। মাংস খেয়ে এখন আমার হাড় গ্রহণ করেছে। প্রিয় এখনই এস, তোমার আগমনের খবর পেলেই সে ছুটে পালাবে।

পাহাড়, সাগর, চাঁদ, সূর্য, মেঘ কারোরই এই আগুনের জালা সহ্য করার শক্তি নেই। মুহম্মদ বলছেন, যে সতী প্রিয়তমের জন্য এমন করে জলতে পারেন তিনি প্রশংসনীয়।

১৬

তপৈ লাগি অব জেঠ অসাঢ়ী।
মোহি পিউ বিনু ছাজনি ভই গাঢ়ী॥
তন তিনউর ভা ঝূরৌঁ খরী।
ভই বরখা দুখ আগরি জরী॥
বন্ধ নাহিঁ ঔ কন্ধ ন কোঈ।
বাত ন আব কহৌঁ কা রোঈ॥
সাঁঠি নাঠি জগ বাত কো পুছা।
বিনু জিউ ফিরৈ মূঁজ-তনু ছুঁছা॥
ভঈ দুহেলী টেক বিহূনী।
থাঁম নাহিঁ উঠি সকৈ ন থূনী॥
বরসৈ মেহ চুরহিঁ নৈনাহা।
ছপর ছপর হোই রহি বিনু নাহা॥
কোরৌঁ কহাঁ ঠাট নব সাজা।
তুম বিনু কন্ত ন ছাজনি ছাজা॥
অবহুঁ ময়া দিস্টি করি নাহ নিঠুর ঘর আউ।
মঁদির উজার হোত হৈ নব কৈ আই বসাউ॥

এখন জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় আমাকে পোড়াতে লাগল। প্রিয়তম ছাড়া আমার ছাউনি জোটানো কঠিন। আমার দেহ যেন খড়ের কাঠামোর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকোচ্ছে, বৃষ্টি হলে দুঃখের জলন বাড়ছে। আমার না আছে খুঁটি না আছে কোনো বাঁধন। কেঁদে বলার মতো কোনো কথা আসছে না। যার পুঁজি নষ্ট হয়েছে, জগতে কে তার কুশল জিজ্ঞাসা করে? সে প্রাণহীনভাবে মুঞ্জাঘাসের মণ্ডলের মতো শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি নির্ভরতা হারিয়ে দুর্বলা হয়েছি। থাম না উঠলে কাঠের বরগা থাকতে পারে না। মেঘ যেমন বর্ষণ করে, আমার নয়ন থেকে তেমনি জল ঝরছে। প্রিয়তম বিহনে আমি অশ্রুসিক্ত হয়ে রয়েছি। কোথায় পাব সেই খুঁটি যাতে নতুন করে ঘর বাঁধব? হে কান্ত তুমি ছাড়া ছাউনি ছাওয়া যায় না।

হে নিষ্ঠুর নাথ, এখনও আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করে ঘরে এস। আমার শূন্য গৃহ ভেঙে পড়ছে, তাকে নতুন করে, এসে বাস কর।

১৭

রোই গঁবাএ বারহ মাসা।
সহস সহস দুখ এক এক সাঁসা॥
তিল তিল বরখ বরখ পরি জাঈ।
পহর পহর জুগ জুগ ন সেরাঈ॥
সো নহিঁ আবৈ রূপ মুরারী।
জাসৌঁ পাব সোহাগ সুনারী॥
সাঁঝ ভএ ঝুরি ঝুরি পথ হেরা।
কৌন সো ঘরী করৈ পিউ ফেরা॥
দহি কোইলা ভই কন্ত সনেহা।
তোলা মাঁসু রহী নহিঁ দেহা॥
রকত ন রহা বিরহ তন গরা।
রতী রতী হোই নৈনহু ঢরা॥
পায় লাগি জোরৈ ধনি হাথা।
জারা নেহ জুড়াবহু নাথা॥
বরস দিবস ধনি রোই কৈ হারি পরী চিত ঝংখি।
মানুষ ঘর ঘর বূঝি কৈ বূঝৈ নিসরী পংখি॥

(নাগমতি) এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বারোমাস কাটিয়ে দিলেন। এক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সহস্র সহস্র দুঃখ মিশে যেতে লাগল। তিল তিল মুহূর্ত বর্ষ-বর্ষ ব্যাপী হয়ে উঠল। প্রত্যেক প্রহর যুগ যুগ হয়েও অবসান হল না। নাগমতি বললেন, "সুন্দরী রমণী যাঁর কাছ থেকে সোহাগ পাবে, যাঁর মুরারির মতো রূপ, তিনি আসছেন না। সন্ধ্যা হল, কাঁদতে কাঁদতে পথ নিরীক্ষণ করছি, প্রিয়তমের ফেরার সময় আর কখন হবে? প্রিয়বিরহে আমি কয়লার মতো দগ্ধ হলাম, আমার শরীরে আর এক তোলা মাংস নেই। দেহে রক্ত নেই, বিরহে শরীর গলে যাচ্ছে। একটু একটু করে শোণিত নয়ন থেকে নির্গত হচ্ছে।" অতঃপর নাগমতি হাতজোড় করে প্রিয়তমের চরণের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, "প্রেম আমাকে দগ্ধ করল, হে নাথ আমাকে জুড়াও।"

এইভাবে প্রতিদিন কাঁদতে কাঁদতে বছর কেটে গেল। তিনি চিন্তদাহে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। মানুষের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করার পর তিনি পাখীদের কাছে খোঁজ নিতে লাগলেন।

১৮

ভঈ পুছার লীহ্ন বনবাসূ।
বৈরিনি সৱতি দীহ্ন চিলৱাঁসূ॥
হোই খর বান বিরহ তনু লাগা।
জৌ পিউ আৱৈ উড়হি তৌ কাগা॥
হারিল ভঈ পন্থ মৈঁ সেৱা।
অব তহঁ পঠয়ৌ কোন পরেৱা॥
ধৌরী পঁডুক কহু পিউ নাউঁ।
জৌঁ চিত রোখ ন দূসর ঠাঁউঁ॥
জাহি বয়া হোই পিউ কঁঠ লাৱা।
করৈ মেরাৱ সোই গৌরৱা॥
কোইল ভঈ পুকারতি রহী।
মহরি পুকারৈ লেই লেই দহী॥
পেড় তিলোরী ঔ জলহংসা।
হিরদয় পৈঠি বিরন কঠনংসা॥
জেহি পংখী কে নিয়র হোই কহৈ বিরহ কৈ বাত।
সোঈ পংখী জাই জরি তরিৱর হোই নিপাত॥

তিনি বললেন, "আমি তাঁর খোঁজে (ময়ূরের ন্যায়) বনবাসী হয়েছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী সপত্নী আমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। খরসান বিরহ-তীর আমার (কাক-) অঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে। প্রিয়তম এলে তবে কাক ছাড়া পাবে। হরিয়ালের ন্যায় আমি তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করেছি, এখন সেখানে কোন পায়রাকে পাঠাব? ধবল এবং ধূসর ঘুঘুর ন্যায় আমি প্রিয়তমের নাম নিচ্ছি, যদি তাঁর চিত্ত বিমুখ হয়ে থাকে তাহলে আমার আর দ্বিতীয় ঠাঁই নেই। হে পাখী, আমার সংবাদ তাঁকে দিয়ে এস, যাতে প্রিয় আমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করেন; যে আমাদের পুনর্মিলিত করতে পারবে সে হবে গৌরবভাজন। কোকিল হয়ে সে যেন এই বলে ডাকতে থাকে, 'জলে গেল জলে গেল।' গাছের ময়না অথবা জলের হংস হয়ে বল, "বিরহ তার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করে ফেলল।"

যে পক্ষীর নিকটে নাগমতি বিরহবার্তা জানাতে গেলেন, সেই পক্ষী নিমেষে জলে গেল এবং সেই বৃক্ষ পত্রহীন হয়ে পড়ল।

১৯

কুহুকি কুহুকি জস কোইল রোঈ।
রকত-আঁসু ঘুঁঘুচী বন বোঈ॥
ভই করমুখী নৈন তন রাতী।
কো সেরাৱ বিরহা-দুখ তাতী॥
জহঁ জহঁ ঠাঢ়ি হোই বনবাসী।
তহঁ তহঁ হোই ঘুঁঘুচি কৈ রাসী॥
বুঁদ বুদ মহঁ জানহুঁ জীউ।
গুঞ্জা গুঁজি করৈ পিউ পিউ॥
তেহি দুখ ভএ পরাস নিপাতে।
লোহূ বুড়ি উঠে হোই রাতে॥
রাতে বিম্ব ভীজি তেহি লোহূ।
পৱৱর পাক ফাট হিয় গোহূঁ॥
দেখৌঁ জহাঁ হোই সোই রাতা।
জহাঁ সো রতন কহৈ কো বাতা॥
নহিঁ পাৱস ওহি দেসরা নহিঁ হেৱংত বসন্ত।
না কোকিল ন পপীহরা জেহি সুনি আৱৈ কন্ত॥

কোকিলের কুহুধ্বনির মতো নাগমতি আর্তস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। শোণিতাশ্রুপাতে বনভূমি গুঞ্জাফলে ভরে উঠল। বিরহে মুখ কালো হয়ে গেল। নয়ন এবং দেহ হল রক্তবর্ণ। কে স্নিগ্ধ করবে তাঁর বিরহ দুঃখের উত্তাপ? বনবাসী হয়ে যেখানে যেখানে দাঁড়ালেন সেখানেই রাশি রাশি গুঞ্জাফল দেখা দিল। যেন বিন্দু বিন্দু প্রাণ নিয়ে গুঞ্জাফলগুলি 'প্রিয় প্রিয়' বলে ডেকে উঠল। তাঁর দুঃখে পলাশ গাছ নিষ্পত্র হয়েও রক্তস্নাত হয়ে লাল ফুলে ভরে উঠল। তাঁর রক্তে ভিজে দাড়িম্ব লাল হয়ে উঠল, পটল পেকে গেল, ফেটে গেল গমের দানা। নাগমতি বললেন, 'যেদিকে তাকাই সেদিকই লাল হয়ে যায়। যেখানে সেই রত্ন আছে কে আমার কথা তাকে জানাবে?'

"(যে দেশে তিনি আছেন) সে দেশে বর্ষা, হেমন্ত বা বসন্ত ঋতু নেই। কোকিল বা পাপীয়াও নেই যে কান্ত তাদের কাছ থেকে শুনে আমার কাছে আসবেন।"

নাগমতি সন্দেশ খণ্ড

১

ফিরি ফিরি রোর কোই নহিঁ ডোলা।
আধী রাতি বিহঙ্গম বোলা॥
তূ ফিরি ফিরি দাহৈ সব পাঁখী।
কেহি দুখ রৈনি ন লারসি আঁখী॥
নাগমতী কারন কৈ রোঈ।
কা সোরৈ জো কন্ত-বিছোঈ॥
মনচিত হুঁতে ন উতরৈ মোরে।
নৈনক জল চুকি রহা ন মোরে॥
কোই ন জাই ওহি সিংঘল দীপা।
জেহি সেবাতি কহঁ নৈনা সীপা॥
জোগী হোই নিসরা সো নাহু।
তব হুঁত কহা সঁদেস ন কাহু॥
নিতি পুছোঁ সব জোগী জঙ্গম।
কোই ন কহৈ নিজ বাত বিহঙ্গম॥
চারিউ চক্র উজার ভএ কোই ন সঁদেসা টেক।
কহোঁ বিরহ দুখ আপন বৈঠি সুনহু দঁড এক॥

নাগমতি কেঁদে কেঁদে ফিরলেন কিন্তু কেউই বিচলিত হল না। অবশেষে মধ্যরাত্রে এক বিহঙ্গ বলল, "তুমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত পাখীকে দগ্ধ করছ। কোন দুঃখে তুমি রাত্রিকালে দুচোখের পাতা এক করছ না।" নাগমতি করুণভাবে কাঁদতে লাগলেন। (বললেন) "কান্ত-বিহনে কে ঘুমোতে পারে? তিনি আমার মন থেকে অন্তর্হিত হচ্ছেন না। আমার নয়নের জল ক্ষান্ত হচ্ছে না। যে স্বাতী-বারি-বিন্দুর প্রতীক্ষায় আমার নয়ন শুক্তির ন্যায় পিপাসিত, তার কাছে সিংহলদ্বীপে কেউই যাচ্ছে না। যোগী হয়ে চলে গেলেন সেই নাথ, তারপর থেকে কেউই তাঁর সংবাদ জানাল না। নিত্যই সব ভ্রাম্যমাণ যোগীদের জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু হে বিহঙ্গ, কেউই ঠিক বলতে পারে না।

চারদিক উজাড় হয়ে গেল, কেউই সংবাদ দিল না। নিজের বিরহ দুঃখকথা বলছি, একদণ্ড বসে শুনে যাও।"

২

তাসোঁ দুখ কহিঅ হো বীরা।
জেহি সুনি কৈ লাগৈ পর পীরা॥
কো হোই ভিউঁ অঁগবৈ পর-দাহা।
কো সিংঘল পহুঁচাবৈ চাহা॥
জহঁবাঁ কন্ত গএ হোই জোগী।
হৌঁ কিঙ্গরী ভই ঝূরি বিয়োগী॥
বৈ সিংগী পূরী গুরু ভেঁটা।
হৌঁ ভঈ ভসম ন আই সমেটা॥
কথা জো কহৈ আই ওহি কেরী।
পাঁররি হোউঁ জনম ভরি চেরী॥
ওহি কে গুন সঁররত ভই মালা।
অবহুঁ ন বহুরা উড়িগা ছালা॥
বিরহ গুরু খপ্পর কৈ হীয়া।
পরন অধার রহৈ সো জীয়া॥
হাড় ভএ সব কিঙ্গরী নসৈঁ ভঈ সব তাঁতি।
রোরঁ রোর তেঁ ধুনি উঠৈ কহোঁ বিথা কেহি ভাঁতি॥

"ভাই তাকেই দুঃখ জানানো চলে যে অন্যের দুঃখ শুনে বেদনা পায়। কে ভীমের ন্যায় নিজের অঙ্গে অন্যের দুঃখভার বহন করবে? কে সিংহলে গিয়ে পৌঁছে দেবে আমার বার্তা? যবে থেকে কান্ত যোগী হয়ে গেলেন তখন থেকে আমি সারেঙ্গীর মতো বিরহে কেঁদে মরছি। উনি শৃঙ্গধ্বনি করে গুরুর সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন, আর আমি ছাই হয়ে পড়ে রইলাম, উনি তা কুড়িয়ে নিতে এলেন না। যে এসে তাঁর কথা আমাকে জানাবে আমি তার পদতলে সারাজীবনের দাসী হয়ে থাকব। তাঁর গুণ স্মরণ করতে করতে আমি জপমালা হয়েছি। এখনও যদি তিনি না ফেরেন তাহলে আমার চামড়াও উড়ে যাবে। বিরহ আমার গুরু, আমার হৃদয়কে ভিক্ষাপাত্র করে পবনকে সম্বল করে সে বেঁচে থাকে।

আমার হাড়গুলো হয়েছে সারেঙ্গী, শিরাগুলি হয়েছে তার তন্ত্রী, প্রত্যেক রোমকূপ থেকে ধ্বনি উঠছে, কেমন করে বলব আমার বেদনা?"

৩

পদমাৱতি সোঁ কহেহু বিহঙ্গম।
কন্ত লোভাই রহী করি সঙ্গম॥
তূ ঘর ঘরনি ভঈ পিউ-হরতা।
মোহি তন দীহ্নেসি জপ ঔ বরতা॥
রারট কনক সো তোকহঁ ভএউ।
রারট লঙ্ক মোহিঁ কৈ গএউ॥
তোহি চৈন সুখ মিলৈ সরীরা।
মো কহঁ হিয়ে দুংদ দুখ পূরা॥
হমহুঁ বিয়াহী সঙ্গ ওহি পীউ।
আপুহি পাই জনু পর জীউ॥
অবহুঁ ময়া করু করু জীউ ফেরা।
মোহিঁ জিয়াউ কন্ত দেই মেরা॥
মোহিঁ ভোগ সোঁ কাজ ন বারী।
সৌহ দীঠি কৈ চাহনহারী॥
সৱতি ন হোহি তূ বৈরিনি মোর কন্ত জেহি হাথ।
আনি মিলাৱ এক বের তোর পাঁয় মোর মাথ॥

"হে বিহঙ্গ! যে আমার কান্তকে লুব্ধ করে মিলনরতা সেই পদ্মাবতীকে বোলো, "তুমি নিজ ঘরের ঘরণী হয়ে অপরের প্রিয়কে হরণ করেছ। তিনি জপ এবং ব্রত সাধনের জন্য আমার দেহকে উৎসর্গ করেছেন। তুমি লাভ করেছ তোমার সোনার মহল, কিন্তু আমাকে স্বর্ণলঙ্কায় রেখে তিনি চলে গেলেন? তোমার শরীর পেয়েছে সুখ শান্তি, কিন্তু আমার হৃদয়ে দুঃখ দ্বন্দ্ব পূর্ণ হয়ে উঠল। ঐ একই প্রিয়তমের সঙ্গে আমারও বিয়ে হয়েছে, আমি যেন অপরের জীবনকে আপনার করে পেয়েছিলাম। এখন দয়া করে আমার জীবনকে ফিরিয়ে দাও। কান্তকে ফিরিয়ে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও। হে বালিকা, আমার ভোগে কাজ নেই, শুধু তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।

হে সপত্নী, আমার কান্ত এখন তোমার হাতে, তুমি আমার বৈরী হোও না। একবারের জন্য যদি তাঁকে এনে মিলিয়ে দাও, তোমার পায়ে আমার মাথা রাখব।"

৪

রতনসেন কৈ মাই সুরসতী।
গোপীচঁদ জসি মৈনাৱতী॥
আঁধরি বূড়ি হোই দুখ রোৱা।
জীৱন রতন কহাঁ দহুঁ খোৱা॥
জীবন অহা লীহ্ন সো কাঢ়ী।
ভই বিনু টেক করৈ কো ঠাঢ়ী॥
বিনু জীৱন ভই আস পরাঈ।
কহাঁ সো পূত খংভ হোই আঈ॥
নৈন দীঠ নহিঁ দিয়া বরাহীঁ।
ঘর অঁধিয়ার পূত জৌ নাহীঁ॥
কোরে চলৈ সরৱন কে ঠাউঁ।
টেক দেহ ঔ টেকৈ পাউঁ॥
তুম সরৱন হোই কাঁৱরি সজা।
ডার লাই অব কাহে তজা॥
'সরৱন সরৱন' ররি মুঈ মাতা কাঁৱরি লাগি।
তুম্হ বিনু পানি ন পাৱৈ দসরথ লাৱৈ আগি॥

"রত্নসেনের মাতা সুরসতী (সরস্বতী?) গোপীচাঁদের জননী ময়নামতীর মতো হয়েছেন। বৃদ্ধা দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়েছেন। (বলছেন) "কোথায় খোয়ালাম আমার জীবনের ধন (রত্ন)। সে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে গেল। অবলম্বনহীন আমাকে কে দাঁড় করাবে? প্রাণহারা হয়ে এখন অপরের ভরসা। কোথায় আমার বাছা? থাম হয়ে সে দেখা দিক। আমার নয়নে দৃষ্টি নেই; প্রদীপ জ্বললেও যার ঘরে ছেলে নেই তার ঘর অন্ধকার। কে আমাকে নিয়ে যাবে শ্রমণের (বা অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুর) কাছে যে আমার দেহের এবং পায়ের অবলম্বন হবে? তুমি শ্রমণ বা সিন্ধুমুনির ন্যায় আমার জন্য ডুলি সাজিয়ে দিয়েছিলে। আশ্রয় দিয়ে এখন তুমি কেন তা পরিত্যাগ করলে?'

(শ্বশ্রু) মাতা ডুলিটিকে জড়িয়ে ধরে 'শ্রমণ শ্রমণ' বলে কেঁদে মৃতপ্রায় হয়েছেন। বলছেন, "তুমি ছাড়া আমি জল পাব না, দশরথ আগুন নিয়ে আসবে।"

৫

লেই সো সঁদেস বিহঙ্গম চলা।
উঠী আগি সগরৌঁ সিংঘলা॥
বিরহ-বজ্রাগি বীচ কো ঠেঘা।
ধূম সো উঠা সাম ভএ মেঘা॥
ভরিগা গগন লূক অস ছূটে।
হোই সব নখত আই ভুই টূটে॥
জহঁ জহঁ ভূমি জরী ভা রেহূ।
বিরহ কে দাধ ভঈ জনু খেহূ॥
রাহু কেতু জব লঙ্কা জারী।
চিনগী উড়ী চাঁদ মহঁ পরী॥
জাই বিহঙ্গম সমুদ ডফারা।
জরে মচ্ছ পানী ভা খারা॥
দাধে বন বীহড় জড় সীপা।
জাই নিঅর ভা সিংঘল দীপা॥
সমুদ তীর তরিবর জাই বৈঠ তেহি রূখ।
জৌ লগি কহা সঁদেস নহিঁ নহিঁ পিয়াস নহিঁ ভূখ॥

নাগমতির সংবাদ নিয়ে বিহঙ্গ চলল। সমস্ত সিংহল জুড়ে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বিরহ বজ্রাগ্নির মধ্যে কে টিকে থাকতে পারে? ধোঁয়ায় মেঘ কালো হয়ে এল। আকাশ ভরে গেল ছুটন্ত আলোয়; তারা নক্ষত্র হয়ে আবার পৃথিবীতে ভেঙে পড়ল। যেখানে যেখানে উল্কাপাত হল ভূত্বক জলে গিয়ে ক্ষার হয়ে উঠল। বিরহে দগ্ধ হয়ে তা যেন ছাই হয়ে গেল। লঙ্কাদগ্ধকালে রাহু ও কেতুর ন্যায় বিরহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে চাঁদের মধ্যে এসে পড়ল। বিহঙ্গ সমুদ্রের উপর উড়ে গিয়ে যখন চিৎকার করতে লাগল, সামুদ্রিক মৎস্যরা পুড়ে গেল এবং জল লবণাক্ত হল। বন জঙ্গল দগ্ধ হয়ে গেল, শুক্তি পাথর হল। এইভাবে সে সিংহল দ্বীপের নিকটে উপস্থিত হল।

সমুদ্রে সৈকতে ছিল এক তরু সেই বৃক্ষে গিয়ে সে বসল। যতক্ষণ না সে সংবাদ দিতে পারল, তার না রইল ক্ষুধা না থাকল তৃষ্ণা।

৬

রতনসেন বন করত অহেরা।
কীন্হ ওহি তরিবর-তর ফেরা॥
সীতল বিরিছ সমুদ কে তীরা।
ওতি উতঙ্গ ও ছাহঁ গঁভীরা॥
তুরয় বাঁধি কৈ বৈঠ অকেলা।
সাথী ঔর করহিঁ সব খেলা॥
দেখত ফিরৈ সো তরিবর-সাখা।
লাগ সুনৈ পঙ্খিন্হ কৈ ভাখা॥
পঙ্খিন্হ মহঁ সো বিহঙ্গম অহা।
নাগমতী জাসৌ দুখ কহা॥
পূছহিঁ সবৈ বিহঙ্গম নামা।
অহো মীত কাহে তুম সামা॥
কহেসি মীত মাসক দুই ভএ।
জম্বুদীপ তহাঁ হম গএ॥
নগর এক হম দেখা গঢ় চিতউর ওহি নাউঁ।
সো দুখ কহৌঁ কহাঁ লগি হম দাধে তেহি ঠাউঁ॥

রত্নসেন অরণ্যে শিকার করে ওই বৃক্ষের নীচ দিয়ে ফিরছিলেন। সমুদ্র-তটের সেই উত্তুঙ্গ বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে অশ্বকে বেঁধে একাকী বসলেন। অন্যান্য সঙ্গীরা নিজেরা ক্রীড়া করতে লাগলেন। তিনি সেই তরুশাখার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। পাখীদের ডাক তিনি শুনতে লাগলেন। পাখীদের মধ্যে ছিল সেই বিহঙ্গ, নাগমতী যাকে দুঃখকথা শুনিয়েছিলেন। পাখীরা সকলে সেই বিহঙ্গের কাছে জিজ্ঞাসা করছিল তার বৃত্তান্ত, "বন্ধু হে, তোমার শরীর কালো হল কি করে?" (বিহঙ্গ উত্তরে বলল), "বন্ধুগণ, মাস দুই হল আমি জম্বুদ্বীপে গিয়েছিলাম।

সেখানে এক নগর দেখলাম, চিতোরগড় তার নাম। সে দুঃখের কথা আর কি বলব, সেখানে গিয়েই আমি দগ্ধ হলাম।"

৭

জোগী হোই নিসরা সো রাজা।
সূন নগর জানহু ধুংধ বাজা॥
নাগমতী হৈ তাকরি রানী।
জরী বিরহ ভই কোইল-বানী॥
অব লগি জরি ভই হোইহি ছারা।
কহী ন জাই বিরহ কৈ ঝারা॥
হিয়া ফাট রহ জবহীঁ কুকী।
পরৈ আঁসু সব হোই হোই লুকী॥
চহুঁ খণ্ড ছিটকী রহ আগী।
ধরতী জরতি গগন কহঁ লাগী॥
বিরহ-দরা কো জরত বুঝারা।
জেহি লাগৈ সো হৈঁ ধারা॥
হৌঁ পুনি তহঁা সো দাঢ়ৈ লাগা।
তন ভা সাম জীউ লেই ভাগা॥
কো তুম হঁসহু গরব কৈ করহু সমুদ মহঁ কেলি।
মতি ওহি বিরহা বস পরৈ দহৈ অগিনি জো মেলি॥

(বিহঙ্গ বলল,) "সে (দেশের) রাজা যোগী হয়ে বেরিয়ে গেছেন। শূন্য নগর যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাঁর রাণী নাগমতি। বিরহে পুড়ে কোকিলের ন্যায় কালো হয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে তিনি সম্ভবতঃ জ্বলে ছাই হয়ে গেলেন। তাঁর সেই বিরহ দহনের কথা বলা যায় না। বুক ফাটা তাঁর কান্না। তাঁর অশ্রুধারা যেন আগুন হয়ে ঝরে পড়ছে। সেই আগুন চারদিকে ছিটকে যাচ্ছে, তাতে ধরিত্রী জ্বলে উঠে তার শিখা আকাশকে স্পর্শ করছে। বিরহের দাবানল জ্বলে উঠলে কে তা নেভাতে পারে? যাকে এ আগুন স্পর্শ করে সে সামনের দিকে ছোটে। আমি সেই আগুনের তাপে দগ্ধ হয়েছি। আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি, কিন্তু আমার দেহ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

কে তোমরা গর্বভরে হাসছ এবং সমুদ্রের মধ্যে জলক্রীড়া করছ? যাকে এই আগুন পুড়িয়েছে তার চিত্ত বিরহে অবশ হয়েছে।

৮

সুনি চিতউর রাজা মন গুনা।
বিধি-সঁদেস মৈঁ কাসৌ সুনা॥
কো তরিবরি পর পখী-বেসা।
নাগমতী কর কহৈ সঁদেসা॥
কো তূঁ মীত মন-চিত্ত-বসেরূ।
দেব কি দানব পবন পখেরূ॥
ব্রহ্ম বিসনু বাচা হৈ তোহী।
সো সত বাত কহৈ তু মোহা॥
কহাঁ সো নাগমতী তৈঁ দেখী।
কহেসি বিরহ জস মনহিঁ বিসেখী।
হৌঁ সোঈ রাজা ভা জোগী।
জেহি কারন রহ ঐসি বিয়োগী॥
জস তূঁ পখি মহূঁ দিন ভরৌঁ।
চাহৌঁ কবহিঁ জাই উড়ি পরৌঁ॥
পখি আঁখি তেহি মারগ লাগী সদা রহাহিঁ।
কোই ন সঁদেসী আরহিঁ তেহি ক সঁদেস কহাঁহিঁ॥

একথা শুনে চিতোর-রাজ মনে মনে ভাবলেন, "কার কাছ থেকে আমি এই দৈব সংবাদ শুনলাম? পক্ষীর ছদ্মবেশে কে বৃক্ষশাখায় বসে আছে? কে জানাল নাগমতির সংবাদ? কে তুমি আমার চিত্তবিহারী মিত্র? তুমি দেবতা, দানব, অথবা পবন-পরী। ব্রহ্মা বা বিষ্ণু তোমাকে নিশ্চয় বাকশক্তি দিয়েছেন, তাই ঠিক কথাই তুমি আমাকে জানিয়েছ। কোথায় তুমি দেখলে সেই নাগমতিকে, যে তার মনের বিরহ বেদনার কথা তোমাকে জানাল? যার জন্যে সে এমন বিরহিণী, আমি সেই রাজা, যোগী হয়েছিলাম। হে পাখী, তোমার মতোই (ঘুরে ঘুরে) আমার দিন কেটেছে। এখন ইচ্ছে করছে আবার তার কাছে উড়ে যেতে।

হে পক্ষী, আমার চোখ দুটো সেই পথের দিকে সর্বদা চেয়ে আছে। এতদিন তার সংবাদ জানাতে কোন দূতই আসে নি।

৯

পুছসি কহা সঁদেস-বিয়োগূ।
জোগি ভএ ন জানসি ভোগূ॥
দহিনে সঙ্খ ন সিঙ্গী পুরৈ।
বাএঁ পুরি রাতি দিন ঝূরৈ॥
তেলি-বৈল জস বাঁর ফিরাঈ।
পরা ভঁরব মহঁ সো ন তিরাঈ॥
তুরয় নাব দহিনে রথ হাঁকা।
বাঁএঁ ফিরৈ কোহাঁর ক চাঁকা॥
তোহিঁ অস নাহীঁ পঙ্খি ভুলানা।
উড়ৈ সো আর জগত মহঁ জানা॥
এক দীপ কা আএউঁ তোরে।
সব সংসার পাঁয়-তর মোরে॥
দহিনে ফিরৈ সো অস উজিয়ারা।
জস জগ চাঁদ সুরুজ মনিয়ারা॥
মুহমদ বাঁঈ দিসি তজা এক স্রবন এক আঁখি।
জব তেঁ দাহিন হোই মিলা বোল পপীহা পাঁখি॥

(বিহঙ্গ বলল), "বিরহিণীর সংবাদ কেন আর জিজ্ঞাসা করছেন? যে যোগী হয়েছে সে ভোগ জানে না। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খে শৃঙ্গধ্বনি বাজে না। বামাবর্ত শঙ্খই রাতদিন বাজে। কলুর বলদ যেমন বাঁ দিকে ঘুরতে অভ্যস্ত, কিন্তু নদীর ঘূর্ণাবর্তে পড়লে সেও কূল পায় না। অশ্ব, নৌকা এবং রথ দক্ষিণ মুখে ছোটে, আবার বাঁ দিকে ঘোরে কুমোরের চাকা। পাখীরা কখনও আপনার মতো ভুল করে না। তারা জানে জগতে উড়ে বেড়াবার জন্যই তাদের জন্ম। আপনার জন্য যে এই দ্বীপে উড়ে এসেছি তাতেই বা কি? সারা জগৎ আমার পায়ের তলায়। দক্ষিণপন্থা যে অবলম্বন করেছে সে জগতের চন্দ্র সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান।

মুহম্মদ বামদিক ত্যাগ করে এক নয়ন এবং এক শ্রবণ অবলম্বন করেছে। যখনই তার দক্ষিণপথ মিলেছে তার গান হয়েছে পাপীয়ার মতো (সুমধুর)।

১০

হোঁ ধুব অচল সৌঁ দাহিনি লাবা।
ফির সুমেরু চিতউর-গঢ় আবা॥
দেখেউঁ তোরে মঁদির ঘমোঈ।
মাতু তোরি আঁধরি ভই রোঈ॥
জস সরবন বিনু অন্ধী অন্ধা।
তস ররি মুঈ তোহি চিত বন্ধা॥
কহেসি মরৌঁ কো কাঁবরি লেঈ।
পুত নাহিঁ পানী কো দেঈ॥
গঈ পিয়াসি লাগি তেহি সাথা।
পানি দীহ্ন দশরথ কে হাথা॥
পানি ন পিয়ৈ আগি পৈ চাহা।
তোহি অস সুত জনমে অস লাহা॥
হোই ভগীরথ করু তহঁ ফেরা।
জাহি সবার মরন কৈ বেরা॥
তু সুপূত মাতা কর অস পরদেস ন লেহি।
অব তাঈঁ মুই হোইহি মুএ জাই গতি দেহি॥

"আমি অচল ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণে রেখে প্রদক্ষিণ করলাম, এরপর সুমেরু ঘুরে চিতোরগড়ে এলাম। দেখলাম আপনার প্রাসাদে আগাছা গজিয়ে গেছে। আপনার মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছেন। যেমন শ্রমণ বা সিন্ধুকে হারিয়ে অন্ধ মুনিদম্পতির অবস্থা হয়েছিল তেমনি আপনাতেই চিত্তনিবিষ্ট করে তিনি মরতে বসেছেন। বলছেন, "আমি মরতে বসেছি, কে আর আমার ডুলি বহন করবে? পুত্র নেই, কে আমায় জল দেবে?" তৃষ্ণা তাঁর সঙ্গী হয়ে রইল, যেন দশরথের হাত দিয়ে জল দেওয়ায় তিনি জল পান না করে আগুন চাইলেন। আপনার মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে তাঁর এই লাভ হল। ভগীরথ হয়ে এখনও ফিরে যান, তাঁর মরণকালে দ্রুত গিয়ে দাঁড়ান।

আপনি যদি মায়ের সুপুত্র হন তাহলে এই পরদেশে আর থাকবেন না। এখন তাঁর মরণকাল উপস্থিত ; গিয়ে মৃতার সদ্গতি করুন।"

১১

নাগমতী দুখ বিরহ অপারা।
ধরতী সরগ জরৈ তেহি ঝারা॥
নগর কোট ঘর বাহর সুনা।
নৌজি হোই ঘর পুরুষ-বিহুনা॥
তু কাঁবরু পরা বস টোনা।
ভূলা জোগ ছরা তোহি লোনা॥
বহ তোহি কারন মরি ভই ছারা।
রহী নাগ হোই পবন অধারা॥
কহু বোলহি মো কহঁ লেই খাহু।
মাসু ন কায়া রুচৈ জো কাহু॥
বিরহ ময়ুর নাগ বহ নারী।
তু মজার করু বেগি গোহারী॥
মাঁসু গিরা পাঁজর হোই পরী।
জোগী অবহুঁ পহুঁচু লেই জরী॥
দেখি বিরহ-দুখ তাকর মৈঁ সো তজা বনবাস।
আএউঁ ভাগি সমুদতট তবহুঁ ন ছাড়ৈ পাস॥

"নাগমতির বিরহ দুঃখ অপার। মর্ত্য এবং স্বর্গ জলছে তার শিখায়। নগর দুর্গ, ঘর এবং বাহির শূন্য হয়ে গেছে। ঈশ্বর না করুন ঘরবাড়ী যেন পুরুষবিহীন হয়েছে। আপনি পরনারীর বশে কামরূপী হয়েছেন। যোগাচার-বিস্মৃত আপনাকে ডাইনি যাদু করেছে। নাগমতি আপনার জন্যে পুড়ে মরে ছাই হয়ে গেলেন। তিনি বায়ুভুক নাগের মতো হয়েছেন। কখনও বলছেন, 'আমাকে কেউ নিয়ে খেয়ে ফেলুক'। কিন্তু তাঁর দেহে এমন মাংস নেই যে কারুর রুচিকর হতে পারে। বিরহ হল ময়ূর আর সেই নারী হলেন নাগিনী। এখন আপনি মার্জার হয়ে শীঘ্র গিয়ে রক্ষা করুন। তাঁর মাংস ঝরে গেছে, পড়ে আছে কঙ্কাল। যোগী, আপনার জটীবড়ী নিয়ে এখনই সেখানে উপস্থিত হোন।

তাঁর বিরহদুঃখ দেখে আমি বননিবাস ছেড়ে দ্রুত এই সমুদ্রসৈকতে ছুটে এসেছি এবং তারপর থেকে এ স্থান ত্যাগ করিনি।

১২

অস পরজরা বিরহ কর গঠা।
মেঘ সাম ভএ ধূম জো উঠা॥
দাঢ়া রাহু কেতু গা দাধা।
সূরজ জরা চাঁদ জরি আধা॥
ঔ সব নখত তরাঈঁ জরহীঁ।
টুটহিঁ লূক ধরতি মহঁ পরহীঁ॥
জরৈ সো ধরনী ঠাঁবহিঁ ঠাউঁ।
দহকি পলাস জরৈ তেহি দাউঁ॥
বিরহ-সাঁস তন নিকসৈ ঝারা।
দহি দহি পরবত হোহিঁ অঁগারা॥
ভঁবর পতঙ্গ জরৈঁ ঔ নাগা।
কোইল ভুজইল ডোমা কাগা॥
বন-পঙ্খী সব জিউ লেই উড়ে।
জল মহঁ মচ্ছ দুখী হোই বুড়ে॥
মহুঁ জরত তহঁ নিকসা সমুদ বুঝাএউ আই।
সমুদ পানি জরি খার ভা ধুআঁ রহ জগ ছাই॥

"এমনই প্রজ্জলিত সেই বিরহানল যে তার থেকে ধোঁয়া উঠে মেঘ কালো হয়ে গেছে। সে তাপে রাহু এবং কেতু দগ্ধ হয়ে গেল। সূর্য জলছে এবং চাঁদ অর্ধদগ্ধ হয়েছে। সমস্ত নক্ষত্র এবং তারারা জলতে জলতে উল্কা হয়ে পৃথিবীতে ভেঙে পড়ছে। সেই আগুনে পৃথিবী স্থানে স্থানে দগ্ধ হচ্ছে। সেই দাবানল জলে ওঠে বহ্নিমান পলাশের বনে। বিরহ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে আগুন বের হতে থাকে তাতে পর্বত পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। ভ্রমর, পতঙ্গ এবং সর্প দগ্ধ হয়, কোকিল এবং দাঁড়কাকও পুড়ে যায়। বনের পাখীরা সব প্রাণ নিয়ে পালায়, জলের মধ্যে মাছ ঐ দুঃখে ডুবে থাকে।

আমিও দগ্ধ হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে সমুদ্রে জ্বালামোচন করতে এসেছি। সমুদ্রের জলও জলে খার হয়ে গেছে, আর ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে সারা পৃথিবী।

১৩

রাজৈ কহা রে সরগ সন্দেসী।
উতরি আউ মোহি মিলু রে বিদেসী॥
পায় টেকি তোহি লায়োঁ হিয়রে।
প্রেম-সঁদেস কহহু হোই নিয়রে॥
কহা বিহঙ্গম জো বনবাসী।
কিত গিরহী তেঁ হোই উদাসী॥
জেহি তরিবর তর তুম্হ অস কোউ।
কোকিল কাগ বরাবর দোউ॥
ধরতী মহঁ বিষ-চারা পরা।
হারিল জানি ভূমি পরিহরা॥
ফিরোঁ বিয়োগী ডারহি ডারা।
করোঁ চলৈ কহঁ পঙ্খ সঁরারা॥
জিয়ৈ ক ঘরী ঘটতি নিত জাহীঁ।
সাঁঝহিঁ জীউ রহৈ দিন নাহীঁ॥
জৌ লেহি ফিরোঁ মুকুত হোই পরোঁ ন পীঞ্জর মাহঁ।
জাউঁ বেগি থল আপনে হৈ জেহি বীচ নিবাহ॥

রাজা বললেন, 'হে স্বর্গের দূত! হে বিদেশী, আমার কাছে নেমে এস। পায়ে ধরে তোমাকে আমার হৃদয়ের কাছে আনতে চাই। আমার কাছে এসে প্রেমিকার সংবাদ বল।" তখন সেই বনবাসী বিহঙ্গ বলল, "হে গৃহী, কেমন করে আপনি এমন উদাসীন হলেন। তরুতলে আপনার ন্যায় একজন আমার কাছে বৃক্ষোপরি কাক বা কোকিলের মতোই সমান। ধরাতলে বিষময় খাদ্য পড়ে থাকে। হরিয়াল তা জেনেই ভূমিকে পরিহার করে। আমি বৈরাগীর ন্যায় এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঘুরে বেড়াব। উড়ে চলার জন্য আমার পাখা সর্বদা উদ্যত। প্রতিনিয়ত আয়ু কমে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যাকালে যে বেঁচে আছে কাল দিনের বেলায় সে হয়ত আর নেই।

যতদিন স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারি পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করব না। এখনই আমি দ্রুত নিরাপদ পথে আপনস্থানে উড়ে যাব।

১৪

কহি সন্দেস বিহঙ্গম চলা।
আগি লাগি সগরোঁ সিংঘলা॥
ঘরী এক রাজা গোহরারা।
ভা অলোপ পুনি দিস্টি ন আবা॥
পঙ্খী নাবঁ ন দেখা পাঁখা।
রাজা রোঈ ফিরা কৈ সাঁখা॥
জস হেরত রহ পঙ্খি হেরানা।
দিন এক হমহূঁ করব পয়ানা॥
জৌ লগি প্রাণ পিণ্ড এক ঠাঁউ।
একবার চিতউর গঢ় জাউঁ॥
আবা ভঁবর মঁদির মহঁ কেবা।
জীউ সাথ লেই গএউ পরেবা॥
তন সিংঘল মন চিতউর বসা।
জিউ বিসঁভর নাগিনি জিমি ডসা॥
জেতি নারি হঁসি পূছহিঁ অমিয় বচন জিউ তংত।
রস উতরা বিষ চঢ়ি রহা না ওহি তংত ন মংত॥

সংবাদ জানিয়ে বিহঙ্গ প্রস্থান করল, সারা সিংহলে যেন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। এক প্রহর ধরে রাজা তাকে সন্ধান করলেন। কিন্তু সে অদৃশ্য হল, তাকে আর দেখা গেল না। পক্ষীর পাখার চিহ্নও রাজা দেখতে পেলেন না। রাজা নিরাশচিত্তে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। "যেমন ঐ পক্ষী দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে গেল, তেমনি একদিন আমাকেও প্রস্থান করতে হবে। যতদিন দেহ এবং প্রাণ একত্র আছে, একবার চিতোরগড়ে যেতেই হবে।" ভ্রমর (রত্নসেন) ফিরে এল গৃহে, যেখানে কেতকী (পদ্মাবতী) আছে। কিন্তু তাঁর জীবন সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেই পাখী। দেহ রইল সিংহলে কিন্তু মন পড়ে রইল চিতোরে। তাঁর জীবন হল বেসামাল, নাগিনী দংশন করলে যেমন হয়।

যত রমণীগণ সহাস্যে সঞ্জীবনী অমৃতবচনে তাঁকে কুশলপ্রশ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু আনন্দরস অন্তর্হিত হয়ে বিষের জ্বালা বেড়ে গেল; ওঁর বোধবুদ্ধি কিছুই রইল না।

রত্নসেন বিদাঈ খণ্ড

১

বরিস এক তেহি সিংঘল ভএউ।
ভোগ বিলাস করত দিন গয়উ॥
ভা উদাস জো সুনা সঁদেসূ।
সঁবরি চলা মন চিতউর দেসূ॥
কঁবল উদাস জো দেখা ভঁবরা।
থির ন রহৈ অব মালতি সঁবরা॥
জোগী ভঁবরা পবন পরাবা।
কিত সো রহৈ জো চিত উঠাবা॥
জৌ পৈ কাঢ়ি দেই জিয় কোঈ।
জোগী ভঁবর ন আপন হোঈ॥
তজা কঁবল মালতি হিয় ঘালী।
অব কিত থির আছৈ অলি আলী॥
গন্ধ্রবসেন আব সুনি বারা।
কস জিউ ভএউ উদাস তুম্হারা॥
মৈঁ তুম্হী জিউ লাবা দীহ্ন নৈন মহঁ বাস।
জৌ তুম হোহু উদাস তৌ য়হ কাকর কবিলাস॥

একবছর হল তিনি সিংহলে আছেন। ভোগবিলাস করে দিন কাটছিল। এই সংবাদ শুনে তিনি উদাসী হলেন। চিতোরের কথা মনে পড়তে লাগল। পদ্মিনী যখন ভ্রমরকে উদাসীন দেখলেন মালতীর (নাগমতি) কথা স্মরণ করে তাঁর চিত্ত অধীর হল। (তিনি বললেন), যোগী, ভ্রমর এবং পবন সর্বদাই পর। যার চিত্ত উন্মুখ সে কেমন করে স্থির থাকে? কেউ যদি পদতলে জীবনও উৎসর্গ করে, তবুও যোগী এবং ভ্রমর আপন হয় না। সখী! তিনি কমল ত্যাগ করে মালতীকে বুকে ধারণ করেছেন, ভ্রমর এখন আর কিভাবে স্থির থাকে?" গন্ধর্বসেন এসে সব শুনে (রত্নসেনকে) বললেন, "বৎস, তোমার মন এমন উদাস হল কেন?

আমি তোমাকে জীবন ফিরে দিয়েছি, নয়নের মণি করেছি। যদি তুমি উদাসীন হও তা হলে কার জন্যে এই কৈলাস?"

২

রতনসেন বিনবা কর জোরী।
অস্তুতি জোগ জীভ নহিঁ মোরী॥
সহস জীভ জৌ হোহিঁ গোসাঈঁ।
কহি ন জাই অস্তুতি জহঁ তাঈঁ॥
কাঁচ রহা তুম কঞ্চন কীহ্না।
তব ভা রতন জোতি তুম দীহ্না॥
গঙ্গ জো নিরমল নীর কুলীনা।
নার মিলে জল হোই মলীনা॥
পানি সমুদ্র মিলা হোই সোতী।
পাপহরা নিরমল ভা মোতী॥
তস হৌঁ অহা মলীনী কলা।
মিলা আই তুম্হ ভা নিরমলা॥
তুম্হ মন আবা সিংঘলপুরী।
তুম্হ তৈঁ চঢ়া রাজ ঔ কুরী॥
সাত সমুদ তুম রাজা সরি ন পাব কোই খাট।
সবৈ আই সির নাবহিঁ জহঁ তুম সাজা পাট॥

রত্নসেন বিনয়ের সঙ্গে করযোড়ে বললেন, "আমার জিভ আপনার স্তুতিযোগ্য নয়। প্রভু যদি আমার হাজারটা জিভ থাকত তাহলেও আপনাকে ঠিকমতো স্তুতি করা যেত না। আপনি কাঁচকে কাঞ্চনে পরিণত করেছেন। আপনি দীপ্তি দান করেছেন বলে আমি রত্নে পরিণত হয়েছি। নির্মল-সলিলা নদীশ্রেষ্ঠা যে গঙ্গা, তার সঙ্গে যদি অপবিত্র কোনো নদী মিলিত হয় তাহলে গঙ্গাস্রোতে মিশে তার জলও সমুদ্রে এসে মেশে, এবং কলুষতামুক্ত হয়ে মুক্তোর ন্যায় নির্মল হয়। ঠিক তেমনি আমিও ছিলাম মলিন স্বভাব, আপনার কাছে এসে নির্মল হলাম। আপনার ইচ্ছাতেই আমি সিংহল পুরীতে এসেছি, আপনার জন্যই আমি রাজকৌলীন্য লাভ করেছি।

আপনি সাতসমুদ্রের রাজা, কেউই আপনার পাশাপাশি বসবার যোগ্য নয়। যখন আপনি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন সকলেই এসে মাথা নোয়ায়।

৩

অব বিনতী এক করোঁ গোসাঈঁ।
তৌ লগি কয়া জীউ জব নাঈ॥
আবা আজু হমার পরেবা।
পাতী আনি দীহ্ন মোহিঁ দেবা॥
রাজ-কাজ ঔ ভুইঁ উপরাহীঁ।
সত্রু ভাই সম কোঈ নাহীঁ॥
আপন আপন করহিঁ সো লীকা।
একহি মারি এক চহ টীকা॥
ভএ অমাবস নখতন্হ রাজূ।
হম্‌হ কৈ চংদ চলাবহু আজূ॥
রাজ হমার জহাঁ চলি আবা।
লিখি পঠইনি অব হোই পরাবা॥
উহাঁ নিয়র দিল্লী সুলতানূ।
হোই জো ভৌর উঠৈ জিমি ভানূ॥
রহহু অমর মহি গগন লগি তুম মহি লেই হম্‌হ আউ।
সীস হমার তহাঁ নিতি জহাঁ তুম্‌হারা পাউ॥

"প্রভু, এখন আপনার কাছে একটি মিনতি। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণই দেহধারণ। আজ আমার (দেশ থেকে) পক্ষী (দূত) এসেছিল। হে দেব, এক পত্র এনে আমাকে দিল। রাজকার্য এবং রাজ ব্যাপারে ভ্রাতার ন্যায় শত্রু কেউ নেই। এক্ষেত্রে যে যার নিজের নিজের গুছোতে ব্যস্ত, একজন অপরকে হত্যা করে রাজটীকা ধারণ করতে চায়। অমাবস্যা হলে নক্ষত্ররাও রাজত্ব করে। আমাকে চন্দ্র করে আজই পাঠান। আমার সেই ফেলে আসা রাজ্য থেকে লিপি পাঠিয়েছে যে, তা এবার পরের হয়ে যেতে বসেছে। কাছেই আছেন দিল্লীর সুলতান। ভোর (বিভোর) হলেই তিনি সূর্যের ন্যায় উদিত হবেন।

পৃথিবীতে যতদিন আমার আয়ু আছে, তা গ্রহণ করে, আপনি জগতে অমর হয়ে থাকুন। যেখানে আপনার পদপাত হবে, সেখানেই আমার প্রণিপাত।"

৪

রাজসভা পুনি উঠী সবারী।
অনু বিনতী রাখিয় পতি ভারী॥
ভাইন্হ মাহঁ হোই জিনি ফূটী।
ঘর কে ভেদ লঙ্ক অস টূটী॥
বিরবা লাই ন সূখৈ দীজৈ।
পাবৈ পানি দিস্টি সো কীজৈ॥
আনি রখা তুম দীপক লেসী।
পৈ ন রহৈ পাহুন পরদেসী॥
জাকর রাজ জহাঁ চলি আবা।
উহৈ দেস পৈ তাকহঁ ভাবা॥
হম তুম নৈন ঘালি কৈ রাখে।
ঐসি ভাখ এহি জীভ ন ভাখে॥
দিবস দেহু সহ কুসল সিধারহিঁ।
দীরঘ আই হোই পুনি আবহিঁ॥
সবহিঁ বিচার পরা অস ভা গবনে কর সাজ।
সিদ্ধি গনেস মনাবহিঁ বিধি পুরবহু সব কাজ॥

রাজসভার সকলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিকই প্রভু, এ অনুনয় রাখা উচিত। ভাইদের মধ্যে ভেদ থাকা উচিত নয়। গৃহবিবাদের ফলে লঙ্কা বিনষ্ট হয়েছিল। যে তরু রোপণ করেছেন তা যেন শুকিয়ে না যায়, সে যাতে জল পায় সে দিকে দৃষ্টি দিন। আপনি প্রদীপ জেলে ঘরে এনে রেখেছেন। কিন্তু পরদেশী অতিথিকে ধরে রাখা উচিত নয়। যেখানে যার রাজত্ব সেখান থেকে চলে এলেও সেই দেশেই তার মন। 'আমি তোমাকে নয়নের মণি করে রেখেছি'—এই কথা আপনার জিহ্বায় উচ্চারণ করা ঠিক নয়। ওঁর মঙ্গলযাত্রার দিনস্থির করে দিন। ওঁর দীর্ঘ আয়ু হোক যাতে পুনরায় আসতে পারেন।"

সকলেই এই বিবেচনা করলে, যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। সকলে গণেশের কাছে সিদ্ধিকামনা করে বলল, "বিধাতা সব কাজ সফল করুন।"

৫

বিনয় করৈ পদমাৱতি বারী।
হৌঁ পিউ জৈসী কুন্দ নেৱারী॥
মোহি অসি কহাঁ সো মালতি বেলী।
কদম সেৱতী চম্প চমেলী॥
হৌঁ সিঙ্গার হার জস তাগা।
পুহুপ-কলী অস হিরদয় লাগা॥
হৌঁ সো বসন্ত করৌঁ নিতি পূজা।
কুসুম গুলাল সুদরসন কুজা॥
বকুচন বিনৱৌঁ রোস ন মোহী।
সুনু বকাউ তজি চাহু ন জূহী॥
নাগসের জো হৈ মন তোরে।
পূজি ন সকৈ বোল সরি মোরে॥
হোই সদবরগ লীহ্ন মৈঁ সরনা।
আগে করু জো কন্ত তোহি করনা॥
কেত বারি সমুঝাৱৈ ভঁৱর ন কাঁটৈ বেধ।
কহৈ মরৌঁ পৈ চিতউর জজ্ঞ করৌঁ অসুমেধ॥

বালা পদ্মাবতী বিনয় করে বললেন, "প্রিয়তম, আমি কুঁদফুলের ন্যায় নবপ্রস্ফুটিত। কোথায় সেই মালতীলতা, সে কি আমার ন্যায়? আমি কদম্ব, সে সেঁওতি, আমি চাঁপা, সে চামেলী। আমি শৃঙ্গারহার, তুমি তার সুতো; তুমি পুষ্পকলির হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আছ। আমি নিত্য সেই বসন্তের পূজা করব। সেই বসন্ত পুষ্পে বিকশিত, গুলালের ন্যায় রঙিন, সুদর্শন এবং পবিত্র। আমি করযোড়ে (বকুচন) তোমাকে মিনতি করছি, আমার উপর রাগ কোর না। শোনো, বকাবলী ত্যাগ করে যুথীকে চেও না। নাগেশ্বর (নাগমতি) যদি তোমার মনোবাঞ্ছা হয় তবুও সে কথায় আমার সমকক্ষ নয়। সদবর্গ বা সদাচারী হয়ে আমি তোমার শরণ নিলাম, হে প্রিয় এখন তোমার যা করার তাই কর।"

কতবার করে বালা বোঝাল, কিন্তু ভ্রমরকে তা বিদ্ধ করল না। রত্নসেন বললেন, "চিতোরে গিয়েই আমি মরব। সেখানে গিয়ে আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করব।"

৬

গৱন-চার পদমাৱতি সুনা।
উঠা ধসকি জিউ ঔ সির ধুনা॥
গহবর নৈন আএ ভরি আঁসু।
ছাঁড়ব য়হ সিংঘল কবিলাসু॥
ছাঁড়িউ নৈহর চলিউঁ বিছোঈ।
এহি রে দিৱস কহঁ হৌঁ তব রোঈ॥
ছাঁড়িউঁ আপন সখী সহেলী।
দূরি গৱন তজি চলিউঁ অকেলী॥
জহাঁ ন রহন ভয়উ বিনু চালূ।
হোতহি কস ন তহাঁ ভা কালূ॥
নৈহর আই কাহ সুখ দেখা।
জনু হোইগা সপনে কর লেখা॥
রাখত বারি সো পিতা নিছোহা।
কিত বিয়াহি অস দীহ্ন বিছোহা॥
হিয়ে আই দুখ-বাজা জিউ জানহু গা ছেঙ্কি।
মন তেৱান কৈ রোৱৈ ঘর মন্দির কর টেকি॥

পদ্মাবতী যখন গমনোদ্যোগের কথা শুনলেন, তিনি ত্রস্ত হয়ে উঠে মাথা নাড়তে লাগলেন। তাঁর নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে এল। বললেন, "সিংহলের এই স্বর্গ এবার ছেড়ে যেতে হবে। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। এই দিনের কথা ভেবেই এতকাল কেঁদেছি। নিজের সঙ্গী সাথীদের ত্যাগ করে একা দূরে যেতে হবে। চলে যাওয়া ছাড়া যেখানে উপায়ান্তর নেই সেখানে জন্মেই আমার মরণ হোল না কেন? পিতৃগৃহে এসে কি সুখ পেলাম? সব কিছু যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। কন্যাকে বাঁচিয়ে রেখে পিতা নিষ্ঠুরের কাজ করলেন। এখন আবার কেন বিবাহ দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?"

হৃদয়ে বেদনা বাজল, জীবন যেন অতিষ্ঠ হল। মনের কষ্টে তিনি প্রাসাদের প্রতি ঘরে ঘরে কেঁদে বেড়াতে লাগলেন।

৭

পুনি পদমাৱতি সখী বোলাঈ।
সুনি কৈ গৱন মিলৈ সব আঈ॥
মিলহু সখী হম তহঁৱা জাহীঁ।
জহাঁ জাই পুনি আউব নাহীঁ॥
সাত সমুদ্র পার ৱহ দেসা।
কিত রে মিলন কিত আৱ সঁদেসা॥
অগম পন্থ পরদেস সিধারী।
ন জনৌঁ কুসল কি বিথা হমারী॥
পিতৈ ন ছোহ কীন্হ হিয় মাহাঁ।
তহঁ কো হমহিঁ রাখ গহি বাঁহা॥
হম তুম মিলি একৈ সঁগ খেলা।
অন্ত বিছোহ আনি গিউ মেলা॥
তুম্হ অস হিত সংঘতী পিয়ারী।
জিয়ত জীউ নহিঁ করৌঁ নিনারী॥
কন্ত চলাঈ কা করৌঁ আয়সু জাই ন মেটি।
পুনি হম মিলহিঁ কি না মিলহিঁ লেহু সহেলী ভেঁটি॥

অতঃপর পদ্মাবতী সখীদের ডাকলেন। বিদায়বার্তা শুনে সবাই একত্র হলেন। "এস, সখী। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গেলে আর ফিরব না। সাতসমুদ্র পারের সেই দেশ। কেমন করে আর দেখা হবে? কি করে আর সংবাদ আসবে? দুর্গম পথ পেরিয়ে সেই দূরের দেশ। জানি না এতে আমার কল্যাণ না অকল্যাণ। পিতার হৃদয়ে দয়া মায়া নেই। সেখানে কে আমাকে বাহু আগলে রাখবে? আমরা এতকাল একসঙ্গে খেলা করেছি। অবশেষে বিচ্ছেদ আমার ঘাড়ে এসে চাপল। তোমাদের মতো এমন প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষী সখীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ জীবন থাকতে সহ্য করতে পারব না।

স্বামী যেতে বাধ্য করলে আর কি করার আছে? তাঁর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আবার আমাদের দেখা হয় কি না হয়, এস সখীরা, আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর।

৮

ধনি রোৱত রোৱহিঁ সব সখী।
হম তুম্হ দেখি আপু কহঁ ঝঁখী॥
তুম্হ ঐসী জো রহৈ ন পাঈ।
পুনি হম কাহ জো আহিঁ পরাঈ॥
আদি অন্ত জো পিতা হমারা।
ওহু ন য়হ দিন হিয়ে বিচারা॥
হোই ন কীন্হ নিছোহী ওহূ।
কা হম্হ দোষ লাগ এক গোহূঁ॥
মকু গোহূঁ কর হিয়া চিরানা।
পৈ সো পিতা ন হিয়ে ছোহানা॥
ঔ হম দেখা সখী সরেখা।
এহি নৈহর পাহুন কে লেখা॥
তব তেই নৈহর নাহীঁ চাহা।
জৌ সসুরারি হোই অতি লাহা॥
চালন কহঁ হম অৱতরীঁ চলন সিখা নহিঁ আয়।
অব সো চলন চলাৱৈ কো রাখৈ গহি পায়॥

সুন্দরী কাঁদতে লাগলেন। কাঁদলো অন্যান্য সখীরাও। বলল, "তোমাকে দেখে নিজেদের জন্যও অনুশোচনা হচ্ছে। তোমার মতো এমন রাজকন্যার যদি (নিজ গৃহে) থাকার উপায় না থাকে তা হলে আমাদের ন্যায় পরাধীনাদের কি হবে? যিনি চিরকালের পিতা তিনিও এই দিনের কথা বিবেচনা করেন না। নিষ্ঠুর তিনি আমাদের প্রতি দয়াহীন। এককণা গমের জন্য আমরা কেন এত দোষের ভাগী (আদম এবং হবার নিষিদ্ধ গম ভক্ষণের পাপ)? বরং গমের দানার হৃদয় ফেটে যাবে কিন্তু পরমপিতার হৃদয়ে দয়া হবে না। আমরা দেখেছি (বিয়ের পর) আমাদের বিজ্ঞ সখী পিতৃগৃহে অতিথির মতো থাকে। কিন্তু যদি শ্বশুরালয় অতি লাভজনক হত তাহলে সে পিতৃগৃহে থাকতে চাইত না।

চলে যাবার জন্যই আমাদের জন্ম। কিন্তু আমরা যেতে শিখি নি। এখন যখন চলে যাবার সময় এল কে আর পায়ে ধরে আটকে রাখবে?"

৯

তুম বারী পিউ দুহুঁ জগ রাজা।
গরব কিরোধ ওহি পৈ ছাজা॥
সব ফর ফুল ওহি কৈ সাখা।
চহৈ সো তুরৈ চাহৈ রাখা॥
আয়সু লিহে রহিহু নিতি হাথা।
সেৱা করিহু লাই ভুই মাথা॥
বর পীপর সির উভ জো কীহ্না।
পাকরি তিহ্নহিঁ ছীন কর দীহ্না॥
বৌরি জো পৌঢ়ি সীস ভুঁই লাৱা।
বড় ফল সুফল ওহি জগ পাৱা॥
আম জো ফরি কৈ নৱৈ তরাহীঁ।
ফল অমৃত ভা সব উপরাহীঁ॥
সোই পিয়ারী পিয়হি পিরীতী।
রহৈ জো আয়সু সেৱা জীতী॥
পত্রা কাঢ়ি গৱন দিন দেখহি কোন দিৱস দহুঁ চাল।
দিসাসূল চক জোগিনী সৌঁহ ন চলিএ কাল॥

(সখীরা বলল), "তুমি বালিকা, তোমার প্রিয়তম দুই জগতের রাজা। গর্ব এবং ক্রোধ তাঁর শোভা পায়। সব রকমের ফল ফুল আছে তাঁর শাখায়। ইচ্ছে হলে তিনি ছিঁড়ে ফেলবেন, ইচ্ছে হলে রাখবেন। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিত্য তাঁর হাতের কাছে থেক। মাথা অবনত করে তাঁর সেবা কোর। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, প্রভৃতি গাছ যারা উন্নত হয়ে থাকে তাদের বিধাতা ক্ষুদ্র ফল দিয়ে থাকেন; কিন্তু (লাউ কুমড়ো) লতা মাটিতে মাথা নামিয়ে যারা বেড়ে ওঠে, জগতে তারাই বড় বড় ফল লাভ করে। ফলন্ত আম গাছ ফলভারে নুইয়ে পড়ে, তাই তার অমৃতফল সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে রমণী সেবাগুণে অপরকে ছাড়িয়ে সর্বদা প্রিয়তমের আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে তাকেই স্বামী সকলের চেয়ে ভালবাসেন।

পাঁজী নিয়ে তারা যাত্রার দিন দেখতে লাগল, কোন দিন গমনের পক্ষে শুভ। দিকশূল এবং যোগিনী লগ্নে যেতে নেই, তাহলে অবধারিত মৃত্যু।

১০

অদিত সূক পচ্ছিউঁ দিসি রাহু।
বীফ দখিন লঙ্ক দিসি দাহু॥
সোম সনীচর পুরুব ন চালূ।
মঙ্গল বুধ উতর দিসি কালূ॥
অৱসি চলা চাহৈ জো কোঈ।
ওখদ কহৌঁ রোগ নহিঁ হোঈ॥
মঙ্গল চলত মেল মুখ ধনিয়া।
চলত সোম দেখৈ দরপনিয়া॥
সূকহিঁ চলত মেল মুখ রাঈ।
বীফৈ চলৈ দখিন গুড় খাঈ॥
অদিত তঁবোল মেলি মুখ মণ্ডৈ।
বায় বিরঙ্গ সনীচর খণ্ডৈ॥
বুধহি দহী চলহু করি ভোজন।
ওখদ ইহৈ ঔর নহিঁ খোজন॥
অব সুনু চক্র জোগিনী তে পুনি থির ন রহাহিঁ।
তীসৌ দিৱস চন্দ্রমা আঠো দিসা ফিরাহিঁ॥

রোববার এবং শুক্রবার পশ্চিমদিকে রাহুর অবস্থান। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিকে লঙ্কা দগ্ধ হয়েছিল। সোমবার এবং শনিবার পূর্বদিকে যাত্রা করা উচিত নয়। মঙ্গল এবং বুধে উত্তর দিকে গেলে মৃত্যু। এ সত্ত্বেও যদি কেউ যেতে চায়, আমি এর প্রতিকার বলছি যাতে কোনো ক্ষতি হবে না। মঙ্গলবারে যাত্রা করলে মুখে ধনে রাখতে হবে। সোমবারের ক্ষেত্রে দর্পণ দেখে যাত্রা করা উচিত। শুক্রবারে যাত্রা করলে মুখে রাই সরিষা রাখা ভাল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণে যেতে হলে গুড় খাওয়া উচিত। রোববার যাত্রার পক্ষে মুখ তাম্বুল-রঞ্জিত করতে হবে। শনিবার গেলে ঔষধি লতা চিবানো দরকার। বুধবার যাওয়ার আগে দই খেয়ে যাওয়া মঙ্গল। এই হল প্রতিকার, আর কিছু খোঁজার প্রয়োজন নেই।

এখন যোগিনী চক্রের কথা শোন, তা আবার স্থির থাকে না। ত্রিশ দিনে চন্দ্রমা আট দিকে আবর্তন করে।

১১

বারহ ঔনইস চারি সতাইস।
জোগিনি পচ্ছিউঁ দিসা গনাইস॥
নৌ সোরহ চৌবিস ঔ একা।
দক্‌খিন পুরুব কোন তেই ঠেকা॥
তীন ইগারহ ছবিস অঠারহু।
জোগিনি দক্‌খিন দিসা বিচারহু॥
দুই পচীস সত্রহ ঔ দসা।
দক্‌খিন পচ্ছিউঁ কোন বিচ বসা॥
তেইস তীস আঠ পন্দ্রহা।
জোগিনি হোহিঁ পুরুব সামুহা॥
চৌদহ বাইস ওনতিস সাতা।
জোগিনি উত্তর দিসি কহঁ জাতা॥
বীস অঠাইস তেরহ পাঁচা॥
উত্তর পছিউঁ কোন তেই নাচা॥
একইস ঔ ছ জোগিনি উত্তর পুরুব কে কোন।
য়হ গনি চক্র জোগিনি বাঁচু জৌ চহ সিধ॥

মাসের দ্বাদশ, উনবিংশ, চতুর্থ এবং সপ্তবিংশ দিন যোগিনীর পশ্চিমে অবস্থান। নবম, ষোড়শ, চতুর্বিংশ এবং প্রথম দিনে যোগিনী দক্ষিণ-পূর্ব কোণে থাকে। তৃতীয়, একাদশ, ষড়বিংশ এবং অষ্টাদশ দিনে যোগিনী দক্ষিণদিকে বিচরণ করে। দ্বিতীয়, পঞ্চবিংশ, সপ্তদশ এবং দশম দিনে যোগিনী দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মাঝখানে অবস্থান করে। ত্রয়োবিংশ, ত্রিংশ, অষ্টম এবং পঞ্চদশ দিবসে যোগিনী পূর্বদিকের সম্মুখবর্তী হয়। চতুর্দশ, দ্বাবিংশ, উনত্রিংশ এবং সপ্তম দিবসে যোগিনী উত্তরদিকে গমন করে। বিংশ, অষ্টবিংশ, ত্রয়োদশ ও পঞ্চম দিবসে উত্তর-পশ্চিম দিকে সে নৃত্য করে।

একবিংশ এবং ষষ্ঠ দিনে যোগিনী থাকে উত্তর-পূর্ব কোণে। এইভাবে যে চায় সে যোগিনীচক্র গণনা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে।

১২

পরিবা নরমী পুরুব ন ভাএ।
দুইজ দসমী উত্তর অদাএঁ॥
তীজ একাদসী অগনিউ মারৈ।
চৌথি দুবাদসি নৈঋত বারৈ॥
পাঁচই তেরসি দখিন রমেসরী।
ছঠি চৌদসি পিচ্ছিউঁ পরমেসরী॥
সতমী পূনিউঁ বায়ব আছী।
অঠই অমাবস ঈসন লাছী॥
তিথি নছত্র পুনি বার কহীজৈ।
সুদিন সাধ প্রস্থান ধরীজৈ॥
সগুন দুঘরিয়া লগন সাধনা।
ভদ্রা ঔ দিকসূল বাঁচনা॥
চক্র জোগিনি গনৈ জো জানৈ।
পর বর জীতি লচ্ছি ঘর আনৈ॥
সুখ সমাধি আনন্দ ঘর কীহ্ন পয়ানা পীউ।
থরথরাই তন কাঁপৈ ধরকি ধরকি উঠ জীউ॥

প্রতিপদ এবং নবমী তিথিতে পূবদিকে যেতে নেই। দ্বিতীয়া এবং দশমী তিথিতে উত্তর দিক অমঙ্গলকর। তৃতীয়া এবং একাদশীতে অগ্নি-কোণে গেলে মৃত্যু। চতুর্থী এবং দ্বাদশীতে নৈঋতকোণে যাওয়া বারণ। পঞ্চমী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দক্ষিণ দিকে লক্ষ্মী থাকেন। ষষ্ঠী এবং চতুর্দশীতে পশ্চিমে থাকেন পরমেশ্বরী। সপ্তমী এবং পূর্ণিমায় বায়ুকোণে ইন্দ্রানী বর্তমান। অষ্টমী এবং অমাবস্যা তিথিতে ঈশানকোণে থাকেন লক্ষ্মী। তিথি নক্ষত্র এবং বারের কথা বলা যাক। শুভদিনের কামনায় কিছু অগ্রিম ধরে দেওয়া উচিত। লগ্ন ক্ষণ দেখে ভদ্রা এবং দিকশূল বাঁচিয়ে চলতে হবে। যে যোগিনীচক্র গণনা করতে জানে সে অপরের শক্তিকে জয় করে লক্ষ্মী ঘরে আনে।

তাঁর (পদ্মাবতীর) প্রিয়তম সুখসমাহিত চিত্তে নিজের আনন্দ-নিকেতনে যাত্রার আয়োজন করলেন। আর থর থর করে কেঁপে উঠলো তাঁর (পদ্মাবতীর) দেহ, প্রাণ উঠল ধক ধক করে।

১৩

মেষ সিংহ ধন পুরুব বসৈ।
বিরিখ মকর কন্যা জম-দিসৈ॥
মিথুন তুলা ঔ কুম্ভ পছাহাঁ।
কনক মীন বিরছিক উত্তরাহাঁ॥
গৱন করৈ কহঁ উগরৈ কোঈ।
সনমুখ সোম লাভ বহু হোঈ॥
দহিন চন্দ্রমা সুখ সরবদা।
বাএঁ চন্দ ত দুখ আপদা॥
অদিত হোই উত্তর কহঁ কালু।
সোম কাল বায়ব নহিঁ চালু॥
ভৌম কাল পচ্ছিউঁ বুধ নিঋতা।
গুরু দকৃখিন ঔ সুক অগনইতা॥
পুরুব কাল সনীচর বসৈ।
পীঠি কাল দেই চলৈ ত হঁসৈ॥
ধন নছত্র ঔ চন্দ্রমা ঔ তারা বল সোই।
সময় এক দিন গৱনৈ লছমী কেতিক হোই॥

পূর্বদিকে অবস্থান করে মেষ, সিংহ এবং ধনু রাশি। যমদিশি বা দক্ষিণ দিকে থাকে বৃষ, মকর এবং কন্যারাশি। মিথুন, তুলা এবং কুম্ভরাশির অবস্থান পশ্চিমে। কর্কট, মীন এবং বৃশ্চিক থাকে উত্তরে। যাত্রাকালে বের হবার লগ্নে চন্দ্র মুখোমুখি বা বিপরীতে থাকলে অনেক লাভ হয়। চন্দ্র দক্ষিণ দিকে থাকলে সর্বদা সুখ, বামে থাকলে যত দুঃখ ও বিপদ। রবিবার উত্তর দিকে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। সোমবার বায়ুকোণ এত বিপদজনক যে যেতে নেই। মঙ্গলবার পশ্চিমদিকে মৃত্যু এবং বুধবার নৈঋতকোণ প্রাণনাশক। বৃহস্পতিবার দক্ষিণদিক এবং শুক্রবার অগ্নিকোণ বিপজ্জনক। শনিবার পূর্বদিকে মৃত্যু অপেক্ষা করে। মৃত্যুকে পশ্চাতে রেখে যে বিপরীত দিকে যেতে পারে সেই সুখে হাসে।

ধনুরাশি এবং চন্দ্রমাসহ নক্ষত্রের যখন একত্র অধিষ্ঠান হয়, সেই দিন যাত্রা করলে কতেক লক্ষ্মীলাভ হতে পারে।

১৪

পহিলে চাঁদ পুরুব দিসি তারা।
দুজে বসৈ ইসান বিচারা॥
তীজে উতর ঔ চৌথে বায়ব।
পঁচএঁ পচ্ছিউঁ দিসা গনাইব॥
ছঠএঁ নৈঋত দকৃখিন সতএঁ।
বসৈ জাই অগনিউঁ সো অঠএঁ॥
নৱএঁ চন্দ্র সো পৃথিবী বাসা।
দসএঁ চন্দ্র জো রহৈ অকাসা॥
গ্যারহেঁ চন্দ্র পুরুব ফিরি জাঈ।
বহু কলেস সৌঁ দিৱস বিহাঈ॥
অস্নুনী ভরনি রেৱতী ভলী।
মৃগসির মূল পুনরবসু বলী॥
পুষ্য জ্যেষ্ঠা হস্ত অনুরাধা।
জো সুখ চাহৈ পূজৈ সাধা॥
তিথি নক্ষত্র ঔ বার এক অস্ট সাত খঁড ভাগ।
আদি অন্ত বুধ সো এহি দুখ সুখ অঙ্কম লাগ॥

চন্দ্রের প্রতিপদ তিথিতে নক্ষত্রের অবস্থান পূর্বদিকে। দ্বিতীয়ায় ঈশান-কোণে নক্ষত্রের অবস্থান ধরতে হবে। তৃতীয়ায় উত্তরে এবং চতুর্থীতে বায়ুকোণে, পঞ্চমীতে পশ্চিমদিকে অবস্থান গণনা করতে হবে। ষষ্ঠীতে নৈঋতকোণে এবং সপ্তমীতে থাকবে দক্ষিণ দিকে। অষ্টমীতে অগ্নিকোণে থাকবে। নবমীতে সে পৃথিবীর কাছাকাছি। দশমীর চন্দ্র আকাশে অধিষ্ঠিত। একাদশীতে চন্দ্র পূর্বদিকে ফিরে যায়। এই সময় যাত্রা করলে অনেক কষ্ট। অশ্বিনী, ভরণী এবং রেবতী নক্ষত্র শুভ। মৃগশিরা, মূল এবং পুনর্বসু বলবান নক্ষত্র। যে সুখ চায়, সে পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, হস্ত এবং অনুরাধা নক্ষত্রকে অবলম্বন করলে সার্থক হবে।

তিথি নক্ষত্র বারের এই আট ও সাত ভাগ। আদি অন্ত ও মধ্য জুড়ে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এইভাবে পারস্পরিক অবস্থান।

১৫

পরিৱা ছট্ঠি একাদসি নন্দা।
ছুইল সত্তমী দ্বাদসি মন্দা॥
তীজ অষ্টমী তেরসি জয়া।
চৌথি চতুরদসি নৱমী খয়া॥
পূরন পূনিউঁ দসমী পাঁচৈ।
সুক্রে নন্দে বুধ ভএ নাচৈ॥
অদিত সৌঁ হস্ত নখত সিধি লহিএ।
বীফৈ পুষ্য স্রবন সসি কহিএ॥
ভরনি রেৱতী বুধ অনুরাধা।
ভএ অমাবস রোহিনি সাধা॥
রাহু চন্দ্র ভূ সংপতি আএ।
চন্দ গহন তব লাগ সজ্ঞাএ॥
সনি রিকতা কুজ অজ্ঞা লীজৈ।
সিদ্ধি-ভোগ গুরু পরিৱা কীজৈ॥
ছঠৈ নছত্র হোই রবি ওহি অমাবস হোই।
বীচহি পরিৱা জৌ মিলৈ সুরুজ-গহন তব হোই॥

প্রতিপদ, ষষ্ঠী এবং একাদশী তিথি হল 'নন্দা' (বা শুভঙ্কর)। দ্বিতীয়া, সপ্তমী এবং দ্বাদশী তিথি হল 'মন্দা' (বা দুর্ভাগ্যজনক)। তৃতীয়া অষ্টমী এবং ত্রয়োদশী তিথি হল 'জয়া' (বা জয়দান কারী)। চতুর্থী, চতুর্দশী এবং নবমী তিথি হল 'ক্ষয়া' (বা ক্ষয়কারী)। পূর্ণিমা, দশমী এবং পঞ্চমী তিথিকে বলে পূরণ (যা পূর্ণ করে)। নন্দা তিথিতে শুক্রবার বা বুধবার হলে নৃত্য করার মতো ব্যাপার। রবিবার হস্ত নক্ষত্র মিলিত হলে সিদ্ধিলাভ অবধারিত। বৃহস্পতিবার পুষ্য, শ্রবণ এবং চন্দ্রের মিলন শুভ। বুধবার ভরণী, রেবতী এবং অনুরাধা নক্ষত্রের যোগাযোগ মঙ্গলকর। অমাবস্যা তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগ সিদ্ধি দান করে। পৃথিবী রাহু এবং চন্দ্র যখন একত্র হয় তখনই চন্দ্রগ্রহণের লগ্ন দেখা দেয়। শনিবার রিক্তা নক্ষত্র এবং মঙ্গলবার অজ্ঞা নক্ষত্র শুভ। বৃহস্পতিবার প্রতিপদ হলে সিদ্ধি যোগ হয়।

সূর্য নক্ষত্রচ্ছটার মধ্যে থাকলে অমাবস্যা হয়, আর মাঝখানে প্রতিপদের চন্দ্র মিলিত হলে হয় সূর্যগ্রহণ।

১৬

চলহু চলহু ভা পিউ কর চালু।
ঘরী ন দেখ লেত জিউ কালু॥
সমদি লোগ পুনি চঢ়ী বিৱানা।
জেহি দিন ডরী সো আই তুলানা॥
রোৱহিঁ মাত পিতা ঔ ভাঈ।
কোউ ন টেক জৌ কন্ত চলাঈ॥
রোরহিঁ সব নৈহর সিংঘলা।
লেই বজাই কৈ রাজা চলা॥
তজা রাজ রাৱন কা কেহূ।
ছাঁড়া লঙ্কা বিভীষণ লেহূ॥
ভরীঁ সখী নব ভেঁটত ফেরা।
অন্ত কন্ত সৌঁ ভয়উ গুরেরা॥
কোউ কাহু কর নাহিঁ নিআনা।
ময়া মোহ বাঁধা অরুঝানা॥
কঞ্চন-কয়া সো রানী রহা ন তোলা মাঁসু।
কন্ত কসৌটী ঘালি কৈ চূরা গঢ়ৈ কি হাঁসু॥

'যাত্রা কর যাত্রা কর'—এই বলে প্রিয়তম (রত্নসেন) চলার আদেশ দিলেন। যম যখন জীবন নেয় তখন (শুভ) সময়ের অপেক্ষা করে না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি (পদ্মাবতী) জলযানে আরোহন করলেন। যে দিনের জন্য তিনি শঙ্কিত ছিলেন সেই দিন উপনীত হল। কাঁদতে লাগলেন মাতা পিতা এবং ভ্রাতা। যেহেতু স্বামী নিয়ে যাচ্ছেন সেজন্য কেউ রাখতে চেষ্টা করল না। সিংহলের সবাই এই বলে কাঁদতে লাগল, "(রাজকন্যাকে) নিয়ে রাজা বাজনা বাজিয়ে চলে যাচ্ছেন। রাবণ রাজ্য ত্যাগ করে যাচ্ছেন, কে আর রইল? তিনি লঙ্কা ছেড়ে গেলেন বিভীষণ নিয়ে নিলেন।" সখীরা সব একত্র হলে, তিনি (পদ্মাবতী) তাদের আলিঙ্গন করে ফিরতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কান্তের মুখোমুখি হলেন। শেষপর্যন্ত কারোরই কেউ নয়। শুধু মায়া মোহ বন্ধন অবশিষ্ট থাকে।

স্বর্ণময়ী রাণী পদ্মাবতীর দেহে একটুও যেন মাংস নেই। কান্ত কষ্টীপাথরে ফেলে চূর্ণ করে যেন নিজের অলঙ্কার নির্মাণ করেছেন।

১৭

জব পহুঁচাই ফিরা সব কোউ।
চলা সাথ গুন অরগুন দোউ॥
ঔ সঁগ চলা গৱন সব সাজা।
উহৈ দেই অস পারৈ রাজা॥
ডোলী সহস চলী সঁগ চেরী।
সবৈ পদমিনীঁ সিংঘল কেরী॥
ভলে পটোর জরাৱ সঁৱারে।
লাখ চারি এক ভরে পেটারে॥
রতন পদারথ মানিক মোতী।
কাঢ়ি ভঁডার দীহ্ন রথ জোতী॥
পরখি সো রতন পারখিহ্ন কহা।
এক এক দীপ এক এক লহা॥
সহসন পাঁতি তুরয় কৈ চলী।
ঔ সৌ পাঁতি হস্তি সিংঘলী॥
লিখনী লাগি জো লেখৈ কহৈ ন পরৈ জোরি।
অরব খরব দস নীল সঙ্খ ঔ অরবুদ পদুম করোরি॥

তাঁদের পৌছে দিয়ে সবাই যখন ফিরে গেল তখন (পদ্মাবতী ও রত্নসেনের) সঙ্গে চলল তাঁদের গুণাগুণ। আর চলল গমনের যাবতীয় উপকরণ। রাজা (গন্ধর্বসেন) যা কিছু পারলেন তাই দিলেন। হাজার ডুলিতে সঙ্গে সঙ্গে চলল দাসীরা, তারা সকলেই সিংহলের পদ্মিনী নারী। তাদের সঙ্গে ভাল ভাল জরীর বেনারসী। চার লাখেরও বেশী, এক পেটারীতে তা পূর্ণ। মণি মুক্তো ও অন্যান্য রত্নপদার্থ ভাঁড়ার উজাড় করে (গন্ধর্বসেন) দিলেন, তাতে রথ জ্যোতির্ময় হল। সে সব রত্ন পরীক্ষা করে জহুরীরা বলল, এক একটির দাম এক এক দ্বীপের মূল্যের সমান। সহস্র সারি ঘোড়া চলল এবং শত সারি সিংহলী হস্তী সঙ্গে গেল।

লেখনী যদি লিখতে লাগে তাহলে যা বলার কিছুই বলা হয় না। (এর মূল্য) অরব (একশো কোটি) খরব (একশো অরব), দশ নীল (একশো খরব), শঙ্খ (দশ খরব), অর্বুদ (দশ কোটি), পদ্ম (একশো নীল) এবং এক কোটি।

১৮

দেখি দরব রাজা গরবানা।
দিস্টি মাহঁ কোই ঔর ন আনা॥
জৌ মৈঁ হোহুঁ সমুদ কে পারা।
কো হৈ মোহিঁ সরিস সংসারা॥
দরব তেঁ গরব লোভ বিষ-মূরী।
দত্ত ন রহৈ সত্ত হোই দূরী॥
দত্ত সত্ত হৈঁ দুনৌঁ ভাঈ।
দত্ত ন রহৈঁ সত্ত পৈ জাঈ॥
জহঁা লোভ তহঁ পার সঁঘাতী।
সঁচি কৈ মরৈ আনা কৈ থাতী॥
সিদ্ধ জো দরব আগি কৈ থাপা।
কোঈ জার জারি কোই তাপা॥
কাহূ চাঁদ কাহূ ভা রাহূ।
কাহূ অমৃত বিষ ভা কাহূ॥
তস ভুলান মন রাজা লোভ পাপ অঁধকূপ।
আই সমুদ্র ঠাঢ় ভা কৈ দানী কর রূপ॥

এত সব দ্রব্য দেখে রাজা (রত্নসেন) গর্বিত হলেন। কাউকেই যেন (অহঙ্কারে) দেখতে পেলেন না। (বললেন), 'যদিও আমি সমুদ্রের পারে তবুও এ সংসারে কে আমার সমতুল্য?' সম্পদ থেকে জন্মায় গর্ব, লোভ হল বিষের মূল। যার দান নেই, তার সত্যও দূরবর্তী। দান এবং সত্য দুই ভাই, যেখানে দান নেই সেখানে সত্যও নেই। যেখানে লোভ সেখানে পাপ নিত্যসঙ্গী। মানুষ অপরের জন্য সঞ্চয় করে মরে। যে সিদ্ধপুরুষ সে বিষয়কে অগ্নিতুল্য জ্ঞান করে। কেউ এতে জ্বলে মরে, কেউ এ থেকে (দান-পুণ্যের) তাপ গ্রহণ করে। কারোর কাছে এ চাঁদ, কারোর কাছে রাহু, কারোর নিকট অমৃত, কারোর নিকট বিষ।

এই লোভ এবং পাপের অন্ধকূপে রাজার মন ডুবে গেল। সমুদ্র এসে তাঁর কাছে দানীর রূপ নিয়ে দাঁড়ালেন।

১

বোহিত ভরে চলা লেই রানী।
দান মঁাগি সত দেখৈ দানী॥
লোভ ন কীজৈ দীজৈ দানূ।
দান পুন্নি তেঁ হোই কল্যানূ॥
দরব-দান দেৱৈ বিধি কহা।
দান মোখ হোই দুঃখ ন রহা॥
দান আহি সব দরব ক জ্রূ।
দান লাভ হোই বাঁচৈ মূরূ॥
দান করৈ রচ্ছা মঁঝ নীরা।
দান খেই কৈ লাৱৈ তীরা॥
দান করন দৈ দুই জগ তরা।
রাৱন সঁচা অগিনি মহঁ জরা॥
দান মেরু বঢ়ি লাগি অকাসা।
সৈতি কুবের মুএ তেহি পাসা॥
চালিস অংস দরব জহঁ এক অংস তহঁ মোর।
নাহিঁ ত জরৈ কি বূড়ৈ কী নিসি মুসহিঁ চোর॥

বহিত্র পূর্ণ করে রাণীকে (পদ্মাবতীকে) নিয়ে রাজা চললেন। (রাজার) সত্য পরীক্ষার জন্য দানী দান চাইলেন। "লোভ করবেন না, দান করুন। দানের পুণ্যেই কল্যাণ। ঐশ্বর্য দান করা দেবতার আদেশ। দানে মোক্ষ হয়, দুঃখ থাকে না। দানে ঐশ্বর্য বাড়ে, দান করলে লাভ হয়, মূলধন রক্ষা পায়। দান মাঝনদীতে রক্ষা করে। দানের খেয়ায় কূল পাওয়া যায়। দানের জন্য কর্ণ দুই জগৎ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সঞ্চয় করেই রাবণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে। দানের পুণ্যে সুমেরু আকাশ স্পর্শ করেছে। সঞ্চয়বৃত্তির জন্য কুবের তার ভ্রাতার (রাবণ?) কাছে নিহত হয়েছে (?)।

চল্লিশ অংশ ঐশ্বর্যের এক অংশ আমার। নচেৎ তা জলে যাবে, না হয় ডুবে যাবে, কিংবা রাত্রিবেলা চোরে অপহরণ করবে।"

২

সুনি সো দান রাজৈ রিস মানী।
কেই বৌরাএসি বৌরে দানী॥
সোঈ পুরুষ দরব জেই সৈতী।
দরবহিঁ তৈঁ সুনু বাতৈ এতী॥
দরব তেঁ গরব করৈ জে চাহা।
দরব তেঁ ধরতী সরগ বেসাহা॥
দরব তেঁ হাথ আর কবিলাসূ।*
দরব তেঁ কুবুজ হোই রূপবন্তা॥
দরব রহৈ ভুই দিপৈ লিলারা।
অস মন দরব দেই কো পারা॥
দরব তেঁ ধরম করম ঔ রাজা।
দরব তেঁ সুদ্ধ বুদ্ধি বল গাজা॥
কহা সমুদ রে লোভী বৈরী দরব ন ঝাঁপু।
ভএউ ন কাহু আপন মূঁদ পেটারী সাঁপু॥

দানের কথা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "হে উন্মত্ত দানী, কেন প্রলাপ বকছিস? যে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে সে-ই পুরুষ। ঐশ্বর্যের কত প্রয়োজন সে কথা শোন। ধনের গর্বে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। অর্থ থাকলে পৃথিবী এবং স্বর্গ কেনা যায়। সম্পদ থাকলে কৈলাসও হাতে আসে। ধন থাকলে অপ্সরীও চিরকাল কাছে থাকে। ঐশ্বর্য নির্গুণীকেও গুণী করে। ধনী হলে কুব্জও সুন্দর। মাটিতে যার টাকা পোঁতা, তার ললাট চকচক করে। এসব কথা ভেবে কে ধন বিলিয়ে দিতে পারে? সম্পদেই ধর্ম কর্ম এবং রাজত্ব। ঐশ্বর্য থেকেই শুদ্ধবুদ্ধি এবং ধনই বল বিক্রম।"

সমুদ্র বললেন, "ওরে লোভী, অর্থ হল শত্রু, সঞ্চয় করিস না। ঐশ্বর্য ঝুড়ি চাপা সাপের মতো, সে কখনও কারোর আপন হয় না।"

* শুক্লার সংস্করণে পরবর্তী পংক্তিদ্বয় না থাকায় শেরিফের অনুবাদ থেকে পংক্তি দুটির অনুবাদ করে দেওয়া হল।

৩

আধে সমুদ তে আএ নাহীঁ।
উঠী বাউ আঁধী উতরাহীঁ॥
লহরৈঁ উঠী সমুদ উলথানা।
ভূলা পন্থ সরগ নিয়রানা॥
অদিন আই জো পহুঁচৈ কাউ।
পাহন উড়ে বহৈ সো বাউ॥
বোহিত চলে জো চিতউর তাকে।
ভএ কুপন্থ লঙ্ক-দিসি ছাঁকে॥
জো লেই ভার নিবাহি ন পারা।
সো কা গরব করৈ কন্ধারা॥
দরব-ভার সঁগ কাহু ন উঠা।
জেই সৈংতা তাহী সৌঁ রূঠা॥
গহে পখান পঙ্খি নহিঁ উড়ে।
মৌর মৌর জো করৈ সো বূড়ে॥
দরব জো জানহিঁ আপনা ভূলহিঁ গরব মনাহিঁ।
জো রে উঠাই ন লেই সকে বোরি চলে জল মাহিঁ॥

সমুদ্রের অর্ধপথেও তাঁরা আসেন নি, হঠাৎ উত্তর দিক থেকে আঁধি বা ঘূর্ণিঝড় উঠল। লহরে লহরে সমুদ্র উথলে উঠল। পথ ভুলে তাঁরা স্বর্গের কাছাকাছি হলেন। এমন দুর্দিন কখনও আসে নি। এমন ঝড় বইল যে পাথর উড়তে লাগল। চিতোরের দিকে চলছিল যে বহিত্রগুলি, সেগুলি বেপথুমান হয়ে লঙ্কার দিকে চলল। পারাপারের ভার নিয়ে যে কূলে পৌঁছতে পারে না, সেই কাণ্ডারী কিসের গর্ব করে? ঐশ্বর্যের ভারকে কেউ ওঠাতে পারে না। যার যা সঞ্চয় তা তারই প্রতিকূলতা করে। পাথর নিয়ে পাখী যেমন উড়তে পারে না তেমনি যে 'আমার আমার করে' সে ডোবে।

ঐশ্বর্যকে নিজের মনে করে যারা অহঙ্কার করে তারা ভুল করে। যে তা উঠিয়ে নিতে না পারে সে জলের মধ্যেই তলিয়ে যায়।

৪

কেৱট এক বিভীষণ কেরা।
আৱ মচ্ছ কর করত অহেরা॥
লঙ্কা কর রাকস অতি কারা।
আৱৈ চলা হোই অঁধিয়ারা॥
পাঁচ মূঁড় দস বাহীঁ তাহী।
দহি ভা সাৱঁ লঙ্ক জব দাহী॥
ধুআঁ উঠৈ মুখ সাঁস সঁঘাতা।
নিকসৈ আগি কহৈ জো বাতা॥
ফেঁকরে মূঁড় চঁৱর জনু লাএ।
নিকসি দাঁত মুঁহ-বাহর আএ॥
দেহ রীছ কৈ রীছ ডেরাঈ।
দেখত দিস্টি ধাই জনু খাঈ॥
রাতে নৈন নিয়র জো আৱা।
দেখি ভয়াৱন সব ডর খাৱা॥
ধরতী পায়ঁ সরগ সির জনহুঁ সহস্রাবাহু।
চাঁদ সূর ঔ নখত মহঁ অস দেখা জস রাহু॥

বিভীষণের এক অনুচর সমুদ্রের মাঝখানে এসেছিল মৎস্য শিকার করতে। অতিশয় কালো লঙ্কার সেই রাক্ষস। সে যখন চলে চারদিক আঁধার হয়ে আসে। তার পাঁচ মুণ্ড এবং দশ হাত। লঙ্কা দহনের সময় সেও দগ্ধ হয়েছিল। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ওঠে। কথা বলার সময় আগুন ছোটে। মাথা নাড়লে যেন চামর দোলে। মুখের বাইরে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। ভাল্লুকের ন্যায় তার শরীর, কিন্তু তাকে দেখে ভাল্লুকও ভয় পায়। কেউ তার দৃষ্টিপথে এলে সে ছুটে গিয়ে তাকে ভক্ষণ করে। কাছে এলে দেখা যায় তার চোখ রক্তবর্ণের। সেই ভয়ানক মূর্তি দেখলে সবাই ভয় পায়।

তার পদতলে পৃথিবী, মাথা ছোঁয় আকাশে। সে যেন (পুরাণের) সহস্রবাহু। চাঁদ সূর্য এবং নক্ষত্রের কাছে তাকে রাহুর মতো দেখায়।

৫

বোহিত বহে ন মানহিঁ খেৱা।
রাজহিঁ দেখি হঁসা মন দেৱা॥
বহুতেঁ দিনহিঁ বার ভই দূজী।
অজগর কেরি আই ভুখ পূজী॥
য়হ পদমিনী বিভীষণ পাৱা।
জানহু আজু অজোধ্যা ছাৱা॥
জানহু রাৱন পাঈ সীতা।
লঙ্কা বসী রাম কহঁ জীতা॥
মচ্ছ দেখি জৈসে বগ আৱা।
টোই টোই ভুই পাৱঁ উঠাৱা॥
আই নিয়র হোই কীহ্ন জোহারূ।
পূছা খেম কুসল বেবহারূ॥
জো বিশ্বাসঘাত কর দেৱা।
বড় বিসবাস করৈ কৈ সেৱা॥
কহাঁ মীত তুম ভূলেহু ঔ আএহু কেহি ঘাট।
হৌঁ তুম্হার অস সেৱক লাই দেউঁ তোহি বাট॥

বহিত্রগুলি নাবিকদের নির্দেশ না মেনে অগ্রসর হতে লাগল। রাজাকে দেখে রাক্ষস মনে মনে হেসে বলল, "অনেকদিন পর দ্বিতীয়বার আজ অজগরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার সুযোগ এসেছে। এই পদ্মিনীকে যদি বিভীষণ পান তবে তা তাঁর পক্ষে অযোধ্যায় শিবির স্থাপন বলে মনে হবে। তাহলে তা হবে যেন লঙ্কায় রামকে জয় করে রাবণের সীতালাভের মতো ব্যাপার।" মাছকে দেখে যেমন বক এগিয়ে আসে তেমনি মাটিতে পা ফেলে ফেলে সে এগিয়ে এল। কাছে এসে সে অভিবাদন করে ওদের কুশল এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। বিশ্বাসঘাতক রাক্ষস এভাবে বিশ্বাস উৎপাদক সেবার ছলনা করে বলল,—

"বন্ধুগণ, তোমরা কেমন করে পথ ভুলে এ কোন ঘাটে এসে পড়েছ? আমি তোমাদের সেবক, এস ঠিক পথে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।"

৬

গাঢ় পরে জিউ বাউর হোঈ।
জো ভলি বাত কহৈ ভল সোঈ॥
রাজৈ রাকস নিয়র বোলাৱা।
আগে কীহ্ন পন্থ জনু পাৱা॥
করি বিশ্বাস রাকসহি বোলা।
বোহিত ফেরু জাই নহিঁ ডোলা॥
তূ খেৱক খেৱকহু উপরাহীঁ।
বোহিত তীর লাউ গহি বাহীঁ॥
তোহিঁ তেঁ তীর ঘাট জো পাৱৌঁ।
নৌগিরিহী তোড়র পহিরাৱৌঁ॥
কুণ্ডল স্রৱন দেউঁ পহিরাঈ।
মহরা কৈ সৌঁপৌ মহরাঈ॥
তস মৈঁ তোরি পূরাৱৌঁ আসা।
রকসাঈ কৈ রহৈ ন বাসা॥
রাজৈ বীরা দীহ্না নহিঁ জানা বিসরাস।
বগ অপনে ভখ কারন হোই মচ্ছ কর দাস॥

বিপদে পড়লে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তখন যে ভালো কথা বলে তাকেই ভালো মনে হয়। রাজা রাক্ষসকে কাছে ডেকে আগে আগে পথ দেখাতে বললেন। রাক্ষসকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তিনি বললেন, "বহিত্রগুলোকে এমনভাবে চালনা কর যাতে বিচলিত না হয়। তুমি আমার নাবিকদের মধ্যে প্রধান কর্ণধার। তরীগুলিকে ঠিকমতো বেয়ে নিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়াও। তোমার সাহায্যে যদি আমরা ঠিকভাবে কূলে পৌঁছতে পারি, তাহলে আমি তোমাকে কণ্ঠে পরার জন্য নবগ্রহরত্নের তোড়া উপহার দেব। কানে পরার জন্য দেব কুণ্ডল এবং মাল্লার সর্দার হিসাবে পারিশ্রমিক দেব। তোমাকে আশা পুরিয়ে এত দেব যে আর রাক্ষস-বৃত্তি করতে হবে না।

রাজা তার (রাক্ষসের) ছলনা না বুঝে তাকে পান দিলেন। বক নিজের আহারের জন্য এভাবে মৎস্যের দাস হয়।

৭

রাকস কহা গোসাঈ বিনাতী।
ভল সেৱক রাকস কৈ জাতী॥
জহিয়া লঙ্ক দহী শ্রীরামা।
সেৱ ন ছাঁড়া দহি ভা সামা॥
অবহুঁ সেৱ করৌঁ সঁগ লাগে।
মনুষ ভুলাই হোউঁ তেহি আগে॥
সেতুবংধ জহঁ রাঘব বাঁধা।
তহঁৱা চঢ়ৌঁ ভার লেই কাঁধা॥
পৈ অব তুরত দান কিছু পারৌঁ।
তুরত খেই ওহি বাঁধ চঢারৌঁ॥
তুরত জো দান পানি হঁসি দীজৈ।
থোরে দান বহুত পুনি লীজৈ॥
সেৱ করাই জো দীজৈ দানূ।
দান নাহিঁ সেৱা কর ভানূ॥
দিয়া বুঝা সত ন রহা হুত নিরমল জেহি রূপ।
আঁধী বোহিত উড়াঈ কৈ লাই কীন্হ অন্ধকূপ॥

রাক্ষস বিনীতভাবে বলল, "প্রভু, রাক্ষস জাতি ভাল সেবক। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন, পুড়ে কালো হয়ে গেছি, তবু সেবা ছাড়ি নি। এখন আমি সেবা করার জন্য আপনার সঙ্গ নিলাম। লোকেরা পাছে পথ ভোলে তাই আমি আপনার আগে আগে রইলাম। এই ভার কাঁধে বহন করে যেখানে রামচন্দ্র সেতু বেঁধেছেন সেই সেতুবন্ধের উপর রাখছি। তবে তার আগে এখনই তাড়াতাড়ি কিছু দান পেলে দ্রুত খেয়া নিয়ে ওই বাঁধে আপনাদের উঠিয়ে দিতে পারি। সত্বর আমার হাতে সহাস্যে কিছু দান করুন, সেই সামান্য দানের বিনিময়ে অনেক কিছু আপনি ফিরে পাবেন। সেবা নিয়ে যদি কিছু দান করেন, তাহলে তা দান নয়, তা হল সেবার পারিশ্রমিক।"

(বুদ্ধির) দীপ নিভে গেল, নির্মলকান্তি সত্যও অন্তর্হিত হল। হঠাৎ আঁধির ঝড় বহিত্রগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে ঘূর্ণির অন্ধকূপের মধ্যে এনে ফেলল।

৮

জহাঁ সমুদ মঝধার মঁড়ারূ।
ফিরৈ পানি পাতার-দুআরূ॥
ফিরি ফিরি পানি ঠাৱঁ ওহি ভরৈ।
ফেরি ন নিকসৈ জো তহঁ পরৈ॥
ওহী ঠাৱঁ মহিরাৱন-পুরী।
হলকা তর জম-কাতর ছুরী॥
ওহী ঠাৱঁ মহিরাৱন মারা।
পরে হাড় জনু খরে পহারা॥
পরী রীঢ় জো তেহি কৈ পীঠী।
সেতুবন্ধ অস আৱৈ দীঠী॥
রাকস আই তঁহা কে জুরে।
বোহিত ভঁৱর-চক্র মহঁ পরে॥
ফিরৈ লগে বোহিত তস আঈ।
জস কোঁহার ধরি চাক ফিরাঈ॥
রাজৈ কহা রে রাকস জানি বুঝি বৌরাসি।
সেতুবন্ধ য়হ দেখৈ কস ন তহাঁ লেই জাসি॥

মধ্যসমুদ্রে যেখানে ঘূর্ণাবর্ত, সেখানে জল ঘুরতে ঘুরতে পাতালের দুয়ারে নেমে গেছে। ঘুরন্ত জল ওইখানে গিয়ে জমা হয়। যে সেই ঘূর্ণিতে পড়ে সে আর বের হতে পারে না। ওইখানেই মহীরাবণ-পুরী। যমের তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণধার লহর সেখানে। ওই জায়গায় মহীরাবণ নিহত হয়েছিল। পর্বতের ন্যায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে তার অস্থিপুঞ্জ। তার পিঠের শিরদাঁড়াটি পড়ে আছে, দেখে মনে হয় যেন সেতুবন্ধের বাঁধ। রাক্ষস সেখানে তাঁদের নিয়ে এল। বহিত্রগুলি পড়ল ঘূর্ণিচক্রের মধ্যে। সেখানে এসে সেগুলি কুমোর যেমন করে চাকা ঘোরায় তেমনি করে ঘুরতে লাগল।

রাজা বললেন, "ওরে রাক্ষস, জেনে শুনে তুই পাগলামি করছিস। ওই তো সেতুবন্ধ দেখা যাচ্ছে, কেন সেখানে নিয়ে যাচ্ছিস না?"

৯

সেতুবন্ধ সুনি রাকস হঁসা।
জানহু সরগ টূটি ভুই খসা॥
কো বাউর বাউর তুম দেখা।
জো বাউর ভখ লাগি সরেখা॥
পাঁখী জো বাউর ঘর মাটী।
জীভ বঢ়াই ভখৈ সব চাঁটী॥
বাউর তুম জো ভখৈ কহঁ আনে।
তবহিঁ ন সমঝে পন্থ ভুলানে॥
মহিরাবন কৈ রীঢ় জো পরী।
কহহু সো সেতুবন্ধ বুধি ছরী॥
য়হ তো আহি মহিরাবন-পুরী।
জহবাঁ সরগ নিয়র ঘর দূরী॥
অব পছিতাহু দরব জস জোরা।
করহু সরগ চঢ়ি হাথ মরোরা॥
জো রে জিয়ত মহিরাবন লেত জগত কর ভার।
সো মরি হাড় ন লেইগা অস হোই পরা পহার॥

সেতুবন্ধের কথা শুনে রাক্ষস অট্টহাস্য করে উঠল। মনে হল যেন স্বর্গ ভেঙে পড়ল মাটিতে। (বলল), "কে পাগল? তোমাকেই দেখছি পাগল। যে পাগল, সেও খাদ্যসংগ্রহে চতুর। যে পতঙ্গ উন্মত্তের মতো ঘুরে বেড়ায় সে মাটির ঘরে জিভ বাড়িয়ে পিঁপড়ে ভক্ষণ করে। তুমিই পাগলের মতো নিজেকে অপরের ভক্ষ্য করার জন্য এখানে এসেছ। অথচ তা না বুঝে পথভ্রষ্ট হয়েছ। মহিরাবণের শিরদাঁড়া ওখানে পড়ে রয়েছে, বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে তাকেই বলছ সেতুবন্ধ। এ তো মহিরাবণের পুরী, যেখান থেকে স্বর্গ কাছে, এবং ঘর দূরে। এখন এত ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের জন্য অনুতাপ কর। স্বর্গে উঠে অতঃপর হাত কচলাও।"

জীবিতকালে যে মহিরাবণ জগতের ভার বহন করত, মৃত্যুর পর সে নিজের হাড় ক'খানা বহন করতে পারল না, তাই ওখানে পাহাড়ের মতো পড়ে আছে।

১০

বোহিত ভঁবহিঁ ভঁবৈ সব পানী।
নাচহিঁ রাকস আস তুলানী॥
বূড়হিঁ হস্তী ঘোর মানবা।
চহুঁ দিসি আই জুরে মঁস-খবা॥
ততখন রাজ-পঙ্খি এক আবা।
সিখর টূট জস ডসন ডোলাবা॥
পরা দিস্টি রহ রাকস খোটা।
তাকেসি জৈস হস্তি বড় মোটা॥
আই ওহী রাকস পর টূটা।
গহি লেই উড়া ভঁবর জল ছূটা॥
বোহিত টূক টূক সব ভএ।
এহু ন জানা কহঁ চলি গএ॥
ভএ রাজা রানী দুই পাটা।
দুনৌঁ বহে চলে দুই বাটা॥
কায়া জীউ মিলাই কৈ মারি কিএ দুই খণ্ড।
তন রোবৈ ধরতী পরা জীউ চলা বরম্হণ্ড॥

অতঃপর জলের ঘূর্ণিতে বহিত্রগুলি ঘুরতে লাগল। রাক্ষস নাচতে লাগল। (রত্নসেনের) আশা ঘুচে গেল। হাতী, ঘোড়া, মানুষ ডুবতে লাগল, চারদিক থেকে ছুটে এল মাংসাশীর (পক্ষী) দল। ইতিমধ্যে এক পক্ষীন্দ্র উড়ে এল, তার ডানার ঝাপটে পর্বতের শিখর ভেঙে পড়ল। জঘন্য রাক্ষসের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। একে তার মনে হল প্রকাণ্ড এক মোটা (জল) হস্তী। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাক্ষসের উপর। তাকে আকর্ষণ করে সে উড়ে যেতেই জলের ঘূর্ণি থেমে গেল। কিন্তু বহিত্রগুলো সব টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে কোথায় যে ভেসে গেল জানা গেল না। দুটো পাটাতনকে আশ্রয় করে রাজা ও রাণী দুজনে দুদিকে ভেসে চললেন।

দেহ ও প্রাণকে যিনি মিলিত করেন তিনিই আবার তাদের পৃথক করে দেন। তখন দেহ ধরাতলে পড়ে কাঁদে, আত্মা চলে যায় ব্রহ্মাণ্ডে।

১

মুরুছি পরী পদমাৱতি রানী।
কহাঁ জীউ কহঁ পীউ ন জানী॥
জানহু চিত্র-মূর্তি গহি লাঈ।
পাটা পরী বহী ভস জাঈ॥
জনম ন সহা পরৱন সুকুরাঁরা।
তেই সো পরী দুখ-সমুদ অপারা॥
লছিমী নারঁ সমুদ কৈ বেটী।
তেহি কহঁ লচ্ছি হোই জহঁ ভেঁটী॥
খেলতি অহী সহেলিন্হ সেংতী।
পাটা জাই লাগ তেহি রেতী॥
কহেসি সহেলী দেখহু পাটা।
মূরতি এক লাগি বহি ঘাটা॥
জো দেখা নিরই হৈ সাঁসা।
ফ্‌ল মুরা পৈ মুঈ ন বাসা॥
রঙ্গ জো রাতী প্রেম কে জানহু বীরবহুটি।
আই বহী দধি সমুদ মহঁ পৈ রঙ্গ গএউ ন ছুটি॥

রাণী পদ্মাবতী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কোথায় তিনি আর কোথায় তাঁর প্রিয়তম, কিছুই জানতে পারলেন না। যেন একটি চিত্রমূর্তির ন্যায় তিনি পাটাতনের উপর অবস্থান করে ভেসে যেতে লাগলেন। জন্ম থেকে যাঁর সুকুমার দেহকে পবনের আঘাত সইতে হয় নি, এখন তা অপার দুঃখ-সাগরে নিপতিত হল। সমুদ্রের এক কন্যা, তাঁর নাম লক্ষ্মী; কারণ যে তাঁর সাক্ষাৎ পায় তারই লক্ষ্মীলাভ হয়। তিনি সমুদ্রতীরে সখীদের সঙ্গে খেলছিলেন, (পদ্মাবতীর) পাটাতন সেখানে গিয়ে ভিড়ল। তিনি বললেন, "হে সখী, দেখ ওই পাটা, এক মূর্তিকে নিয়ে ঘাটে এসে লাগল। যা দেখছি, (মনে হচ্ছে) তার নিঃশ্বাস পড়ছে। ফুল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ নিঃশেষ হয় নি।

বীরবধূটি বা রক্তিম কীটের ন্যায় সে অনুরাগের রঙে রাঙা। দধি-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে, তবু তার বর্ণ ম্লান হয় নি।"

২

লক্ষ্মী লখন বতীসো লখী।
কহেসি ন মরৈ সঁভারহু সখী॥
কাগর পতরা ঐস সরীরা।
পৱন উড়াই পরা মঁঝ নীরা॥
লহরি ঝকোর উদধি জল ভীজা।
অবহূঁ রূপ-রঙ্গ নহিঁ ছীজা॥
আপু সীস লেই বৈঠী কোরৈ।
পৱন ডোলারৈঁ সখি চহুঁ ওরৈ॥
বহুরি জো সমুঝি পরা তন জীউ।
মঁাগসি পানি বোলি কৈ পীউ॥
পানি পিয়াই সখী মুখ ধোঈ।
পদমিনি জনহুঁ কৱঁল সঙ্গ কোঈঁ॥
তব লছিমী দুখ পুছা ওহী।
তিরিয়া সমুঝি বাত কহু মোহীঁ॥
দেখি রূপ তোর আগর লাগি রহা চিত মোর।
কেহি নগরী কৈ নাগরী কাহ নারঁ ধনি তোর॥

লক্ষ্মী রমণী-রূপের বত্রিশ লক্ষণ লক্ষ করে বললেন, "এ মরে নি, সখীগণ এর শুশ্রূষা কর। কাগজের ন্যায় পাতলা এর শরীর, পবনে উড়ে মাঝ সমুদ্রে এসে পড়েছে। তরঙ্গে প্রহৃত হয়ে এবং সমুদ্রের জলে ভিজেও এর রূপ বর্ণ ক্ষীণ হয় নি।" তিনি তাঁর মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসলেন, সখীরা চারদিকে বসে হাওয়া করতে লাগল। যখন পদ্মাবতীর দেহে চেতনা ফিরে এল তিনি 'পিউ' বলে জল প্রার্থনা করলেন। সখীরা জল পান করিয়ে, তাঁর মুখে সেচন করল; তারা সকলেই পদ্মিনী নারী, যেন কমলের চারদিকে কুমুদ ফুল। তখন লক্ষ্মী পদ্মাবতীর দুঃখের কাহিনী জানতে চাইলেন, বললেন, "স্ত্রীলোক জেনে আমার কাছে সব কথা খুলে বল।

তোমার অসামান্য রূপ দেখে আমার চিত্তে আগ্রহ জেগেছে। তুমি কোন নগরের অধিবাসী, হে রমণী, কি নাম তোমার?"

৩

নৈন পসার দেখ ধনি চেতী।
দেখৈ কাহ সমুদ কৈ রেতী ॥
আপন কোই ন দেখেসি তহাঁ।
পুছেসি তুম্হ হৌ কো হৌঁ কহাঁ ॥
কহাঁ সো সখী কঁৱল সঁগ কোঈ।
সো নাহী মোহিঁ কহাঁ বিছোঈ ॥
কহাঁ জগত মহঁ পীউ পিয়ারা।
জো সুমেরু বিধি গরুঅ সঁৱারা ॥
তাকর গরুঈ প্রীতি অপারা।
চঢ়ী হিয়ে জনু চঢ়া পহারা ॥
রহৌঁ জো গরুই প্রীতি সৌঁ ঝাঁপী।
কৈসে জিঔঁ ভার-দুখ চাঁপী ॥
কঁৱল-করী জিমি চূরী নাহাঁ।
দীন্হ বহাই উদধি জলমাহাঁ ॥
আৱা পৱন বিছোহ কর পাট পরী বেকরার।
তরিৱর তজা জো চুরি কৈ লাগৌঁ কেহি কে ডার ॥

তখন পদ্মাবতী চেতনা ফিরে পেয়ে নয়ন মেলে দেখলেন। কি দেখলেন? সমুদ্রতটের বালুকাবেলা। সেখানে আপনার কাউকেই দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কারা? আমি কোথায়? কোথায় গেল সখীরা, কমল-সঙ্গিনী কুমুদ-সমূহ? তারা তো এখানে নেই, আমাকে ফেলে কোথায় গেল? বিধাতা যাঁকে সুমেরুতুল্য করে গড়েছেন আমার সেই প্রিয়তম কোন্ জগতে রয়ে গেলেন। তাঁর অপার প্রীতি আমার হৃদয়ে যেন পর্বতের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আমি যে তাঁর প্রেমের আবরণে জড়িয়ে আছি, কেমন করে এই দুঃখের ভারে চাপা পড়ে বাঁচব? আমার প্রভু যেন কমলকলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ঝড় এল। পাটাতন আশ্রয় করে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লাম। তরুবর যেখানে আমাকে নিরাশ্রয় করে ভেঙে পড়ল, সেখানে আমি আর কোন ডালকে আশ্রয় করব?"

৪

কহেন্হি ন জানহিঁ হম তোর পীউ।
হম তোহিঁ পাৱ রহা নহিঁ জীউ ॥
পাট পরী আই তুম বহী।
ঐস ন জানহিঁ দহুঁ কহঁ অহী ॥
তব সুধি পদমাৱতি মন ভঈ।
সঁৱরি বিছোহ মুরছি মরি গঈ ॥
নৈনহিঁ রকত-সুরাহী ঢরৈ।
জনহুঁ রকত সির কাটে পরৈ ॥
খন চেতৈ খন হোই বেকরারা।
ভা চন্দন বন্দন সব ছারা ॥
বাউরি হোই পরী পুনি পাটা।
দেহুঁ বহাই কন্ত জেহি ঘাটা ॥
কো মোহিঁ আগি দেই রচি হোরী।
জিয়ত ন বিছুরৈ সারস-জোরী ॥
জেহি সির পরা বিছোহা দেহু ওহি সির আগি।
লোগ কহৈ য়হ সর চঢ়ী হৌঁ সো জরৌঁ পিউ লাগি ॥

তারা (সখীরা) বলল, "তোমার প্রিয়তমের কথা আমরা জানি না।" আমরা তোমাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখতে পেলাম। পাটায় করে তুমি ভেসে আসছিলে। দ্বিতীয় আর কে কোথায় আছে আমরা জানি না।" তখন পদ্মাবতীর সব মনে পড়ল, বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে তিনি মৃতবৎ মূর্চ্ছা গেলেন। তাঁর নয়ন থেকে রক্তের ধারা বইল। শিরশ্ছেদ হলে যেমন রক্ত ঝরে তেমনি প্রবাহিত হতে লাগল। ক্ষণে চেতন, আবার পরক্ষণে অচেতন হয়ে পড়লেন। চন্দনতিলক ভস্মে পর্যবসিত হল। তিনি পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়ে পাগলের ন্যায় বলতে লাগলেন, "কান্ত যে ঘাটে আছেন আমাকে সেদিকে ভাসিয়ে দাও। কে আমার (আত্মবিসর্জনের) জন্য হোলির আগুন জ্বালিয়ে দেবে? সারস যুগল বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচে না।

যে মস্তকে বিরহ ভেঙে পড়েছে, তাতে আগুন লাগিয়ে দাও। লোকে বলুক, 'এ চিতায় চড়ে সতী হয়েছে', আমি প্রিয়তমের জন্য পুড়ে মরব।"

৫

কায়া-উদধি চিত্তর পিউ পাহাঁ।
দেখৌ রতন সো হিরদয় মাহাঁ॥
জনহুঁ আহি দরপন মোর হীয়া।
তেহি মহঁ দরসন দেখারৈ পীয়া॥
নৈন নিয়র পহুঁচত সুঠি দূরী।
অব তেহি লাগি মরৌঁ মৈঁ ঝূরী॥
পিউ হিরদয় মহঁ ভেঁট ন হোঈ।
কো রে মিলাব কহৌঁ কেহি রোঈ॥
সাঁস পাস নিতি আবৈ জাঈ।
সো ন সঁদেস কহৈ মোহিঁ আঈ॥
নৈন কৌড়িয়া হোই মঁড়রাহীঁ।
থিরকি মার পৈ আবৈ নাহীঁ॥
মন ভঁবরা ভা কঁবল-বসেরী।
হোই মরজিয়া ন আনৈ হেরী॥
সাথী আথি নিআথি জো সকৈ সাথ নিরবাহি।
জৌ জিউ জারে পিউ মিলৈ ভেঁটু রে জিউ জরি জাহি॥

"কায়াসমুদ্রে আমি চিত্তপ্রিয়কে পেয়েছি, আমার হৃদয়ের মধ্যে দেখছি সেই রত্নকে (রত্নসেনকে)। আমার হৃদয় যেন একটি দর্পণ, তার ভিতর দিয়ে প্রিয়তম দর্শন দিচ্ছেন। নয়ন নিকটে কিন্তু দৃষ্টি বহুদূরব্যাপ্ত। এখন তাঁর জন্য কেঁদে মরছি। প্রিয়তম অন্তরের মধ্যে থেকেও মিলন হচ্ছে না। কে (আমাদের) মেলাবে, কার কাছে গিয়ে কেঁদে বলব? আমার নিঃশ্বাস তাঁর কাছে যাবার জন্য নিয়ত নির্গত হচ্ছে, কিন্তু তা কোনো সংবাদ নিয়ে আমার কাছে আসছে না। আমার নয়ন পানকৌড়ির ন্যায় ইতস্তত সঞ্চরণ করছে, কিন্তু তা ছুটে গিয়ে শিকার নিয়ে ফিরে আসছে না। আমার চিত্ত-ভ্রমর কমল-নিবাসী, কিন্তু তা ডুবুরী হয়ে (রত্নের) সন্ধান আনছে না।

সম্পদে বিপদে যে শেষপর্যন্ত সঙ্গ দেয় সে-ই যথার্থ সাথী। যদি জীবন দগ্ধ হলে প্রিয়তম মেলে তবে হে প্রাণ! দগ্ধ হয়েই মিলন হোক।"

৬

সতী হোই কহঁ সীস উঘারা।
ঘন মহঁ বীজু ধাব জিমি মারা॥
সেন্দুর জরৈ আগি জনু লাঈ।
সির কৈ আগি সঁভারি ন জাঈ॥
ছুটি মাঁগ অস মোতি-পিরোঈ।
বারহিঁ বার জরৈ জৌ রোঈ॥
টূটহিঁ মোতি বিছোহ জো ভরৈ।
সাবন বূঁদ গিরহিঁ জনু ঝরৈ॥
মহর মহর কৈ জোবন জরা।
জানহুঁ কনক অগিনি মহঁ পরা॥
অগিনি মাঁগ পৈ দেই ন কোঈ।
পাহুন পবন পানি সব কোঈ॥
খীন লঙ্ক টূটী দুখভরী।
বিনু রাবন কেহি বর হোই খরী॥
রোবত পঙ্খি বিমোহে জস কোকিলা-অরম্ভ।
জাকরি কনক-লতা সো বিছুরা পীতম খম্ভ॥

'সতী' হবার মানসে তিনি মাথার ঘোমটা খুলে ফেললেন। (কেশ-পাশের) মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেন বিদ্যুৎছটা বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। অগ্নি-শিখার ন্যায় জলতে লাগল সীমন্তের সিঁদুর। শিরস্থিত সেই আগুন প্রশমিত করা যায় না। মুক্তোগাঁথা সিঁথি সমেত মুক্ত সীমন্তদেশ তাঁর ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে জলে উঠতে লাগল। সিঁথি থেকে খসে পড়তে লাগল বিরহের মুক্তোগুলি, যেমন করে শ্রাবণ মেঘ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টিবিন্দু। দাউ দাউ করে জলে উঠল তাঁর যৌবন, যেন অগ্নি-মধ্যস্থিত কনকপ্রতিমা। তিনি আগুন প্রার্থনা করলেন, কিন্তু কেউই তা দিল না, জল এবং বাতাস দিয়ে সকলে অতিথিসেবা করল। দুঃখের ভারে তাঁর ক্ষীণ কটী ভেঙে পড়ল, রমণ-বিহনে তিনি কার বলে খাড়া হবেন?

কোকিলকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে তিনি পক্ষীদেরও মুগ্ধ করলেন। এই কনকলতা যে স্তম্ভকে অবলম্বন করেছিল সেই প্রিয়তম তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন।

৭

লছিমী লাগি বুঝাবৈ জীউ।
না মরু বহিন মিলহি তোর পীউ॥
পীউ পানি হোউ পবন-অধারী।
জসি হৌঁ তহুঁ সমুদ কৈ বারী॥
মৈঁ তোহি লাগি লেউঁ খটবাটূ।
খোজিহি পিতা জহাঁ লগি ঘাটূ॥
হৌঁ জেহি মিলৌঁ তাহি বড় ভাগূ।
রাজপাট ঔ দেউঁ সোহাগূ॥
কহি বুঝাঈ লেই মঁদির সিধারী।
ভই জেরনার ন জেঁবৈ বারী॥
জেহি রে কন্ত কর হোই বিছোরা।
কহঁ তেহি ভূখ কহাঁ সুখ-সোরা॥
কহাঁ সুমেরু কহা রহ সেসা।
কো অস তেহি সৌঁ কহৈ সঁদেসা॥
লছিমী জাই সমুদ পহঁ রোই বাত রহ চালি।
কহা সমুদ রহ ঘাট মোরে আনি মিলাবোঁ কালি॥

লক্ষ্মী তাঁর হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, "ম'র না বোন, তোমার প্রিয়তমকে পাবে। জল খাও, নিঃশ্বাস গ্রহণ কর। আমার মতো তুমিও সমুদ্রের কন্যা। তোমার জন্য আমি গোঁসা করে যখন শয্যা নেব, তখন পিতা তাঁর (রত্নসেন) জন্য ঘাটে ঘাটে সন্ধান নেবেন। আমি যার সঙ্গে থাকি তার অনেক ভাগ্য, তাকে আমি রাজ্যপাট দি, সুখ সোহাগ দান করি।" এইভাবে বুঝিয়ে তাঁকে সোজা তাঁর অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন। তাঁকে আহার্য দেওয়া হল, কিন্তু পদ্মাবতী কিছুই খেলেন না। যে তার কান্তের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তার কোথায় ক্ষুধা, কোথায় সুখ-নিদ্রা? কোথায় সুমেরু, আর কোথায় শেষনাগ! কে সেখানে আছে যে তাঁর কাছে প্রিয়তমের সংবাদ এনে দেবে?

লক্ষ্মী সমুদ্রের কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বললেন। সমুদ্র বললেন, "সে (রত্নসেন) আমার তীরে পড়ে আছে, কালই তাকে এনে মিলিয়ে দেব।"

৮

রাজা জাই তহাঁ বহি লাগা।
জহাঁ ন কোই সঁদেসী কাগা॥
তহাঁ এক পরবত অহ ডুঁগা।
জহঁবা সব কপূর ঔ মুঁগা॥
তেহি চঢ়ি হের কোই নহিঁ সাথা।
দরব সৈঁতি কিছু লাগ ন হাথা॥
অহা জো রাবন লংক বসেরা।
গা হেরাই কোই মিলা ন হেরা॥
ঢাঢ় মারি কৈ রাজা রোরা।
কেই চিতউরগঢ়-রাজ বিছোরা॥
কহাঁ মোর সব দরব ভঁড়ারা।
কহাঁ মোর সব কটক সঁধারা॥
কহাঁ তুরংগম বাঁকা বলী।
কহাঁ মোর হস্তী সিংঘলী॥
কহঁ রাণী পদমারতী জিউ বসৈ জেহি পাহঁ।
মোর মোর কৈ খোএউঁ ভূলি গরব অরগাহ॥

রাজা ভেসে ভেসে এমন স্থানে এলেন যেখানে সংবাদ নেবার মতো কোনো কাকও ছিল না। সেখানে এক পর্বতের টিলা ছিল যা কর্পূর এবং প্রবালে পূর্ণ। তার ওপর উঠে তিনি সঙ্গীদের কাউকেই দেখতে পেলেন না। তাঁর সঞ্চিত সম্পদও কিছুই হাতে ঠেকল না। যিনি আগে লঙ্কাধিপতি রাবণের ন্যায় বাস করছিলেন, তিনি সর্বস্ব খোয়ালেন এবং কাউকেই দেখতে পেলেন না। ঝাঁকি মেরে রাজা কাঁদতে লাগলেন, "কেন আমি চিতোরগড় ছেড়ে এসেছিলাম? কোথায় গেল আমার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার? কোনখানে গেল আমার সৈন্য এবং তাঁবু? কোথায় গেল আমার বলবান বঙ্কিম অশ্ব? কোথায় আমার সিংহলী হস্তীসমূহ?

কোনখানে গেল আমার প্রাণের আবাস রাণী পদ্মাবতী? অগাধ অহঙ্কারে ডুবে 'আমার আমার' করে সব কিছু খোয়ালাম।

৯

ভঁবর কেতকী গুরু জো মিলাবৈ।
মঁাগৈ রাজ বেগি সো পাবৈ॥
পদমিনি-চাহ জঁহা সুনি পাবৌঁ।
পরৌঁ আগি ঔ পানি ধঁসাবৌ॥
খোঁজৌ পরবত মেরু পহারা।
চঢ়ৌঁ সরগ ঔ পরৌঁ পতারা॥
কহঁা সো গুরু পাবৌঁ উপদেসী।
আগম পন্থ জো কহৈ গবেসী॥
পরেউঁ সমুদ্র মাহঁ অবগাহা।
জহাঁ ন বার পার নহিঁ থাহা॥
সীতা-হরন রাম সংগ্রামা।
হনুবঁত মিলা ত পাঈ রামা॥
মোহিঁ ন কোই বিনবৌঁ কেহি রোঈ।
কো বর বাঁধি গবেসী হোঈ॥
ভঁবর জো পারা কঁবল কহঁ মন চীতা বহু কেলি।
আই পরা কোই হস্তী চুর কীন্হ সো বেলি॥

"যে গুরু ভ্রমর ও কেতকীকে মিলিয়ে দেবেন, তিনি যদি (আমার) রাজত্ব চান সঙ্গে সঙ্গেই তা পেয়ে যাবেন। এখন যেখানে গেলে আমি পদ্মাবতীর সংবাদ পাব, সেখানেই যাব, তা আগুনের মধ্যেই হোক, অথবা জলের ভিতর ঢুকেই হোক। তাকে আমি মেরুপর্বতে খুঁজে বেড়াব, তার জন্য স্বর্গে উঠব অথবা পাতালে ঝাঁপ দেব। কোথায় পাব সেই গুরুর নির্দেশ যে তার আগমন পথের সন্ধান আমাকে বলে দেবে? আমি এমনই অগাধ সাগরেপড়েছি যে তার পার এবং কূল দেখা যায় না। সীতাহরণের পর হনুমানকে পেয়েছিলেন বলেই রাম সংগ্রাম করে পত্নীকে ফিরে পেয়েছিলেন। আমার তো কেউই নেই যার কাছে কেঁদে সব নিবেদন করি। কে দৃঢ়বলে আমার জন্য সন্ধান এনে দেবে?

ভ্রমর যখন কমলকে পায় তখন তার মনে অনেক অভিলাষ হয়। কিন্তু হস্তী যদি সেখানে এসে পড়ে তখন সে কমললতাকে দলিত করে।"

১০

কাহি পুকারৌঁ কা পহঁ জাউঁ।
গাঢ়ে মীত হোই এহি ঠাউঁ॥
কো য়হ সমুদ মথৈ চল গাঢ়ে।
কো মথি রতন পদারথ কাঢ়ে॥
কহঁা সো বরম্হা বিস্নু মহেসূ।
কহঁা সুমেরু কহঁা বহ সেসূ॥
কো অস সাজ দেই মোহিঁ আনী।
বাসুকী দাম সুমেরু মথানী॥
কে দধি-সমুদ্র মথৈ জস মথা।
করনী সার ন কহিঅ কথা॥
জৌ লহি মথৈ ন কোই দেই জীউ।
সুধী অঁগুরী ন নিকসৈ ঘীউ॥
লেই নগ মোর সমুদ ভা বটা।
গাঢ় পরৈ তৌ লেই পরগটা॥
লীলি রহা অব ঢীল হোই পেট পদারথ মেলি।
কো উজিয়ার করৈ জগ ঝাঁপা চন্দ উঘেলি॥

"কাকে আমি ডাকব? কার কাছে যাব? এখানে কে আমার বন্ধু হবে? কে এই দুঃসময়ে সমুদ্রমন্থন করে রত্নপদার্থ তুলে আনবে? কোথায় সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর? কোথায় সুমেরু এবং কোথায় সেই বাসুকী? কে আমাকে সমুদ্রমন্থনের উপকরণ স্বরূপ বাসুকীরূপী রজ্জু এবং সুমেরুরূপ মন্থনদণ্ড এনে দেবে? সমুদ্রমন্থনের ন্যায় কে এই দধি-সমুদ্রকে মন্থন করবে? কথা নয়, কর্মই সার বস্তু। যতক্ষণ না কেউ প্রাণ দিয়ে মন্থন করবে ততক্ষণ সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সমুদ্র আমার ধন নিয়ে নিজের পথে চলেছে, তাকে প্রচণ্ড চাপ দিলে তবেই সে তা বের করবে।

সে আমার জিনিষ উদরস্থ করে এখন অলসভাবে পড়ে আছে। চন্দ্রকে গ্রহণমুক্ত করে কে জগৎকে উজ্জ্বল করে তুলবে?

১১

এ গোসাই তু সিরজন হারা।
তুই সিরজা য়হ সমুদ অপারা॥
তুই অস গগন অন্তরিখ থাঁভা।
জহাঁ ন টেক থূনি ন থাঁভা॥
তুই জল উপর ধরতী রাখী।
জগত ভার লেই ভার ন থাকী॥
চাঁদ সুরুজ ঔ নখতন্হ-পাঁতী।
তোরে ডর ধাবহিঁ দিন-রাতী॥
পানী পবন আগি ঔ মাটী।
সব কে পীঠ তোরি হৈ সাঁটী॥
সো মূরখ ঔ বাউর অন্ধা।
তোহি ছাঁড়ি চিত ঔরহি বন্ধা॥
ঘট ঘট জগত তোরি হৈ দীঠী।
হৌঁ অন্ধা জেহি সুঝ ন পীঠী॥
পবন হোই ভা পানী পানি হোই ভা আগি।
আগি হোই ভা মাটী গোরখ ধন্ধে লাগি॥

"হে ঠাকুর, তুমি সৃজনকর্তা। তুমি এই অপার সমুদ্র সৃষ্টি করেছ। তুমি এই গগন ও অন্তরীক্ষকে কোনো থাম বা খুঁটি ছাড়াই ধারণ করে আছ। তুমি জলের উপর রেখেছ ধরিত্রীকে, জগতের ভারকে নির্ভার বস্তুর মতো ধারণ করে আছ। চাঁদ সূর্য এবং নক্ষত্র-পংক্তি তোমারই ভয়ে দিন রাত ধাবমান। জল, বায়ু, আগুন এবং মাটি সব কিছুর উপরেই তোমার আধিপত্য। তোমাকে ছেড়ে অন্য কিছুতে যে চিত্ত নিবিষ্ট করে সে মূর্খ, পাগল এবং অন্ধ। জগতের সর্বত্র তুমি দৃশ্যমান; আমি অন্ধ, তাই তোমার লীলা স্পষ্ট বুঝি নি।

পবন হয়ে যায় জল, জল হয়ে যায় আগুন, আগুন হয়ে যায় মাটি, সব কিছুই গোরক্ষনাথের ধাঁধা।"

১২

তুই জিউ তন মেরবসি দেই আউ।
তুহী বিছোরসি করসি মেরাউ॥
চৌদহ ভুবন সো তোরে হাথা।
জহঁ লগি বিছুর আর এক সাথা॥
সব কর মরম ভেদ তোহি পাহাঁ।
রোঁব জমাবসি টূটৈ জাহাঁ॥
জানসি সবৈ অবস্থা মোরী।
জস বিছুরী সারস কৈ জোরী॥
এক মুএ ররি মুবৈ জো দুজী।
রহা ন জাই আউ অব পূজী॥
ঝূরত তপত বহুত দুখ ভরউঁ।
কলপোঁ মাঁথ বেগি নিস্তরউ॥
মরৌঁ সো লেই পদমাবতি নাউঁ।
তুই করতার করেসি এক ঠাউঁ॥
দুখ সৌ পীতম ভেঁটি কৈ সুখ সোঁ সোব ন কোঈ।
এহি ঠাঁব মন ডরপৈ মিলি ত বিছোহা হোই॥

তুমি আয়ু দান করে দেহ ও প্রাণকে মিলিত কর। তুমিই তাদের বিচ্ছিন্ন করে আবার মেলাও। চৌদ্দভুবন তোমারই হাতে, তোমার জন্য সব কিছু বিযুক্ত হয়ে পুনরায় মিলিত হয়। সব কিছুর মর্মমূলে আছ তুমি। লোম ছিঁড়ে গেলে তুমি তাকে গজিয়ে তোল। তুমি আমার সব অবস্থার কথাই জানো; একজোড়া সারস যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একটি মরলে, দ্বিতীয়টিও মরে। আয়ু শেষ হলে বেঁচে থাকা যায় না। শোকে তাপে অনেক দুঃখ সহ্য করেছি, এখন শিরচ্ছেদ করে দ্রুত নিস্তার পেতে চাই। পদ্মাবতীর নাম নিয়ে মরছি, হে বিধাতা, অতঃপর আমাদের একত্র কর।

প্রিয়তমার সঙ্গে মিলনে যেখানে দুঃখ লেগে থাকে, সেখানে কেউ সুখে ঘুমোতে পারে না। মনে সবসময় এই শঙ্কা কাঁপতে থাকে, মিলনের পরেই হয় বিচ্ছেদ।

১৩

কহি কৈ উঠা সমুদ পহঁ আৱা।
কাঢ়ি কটার গীউ মহঁ লাৱা॥
কহা সমুন্দ্র পাপ অব ঘটা।
বাম্হন রূপ আই পরগটা॥
তিলক দুৱাদস মস্তক কীন্হে।
হাথ কনক-বৈসাখী লীন্হে॥
মুদ্রা শ্রবন জনেউ কাঁধে।
কনক-পত্র ধোতী তর বাঁধে॥
পাৱঁরি কনক জরাউঁ পাউঁ।
দীন্হি অসীস আই তেহি ঠাউঁ॥
কহসি কুঁৱর মোসৌঁ সতবাতা।
কাহে লাগি করসি অপঘাতা॥
পরিহঁস মরসি কি কৌনিউ লাজা।
আপন জীউ দেসি কেহি কাজা॥
জিনি কটার গর লারসি সমুঝি দেখু মন আপ।
সকতি জীউ জৌ কাঢ়ে মহা দোষ ঔ পাপ॥

এই কথা বলে তিনি উঠে সমুদ্রতটে এলেন। তরবারি টেনে নিয়ে গ্রীবাদেশে রাখলেন। সমুদ্র বললেন, 'এবার (আত্মহত্যার) পাপকর্ম ঘটতে চলেছে।' ব্রাহ্মণের রূপ ধরে তিনি দেখা দিলেন। তাঁর কপালে দ্বাদশ তিলক, হাতে কনকদণ্ড। কানে কুণ্ডল, কাঁধে যজ্ঞসূত্র। ধুতির নীচে কনকপত্র বাঁধা। পায়ে স্বর্ণমণ্ডিত খড়ম। সেখানে এসেই তিনি (রাজাকে) আশীর্বাদ দিলেন। বললেন, "হে কুমার, সত্য করে বল, কি কারণে অপঘাতে (মরতে) প্রবৃত্ত হয়েছ? ঘৃণায় মরতে যাচ্ছ অথবা কোনো লজ্জায়? কি জন্য দিতে চাইছ নিজের জীবন?

গলায় ছুরি দিও না, নিজের মনে ভালো করে ভেবে দেখ। যে আত্মঘাতী হয় সে ভয়ঙ্কর অপরাধ এবং পাপ করে।"

১৪

কো তুম্হ উতর দেই হো পাঁড়ে।
সো বোলৈ জাকর জিউ ভাঁড়ে॥
জম্বুদীপ কের হৌঁ রাজা।
সো মৈঁ কীন্হ জো করত ন ছাজা॥
সিংঘল দীপ রাজঘর-বারী।
সো মৈঁ জাই বিয়াহী নারী॥
বহু বোহিত দায়জ উন দীন্হা।
নগ অমোল নিরমর ভরি লীন্হা॥
রতন পদারথ মানিক মোতী।
হুতী ন কাহু কে সম্পতি ওতী॥
বহল ঘোড় হস্তী সিংঘলী।
ঔ সঁগ কুঁআরি লাখ দুই চলীঁ॥
তে গোহনে সিংঘল পদমিনী।
এক সৌঁ এক চাহি রূপমনী॥
পদমাৱতি জগ রূপমনি কহঁ লগি কহৌঁ দুহেল।
তেহি সমুন্দ্র মহঁ খোএউঁ হৌঁ কা জিঔঁ অকেল॥

"হে বিপ্র, কে দেবে তোমার উত্তর? যার দেহে প্রাণ আছে সে কথা বলুক। আমি জম্বুদ্বীপের রাজা। যে কাজ করা সম্ভব নয় আমি তা করেছিলাম। সিংহল দ্বীপে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলাম। রাজা যৌতুকস্বরূপ আমাকে নির্মল ও জ্যোতির্ময় অমূল্য রত্নরাজিপূর্ণ অনেক বহিত্র দান করেছিলেন। এত মণিমুক্তা রত্ন ধনসম্পত্তি আর কারোরই ছিল না। যানবাহন, ঘোড়া, সিংহলী হস্তী এবং দু-লক্ষ কুমারী সঙ্গে যাচ্ছিল। তারা সকলে সিংহলের পদ্মিনী, একে অন্যের চেয়ে রূপবতী।

পদ্মাবতী ছিল জগতের অলঙ্কার, কি হবে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলে? আমি তাকে সমুদ্রে খোয়ালাম। এখন কেমন করে একাকী বাঁচব?"

১৫

হঁসা সমুদ হোই উঠা অঁজোরা।
জগ বূড়া সব কহি কহি মোরা॥
তরি হোই তোহি পরে ন বেরা।
বূঝি বিচারি তহুঁ কেহি কেরা॥
হাথ মরোরি ধুনৈ সির ঝাঁখী।
পৈ তোহি হিয়ে ন উঘরৈ আঁখী॥
বহুতৈ আই রোই সির মারা।
হাথ ন রহা ঝূঠ সংসারা॥
জো পৈ জগত হোতি ফুর মায়া।
সৈঁতত সিদ্ধি ন পারত রায়া॥
সিদ্ধৈ দরব ন সৈঁতা মাড়া।
দেখা ভার চুমি কৈ ছাঁড়া॥
পানী কৈ পানী মহঁ গঈ।
তূ জো জিয়া কুসল সব ভঈ॥
জাকর দীহ্ন কয়া জিউ লেই চাহ জব ভার।
ধন লছিমী সব তাকর লেই ত কা পছিতার॥

সমুদ্র হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠলেন। (তিনি বললেন,) জগতে সবাই 'আমার আমার' বলেই ডোবে। যদি তোমার ভেলা থাকে তাহলে কূল দূরবর্তী নয়। বুঝে বিচার করে দেখ তুমি কার? তুমি যতোই দুঃখে হাত ঝাড় এবং মাথা নাড় তবু তোমার হৃদয়ে অন্তর্দৃষ্টি খুলবে না। সংসারের মিথ্যে বস্তুগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল বলে অনেক লোক কেঁদে কেঁদে শিরে করাঘাত করে। কিন্তু হে রাজা, জগতই যেখানে মায়া, সেখানে বস্তু সঞ্চয় করে সিদ্ধি পাওয়া যায় না। সিদ্ধব্যক্তি ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে পুঁতে রাখেন না। তিনি তাকে বোঝা মনে করে ছুঁয়েই ত্যাগ করেন। সমুদ্রের ধন সমুদ্রেই চলে গেছে। তুমি যে বেঁচেছ এটুকুই মঙ্গল।

দেহ এবং প্রাণ যাঁর দান, ইচ্ছে হলেই তিনি তা নিয়ে নেবেন। ধন এবং লক্ষ্মী সবই তো তাঁর, যদি তিনি নিয়েই থাকেন তবে কিসের অনুতাপ?"

১৬

অমু পাঁড়ে পুরুষহি কা হানী।
জৌ পারৌঁ পদমাৱতি রানী॥
তপি কৈ পাৱা মিলি কৈ ফূলা।
পুনি তেহি খোই সোই পথ ভূলা॥
পুরুষ ন আপনি নারি সরাহা।
মুএ গএ সঁৱরৈ পৈ চাহা॥
কহঁ অস নারি জগত উপরাহীঁ।
কহঁ অস জীৱন কৈ সুখ-ছাহীঁ॥
কহঁ অস রহস ভোগ অব করনা।
ঐসে জিএ চাহি ভল মরনা॥
জহঁ অস পরা সমুদ নগ দীয়া।
তহঁ কিমি জিয়া চহৈ মরজীয়া॥
জস অহ সমুদ দীহ্ন দুখ মোকাঁ।
দেই হত্যা ঝগরৌঁ সিৱলোকা॥
কা মৈঁ ওহি ক নসাৱা কা সঁৱরা সো দার্ঁ।
জাই সরগ পর হোইহি এহি কর মোর নিয়ার॥

রাজা—"আচ্ছা, বিপ্রবর; পদ্মাবতী রাণীকে আমি পেলে লোকের কি ক্ষতি? সাধনা করে আমি তাকে পেয়ে মিলনোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। এখন আবার তাকে হারিয়ে পথভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। পুরুষ নিজের পত্নীকে প্রশস্তি করে না, কিন্তু তার মরণ হলে স্মরণ করতে চায়। পৃথিবীতে এমন নারী কোথায় আছে? জীবনের এমন সুখছায়া-দায়িনী আর কোথায়? এমন রস-রহস্য-ভোগ আর কি করে হবে? এমনভাবে বাঁচার চেয়ে মরণই ভালো। যেখানে সাগরে এমন রত্নদীপ ডুবে গেল, সেখানে কেমন করে ডুবুরী বেঁচে থাকবে? সমুদ্র আমাকে যেহেতু এত দুঃখ দিল, তাই তাকে হত্যার ভাগী করে আমি শিবলোকে প্রস্থান করব।

আমার এই আত্মবিনাশে কার কি এসে যায়? আমার বিরুদ্ধে এই দাঁও বা প্রতিশোধ কার মনে থাকবে? আমি স্বর্গে গিয়ে আমার প্রতি অন্যায়ের বিচার পাব।"

১৭

জৌ তু মুৱা কিত রোৱসি খরা।
না মুই মরৈ ন রোৱৈ মরা॥
জো মরি ভা ঔ ছাড়েসি কায়া।
বহুরি ন করৈ মরন কৈ দাঁয়া॥
জো মরি ভএউ ন বূড়ৈ নীরা।
বহা জাই লাগৈ পৈ তীরা॥
তুহী এক মৈঁ বাউর ভেঁটা।
জৈস রাম দসরথ কর বেটা॥
ওহূ নারি কর পরা বিছোৱা।
এহি সমুদ মহঁ ফিরি ফিরি রোৱা॥
উদধি আই তেই বন্ধন কীন্হা।
হতি দসমাথ অমরপদ দীন্হা॥
তোহি বল নাহিঁ মূঁদু অব আঁখী।
লাৱৌ তীর টেক বৈসাখী॥
বাউর অন্ধ প্রেম কর সুনত লুবুধি ভা বাট।
নিমিষ এক মহঁ লেইগা পদমাৱতি জেহি ঘাট॥

সমুদ্র—"যদি তুমি মরেই গিয়ে থাক তাহলে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? মৃত ব্যক্তি আবার মরে না অথবা কাঁদে না। যে মরে গেছে এবং তনুত্যাগ করেছে সে আবার ফিরে মরণের আয়োজন করে না। যে মৃত সে জলে ডুবে থাকে না, ভেসে গিয়ে তীরে এসে লাগে। তুমি দেখছি এক পাগল, যেমন দশরথ পুত্র রাম (সীতাকে হারিয়ে) হয়েছিলেন। তিনি পত্নী-হারা হয়ে এই সমুদ্রের তটে ঘুরে ঘুরে কাঁদছিলেন। অবশেষে সমুদ্রে এসে সেতু বাঁধলেন এবং দশাননকে হত্যা করে তাকে স্বর্গে পাঠালেন। তোমার তো সে ক্ষমতা নেই, অতএব চোখ বন্ধ কর, আমি তোমাকে তীরে পৌছে দেব। আমার এই দণ্ডটা আঁকড়ে ধর।"

এই কথা শুনে প্রেমান্ধ উন্মত্ত (রাজা) পথলুব্ধ হলেন। চোখের পলকে (সমুদ্র) তাঁকে নিয়ে গেলেন পদ্মাবতী যেখানে আছেন সেই তীরে।

১৮

পদমাৱতি কহঁ দুখ তস বীতা।
জস অসোক-বীরৌ তর সীতা॥
কনক-লতা দুই নারঁগ ফরী।
তেহি কে ভার উঠি হোই ন খরী॥
তেহি পর অলক ভুঅঙ্গিনি ডসা।
সির পর চঢ়ে হিয়ে পরগসা॥
রহী মৃনাল টেকি দুখ-দাধী।
আধী কঁৱল ভঈ সসি আধী॥
নলিন-খণ্ড দুই তস করিহাউঁ।
রোমাৱলী বিছুক কহাউঁ॥
রহী টূটি জিমি কঞ্চন-তাগূ।
কো পিউ মেরবৈ দেই সোহাগূ॥
পান ন খাই করৈ উপবাসূ।
ফূল সুখ তন রহী ন বাসূ॥
গগন ধরতি জল বূড়ি গএ বূড়ত হোই নিসাঁস।
পিউ পিউ চাতক জ্যোঁ ররৈ মরৈ সেৱাতি পিয়াস॥

অশোকতরুতলবর্তিনী সীতার ন্যায় পদ্মাবতী দুঃখভোগ করছিলেন। (দেহ) কনকলতা (স্তন) ফলদুটির ভারে উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। অলকদাম ভুজঙ্গিনীর ন্যায় সে দুটিকে দংশন করছিল। কেশপাশ মাথার উপর থেকে নেমে বুকে শোভা পাচ্ছিল। দুঃখে দগ্ধ হয়ে মৃণালটুকু অবলম্বন করে তিনি অবস্থান করছিলেন। তিনি অর্ধেকটা পদ্ম, অর্ধেকটা চাঁদ। মৃণাল তন্তুর ন্যায় তাঁর কটিদেশ, বিছার ন্যায় রোমাবলী। সোনার তাগার ন্যায় তিনি ভেঙে গেছেন, সোহাগ বা সোহাগা দেবার জন্য কে তাঁকে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত করবে? তিনি পান খান নি, উপবাস করছেন। ফুলের ন্যায় শুকিয়ে গেছে দেহ, গন্ধও অবশিষ্ট নেই।

আকাশ ধরণী সবই জলে ডুবে গেছে, তিনিও শ্বাসরহিত হয়ে ডুবে আছেন। তিনি চাতকের ন্যায় স্বাতীবিন্দুর তৃষ্ণায় 'পিউ পিউ' বলে শুধু আর্তনাদ করছেন।

১৯

লছমী চঞ্চল নারি পরেবা।
জেহি সত হোই ছরৈ কৈ সেবা॥
রতনসেন আবৈ জেহি ঘাটা।
অগমন হোই বৈঠি তেহি বাটা॥
ঔ ভই পদমাবতি কে রূপা।
কীন্হেসি ছাঁহ জরৈ জহঁ ধূপা॥
দেখি সো কঁবল ভঁবর হোই ধাবা।
সাঁস লীন্হ বহ বাস ন পাবা॥
নিরখত আই লচ্ছমী দীঠী।
রতনসেন তব দীন্হীঁ পীঠী॥
জৌ ভলি হোতি লচ্ছমী নারী।
তজি মহেস কিত হোত ভিখারী॥
পুনি ধনি ফিরি আগে হোই রোঈ।
পুরুষ পীঠি কস দীন্হ নিছোঈ॥
হৌঁ রানী পদমাবতি রতনসেন তু পীউ।
আনি সমুদ মহঁ ছাঁড়েহু অব রোবৌঁ দেই জীউ॥

বিহঙ্গ-চপল রমণী লক্ষ্মী সত্যবান রাজাকে সেবার ছলনা করে সত্যপরীক্ষা করতে চাইলেন। রত্নসেন যে তীরে এলেন রমণী (লক্ষ্মী) পদ্মাবতীর রূপ ধারণ করে আগের থেকে পথের উপর বসে রইলেন। প্রখর রোদের মধ্যে তিনি ছায়া করে রইলেন। কমলকে দেখে রাজা ভ্রমরের মতো ছুটে এলেন। কিন্তু নিঃশ্বাস গ্রহণ করে সেই পদ্মগন্ধ পেলেন না। তখন ভালো করে নিরীক্ষণ করে লক্ষ্মীকে দেখে রত্নসেন তাঁর দিকে পিছন ফেরালেন। যদি লক্ষ্মীলাভই ভালো হত, তাহলে তা ত্যাগ করে মহেশ কি ভিখারী হতেন? তখন সেই রমণী তাঁর (রত্নসেনের) সামনে এসে কাঁদতে লাগলেন, 'পুরুষ নিষ্ঠুরের ন্যায় বিমুখ হয়ে আছে কেন?'

"আমিই রাণী পদ্মাবতী, রত্নসেন, তুমিই আমার প্রিয়তম। তুমি আমাকে নিয়ে এসে সমুদ্রের মাঝখানে ত্যাগ করে গেলে। এখন আমি প্রাণ হারিয়ে কাঁদছি।"

২০

মৈঁ হৌঁ সোই ভঁবর ঔ ভোজূ।
লেত ফিরৌঁ মালতি কর খোজূ॥
মালতি নারী ভঁবরা পীউ।
লহি রহ বাস রহৈ থির জীউ॥
কা তুই নারী বৈঠি অস রোঈ।
ফূল সোই পৈ বাস ন সোঈ॥
ভঁবর জো সব ফূলন কর ফেরা।
বাস ন লেই মালতিহি হেরা॥
জহাঁ পার মালতি কর বাসূ।
বারৈ জীউ তহাঁ হোই দাসূ॥
কিত রহ বাস পবন পহুঁচাবৈ।
নব তন হোই পেট জিউ আবৈ॥
হৌঁ ওহি বাস জীউ বলি দেউঁ।
ঔর ফূল কৈ বাস ন লেউঁ॥
ভঁবর মালতিহি পৈ চহৈ কাঁট ন আবৈ দীঠি।
সৌঁহৈঁ ভাল খাই পৈ ফিরি কৈ দেই ন পীঠি॥

"আমি সেই ভ্রমর এবং ভোজ যে মালতী ফুলের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রমণী মালতী, পতি হল তার ভ্রমর। মালতীর গন্ধ পেলে তবেই ভ্রমরের প্রাণ স্থির হয়। হে রমণী, তুমি কেন এখানে বসে কাঁদছ? ফুল এক, কিন্তু সেই গন্ধ নেই। ভ্রমর সব ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু মালতীকে দেখলে অন্য কোনো ফুলের গন্ধ নেয় না। যেখানে সে মালতী ফুলের গন্ধ পায় সেখানে জীবন সঁপে দাস হয়ে থাকে। বাতাস যদি সেই গন্ধ নিয়ে আসত তাহলে নবকলেবর লাভ করতাম, দেহে প্রাণ আসত। আমি একমাত্র সেই গন্ধের জন্যই জীবন দান করতে পারি, অন্য কোনো ফুলের গন্ধ আমি নেব না।

ভ্রমর মালতীকে আকাঙ্ক্ষা ক'রে কাঁটার প্রতি দৃকপাতও করে না। এমনকি বর্শায় বিদ্ধ হলেও সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না।"

২১

তব হঁসি কহ রাজা ওহি ঠাউঁ।
জহাঁ সো মালতি লেই চলু জাউঁ॥
লেই সো আই পদমারতি পাসা।
পানি পিয়ারা মরত পিয়াসা॥
পানী পিয়া কঁরল জস তপা।
নিকসা সুরুজ সমুদ মহঁ ছপা॥
মৈঁ পারা পিউ সমুদ কে ঘাটা।
রাজকুঁরর মনি দীপৈ লিলাটা॥
দসন দিপৈ জস হীরা-জোতী।
নৈন-কচোর ভরে জনু মোতী॥
ভুজা লঙ্ক উর কেহরি জীতা।
মূরতি কাহ্ন দেখ গোপীতা॥
জস রাজা নল দমনহিঁ পূছা।
তস বিনু প্রান পিণ্ড হৈ ছুঁছা॥
জস তূ পদিক পদারথ তৈস রতন তোহি জোগ।
মিলা ভঁরর মালতি কহঁ করহু দোউ মিলি ভোগ॥

তখন লক্ষ্মী স্মিতহেসে বললেন, "হে রাজা, যেখানে সেই মালতী আছে, চল, সেখানে নিয়ে যাই। রমণী তাঁকে পদ্মাবতীর কাছে নিয়ে এলেন। মুমূর্ষু পিপাসুকে যেন জল দেওয়া হল। তপতী কমলিনী জল পান করলেন। সমুদ্রের মধ্যে লুকিয়েছিল যে সূর্য সে বেরিয়ে এল। (লক্ষ্মী বললেন) আমি তোমার প্রিয়তমকে সমুদ্রের তীরে দেখতে পেলাম। রাজপুত্রের ললাট মণিদীপের ন্যায় উজ্জ্বল। এঁর দশন-দীপ্তি হীরকদ্যুতিময়। নয়নের পাত্র যেন মুক্তাপূর্ণ। এঁর বাহু, কোমর এবং বক্ষ সিংহকে জয় করেছে। গোপীদের নয়ন-মোহন কৃষ্ণের ন্যায় এর রূপ। দময়ন্তীকে খুঁজে ফেরার সময় রাজা নলের মতোই তোমাকে হারিয়ে এঁর প্রাণ শূন্য হয়ে গেছে।

তুমি যেমন রত্নালঙ্কার, ইনি তেমনি তোমার যোগ্য রত্ন। ভ্রমর মালতীকে পেয়েছে, এবার দুজনে মিলে একসঙ্গে উপভোগ কর।

২২

পদিক পদারথ খীন জো হোতী।
সুনতহি রতন চঢ়ী মুখ জোতী॥
জানহুঁ সূর কীহ্ন পরগাসূ।
দিন বহুরা ভা কঁরল-বিগাসূ॥
কঁরল জো বিহঁসি সূর-মুখ দরসা।
সুরুজ কঁরল দিস্টি সৌ পরসা॥
লোচন-কঁরল সিরী-মুখ সূরূ।
ভএউ অনন্দ দুহুঁ রস-মূরূ॥
মালতি দেখি ভঁরর গা ভূলী।
ভঁরর দেখি মালতি বন ফূলী॥
দেখা দরস ভএ একপাসা।
রহ ওহি কে রহ ওহিকে আসা॥
কঞ্চন দাহি দীহ্ন জনু জীউ।
উরা সূর ছুটিগা সীউ॥
পায়ঁ পরী ধনি পীউ কে নৈনহু সৌঁ রজ মেট।
অচরজ ভএউ সবহু কহঁ ভই সসি কঁরলহিঁ ভেঁট॥

রত্নালঙ্কারের (পদ্মাবতীর) জ্যোতি ক্ষীণ হয়েছিল, কিন্তু রত্নের (রত্ন-সেনের) নাম শুনে (মুখে) দীপ্তি দেখা দিল। যেন সূর্যের প্রকাশ হতেই দিন সমাগত হল এবং পদ্ম ফুটে উঠল। কমল স্মিত হেসে যখন সূর্যমুখ দর্শন করল, সূর্যও কমলকে দৃষ্টি দিয়ে স্পর্শ করল। (পদ্মাবতীর) নয়ন কমলতুল্য, (রত্নসেনের) শ্রীমুখ সূর্যের ন্যায়। উভয়েই রসমূল লাভ করে আনন্দিত হলেন। মালতীকে দেখে ভ্রমর বিহ্বল হল। ভ্রমরকে দেখে মালতী উৎফুল্ল হল। উভয়ে একত্রিত হয়ে পরস্পরকে দর্শন করলেন, উভয়ে উভয়কে দেখে আশান্বিত হলেন। কাঞ্চন দগ্ধ হয়ে যেন জীবন দান করল। সূর্য উদিত হল, শীত দূরে গেল।

পদ্মাবতী প্রিয়তমের পদতলে পড়লেন, তাঁর চোখের জলে মাটি ধুয়ে গেল। চন্দ্রের (রত্নসেনের পদ-নখ) সঙ্গে কমলের (পদ্মাবতীর মুখ) মিলন দেখে সবাই বিস্মিত হল।

২৩

জিনি কাহু কহঁ হোই বিছোউ।
অস রৈ মিলৈ মিলৈ সব কোউ॥
পদমাৱতি জো পাৱা পীউ।
জনু মরজিয়হি পরা তন জীউ॥
কৈ নেৱছাৱরি তন মন বারী।
পায়ঁহ্ন পরী ঘালি গিউ নারী॥
নৱ অৱতার দীহ্ন বিধি আজু।
রহী ছার ভই মানুষ-সাজু॥
রাজা রোৱ ঘালি গিউ পাগা।
পদমাৱতি কে পায়ঁহ্ন লাগা॥
তন জিউ মহঁ বিধি দীহ্ন বিছোউ।
অস ন করৈ তৌ চীহ্ন ন কোউ॥
সোঈ মারি ছার কৈ মেটা।
সোই জিয়াই করাৱৈ ভেটা॥
মুহমদ মীত জো মন বসৈ বিধি মিলাৱ ওহি আনি।
সংপতি বিপতি পুরুষ কহে কাহ লাভ কা হানি॥

কেউ যেন কারোর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হয়। এঁদের মতো সকলেই যেন পরস্পর মিলিত হয়। পদ্মাবতী যখন প্রিয়তমকে পেলেন তখন তাঁর মনে হল যেন নবজীবন লাভ হল। বালা তাঁর দেহ মন সমর্পণ করে এবং মাথা নত করে রত্নসেনের পায়ে পড়ে বললেন, "বিধাতা আজ আমাকে নবজন্ম দিলেন। ছাই হয়ে পড়েছিলাম, এখন আমার মানুষের রূপ হল। রাজাও স্কন্ধদেশে উষ্ণীষ লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং পদ্মাবতীর চরণ ধারণ করলেন। বিধাতা দেহ ও প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে কাঁদান। এমন না করলে কেউই তাঁকে চিনতো না। তিনি কখনও মেরে ছাই করে মাটিতে মিশিয়ে দেন, কখনও আবার বাঁচিয়ে তুলে মিলিয়ে দেন।

মুহম্মদ বলছেন বিধাতা যদি মনের মতো বন্ধু এনে মিলিয়ে দেন, তাহলে পুরুষের সম্পদেই বা কি লাভ? বিপদেই বা কি ক্ষতি? (অর্থাৎ সম্পদকালে এর চেয়ে লাভজনক কিছু নেই, বিপদকালেও কিছু ক্ষতি হবে না।)

২৪

লছমী সৌঁ পদমাৱতি কহা।
তুম্হ প্রসাদ পাইউঁ জো চহা॥
জো সব খোই জাহিঁ হম দোউ।
জো দেখৈ ভল কহৈ ন কোউ॥
জে সব কুঁৱর আএ হম সাথী।
ঔ জত হস্তি ঘোড় ঔ আথী॥
জো পাৱৈঁ সুখ জীৱন ভোগূ।
নাহিঁ ত মরন ভরন দুখ রোগূ॥
তব লছমী গই পিতা কে ঠাউঁ।
জো এহি কর সব বূড় সো পাউঁ॥
তব সো জরী অমৃত লেই আৱা।
জো মরে হুত তিহ্ন ছিরিকি জিয়াৱা॥
এক এক কৈ দীহ্ন সো আনী।
ভা সঁতোষ মন রাজা রানী॥
আই মিলে সব সাথী হিলি মিলি করহিঁ অনন্দ।
ভঈ প্রাপ্ত সুখ-সম্পতি গএউ ছুটি দুখ-দন্দ॥

লক্ষ্মীকে পদ্মাবতী বললেন. "আমার মন যাঁকে চাইছিল তোমার প্রসাদে তাঁকে পেয়েছি। কিন্তু সব কিছু খুইয়ে যদি আমরা দুজনে ফিরি, যে-ই দেখবে, কেউই ভালো বলবে না। আমাদের সঙ্গে যে রাজকুমারেরা এসেছিলেন, এবং যত হাতী ঘোড়া এসেছিল, যদি সে সব আবার ফিরে পাই তবেই জীবনের ভোগ সুখের হবে, না হলে মরণ এবং দুঃখে ভরে উঠবে জীবন।" তখন লক্ষ্মী পিতার কাছে গিয়ে বললেন, এমন ব্যবস্থা কর, যাতে সে (পদ্মাবতী) ডোবা জিনিষগুলি সব ফিরে পায়।" অতঃপর তিনি (সমুদ্র) অমৃতপাত্র নিয়ে এসে যে যে মরে গিয়েছিল তাদের সব অমৃত ছিটিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন। এক এক করে তিনি সব কিছু এনে দিলেন। রাজা রাণীর মন সন্তুষ্ট হল।

সঙ্গীরা সকলে এসে মিলিত হলে সবাই হৈ চৈ করে আনন্দ করতে লাগলেন। তাঁরা সুখ ও সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হলেন। সমস্ত দুঃখদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল।

২৫

ঔর দীহ্ন বহু রতন পখানা।
সোন রূপ তৌ মনহিঁ ন আনা॥
জে বহু মোল পদারথ নাউঁ।
কা তিহ্ন বরনি কহৌঁ তুম্হ ঠাউঁ॥
তিহ্ন কর রূপ ভাব কো কহৈ।
এক এক নগ দীপ জো লহৈ॥
হীর-ফার বহু-মোল জো অহে।
তেই সব নগ চুনি চুনি কৈ গহে॥
জো এক রতন ভঁজারৈ কোঈ।
করৈ সোই জো মন মহঁ হোঈ॥
দরব গরব মন গএউ ভুলাঈ।
হম সম লচ্ছ মনহিঁ নহিঁ আঈ॥
লঘু দীরঘ জো দরব বখানা।
জো জেহি চহিয় সোই তেই মানা॥
বড় ঔ ছোট দোউ সম স্বামি-কাজ জো সোই।
জো চাহিয় জেহি কাজ কহঁ ওহি কাজ সো হোই॥

(সমুদ্র) এছাড়া আরও অনেক রত্ন ও প্রস্তর দিলেন। সোনা রূপা (দানের ব্যাপারে) কোনো কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। আর যা যা বহু-মূল্যবান পদার্থ দিলেন তাদের নাম আর কত বর্ণনা করব? তাদের সৌন্দর্য এবং মূল্য কে বলতে পারে? এক একটি রত্ন দিয়ে এক একটি দ্বীপ কেনা যায়। হীরে কেটে কেটে যখন বহু মূল্যবান হয়, তেমনি সব বাছা বাছা রত্ন রাজা গ্রহণ করলেন। যদি এর মধ্যে একটি রত্ন কেউ বিক্রয় করে তাহলে তা দিয়ে তার যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সম্পদের গর্বে মন এমন ভুলে যায় যে মনে হয়, 'আমার মতো সৌভাগ্য আর কারোর নেই'। অল্প অথবা বেশী, ঐশ্বর্য যেমনি হোক, যার যেমন প্রয়োজন সে সেইভাবেই মূল্য বিচার করে।

বড়ো হোক ছোট হোক উভয়ক্ষেত্রেই তা (ঐশ্বর্য) স্বামী (ঈশ্বর) সেবায় লাগে। যে যেমন কাজের জন্য চায়, (ঐশ্বর্য) তার সেই কাজে লাগে।

২৬

দিন দস রহে তহাঁ পহুনাঈ।
পুনি ভএ বিদা সমুদ সৌ জাঈ॥
লছমী পদমাবতি সৌ ভেঁটী।
ঔ তেহি কহা মোরি তূ বেটী॥
দীহ্ন সমুদ্র পান কর বীরা।
ভরি কৈ রতন পদারথ হীরা॥
ঔর পাঁচ নগ দীহ্ন বিসেখে।
সরবন সুনা নৈন নহিঁ দেখে॥
এক তৌ অমৃত দূসর হংসু।
ঔ তীসর পঙ্খী কর বংসু॥
চৌথ দীহ্ন সাবক-সাদূরূ।
পাচবঁ পরস জো কঞ্চন-মূরূ॥
তরুন তুরঙ্গম আনি চঢ়াএ।
জল-মানুষ অগুরা সঁগ লাএ॥
ভেঁট-ঘাঁট কৈ সমদি তব ফিরে নাই কৈ মাথ।
জল-মানুষ তবহিঁ ফিরে জব আএ জগনাথ॥

দিন দশেক তাঁরা সেখানে অতিথির মতো রইলেন। অতঃপর বিদায় নেবার জন্য তাঁরা সমুদ্রের কাছে গেলেন। লক্ষ্মী পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'তুই আমার মেয়ে।' সমুদ্র রত্ন, হীরক, পাথর পূর্ণ করে তাঁদের পানের মোড়ক দিলেন। এছাড়া আরও বিশিষ্ট পাঁচপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য দিলেন যা আগে কেউ চোখে দেখেনি বা কানে শোনে নি। তার মধ্যে এক হল অমৃত, দুই হংস, তিন একজাতীয় পক্ষী, চার শার্দ্দূল শাবক, পাঁচ স্বর্ণ-উৎপাদক স্পর্শমণি। তরুণ তুরঙ্গ এনে তার উপর ওঁদের চড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে দিলেন পথপ্রদর্শক রূপে জলচর মানুষদের।

অতঃপর আলিঙ্গনপর্ব সেরে মাথা নত করে সমুদ্র এবং লক্ষ্মী ফিরে এলেন। যখন এঁরা (পুরীর) জগন্নাথে এলেন তখন জলচর মানুষরাও ফিরে এল।

২৭

জগন্নাথ কহঁ দেখা আঈ।
ভোজন রীন্ধা ভাত বিকাঈ॥
রাজৈ পদমাবতী সৌঁ কহা।
সাঁঠি নাঠি কিছু গাঁঠি ন রহা॥
সাঁঠি হোই জেহি তেহি সব বোলা।
নিসাঁঠ জো পুরুষ পাত জিমি ডোলা॥
সাঁঠিহি রঙ্ক চলৈ ঝোঁরাঈ।
নিসাঁঠ রাব সব কহ বৌরাই॥
সাঁঠিহি আব গরব তন ফূলা।
নিসাঁঠহি বোল বুদ্ধি বল ভূলা॥
সাঁঠিহি জাগি নীন্দ নিসি জাঈ।
নিসাঁঠহি কাহ হোই ঔঁধাঈ।
সাঁঠিহি দিস্টি জোতি হোই নৈনা।
নিসাঁঠ হোই মুখ আব ন বৈনা॥
সাঁঠিহি বহৈ সাধি তন নিসাঁঠহি আগরি ভূখ।
বিনু গথ বিরিছ নিপাত জিমি ঠাঢ় পৈ সূখ॥

জগন্নাথ-ধামে এসে তাঁরা দেখলেন ভোজনের জন্য রান্না ভাত বিক্রয় হচ্ছে। রাজা পদ্মাবতীকে বললেন, (আমাদের সমস্ত) পুঁজি নষ্ট হয়ে গেছে, কিছুই গাঁঠে নেই। যার অর্থ আছে তার সঙ্গেই সকলে কথা বলে, নির্ধন পুরুষ (ভয়ে) পাতার মতো কাঁপে। নীচু জাতের লোকও ধনবলে দাপিয়ে চলে। আর ধনহীন সম্ভ্রান্তকেও লোকে পাগল বলে। ঐশ্বর্য হলে গর্বে মানুষের দেহ ফুলে ওঠে, আর সম্পদহীন মানুষ বুদ্ধি, বল এবং বাকশক্তি হারায়। ঐশ্বর্যবান সতর্ক হয়েও রাত্রে নিদ্রা যায়, কিন্তু নির্ধন কেমন করে নিদ্রামগ্ন হবে? অর্থবান লোকের নয়নের দৃষ্টি দীপ্তিময়, ধনহীন ব্যক্তির মুখ দিয়ে কথা সরে না।

যার অর্থ আছে তার শরীর নিজের আয়ত্তে, কিন্তু যার ধন নেই সে ক্ষুধায় অবশ। পুঁজি ছাড়া মানুষ বৃক্ষের ন্যায় নিষ্পত্র, শুষ্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

২৮

পদমাবতি বোলী সুনু রাজা।
জীউ গএ ধন কৌনে কাজা॥
অহা দরব তব কীন্হ ন গাঁঠী।
পুনি কিত মিলৈ লচ্ছি জো নাঠী॥
মুকতী সাঁঠি গাঁঠি জো করৈ।
সাঁকর পরে সোই উপকরৈ॥
জেহি তন পঙ্খ জাই জঁহ তাকা।
পৈগ পহার হোই জোঁ থাকা॥
লছমী দীন্হ রহা মোহি বীরা।
ভরি কৈ রতন পদারথ হীরা॥
কাঢ়ি এক নগ বেগি ভঁজারা।
বহুরী লচ্ছি ফেরি দিন পারা॥
দরব ভরোস করৈ জিনি কোঈ।
সাঁভর সোই গাঁঠি জো হোঈ॥
জোরি কটক পুনি রাজা ঘর কহঁ কীন্হ পয়ান।
দিবসহি ভানু অলোপ ভা বাসুকি ইন্দ্র সকান॥

পদ্মাবতী বললেন, "রাজা, শোন। জীবন গেলে ধন কোন কাজে লাগবে? যখন ধন ছিল তখন গাঁঠি ভরি নি, এখন যখন লক্ষ্মী নষ্ট হয়েছে তখন তা আর কি করে মিলবে? প্রাচুর্যের সময় যে পুঁজি সঞ্চয় করে, সঙ্কটকালে তাই তার উপকারে আসে। যার দেহে পাখা আছে সে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় যেতে পারে, কিন্তু যে দুর্ভাবনায় থাকে তার পা পাহাড়ের ন্যায় অচল হয়ে পড়ে। লক্ষ্মী আমাকে হীরা রত্ন পাথর মুড়ে যে পান দিয়েছে তা রয়েছে।" তার থেকে একটা পাথর নিয়ে দ্রুত বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া গেল তাতেই লক্ষ্মী ফিরে এল এবং সুদিন ফিরল। বেশী সম্পদের উপর কেউ যেন ভরসা না করে, গাঁঠিতে যা আছে তাই তার সম্বল।

রাজা পুনরায় তাঁর দলবল একত্র করে নিজের দেশে প্রস্থান করলেন। (তাঁদের পদক্ষেপে) সূর্য দিনের বেলাতেই আচ্ছন্ন হলেন, আর বাসুকী এবং ইন্দ্র সন্ত্রস্ত হলেন।

চিতোর আগমন খণ্ড

১

চিতউর আই নিয়র ভা রাজা।
বহুরা জীতি ইন্দ্র অস গাজা॥
বাজন বাজহিঁ হোই অঁদোরা।
আবহিঁ বহুল হস্তি ঔ ঘোরা॥
পদমাবতি চণ্ডোল বঈঠী।
পুনি গই উলটি সরগ সোঁ দীঠী॥
য়হ মন ঐঁঠা রহৈ ন সুঝা।
বিপতি ন সঁবরৈ সঁপতি-অরুঝা॥
সহস বরিস দুখ সহৈ জো কোঈ।
ঘরী এক সুখ বিসরৈ সোঈ॥
জোগী ইহৈ জানি মন মারা।
তৌহুঁ ন য়হ মন মরৈ অপারা॥
রহা ন বাঁধা বাঁধা জেহী।
তেলিয়া মারি ডার পুনি তেহী॥
মুহমদ য়হ মন অমর হৈ কেহুঁ ন মারা জাই।
জ্ঞান মিলৈ জো এহি ঘটৈ ঘটতৈ ঘটত বিলাই॥

রাজা চিতোরের নিকটবর্তী হলেন। ইন্দ্র-নির্ঘোষে তিনি জয়ী হয়ে ফিরে এলেন। বাদ্যের কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল। বহু বাহন, হস্তী এবং অশ্ব উপস্থিত হল। পদ্মাবতী চতুর্দোলায় বসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উর্ধ্বায়িত। তাঁর মন চঞ্চল এবং অবোধ্য। সম্পদকালে বিপদের কথা স্মরণে থাকে না। সহস্রবর্ষের দুঃখ সহ্য করার পর যদি কেউ এক ঘণ্টার সুখও পায় তাহলে সে সব দুঃখ ভুলে যায়। এ জেনেই যোগী মনকে নিঃশেষ করে, তাতে মন মরে না, অশেষ হয়ে যায়। মুক্ত মনকে সে বন্দী করে, তেলিয়া বিষে তাকে মেরে ফেলে।

মুহম্মদ বলেন, এই মন হল অমর। কিছুতেই তাকে মারা যায় না। দেহের ঘটে মন যখন যুক্ত হয় তখনই যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, আর এই মনের ঘাটতি হলে প্রজ্ঞাও বিনষ্ট হয়।

২

নাগমতী কহঁ অগম জনবা।
গঈ তপনি বরষা জনু আবা॥
রহী জো মুই নাগিনি জসি তুচা।
জিয় পাত্র তন কৈ ভই সুচা॥
সব দুখ জস কেঁচুরি গা ছুটী।
হোই নিসরী জনু বীর বহুটী॥
জসি ভুই দহি আসাঢ় পলুহাঈ।
পরহিঁ বূঁদ ঔ সোন্ধি বসাঈ॥
ওহি ভাঁতি পলুহী সুখ-বারী।
উঠি করিল নই কোম্প সঁবারী॥
হুলসি গঙ্গ জিমি বাঢ়িহি লেঈ।
জোবন লাগ হিলোরৈঁ দেঈ॥
কাম ধনুক সর লেই ভই ঠাঢ়ী।
ভাগেউ বিরহ রহা জো ডাঢ়ী॥
পুছহিঁ সখী সহেলরী হিরদয় দেখি অনন্দ।
আজু বদন তোর নিরমল অহৈ উবা জস চন্দ॥

নাগমতি (শুভ সঙ্কেতে) আগাম টের পেলেন। তখন তাপ গিয়ে যেন বর্ষা এল। খোলস ত্যাগকালে নাগিনীর ন্যায় যিনি মৃতপ্রায় ছিলেন, প্রিয়তমের আগমন সংবাদে তার দেহ সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। সব দুঃখের খোলস ত্যাগ করে তিনি বীরবধূটী পতঙ্গের ন্যায় বেরিয়ে এলেন। আতপ-দগ্ধ ভূমি আষাঢ় মাসে যেমন তৃণময় হয়ে ওঠে, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সুগন্ধ উত্থিত হয়, তেমনি সুখে পল্লবিত হয়ে উঠল রমণী দেহের উদ্যান। নবমঞ্জরী থেকে নতুন মুকুলের অঙ্কুর উদ্গত হল। বন্যাপুষ্ট গঙ্গার মতো নাগমতি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। যৌবন তরঙ্গ দোলায়িত হয়ে উঠল। কামনার ধনুঃশর নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অগ্নিময় বিরহের অবসান হল।

তাঁর হৃদয়ের আনন্দ দেখে সখী-সঙ্গিনীরা জিজ্ঞাসা করল, 'আজ তোমার মুখ উদিত চন্দ্রের ন্যায় নির্মল হয়ে উঠল?'

৩

অব লগি রহা পৱন সখি তাতা।
আজু লাগ মোহিঁ সীঅর গাতা॥
মহি হুলসৈ জস পারস-ছাহীঁ।
তস উপনা হুলাস মন মাহীঁ॥
দসঁর দাঁৱ কৈ গা জো দসহরা।
পলটা সোই নাৱ লেই মহরা॥
তব জোবন গঙ্গা হোই বাঢ়া।
ঔটন কঠিন মারি সব কাঢ়া॥
হরিয়র সব দেখেঁী সংসারা।
নএ চার জনু ভা অবতারা॥
ভাগেউ বিরহ করত জো দাহূ।
ভা মুখ চন্দ ছুটি গা রাহূ॥
পলুহে নৈন বাঁহ হুলসাহীঁ।
কোউ হিতু আৱৈ জাহি মিলাহীঁ॥
কহতহি বাত সখিন্হ সোঁ ততখন আৱা ভাঁট।
রাজা আই নিঅর ভা মঁদির বিছারহু পাট॥

(নাগমতি বললেন) "হে সখী, এখনও যদিও উত্তপ্ত পবন বইছে, কিন্তু আজ আমার দেহ শীতল মনে হচ্ছে। প্রাবৃষের ছায়ায় ধরণী যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে, তেমনি আমার অন্তরের মধ্যে উল্লাস উপস্থিত। যিনি দসেরার দিন চলে গিয়ে আমাকে বিরহের দশমী দশায় উপনীত করেছেন, তিনি নিশ্চয় মাঝি-মাল্লা সহ নৌকায় ফিরে আসছেন। এখন আমার যৌবন গঙ্গার ন্যায় বর্ধিত হল, কঠিন বিপাক-তাপ শেষ পর্যন্ত অবসিত হল। সমস্ত জগৎকে শ্যামল দেখছি, যেন সব কিছু নব কলেবর লাভ করল। বিরহ-দহন অন্তর্হিত হল, রাহুমুক্ত হওয়ায় মুখ চন্দ্রের ন্যায় (উজ্জ্বল) হল। আমার নয়ন কাঁপছে, বাহু স্ফুরিত হচ্ছে; কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আসছেন, যাই, গিয়ে দেখি।

সখীদের সঙ্গে যখন নাগমতি এইসব কথা বলছিলেন, ততক্ষণে এক ভাট এসে বলল, "রাজা নিকটবর্তী হয়েছেন, প্রাসাদে আসন বিছাও।"

৪

সুনি তেহি খন রাজা কর নাউঁ।
ভা হুলাস সব ঠারহিঁ ঠাঁউ॥
পলটা জনু বরষা ঋতু রাজা।
জস অসাঢ় আৱৈ দর সাজা॥
দেখি সো ছত্র ভঈ জগ ছাহীঁ।
হস্তি-মেঘ ওনএ জগ মাহীঁ॥
সেন পূরি আঈ ঘন ঘোরা।
রহস-চাৱ বরসৈ চহুঁ ওরা॥
ধরতি সরগ অব হোই মেরাৱা।
ভঁরী সরিত ঔ তাল তলাৱা॥
উঠি লহকি মহি সুনতহি নামা।
ঠারহিঁ ঠারঁ দূব অস জামা॥
দাদুর মোর কোকিলা বোলে।
হুত জো অলোপ জীভ সব খোলে॥
হোই অসৱার জো প্রথমৈ মিলৈ চলে সব ভাই।
নদী অঠারহ গণ্ডা মিলীঁ সমুদ কহঁ জাই॥

ততক্ষণে রাজার নাম শুনে দিকে দিকে উল্লাস হতে লাগল। বর্ষাঋতুর ন্যায় রাজা ফিরে এলেন, যেন আষাঢ় দলবল সহ সজ্জিত হয়ে এল। তাঁর রাজছত্র দেখে জগৎ ছায়াময় হয়ে গেল। হস্তীযূথ মেঘের ন্যায় ভূমিতে ঝুঁকে পড়ল। সেনাগণ মেঘ-নির্ঘোষে এগিয়ে এল। তাদের আনন্দ উৎসব চারদিক থেকে বর্ষিত হল। ধরণী এবং আকাশ একাকার হয়ে গেল; নদী, হ্রদ এবং পুষ্করিণী পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর নাম শুনে পৃথিবী তৃণ-রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্থানে স্থানে দূর্বা গজিয়ে উঠল। ব্যাঙ, ময়ূর এবং কোকিল কলরব করতে লাগল, এদের নীরব জিহ্বা নড়ে উঠল।

যখন সব ভাইয়েরা ঘোড়ায় চেপে রাজার সঙ্গে প্রথমে দেখা করার জন্য এগিয়ে গেল, তখন মনে হল আঠারোগণ্ডা নদী যেন সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে।

৫

বাজত গাজত রাজা আৱা।
নগর চহুঁ দিসি বাজ বজাৱা॥
বিহঁসি আই মাতা সোঁ মিলা।
রাম জাই ভেঁটী কৌসিলা॥
সাজে মন্দির বন্দনৱারা।
হোই লাগ বহু মঙ্গলচারা॥
পদমাৱতি কর আর বেৱানূ।
নাগমতী জীউ মহঁ ভা আনূ॥
জনহুঁ ছাঁহ মহঁ ধূপ দেখাঈ।
তৈসই ঝার লাগি জৌ আঈ॥
সহী ন জাই সৱতি কৈ ঝারা।
দুসরে মন্দির দীহ্ন উতারা॥
ভঈ উহাঁ চহুঁ খণ্ড বখানী।
রতনসেন পদমাৱতি আনী॥
পুহুপ গন্ধ সংসার মহঁ রূপ বখানি ন জাই।
হিম সেত জনু উঘরি গা জগত পাত ফহরাই॥

বাদ্য ও চিৎকার কোলাহল সহ রাজা আগমন করলেন। নগরের চারদিকে উৎসববাদ্য বাজতে লাগল। রামচন্দ্র যেমন এসে কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, রাজা তেমনি হাসতে হাসতে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। প্রাসাদ সাজল মঙ্গলমালায়। অনেক মঙ্গলাচরণ হতে লাগল। পদ্মাবতীর চতুর্দোলা এল, তা যেন নাগমতির হৃদয়ের উপর চেপে বসল। এ যেন ছায়ার মধ্যে রৌদ্রদাহ, তেমনি দহন দেখা দিল পদ্মাবতীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নাগমতির অন্তরে। সতীনের জ্বালা সহ্য করা যায় না, তাই তাঁকে (পদ্মাবতীকে) দ্বিতীয় প্রাসাদে উঠতে দিলেন। সেখানে চারদিকে সবাই বলাবলি করতে লাগল, রত্নসেন পদ্মাবতীকে (ঘরে) এনেছেন।

এ জগতে পুষ্পগন্ধ ও তার রূপ ভাষায় বলা যায় না। শুভ্র তুষার যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তেমনি তাঁর (রূপের) খ্যাতি জগৎকে পরিব্যাপ্ত আচ্ছাদিত করল।

৬

বৈঠ সিংঘাসন লোগ জোহারা।
নিধনী নিরগুণ দরব বোহারা॥
অগনিত দান নিছাৱরি কীহ্না।
মঁগতহ্ন দান বহুত কৈ দীহ্না॥
লেই কৈ হস্তি মহাউত মিলে।
তুলসী লেই পুরোহিত চলে॥
বেটা ভাই কুঁৱর জত আৱহিঁ।
হঁসি হঁসি রাজা কণ্ঠ লগাৱহিঁ॥
নেগী গএ মিলে অরকানা।
পঁৱরিহি বাজে ঘহরি নিসানা॥
মিলে কুঁৱর কাপর পহিরাএ।
দেই দরব তিহ্ন ঘরহিঁ পঠাএ॥
সব কৈ দসা ফিরী পুনি দুনী।
দান ডাঁগ সবহী জগ সুনী॥
বাজৈ পাঁচ সবদ নিতি সিদ্ধি বখানহিঁ ভাঁট।
ছতিস কুরি ষট দরসন আই জুরে ওহি পাট॥

রাজা সিংহাসনে বসলেন। জনতা জয়ধ্বনি করতে লাগল। নির্ধনী এবং নির্গুণ লোকও ধনলাভ করল। (রাজা) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অগণিত দান করলেন, ভিক্ষাপ্রার্থীদেরও অজস্র ধন দিলেন। মাহুতেরা এল হাতীদের নিয়ে। তুলসী নিয়ে পুরোহিত এল। পুত্র, ভ্রাতা এবং যত রাজকুমার সবাই এলেন। সহাস্যে রাজা সকলের কণ্ঠ আলিঙ্গন করলেন। অনুগতরা এল, সম্ভ্রান্তরা মিলিত হলেন। প্রাসাদদ্বারে বাজতে লাগল ভেরীনিনাদ। সঙ্গী কুমারদের বস্ত্র এবং ঐশ্বর্য দিয়ে রাজা তাদের নিজ নিজ ঘরে পাঠালেন। সকলের অবস্থা দ্বিগুণ ফিরে গেল। তাঁর দানের ঘোষণা সারা জগতের কর্ণগোচর হল।

নিত্য পঞ্চবাদ্য বাজতে লাগল, ভাট সিদ্ধিমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। ষড়দর্শনবিদ্ (ব্রাহ্মণ) এবং ছত্রিশ জাতীয় ক্ষত্রিয় এসে রাজার সিংহাসন ঘিরে রইল।

৭

সব দিন রাজা দান দিআৱা।
ভই নিসি নাগমতী পহঁ আৱা॥
নাগমতী মুখ ফেরি বঈঠী।
সৌঁহ ন করৈ পুরুষ সৌঁ দীঠী॥
গ্রীযম জরত ছাঁড়ি জো জাঈ।
সো মুখ কৌন দেখাৱৈ আঈ॥
জবহিঁ জরৈ পরবত বন লাগে।
উঠী ঝার পঙ্খী উড়ি ভাগে॥
জব সাখা দেখৈ ঔ ছাহাঁ।
কো নহিঁ রহসি পসারৈ বাহাঁ॥
কো নহিঁ হরষি বৈঠ তেহি ডারা।
কো নহিঁ করৈ কেলি কুরিহারা॥
তূ জোগী হোইগা বৈরাগী।
হৌঁ জরি ছার ভয়উঁ তোহি লাগী॥
কাহ হঁসৌ তুম মোসৌঁ কিএউ ঔর সৌঁ নেহ।
তুম্হ মুখ চমকৈ বীজুরী মোহিঁ মুখ বরিসৈ মেহ॥

সারাদিন ধরে রাজা দান করলেন। রাত্রি হলে নাগমতির কাছে এলেন। নাগমতি মুখ ফিরিয়ে বসলেন যাতে স্বামীর দিকে চোখ না পড়ে। (নাগমতি বললেন), গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে আমাকে ত্যাগ করে যে চলে গেল, সে কোন মুখ দেখাবার জন্য ফিরে এল? যখন বন পর্বতে আগুন লাগে তার তাপ উঠলে পাখীরা উড়ে পালায়। সেই সময় বৃক্ষ-শাখার ছায়াশ্রয় দেখে ছুটে এলে কে না আনন্দে হাত বাড়িয়ে দেয়? তখন কে না হর্ষভরে তার ডালে গিয়ে বসে, কে না আনন্দে ক্রীড়া কোলাহল করে? তুমি যোগী হয়ে বৈরাগী হয়ে গেলে? আর আমি তোমার জন্য জলে ছাই হয়ে গেলুম।

কেন আমার দিকে তাকিয়ে তুমি হাসছ? তুমি অন্যের সঙ্গে প্রেম করেছ? তোমার মুখে বিদ্যুৎ চমক, আর আমার মুখে মেঘের বর্ষণ।

৮

নাগমতী তূ পহিলি বিয়াহী।
কঠিন প্রীতি দাহৈ জস দাহী॥
বহুতৈ দিন ন আৱ জো পীউ।
ধনি ন মিলৈ ধনি পাহন জীউ॥
পাহন লোহ পোঢ় জগ দোউ।
তেউ মিলহিঁ জৌ হোই বিছোউ॥
ভলেহি সেত গঙ্গাজল দীঠা।
জমুন জো সাম নীর অতি মীঠা॥
কাহ ভএউ তন দিন দস দহা।
জৌ বরসা সির উপর অহা॥
কোই কেহু পাস আস কৈ হেরা।
ধনি ওহি দরস-নিরাস ন ফেরা॥
কণ্ঠ লাই কৈ নারি মনাঈ।
জরী জো বেলি সীঞ্চি পলুহাঈ॥
ফরে সহস সাখা হোই দারিউঁ দাখ জঁভীর।
সবৈ পঙ্খি মিলি আই জোহারে, লৌটি উহৈ ভই ভীর॥

(রাজা বললেন), "নাগমতি! তুমি আমার প্রথমা পত্নী। দারুণ প্রেমের দাহ, তাতে তুমি দগ্ধ হয়েছ। অনেকদিন না আসার পর প্রিয়তম এলে যে স্ত্রী কাছে না আসে সে নারীর পাষাণ হৃদয়। পাষাণ এবং লোহার মতো জগতের দুটি কঠিন বস্তুও যদি চূর্ণ হয় তাহলে মিশে যায়। শুভ্র গঙ্গাজল দেখতে সুন্দর, কিন্তু যমুনা কালো হলেও তার জল খুব মিঠে। যদি মাথার উপর বর্ষা ঝরে পড়ার আগে দিন দশেকের দাবদাহে দেহ দগ্ধ হয় তাতে কি ক্ষতি? কেউ কারোর কাছে যদি দর্শনলাভের আশা করে আসে, তাহলে হে নারী, তাকে দেখা না দিয়ে ফেরাতে নেই।" এই বলে রাজা নাগমতির কণ্ঠ আলিঙ্গন করে যখন প্রবোধ দিলেন তখন দগ্ধীভূত লতা (সোহাগ) সেচনে সঞ্জীবিত হল।

(যৌবনকুঞ্জে যেন) দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা এবং জামির গাছ সহস্র শাখায় ফলবতী হয়ে উঠল। (সখী) পাখীরা সব এসে মিলিত হয়ে কলধ্বনি করতে লাগল, আবার ফিরে এল আগেকার ভীড়।

৯

জৌ ভা মের ভএউ রঁগ রাতা।
নাগমতী হঁসি পূছী বাতা॥
কহহু কন্ত ওহি দেস লোভানে।
কস ধনি মিলী ভোগ কস মানে॥
জৌ পদমাবতি সুঠি হোই লোনী।
মোরে রূপ কি সররির হোনী॥
জহাঁ রাধিকা গোপিন্হ মাহাঁ।
চন্দ্রাবলি সরি পূজ ন ছাহাঁ॥
ভঁবর-পুরুষ অস রহৈ ন রাখা।
তজৈ দাখ মহুআ-রস চাখা॥
তজি নাগেসর ফ়ূল সোহাৱা।
কঁবল বিসৈঁধহিঁ সৌঁ মন লাৱা॥
জৌ অন্হৱাই ভরৈ অরগজা।
তৌহুঁ বিসায়ঁধ রহ নহিঁ তজা॥
কাহ কহৌঁ হৌঁ তোসৌঁ, কিছু ন হিয়ে তোহি ভাৱ।
ইহাঁ বাত মুখ মোসৌঁ, উহাঁ জীউ ওহি ঠাৱঁ॥

যখন মিলন হল, উভয়ে রাগ-রক্তিম হলেন, তখন নাগমতি রাজাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রিয়, সেই লোভনীয় দেশের কথা বল; সেখানে কেমন সব রমণী? কিরকম সম্ভোগ করলে সেখানে? যদিও পদ্মাবতী খুবই সুন্দরী, কিন্তু সে কি রূপে আমার সমতুল্য? যেখানে গোপীদের মধ্যে রাধা বর্তমান সেখানে চন্দ্রাবলী তার ছায়ারও যোগ্য নয়। স্বামী আমার ভ্রমর তুল্য, তাঁকে আটকানো গেল না। তিনি দ্রাক্ষাফল ত্যাগ করে মহুয়ারস আস্বাদ করলেন। নাগেশ্বর ফুলের সৌন্দর্য ছেড়ে তিনি কমলের মৎস্যগন্ধে আসক্ত হলেন। যদি তাকে (পদ্ম বা পদ্মাবতীকে) সুগন্ধী জলেও স্নান করানো হয়, তবুও তার আঁসটে গন্ধ দূর হবে না।

তোমাকে আমি আর কি বলব? তোমার হৃদয়ে কোনো দয়া-মায়া নেই। এখানে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ কিন্তু তোমার মন পড়ে আছে ওখানে তার কাছে।"

১০

কহি দুখ কথা জৌ রৈনি বিহানী।
ভএউ ভোর জহঁ পদ্‌মিনি রানী॥
ভানু দেখ সসি-বদন মলীনা।
কঁৱল-নৈন রাতে তনু খীনা॥
রৈনি নখত গনি কীন্হ বিহানূ।
বিকল ভঈ দেখা জব ভানূ॥
সূর হঁসৈ সসি রোই ডফারা।
টূট আঁসু জনু নখতন্হ-মারা॥
রহৈ ন রাখী হোই নিসাঁসী।
তহঁৱা জাহু জহাঁ নিসি বাসী॥
হৌঁ কৈ নেহ কুআঁ মহঁ মেলী।
সীঁচৈ লাগি ঝুরানী বেলী॥
নৈন রহে হোই বহঁট ক ঘরী।
ভরী তে ঢারী ছূঁছী ভরী॥
সুভর সরোবর হংস চল ঘটতহি গএ বিছোই।
কঁৱল ন প্রীতম পরিহরৈ সুখি পঙ্ক বরু হোই॥

নাগমতি দুঃখকথা বলে যখন রাত কাটিয়ে দিলেন তখন ভোর হলে পর রাণী পদ্মাবতী যেখানে আছেন রাজা সেখানে এলেন। সূর্যকে দেখে চন্দ্রবদন মলিন হল। (পদ্মাবতীর) কমলনয়ন রক্তবর্ণ, দেহ ক্ষীণ। তিনি (পদ্মাবতী) তারা গুনে সারা রাত কাটালেন এখন ভানুকে (রত্নসেন) দেখে বিকল হলেন। সূর্য হাসছেন (দেখে) চন্দ্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নক্ষত্রমালার মতো অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি আত্মসংবরণ করতে না পেরে রুদ্ধশ্বাসে বলতে লাগলেন, "যেখানে নিশিবাস করলে সেখানে যাও। আমার সঙ্গে প্রেম করে আমাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলে। এখন এসেছ শুকনো লতায় জল দিতে? আমার নয়ন জল-ঘড়ির মতো হয়ে আছে। ভরে গেলেই তা থেকে (অশ্রু) ঝরে পড়ছে আবার খালি হতেই ভরে যাচ্ছে।

হে হংস! পূর্ণ সরোবরে যাও; বিচ্ছেদে কমে গেছে আমার জল।" জল শুকিয়ে যদি পাঁক বেরিয়ে পড়ে তবুও কমলকে প্রিয়তম পরিত্যাগ করে না।

১১

পদমাৱতি তুই জীউ পরানা।
জিউ তেঁ জগত পিয়ার ন আনা।
তুই জিমি কঁৱল বসী হিয় মাহাঁ।
হোঁ হোই অলি বেধা তোহি পাহাঁ॥
মালতি-কলী ভঁৱর জো পাৱা।
সো তজি আন ফ্‌ল কিত ভাৱা॥
মৈঁ হোঁ সিংঘল কৈ পদমিনী।
সরি ন পূজ জম্বু-নাগিনি॥
হৌ সুগন্ধ নিরমল উজিয়ারী।
ৱহ বিষভরী ডেরারনি কারী॥
মোরী বাস ভঁৱর সঁগ লাগহিঁ।
ওহি দেখত মানুষ ডরি ভাগহিঁ॥
হোঁ পুরুষহ্ন কৈ চিতারন দীঠী।
জেহি কে জিউ অস অহোঁ পইঠী॥
উচেঁ ঠাঁৱ জো বৈঠে করৈ ন নীচহি সঙ্গ।
জহাঁ সো নাগিন হিরকৈ করিয়া করৈ সো অঙ্গ॥

(রাজা বললেন) 'পদ্মাবতী, তুমি আমার জীবনের জীবন। তোমার চেয়ে আমার জীবনে প্রিয়তর কেউ নেই। তুমি কমলের ন্যায় আমার হৃদয় মাঝারে এসে বসেছ। আমি ভৃঙ্গ হয়ে তোমাকে বিদ্ধ করে পেয়েছি। মালতী কুঁড়িকে যদি ভ্রমর পায় তাহলে সে তাকে ছেড়ে অন্য ফুলে কি মন দেয়?" (পদ্মাবতী বললেন) "আমি সিংহলের পদ্মিনী। ঐ জম্বুদেশীয় নাগিনী (নাগমতি) আমার সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। আমি সুগন্ধময়, নির্মল এবং উজ্জ্বল, আর ও কালো, বিষময়ী, ভীতিকারক। আমার সুগন্ধ ভ্রমরকে কাছে টানে, আর ওকে দেখে মানুষ ভয়ে পলায়ন করে। আমি পুরুষের কটাক্ষ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার জীবনে প্রবেশ করি।

উঁচুতে যে থাকে সে নীচ সংসর্গ করে না। যে অঙ্গে সেই নাগিনী আলিঙ্গন করে সেই অঙ্গ কালো করে দেয়।"

১২

পলুহী নাগমতী কৈ বারী।
সোনে ফ্‌ল ফ্‌লি ফ্‌লৱারী॥
জাৱত পঙ্খি রহে সব দহে।
সবত পঙ্খি বোলত গহ গহে॥
সারিউঁ সুৱা মহরি কোকিলা।
রহসত আই পপীহা মিলা॥
হারিল সবদ মহোখ সোহারা।
কাগ কুরাহর করি সুখ পাৱা॥
ভোগ বিলাস কীহ্ন কৈ ফেরা।
বিহঁসহিঁ রহসহিঁ করহিঁ বসেরা॥
নাচহিঁ পণ্ডুক মোর পরেরা।
বিফল ন জাই কাহুকৈ সেরা॥
হোই উজিয়ার সুর জস তপৈ।
খূসট মুখ ন দেখারৈ ছপৈ॥
সঙ্গ সহেলী নাগমতী আপনি বারী মাহঁ।
ফ্‌ল চুনহিঁ ফল তুরহিঁ রহসি কুদি সুখ-ছাঁহ॥

নাগমতির যৌবন-কুঞ্জ পল্লবিত হয়ে উঠল। সোনালি ফুলে ফুলে ভরে উঠল যেন বাগান। এতকাল যে সব পাখী দগ্ধ হচ্ছিল, এখন আবার তারা আনন্দে কলরব করতে লাগল। শুক-সারী কোকিল এল, উল্লসিত পাপিয়া এসে মিলিত হল। হরিয়াল ডাকতে লাগল, মহুক পাখী শোভা বিস্তার করল। কাক কোলাহল করে আনন্দ করতে লাগল। ভোগ বিলাসে তারা ঘুরতে লাগল। সহাস্য রভসে তারা উড়ে উড়ে বসল। ঘুঘু, ময়ুর এবং পায়রারা নাচতে লাগল, কারোরই সেবা বিফলে গেল না। সূর্যের আলোয় সবকিছু উজ্জ্বল, পেঁচা শুধু মুখ দেখাল না, লুকিয়ে রইল।

সখীদের সঙ্গে নাগমতি আপন উদ্যানে ফুল তুলে, ফল ছিঁড়ে মনের সুখে আনন্দে নেচে বেড়াতে লাগলেন।

নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড

১

জাহী জূহী তেহি ফুলবারী।
দেখি রহস রহি সকী ন বারী॥
দূতিন্হ বাত ন হিয়ে সমানী।
পদমাবতি পহঁ কহা সো আনী॥
নাগমতী হৈ আপনি বারী।
ভঁবর মিলা রস করৈ ধমারী॥
সখী সাথ সব রহসহিঁ কুদহিঁ।
ঔ সিঙ্গার-হার সব গুথহিঁ॥
তুম জো বকাবরি তুম্হ সৌ ভরনা।
বকুচন গহৈ চহৈ জো করনা॥
নাগমতী নাগেসরি নারী।
কঁবল আছে আপনি বারী॥
জস সেবতীঁ গুলাল চমেলী।
তৈসি এক জনু রহু অকেলী॥
অলি জো সুদরসন কুজা কিত সদবরগৈ জোগ।
মিলা ভঁবর নাগেসরিহি দীন্হ ওহি সুখ-ভোগ॥

সেই পুষ্পোদ্যানে জাতি এবং যূথী ফুল দেখে রমণী (নাগমতি) আনন্দে আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। দূতীরা মনের মধ্যে কথা চাপতে না পেরে পদ্মাবতীর কাছে এসে বলল—

"নাগমতি তাঁর আপন উদ্যানে আছেন। ভ্রমরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা রঙ্গরস করছেন। তাঁর সঙ্গে সখীরা সব আনন্দে নৃত্য করছে, এবং পুষ্পহার রচনা করছে। তুমি বকাওলি ফুল, পরিপূর্ণ পুষ্পস্তবক নিয়ে যা ইচ্ছা তাই কর। নাগমতি নাগেশ্বরী অর্থাৎ মহাসর্পিনী রমণী। এদিকে পদ্ম বসে রইল নিজের উদ্যানে। সেঁওতি গুলাল এবং চামেলী যেমন একা, তুমিও তেমনি একাকিনী। যে ভ্রমর সুন্দরী গোলাপের উপযুক্ত, সে কিভাবে গেঁদা ফুলের যোগ্য হয়? ভ্রমর নাগকেশরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকেই সুখ ভোগ করাচ্ছে।"

২

সুনি পদমাবতি রিস ন সঁভারী।
সখিন্হ সাথ আঈ ফুলবারী॥
দুবৌ সবতি মিলি পাট বঈঠী।
হিয় বিরোধ মুখ বাতৈঁ মীঠী॥
বারী দিস্টি সুরগঁ সো আঈ।
পদমাবতি হঁসি বাত চলাঈ॥
বারী সুফল অহৈ তুম রানী।
হৈ লাঈ পৈ লাই ন জানী॥
নাগেসর ঔ মালতি জহাঁ।
সঁগতরার নহিঁ চাহী তহাঁ॥
রহা জো মধুকর কঁবল-পিরীতা।
লাইউ আনি করীলহি রীতা॥
জহঁ অমিলীঁ পাকৈ হিয় মাহাঁ।
তহঁ ন ভাব নৌরগঁ কৈ ছাহাঁ॥
ফূল ফূল জস ফর জহঁা দেখহু হিয়ে বিচারি।
আঁব লাগ জেহি বারী জাঁবু কাহ তেহি বারি॥

একথা শুনে পদ্মাবতী রাগ সামলাতে না পেরে সখীদের সঙ্গে নিয়ে সেই পুষ্পোদ্যানে এলেন। দুই সতীন একত্র এক বেদীতে বসলেন। দুজনেরই হৃদয়ে বিষ কিন্তু মুখে মধু। বালাদের দৃষ্টিতে (রাগ-বিরাগের) রক্তিমা। পদ্মাবতী সহাস্যে প্রথম কথা পাড়লেন, "রানী, তোমার উদ্যান তো বেশ ফলবান। (অনেক গাছ) লাগিয়েছ, কিন্তু কি করে লাগাতে হয় জান না। নাগেশ্বর এবং মালতি যেখানে পুঁতেছ সেখানে কাছাকাছি লেবু গাছ লাগাতে নেই, (অর্থাৎ তোমার সঙ্গে রাজাকে মানায় না)। যেখানে মধুকর বেষ্টিত কমল রয়েছে, সেখানে করীল বা করলা গাছ এনেছ কেন (অর্থাৎ আমার ও রাজার কাছে আবার তুমি কেন)? যেখানে তেঁতুল গাছ পেকে উঠেছে সেখানে কমলালেবুর ছায়া শোভা পায় না। (অন্যার্থ, বিরহিনীর পক্ষে বিলাস শোভন নয়)।

মনে মনে বিচার করে দেখ কোন ফুল ফল কোন স্থানের যোগ্য। যে বাগানে আম লাগিয়েছ সে বাগানে জামের গাছ কেন? (অর্থাৎ যেখানে পদ্মাবতীর ন্যায় সুন্দরী সেখানে নাগমতি কেন?)

৩

অহু তুম কহী নীক য়হ সোভা।
পৈ ফল সোই ভঁবর জেহি লোভা॥
সাম জাঁবু কস্তূরী চোৱা।
আঁব উঁচ হিরদয় তেহি রোৱাঁ॥
তেহি গুন অস ভই জাঁবু পিয়ারী।
লাঈ আনি মাঁঝ কৈ বারী॥
জল বাঢ়ে বহি ইহাঁ জো আঈ।
হৈ পাকী অমিলী জেহি ঠাঁঈ॥
তুঁ কস পরাঈ বারী দুখী।
তজা পানি ধাঈ মুঁহ-সুখী॥
উঠৈ আগি দুই ডার অভেরা।
কৌন সাথ তহঁ বৈরী কেরা॥
জো দেখী নাগেসর বারী।
লগে মরৈ সব সুআ সারী॥
জো সরবর-জল বাঢ়ৈ রহৈ সো অপনে ঠাঁৱ।
তজি কৈ সর ঔ কুণ্ডহি জাই ন পর-অঁবরাৱ॥

(নাগমতি বললেন) "তুমি এই শোভা-সামঞ্জস্যের কথা যা বলেছ তা ঠিক। কিন্তু ভ্রমর যাতে লুব্ধ হয় সেই ফলই ফল। জামের রঙ কালো, কস্তুরী এবং চুয়ার রঙও তাই। আম উঁচুতে ফলে বটে কিন্তু তার শাঁস আঁসে ভর্তি। আর সেই গুণেই জাম গাছ প্রিয়, তাই তাকে বাগানের মাঝখানে এনে রেখেছি। যেখানে তেঁতুল গাছ পেকে রয়েছে সেখানে জলধারা প্লাবিত হয়। তুই না জেনে কেন অপরের দোষ ধরতে সরোবর ছেড়ে শুকনো-মুখে ছুটে এসেছিস। দুটো ডাল ঘষলে যেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, সেখানে শত্রুর সাথে কে একত্র থাকতে চায়? নাগেশ্বরী বা নাগমতিকে বাগানে দেখলে (ঈর্ষায়) শুক-সারী সব মরতে থাকে।

সরোবরের জল যদি বৃদ্ধি পায়, তবুও সে তার জায়গায় থাকুক। সে যেন সরোবর বা কুণ্ড ত্যাগ করে অপরের আম্রকুঞ্জে না আসে।"

৪

তুঈঁ অঁবরাৱ লীন্হ কা জঁরী।
কাহে ভঈ নীম বিষমূরী॥
ভঈ বৈরি কিত কুটিল কটৈলী।
তেংদূ টেংটী চাহি কসৈলী॥
দারিউঁ দাখ ন তোরি ফলবারী।
দেখি মরহিঁ কা সুআ সারী॥
ঔ ন সদাফর তুরঁজ জঁভীরা।
লাগে কটহর বড়হর খীরা॥
কঁৱল কে হিরদয় ভীতর কেসর।
তেহি ন সরি পূজৈ নাগেসর॥
জহঁ কটহর উমর কো পূছৈ।
বর পীপর কা বোলহিঁ ছুঁছৈ॥
জো ফল দেখা সোঈ ফীকা।
গরব ন করহিঁ জানি মন নীকা॥
রহু আপনি তু বারী মো সৌঁ জঁঝু ন বাজু।
মালতি উপম ন পূজৈ বন কর খূঝা খাজু॥

(পদ্মাবতী বললেন) "তুই এই আম্রকুঞ্জে কি সব এনে জুটিয়েছিস? কেন নিমের মতো বিষময়ী হলি? বদরীগুল্মের ন্যায় কুটিল ও কণ্টকময় এবং তেংদু বা টেংটি গাছের চেয়েও তিক্ত হলি কেন? তোর বাগানে কোনো দাড়িম্ব বা দ্রাক্ষালতা নেই, কি দেখে মরবে শুক সারীরা? সদাফল, তুরঞ্জ এবং জঁভীর গাছও তো নেই; আছে কেবল কাঁঠাল, বড়হল এবং ক্ষীর বৃক্ষ। পদ্মের ভিতর যে কেশর থাকে, নাগকেশর তার সমতুল্য নয়। যেখানে কাঁঠাল বা গুলর বৃক্ষের কথাই কেউ শুনতে চায় না, সেখানে বট, অশ্বত্থ আর নিজেদের ফোকরের কথা কি বলবে? এদের যে কোন ফলই বিস্বাদময়, নিজেদের মুরোদ জেনেই তারা গর্ব করে না।

তুই নিজের বাগানেই বসে থাক, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসিস না। নীরস বুনো ফল মালতি ফুলের সঙ্গে তুলনীয় নয়।"

৫

জো কটহর বঢ়হর ঝড়বেরী।
তোহি অসি নাহীঁ কোকাবেরী॥
সাম জাঁবু মোর তুরঁজ জঁভীরা।
করূঈ নীম তৌ ছাঁহ গঁভীরা॥
নরিয়র দাখ ওহি কহঁ রাখৌঁ।
গলগল জাউঁ সবতি নহিঁ ভাখৌ॥
তোরে কহে হোই মোর কাহা।
ফরে বিরিছ কোই ঢেল ন বাহী॥
নবৈ সদাফর সদা জো ফরঈ।
দারিউঁ দেখি ফাটি হিয় মরঈ॥
জয়ফর লৌঁগ সোপারি ছোহারা।
মিরিচ হোই জো সহৈ ন ঝারা॥
হৌঁ সো পান রঁগ পূজ ন কোঈ।
বিরহ জো জরৈ চুন জরি হোঈ॥
লাজহিঁ বূড়ি মরসি নহিঁ উভি উঠারসি বাঁহ।
হৌঁ রাণী পিয় রাজা তো কহঁ জোগী নাহ॥

(নাগমতি বললেন) "এখানে যে কাঁঠাল, বড়হল এবং জংলী গাছ আছে তা তোর মতো (সৌখীন) কমললতা নয়। জাম গাছ কালো, তুরঙ্গ এবং জঁভীর বৃক্ষও তাই। নিম গাছের স্বাদ তিক্ত কিন্তু তাদের ছায়া খুব নিবিড়। আমি ওঁর (রাজার) জন্য রাখব নারকেল এবং দ্রাক্ষা ফল। আমি বরং পচে গলে যাব কিন্তু সফেদার (সপত্নীর) নাম নেব না। তোর সঙ্গে কথা বলে আমার কি লাভ? ফলবান বৃক্ষের দিকে কেউ ঢিল ছোঁড়ে না। নিত্য ফলবান সদাফল গাছ ফলভারে নুয়ে পড়ে; তা দেখে দাড়িম্ব বুক ফেটে মরে যায়। জায়ফল, লবঙ্গ, সুপারী এবং খেজুর যে তাপ সহ্য করতে পারে, লঙ্কা তা পারে না। আমি সেই পান যার রঙের কাছে কেউই সমতুল্য নয়। যে বিরহতাপে জ্বলে সে-ই চুনের ন্যায় দগ্ধ হয়।

তোর লজ্জায় মরণ হয় না কেন? এখনও তুই ঊর্ধ্বে হাত বাড়াচ্ছিস? আমিই রাণী, আমার স্বামী রাজা। তোর নাথ তো যোগী সন্ন্যাসী।"

৬

হৌঁ পদমিনী মানসর কেরা।
ভঁবর মরাল করহিঁ মোরি সেরা॥
পূজা-জোগ দঈ হমহ গঢ়ী।
ঔ মহেস কে মাথে চঢ়ী॥
জানৈ জগত কঁবল কৈ করী।
তোহি অসি নহিঁ নাগিনি বিষ-ভরী॥
তুই সব লিএ জগত কে নাগা।
কোইল ভেস ন ছাঁড়েসি কাগা॥
তূ ভুজইল হৌঁ হংসিনি ভোরা।
মোহি তোহি মোতি পোতি কৈ জোরী॥
কঞ্চন-করী রতন নগ-বানা।
জহাঁ পদারথ সোহ ন আনা॥
তূ তৌ রাহু হৌঁ সসি উজিয়ারী।
দিনহি ন পূজৈ নিসি অধিয়ারী॥
ঠাঢ়ি হোসি জেহি ঠাঁঈ মসি লাগৈ তেহি ঠাবঁ।
তেহি ডর রাঁধ ন বৈঠৌ মকু সাঁবরি হোই জাবঁ॥

(পদ্মাবতি বললেন) "আমি পদ্মিনী, মানসরের পদ্ম। ভ্রমর এবং হংস আমার সেবা করে। পূজাযোগ্য করে দেবতা আমাকে নির্মাণ করেছেন। আমি মহেশের মাথায় রাখার মতো ফুল। জগজ্জন জানে এই কমলকলির কথা, আমি তোর মতো বিষময়ী নাগিনী নই। জগতের নাগদের নিয়ে তোর অধিষ্ঠান, কোকিলের বেশে থেকেও তুই কাকবৃত্তি ত্যাগ করিস নি। তুই (উড়ন্ত সাপ) তক্ষক আর আমি রাজহংসী। আমি মুক্তো আর তুই হলি কাঁচ। স্বর্ণবলয়ে রত্ন বসালে তবেই জড়োয়া নির্মিত হয়, সেক্ষেত্রে আমার ন্যায় এমন পদার্থ অন্যত্র নেই। তুই তো রাহু, আমি উজ্জ্বল চন্দ্রিমা, রাতের আঁধার দিনের আলোর সমতুল্য হতে পারে না।

যে জায়গায় তুই এসে দাঁড়াস, সেই স্থান মসীময় হয়ে যায়। এই ভয়ে আমি তোর পাশে বসি না, পাছে আমি কালো হয়ে যাই।"

৭

কঁবল সো কৌন সোপারী রোঠা।
জেহি কে হিয়ে সহস দস কোঠা॥
রহৈ ন ঝাঁপে আপন গটা।
সো কিত উঘেলি চহৈ পরগটা॥
কঁবল-পত্র তর দারিউঁ চোলী।
দেখে সুর দেসি হৈ খোলী॥
উপর রাতা ভীতর পিয়রা।
জারৌঁ ওহি হরদি অস হিয়রা॥
ইহাঁ ভঁবর মুখ বাতন্হ লাবসি।
উহাঁ সুরুজ কহঁ হঁসি বহরাবসি॥
সব নিসি তপি তপি মরসি পিয়াসী।
ভোর ভএ পাবসি পিয় বাসী॥
সেজরঁা রোই রোই নিসি ভরসী।
তূ মোসোঁ কা সরবরি করসী॥
সুরুজ-কিরন বহরাবৈ সরবর লহরি ন পূজ।
ভঁবর হিয়া তোর পাবৈ ধূপ দেহ তোরি ভূঁজ॥

(নাগমতি বললেন) তুই কি রকম কমল ? তুই তো শুকনো সুপারি, যার অন্তরে দশহাজার কুঠুরী। (কমলের ন্যায়) তোরও গর্ভ লুকানো থাকে না। কেন তাকে খুলে প্রকাশ করে দেখাতে চাস ? পদ্মপত্রের অন্তরালে যে দাড়িম্ব (স্তন) আছে সূর্যকে দেখে তা খুলে দেখাস। উপরিভাগ লাল কিন্তু ভেতরটা পীত, (পদ্মের ন্যায়) তোর অমন হলুদ বুকে আমি আগুন জালিয়ে দি। একদিকে মুখের কথায় ভ্রমরকে ডেকে আনিস, অন্য দিকে সূর্যের সঙ্গে হেসে হেসে রঙ্গ করিস। সারা রাত প্রতীক্ষা করে করে তৃষ্ণায় মরিস, ভোর হলে উচ্ছিষ্ট প্রিয়কে লাভ করিস। শূন্য বিছানায় কেঁদে কেঁদে রাত কাটাস, তোর সঙ্গে আমার কিসের তুলনা ?

সূর্যকিরণ তোর ওপর ছড়িয়ে পড়ুক, সরোবরের তরঙ্গ তোকে যেন না স্পর্শ করে। ভ্রমর তোর হৃদয়কে বিদ্ধ করুক, এবং রৌদ্রতাপ তোকে শুষে নিক।"

৮

মৈঁ হৌঁ কঁবল সুরুজ কৈ জোরী।
জৌ পিয় আপন তৌ কা চোরী॥
হৌঁ ওহি আপন দরপন লেখৌঁ।
করৌঁ সিঙ্গার ভার মুখ দেখৌঁ॥
মোর বিগাস ওহিক পরগাসূ।
তূ জরি মরসি নিহারি অকাসূ॥
হৌঁ ওহি সৌঁ বহ মো সৌঁ রাতা।
তিমির বিলাই হোত পরভাতা॥
কঁবল কে হিরদয় মহঁ জো গটা।
হরি হর হার কীন্হ কা ঘটা॥
জাকর দিবস তেহি পহঁ আরা।
কারি রৈনি কিত দেখৈ পারা॥
তূ গুলর জেহি ভীতর মাখী।
চাহহিঁ উড়ৈ মরন কে পাঁখী॥
ধূপ ন দেখহি বিষভরী অমৃত সো সর পাব।
জেহি নাগিনি ডস সো মরৈ লহরি সুরুজ কৈ আব॥

(পদ্মাবতি বললেন) "আমি হলাম কমল, সূর্যের দোসর। যেখানে প্রিয়তম নিজের, সেখানে চুরি কিসের ? আমি তাঁকে মনে করি নিজের দর্পণ স্বরূপ। সাজগোজ করে আমি তাঁর মধ্যে আমার মুখ দেখি। তাঁর প্রকাশেই আমার বিকাশ। আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তুই জলে মরিস। আমরা পরস্পরের দিকে চেয়ে যখন রক্তিম হয়ে উঠি তখনই তিমির ঘুচে গিয়ে প্রভাত হয়। কমলের বুকে যে বীজ থাকে তাতে যদি হরিহরের হার হয়, তাহলে কি দোষ ? যার কাছে (সূ) দিন এসেছে, সে কেন কালো রাতের দিকে চাইবে ? তুই গুলর ফুল, তোর ভিতরে যে কীট রয়েছে, তাদের মরণের পাখা গজিয়েছে, তাই তারা উড়তে চাইছে।

ওরে বিষময়ী, অমৃত সরোবর পেয়েও রৌদ্রালোক সহ্য করতে পারিস না ; নাগিনী যাকে দংশন করে সে মরে, যেন তার উপর এসে পড়ে সৌর তরঙ্গের আঘাত।

৯

ফ্‌ল ন কঁবল ভানু বিনু উএ।
পানী মৈল হোঈ জরি ছুএ॥
ফিরহিঁ ভঁবর তোরে নয়নাহাঁ।
নীর বিসাইধ হোত তোহি পাহাঁ॥
মচ্ছ কচ্ছ দাদুর কর বাসা।
বগ অস পঙ্খি বসহিঁ তোহি পাসা॥
জে জে পঙ্খি পাস তোহি গএ।
পানী মহঁ সো বিসাইধ ভএ॥
জৌ উজিয়ার চাঁদ হোই উআ।
বদন কলঙ্ক ডোম লেই ছুআ॥
মোহি তোহি নিসি দিন কর বীচু।
রাহু কে হাথ চাঁদ কৈ মীচু॥
সহস বার জৌ ধোবৈ কোঈ।
তৌহু বিসাইধ জাই ন ধোঈ॥
কাহ কহৌ ওহি পিয় কহঁ মোহি সির ধরেসি অঁগারি।
তেহি কে খেল ভরোসে তুই জীতী মৈঁ হারি॥

(নাগমতি বললেন) "ওরে কমল, সূর্য না উঠলে তুই প্রস্ফুটিত হোস না। তোর মৃণালের স্পর্শে জল পঙ্কিল হয়ে ওঠে। তোর নয়নের চারপাশে ভ্রমর ঘুরে বেড়ায়। তোর সংস্পর্শে জল আঁসটে গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। মৎস্য, কচ্ছপ এবং ব্যাঙ সেখানে বাস করে। তোর নিকটে বক এবং ঐ ধরনের পাখী বসে থাকে। যে যে পাখী তোর কাছাকাছি যায়, জলের মধ্যে থেকে তারাও পূতিগন্ধময় হয়ে যায়। চন্দ্র যে অমন উজ্জ্বল হয়ে উদিত হয়, ডোমের ছোঁয়ায় তারও মুখ কলঙ্কময়। আমার সঙ্গে তোর দিন রাতের প্রভেদ। রাহুর হাতেই চাঁদের মরণ। হাজার বার যদি কেউ তোকে ধোয়, তবুও তোর পূতিগন্ধ ধোওয়া যায় না।

হে প্রিয়তম, তোমাকে আর কি বলব, তুমি আমার মস্তকে অঙ্গার চাপিয়ে দিয়েছ। আর তুই, তাঁরই প্রেমের ভরসায় জিতেছিস, আর আমি হারছি।"

১০

তোর অকেল কা জীতিউঁ হারু।
মৈঁ জিতিউঁ জগ কর সিঙ্গারু॥
বদন জিতিউঁ সো সসি উজিয়ারী।
বেনী জিতিউঁ ভুঅঙ্গিনি কারী॥
নৈনহু জিতিউ মিরিগ কে নৈনা।
কণ্ঠ জিতিউঁ কোকিল কে বৈনা॥
ভৌঁহ জিতিউঁ অরজুন ধনুধারী।
গীউ জিতিউঁ তমচুর পূছারী॥
নাসিক জীতিউঁ পুহুপ-তিল সূআ।
সূক জিতিউঁ বেসরি হোই উআ॥
দামিন জিতিউঁ দসন দমকাহীঁ।
অধর-রঙ্গ জিতিউঁ বিবাহীঁ॥
কেহরি জিতিউঁ লঙ্ক মৈঁ লীহ্নীঁ।
জিতিউঁ মরাল চাল বৈ দীহ্নী॥
পুহুপ-বাস মলয়াগিরি নিরমল অঙ্গ বসাই।
তূ নাগিনি আসা-লুবুধ ডসসি কাহু কহঁ জাই॥

(পদ্মাবতী বললেন) "শুধু একলা তোকেই হারাইনি, জগতের সমস্ত শোভা সৌন্দর্যকে আমি জয় করেছি। উজ্জ্বল চন্দ্রকে জয় করেছে আমার মুখ। কৃষ্ণসর্পকে জয় করেছে আমার বেণী। মৃগনয়নকে জয় করেছে আমার লোচন। কোকিলের স্বরকে জয় করেছে আমার কণ্ঠ। ভ্রূযুগ দিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে জয় করেছি। তাম্রচূড় মোরগ এবং পুচ্ছধারী ময়ূরকে পরাজিত করেছে আমার গ্রীবা। নাসিকা দিয়ে জয় করেছি তিলফুল এবং শুকপাখীকে; উদিত শুকতারাকে জয় করেছি আমার বেশর দিয়ে। বিদ্যুৎজয়ী আমার দশনছটা। বিম্বফলকে জয় করেছি আমার অধররক্তিমা দিয়ে। কেশরীকে জয় করে আমার কটিদেশ ধারণ করেছি। মরালকে জয় করে তার গমনভঙ্গী পেয়েছি।

আমার অঙ্গ মলয়পর্বতের পুষ্পগন্ধে সুবাসিত। তুই সর্পিণী, কামলুব্ধা। অন্য কাউকে গিয়ে দংশন কর।"

১১

কা তোহিঁ গরব সিংগার পরাএ।
অবহীঁ লৈহিঁ লূট সব ঠাএঁ॥
হৌঁ সাঁবরি সলোন মোর নৈনা।
সেত চীর মুখ চাতক বৈনা॥
নাসিক খরগ ফূল ধুরুতারা।
ভৌঁহেঁ ধনুক গগন গা হারা॥
হীরা দসন সেত ঔ সামা।
ছপৈ বীজু জৌ বিহঁসৈ বামা॥
বিদ্রুম অধর রঙ্গ রস-রাতে।
জূড় অমিয় অস রবি নহিঁ তাতে॥
চাল গয়ন্দ গরব অতি ভরী।
বসা লঙ্ক নাগেসর-করী॥
সাঁবরী জহাঁ লোনি সুঠি নীকী।
কা সররবি তূ করসি জে ফীকী॥
পুহুপ-বাস ঔ পবন অধারী কঁবল মোর তরহেল।
চহৌঁ কেস ধরি নাবৌঁ তোর মরন মোর খেল॥

(নাগপতি বললেন) "অপরের শোভা নিয়ে কি গৌরব করছিস? সব-জায়গা থেকে লুণ্ঠন করেই তোর যা কিছু সৌন্দর্য। আমি শ্যামলী, কিন্তু আমার নয়ন লাবণ্যময়। আমার বসন শুভ্র, মুখে চাতকের স্বর। খড়্গের ন্যায় নাসিকায় ধ্রুবতারার ন্যায় (রত্ন) ফুল। আমার ভ্রূ ধনুর কাছে হেরে গিয়েছে আকাশের ইন্দ্রধনু। আমার হীরকদন্ত শুভ্র-শ্যাম, হাসির ছটায় বিদ্যুতের জ্যোতি চাপা পড়ে। অধরলতা রসরক্তিম; তার অমৃতময় রক্তরাগ তাপহীন অরুণকিরণের ন্যায়। আমার অতিগর্বিত চলন গজগমনতুল্য। নাগেশ্বর কলির ন্যায় আমার কটিদেশ। শ্যামলী রমণী যেখানে লাবণ্যময়ী এবং অসামান্য সুন্দরী সেখানে তুই ফ্যাকফেকে সাদা; নিজের সঙ্গে আর কি তুলনা করছিস?

ওরে পুষ্পগন্ধ ও বায়ুভুক কমল, তুই আমার অধীনা। ইচ্ছে করলে তোকে কেশে ধরে নত করতে পারি, তোর মরণেই আমার আমোদ।"

১২

পদমাবতি সুনি উতর ন কহী।
নাগমতি নাগিনি জিমি গহী॥
রহ ওহি কহঁ রহ ওহি কহঁ গহা।
কাহ কহৌঁ তস জাই ন কহা॥
দুঔ নবল ভরি জোবন গাজৈঁ।
অছরী জনহুঁ অখারে বাজৈঁ॥
ভা বাহুঁন বাহুঁন সৌ জোরা।
হিয় সৌঁ হিয় কোই বাগ ন মোরা॥
কুচ সৌঁ কুচ ভই সৌহেঁ অনী।
নবহিঁ ন নাএ টুটহিঁ তনী॥
কুম্ভস্থল জিমি গজ মৈমন্তা।
দুবৌ আই ভিরে চৌদন্তা॥
দেবলোক দেখত হুত ঠাঢ়ে।
লগে বান হিয় জাহিঁ ন কাঢ়ে॥
জনহুঁ দীহ্ন ঠগলাড়ু দেখি আই তস মীচু।
রহা ন কোই ধরহরিয়া করৈ দুহুঁহু মহঁ বীচু॥

পদ্মাবতী এ কথা শুনে উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি সর্পিণীর ন্যায় নাগমতিকে ধারণ করলেন। পরস্পর পরস্পরকে জাপটে ধরলেন। কেমন করে তা বর্ণনা করব, সে বলা যায় না। দুই নবীনা গর্জে উঠলেন। দুই অপ্সরী যেন ভূমিতে লড়াই করতে লাগলেন। বাহুর সঙ্গে বাহু আবদ্ধ হল, বক্ষের সঙ্গে সংলগ্ন হল বক্ষ, কেউ কাউকে বাগ মানাতে পারলেন না। নখচিহ্নিত কুচযুগল কুচযুগলের সন্নিহিত হল, কেউ কাউকে নত করতে পারলেন না, নীবিবন্ধ খুলে গেল। মদমত্ত দন্তীর ন্যায় তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। দেবলোক থেকে দেবতারা এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। উভয়ের বাণবিদ্ধ হৃদয় থেকে তীর তোলা গেল না।

তাদের মরণ দেখার জন্য কেউ যেন বিষনাড়ু এনে দিল। কিন্তু কেউই এসে দুজনকে আলাদা করে দিয়ে ঝগড়া মেটাতে এগিয়ে এল না।

১৩

পবন শ্রবন রাজা কে লাগা।
কহেসি লড়হিঁ পদমিনি ঔ নাগা॥
দূনৌ সবতি সাম ঔ গোরী।
মরহিঁ তৌ কহঁ পারসি অসি জোরী॥
চলি রাজা আরা তেহি বারী।
জরত বুঝাই দূনৌ নারী॥
একবার জেই পিয় মন বূঝা।
সো দুসরে সৌঁ কাহে ক জূঝা॥
অস গিয়ান মন আব ন কোঈ।
কবহূঁ রাতি কবহূঁ দিন হোঈ॥
ধূপ ছাঁহ দোউ পিয় কে রঙ্গা।
দূনৌ মিলী রহহিঁ এক সঙ্গা॥
জূঝ ছাঁড়ি অব বূঝহু দোউ।
সেবা করহু সেব-ফল হোউ॥
গঙ্গ জমুন তুম নারি দোউ লিখা মুহম্মদ জোগ।
সেব করহু মিলি দূনৌ তৌ মানহু সুখভোগ॥

পবন সংবাদ দিল রাজার কানে। বলল, "পদ্মিনীর সঙ্গে নাগমতির লড়াই লেগেছে। দুই সপত্নী শ্যামলী আর গৌরী যদি (যুদ্ধ করে) মরে, তাহলে তুমি কোথায় পাবে এমন এক জোড়া?" রাজা চলে এলেন সেই উদ্যানে। পত্নীদ্বয়ের জ্বালা নেভালেন এই বলে,—"যে একবার প্রিয়তমের মন জেনেছে সে দ্বিতীয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে কেন? এমন ধারণা কারোর মনে আসা উচিত নয় যাতে কখনও রাত আবার কখনও দিন হয়। রৌদ্র এবং ছায়া দুটো নিয়েই প্রিয়তমের লীলা। তাই উভয়েই একসাথে মিলে মিশে থাকে। দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে এখন দুজনে বুঝে দেখ। ঠিকভাবে সেবা কর, তাহলে তার ফললাভও হবে।

তোমরা দুজনে গঙ্গা ও যমুনার মতো দুই রমণী। মুহম্মদ উভয়ের ভাগ্যকে একযোগে লিখেছেন। দুজনে মিলে মিশে সেবা কর আর সুখভোগ কর।"

১৪

অস কহি দূনৌ নারি মনাঈ।
বিহঁসি দোউ তব কণ্ঠ লগাঈ॥
লেই দোউ সংগ মঁদির মহঁ আএ।
সোন-পলঁগ জহঁ বহে বিছাএ॥
সীঝী পাঁচ অমৃত জেবনারা।
ঔ ভোজন ছপ্পন পরকারা॥
হুলসীঁ সরস খজহজা খাঈ।
ভোগ করত বিহঁসীঁ রহসাঈ॥
সোন মঁদির নাগমতি কহঁ দীহ্না।
রূপ-মঁদির পদমাবতি লীহ্না॥
মঁদির রতন রতন কে খম্ভা।
বৈঠা রাজ জোহারৈ সম্ভা॥
সভা সো সবৈ সুভর মন কহা।
সোঈ অস জো গুরু ভল কহা॥
বহু সুগন্ধ বহু ভোগসুখ কুরলহিঁ কেলি করাহিঁ।
দুহুঁ সৌঁ কেলি নিত মানৈ রহস অনঁদ দিন জাহিঁ॥

এই বলে রাজা পত্নীদ্বয়কে শান্ত করলেন। উভয়েই তখন সহাস্যে কণ্ঠলগ্ন হলেন। দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রাসাদে এলেন, স্বর্ণপালঙ্ক সেখানে বিছানো রয়েছে। সুসিদ্ধ পঞ্চামৃত অন্ন এবং ছাপান্ন ব্যঞ্জন ভোজনের জন্য প্রস্তুত। সহর্ষে তাঁরা (এর সঙ্গে) সরস ফল আহার করলেন। হাস্য পরিহাসসহ তাঁরা সব কিছু ভোগ করলেন। নাগমতিকে দিলেন স্বর্ণগৃহ, পদ্মাবতী নিলেন রৌপ্যভবন। আর রত্নসেনের জন্য রত্নথামের প্রাসাদ। সেখানে রাজা এসে বসলে সভাসদ্‌রা জয়স্তুতি করতে লাগলেন। সভার সকলে সানন্দচিত্তে বললেন, 'গুরু যা বলেন তাই ঠিক।'

অনেক সুগন্ধ ও প্রচুর ভোগসুখসহ তাঁরা কেলিকোলাহল করতে লাগলেন। নিত্য দুজনকে (নাগমতি ও পদ্মাবতী) নিয়ে লীলা করতে করতে আনন্দে (রাজার) দিন কাটতে লাগল।

রত্নসেন সন্ততি খণ্ড

১

জাএউ নাগমতি নাগসেনহি।
উঁচু ভাগ উঁচৈ দিন রৈনহি॥
কঁবলসেন পদ্মাবতি জাএউ।
জানহুঁ চন্দ ধরতি মহঁ আএউ॥
পণ্ডিত বহু বুধিবন্ত বোলাএ।
রাসি বরগ ঔ গরহ গনাএ॥
কহেহ্নিবড়ে দোউ রাজা হোহীঁ।
ঐসে পূত হোহিঁ সব তোহীঁ॥
নবৌ খণ্ড কে রাজহ্ন জাহীঁ।
ঔ কিছু দ্বন্দ হোই দল মাহীঁ॥
খোলি ভঁড়ারহি দান দেৱারা।
দুখী সুখী কর মান বঢ়াৱা॥
জাচক লোগ গুনীজন আএ।
ঔ অনন্দ কে বাজ বধাএ॥
বহু কিছু পাৱা জোতিসিহ্ন ঔ দেই চলে অসীস।
পুত্র কলত্র কুটুম্ব সব জীয়হীঁ কোট বরীস॥

নাগমতি জন্ম দিলেন নাগসেনকে। তাঁর উন্নত ভাগ্য দিবারাত্র আরও উচ্চ হতে লাগল। পদ্মাবতী জন্মদান করলেন কমলসেনকে। যেন ধরণী মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। অনেক পণ্ডিত এবং জ্ঞানীদের ডাকা হল। তাঁরা রাশিবর্গ এবং গ্রহ গণনা করলেন। তাঁরা বললেন, 'দুজনেই খুব বড় রাজা হবেন। আপনাদের সব এমন সন্তান হোক। এঁরা নয়দিকের নৃপতিদের বিরুদ্ধে গমন করবেন এবং তাদের সেনাদলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হবে।" রাজা (রত্নসেন) তাঁর ভাণ্ডার খুলে দানের আদেশ দিলেন। তিনি দুঃখীকে সুখী করে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করলেন। প্রার্থী এবং গুণীজন সকলে এলেন, উৎসবের আনন্দ বর্ধিত হল।

অনেক কিছু লাভ করে জ্যোতিষীগণ এই আশীর্বাদ করে গেলেন, "এঁদের পুত্র কলত্র এবং কুটুম্বগণ কোটিবর্ষব্যাপী জীবিত থাকুন।"

রাঘব চেতন দেস নিকালা খণ্ড

১

রাঘব চেতন চেতন মহা।
আউ সরি রাজা পহঁ রাহা॥
চিত চেতা জানৈ বহু ভেউ।
কবি বিয়াস পণ্ডিত সহদেউ॥
বরনী আই রাজ কৈ কথা।
পিংগল মহঁ সব সিঙ্ঘল মথা॥
জো কবি সুনৈ সীস সো ধুনা।
সরৱন নাদ বেদ সো সুনা॥
দিস্টি সো ধরম-পন্থ জেহি সুঝা।
জ্ঞান সো জো পরমারথ বুঝা॥
জোগি জো রহৈ সমাধি সমানা।
ভোগি সো গুণী কের গুন জানা॥
বীর সো রিস মারৈ মন গহা।
সোই সিঙ্গার কন্ত জো চহা॥
বেদ-ভেদ জস বররুচি চিত চেতা তস চেত।
রাজা ভোজ চতুর্দশ ভা চেতন সৌঁ হেত॥

রাঘব চেতন মহাজ্ঞানী। রাজার সেবায় সারাজীবন নিযুক্ত। তার জ্ঞানী চিত্ত অনেক কিছুর মর্ম জানে। কবি হিসাবে সে ব্যাস এবং পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে সহদেবতুল্য। রাজকাহিনী বর্ণনা করতে তার আগমন। সে সিংহল-বৃত্তান্ত পিঙ্গলের ছন্দোবন্ধে রচনা করেছে। যে কবি তা শোনে সে-ই (সমর্থনসূচক) মাথা নাড়ে। বেদধ্বনি যে শোনে তারই শ্রবণ সার্থক। যে ধর্মপথ দেখতে পায় তারই দৃষ্টি সফল। পরমার্থ যে বোঝে তার জ্ঞান যথার্থ। যে সমাধিমগ্ন সেই ঠিক যোগী। যে গুণবানের গুণের সমাদর করে সে-ই উপযুক্ত ভোগী। যে ক্রোধ জয় করে সংযতচিত্ত সেই যথার্থ বীর। কান্তের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সজ্জাই যথোপযুক্ত শৃঙ্গারবেশ।

বররুচি যেমন বেদজ্ঞ ছিলেন তেমনি (রাঘব) চেতনের মনস্বিতা। রাজা ভোজের চতুর্দশবিদ্যা চেতনের আয়ত্তে।

২

হোই অচেত ঘরী জৌ আঈ।
চেতন কৈ সব চেত ভুলাঈ॥
ভা দিন এক অমাবস সোঈ।
রাজৈ কহা দুইজ কব হোঈ॥
রাঘব কে মুখ নিকসা আজু।
পঁডিতন্হ কহা কাল্হি মহারাজু॥
রাজৈ দুবৌ দিসা ফিরি দেখা।
ইন মহঁ কো বাউর কো সরেখা॥
ভুজা টেকি পণ্ডিত তব বোলা।
ছাড়হিঁ দেস বচন জো ডোলা॥
রাঘব করৈ জাখিনী-পূজা।
চহৈ সো ভাব দেখাবৈ দুজা॥
তেহি উপর রাঘব তহঁ খাঁচা।
দুইজ আজু তৌ পণ্ডিত সাঁচা॥
রাঘব পূজি জাখিনী দুইজ দেখাএসি সাঁঝ।
বেদ-পন্থ জে নহিঁ চলহিঁ তে ভুলহিঁ বনমাঁঝ[১]॥

কিন্তু দুঃসময় এলে মানুষ যেমন অজ্ঞানী হয় রাঘব চেতনও সমস্ত বিজ্ঞতা ভুলে এক কাণ্ড করল। সে দিনটি ছিল অমাবস্যার পরদিন। রাজা বললেন, 'কবে দ্বিতীয়া?' রাঘবের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আজ'। পণ্ডিতরা বললেন, 'মহারাজ কাল'। রাজা তখন উভয়পক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবলেন, এর মধ্যে কোনপক্ষ মূর্খ এবং কোনপক্ষ পণ্ডিত। তখন পণ্ডিতরা হাত তুলে বললেন, 'যদি আমাদের কথা ভুল হয় তাহলে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাব।' এদিকে রাঘব যে যক্ষিণীর পুজো করত সে ইচ্ছে করলে একক অন্যরকম করে দেখাতে পারত। তার উপর নির্ভর করে রাঘব জোর দিয়ে বলল, 'আজ দ্বিতীয়া হলে তবেই আমি পণ্ডিত'।

রাঘব যক্ষিণীর পূজা করে সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাল। বেদপন্থায় যারা না চলে তারা বনমধ্যে পথ হারায়।

১ পডিতহি পডিত ন দেখৈ গুএহ বৈর তিহ মাঁঝ। (পাঠান্তর) পণ্ডিতেরা অন্য পণ্ডিতকে সহ্য করতে পারে না, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে।

৩

পঁডিতন্হ কহা পরা নহিঁ ধোখা।
কৌন অগস্ত সমুদ জেই সোখা॥
সো দিন গএউ সাঁঝ ভঈ দুজী।
দেখী দুইন ঘরী রহ পূজী॥
পঁডিতন্হ রাজহি দীন্হ অসীসা।
অব কস য়হ কঞ্চন ঔ সীসা॥
জৌ য়হ দুইজ কাল্হি কৈ হোতী।
আজু তেজ দেখত সসি-জোতী॥
রাঘব দিস্টিবন্ধ কাল্হি খেলা।
সভা মাঁঝ চেটক অস মেলা॥
এহি কর গুরু চমারিনি লোনা।
সিখা কাঁবরূ পাঢ়ন টোনা।
দুইজ অমাবস কহঁ জো দেখাবৈ।
এক দিন রাহু চাঁদ কহ লাবৈ॥
রাজ-বার অস গুণী ন চাহিয় জেহি টোনা কৈ খোজ।
এহি চেটক ঔ বিদ্যা ছলা সো রাজা ভোজ॥

পণ্ডিতরা বললেন, "আমরা ঠকি নি। (আমাদের ধোঁকা দেওয়া সহজ নয়।) সমুদ্র শুষে ফেলবে এমন অগস্ত্য কোথায়? (অর্থাৎ সত্যকে গিলে ফেলা কঠিন।) সারাদিন চলে গিয়ে দ্বিতীয়ার সন্ধ্যা এল। যথাসময়ে দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখা দিল। পণ্ডিতরা রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, এখন কষে দেখুন কাঞ্চন না কাঁচ (অর্থাৎ কোন্‌টি খাঁটি?) যদি গতকাল দ্বিতীয়াই হোত তাহলে আজকের চন্দ্রকিরণ আরও জ্যোতির্ময় দেখাত। রাঘব গতকাল আমাদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করেছিল, সভামধ্যে সে ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল। লোনা চামারকে সে এইজন্য গুরু করেছে। কামরূপ থেকে সে মোহিনী বিদ্যা শিখে এসেছে। অমাবস্যার পরের রাতে যে মায়াবী দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখায় সে একদিন রাহুকে দিয়ে চন্দ্রগ্রহণ ঘটাবে (শত্রুকে ডেকে এনে রাজার বিপদ ঘটাবে)।

যে বিদ্যাক্ষেত্রে যাদু ব্যবহার করে, রাজসভায় এমন গুণীর দরকার নেই। এমনিভাবে যাদুবিদ্যার ব্যবহার করেই রাজা ভোজ ছলনা করেছিলেন।

৪

রাঘব-বৈন জো কঞ্চন-রেখা।
কসে বানি পীতর অস দেখা॥
অজ্ঞা ভঈ রিসান নরেসূ।
মারহু নাহিঁ নিসারহু দেসূ॥
ঝূঠে বোলি থির রহৈ ন রাঁচা।
পণ্ডিত সোই বেদ-মন-সাঁচা॥
বেদ-বচন মুখ সাঁচ জো কহা।
সো জুগ জুগ অহথির হোই রহা॥
ঝূট রতন সোঈ ফটকরৈ।
কেহি ঘর রতন জো দারিদ হরৈ॥
চহৈ লচ্ছি বাউর কবি সোঈ।
জহঁ সুরসতী লচ্ছি কিত হোঈ॥
করিতা-সঁগ দারিদ মতি ভঙ্গী।
কাঁটে-কুঁট পুহুপ কৈ সঙ্গী॥
করি তৌ চেলা বিধি গুরু, সীপ সেরাতী-বুন্দ।
তেহি মানুষ কৈ আস কা জো মরজিয়া সমুন্দ॥

রাঘবের যে (গণনা) বাক্য স্বর্ণাক্ষর বলে মনে হয়েছিল, সত্যের কষ্টিপাথরে কষে দেখা গেল তা পিতলের ন্যায় মেকি। তখন নরেশ ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিলেন, একে হত্যা না করে দেশ থেকে নির্বাসন দাও। যে মিথ্যা কথা বলে সে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। বেদশুদ্ধ যাঁর মন সেই যথার্থ পণ্ডিত। যিনি মুখে সত্য বেদবাক্য বলেন তিনি যুগ যুগ অবিচলিত থাকেন। ঝুটো রত্নকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই উচিত। সে রত্ন কোন ঘরের দারিদ্র্য মোচন করতে পারে? যে কবি লক্ষ্মীকে চায় সে পাগল। যেথানে সরস্বতী যেথানে লক্ষ্মী কোথায়? বুদ্ধিভ্রংশকারী দারিদ্র্য কবিতার নিত্যসঙ্গী, পুষ্পের সঙ্গে যেমন লেগে থাকে কাঁটার খোঁচা।

ঈশ্বর গুরু, কবি তাঁর শিষ্য; স্বাতীবিন্দুর জন্য তার শুক্তির ন্যায় প্রতীক্ষা। যে মানুষ সমুদ্রের ডুবুরি (অর্থাৎ ধনরত্ন সন্ধানী) তাকে তার (কবির) কিসের প্রয়োজন?

৫

এহি রে বাত পদমাবতি সুনী।
দেস নিসারা রাঘব গুনী॥
জ্ঞান-দিস্টি ধনি অগম বিচারা।
ভল ন কীন্‌হ অস গুনী নিসারা॥
জেই জাখিনী পূজি সসি কাঢ়া।
সূর কে ঠাঁর্‌ করৈ পুনি ঠাঢ়া॥
করি কৈ জীভ খড়্গ হরদ্বানী।
এক দিসি আগি দুসর দিসি পানী॥
জিনি অজুগুতি কাঢ়ে মুখ ভোরে।
জস বহুতে অপজস হোই থোরে॥
রানী রাঘব বেগি হঁকারা।
সূর গহন ভা লেহু উতারা॥
বাম্‌হন জহাঁ দচ্ছিনা পারা।
সরগ জাই জো হোই বোলারা॥
আরা রাঘব চেতন ধৌরাহর কে পাস।
ঐস ন জানা তে হিয়ৈ বিজুরী বসৈ অকাস॥

এই কথা পদ্মাবতীর কর্ণগোচর হল যে, রাঘব গুণী দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। জ্ঞানদৃষ্টিতে রাণী ভবিষ্যৎ-বিচার করে দেখলেন। "এমন গুণীকে নির্বাসন দিয়ে (রাজা) ভাল করলেন না। যে মানুষ যক্ষিণীকে পুজো করে চাঁদকে অদৃশ্য করতে পারে সে এক সূর্যের (রত্নসেন) স্থানে অন্য সূর্যকে (বাদশাহ) এনে খাড়া করতে সমর্থ। কবির জিহ্বা হরদ্বান (?) খড়্গের ন্যায়, তার একদিকে আগুন জলে অন্যদিকে ঝরে জল। ভুলেও মুখে অযোগ্য বচন উচ্চারণ করতে নেই, তাতে যশ অনেক, অপযশ সামান্যই।" রাণী তখন দ্রুত রাঘব চেতনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "সূর্যে গ্রহণ লাগল, কিছু দান গ্রহণ করে যান। আহুত ব্রাহ্মণ এ সময় দক্ষিণা গ্রহণ করলে স্বর্গলাভ হয়।"

রাঘব চেতন প্রাসাদের নিকটে এল। সে মনে মনেও কখনও ভাবে নি যে এমন বিদ্যুৎ আকাশে আছে।

৬

পদমাৱতি জো ঝরোখে আঈ।
নিহকলঙ্ক সসি দীহ্ন দিখাঈ॥
ততখন রাঘব দীহ্ন অসীসা।
ভএউ চকোর চন্দমুখ দীসা॥
পহিরে সসি নখতহ্ন কৈ মারা।
ধরতী সরগ ভএউ উজিয়ারা॥
ঔ পহিরে কর কঙ্কন-জোরী।
নগ লাগে জেহি মহঁ নৌ কোরী॥
কঁকন এক কর কাঢ়ি পৱারা।
কাঢ়ত হার টূট ঔ মারা॥
জানহুঁ চাঁদ টূট লেই তারা।
ছুটী অকাস কাল কৈ ধারা॥
জানহু টূটি বীজু ভুই পরী।
উঠা চৌঁধি রাঘব চিত হরী॥
পরা আই ভুঁই কঙ্কন জগত ভএউ উজিয়ার।
রাঘব বিজুরী মারা বিসঁভর কিছু ন সঁভার॥

পদ্মাবতী এসে ঝরোখার ভিতর দিয়ে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মতো দেখা দিলেন। তখন রাঘব তাঁকে আশিস দান করল, এবং চন্দ্রমুখ দর্শনে চাতকের ন্যায় হল। চন্দ্র যে নক্ষত্রের মালা পরে ছিল, তাতে ধরণী এবং স্বর্গ উজ্জ্বল হল। তিনি (পদ্মাবতী) হাতে যে কাঁকনজোড়া পরেছিলেন তা ছিল নবরত্নখচিত। তাঁর এক হাত থেকে একটি কাঁকন খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। সেই সময় তাঁর গলার মালা এবং হার খসে গেল। মনে হল যেন চাঁদ তারাদের নিয়ে খসে পড়ল এবং উল্কাধারা হয়ে যেন তারা আকাশে ধাবিত হল। আর কাঁকনটি যেন বিদ্যুৎ হয়ে ভূমিতে এসে পড়ল, তা রাঘব চেতনের চোখ ধাঁধিয়ে চিত্তকে হরণ করল।

মাটিতে এসে পড়ল কাঁকন; তার জ্যোতিতে জগৎ উজ্জ্বল হয়ে গেল। রাঘবও যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল, বিহ্বল হয়ে কিছুতেই আত্ম-সম্বরণ করতে পারল না।

৭

পদমাৱতি হঁসি দীহ্ন ঝরোখা।
জৌ য়হ গুনী মরৈ মোহিঁ দোখা॥
সবৈ সহেলী দেখৈ ধাঈ।
চেতন চেতু জগাৱহিঁ আঈ॥
চেতন পরা ন আৱৈ চেতূ।
সবৈ কহা এহি লাগ পরেতূ॥
কোঈ কহৈ আহি সনিপাতূ।
কোঈ কহৈ কি মিরগী বাতূ॥
কোই কহ লাগ পৱন ঝর ঝোলা।
কৈসেহু সমুঝি ন চেতন বোলা॥
পুনি উঠাই বৈঠাএহ্নি ছাহাঁ।
পূছহিঁ কৌন পীর হিয় মাহাঁ॥
দহুঁ কাহুকে দরসন হরা।
কী ঠগ ধূত ভূত তোহি ছরা॥
কী তোহি দীহ্ন কাহু কিছু কী রে ডসা তোহি সাঁপ।
কহু সচেত হোই চেতন দেহ তোরি কস কাঁপ॥

পদ্মাবতী হেসে ঝরোখা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'যদি এই গুণী মরে যায় তাহলে আমারই দোষ হবে।' সব সখীরা ছুটে গেল (রাঘব চেতনকে) দেখতে। তারা এসে জাগাবার চেষ্টা করে বলল, 'হে চেতন, চৈতন্য লাভ কর।" কিন্তু রাঘব চেতন পড়ে রইল, তার চেতনা ফিরে এল না। সকলে বলল, 'একে প্রেত ভর করেছে।' কেউ বলল, 'সন্নিপাত'। কেউ বলল 'মৃগী', কেউ বলল, 'বায়ু'। কোনো একজন বলল, 'ঝড়ের ঝাপ্টা লেগেছে।' কোনোভাবেই চেতন তার চেতনা এবং বাকশক্তি ফিরে পেল না। তারা তখন তাকে উঠিয়ে ছায়ায় নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'বুকের মধ্যে কোন জায়গায় ব্যথা? কাউকে দেখে কি চেতনা হারালে? অথবা কোনো ঠগ, ধূর্ত কিংবা ভূত তোমাকে ছলনা করল?

কিংবা কেউ কিছু তোমাকে (খাইয়ে) দিয়ে কি এমন করল? বা, তোমাকে কি সাপে কামড়াল'? তারা বলল, 'হে চেতন সচেতন হও, বল, তোমার দেহ কাঁপছে কেন?'

৮

ভএউ চেত চেতন চিত চেতা।
নৈন ঝরোখে জীউ সঁকেতা॥
পুনি জো বোলা মতি বুধি খোরা।
নৈন ঝরোখা লাএ রোরা॥
বাউর বহির সীস পৈ ধুনা।
আপনি কহৈ পরাই ন সুনা॥
জানহু লাঈ কাহু ঠগৌরী।
খন পুকার খন বাতৌঁ বৌরী॥
হৌ রে ঠগা এহি চিতউর মাহাঁ।
কাসৌ কহৌ জাউঁ কেহি পাহাঁ॥
য়হ রাজা সঠ বড় হত্যারা।
জেই রাখা অস ঠগ বটপারা॥
না কোঈ বরজ ন লাগ গোহারী।
অস এহি নগর হোই বটপারী॥
দিস্টি দীহ্ন ঠগলাড়ু অলক-ফাঁস পরে গীউ।
জহাঁ ভিখারি ন বাঁচে তহাঁ বাঁচ কো জীউ॥

অবশেষে চেতনের চিত্তে চেতনা ফিরে এল। তার নয়ন ঝরোখার দিকে নিবদ্ধ, তাতে জীবনের সঙ্কেত দেখা দিল। পুনরায় যখন কথা বলল মনে হল বোধবুদ্ধি হারিয়ে গেছে। ঝরোখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাঁদতে লাগল। উন্মত্ত এবং বধির হয়ে মাথা দোলাতে থাকল। আত্মগতভাবে বলতে লাগল, কিন্তু অপরের কথা শুনতে পেল না। মনে হল যেন কেউ বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কখনও চিৎকার করে উঠছিল কখনও বা বিড় বিড় করছিল। "এই চিতোরে এসে আমি প্রবঞ্চিত হলাম। কাকে বলব, কার কাছে যাব? এই রাজা শঠ এবং ভয়ানক হত্যাকারী। তিনি রাজ্যে এমন ঠগ এবং বাটপার রেখেছেন। একে (ঠগকে / পদ্মাবতীকে) বাধা দেবার কেউ নেই, এর বিরুদ্ধে আবেদন করারও সুযোগ নেই। এ নগর এমনই বাটপারের রাজত্ব।

তিনি তাঁর (পদ্মাবতীর) কটাক্ষের বিষনাড়ু আমাকে দিলেন। তারপর গলায় পরালেন চুলের ফাঁস। যেখানে ভিখারি পর্যন্ত পরিত্রাণ পায় না, সেখানে কে আর প্রাণে বাঁচবে?"

৯

কিত ধৌরাহর আই ঝরোখে।
লেই গই জীউ দচ্ছিনা ধোখে॥
সরগ উই সসি করৈ অঁজোরী।
তেহি তে অধিক দেহুঁ কেহি জোরী॥
তহাঁ সসিহি জৌ হোতি রহ জোতি।
দিন হোই রাতি রৈনি কস হোতী॥
তেই হঁকারি মোহিঁ কঙ্কন দীহ্না।
দিস্টি জো পরী জীউ হরি লীহ্না॥
নৈন-ভিখারী ঢীঠ সতছঁড়া।
লাগৈ তহাঁ বান হোঈ গড়া॥
নৈনহিঁ নৈন জো বেধি সমানে।
সীস ধুনৈ নিসরহিঁ নহিঁ তানে॥
নরহিঁ ন নাএ নিলজ্জ ভিখারী।
তবহিঁ ন লাগি রহী মুখ-কারী॥
কিত করমুহেঁ নৈন ভএ জীউ হরা জেহি বাট।
সরবর নীর-নিছোহ জিমি দরকি দরকি হিয় ফাট॥

"কেন তিনি প্রাসাদের ঝরোখায় এলেন? দক্ষিণা দানের ছলনায় নিয়ে গেলেন আমার জীবন। আকাশে চন্দ্রের ন্যায় তিনি উজ্জ্বল হয়ে উদিত হলেন। চন্দ্রমার চেয়ে আরও জোরালো কিরণ দিতে লাগলেন। চাঁদের যদি এত জ্যোতি থাকত তাহলে রাত দিনের মতো হয়ে যেত, রাত্রি আর কি করে হোত? তিনি আমাকে ডেকে কঙ্কণ দিলেন, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পড়তেই আমার জীবন হরণ করে নিলেন। তাঁর কটাক্ষ আমার ন্যায় ভিক্ষুকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁর নয়নবাণ আমার নয়নে বিঁধে গেল। নয়নে যদি নয়নবাণ সোজা বিঁধে যায় তাহলে মাথা ঝাঁকালেও তাকে টেনে বের করা যায় না। নির্লজ্জ ভিখারী (আমার নয়নদ্বয়) তাঁকে দেখে মাথা নত করল না। সেই কারণেই কি নয়নপ্রান্ত মসিময় হয়ে রইল না?

যে পথে জীবন অপহৃত হল সেই নয়নপথ কিভাবে কালামুখ হল? শুকিয়ে যাওয়া সরোবরের তলদেশের ন্যায় আমার হৃদয় ফুটিফাটা হয়ে গেল।"

১০

সখিন্হ কহা চেতসি বিসঁভারা।
হিয়ে চেতু জেহি জাসি ন মারা॥
জৌ কোই পাৱৈ আপন মঁাগা।
না কোই মরৈ ন কাহু খাঁগা॥
রহ পদমাৱতি আহি অনূপা।
বরনি ন জাই কাহু কে রূপা॥
জো দেখা সো গুপুত চলি গএউ।
পরগট কহাঁ জীউ বিনু ভএউ॥
তুম্হ অস বহুত বিমোহিত ভএ।
ধুনি ধুনি সীস জীউ দেই গএ॥
বহুতন্হ দীন্হ নাই কৈ গীৱা।
উতর দেই নহিঁ মারৈ জীৱা॥
তুই পৈ মরহিঁ হোই জরি ভূঈ।
অবহুঁ উঘেলু কান কৈ রূঈ॥
কোই মঁাগে নহি পাৱৈ কোই মঁাগে বিনু পাৱ।
তু চেতন ঔরহি সমুঝাৱৈ তোকহঁ কো সমুঝাৱ॥

সখীরা বলল, "হে বিহ্বল, চেতনা লাভ কর। যার হৃদয়ে চৈতন্য জাগ্রত হয়, তাকে মারা যায় না। যদি কেউ যা চায় তাই পেত, তাহলে কেউ মরত না, কারোর কিছু অভাবও থাকত না। এই পদ্মাবতী নিরুপমা, অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বর্ণনা করা যায় না। যে তাঁকে দেখতে পায় সে নিঃশব্দে চলে যায়, প্রাণহীন হলে সে আর কেমন করে প্রকাশ করবে? তোমার মতো অনেকেই এমন মোহিত হয়েছে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জীবন দিয়ে গেছে। অনেকে নত হয়ে গ্রীবা দান করেছে। তিনি (পদ্মাবতী) কোনো উত্তর না দিয়ে এদের প্রাণে মেরেছেন। তুমিও এখনই জ্বলে পুড়ে ভুয়ো হয়ে যাবে, এখনই কান থেকে তুলো খুলে ফেল।

কেউ চেয়েও পায় না, আবার কেউ না চাইতেই পায়। হে চেতন, তুমি অপরকে যেখানে বোঝাও, তোমাকে আর কে বোঝাবে?"

১১

ভএউ চেত চিত চেতন চেতা।
বহুরি ন আই সহৌঁ দুখ এতা॥
রোৱত আই পরে হম জঁহা।
রোৱত চলে কৌন সুখ তঁহা॥
জহাঁ রহে সংসৌ জিউ কেরা।
কৌন রহনি চলি চলৈ সবেরা॥
অব য়হ ভীখ তহাঁ হোই মঁাগৌ।
দেই এত জেহি জনম ন খাঁগৌ॥
অস কঙ্কন জৌ পাৱৌঁ দূজা।
দারিদ হরৈ আস মন পূজা॥
দিল্লী নগর আদি তুরকানূ।
জহাঁ অলাউদীন সুলতানূ॥
সোন ঢরৈ জেহি কে টকসারা।
বারহ বানী চলৈ দিনারা॥
কঁৱল বখানৌ জাই তহঁ জহঁ অলি অলাউদীন।
সুনি কৈ চঢ়ৈ ভানু হোই রতন জো হোই মলীন॥

(রাঘব) চেতনের চিত্তে চৈতন্যোদয় হল। (সে ভাবল) 'এত দুঃখ সহ্য করতে আমি এখানে আর ফিরব না। যেখানে কাঁদতে কাঁদতে আসতে হয় এবং কাঁদতে কাঁদতে যেতে হয় সেখানে কি সুখ? যেখানে থাকলে জীবন সংশয়, সেখানে কে থাকে? অতএব দ্রুত প্রস্থান করি। এখন যেখানে ভিক্ষা করতে যাব, সেখানে এত দেবে যে সারাজীবনেও আর অভাব হবে না। এমন কঙ্কণ যদি আর একটি পাই তাহলে সমস্ত দারিদ্র্য ঘুচে যায় এবং মনোবাসনা পূর্ণ হয়। দিল্লী নগর তুর্কি রাজধানী, সেখানকার সুলতান হলেন আলাউদ্দীন। তাঁর টাঁকশালায় সোনার স্রোত ঢালা হয় এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসে খাঁটি সোনার দিনার।

যেখানে রয়েছেন আলাউদ্দীনরূপী ভৃঙ্গ সেখানে গিয়ে কমলের (পদ্মাবতী) বর্ণনা করি। তা শুনে তিনি সূর্যের ন্যায় (এখানে) উদিত হবেন এবং তাঁর কাছে রত্ন (রত্নসেন) ম্লান হয়ে যাবে।'

রাঘব চেতন দিল্লী গমন খণ্ড

১

রাঘব চেতন কীহ্ন পয়ানা।
দিল্লী নগর জাই নিয়রানা॥
আই সাহ কে বার পহুঁচা।
দেখা রাজ জগত পর উঁচা॥
ছত্তিস লাখ তুরুক অসবারা।
তীস সহস হস্তী দরবারা॥
জহঁ লগি তপৈ জগত পর ভানূ।
তহঁ লগি রাজ করৈ সুলতানূ॥
চহুঁখণ্ড কে রাজা আবহিঁ।
ঠাঢ় ঝুরাহিঁ জোহার ন পারহিঁ॥
মন তৈবান কৈ রাঘব ঝূরা।
নাহিঁ উবার জীউ-ডর পূরা॥
জহঁ ঝুরাহিঁ দীহ্নে সির ছাতা।
তহঁ হমার কো চালৈ বাতা॥
বার পার নহি সূঝৈ লাখন উমর অমীর।
অব খুর খেহ জাহুঁ মিলি আই পরেউঁ এহি ভীর॥

রাঘব চেতন প্রস্থান করল। দিল্লী নগরের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হল। অবশেষে সাহের রাজদ্বারে এসে পৌছাল। দেখল জগতের সর্বোচ্চ রাজপ্রাসাদ। দরবারে ছত্রিশ লক্ষ তুর্কি অশ্বারোহী এবং ত্রিশ হাজার হস্তী। জগতের উপর সূর্য যেমন কিরণতাপ ছড়ায়, সুলতান তেমনি প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করছেন। চারদিক থেকে রাজারা আসছেন, তাঁরা অপেক্ষা করে করে শুকিয়ে মরছেন তবু সেলামের সুযোগ পাচ্ছেন না। চিত্তের উৎকণ্ঠায় রাঘব ব্যাকুল হল। ভাবল, "উপায় নেই, জীবন সংশয়ময়। যেখানে ছত্রপতিরা শুকিয়ে মরছেন, সেখানে আমার কথা কে উত্থাপন করবে?

দরবারের (জনতার) পার দেখা যাচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ আমীর, ওমরাহ। এই ভীড়ের মধ্যে গিয়ে পড়লে আমি ঘোড়ার খুরের তলায় এখনই ধুলো হয়ে মিশে যাব।"

২

বাদসাহ সব জানা বুঝা।
সরগ পতার হিয়ে মহঁ সুঝা॥
জৌ রাজা অস সজাগ ন হোঈ।
কাকর রাজ কহাঁ কর কোঈ॥
জগত-ভার উহ্ন এক সঁভারা।
তৌ থির রহৈ সকল সংসারা॥
ঐ অস ওহিক সিংহাসন উঁচা।
সব কাহূ পর দিস্টি পহুঁচা॥
সব দিন রাজ কাজ সুখ ভোগী।
রৈনি ফিরৈ ঘর ঘর হোই জোগী॥
রাব রঙ্ক জাবত সব জাতী।
সব কৈ চাহ লেই দিন রাতী॥
পন্থী পরদেসী জত আবহিঁ।
সব কৈ চাহ দূত পহুঁচাবহিঁ॥
এহু বাত তহঁ পহুঁচী সদা ছত্র সুখ-ছাহঁ।
বাহ্মন এক বার হৈ কঁকন জরাউ বাহঁ॥

বাদশাহ সর্বজ্ঞ। স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত সব কিছুর মর্মজ্ঞ তিনি। যদি না রাজা এমন সজাগ হন, তাহলে তিনি কিসের রাজা, কেমন করে রাজত্ব করবেন? জগতের ভার তিনি একাকী বহন করেন, তাই সমস্ত সংসার স্থির থাকে। এমন এক উচ্চ সিংহাসন তাঁর, যেখান থেকে সকলের দিকে দৃষ্টি পৌছায়। সারাদিন ধরে তিনি রাজকার্যের সুখ ভোগ করেন, এবং রাত্রিকালে তিনি যোগীর ছদ্মবেশে সকলের ঘরে ঘরে ফেরেন। সম্ভ্রান্ত থেকে ভিক্ষুক পর্যন্ত জাতি-নির্বিশেষে সকলের খবর তিনি দিনরাত সংগ্রহ করেন। যত পথিক ও প্রবাসী রাজ্যে আসে সকলেরই খবর চরেরা পৌছে দেয়।

এই বার্তাও সেখানে (দরবারে) পৌছল। "রাজছত্র সর্বদা সুখচ্ছায়া দান করুক। এক ব্রাহ্মণ বাহুতে কঙ্কণ ধারণ করে দরবারে উপস্থিত।"

৩

ময়া সাহ মন সুনত ভিখারী।
পরদেসী কো পুছু হঁকারী॥
হম্‌হ পুনি জানা হৈ পরদেসা।
কৌন পন্থ গরনব কেহি ভেসা॥
দিল্লী রাজ চিন্ত মন গাঢ়ী।
য়হ জগ জৈস দূধ কৈ সাঢ়ী॥
সৈঁতি বিলোব্র কীন্হ বহু ফেরা।
মথি কৈ লীন্হ ঘীউ মহি কেরা॥
এহি দহি লেই কা রহৈ ঢিলাঈ।
সাঢ়ী কাঢ়ু দহী জব তাঈঁ॥
এহি দহি লেই কিত হোই হোই গএ।
কৈ কৈ গরব খেই মিলি গএ॥
রারন লঙ্ক জারি সব তাপা।
রহা ন জোবন আর বুঢ়াপা॥
ভীখ ভিখারী দীজিএ কা বাম্ভন কা ভাঁট।
অজ্ঞা ভঈ হঁকারহু ধরতী ধরৈ লিলাট॥

ভিক্ষুক শুনে সাহ-র অন্তরে করুণা হল। তিনি বললেন, "কে সেই বিদেশী, তাকে ডাক। আমাকেও আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশে (গুজরাট ?) যেতে হবে। কোন পথে এবং কি বেশে যাব? দিল্লী রাজ্যের জন্য মনে ভীষণ চিন্তা। এই জগৎ দুধের সরের ন্যায়। আমি অনেকবার মন্থন করে করে তা জমিয়ে তুলেছি। অতঃপর তার থেকে ঘি বের করেছি। এই দই নিয়ে নিলে আর কি অবশিষ্ট থাকবে? যতক্ষণ দই থাকে ততক্ষণ ননী তোলা যায়। সেই দই নিয়ে কত জন কতবার চলে গেছে। যারা গর্ব করে এসেছিল, তারা আজ ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। রাবণের লঙ্কা জলে গিয়ে সব কিছু তপ্ত করে তুলেছিল। (চিরকাল) যৌবন থাকে না, বার্ধক্য আসে।

ব্রাহ্মণই হোক আর ভাটই হোক ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান কর।" রাজাজ্ঞা হল, "ওকে ডাক, মাটিতে ললাট ঠেকিয়ে ও (কুর্নিস করে) আসুক"।

৪

রাঘব চেতন হুত জো নিরাসা।
ততখন বেগি বোলাৱা পাসা॥
সীস নাই কৈ দীন্হ অসীসা।
চমকত নগ কঙ্কন কর দীসা॥
অজ্ঞা ভই পুনি রাঘব পাহাঁ।
তূ মঙ্গল কঙ্কন কা বাহাঁ॥
রাঘব ফেরি সীস ভুঈঁ ধরা।
জুগ জুগ রাজ ভানু কৈ করা॥
পদমিনি সিংহলদীপক রানী।
রতনসেন চিতউর গঢ় আনী॥
কঁৱল ন সরি পূজৈ তেহি বাসা।
রূপ ন পূজৈ চন্দ অকাসা॥
জহাঁ কঁৱল সসি সূর ন পূজা।
কেহি সরি দেউঁ ঔর কো দূজা॥
সোই রানী সংসার-মনি দছিনা কঙ্কন দীন্হ।
অছরী-রূপ দেখাই কৈ জীউ ঝরোখে লীন্হ॥

নিরাশচিত্ত রাঘবচেতন আহূত হওয়া মাত্র দ্রুত তৎক্ষণাৎ (সিংহাসন) পার্শ্বে উপস্থিত হল। মস্তক অবনত করে (সাহকে) আশীর্বাদ করল। হস্তধৃত কঙ্কণের রত্নগুলি ঝকমক করে উঠল। রাঘবের প্রতি রাজাজ্ঞা হল, "তুমি ভিক্ষুক, হাতের এ কাঁকন কোথায় পেলে?" রাঘব পুনরায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে (কুর্নিস করে) বলল, "সূর্যের ন্যায় যুগযুগব্যাপী আপনি রাজত্ব করুন। সিংহল দ্বীপের রাণী পদ্মিনী। রত্নসেন তাঁকে এনেছেন চিতোরদুর্গে। পদ্মগন্ধও তাঁর (পদ্মাবতীর) সুগন্ধের সমতুল্য নয়। আকাশের চাঁদও তাঁর রূপের যোগ্য নয়। যেখানে পদ্ম, চন্দ্র এবং সূর্য তাঁর তুলনীয় নয় সেখানে আর দ্বিতীয় কে আছে যে তাঁর সমান হবে?

জগতের মণিরূপা সেই রাণী আমাকে এই কঙ্কণ দক্ষিণা দিয়েছেন। ঝরোখার আড়াল থেকে তাঁর অপ্সরা-রূপ দেখিয়ে আমার প্রাণহরণ করেছেন।"

৫

সুনি কৈ উতর সাহি মন হঁসা।
জানহু বীজু চমকি পরগসা॥
কাঁচ জোগ জেহি কঞ্চন পাৱা।
মঙ্গন তাহি সুমেরু চঢ়াৱা॥
নাৱঁ ভিখারি জীভ মুখ বাঁচী।
অবহুঁ সঁভারি বাত কহু সাঁচী॥
কহঁ অস নারি জগত উপরাহীঁ।
জেহি কে সরি সুরুজ সসি নাহীঁ॥
জো পদমিনি সো মন্দির মোরে।
সাতৌ দীপ জহাঁ কর জোরে॥
সাত দীপ মহঁ চুনি চুনি আনী।
সো মোরে সোরহ সৈ রানী॥
জৌ উন্হ কৈ দেখসি এক দাসী।
দেখি লোন হোই লোন বিলাসী॥
চহুঁখণ্ড হৌঁ চক্কৱৈ জস রবি তপৈ অকাস।
জৌ পদমিনি তৌ মোরে অছরী তৌ কবিলাস॥

একথা শুনে সাহ মনে মনে হাসলেন। যেন চকিতে বিদ্যুৎ প্রকাশ পেল। ভাবলেন, কাচযোগ্য ভিক্ষুক কাঞ্চন লাভ করেই সুমেরুতে আরোহণ করেছে। বললেন, "ভিক্ষুক বলে (নিজেকেই অভিবাদন জানাও) বেঁচে গেল তোমার জিভ। এখনও আত্মসম্বরণ করে সত্য কথা বল। কে এমন রমণী আছে যে জগতে সকলের উপরে? যার সঙ্গে চন্দ্র সূর্যেরও তুলনা হয় না? পদ্মিনী যারা তারা আছে আমার প্রাসাদে, সেখানে সপ্তদ্বীপের সুন্দরীরা করজোড় করে থাকে। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী থেকে খুঁজে খুঁজে আনা হয়েছে আমার ষোলশত রাণীদের। তাদের যে কোনো একজনের দাসীকে যদি দেখ, তাহলে তার লাবণ্যবিলাস দেখে তুমি নুনের পুতুলের ন্যায় গলে যাবে।

আকাশে যেমন মার্তণ্ড, আমি সেইরূপ চারখণ্ডের চক্রবর্তী (জগতের) পদ্মিনীরা আমার আর অপ্সরীরা স্বর্গের।"

৬

তুম বড় রাজ ছত্রপতি ভারী।
অনু বাম্ভণ মৈঁ অহৌঁ ভিখারী॥
চারিউ খণ্ড ভীখ কহঁ বাজা।
উদয় অস্ত তুম্হ ঐস ন রাজা॥
ধরমরাজ ঔ সত কলি মাহাঁ।
ঝূঠ জো কহৈ জীভ কেহি পাহাঁ॥
কিছু জো চারি সব কিছু উপরাহীঁ।
তে এহি জম্বূদীপহি নাহীঁ॥
পদমিনি অমৃত হংস সদুরূ।
সিংহলদীপ মিলহিঁ পৈ মূরূ॥
সাতৌ দীপ দেখি হৌঁ আৱা।
তব্ রাঘব চেতন কহৱারা॥
অজ্ঞা হোই ন রাখৌঁ ধোখা।
কহৌঁ সবৈ নারিন্হ গুন-দোখা॥
ইহাঁ হস্তিনী সংখিনী ঔ চিত্রিনি বহু বাস।
কহাঁ পদমিনি পদুম সরি ভঁৱর ফিরৈ জেহি পাস॥

(রাঘব বলল) "আপনি মহান ছত্রপতি, শ্রেষ্ঠ নরপতি, আর আমি এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। আমি ভিক্ষার জন্য চতুর্দিকে ঢুঁড়েছি। উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত আপনার ন্যায় রাজা কোথাও নেই। কলিযুগে আপনার রাজ্যই ধর্মরাজ্য ও সত্যরাজ্য। (আপনার কাছে) যে মিথ্যা কথা বলবে এমন জিভ সে কোথায় পাবে? সব কিছুর উপরে যে চারটি সামগ্রী, এই জম্বুদ্বীপে সেগুলি নেই। পদ্মিনী, অমৃত, হংস এবং শার্দ্দূল, সিংহল দ্বীপেই মেলে এদের আসল রূপ। সপ্তদ্বীপ ঘুরে দেখে এসে তবেই রাঘব চেতন নাম হয়েছে আমার। যদি আজ্ঞা হয় তাহলে কোনো অস্পষ্টতা না রেখে আমি (এক এক করে) সব রকমের নারীর গুণ দোষ বর্ণনা করছি।

এখানে হস্তিনী, শঙ্খিনী এবং চিত্রিণী নারী অনেক আছে। কিন্তু কোথায় সেই পদ্মের ন্যায় পদ্মিনী রমণী, ভ্রমর যাঁর পাশে পাশে ঘোরে?"

স্ত্রী ভেদ বর্ণন খণ্ড

১

পহিলে কহোঁ হস্তিনী নারী।
হস্তী কৈ পরকীরতি সারী ॥
সির ঔ পায়ঁ সুভর গিউ ছোটী।
উর কৈ খীনি লঙ্ক কৈ মোটী ॥
কুম্ভস্থল কুচ মদ উর মাহীঁ।
গবন গয়ন্দ ঢাল জনু বাহীঁ ॥
দিস্টি ন আরৈ আপন পীউ।
পুরুষ পরাএ উপর জীউ ॥
ভোজন বহুত বহুত রতি-চাউ।
অছরাঙ্গি নহিঁ থোর বনাউ ॥
মদ জস মন্দ বসাই পসেউ।
ঔ বিসরাসি ছরৈ সব কেউ ॥
ডর ঔ লাজ ন একৌ হিয়ে।
রহৈ জো রাখে আঁকুস দিয়ে ॥
গজগতি চলৈ চহূ দিসি চিতরৈ লাএ চোখ।
কহী হস্তিনী নারি য়হ সব হস্তিহু কে দোখ ॥

প্রথমে হস্তিনী নারীর কথা বলছি। তার সমস্ত প্রকৃতি হস্তীতুল্য। এর মস্তক এবং চরণ বিশাল, কিন্তু গ্রীবা ক্ষুদ্রাকার। বক্ষস্থল ক্ষীণ, কটি দেশ বিস্তৃত। স্তনযুগল হস্তীকুম্ভের ন্যায় এবং বক্ষস্থলে তা মর্দিত। মত্ত-গজের ন্যায় চলন এবং বাহু ঢালের ন্যায় প্রশস্ত। এ জাতীয় রমণীর নিজের কান্তের দিকে দৃষ্টি নেই। পরপুরুষের প্রতি তার আসক্তি। এর আহার অনেক, রতিকামনাও বিপুল। পরিচ্ছন্নহীন, সাজসজ্জাও কম। এর ঘামে আঁসটে দুর্গন্ধ। এ বিশ্বাসীদের সর্বদা ছলনা করে। এর হৃদয়ে লজ্জা ভয় কিছুই নেই। (হস্তীর ন্যায়) অঙ্কুশের আঘাতে একে বশে রাখতে হয়।

এ নারী চারদিকে হাতীর ন্যায় হেলে দুলে চলে। মনের চঞ্চলতা প্রকাশ পায় চোখে। হস্তীর দোষ-বিশিষ্ট হস্তিনী রমণীর কথা বললাম।

২

দুসরি কহোঁ সঙ্খিনী নারী।
করৈ বহুত বল অলপ-অহারী ॥
উর অতি সুভর খীন অতি লঙ্কা।
গরব ভরী মন করৈ ন সঙ্কা ॥
বহুত রোষ চাহৈ পিউ হনা।
আগে ঘাল ন কাহু গনা ॥
অপনৈ অলঙ্কার ওহি ভারা।
দেখি ন সকৈ সিঙ্গার পরারা ॥
সিংঘ ক চাল চলৈ ডগ ঢীলী।
রোৱা বহুত জাঁঘ ঔ ফীলী ॥
মোটি মঁাসু রুচি ভোজন তাসূ।
ঔ মুখ আর বিসায়ঁধ বাসূ ॥
দিস্টি তরহুঁডী হের ন আগে।
জনু মথরাহ রহৈ সির লাগে ॥
সেজ মিলত সামী কহঁ লাবৈ উর নখবান।
জেহি গুন সবৈ সিংঘ কে সো সঙ্খিনি সুলতান ॥

দ্বিতীয়ত বলব শঙ্খিনী নারীর কথা। এ সবলা কিন্তু স্বল্পাহারী। বক্ষোদেশ পরিপূর্ণ, কটিদেশ ক্ষীণ। গর্বিতচিত্ত, নির্ভীকমনা। খুব রাগী, প্রিয়তমকে তাড়না করতে চায়। কাউকেই গ্রাহ্য করে না, সম্মুখবর্তীকে তৃণজ্ঞান করে। নিজেকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, অপরের শোভা সহ্য করতে পারে না। সিংহের ন্যায় তার চালচলন। জঙ্ঘা এবং পায়ে অনেক লোম থাকে। এ নারী বলিষ্ঠ, মাংসাহারে এর রুচি। এর মুখে আঁসটে গন্ধ। নীচের দিকে দৃষ্টি, সামনে তাকায় না। যেন ঘোড়ার মতো মাথার দুপাশে লাগাম দেওয়া (যাতে এদিক ওদিক না দেখে)।

স্বামীর সঙ্গে শয্যায় মিলনকালে পতির বক্ষে সে নখাঘাত করে। যার স্বভাব সমস্তই সিংহ সদৃশ, হে সুলতান, সে-ই শঙ্খিনী নারী।

৩

তীসরি কহৌঁ চিত্রিনী নারী।
মহা চতুর রস-প্রেম পিয়ারী॥
রূপ সুরূপ সিঙ্গার সবাঙ্গী।
অছরী জৈসি রহৈ[১] অছরাঙ্গী॥
রোষ ন জানৈ হঁসতা-মুখী।
জেহি[২] অসি নারী কন্ত[৩] সো সুখী॥
অপনে পিউ কৈ জানৈ পূজা।
এক পুরুষ তজি আন ন দুজা॥
চন্দবদনি[৪] রঁগ কুমুদিনি গোরী।
চাল সোহাই হংস কৈ জোরী॥
খীর খাঁড় রুচি[৫] অলপ অহারূ।
পান ফূল তেহি[৬] অধিক[৭] পিয়ারূ॥
পদমিনি চাহিঁ ঘাটি দুই করা।
ঔর সবৈ গুন ওহি নিরমরা॥
চিত্রিনী জৈস কুমুদ-রঙ্গ[৮] সোই[৯] বাসনা অঙ্গ।
পদমিনি সব চন্দন অসি[১০] ভঁবর ফিরাহিঁ[১১] তেহি[১২] সঙ্গ॥*

তৃতীয়ত বলব চিত্রিণী নারীর কথা। (এ রমণী) খুব চতুরা, প্রেম-রসের রসিকা। রূপে সুরূপা, সাজসজ্জা-নিপুণা। অপ্সরীর ন্যায় সেজে-গুজে থাকে। রাগ জানে না, (সর্বদা) হাস্যমুখী। এমন নারী যার, সেই প্রেমিকই সুখী। এ নিজের স্বামীকে সেবা করতে জানে। এক পুরুষ ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কাউকে ভজনা করে না। সে চন্দ্রমুখী, গায়ের রঙ কুমুদিনীর ন্যায় শুভ্র। চালচলনে শোভন মরালগতি। ক্ষীর এবং মিষ্টান্নেই রুচি এবং স্বল্পাহারী। পান এবং ফুলেই তার সমধিক প্রীতি। পদ্মিনীর (ষোলকলার) চেয়ে এর দু-কলা ঘাটতি। সব গুণ মিলিয়ে এ নারী নির্মলা।

চিত্রিণী নারী যেমন কুমুদবর্ণা তেমনি তার অঙ্গও সুগন্ধময়। চন্দন-গন্ধময় এই নারীর সঙ্গলাভের জন্য ভ্রমর এসে ঘুরে বেড়ায়।

১ আহরি অসি নাগরি
২ জই
৩ পুরুখ
৪ চন্দ বদন
৫ কিছু
৬ সৌঁ
৭ বহুত
৮ কমোদ রঁগ
৯ আর ন
১০ অস
১১ ফিরহিঁ
১২ তিহ্

* বর্তমান পাঠান্তর মাতা প্রসাদ গুপ্তের সংস্করণ থেকে গৃহীত।

৪

চৌথী[১] কহৌঁ পদমিনী নারী।
পদুম-গন্ধ সসি দৈউ সঁবারী॥
পদমিনি জাতি পদুম রঁগ ওহী।
পদুম-বাস মধুকর সঁগ হোহী॥
না সুঠি লাঁবী না সুঠি ছোটী।
না সুঠি পাতরি না সুঠি মোটী॥
সোরহ করা রঙ্গ ওহি বাণী[২]।
সো[৩] সুলতান পদমিনী জানী[৪]॥
দীরঘ চারি চারি লঘু সোঈ।
সুভর চারি চহুঁ খীনৌ[৫] হোঈ॥
ঔ সসি-বদন দেখি সব মোহা।
বাল[৬] মরাল চলত গতি সোহা॥
খীর অহার ন কর সুকুঁরারী[৭]।
পান ফুল কে রহৈ অধারী[৮]॥
সোরহ করা সম্পূরণ ঔ সোরহৌ সিঙ্গার।
অব ওহি[৯] ভাঁতি কহত[১০] হৌঁ[১১] জস বরনৈ সংসার॥

চতুর্থত বলব পদ্মিনী নারীর কথা। দেবতা পদ্মগন্ধ দিয়ে এই চন্দ্রকে নির্মাণ করেছেন। পদ্মিনী জাতীয়া রমণীর রূপ এবং রঙ পদ্মের ন্যায়। তার অঙ্গের পদ্মগন্ধে (লুব্ধ হয়ে) ভ্রমর নিত্যসঙ্গী। এ খুব লম্বা নয়, খুব বেঁটেও নয়, খুব কৃশ নয়, আবার খুব মোটাও নয়। এর রূপ ষোল-কলায় পূর্ণ, হে সুলতান, এই নারীকেই পদ্মিনী বলে। ষোড়শ শৃঙ্গারের মধ্যে যে চার প্রকারের দীর্ঘতা, চার রকমের লঘুতা, চার ধরণের প্রশস্ততা এবং চার প্রকারের ক্ষীণতা (প্রসিদ্ধ), সবই এই নারীর মধ্যে আছে। এর চন্দ্রবদন দেখে সকলে মোহিত হয়, মরাল শাবকের ন্যায় এর শোভন গতি। এই সুকুমারী ক্ষীরও আহার করে না। শুধু পান এবং ফুলেই জীবন নির্বাহ করে।

ষোলকলায় সম্পূর্ণ এই রমণী ষোড়শশৃঙ্গারে (সাজে) সজ্জিত। এখন আমি জগৎপ্রসিদ্ধ সেই ষোড়শসজ্জার বর্ণনা করছি।

১ চৌথেং
২ অঙ্গ হোই বনী
৩ রহ
৪ পনী
৫ চারি খীন জো
৬ চাল
৭ খীর ন সহৈ অধিক সুকুবারা
৮ অধারা
৯ তেহি
১০ বরনি
১১ গুন

৫

প্রথম কেস দীরঘ মন[১] মোহৈ[২] ।
ঔ দীরঘ অঁগুরী কর সোহৈ[৩] ॥
দীরঘ নৈন তীখ তহঁ[৪] দেখা ।
দীরঘ গীউ কণ্ঠ তিনি[৫] রেখা ॥
পুনি লঘু দসন হোহিঁ জনু[৬] হীরা ।
ঔ লঘু কুচ উত্তঙ্গ[৭] জঁভীরা ॥
লঘু লিলাট দুইজ পরগাসূ ।
ঔ নাভী লঘু চন্দনবাসূ ॥
নাসিক খীন খরগ কৈ ধারা ।
খীন লঙ্ক জনু[৮] কেহরি হারা ॥
খীন পেট জানহুঁ নহিঁ আঁতা ।
খীন অধর বিদ্রুম-রঁগ-রাতা ॥
সুভর কপোল দেখ[৯] মুখ[১০] সোভা ।
সুভর নিতম্ব দেখি মন লোভা ॥
সুভর কলাঈ অতি বনী সুভর জঙ্ঘ গজ চাল[১১] ।
সোরহ[১২] সিঙ্গার বরনি কৈ করহিঁ দেবতা লাল[১৩] ॥

প্রথমে এর দীর্ঘ কেশ মনকে মুগ্ধ করে, দীর্ঘ অঙ্গুলিগুলি হাতের শোভা। দীর্ঘ নয়নে উজ্জ্বল দৃষ্টি, দীর্ঘ গ্রীবায় তিনটি কণ্ঠরেখা।

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত যেন হীরের টুকরো। ক্ষুদ্র স্তনদ্বয় যেন উদ্গত লেবু। ক্ষুদ্র ললাট যেন দ্বিতীয়ার চাঁদ। ক্ষুদ্র নাভি চন্দনে সুবাসিত।

আবার এর ক্ষীণ নাসিকায় খড়্গের ধার। ক্ষীণ কটিদেশ সিংহকেও হারায়; ক্ষীণ উদরে যেন অন্ত্র নেই। ক্ষীণ অধরে বিটপী-রাগ।

পূর্ণ কপোল মুখের শোভা। প্রশস্ত নিতম্ব দেখে মন লুব্ধ হয়। পরিপূর্ণ কাঁধ অতি সুগঠিত, সুপুষ্ট জঙ্ঘায় গজগমনের গতি।

যে ষোলপ্রকার অঙ্গশোভার বর্ণনা করলাম তা দেখে দেবতাদেরও লালসা জন্মায়।

১ সির
২ হোহীঁ
৩ সোহীঁ
৪ তিকখ চিহু
৫ তিরি
৬ জস
৭ উত্তগ
৮ জেহি
৯ দেহিঁ
১০ সুখ
১১ সুভর বনে ভুঅডংড কলাঈ সুভর জাঁঘ গজ চালি
১২ এ সোরহো
১৩ লালি

১

রহ পদমিনি চিতউর জো আনী[১] ।
কায়া কুন্দন দ্বাদস বানী[২] ॥
কুন্দন কনক তাহি নহিঁ[৩] বাসা ।
রহ সুগন্ধ জস[৪] কঁবল বিগাসা ॥
কুন্দন কনক কঠোর সো অঙ্গা ।
রহ কোমল[৫] রঁগ পুহুপ সুরঙ্গা ॥
ওহি ছুই পবন বিরিছ জেহি লাগা ।
সোই মলয়াগিরি ভএউ সভাগা ॥
কাহ ন মুঠি-ভরী ওহি দেহী ।
অসি মুরতি কেই দৈউ[৬] উরেহী ॥
সবৈ চিতের চিত্র কৈ হারে ।
ওহিক রূপ কোই লিখৈ ন পারে ॥
কয়া কপুর হাড় সব[৭] মোতী ।
তিহুতেঁ[৮] অধিক দীহু বিধি জোতী ॥
সুরুজ কিরিন জসি নিরমল তেহিতেঁ অধিক সরীর[৯] ।
সৌহ দিস্টি[১০] নহিঁ জাই করি[১১] নৈনহু আবৈ নীর ॥

চিতোরে যে পদ্মিনীকে আনা হয়েছে তাঁর দেহ স্বর্ণময় এবং দ্বাদশ আভরণ বিশিষ্টা। স্বর্ণের গন্ধ নেই, কিন্তু এঁর সুগন্ধ ফোটাপদ্মের ন্যায়। স্বর্ণপ্রতিমার অঙ্গ কঠিন, কিন্তু ইনি কোমলা এবং এঁর রঙ পুষ্পরাগতুল্য। ওঁকে স্পর্শ করে বাতাস যে গাছে এসে লাগে সেই গাছ মলয়গিরির চন্দনবৃক্ষ হবার সৌভাগ্য লাভ করে। ঐ মুঠিভরা (ক্ষুদ্র) শরীরে কি নেই? কার জন্য দেবতা এমন মূর্তি রচনা করেছেন? সকল চিত্রকরের চিত্র এঁর কাছে হেরে যায়। এই রূপ আঁকার সাধ্য কারোর নেই। তাঁর দেহ কর্পূরের ন্যায়, হাড়গুলি মুক্তোসদৃশ। কিন্তু তার (মুক্তোর) চেয়েও অধিক জ্যোতি বিধাতা এঁকে দিয়েছেন।

সূর্যকিরণ যেমন নির্মল, এঁর শরীর তার চেয়েও অধিক (দীপ্তিময়)। সোজাসুজি এঁর দিকে তাকানো যায় না, তাহলে নয়নে জল আসে।

১ রহ জো পদুমিনী চিতউর আনী
২ কুংদন কয়া দুবাদস বানী
৩ ন গন্ধ ন
৪ জনু
৫ কোঁবলি
৬ কৈ দৈয়ঁ
৭ জনু
৮ তেহি তেঁ
৯ সুরুজ কান্ত কয়া জসি নিরমল নীর সরীর
১০ সিরথ
১১ সিহারী

২

সসি-মুখ জবহিঁ কহৈ কিছু বাতা।
উঠন ওঠ সুরুজ জস রাতা॥
দসন দসন সৌ কিরিন জো ফ্‌টহিঁ।
সব জগ জনহুঁ ফুলঝরী ছুটহিঁ॥
জানহুঁ সসি মহঁ বীজু দেখাবা।
চৌঁধি পরৈ কিছু কহৈ ন আবা॥
কৌঁধত অহ জস ভাদোঁ-রৈনী।
সাম রৈনি জনু চলৈ উড়ৈনী॥
জনু বসন্ত ঋতু কোকিল বোলী।
সুরস সুনাই মারি সর ডোলী॥
ওহি সির সেস নাগ জো হরা।
জাই সরন বেনী হোই পরা॥
জনু অমৃত হোই বচন বিগাসা।
কঁবল জো বাস বাস ধনি পাসা॥
সবৈ মনহি হরি জাই মরি জো দেখৈ তস চার।
পহিলে সো দুখ বরনি কৈ বরনৌঁ ওহিক সিংগার॥ *

চন্দ্রমুখী যখন কোনো কথা বলেন তখন তাঁর অরুণ-রক্তিম ওষ্ঠ উন্মুক্ত হয়। প্রতি দন্তপংক্তিতে যে কিরণচ্ছটা ফুটে ওঠে, সারা জগতে মনে হয় যেন আলোর ফুলকি ছুটছে। যেন চন্দ্র (মুখ) মধ্যে (হাসির) বিদ্যুৎ বিকাশ। (যে দেখে তার) চোখ ধাঁধিয়ে যায়, এবং কোনো বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তারা (দাঁতগুলি) যেন ভাদ্র রজনীতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ, অথবা আঁধার রাতে উড়ন্ত জোনাকী। বসন্তঋতুতে কোকিলস্বরের ন্যায় তাঁর কণ্ঠধ্বনির মিষ্টতা কানের ভিতর দিয়ে (হৃদয়কে) শরবিদ্ধ করে। বাসুকী নাগ মাথার (চুলের) কাছে হেরে গিয়ে শেষপর্যন্ত বেণী হয়ে তাঁর শরণ নিয়েছে। অমৃততুল্য তাঁর বচন বিকাশ, রমণীর অঙ্গগন্ধে পদ্মের সুরভি।

চিত্তহারী তাঁর দেহভঙ্গিমা দেখে সকলেই মরে যায়। আমি প্রথমে আমার (চিত্তবৈকল্যের) দুঃখ বর্ণনা করে পরে ওঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা করছি।

* বর্তমান স্তবকটি মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণে না থাকায় কোনো পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

৩

কিত[১] হৌঁ রহা[২] কাল কর কাঢ়া।
জাই ধৌরাহর তর ভা[৩] ঠাঢ়া॥
কিত[৪] রহ আই ঝরোখে ঝাঁকী।
নৈন কুরঙ্গিনি চিতবনি[৫] বাঁকী॥
বিহঁসি সসি তরঈঁ জনু পরীঁ।
ী[৬] সো রৈনি ছুটীঁ ফুলঝরী॥
মক বীজু জস ভাদোঁ রৈনী।
াগত দিস্টি ভরি রহী উড়ৈনী॥
কাম-কটাছ[৭] দিস্টি বিষ বসা।
নাগিনি-অলক পলক মহঁ ডসা॥
ভৌঁহ ধনুষ পল[৮] কাজর বূড়ী[৯]।
রহ ভই ধানুক হৌঁ ভা উড়ী[১০]॥
মারি চলী মারতহু[১১] হঁসা।
পাছে নাগ রহা[১২] হৌঁ[১৩] ডসা॥
কাল ঘালি পাছে রখা গরুড় ন মন্তর কোই[১৪]।
মোরে পেট রহ পৈঠা কাসৌ পুকারৌঁ রোই[১৫]॥

"কেন আমি তাঁর প্রাসাদতলে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে কালের কবলে ঠেললাম? কেন তিনি এসে ঝরোখার মধ্য দিয়ে কুরঙ্গ-নয়নের বক্র কটাক্ষে (আমার দিকে) দৃষ্টিপাত করলেন? তাঁর হাসিতে যেন চাঁদ এবং তারারা খসে পড়ল, অথবা যেন রাতের আকাশে ফুলকি ছুটতে লাগল। ভাদ্র রজনীতে যেন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল অথবা জগতের দু চোখ ভরে জোনাকী উড়তে লাগল। তাঁর কামকটাক্ষ দৃষ্টিতে বিষের বসতি। তাঁর কেশসর্পিণী পলকের মধ্যে দংশন করল। ভ্রূযুগল ধনু-সদৃশ। নেত্রপলক কাজলে ডোবানো। তিনি হলেন ব্যাধ আর আমি হলাম পাখী। হাসতে হাসতে তিনি আমাকে মেরে চলে গেলেন। তাঁর পশ্চাতে ছিল (কেশ) সর্প, আমাকে তা দংশন করল।

তিনি পিছনে যে কাল (কূট) রেখেছিলেন তা ঢেলে দিলেন। কোথাও কোনো গরুড় বা মন্ত্র ছিল না। সেই বিষ আমার উদরে প্রবেশ করল। কাকে আর তখন কেঁদে ডাকব?"

১ কত
২ অহা
৩ ভৌ
৪ কত
৫ চিতবনি
৬ কৈ
৭ কটাখ
৮ তিল
৯ ঠোড়ী
১০ হৌ হিয় ওড়ী
১১ মরতহি মৈঁ
১২ অহা
১৩ ওইঁ
১৪ পাছেঁ ঘালি কাল সো রাখা— মন্ত্র ন গারুরি কোই
১৫ অহা মঁজুর পীঠি ওইঁ দীন্হে— কাহঁ পুকারৌঁ রোই।

৪

বেনী ছোরি ঝার[১] জৌ কেসা।
রৈনি হোই জগ দীপক লেসা॥
সির হুঁত বিসহর[২] পরে[৩] ভুঁই বারা।
সগরৌঁ[৪] দেস ভএউ[৫] অঁধিয়ারা॥
সকপকাহিঁ[৬] বিষ-ভরে পসারে[৭]।
লহরি-ভরে[৮] লহকহিঁ অতি কারে॥
জানহুঁ লোটহিঁ চঢ়ে ভুঅঙ্গা।
বেধে বাস মলয়গিরি অঙ্গা[৯]॥
লুরহিঁ মুরহিঁ জনু মানহিঁ কেলী।
নাগ চঢ়ে[১০] মালতি কৈ[১১] বেলী॥
লহরৈ দেই জনহুঁ কালিন্দী।
ফিরি ফিরি ভঁবর হোই[১২] চিত-বন্দী[১৩]॥
চঁবর ঢুরত[১৪] আছে[১৫] চহুঁ পাসা।
ভঁবর ন উড়হিঁ জো লুবুধে বাসা॥
হোই অঁধিয়ার বীজু[১৬] ঘন লৌকৈ জবহি চীর গহি ঝাঁপ।[১৭]
কেস-নাগ[১৮] কিত[১৯] দেখ[২০] মৈঁ[২১] সঁবরি সঁবরি জিয় কাঁপ[২২]॥

"রমণী বেণী মুক্ত করে যখন চুল ঝাড়েন তখন রাত্রি হয়ে জগতে দীপ জ্বলে ওঠে। মাথা থেকে যখন বিষধর নাগেরা (কেশপাশ) মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে, সকল দেশ যেন আঁধার হয়ে আসে। দুলে দুলে বিষাক্ত সাপগুলি প্রসারিত হয়, অতিকৃষ্ণ চুলগুলি লহরে লহরে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। যেন সর্পের ন্যায় সেগুলি ওঠে পড়ে। মলয়গিরির অঙ্গে যেন সুগন্ধলোভে তাঁরা সংলগ্ন হয়ে থাকে। চুলগুলি লীলাচ্ছলে যেন লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে, যেন মালতী লতার উপর সাপেরা আরোহণ করছে। যেন কালিন্দীতে ঢেউ দিচ্ছে, (চুলের) সেই আন্দোলিত আবর্তে মন বাঁধা পড়ে। চারদিকে যেন চামর দোলানো হচ্ছে এবং কেশগন্ধে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমরেরা উড়তে পারছে না।

যখন তিনি মাথায় অবগুণ্ঠন টেনে দেন তখন বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের আড়ালে আঁধার হয়ে আসে। আমি কেন দেখলাম সেই কেশসর্প, সে কথা স্মরণ করলে আমার হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে।"

১ ঝারু
২ সোহমি
৩ পরহিঁ
৪ সগরে
৫ হোই
৬ সগবগাহিঁ
৭ বিসারে
৮ লহমি আহিঁ
৯ সংগা
১০ চঢ়া
১১ কী
১২ ভএ
১৩ বন্দী
১৪ চরত
১৫ আছহিঁ
১৬ খন
১৭ ঝাঁপু
১৮ খল
১৯ ওই
২০ কত
২১ মৈঁ দেখে
২২ কাঁপু

৫

মাঁগ জো মানিক সৈঁদুর রেখা[১]।
জনু বসন্ত রাতা জগ দেখা॥
কৈ পত্রাবলি পাটী পারী।
ঔ রুচি[২] চিত্র বিচিত্র সঁবারী॥
ভএ[৩] উরেহ পুহুপ সব নামা।
জনু বগ বিখরি[৪] রহে ঘন সামা॥
জমুনা[৫] মাঁঝ সুরসতী মঙ্গা[৬]।
দুহুঁ দিসি রহী[৭] তরঙ্গিনি গঙ্গা[৮]॥
সেঁদুর-রেখ সো উপর রাতী।
বীর-বহুটিন্হ কৈ[৯] জসি[১০] পাতী॥
বলি দেৱতা ভএ দেখি সেঁদূরূ।
পূজৈ মাঁগ ভোর উঠি সূরূ॥
ভোর সাঁঝ রবি হোই জো রাতা।
ওহি রেখা রাতা হোই গাতা[১১]॥
বেণী কারী পুহুপ লেই নিকসী জমুনা আই।
পূজ-ইন্দ্র[১২] আনন্দ[১৩] সৌঁ সেঁদূর[১৪] সীস চঢ়াই॥

তাঁর সিঁথিতে যে চুনির ন্যায় সিঁদুরের রেখা তা যেন জগতের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বসন্তের রক্তরাগ। সীমন্তের দুপাশের চুলে যে পত্রাবলী তাতে মনোহর চিত্রবিচিত্র কারুকার্য। শ্যামল মেঘে বিক্ষিপ্ত বকের ন্যায় সেই কারুকার্যের মধ্যে নানা ফুলের সাজ। যমুনার মধ্যে মিলিত সরস্বতী ধারার ন্যায় তাঁর সিঁথি পথ, আর দুপাশের চুলে যেন গঙ্গার প্রবাহ। সিঁথির উপরে সিঁদুরের রেখা যেন (রক্তিম) বীরবধূটিপংক্তি চলেছে। সেই সিঁদুর দেখে দেবতারাও আত্মদানে উন্মুখ। সূর্য প্রতি প্রত্যূষে উঠে যেন তাঁর সীমন্তকে বন্দনা করে। সকাল সাঁঝে সূর্য যে রক্তিম হয়ে ওঠে, তা যেন এই সীমন্তরেখারই রক্তরাগ।

তাঁর পুষ্পময় বেণী যেন প্রবাহিত যমুনা, যেন ইন্দ্রপূজা করে সানন্দে মাথায় সিঁদুর দিয়েছেন।

১ কনক মাঁগ জো সেংদুর রেখা
২ রচি
৩ ভএউ
৪ বগরি
৫ জমুঁনা
৬ মাগাঁ
৭ চিত্র
৮ তরংগহি
৯ কী
১০ জনু
১১ ওহিঁ সো সেংদুর রাতা গাতা
১২ ইন্দু
১৩ অনন্দ
১৪ সেংদুর

৬

দুইজ লিলাট অধিক মনিয়ারা[১] ।
সঙ্কর দেখি মাথ তহঁ[২] ধারা[৩] ॥
য়হ[৪] নিতি দুইজ জগত সব[৫] দীসা।
জগত জোহারৈ দেই অসীসা ॥
সসি জো হোই নহিঁ সরবরি ছাজৈ।
হোই সো অমাবস ছপি মন লাজৈ ॥
তিলক সঁবারি জো চুনী রচী।
দুইজ মাঁঝ[৬] জানহুঁ কচপচী ॥
সসি পর করবত সারা রাহূ।
নখতন্হ ভরা দীন্হ বড় দাহূ ॥
পারস-জোতি লিলাটহি ওতী।
দিস্টি জো করৈ হোই তেহি জোতি ॥
সিরী জো রতন মাঁগ বৈঠারা[৭] ।
জানহু গগন টূট নিসি তারা ॥
সসি ঔ সুর জো নিরমল তেহি লিলাট কে ওপ।
নিসি দিন দৌরি ন পূজহিঁ পুনি পুনি হোহিঁ অলোপ[৮] ॥

"দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় তাঁর অপ্রশস্ত ললাট অধিক মনোহর। শঙ্কর তাঁকে দেখে নিজের ললাট ধার দিয়েছেন। জগতের চোখের সামনে এ যেন নিত্য দ্বিতীয়া। সারা জগৎ জয়ধ্বনিসহ সেই ললাটের উপর আশীর্বাদ রাখে। চন্দ্র নিজেও এই শোভার সমকক্ষ নয়, সেই লজ্জায় সে অমাবস্যার অন্ধকারে মুখ লুকোয়। ললাটে অভ্র দিয়ে যে তিলক রচিত তা যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মধ্যে নক্ষত্রের সমাবেশ। চন্দ্রের উপর রাহুর তরবারির আঘাতে যেন তারায় তারায় প্রবল দহনদাহ। তাঁর ললাটের এমনই স্পর্শজ্যোতি যে, তা যে দেখে সে-ও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। তাঁর সীমন্তে যে 'শ্রী'মন্ত অলঙ্কার তা যেন গগনচ্যুত রাতের তারা।

চন্দ্র এবং সূর্য যে এত উজ্জ্বল তা তাঁরই ললাটের দীপ্তিতে। রাত দিন ছুটেও তারা (চন্দ্রসূর্য) এর সমকক্ষ হতে না পেরে বারে বারে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

১ মনি করা
২ ভুইঁ
৩ ধরা
৪ এহি
৫ মই
৬ মাই
৭ বৈসারা
৮ নিসি দিন চলহিঁ ন সরবরি পাবহিঁ তপি তপি হোহিঁ অলোপ।

৭

ভৌহেঁ সাম ধনুক জনু চঢ়া।
বেঝ করৈ মানুস কহঁ গঢ়া ॥
চন্দক[১] মুঠি ধনুক বহ[২] তানা।
কাজর পনচ বরূনি বিষ[৩] বানা ॥
জা সহুঁ হের[৪] জাই সো মারা[৫] ।
গিরিবর টরহিঁ ভৌঁহ জো টারা[৬] ॥
সেতুবন্ধ জেই ধনুষ[৭] বিড়ারা।
উহৌ ধনুষ ভৌঁহন্হ সৌঁ হারা ॥
হারা ধনুষ জো বেধা রাহূ।
ঔর ধনুষ কোই গনৈ ন কাহূ ॥
কিত[৮] সো ধনুষ মৈঁ ভৌঁহন্হ[৯] দেখা।
লাগ বান তিন্হ[১০] আউ ন লেখা ॥
তিন্হ বানন্হ ঝাঁঝর ভা হীয়া।
জো[১১] অস মারা কৈসে[১২] জীয়া ॥
সুত সুত[১৩] তন বেধা রোঁর রোঁর সব দেহ।
নস নস মহঁ তে[১৪] সালহিঁ হাড় হাড় ভএ বেহ ॥

কালো ভ্রূযুগল যেন মানুষকে বিদ্ধ করার জন্য নির্মিত উদ্যত ধনুক। ললাটচন্দ্রিকা যেন মুষ্টিতে ধারণ করে আছে সেই ধনুক। নেত্রাঞ্জন যেন ধনুকের ছিলা আর নয়নপল্লব যেন বিষাক্ত তীর। যার দিকে চোখ পড়ে সে-ই মারা যায়। তাঁর ভ্রূভঙ্গীর আন্দোলনে গিরিবরও টলে যায়, যে ধনুকের দ্বারা সেতুবন্ধ বিনষ্ট হয়েছিল সেই ধনুকও এই ভ্রূচাপের কাছে পরাজিত। যে ধনুকের সাহায্যে (অর্জুন) মৎস্যভেদ করেছিলেন, এর কাছে সেই ধনুককে কেউ গণ্যই করে না। আমি কেন তাঁর ভ্রূ-ধনু দেখলাম? যাকেই তাঁর কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করে তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিবাণে আমার হৃদয় ঝাঁঝরা হয়ে গেল। যে এমনভাবে আহত সে আর কি করে বেঁচে থাকে?

আমার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু এবং শরীরের প্রত্যেক লোমকূপে বিঁধে গেছে সেই শর। দেহের কোষে কোষে তা বিদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিটি অস্থিকে তা ভেদ করেছে।

১ চাঁদ কি
২ তঁই
৩ বিখ
৪ হের
৫ জোহাই ন মারে
৬ সো ভৌহন্হ টারে
৭ ধনুক (সর্বত্র)
৮ কত
৯ ভৌহঁ হি
১০ তেন্ত
১১ জেহি
১২ সো কৈসে
১৩ সোত সোত
১৪ তৈ

৮

নৈন চিত্র এহি[১] রূপ চিতেরা।
কঁবল-পত্র পর মধুকর ফেরা[২] ॥
সমুদ-তরঙ্গ উঠহিঁ জনু রাতে।
ডোলহিঁ ঔ[৩] ঘুমহিঁ রস-মাতে ॥
সরদ-চন্দ মহঁ খঞ্জন-জোরী।
ফিরি ফিরি লরৈ[৪] বহোরি[৫] বহোরী ॥
চপল বিলোল ডোল উন্হ[৬] লাগে[৭]।
থির ন রহৈ চঞ্চল বৈরাগে[৮] ॥
নিরখি অঘাহিঁ ন হত্যা হঁতে।
ফিরি ফিরি স্রবনহ্ন লাগহিঁ মতেঁ ॥
অঙ্গ সেত মুখ সাম সো[৯] ওহী।
তিরছে চলহিঁ[১০] সূধংনহিঁ হোহী ॥
সুর নর গন্ধ্রব লাল[১১] করাহীঁ।
উলথে চলহিঁ[১২] সরগ কহঁ জাহীঁ ॥
অস বৈ নয়ন চক্র দুই ভঁবর সমুদ উলথাহিঁ।
জনু জিউ ঘালি হিণ্ডোলহিঁ লেই আবহিঁ লেই জাহিঁ ॥

"তাঁর নয়নের এমনই রূপ যে তা যেন কমলের পাপড়ির উপর ভ্রমরের বিহার। নয়নরাগে যেন সমুদ্রের তরঙ্গহিল্লোল। রসমদির দৃষ্টি দুলছে এবং ঘুরছে। যেন শারদ চন্দ্রের মধ্যে এক জোড়া খঞ্জন বারংবার নেচে নেচে ঘুরছে ফিরছে। দৃষ্টিতে লেগেছে লীলাচপল দোলা, চঞ্চল ব্যাকুলতায় নয়ন দুটি একপলক স্থির থাকে না। কটাক্ষ ঈক্ষণের হত্যাকাণ্ডে সন্তুষ্ট না হয়ে ফিরে ফিরে শ্রবণের নিকটে গিয়ে পরামর্শ নিয়ে আসছে। চোখের সাদা অংশের মধ্যে কালো তারা দুটি একস্থানে না থেকে অনবরত প্রান্তবর্তী হচ্ছে। দেবতা মানুষ এবং গন্ধর্বকে এই দৃষ্টি লালসাতুর করে তোলে। তাঁর উর্ধ্বায়িত চোখ দুটি যেন স্বর্গপথে ধাবিত হয়।

নয়নের তারা দুটিতে যেন উন্মথিত সমুদ্রের দুই আবর্ত। তারা যেন মানুষের জীবনকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলাতে দোলাতে আছড়ে মারে।"

১ বৈ
২ ফেরা
৩ তস
৪ লুরহিঁ
৫ অহোরি
৬ রহ
৭ লাগী
৮ বৈরাগী
৯ জো
১০ তিরিছ চলহিঁ থিন
১১ লালি
১২ উলটে চলসি
১৩ হিডোরৈঁ

৯

নাসিক-খড়্গ হরা[১] ধনি কীন্হ।
জোগ সিঙ্গার জিতা[২] ঔ বীন্হ ॥
সসি-মুঁহ সৌহঁ খড়্গ দেই রামা।
রাবন সৌঁ চাহৈ সংগ্রামা ॥
দুহুঁ সমুদ মহঁ জনু বীচ নীন্হ[৩]।
সেতুবন্ধ বাঁধা রঘুবীন্হ[৪] ॥
তিল কে পুহুপ অস নাসিক তাসু।
ঔ সুগন্ধ দীন্হী[৫] বিধি বাসু ॥
হীর-ফ্‌ল[৬] পহিরে উজিয়ারা।
জনহুঁ[৭] সরদ সসি সোহিল তারা ॥
সোহিল চাহি ফ্‌ল রহ উঁচা।
ধাবহিঁ নখত ন জাই পহুঁচা ॥
ন জনৌ কৈস[৮] ফ্‌ল রহ গঢ়া।
বিগসি ফ্‌ল সব চাহহিঁ চঢ়া ॥
অস রহ ফ্‌ল সুবাসিত ভএউ নাসিকা বন্ধ[৯]।
জেত ফ্‌ল ওহি হিরকহিঁ[১০] তিন্হ কহঁ হোই[১১] সুগন্ধ ॥

রমণী শুকচঞ্চুর কাছ থেকে খড়্গ নাসাকে হরণ করেছেন। তা (সেই নাসিকা) শৃঙ্গাররণে বীর-জয়ী। চন্দ্রাননার সম্মুখবর্তী সেই খড়্গের সাহায্যে রমণী রমণের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চান। দুই সমুদ্রের (নয়নের) মাঝখানে যেন রঘুবীরের বাঁধা সেতুবন্ধের মতো সঙ্কীর্ণ পথ (নাসিকা)। তিল ফুলের ন্যায় তাঁর নাসিকা, বিধাতা তাঁর নিঃশ্বাসে দিয়েছেন পুষ্পসুগন্ধ। নাকে তিনি উজ্জ্বল হীরের ফুল পরেন, তা যেন শারদশশীতে শোভিত তারকা। তারকার চেয়েও তাঁর বেশর আরও শ্রেষ্ঠ, নক্ষত্র সেদিকে ধাবিত হয়েও পৌছাতে পারে নি। জানি না ও ফুল কিভাবে নির্মিত। জগতের সমস্ত প্রস্ফুটিত ফুল সেরকম হতে চায়।

এই ফুলের সুবাসে তাঁর নাসিকা বন্ধ হয়ে আছে। জগতের যত ফুল এরই কাছাকাছি এসে সুগন্ধময় হয়ে ওঠে।

১ হরে
২ জিতে
৩ দুহুঁ সমুদ্র রচা মহঁ বীন্হ
৪ সেত বংধ বাঁধেউ নল নীন্হ
৫ দীন্হেউ
৬ করন-ফ্‌ল
৭ জানু
৮ কেহুঁ
৯ অস রহ ফুল বাস কর আকর ভা নাসিক সনমংধ
১০ ফ্‌লহিঁ হিরকে
১১ তে সব ভএ

১০

অধর সুরঙ্গ পান অস খীনে।
রাতে রঙ্গ অমিয়-রস-ভীনে॥
আছহিঁ ভিজে[১] তঁবোল[২] সৌ রাতে।
জনু গুলাল দীসহিঁ বিহঁসাতে॥
মানিক অধর দসন জনু[৩] হীরা।
বৈন রসাল খাঁড় মুখ বীরা[৪]॥
কাঢ়ে অধর ডাভ জিমি[৫] চীরা।
রুহির চুরৈ জৌ খাঁড়ৈ[৬] বীরা॥
ঢারৈ[৭] রসহি রসহি রস-গীলী।
রকত-ভরী ঔ[৮] সুরঁগ রঁগীলী॥
জনু পরভাত রাতি রবি-রেখা।
বিগসে বদন কঁবল জনু দেখা॥
অলক ভুঅঙ্গিনি অধরহি[৯] রাখা।
গহৈ জো নাগিনি সো রস চাখা॥
অধর অধর[১০] রস প্রেম কর[১১] অলক ভুঅঙ্গিনি বীচ।
তব অমৃত-রস পাবৈ[১২] জব[১৩] নাগিনি গহি খীঁচ॥

"তাঁর রঞ্জিত অধর পানের ন্যায় পাতলা। অমৃতরসসিক্ত ওষ্ঠাধর রাগরক্তিম। তাম্বুলের রসে তা সিক্ত এবং সুরঞ্জিত। হাসলে যেন গুলাল দেখা দেয়। প্রবাল অধরে হীরের ন্যায় দাঁত। তাঁর রসাল বচন, মুখে চর্বিত পান। চেরা কুশের ন্যায় তাঁর অধর, পান চিবানোর সময় তা থেকে যেন রুধির গড়িয়ে পড়ে। রসসিক্ত অধর যখন রস পান করে, রুধিরময় অধর সুরঞ্জিত হয়ে ওঠে। তা যেন প্রভাতকালীন অরুণরাগরেখা, যা দেখে কমলমুখ বিকশিত হয়। চূর্ণকুন্তল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় যখন অধরে এসে পড়ে তখন সেই নাগিনীকে ধ'রে তবে সেই (অধর) সুধা পান করতে হয়।

অধরের সঙ্গে অধরের প্রেমরস। মাঝে অলক-ভুজঙ্গিনী। সেই নাগিনীকে টেনে সরিয়ে দিলেই তবে পাওয়া যায় তাঁর অধররস।"

১ ভীজি
২ তঁবোর
৩ নগ
৪ মকু মেরা
৫ সৌঁ
৬ খংডহিঁ
৭ ধারে
৮ বৈ
৯ অধরহু
১০ ধরহিঁ
১১ কা
১২ পাউ
১৩ পিউ ওহি

১১

দসন সাম[১] পানহু-রঁগ-পাকে।
বিগসে[২] কঁবল মাঁহ[৩] অলি[৪] তাকে॥
ঐসি চমক[৫] মুখ ভীতর হোঈ।
জনু দারিউঁ ঔ সাম মকোঈ॥
চমকহিঁ চৌক বিহঁস জৌ নারী।
বীজু চমক জস নিসি অঁধিয়ারী॥
সেত সাম অস চমকত[৭] দীঠী[৮]।
নীলম হীরক[৯] পাঁতি বঈঠী॥
কেই সো গঢ়ে অস দসন অমোলা।
মারৈ বীজু বিহঁসি জৌ বোলা॥
রতন ভীজি রস-রঁগ[১০] ভএ সামা।
ওহী ছাজ পদারথ নামা॥
কিত বৈ দসন[১১] দেখ রস[১২] ভীনে।
লেই গঈ জোতি নৈন ভএ হীনে[১৩]॥
দসন-জোতি হোই নৈন-মগ[১৪] হিরদয় মাঁঝ পঈঠ[১৫]।
পরগট জগ অঁধিয়ার জনু গুপুত ওহি মৈঁ দীঠ[১৬]॥

তাঁর দশনে তাম্বুল-রসের কালো ছোপ। তা যেন বিকশিত কমলের মাঝখানে ভ্রমরের ন্যায় দেখায়। মুখের ভিতরে তা এমনই উজ্জ্বল, যে মনে হয় যেন দাড়িম্বের সঙ্গে কালো মকাই দানা মিশে আছে। রমণীর হাসির সঙ্গে সঙ্গে সামনের চারটি দন্তপংক্তি আঁধার রাতে বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসে ওঠে। (কিছুটা) সাদা এবং (কিছুটা) কালো দাঁতগুলো যখন চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তখন মনে হয় নীলা এবং হীরা সুবিন্যস্তভাবে বসানো রয়েছে। কে এমন অমূল্য দন্ত নির্মাণ করল? হাসতে হাসতে যখন কথা বলেন তখন যেন বিদ্যুৎপাত হয়। রত্ন (হীরক) তাম্বুলরসে রাঙিয়ে শ্যাম হয়েছে, এবং তা মাণিক্য শোভা লাভ করেছে। কেন আমি সেই রসরঞ্জিত দশন দর্শন করলাম? সেই জ্যোতি নিয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন, আমার নয়ন বঞ্চিত হল।

তাঁর দশনছটা নয়নপথ দিয়ে হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করল। জগতে প্রকটিত আঁধারের ন্যায় সেই গুপ্ত রশ্মি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

১ স্যাম
২ বিহঁসত
৩ ভঁবর
৪ অস
৫ চমতকার
৬ জস
৭ চমকৈ
৮ ডীঠি
৯ স্যাম হীর দুহঁ
১০ রঁগ-মসি
১১ কত রহ দসন
১২ রঁগ
১৩ থানে
১৪ পথ
১৫ বঈঠি
১৬ ডীঠি

১২

রসনা সুনহু[১] জো কহ রস-বাতা।
কোকিল বৈন সুনত মন রাতা॥
অমৃত-কোপ[২] জীভ জনু লাঈ।
পান ফূল অসি বাত সোহাঈ[৩]॥
চাতক[৪]-বৈন সুনত হোই সাঁতী।
সুনৈ সো পরৈ প্রেম-মধু[৫] মাঁতী॥
বিরৱা[৬] সুখ পার জস নীরূ।
সুনত বৈন তস পলুহ সরীরূ॥
বোল সেৱাতি-বুঁদ জনু[৭] পরহীঁ।
স্রৱন-সীপ-মুখ মোতী ভরহীঁ॥
ধনি বৈ[৮] বৈন জো প্রাণ-অধারূ।
ভূখে স্রৱনহিঁ[৯] দেহিঁ অহারূ॥
উন্হ বৈনহ্ন কৈ কাহি ন আসা।
মোহহি মিরিগ বীন-বিসোআসা[১০]॥
কণ্ঠ সারদা মোহৈ[১১] জীভ সুরসতী কাহ।
ইন্দ্র চন্দ্র রবি দেৱতা সবৈ জগত মুখ চাহ॥

"রসকথাকোবিদ সেই রসনার কথা শুনুন। তাঁর কোকিল স্বর শুনে মন অনুরক্ত হয়। অমৃতকলির ন্যায় তাঁর জিহ্বা। পান এবং ফুলের ন্যায় তাঁর সুশোভন বাণী। সেই চাতক-বচন শুনলে শান্তি হয়; যে শোনে সে প্রেমমধুপানে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। শুকনো গাছ যেমন জল পেলে সুখ পায় তেমনি তাঁর কথা শুনলে শরীর পল্লবিত হয়ে ওঠে। তাঁর বাণী যেন স্বাতী নক্ষত্রের জল, কানের শুক্তিতে প্রবেশ করলে যেন মুক্তো ভরে ওঠে। ধন্য সেই বচন যা প্রাণের আধার, তৃষিত কানের তৃষ্ণা মেটায়। এ বাণী শুনতে কার না আশা হয়। বীণাধ্বনি ভেবে মৃগ পর্যন্ত মোহিত হয়।

তাঁর কণ্ঠ সারদাকেও মোহিত করে, তাঁর জিভের সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা কোথায়? ইন্দ্র,চন্দ্র, সূর্য সমস্ত দেবতাই (তাঁর কথা শোনার জন্য) জগতের দিকে তাকিয়ে আছেন।"

১ সুনহ
২ অংত্রিত কোংপ
৩ সুহাঈ
৪ চাত্রিক
৫ মদ
৬ বীরৌ
৭ জেঁউ
৮ রহ
৯ স্রবননি
১০ বিহংসি ভরি থাঁসা
১১ মোহহিঁ

১৩

স্রৱন সুনহু জো কুন্দন-সীপী।
পহিরে কুণ্ডল সিংহল দীপী॥
চাঁদ সুরুজ দুহুঁ দিসি চমকাহীঁ।
নখতন্হ ভরে নিরখি নহিঁ জাহীঁ॥
খিন খিন করহিঁ বীজু অস কাঁপা[১]।
অঁবর মেঘ মহঁ রহহিঁ ন ঝাঁপা[২]॥
সুক সনীচর দুহুঁ দিসি মতে।
হোহিঁ নিনার ন স্রৱনহ্ন-হুঁতে॥
কাঁপত রহহিঁ বোল জো[৩] বৈনা।
স্রৱনহ্ন জৌ[৪] লাগহিঁ ফির[৫] নৈনা॥
জস জস[৬] বাত সখিন্হ সৌ সুনা।
দুহুঁ দিসি করহিঁ সীস রৈ ধুনা॥
খুঁট দুরৌ অস দমকহিঁ খুঁটী[৭]।
জনহুঁ পরৈ[৮] কচপচিয়া[৯] টূটী॥
বেদ পুরান গ্রন্থ জত স্রৱন[১০] সুনত[১১] সিখি লীন্হ।
নাদ বিনোদ রাগ-রস-বন্ধক[১২] স্রবন ওহি বিধি দীন্হ॥

"এখন শুনুন তাঁর শুক্তিতুল্য কর্ণসম্পুটের কথা। তারা সিংহল দ্বীপের কুণ্ডল পরিহিত। দু দিকে চাঁদ এবং সূর্য ঝলক দিচ্ছে। নক্ষত্র-মণিময় তাদের দিকে তাকানো যায় না। ক্ষণে ক্ষণে তারা বিদ্যুতের ন্যায় কাঁপছে। অম্বরের (বসন) মেঘান্তরালে তারা লুকোনো থাকছে না। শুক্র ও শনিগ্রহের ন্যায় (পরামর্শ দান ছলে) তারা দুদিকের দু কান থেকে পৃথক হচ্ছে না। কথা বলার সময় কর্ণাভরণদ্বয় দুলছে, তার ফলে কর্ণলম্বিত আভরণ নয়নের কাছে চলে আসছে। সখীদের কাছে শোনার সময় দুদিকেই মাথা দুলছে। সেই সময় দুপ্রান্তের দুটি কর্ণাভরণ এমন ঝলকে উঠছে যে মনে হচ্ছে যেন কৃত্তিকা নক্ষত্র খসে পড়ছে।

তাঁর শ্রবণদ্বয় বেদপুরাণ গ্রন্থের যা কিছু সমস্ত শিখে নিয়েছে। সুরের আনন্দ এবং সঙ্গীতের রস উপভোগের জন্যই বিধাতা এমন শ্রবণই তাঁকে দিয়েছেন।"

১ কাঁপে
২ নহিঁ ঝাঁপে
৩ জোঁ
৪ স্রবনহি জদি
৫ ফিরি
৬ জৌ জৌ
৭ খুঁট দুহুঁ ধুর জরাই খুঁটী
৮ জানহুঁ পরহিঁ
৯ কচপচী
১০ সবৈ
১১ সুনে
১২ বিন্দক

১৪

কঁবল কপোল ওহি অস ছাজৈ।
ঔর ন কাহু দৈউ[১] অস সাজৈ॥
পুহুপ পংক রস-অমিয় সঁবারে।
সুরঁগ গেংদ[২] নারঁগ রতনারে॥
পুনি কপোল বাএঁ তিল পরা।
সো তিল বিরহ-চিনগি কৈ করা॥
জো তিল দেখ জাই জরি[৩] সোঈ।
বাএঁ দিস্টি কাহু জিনি[৪] হোঈ॥
জানহুঁ ভঁবর পদুম পর টুটা।
জীউ দীন্হ ঔ দিএ[৫] ন ছুটা॥
দেখত তিল নৈনন্হ গা গাড়ী।
ঔর ন সূঝৈ সো তিল ছাঁড়ী॥
তেহি পর অলক মনি-জরী[৬] ডোলা।
ছুবৈ সো নাগিনি সুরঁগ কপোলা॥
রচ্ছা করৈ ময়ূর রহ নাঁধি ন হিয় পর লোট[৭]।
গহি রে জগ[৮] ছুই সকৈ দুই পহার[৯] কে[১০] ওট॥

তাঁর এমনই কমলতুল্য কপোলের শোভা যে বিধাতা আর কাউকেই এমন সাজে সাজান নি। কপোলদ্বয় যেন পুষ্পাসার এবং অমৃতরসে নির্মিত। তারা যেন গেঁদা এবং কমলালেবুর ন্যায় বর্ণময় রত্নে গঠিত। আবার বাঁ দিকের গালে আছে একটি তিল। বিরহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-স্পর্শে এই তিলের সৃষ্টি। যে এই তিল দেখে, সে-ই জলে যায়, (তার উপর) কারোর বামদৃষ্টি বা বক্রদৃষ্টিও যেন না পড়ে। (তিলটি) যেন পদ্মের উপর ভ্রমর, তা যেন জীবন দেবে তবু পালাবে না। যে একবার এই তিল দেখে তার নয়নের মধ্যে তা পুঁতে যায়, সে এই তিল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কপোলের উপর মণিজড়িত কুন্তল এসে দোলে। মনে হয় তা যেন নাগিনী হয়ে সুরঞ্জিত কপোল ছুঁয়ে আছে।

পিছনে ময়ূর (গ্রীবা) পাহারা দেয় বলে নাগিনী হৃদয়ের উপর এসে পড়ে না। যা দুই পর্বতের (কুচ) অন্তরালে ঢাকা এ জগতে কে তা নিতে বা ছুঁতে সক্ষম?

১ দৈঅ
২ গেংদু
৩ ডহি
৪ জনি
৫ দিএহুঁ
৬ মঞ্জরী
৭ রখ্যা করৈ মঁজূর ওহি হিরদৈ উপর লোট
৮ কেহিঁ জুগুতি কোই
৯ পরবত
১০ কী

১৫

ময়ূর কেরি জস[২] ঠাঢ়ী।
কুংদৈ কেরি কুঁদেরৈ কাঢ়ী॥
ধনি রহ গীউ[৩] কা বরনৌঁ করা।
বাঁক তুরংগ জনহুঁ[৪] গহি পরা[৫]॥
ঘিরিনি[৬] পরেবা গীউ উঠারা[৭]।
চহৈ বোল তমচুর সুনারা॥
গীউ সুরাহী কৈ অস[৮] ভঈ।
অমিয় পিয়ালা কারন নঈ॥
পুনি তেহি ঠাঁব পরী তিনি[৯] রেখা।
তেই সোই ঠাঁব[১০] হোই জো[১১] দেখা॥
সুরুজ-কিরিন হুঁত গিউ নিরমলী[১২]।
দেখে বেগি[১৩] জাতি হিয় চলী॥
কংচন-তার সোহ গিউ ভরা[১৪]।
সাজি কঁবল তেহি উপর ধরা॥
নাগিনি চঢ়ী কঁবল পর চঢ়ি কৈ বৈঠ কমংঠ।
কর পসার জো কাল কহঁ[১৫] সো লাগৈ ওহি কংঠ॥

তাঁর গ্রীবাদেশ যেন ময়ূরের ন্যায় উন্নত। যেন কোনো ভাস্কর কুঁদে কুঁদে নির্মাণ করেছে। ধন্য সেই গ্রীবা, কেমন করে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করব? তা যেন এক ধাবমান অশ্বের বক্রগ্রীবা। কিংবা যেন গৃহপালিত পায়রার উত্থিত কণ্ঠ। অথবা ডেকে ওঠার উপক্রম কালে মোরগের ঘাড়ের মতো। কিংবা সেই গ্রীবা যেন ভৃঙ্গারের গলদেশ যা অমৃত ভরণের জন্য নমিত। তাঁর গলদেশে তিনটি রেখা পড়েছে, যে তা দেখে সে (মুগ্ধ হয়ে) সেখানেই অবস্থান করে। সূর্যকিরণ অপেক্ষাও তাঁর গ্রীবাদেশ নির্মল। প্রথম দর্শনেই তা হৃদয়কে চঞ্চল করে। সোনার জরি মোড়া তাঁর শোভন গ্রীবা, তার উপর (মুখ) পদ্মটি সজ্জিত।

(মুখ) কমলের উপর উঠেছে (কেশ) নাগিনী, তার উপর রয়েছে (খোঁপার) কামঠ। যে মৃত্যুর দিকে হাত বাড়িয়েছে সেই ওঁর কণ্ঠলগ্ন হতে পারে।

১ গীবঁ
২ জনু
৩ ধন্ন গীবঁ
৪ জানু
৫ ধরা
৬ ঘুরত
৭ গীব উঁচারা
৮ অসি
৯ তিরি
১০ নৈন ঠাঁব জিউ
১১ সো
১২ সুরুজ-কান্ত করা নিরমলী
১৩ দীসৈ পীকি
১৪ কঞ্চ নায় সোনে কৈ করা
১৫ জো ওহি কাল গহি হাথ পসারৈ

১৬

কনকদণ্ড[১] ভুজ বনাঁ কলাঈ।
ডাঁড়ী-কঁৱল ফেরি জনু লাঈ॥
চংদন খাঁভহি[২] ভুজা সঁৱারী।
জানহুঁ[৩] মেলি[৪] কঁৱল[৫]-পৌনারী॥
তেহি ডাঁড়ী সঁগ[৬] কঁৱল-হথোরী।
এক কঁৱল কৈ দুনৌ জোরী॥
সহজহি জানহু মেহঁদী রচী।
মুকুতাহল[৭] লীন্হেঁ জনু ঘুঁঘচী[৮]॥
কর-পল্লৱ[৯] জো হথোরিন্হ সাথা।
ৱৈ সব[১০] রকত ভরে তেহি[১১] হাথা॥
দেখত হিয়া কাঢ়ি জনু[১২] লেঈ।
হিয়া কাঢ়ি কৈ[১৩] জাই[১৪] ন দেঈ॥
কনক-অঁগূঠী ঔ নগ জরী।
ৱহ হত্যারিনি নখতন্হ ভরী॥
জৈসী[১৫] ভুজা কলাঈ তেহি বিধি জাই ন ভাখি।
কংকন হাথ হোই জহঁ তহঁ দরপন কা সাখি॥

তাঁর ভুজযুগল যেন কনকদণ্ডের ন্যায়, যেন উল্টানো পদ্মমৃণাল। উপরের হাত চন্দনস্তম্ভের ন্যায়, যেন তারা পদ্মের পাপড়ি মেলে আছে। কমলের সঙ্গে ডাঁটা দুটি এমনভাবে সংলগ্ন যে মনে হচ্ছে দুটো মৃণালে একটি পদ্ম জোড়া আছে। রক্তিম করতল স্বভাবতই মেহেদী রঞ্জিত; যেন মুক্তার সঙ্গে গুঞ্জাফল মিশ্রিত। কর-সংলগ্ন করপল্লব বা হাতের আঙুলে সেই হাত থেকে রক্ত সঞ্চালিত। এই রূপ দেখিয়ে যেন হৃদয় কেড়ে নেয় এবং একবার হৃদয় কেড়ে নিলে আর ফিরিয়ে দেয় না। সোনার আংটি হীরক মণ্ডিত, এমনই নক্ষত্র খচিত সেই ঘাতক অঙ্গুলীগুলি।

এমনই অপূর্ব সেই ভুজ-সৌন্দর্য যে তার রূপ অবর্ণনীয় যেখানে হাতের কঙ্কণই রয়েছে সেখানে আর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য দর্পণের কি প্রয়োজন?

১ ডণ্ডে ৬ তিন্হ ডাঁড়িন্হ বহ ১১ দুহুঁ
২ গাভ কী ৭ মুকুতা লিএ ১২ জিউ
৩ জনু ৮ ঘুঁঘুচী পচী ১৩ লৈ
৪ সুমেল ৯ কর পল্লৌ ১৪ জাহি
৫ কৌরলি ১০ পুঠি ১৫ জৈসনি

১৭

হিয়া থার কুচ কনক-কচোরা।
জানহুঁ[১] দুরৌ[২] সিরীফল জোরা॥
এক পাট ৱৈ[৩] দুনৌ রাজা।
সাম ছত্র দুনহু সির ছাজা[৪]॥
জানহুঁ দোউ লটূ, এক সাথা।
জগ ভা লটূ, চঢ়ৈ নহিঁ হাথা॥
পাতর পেট আহি জনু পূরী।
পান অধার ফূল অস ফূরী[৫]॥
রোমাৱলী উপর লটূ ঘুমা[৬]।
জানহু দোউ সাম ঔ রূমা॥
অলক ভুঅংগিনি তেহি পর লোটা।
হিয়া-ঘর[৭] এক খেল দুই গোটা॥
বান[৮] পগার উঠে কুচ দোউ।
নাঁঘি[৯] সরন্হ উন্হ পাৱ ন কোউ॥
কৈসন্হ নৱহিঁ ন নাএ জোৱন গরব উঠান।
জো পহিলে কর লাৱৈ সো পাছে রতি মান

হৃদয়পাত্রে কুচযুগল যেন সোনার বাটি। দুটি যেন একজোড়া বেল। এক সিংহাসনে যেন দুই রাজা। উভয়ের শীর্ষদেশেই শ্যামছত্র শোভা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একসঙ্গে দুটি লাট্টু; সারা জগৎ পাগলের মতো ঘুরছে কিন্তু এদের হস্তগত করতে পারছে না। ময়দার লুচির মতো তাঁর পাতলা পেট, তা কেবল পানের আধার, এবং ফুলের ন্যায় ফুটন্ত। তার উপর দিয়ে রোমাবলীর রেখা চলে গেছে যেন সিয়াম এবং রোমের দিকে। রেখার উপর রোমরাজি ভুজঙ্গিনীর ন্যায় লুটিয়ে আছে। হৃদয়ের পাশা খেলার ঘরে দুটি ঘুটি (স্তন যুগল)। (রণক্ষেত্রে) কুচযুগল যেন দুটি প্রাকারের ন্যায় উঠেছে কেউ সেখানে উঠে পার হতে পারে না।

কারোর কাছেই তারা (বক্ষ যুগল) নতিস্বীকার করে না; যৌবনগর্বে তাদের উত্থান। যে প্রথমে তাদের উপর হাত রাখে সে পরক্ষণে রতি-কামনা অনুভব করে।

১ সাজে ৪ সাজা ৭ হেংগুরি
২ জনহুঁ ৫ কোরঁরী ৮ বাঁহ
৩ পর ৬ ঝূমা ৯ নাগ

১৮

ভৃংগ-লংক জনু মাঁঝ ন লাগা।
দুই খণ্ড নলিন মাঁঝ জনু[১] তাগা॥
জব ফিরি চলী দেখ মৈঁ পাছে।
অছরী ইন্দ্রলোক[২] জনু[৩] কাছে॥
জবহিঁ[৪] চলী মন[৫] ভা পছিতাউ।
অবহুঁ দিস্টি লাগি ওহি ঠাঁউ[৬]॥
অছরী লাজি ছপীঁ গতি ওহী[৭]।
ভঁঈ অলোপ ন পরগট হোহী[৮]॥
হংস লজাই মানসর[৯] খেলে।
হস্তী লাজি[১০] ধূরি সির মেলে॥
জগত বহুত তিয়[১১] দেখো মহুঁ।
উদয় অস্ত অস নারি ন কহুঁ॥
মহিমণ্ডল তৌ ঐসি ন কোঈ।
ব্রহ্মমণ্ডল জৌ হোই তৌ হোঈ॥
বরনেউঁ নারি জহাঁ লগি দিস্টি ঝরোখে আই।
ঔর জো অহী অদিস্ট ধনি[১২] সো কিছুংবরনি ন জাই॥

ভৃঙ্গের ন্যায় তাঁর কটি, যেন মধ্যদেশ নেই বললেই হয়। দুদিকে দু খণ্ড মৃণালের মাঝখানে যেন মৃণালতন্তু। পিছনে ঘুরে যখন আমাকে দেখলেন, তখন যেন ইন্দ্রলোকের অপ্সরী নিকটে এসেছে মনে হল। যখন চলে গেলেন আমার মনে রয়ে গেল পরিতাপ, এখনও আমার দৃষ্টি যেন ওখানেই রয়ে গেছে। ওঁর গমন দেখে অপ্সরীরাও লজ্জায় আত্মগোপন করেছে, তারা সেই যে অদৃশ্য হয়েছে আর আবির্ভূত হল না। তাঁকে দেখে হংসরা লজ্জা পেয়ে মান-সরোবরে বিহার করে; হস্তীরা লজ্জায় মস্তকে ধুলো ছিটোয়। আমি এ জগতে অনেক রমণী দেখেছি, কিন্তু উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত এমন নারী কোথাও দেখিনি। মহীমণ্ডলে তাঁর মতো এমন কেউ নেই, ব্রহ্মমণ্ডলে কেউ থাকলেও থাকতে পারে।

ঝরোখার ভিতর থেকে যিনি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন আমি সেই রমণীর রূপ বর্ণনা করলাম। এছাড়া রমণীরূপের যা কিছু দৃষ্টির অগোচর সে সব বর্ণনা করা যায় না।

১ জস
২ ইন্দ্র কেরি
৩ জস
৪ উজহি
৫ জনু
৬ ভাউ
৭ ওহি কে গবন ছপি অছরীঁ গঁঈ
৮ ভঈঁ
৯ সমুঁদ কঈ
১০ লাজি গয়ংদ
১১ ইস্ত্রী
১২ কৈ

১৯

কা ধনি কহৌঁ জৈসি সুকুমারা।
ফূল কে ছুএঁ হোই[১] বেকরারা॥
পখুরীঁ কাঢ়হিঁ[২] ফূলন সেংতী।
সোঈ ডাসহিঁ সৌর সপেতী[৩]॥
ফূল সমূচৈ[৪] রহৈ জো পাবা।
ব্যাকুল[৫] হোই নীংদ নহিঁ আবা॥
সহৈ ন খীর খাঁড় ঔ ঘীউ।
পান-অধার রহৈ তন জীউ॥
নস[৬] পানহু কৈ কাঢ়হিঁ[৭] হেরী।
অধর ন গড়ৈ ফাঁস ওহি কেরী॥
মকরি ক তার তেপি[৮] কর চীরূ।
সো পহিরে ছিরি জাই সরীরূ॥
পালঁগ পাবঁ ক[৯] আছৈ[১০] পাটা।
নেত বিছাব চলৈ জো বাটা[১১]॥
ঘালি নৈন ওহি[১২] রাখিয় পল নহিঁ কীজিয় ওট[১৩]।
পেম ক লুবুধা পাব ওহি[১৪] কাহ সো বড় কা ছোট॥

কেমন করে বলব সেই রমণী কত সুকুমারী? ফুলের ছোঁয়ায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ফুলের থেকে পাপড়ি ছিঁড়ে তা বিছিয়ে তাঁর পুষ্প-শয়ন রচিত হয়। সবশুদ্ধ ফুল যদি থেকে যায় তাহলে বেদনাবশত নিদ্রা আসে না। ক্ষীর, মিষ্টদ্রব্য বা ঘি-ও তাঁর সহ্য হয় না। কেবল পানকে নির্ভর করে তাঁর শরীর টিঁকে থাকে। পানেরও সূক্ষ্মতন্তু সযত্নে ছেনে নিয়ে তাঁকে দেওয়া হয়, যাতে স্থূল বা কর্কশ অংশ অধরে না ঘর্ষণ লাগে। মাকড়শার জালের মতো সূক্ষ্ম বসন পরলেও তাঁর শরীর ছিঁড়ে যায়। তাঁর চরণযুগল হয় পালঙ্কে নয় সিংহাসনে। কখনও যদি পথে পা পড়ে তবে সে পথে পট্টবস্ত্র (মসলিন) বিছানো হয়।

এই রমণীকে নিজের চোখের সামনে এনে রাখুন, এক পলকের জন্যেও তাঁকে আড়াল করবেন না। যে প্রেমলুব্ধ সে-ই ওকে পাবে, সে বড়ই হোক বা ছোটই হোক।

১ জাই
২ লঁজহি
৩ সো নিত ডাসিঅ সেজ সপেতী
৪ সমুচ
৫ ব্যাকুলি
৬ নসি
৭ কাঢ়িঅ
৮ তাহি
৯ কি
১০ আছহিঁ
১১ নেত বিছাইঅ জোঁ চল বাটা
১২ জসু
১৩ পলক ন কীজৈ ওট
১৪ 'পাব ওহি'র স্থলে পাবৈ

২০

জো রাঘব ধনি[১] বরনি সুনাঈ।
সুনা সাহ গই মুরছা আঈ॥
জনু মুরতি রহ পরগট ভঈ।
দরস দেখাই মাহিঁ[২] ছপি গঈ॥
জো জো মন্দির পদমিনি লেখী।
সুনা জো[৩] কঁবল কুসুম অস[৪] দেখী॥
হোই মালতি ধনি[৫] চিত্ত পঈঠী।
ঔর পুহুপ কোউ আব ন দীঠী॥
মন হোই ভঁবর ভএউ[৬] বৈরাগা।
কঁবল ছাঁড়ি চিত ঔর ন লাগা॥
চাঁদ কে রংগ সুরুজ জস রাতা।
ঔর নখত[৭] সো পুছ ন বাতা॥
তব কহ[৮] অলাউদ্দীন জগ-সূরূ।
লেউঁ নারি চিতউর কৈ চূরূ॥
জৌ রহ পদমিনি[৯] মানসর অলি ন মখিন হোই[১০] জাত।
চিতউর মহঁ জো পদমিনী ফেরি উহৈ কহু বাত॥

যখন রাঘব (চেতন) রমণী রূপের বর্ণনা শোনাল তখন তা শুনে সাহ আচ্ছন্ন হলেন। যেন তাঁর (পদ্মাবতীর) মূর্তি প্রকটিত হয়ে দেখা দিয়ে সাহর অন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাকে যাকে প্রাসাদের পদ্মিনী বলে জানতেন এখন যথার্থ কমলের বর্ণনা শুনে তাদের সাধারণ কুসুম বলে মনে হতে লাগল। রমণী (পদ্মাবতী) মালতী ফুল হয়ে এমনভাবে চিত্তে প্রবেশ করল যে আর কোনো পুষ্প সাহর চোখেই পড়ল না। মন ভ্রমরের ন্যায় হল, চিত্ত হল উদাসীন; কমল ত্যাগ করে অন্য কিছুতেই মন বসল না। চাঁদের প্রেমে সূর্য যখন রক্তিম হয় তখন অপরাপর নক্ষত্রকে সে সম্ভাষণ করে না। অতঃপর জগৎ-সূর্য আলাউদ্দীন বললেন, "চিতোর চূর্ণ করে আমি সেই রমণীকে আত্মসাৎ করব।"

এ পদ্মিনী যদি মান-সরোবরে থাকে, তাহলে অলির (আলাউদ্দীনের) হতোৎসাহের কারণ নেই। আর যদি চিতোরে থাকে এই পদ্মিনী, তাহলে সেখানে ফিরে গিয়ে এই কথা বল।"

১ রাঘৌ জো ধনি
২ তবহিঁ
৩ সুনত সো
৪ কুসুম জেউ
৫ মালতি হোই অসি
৬ ভঁবৈ
৭ অব নখতন্হ
৮ অলি
৯ মালতি
১০ অলি ন বেলংবৈ

২১

এ জগসূর কহৌঁ তুম্হ পাহাঁ।
ঔর পাঁচ নগ চিতউর মাহাঁ॥
এক হংস হৈ পঙ্খি অমোলা।
মোতী চুনৈ পদারথ বোলা॥
দুসর[১] নগ জো অমৃত-বসা।
সো বিষ হরৈ নাগ কর ডসা[২]॥
তীসর পাহন পরস পখানা।
লোহ ছুএ[৩] হোই কংচন বানা॥
চৌথ কহৈ[৪] সাদূর অহেরী।
জো[৫] বন হস্তি ধরৈ সব ঘেরী॥
পাঁচর নগ সো তহাঁ লাগনা[৬]।
রাজপংখি পেখা গরজনা[৭]॥
হরিণ রোঝ কোই ভাগি ন বাঁচা[৮]।
দেখত উড়ৈ সচান হোই নাচা[৯]॥
নগ অমোল অস পাঁচৌ ভেঁট[১০] সমুদ ওহি দীহ্ন।
ইসকন্দর জো ন পাবা[১১] সো সায়র[১২] ধঁসি লীহ্ন

হে জগতের সূর্য, আপনার কাছে নিবেদন করছি। এ ছাড়া আরও পাঁচটি রত্ন চিতোরের মধ্যে আছে। প্রথমতঃ এক অমূল্যপক্ষী হংস। সে মুক্তো গ্রহণ করে, তার বচন মূল্যবান। দ্বিতীয় রত্ন হল অমৃতপাত্র। নাগ দংশন করলে এ বিষহরণ করে। তৃতীয় রত্ন হল এক পরশপাথর। একে লোহা ছুঁলে সোনা হয়ে যায়। চতুর্থতঃ এক শিকারী শার্দূল। সে বন্যহস্তীদের ঘিরে ধরে। পঞ্চম রত্ন আমি সেখানে যা দেখে এলাম তা হল এক গর্জিত রাজপক্ষী। এর হাত থেকে কোনো হরিণ বা নীলগাই পালিয়ে বাঁচে না। এদের দেখলেই সে বাজপাখীর ন্যায় গিয়ে পড়ে।

এই অমূল্য পাঁচ রত্ন সমুদ্র তাঁকে (রত্নসেনকে) উপহার দিয়েছেন সেকেন্দার (আলেকজাণ্ডার) সাহ যা পান নি, রত্নসেন তা সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে নিয়ে এসেছেন।

১ দোসর
২ সঁব বিখ হরৈ জহাঁ লগি ডসা
৩ ছুবত
৪ অহৈ
৫ জেহিঁ
৬ পাঁচো হৈ সোনহা লাগনা
৭ রাজ পংখ পংখী কর জনা
৮ বাঁচ ন ভাগা
৯ জস সৈচান তৈস উড়ি লাগা
১০ মান
১১ ইসকংদর নহিঁ পাএউ
১২ জৌঁ রে সমুঁদ

২২

পান দীন্হ রাঘব পহিরাবা।
দস গজ হস্তি ঘোর সো পাবা॥
ঔর দুসর কংকন কৈ জোরী[১]।
রতন লাগ ওহি বত্তিস কোরী[২]॥
লাখ দিনার দেবাঈ জেঁবা।
দারিদ হরা সমুদ কৈ সেবা॥
হৌঁ জেহি দিবস পদমিনী পাবৌঁ।
তোহি রাঘব চিতউর বৈঠাবৌঁ[৩]॥
পহিলে করি[৪] পাঁচৌ নগ মূঠী।
সো নগ লেউঁ জো কনক-অঁগূঠী॥
সরজা বীর[৫] পুরুষ বরিয়ারূ।
তাজন নাগ সিংঘ অসবারূ॥
দীন্হ পত্র লিখি বেগি চলাবা।
চিতউর-গঢ় রাজা পহঁ আবা॥
রাজৈ পত্রি বঁচাবা লিখী জো করা অনেগ[৬]।
সিংঘল কৈ জো পদমিনী পঠৈ দেহু তেহি বেগ[৭]॥

সাহ রাঘবকে পান এবং পরিচ্ছদ দিলেন। রাঘব দশটি গজহস্তী এবং অশ্ব লাভ করল। ঐ কঙ্কণের অপর জোড়া তৈরী করে তাকে দেওয়া হল, তাতে বত্রিশ প্রকারের রত্ন খচিত হল। দক্ষিণাস্বরূপ সাহ তাকে লক্ষ দিনার দিলেন। দানসাগর সাহকে সেবা করে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেল। সাহ বললেন, "যে দিন আমি পদ্মিনীকে পাব, সে দিনই হে রাঘব, আমি তোমাকে চিতোরে বসাব। আমি প্রথমে সেই পঞ্চ রত্নকে হাতের মুঠোয় এনে সোনার আঙ্‌টিতে যে রত্নটি আছে সেটি আত্মসাৎ করব।" দরবারে সরজা নামে এক মহাবীরপুরুষ ছিল, সর্প তার চাবুক, সিংহ তার বাহন। চিতোর গড়ে রাজার কাছে উপনীত হবার জন্য সাহ দ্রুত চিঠি লিখে তাকে পাঠালেন।"

অনেক চাতুর্যময় ভঙ্গীতে লিখে রাজাকে শোনাবার জন্য লিপিকা দেওয়া হল। "সিংহলের যে পদ্মিনী, দ্রুত তাকে পাঠিয়ে দাও।"

১ ও দোসর কংগন কয় জোরী
২ রতন লাগি তেহি তীস করোরী
৩ বৈসারৌঁ
৪ কে
৫ সের
৬ পত্র দীন্হ লৈ রাজহি কিরিপা লিখী অনেগ
৭ সো চাহৌ রহিঁ বেগি

১

সুনি অস লিখা উঠা জরি রাজা।
জানৌ দৈউ তড়পি ঘন গাজা॥
কা মোহিঁ সিংঘ দেখাবসি আঈ।
কহৌঁ তৌ সরদূল ধরি[১] খাঈ॥
ভলেহিঁ সাহ[২] পুহুমীপতি ভারী।
মাঁগ ন কোউ পুরুষ কৈ নারী॥
জো সো চক্কবৈ তাকহঁ রাজু।
মঁদির এক কহঁ আপন সাজু॥
অছরী জহাঁ ইন্দ্র পৈ আবৈ[৩]।
ঔর ন[৪] সুনৈ ন দেখৈ পাবৈ[৫]॥
কংস-রাজ[৬] জীতা জো কোপী।
কান্হ ন দীন্হ কাহু কহঁ গোপী॥
কো মোহিঁ তেঁ অস সূর অপারা[৭]।
চঢ়ৈ সরগ খসি[৮] পরৈ পতারা॥
কা তোহিঁ জীউ মরাবৌঁ সকত আন কে দোস।
জো নহিঁ বুঝৈ সমুদ্র-জল[৯] সো বুঝাই কিত ওস॥

এই লিখন শুনে রাজা রত্নসেন জলে উঠলেন। যেন স্বর্গ কাঁপিয়ে মেঘ গর্জন করতে লাগল। রাজা বললেন, "কি কারণে আমার আছে এসে সিংহ দেখাচ্ছ? যদি আদেশ দি, তাহলে এখনই আমার বাঘ ওকে ধরে খেয়ে নেয়। হতে পারে সাহ খুব বড় পৃথিবীপতি, কিন্তু কেউই কোনো পুরুষের স্ত্রীকে দাবী করে না। এমন যিনি রাজ-চক্রবর্তী, তাঁর রাজত্বে প্রত্যেকেরই আপনগৃহের মর্যাদা থাকা উচিত। যেখানে অপ্সরীরা থাকে সেখানে কেবল ইন্দ্রই আসতে পারেন, তাদের সঙ্গে আর কারোরই দেখাশুনা হওয়া সম্ভব নয়। রাজা কংস যদিও উগ্র স্বভাব এবং বিজয়ী ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ তো কাউকেই কোনো গোপীকে দান করেন নি? আমার চেয়ে তিনি কি এমন বীর? স্বর্গে উঠে থাকলে তিনি পাতালেও খসে পড়তে পারেন।

যদিও আমি পারি, কিন্তু অপরের দোষে কেন তোমার জীবন নাশ করব? সমুদ্রের জলে যার আগুন নেভে না, শিশির বিন্দুতে তার কি হবে?

১ লৈ
২ সো সাহি
৩ রাবা
৪ জো
৫ পাবা
৬ কংস ক রাজ
৭ অপারা
৮ ঐ
৯ জো তিস বুঝৈ ন সমুঁদ জল

২

রাজা অস ন হোহু রিস-রাতা[১]।
সুনু হোই জুড় ন জরি কহু বাতা॥
মৈঁ হৌঁ ইহাঁ[২] মরৈ কহঁ আবা।
বাদসাহ[৩] অস জানি পঠাবা॥
জো তোহি ভার ন ঔরহি লেনা।
পুছহি কালি উতর হৈ দেনা॥
বাদসাহ কহঁ ঐস ন বোলূ।
চঢ়ৈ তৌ পরৈ জগত মহঁ ডোলূ[৪]॥
সুরহি চঢ়ত ন লাগহি বারা।
তপৈ[৫] আগি জেহি সরগ পতারা॥
পরবত উড়হিঁ সুর কে ফূঁকে।
ব্রহ[৬] গঢ় ছার হোই এক ঝূঁকে॥
ধঁসৈ সুমেরু সমুদ গা[৭] পাটা।
পুহুমী ডোল সেস-ফন ফাটা[৮]॥
তাসৌ কৌন লড়াঈ[৯] বৈঠহু চিতউর খাস[১০]।
উপর লেহু চঁদেরী কা পদমিনি এক দাসি॥

সরজা বলল, "হে রাজা, এত ক্রোধ-রক্তিম হবেন না। ঠাণ্ডা হয়ে শুনুন। গরম হয়ে কথা বলবেন না। আমি এখানে মরণের জন্য তৈরী হয়েই এসেছি। বাদশাহ এ জেনেই আমাকে পাঠিয়েছেন। যে (দায়িত্ব) ভার আপনার তা অন্য কেউ নিতে পারে না। কাল যখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তখন আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে। বাদশাহের সঙ্গে এভাবে কথা বলবেন না। তিনি আক্রমণ করলে জগৎ কেঁপে উঠবে। সূর্য (বীর) উদিত হলে দেরী সয় না। তার অগ্নিতে স্বর্গ থেকে পাতাল তেতে ওঠে। বীরের ফুৎকারে পর্বত উড়ে যায়। তাঁর এক ঠেলায় এই চিতোর দুর্গ ধুলো হয়ে যাবে। (তাঁর প্রতাপে সুমেরু ধ্বসে যায়, সমুদ্র বাঁধা পড়ে, পৃথিবী দুলে ওঠে, বাসুকীর ফণা ফেটে যায়।

কি হবে তাঁর সঙ্গে লড়াই করে? তার চেয়ে খাস চিতোরে বসে থাকুন। তদুপরি চন্দেরী উপহার নিন। কে এই পদ্মিনী, (সামান্যা) এক দাসী?

১ রাজা রিসি ন হোহি অস রাতা
২ আবা হৌঁ সো
৩ পাত সাহি (সর্বত্র)
৪ ঢোলূ
৫ দিকৈ
৬ ব্রহ
৭ কা
 'সব হোই ধরে জেঁ বাটা
৮ কা বড় বোলসি
১০ বৈঠি ন চিতউর খাসি

৩

জৌ পৈ ঘরনি[১] জাই ঘর কেরী।
কা চিতউর কা রাজ[২] চঁদেরী॥
জিউ ন লেই[৩] ঘর কারণ কোঈ।
সো ঘর দেই জো জোগী হোঈ॥
হৌঁ রনথঁভউর—নাহ হমীরূ।
কলপি মাঁথ জেই দীহ্ন সরীরূ॥
হৌঁ সো[৪] রতনসেনি সক—বংধী।
রাহু বেধি জীতা[৫] সৈরংধী॥
হনুবঁত সরিস ভার জেই কাঁধা।
রাঘর সরিস সমুদ জো[৬] বাঁধা॥
বিক্রম সরিস কীহ্ন জেই সাকা।
সিংঘল দীপ লীহ্ন জো তাকা॥
জো অস লিখা ভএউঁ[৭] নহিঁ ওছা।
জিয়ত[৮] সিংঘ কৈ গহ[৯] কো মোঁছা॥
দরব লেই তৌঁ মানৌঁ সেব করৌঁ গহি পাউ।
চাহৈ জো সো[১০] পদমিনী সিংঘলদীপহিঁ জাউ॥

রাজা বললেন, "যদি ঘরের বউই ঘর থেকে চলে যায় তাহলে আর চিতোরেই বা কি হবে, চান্দেরী রাজ্য নিয়েই বা কি লাভ? ঘরের জন্য কেউ জীবন নেয় না। যে যোগী হয় সে ঘর দিয়ে দিতে পারে। আমি কি রণথম্বোর-নৃপতি হাম্বীর (তুল্য) যিনি নিজের মাথা কেটে শরীর দান করেছিলেন? আমি শক্তিধারী রত্নসেন। (অর্জুনের ন্যায়) মৎস্য ভেদ করে আমি সৈরিন্ধ্রীকে জয় করেছি। আমি সেই হনুমানতুল্য, যিনি স্কন্ধে (গন্ধমাদনের) ভার বহন করেছিলেন। আমি সেই রাঘবতুল্য যিনি সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন। (অথবা বিক্রমাব্দ চালু করেছিলেন)। সিংহল দ্বীপে গিয়ে আমি আমার লক্ষ্যবস্তু (পদ্মাবতী) লাভ করেছি। যে এমন চিঠি লেখে সে নিশ্চয় কাপুরুষ নয়, কিন্তু জীবন্ত সিংহের গোঁফ নিয়ে কে টানাটানি করে?

তিনি যদি অন্য কোনো জিনিষ নেন তা আমি খুশী হয়েই দেব। তাঁর চরণ ধরে সেবা করব। কিন্তু যদি পদ্মিনী চান, তাহলে তিনি সিংহলে যান।

১ গ্রিহিনি ৩ জিউ লেই ৫ জীতী ৭ হোই ৯ গহৈ
২ কেহি কাজ ৪ তৌ ৬ হঠি ৮ তাহি ১০ নারি

১৩০১ খ্রীঃ আলাউদ্দীনের হাতে রণথম্বোরের রাজা হাম্বীর নিহত হন। আর ১৩০৩ খ্রীঃ আলাউদ্দীন চিতোর অভিযান করেন।

৪

বোলু ন রাজা আপু জনাঈ।
লীহ্ন দেবগিরি[১] ঔর[২] ছিতাঈ॥
সাতৌ[৩] দীপ রাজ সির নারহিঁ।
ঔ সঁগ[৪] চলি পদমিনী আরহিঁ॥
জেহি কৈ সের[৫] করৈ সংসারা।
সিংহল দীপ লেত কিত[৬] বারা॥
জিনি জানসি যহ গঢ় তেহি পাহীঁ[৭]।
তাকর সবৈ তোর কিছু নাহীঁ॥
জেহি দিন আই গঢ়ী কহঁ ছেঁকিহি[৮]।
সরবস লেই হাথ কো ঠেকিহি[৯]॥
সীস ন ছাঁড়ে[১০] খেহ কে লাগে।
সো সির[১১] ছার হোই পুনি[১২] আগে॥
সেবা করু জো জিয়ন তোহি ভাঈ[১৩]।
নাহিঁ ত ফেরি মাঁখ হোই জাঈ[১৪]॥
জাকর জীবন দীহ্ন তেহি[১৫] অগমন সীস জোহারি।
তে করনী[১৬] সব জানৈ কাহ পুরুষ কা নারি॥

সরজা বলল, "হে রাজা, আত্মশ্লাঘা করে কথা বলবেন না। মনে রাখবেন তিনি দেবগিরি এবং (সেখানকার রাজকন্যা) ছিতাই দেবীকে লুণ্ঠন করেছেন। সপ্তদ্বীপের রাজারা তাঁর কাছে মাথা নোয়ায়। তাদের পদ্মিনী রমণীরাও তাঁর কাছে চলে আসে (বাদশাহের শরণ নেয়)। জগৎ সংসার যাঁর সেবা করে, সিংহল দ্বীপ নিতে তাঁর এমন কি অসুবিধা? যেন মনে ভাববেন না যে এই দুর্গ আপনার। সব কিছুই তাঁর, কিছুই আপনার নিজের নয়। তিনি যেদিন এই দুর্গে এসে আক্রমণ করে সর্বস্ব অধিকার করবেন সেদিন কে তাঁর হাতকে ঠেকাবে? মাটি লাগবে বলে যে মানুষ ভূমিতে মাথা ঠেকায় না, তাঁর সামনে সেই মস্তক ধুলো হয়ে যাবে। আরে ভাই, যদি প্রাণে বাঁচতে চান তবে তাঁর সেবা করুন। নয়তো আবার তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হবে।

যিনি জীবনদাতা তাঁর আগমনে মাথা নুইয়ে জয়ধ্বনি করতে হয়। সেই প্রভু সবার করণীয়ই জানেন, তা সে পুরুষই হোক কি নারীই হোক।"

১ উদৈগিরি
২ লীহ্নি
৩ সপ্ত
৪ সেঁ।
৫ জাকরি সেবা
৬ কা
৭ জনি জানসি তূঁ গঢ় উপরাহী
৮ গাঢ় কে ছেংকৈ
৯ টেকৈ
১০ ঝারু
১১ সির পুনি
১২ দেখু
১৩ কাবী
১৪ আবী
১৫ জাকরি লীহ্নি জিয়নি পৈ
১৬ তাকর কৈ

৫

তুরুক জাই কহু মরৈ ন ধাঈ।
হোইহিঁ ইসকংদর কৈ নাঈ॥
সুনি[১] অমৃত কদলীবন[২] ধারা।
হাথ ন চঢ়া রহা পছিতারা॥
ঔ[৩] তেহি দীপ পতঁগ হোই পরা।
অগিনি-পহার পাঁর দেই[৪] জরা॥
ধরতী লোহ সরগ ভা তাঁবা[৫]।
জীউ দীহ্ন পহুঁচত কর লাঁবা[৬]॥
যহ চিতউর গঢ় সোই পহারূ।
সূর উঠৈ তব[৭] হোই অঁগারু॥
জৌ পৈ ইসকংদর সরি কীহ্নীঁ।
সমুদ লেহু ধঁসি জস বৈ লীহ্নী॥
জো ছরি আনৈ জাই ছিতাঈ।
তেহি ছর ঔ ডর হোই মিতাঈ[৮]॥
মহুঁ সমুঝি অস অগমন সজি[৯] রাখা গঢ় সাজু।
কাল্হি[১০] হোই জোহি আরন[১১] সো চলি আবৈ[১২] আজু॥

রাজা বললেন, "তুর্কির (সুলতানের) নিকটে গিয়ে বল যেন তিনি মরণের দিকে না ছুটে যান। তাহলে সেকেন্দার শাহের মতোই দশা হবে। অমৃতের কথা শুনে তিনি কদলীবনের দিকে ছুটেছিলেন। কিন্তু তিনি তা হস্তগত করতে পারলেন না, শুধু অনুশোচনাই রয়ে গেল। তিনি পতঙ্গের ন্যায় প্রদীপের উপর এসে পড়লেন, আগ্নেয়গিরিতে পদক্ষেপ করতেই পুড়ে মরলেন। (অগ্ন্যুৎপাতের লাভাতে) ধরণী লৌহময় এবং আকাশ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানোর আগেই তিনি জীবন দিলেন। এই চিতোর দুর্গও সেই আগ্নেয়গিরি তুল্য। সূর্য উদিত হলে বা সম্রাটের আগমন হলে তা অঙ্গার হয়ে যাবে। (তাঁকে বোল) যদি আপনি সেকেন্দার শাহের সমকক্ষ হতে চান তবে তাঁর মতো সমুদ্রকে অধিকার করুন। যে ছলে আপনি (দেবগিরির) ছিতাই রাজকুমারীকে নিয়ে এসেছেন, সেই কৌশল বা ভয় দেখিয়ে (কি) বন্ধুত্ব সম্ভব?

আমি তাঁর আগমনের প্রত্যাশা করে আমার দুর্গকে প্রস্তুত রেখেছি। কাল যাঁর আগমন হবেই তিনি আজই আসতে পারেন।

১ উনি
২ কজলীবন
৩ উড়ি
৪ দৈ
৫ তাঁবৈ
৬ পহুঁচব গা লাঁবৈ
৭ খিকি
৮ তব কা ভএউ জো মূক ভতোঈ
৯ সঁচি
১০ কালি
১১ অবনা
১২ চঢ়ি আবৌ

৬

সরজা পলটি সাহ[১] পহঁ আৱা।
দেৱ ন মানৈ বহুত মনাৱা॥
আগি জো জরৈ[২] আগি পৈ সূঝা।
জরত রহৈ ন বুঝাএ বূঝা॥
ঐসে মাথ ন নারৈ দেরা[৩]।
চঢ়ে সুলেমাঁ মানৈ সেরা[৪]॥
সুনি কৈ অস[৫] রাতা সুলতানূ।
জৈসে তপৈ[৬] জেঠ কর ভানূ॥
সহসৌঁ করা রোস অস[৭] ভরা।
জেহি দিসি দেখৈ তেই[৮] দিসি জরা॥
হিংদূ দেৱ কাহ বর খাঁচা।
সরগহু অব ন সূর[৯] সৌঁ বাঁচা॥
এহি জগ আগি জো ভরি মুখ লীহ্না।
সো সঁগ আগি দুহুঁ জগ কীহ্না॥
রনথঁভউর জস জরি বুঝা চিতউর পরৈ[১০] সো আগি।
ফেরি[১১] বুঝাএ না বুঝৈ এক দিৱস জো লাগি[১২]॥

সরজা সাহর নিকটে ফিরে এল। (বলল,) "অনেক বুঝিয়েও রাজা বুঝলেন না। জলন্ত আগুনকে আগুন বলেই চেনা যায়। তা জলতেই থাকে এবং নেভালেও নেভানো যায় না। এমনি ভাবেই শয়তান জিন্‌রা (প্রথমে) মাথা নোয়ায় নি, পরে (ইহুদী রাজ) সুলেমানের আক্রমণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।" একথা শুনে সুলতান ক্রোধে উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের ন্যায় রক্তিম হয়ে উঠলেন। তাঁর ক্রোধ সহস্রাংশুর ন্যায় এমনই দীপ্ত হয়ে উঠল যে যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন সেই দিকই যেন জলে গেল। বললেন, "এই হিন্দু রাজার কেন এত দুঃসাহস? এর ফলে এখন আর স্বর্গের কোনো দেবতাই রক্ষা পাবে না। এই জগতে যে মুখে আগুন নিল, ইহলোক এবং পরলোকে আগুনই তার সঙ্গী।

রণথম্বোর যেমন জলে নিভে গেছে তেমনি আগুন এসে পড়বে চিতোরের উপর। কিন্তু একবার আগুন লেগে গেলে তখন আর চেষ্টা করলেও তা নেভানো যায় না।"

১ সাহি
২ জরা
৩ ঐসেঁ পংথ ন আবৈ দেউ
৪ সেউ
৫ রিসি
৬ ধিকৈ
৭ তস
৮ সো
৯ আগি
১০ পরি
১১ এহ রে
১২ জরৈ লোস কী লাগি

৭

লিখা[১] পত্র চারিহু দিসি ধাএ।
জাঁ'ত উমরা বেগি বোলাএ॥
দুংদ-ধার ভা ইন্দ্র সকানা।
ডোলা মেরু সেস অকুলানা[২]॥
ধরতী ডোলি কমঠ[৩] খরভরা।
মথন-অরংভ[৪] সমুদ মহঁ পরা॥
সাহ বজাই চঢ়া জগ জানা।
তীস কোস ভা পহিল পয়ানা॥
চিতউর সৌঁহ বারিগহ তানী।
জহঁ লগি সুনা কুচ সুলতানী॥
উঠি সরৱান গগন লগি[৫] ছাএ।
জানহুঁ রাতে মেঘ দেখাএ॥
জো জহঁ তহঁ সূতা[৬] অস জাগা।
আই জোহার[৭] কটক সব লাগা॥
হস্তি ঘোড় ঔ দর পুরুষ[৮] জাৱত বেসরা উঁট।
জহঁ তহঁ লীহ্ন পলানৈ[৯] কটক সরহ অস[১০] ছূট॥

পত্রলিপি (নিয়ে দূতেরা) চারদিকে ধেয়ে গেল। ওমরাহদের দ্রুত ডাকা হল। (বাজতে বাজতে) ডঙ্কা ফেটে গেল, ইন্দ্রও শঙ্কিত হলেন, মেরু দুলে উঠল, বাসুকী অসুস্থ হয়ে পড়ল। পৃথিবী কাঁপতে লাগল, কূর্ম নড়ে উঠল। সমুদ্রের মাঝখানে যেন মন্থন-ধ্বনি হল। রণবাদ্য সহকারে সাহের অভিযান সারা জগৎ জানল। প্রথমেই ত্রিশ ক্রোশ পথ প্রস্থান করলেন। সুলতানের সৈন্যচালনার কথা যারা শুনল তাদের জন্য চিতোরের সামনে (দরবারের) তাঁবু স্থাপিত হল। শিবিরের পতাকায় আকাশ ছেয়ে গেল। মনে হল যেন রক্তিম মেঘোদয়। যে যেখানে নিদ্রিত ছিল, সবাই জেগে উঠল। সকলে সৈন্যদলে এসে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

হস্তী, ঘোড়া, খচ্চর, উট এবং পদাতিক সকলে সমবেত হল। যেখানে সেখানে অশ্বচালনা করে পঙ্গপালের মতো সৈন্যদল ছুটতে লাগল।

১ লিখে
২ অঁগিরানা
৩ কূরাঁভ
৪ মহনাংভ
৫ লহি
৬ সূতি
৭ জোহারি
৮ পরিগহ
৯ পলানী
১০ গতি

৮

চলে[1] পংথ বেসর[2] সুলতানী।
তীখ তুরংগ বাঁক কনকানী[3] ॥
কারে[4] কুমইত লীল সুপেতে[5]।
খিংগ[6] কুরংগ বোজ দুর[7] কেতে[8] ॥
অবলক অরবী[9] লখী[10] সিরাজী।
চৌঘর চাল সমঁদ ভল[11] তাজী ॥
কিরমিজ[12] নুকরা[13] জরদে[14] ভলে।
রূপকরান[15] বোলসর[16] চলে ॥
পঁচকল্যান সঁজাব বখানে।
মহি সায়র সব চুনি চুনি আনে ॥
মুসকী ঔ হিরমিজী এরাকী[17]।
তুরকী কহে ভোখার বুলাকী ॥
বিখরি[18] চলে জো[19] পাঁতিহি পাঁতী।
বরণ বরণ ঔ ভাঁতিহি ভাঁতী ॥
সির ঔ পুঁছ উঠাএ চহুঁ দিসি সাঁস ওনাহি।
রোষ ভরে জস বাউর পবন-তুরাস[20] উড়াহিঁ ॥

সুলতানের অশ্বগুলি পথে চলল। তীক্ষ্ণগতি সব তুরঙ্গ; সুবঙ্কিম কনকানী অশ্ব, কালো, পিঙ্গল, ধূসর, পাঁশুটে, লাল ছিটে দেওয়া সাদা রঙের, ঘন কৃষ্ণবর্ণের কত রকমের অশ্ব। চিত্র বিচিত্র আরবী ঘোড়া, লাখ টাকা দামের সিরাজী ঘোড়া, চৌঘুড়ি চালের ঘোড়া, মেটে রঙের ভাল তাজী ঘোড়া, কিরমিজ, নুকরা এবং জরদ রঙের ভালো সব ঘোড়া। রূপকরান, বোলসর জাতীয় ঘোড়াও ছুটল। পঞ্চ সুলক্ষণ চিহ্নযুক্ত সঞ্জাব নামের খ্যাতিমান ঘোড়াও চলল। সপ্তসাগরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের বেছে বেছে আনা হয়েছে। মুশকী, হিরমিজী, ইরাকী, তুর্কী, বোখার এবং বুলাকী ঘোড়ারাও প্রসিদ্ধ। এরা সব সারি সারি চলল, বিভিন্ন বর্ণের এবং বিভিন্ন ধরণের।

এরা মস্তক এবং পুচ্ছ তুলে চারদিকে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলল। উন্মত্তের ন্যায় রোষভরে এরা যেন পবনবেগে উড়ে চলল।

১ চলী
২ পরিগহ
৩ কৈকানী
৪ কালে
৫ সনেবী
৬ খংগ
৭ বোরছুর
৮ কেবী.
৯ অবসর
১০ অগর
১১ সব
১২ খুরমুজ
১৩ নোকিরা
১৪ জরদা
১৫ ঔ অগরান
১৬ বোলসির
১৭ ইরাকী
১৮ পথরেঁ
১৯ চলী সো
২০ তরাস

৯

লোহসার[1] হস্তী পহিরাএ।
মেঘ সাম[2] জনু[3] গরজত আএ ॥
মেঘহি[4] চাহি অধিক বৈ কারে।
ভএউ অসূঝ দেখি অঁধিয়ারে ॥
জসি[5] ভাদৌ নিসি আবৈ দীঠী[6]।
সরগ জাই হিরকী[7] তিন্হ পীঠী ॥
সন্না লাখ হস্তী জব চালা[8]।
পরবত সহিত[9] সবৈ[10] জগ হালা[11] ॥
চলে[12] গয়ংদ মাতি মদ আবহিঁ।
ভাগহিঁ হস্তী গংধ জৌ[13] পাবহিঁ ॥
উপর জাই গগন সির ধঁসা[14]।
ঔ ধরতী তর কহঁ[15] ধসমসা ॥
ভা ভুইঁ চাল চলত জগ জানী[16]।
জহঁ পগ[17] ধরহিঁ উঠৈ তহঁ পানী ॥
চলত হস্তি জগ কঁাপা চাঁপা সেস পতার।
কমঠ জো ধরতী লেই রহা[18] বৈঠী গএউ গজভার ॥

হস্তীরা বর্ম পরিহিত। কালো মেঘ যেন গর্জন করে ছুটে এল। মেঘের চেয়েও তারা অধিক কৃষ্ণবর্ণের। সেই অন্ধকার বর্ণ দেখলে আর কিছুই দেখা যায় না। যেন ভাদ্র মাসের রাত বলে তাদের মনে হয়। তাদের পৃষ্ঠদেশ যেন স্বর্গে গিয়ে ছোঁয়। সওয়া লক্ষ হাতী যখন চলল তখন ভূধর সহ সমস্ত জগৎকে কাঁপিয়ে তুলল। মদমত্ত হস্তীরা যখন চলল তখন তাদের মদগন্ধে দিগ্‌গজরা পলায়ন করল। উপরে উঠে যখন আকাশে মাথা ঘসল তখন ধরণীতলে বৃষ্টি হল। এদের পদচালে ভূমিকম্প হলে সারা জগতের লোক জানতে পারল। যেখানে যেখানে এদের পদক্ষেপ পড়ল সেখানে সেখানে জল উঠে এল।

হস্তীদের চলনে জগৎ কেঁপে উঠল, পাতালে বাসুকীও চাপাপড়ল। যে কূর্ম ধরিত্রীকে ধারণ করছিল গজভারে সেও বসে গেল।

১ লোহে সারি
২ ঘটা
৩ জস
৪ মেঘহু
৫ জনু
৬ আঙ্গ ভীঠী
৭ হিরগৈ
৮ চলা
৯ সরিস
১০ চলত
১১ হলা
১২ কলিত
১৩ জহ
১৪ সব খসা
১৫ গহ
১৬ গজ পানী
১৭ পৈ
১৮ কুর্ম্ম ও লিহে হত ধরতী

১০

চলে জো[১] উমরা মীর বখানে।
কা বরনৌঁ জস উহ্ন কর বানে[২] ॥
খুরসান ঔ চলা হরেউ।
গৌর বঁগালা[৩] রহা ন কেউ ॥
রহা ন রূম-সাম-সুলতানূ।
কাসমীর ঠট্টা মুলতানূ ॥
জাবত বড় বড়[৪] তুরুক কৈ জাতী।
মাঁডৌ রালে ঔ গুজরাতী ॥
পটনা[৫] উড়িসা[৬] কে সব চলে।
লেই গজ হস্তি জহাঁ লগি ভলে ॥
কঁবরু[৭] কামতা ঔ পিঁড়রাএ[৮]।
দেরগিরি লেই[৯] উদয়গিরি আএ[১০]।
চলা পরবতী[১১] লেই[১২] কুমাউঁ।
খসিয়া মগর জহাঁ লগি নাউঁ ॥
উদয় অস্ত লহি দেস জো কো জানৈ তিহ্ন নাঁর[১৩]
সাতৌ দীপ নরৌ খংড জুরে আই এক ঠাঁর[১৪] ॥

যে সব আমীর ওমরাহরা চললেন কেমন করে বর্ণনা করব তাঁদের সাজসজ্জা। খুরাসান এবং হরেউ (হিরাট?) দেশের মানুষ চলল। গৌড় এবং বাঙলার কেউ বাকি রইল না। রূমদেশ (তুর্কিস্থান) এবং সিয়াম (সিরিয়া) দেশের সুলতানরাও পিছনে পড়ে থাকল না। কাশ্মীর, ঠট্টা এবং মুলতানের লোকও রইল। তুর্কিস্থানের প্রধান প্রধান জাতির মানুষেরা চলল। মালব দেশের মাণ্ডো এবং গুজরাতিরাও আছে। পাটনা এবং উড়িষ্যার লোকও চলল। এরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এল সেখানকার ভাল ভাল গজহস্তী। কামরূপ কামতা এবং পিণ্ডোয়া থেকে লোক এল। দেবগিরি থেকে উদয়গিরি পর্যন্ত সবাই এল। কুমায়ুন থেকে চলল পার্বত্য জাতিরা, খাসিয়া, মগর এবং এই ধরণের নানা নামের জাত।

উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্যন্ত সমস্ত দেশের নাম কে জানে? সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ড বিশিষ্ট পৃথিবীর মানুষ এক জায়গায় একত্রিত হল।

১ সো
২ খানে
৩ বংগালে
৪ বীদয়
৫ পাটি
৬ ওড়ৈসা
৭ কাঁবরু
৮ পঁডুআঙ্গ
৯ লেত
১০ আঈ
১১ সো পরবত
১২ লেত
১৩ হেম সেত ঔ গৌর গাজন। বংগ তিলংগ সব লেত
১৪ খেত

১১

ধনি সুলতান জেহিক সংসারা[১]।
উহৈ কটক অস জোরৈ পারা[২] ॥
সবৈ তুরুক-সিরতাজ বখানে।
তবল বাজ ঔ বাঁধে বানে ॥
লাখন মার[৩] বহাদুর জংগী।
জঁবুর[৪] কমানৈঁ তীর খদংগী ॥
জীভা খোলি রাগ সৌঁ মঢ়ে।
লেজিম ঘালি এরাকিহ্ন চঢ়ে ॥
চমকহিঁ পাখর[৫] সার-সঁরারী।
দরপন চাহি অধিক উজিয়ারী ॥
বরন বরন ঔর[৬] পাঁতিহি পাঁতী।
চলী সো সেনা ভাঁতিহি ভাঁতী ॥
বেহর বেহর সব কৈ বোলী।
বিধি য়হ খনি কহাঁ দুহুঁ[৭] খোলী ॥
সাত সাত জোজন কর এক দিন[৮] হোই পয়ান।
অগিলহি[৯] জহাঁ পয়ান হোই পছিলহি[১০] তহাঁ মিলান

ধন্য সুলতান, যাঁর এই সংসার। উনিই এমন সেনাগঠনে সমর্থ। সমস্ত খ্যাতনামা উষ্ণীষধারী তুর্কিরা ভেরীবাদ্য এবং কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হল। এইসব বাহাদুর জঙ্গীরা উড়ন্ত তোপ, কামানের গোলা, তীর এবং বর্শা দিয়ে লক্ষজনকে মেরেছে। গানের সুর এদের জিভে। ইরাকী ঘোড়ায় চড়ে এরা ধনুকে লোহার ছিলা পরাল। অশ্বপৃষ্ঠের লৌহবর্ম এত ঝকঝকে যে তা দর্পণের চেয়েও উজ্জ্বল বলে মনে হল। নানা পংক্তিতে নানা বর্ণের সেনাদল নানাভঙ্গীতে চলল। পৃথক পৃথক সকলের ভাষা। ভগবানের কোথায় খুললেন এমন সৃষ্টির খনি (যেখান থেকে এদের আগমন হল)?

সাত সাত যোজন (আঠাশ ক্রোশ) পথ এক একদিনে অতিক্রান্ত হতে লাগল। অগ্রবর্তীরা যেখান থেকে প্রস্থান করল, পশ্চাৎবর্তীরা সেখানে এসে উপস্থিত হল।

সংসারু ৩ মীর ৫ পথরৈঁ সেঁ৷ ৯ আগিল
পারু ৪ জমু ৬ ঔ এক ১০ পাছিল

১২

ডোলে গঢ় গঢ়পতি সব কাঁপে।
জীউ ন পেট হাথ হিয় চাঁপে॥
কাঁপা রনথঁভউর গঢ়[১] ডোলা।
নরবর গএউ ঝুরাই ন বোলা॥
জুনাগঢ় ঔ চংপানেরী।
কাঁপা মাঁড়ো লেই[২] চঁদেরী॥
গঢ় গুৱালিয়র[৩] পরী মথানী।
ঔ অঁধিয়ার[৪] মথা[৫] ভা[৬] পানী॥
কালিংজর মহঁ পরা ভগানা।
ভাগউ[৭] জয়গঢ়[৮] রহা ন থানা॥
কাপা বাঁধব নরবর রানা[৯]।
ডর রোহতাস বিজয়গিরি মানা[১০]॥
কাঁপ উদয়গিরি দেৱগিরি ডরা।
তব সো ছপাই[১১] আপু কহঁ[১২] ধরা॥
জাবঁত গঢ় ঔ গঢ়পতি[১৩] সব কাঁপে[১৪] জস পাত
কা কহঁ বোলি সৌহঁ ভা বাদসাহ[১৫] কর ছাত॥

দুর্গ দুলে উঠল এবং দুর্গের অধিপতিরা কাঁপতে লাগল। তাদের উদর প্রাণবায়ুশূন্য হল। তারা হাত দিয়ে বুক চেপে ধরল। রণথম্ভোর কেঁপে উঠল, দুলতে লাগল তার দুর্গ। দুর্গাধিপতি আতঙ্কে শুকিয়ে বাক্যহীন হয়ে গেল। জুনাগড় এবং চম্পানেরী কাঁপতে লাগল। কেঁপে উঠল মাণ্ডো থেকে চন্দেরী পর্যন্ত রাজ্য। গোয়ালিয়র দুর্গ মথিত হল। অঁধিয়ার বা খাটোলা দেশ জলপ্লাবিত হয়ে গেল। কালিঞ্জর দুর্গের মধ্যে পলায়নের ধুম পড়ে গেল। জয়গড় দুর্গ থেকেও সকলে পালাতে লাগল, কেউ সেখানে রইল না। বান্ধবগড় কেঁপে উঠল, নরবরের রাণাও কাঁপতে লাগল। রোহতাস দুর্গের সকলে ভীত হল এবং বিজয়গিরিও ভয়ে আচ্ছন্ন হল উদয়গিরি কাঁপল, দেবগিরি ত্রস্ত হল। সে যেন নিজের মধ্যেই লুকিয়ে পড়ল

যত দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর বৃক্ষপত্রের মতো কাঁপতে লাগল। (তারা বলতে লাগল) বাদশাহের রাজছত্র এবার কার সম্মুখীন হল?"

১ ডরি
২ লেত
৩ গৱালিয়র
৪ খংধার
৫ মঠা
৬ হোই
৭ ভাজি
৮ অজৈগির
৯ কাঁপা বাঁধো নর ও প্রাণী
১০ মানী
১১ ছিতাঈ
১২ অব কেহি
১৩ জাবঁত বড গঢ়পতি
১৪ সক কাঁপে ও ডোলে
১৫ পাতসাহি

১৩

চিতউর গঢ় ঔ কুংভলনেরৈ।
সাজ দুনৌ জৈস সুমেরৈ॥
দূতহ্ন আই কহা জহঁ রাজা।
চঢ়া তুরুক আৱৈ দর সাজা॥
সুনি রাজা[১] দৌরাঈ পাতী।
হিংদূ-নাৱ জহাঁ লগি জাতী॥
চিতউর হিংদুহ্ন কর অস্থানা[২]।
সত্রু তুরুক হঠি কীহ্ন পয়ানা[৩]॥
আৱ সমুদ্র রহৈ নহিঁ বাঁধা।
মৈঁ হোই মেঁড় ভার[৪] সির কাঁধা।
পুরৱহু সাথ[৫] তুম্হারি বড়াঈ।
নাহিঁ ত সত কো পার ছুঁড়াঈ[৬]॥
জৌ লহি[৭] মেঁড় রহৈ সুখ-সাখা।
টূটে বারি[৮] জাই নহিঁ রাখা॥
সতী জো জিউ মহঁ সত ধরৈ[৯] জড়ৈ ন ছাঁড়ৈ সাথ।
জহঁ বীরা তহঁ চূন হৈ পান সোপারী কাথ॥

চিতোর গড় এবং কুম্ভলনের দুর্গ দুই মেরুপর্বতের ন্যায় প্রস্তুত হল। দূতেরা এসে রাজার নিকটে জানাল, "তুর্কি (সুলতান) সৈন্যদল সাজিয়ে আসছেন।" শুনে রাজা দ্রুত যেখানে যত হিন্দু ছিল সকলের নামে পত্র প্রেরণ করলেন। (লিখলেন) "চিতোর হিন্দুদের স্থান। তুর্কি শত্রু এর পতন ঘটানোর জন্য অভিযান করেছে। বাধাবন্ধনহীন অস্থির সমুদ্রের ন্যায় ধেয়ে আসছে, বাঁধের ন্যায় আমি একে বাধা দেবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছি। আপনাদের গৌরব মনে করে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, নতুবা সত্য (প্রতিজ্ঞা) কে ত্যাগ করতে পারে? (অর্থাৎ আপনারা না এলে আমার সত্য আমি একাই রক্ষা করব)। যতক্ষণ বাঁধ অটুট থাকে ততক্ষণই বৃক্ষপল্লব সুখে থাকে। কিন্তু বাঁধ যদি ভাঙে তাহলে বাগান আর রক্ষা করা যায় না।

যে সতী, সত্য যার হৃদয়ে সে আগুনের মধ্যেও তাকে ত্যাগ করে না। সাজা পানের খিলিতে চুনের সঙ্গে পান সুপুরী এবং খয়ের একত্র অবস্থান করে।

রাজৈ　পয়ানু　আই　লগি　৯ সতু করে
অস্থানু　ভার　ছাড়ি পরাই　বার　১০ ধরত

১৪

করত জো রায় সাহ[১] কৈ সেৱা।
তিন্হ কহঁ আই[২] সুনার[৩] পরেৱা॥
সব হোই একমতে[৪] জো সিধারে।
বাদসাহ[৫] কহঁ আই জোহারে॥
হৈ চিতউর হিংদুন্হ কৈ মাতা।
গাঢ় পরে তজি জাই ন নাতা॥
রতনসেন তহঁ[৬] জৌহর সাজা।
হিংদুন্হ মাঁঝ[৭] আহি[৮] বড় রাজা॥
হিংদুন্হ কের পতঁগ কৈ[৯] লেখা।
দৌরি পরহিঁ অগিনী[১০] জহঁ দেখা॥
কৃপা করহু চিত বাঁধহু ধীরা[১১]।
নাতরু[১২] হমহিঁ দেহু[১৩] হঁসি বীরা॥
পুনি হম জাই মরহিঁ ওহি ঠাঁউ।
মেটি ন জাই লাজ সৌঁ[১৪] নাউঁ॥
দীন্হ সাহ হঁসি বীরা ঔর[১৫] তীন দিন বীচু।
তিন্হ সীতল কো রাখৈ জিনহিঁ[১৬] অগিনি মহঁ মীচু॥

যে সব রাজারা বাদশাহের আনুগত্য করতেন তাঁদের কাছে এক অনুচর এসে বার্তা (রত্নসেনের আবেদন) শোনাল। তখন তাঁরা সবাই একমত হয়ে বাদশাহের কাছে এসে অভিবাদন করে বললেন, "চিতোর হিন্দুদের জননী। সংকটকালে আত্মীয়কে ত্যাগ করা উচিত নয়। রত্নসেন সেখানে জহরব্রত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। হিন্দুদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় রাজা। হিন্দুরা পতঙ্গের জাত। আগুন দেখলে তাতে দ্রুত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। এখন কৃপা করে হয় চিত্তকে সংযত করুন, নতুবা আমাদের পান দিয়ে বিদায় দিন। আমরাও সেখানে গিয়ে মরণ বরণ করি। আমাদের নাম তাহলে লজ্জায় মুছে যাবে না।"

বাদশাহ হেসে তাদের বিদায়ী পান দিলেন। মাঝখানে তিনদিন সময় রইল। অগ্নিতে পুড়ে যাদের মৃত্যু অবধারিত কে তাদের ঠাণ্ডা রাখতে পারে?

১ সাহি
২ পুনি
৩ অস আউ
৪ একহি মতে
৫ পাতসাহি
৬ হৈ
৭ মাঁহ
৮ অহৈ
৯ কর
১০ আগি
১১ কিরিপা করসি ত করসি সমীরা
১২ নাহিঁ ত
১৩ দেহি
১৪ কর
১৫ আরহিঁ
১৬ জিন্হৈঁ

১৫

রতনসেন[১] চিত্তউর মহঁ সাজা।
আই বজাই বৈঠ[২] সব রাজা॥
তোৱঁর বৈস পৱাঁর সো[৩] আএ।
ঔ গহিলোত আই সির নাএ॥
পত্তী[৪] ঔ পঁচৱান বঘেলে।
অগরপার[৫] চৌহান চঁদেলে॥
গহরৱার পরিহার জো[৬] কুরে[৭]।
ঔ কলহংস জো ঠাকুর জুরে[৮]॥
আগে ঠাঢ় বরারহিঁ ঢাঢ়ী[৯]।
পাছেঁ ধুজা মরন কৈ কাঢ়ী॥
বাজহিঁ সিংগী সংখ ঔর তূরা।
চংদন খেৱরে[১০] ভরে সেঁদুরা॥
সজি[১১] সংগ্রাম বাঁধ সব[১২] সাকা।
ছাঁড়া জিয়ন[১৩] মরন সব তাকা॥
গগন ধরতি জেই টেকা তেহি কা গরু[১৪] পহার।
জৌ লহি[১৫] জিউ কায়া মহঁ পরৈ সো অঁগৱৈ ভার

রত্নসেন চিতোরের মধ্যে (রণসাজে) সজ্জিত হলেন। সমস্ত রাজারা ভেরী বাজাতে বাজাতে সেখানে এসে উপবেশন করলেন। তোমর, বৈস, পঁয়ার প্রভৃতি রাজপুত উপজাতিরা উপনীত হল। এছাড়া গহ্‌লোট জাতিও এসে শির অবনত করল। সমবেত হল পত্তি, পঁচোয়ান, বঘেলী, অগরপার, চৌহান, চন্দেলা, গারোয়ার, প্রতিহার ইত্যাদি রাজপুত বংশীয়গণ এবং কহলন ও ঠাকুর তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ঢাঢ়ীরা (রণবাদ্য) বাজাবার জন্য আগে এসে দাঁড়াল। পশ্চাতে দাঁড়াল ধ্বজাধারীরা মৃত্যু বরণের জন্য। শৃঙ্গ, শঙ্খ এবং তূর্যধ্বনি হতে লাগল। সকলে চন্দন ও সিন্দুরে মণ্ডিত হল। সংগ্রামে সজ্জিত হয়ে সবাই শক্তি ধারণ করল। জীবনের আশা ত্যাগ করে সকলে মরণোন্মুখ হয়ে উঠল।

যিনি গগন এবং ধরণীর ভার নিয়েছেন, পর্বতভার তাঁর কাছে আর এমন কি গুরুতর? দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ সমস্ত ভারই তিনি বহন করবেন।

১ রতনসেনি
২ পৈঠ
৩ জো
৪ খত্রী
৫ অগরৱার
৬ সো
৭ কুম্ভী
৮ মিলন হংস ঠকুরাঈ জুরী
৯ ঝাড়ী
১০ খোরে
১১ সঁচি
১২ সত্ত
১৩ তজি কৈ জিবন
১৪ গরুঅ
১৫ জব লগি

১৬

গঢ় তস সজা[১] জো চাহৈ[২] কোঈ[৩]।
বরিস বীস লগি খাঁগ ন হোঈ॥
বাঁকে চাহি বাঁক গঢ়[৪] কীহ্না।
ঔ সব কোট চিত্র কৈ লীহ্না॥
খংড খংড চৌখংড[৫] সঁৱারা[৬]।
জরী[৭] বিষম গোলহ্ন কৈ মারা[৮]॥
ঠাৱঁহি ঠাৱঁ লীহ্ন তিহ্ন[৯] বাঁটী।
রহা ন বীচু জো সঁচরৈ চাঁটী॥
বৈঠে ধানুক কঁগুরন[১০] কঁগুরা।
ভূমি[১১] ন আঁটী অঁগুরন[১২] অঁগুরা॥
ঔ বাঁধে গঢ় গজ্জ[১৩] মত্ৱারে।
ফাটৈ ভূমি[১৪] হোহিঁ জো ঠারে[১৫]॥
বিচ বিচ বুর্জ[১৬] বনে চহুঁ ফেরী।
বাজহিঁ তবল ঢোল ঔ ভেরী॥
ভা গঢ় রাজ[১৭] সুমেরু জস[১৮] সরগ ছুৱৈ পৈ চাহ।
সমুদ ন লেখে লাৱৈ গংগ[১৯] সহসমুখ কাহ[২০]

যতদূরসম্ভব দুর্গটি সুসজ্জিত হল। বিশ বছরেও কোনো কিছুর অভাব হবে না। দুর্গম অপেক্ষাও দুর্গম করে দুর্গটি নির্মিত হল। আর তার সমস্ত ঘরগুলি হল খিলানযুক্ত। তোরণে তোরণে চার-মিনার, যেখান থেকে কামান দেগে গোলা বর্ষিত হয়। স্থানে স্থানে এমনভাবে পাহারা বসানো যাতে একটি পিঁপড়েরও পালাবার জায়গা নেই। গবাক্ষের কক্ষে কক্ষে বসে রইল ধনুকধারী কাঙ্গুরা রক্ষী, তার ফলে এক অঙ্গুলী (মুক্ত) ভূমিও অবশিষ্ট থাকল না। মত্ত হস্তী বাঁধা আছে দুর্গের অভ্যন্তরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানকার ভূমি যেন পদভারে ফেটে যাবে। মাঝে মাঝে চারদিকে বুরুজ নির্মিত। সেখানে তবলা ঢোল এবং ভেরী বাজছে।

সুমেরুতুল্য রাজার সেই দুর্গ যেন স্বর্গকে ছুঁতে চাইল। সৈন্য-সমাবেশে এর সঙ্গে সমুদ্রেরই তুলনা হয় না, সহস্রধারা গঙ্গার কি কথা?

১ সঁচা ২ চাহিঅ ৩ সোঈ ৪ সুঠি ৫ চৌখংডী ৬ সঁৱারী ৭ ধরী ৮ কী নারী ৯ গড ১০ কঁগুরহি ১১ পুহমি ১২ অঁগুরহি ১৩ গঢ়ি গঢ়ি ১৪ ধরতি ১৫ জিরধারে ১৬ বুরুজ ১৭ গরজি ১৮ জেউ ১৯ গাঁগ ২০ সহস মকু বাহ

১৭

বাদসাহ[১] হঠি কীহ্ন পয়ানা।
ইন্দ্র ভঁড়ার[২] ডোল[৩] ভয়[৪] মানা॥
নবে লাখ অসৱার জো চঢ়া।
জো দেখা[৫] সো লোহে-মঢ়া॥
বীস সহস ঘহরাহিঁ[৬] নিসানা।
গলগংজহিঁ[৭] ভেরি[৮] অসমানা॥
বৈরখ ঢাল গগন গা ছাঈ।
চলা কটক ধরতী ন সমাঈ॥
সহস পাঁতি গজ মত্ত[৯] চলারা।
ধঁসত[১০] অকাস ধসত ভুই আরা॥
বিরিছ উচারি[১১] পেঁড়ি সৌ লেহিঁ।
মস্তক ঝারি ডারি মুখ দেহীঁ॥
চঢ়হিঁ পহার হিয়ে ভয় লাগূ[১২]।
বনখঁড খোহ ন দেখহিঁ আগূ॥
কোঈ[১৩] কাহু ন সঁভারৈ হোত আৱ তস চাঁপ।
ধরতি আপু কহঁ কাঁপৈ সরগ আপু কহঁ কাঁপ॥

বাদশাহ অগ্রসর হয়ে সেদিকে চললেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্রের ভাণ্ডার দুলতে লাগল। নয় লাখ অশ্বারোহীদের দেখা গেল, তারা লৌহবর্মাবৃত। বিশ হাজার ড্রাম বাজতে লাগল, ভেরীবাদ্যে আসমান প্রতিধ্বনিত হল। ঝাণ্ডা এবং ঢালে গগন ছেয়ে গেল। সৈন্যদের শোভাযাত্রা পৃথিবী যেন ধারণ করতে পারছে না। সহস্র-সারি মত্ত হস্তী চলেছে। তাদের আগমনে আকাশ এবং ভূমিতল ধ্বসে যাচ্ছে। তারা শুঁড় দিয়ে বৃক্ষ উপড়ে নিচ্ছে এবং মস্তকে ঝাটিয়ে তা মুখে দিচ্ছে। তাদের দেখে ভীত-হৃদয় মানুষেরা পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং বন ও গুহা থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দেখতে সাহস পাচ্ছে না।

পদভারের এমনই চাপ যে কেউ কাউকে স্থির রাখতে পারছে না। পৃথিবী কাঁপছে আপনা থেকেই, আপনা আপনি কাঁপছে স্বর্গ।

১ পাতসাহি ২ ফনিন্দ্র ৩ ডোলি ৪ ডর ৫ দেখিঅ ৬ ঘুম্মরহিঁ ৭ গল গাজহিঁ ৮ বিহ্বর ৯ হস্তি ১০ খসত ১১ বিরিখ উপারি ১২ চঢ়হিঁ পহারহু ভৈ গঢ় লাগূ ১৩ কোউ

১৮

চলী কমানৈ জিহ্ন মুখ গোলা।
আবহিঁ চলী ধরতি সব ডোলা।
লাগে চক্র বজ্র কে গঢ়ে।
চমকহিঁ[১] রথ সোনে সব মঢ়ে॥
তিহ্ন পর বিষম[২] কমানৈঁ ধরীঁ।
সাঁচে[৩] অষ্টধাতু কৈ ঢরী[৪]॥
সৌ সৌ মন বৈ পীয়হিঁ দারু।
লাগহিঁ জহাঁ সৌঁ টূট পহারু॥
মাতী রহহিঁ রথহ্ন পর পরী।
সত্রুহ্ন মহঁ তে[৬] হোহিঁ উঠি খরী॥
জৌ লাগৈ সংসার ন ডোলহিঁ।
হোই ভুইকম্প[৭] জীভ জৌ খোলহিঁ॥
সহস সহস হস্তিহ্ন কৈ পাঁতী।
খীঁচহিঁ[৮] রথ ডোলহিঁ নহিঁ মাতী॥
নদী নার[৯] সব পাটহিঁ[১০] জহাঁ ধরহিঁ বৈ পাৱ।
উঁচ খাল বন বীহড় হোত বরাবর আৱ॥

মুখে গোলা নিয়ে কামানগুলো অগ্রসর হল। তাদের চলায় সমস্ত পৃথিবী দুলতে লাগল। সেগুলি বজ্রকঠিন চাকা লাগানো। সোনায় মোড়া সেই সব (কামানের) গাড়ি। গাড়ির উপর অষ্টধাতু গালিয়ে ছাঁচে ঢালা ভীষণ সব কামান বসানো। সেই সব কামানের মুখে শত শত মণ বারুদ ঠাসা, সেই গোলা লাগলে পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। গাড়ির উপর কামানগুলি এখন অবচেতনভাবে পড়ে আছে, কিন্তু শত্রুদের মাঝখানে সেগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। যদি সারা জগৎ এদের বিরুদ্ধে লাগে, তবুও এরা বিচলিত হয় না। এরা মুখ খুললে ভূমিকম্প শুরু হয়। হাজার হাজার মত্ত হস্তীযূথ সেই কামানের গাড়ি টেনেও নড়াতে পারে না।

যেখানে যেখানে এগুলি অগ্রসর হয় সব স্থান নদী নালা হয়ে যায়। উচ্চভূমি, খাল, বন, প্রান্তর সব কিছু সমতল হয়ে যায়।

১ ঝমকহিঁ ৩ গাজহিঁ ৫ হেরহিঁ ৭ ভোকম্প ৯ নগর
২ বিখম ৪ কৌ ভরী ৬ সত্রুহ্ন কই সো ৮ খাঁচহিঁ ১০ পানী

১৯

কহৌঁ সিংগার জৈসি[১] বৈ[২] নারী।
দারু পিয়হিঁ জৈসি[৩] মতৱারী॥
উঠৈ আগি জৌ ছাড়হিঁ সাঁসা।
ধুআঁ জৌ লাগৈ জাই অকাসা[৪]॥
সেন্দুর-আগি সীস উপরাহীঁ।
পহিয়া তরিরন চমকত[৫] জাহীঁ॥
কুচ গোলা দুই হিরদয় লাএ।
অংচল ধুজা রহহিঁ ছিটকাএ॥
রসনা লূক[৬] রহহিঁ মুখ খোলে।
লঙ্কা জরৈ সো উন্হকে বোলে॥
অলক জঁজীর বহুত[৭] গিউ বাঁধে।
খীঁচহিঁ হস্তী টূটহিঁ কাঁধে॥
বীর সিংগার দোউ[৮] এক ঠাউঁ।
সত্রুসাল গঢ় ভংজন নাউঁ॥
তিলক পলীতা মাথে[৯] দসন[১০] বজ্র কে বান।
জেহি হেরহিঁ তেহি মারহিঁ চুরকুস করহিঁ নিদান[১১]

রমণীর ন্যায় কামানগুলির শোভা বর্ণনা করছি। মাতাল নারী যেমন করে মদ খায় তেমনি এরা বারুদ পান করে। যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে তখন আগুন ছোটে। উদ্গীর্ণ ধোঁয়া আকাশে গিয়ে লাগে। এদের কপালের সম্মুখভাগে আগুনের সিঁদুর। চলার সময় অগ্নি বিচ্ছুরিত চাকাগুলোকে মনে হয় কামানের কর্ণাভরণ। গোলাদ্বয় বক্ষলগ্ন স্তনযুগল। উড়ন্ত নিশান যেন তাদের আঁচল। মুখ খুললে অগ্নিজিহ্বা উঁকি দেয়। এরা কথা বললে লঙ্কা জ্বলে যায়। এদের গ্রীবায় বাঁধা আছে শৃঙ্খলের অলকশ্রেণী। হস্তীরা যদি তা টানে তাহলে তাদেরই কাঁধ ভেঙে যাবে। বীর এবং শৃঙ্গাররস এদের (কামানের) মধ্যে একত্রিত হয়েছে। শত্রুশেল এবং দুর্গদমন নামে এরা বিখ্যাত।

এদের মাথায় পলতের তিলক। বজ্রবাণ সদৃশ এদের দশন। যাকে লক্ষ্য করে তাকেই আঘাত করে, এবং অবশেষে তাকে চানাচুরের মতো গুঁড়িয়ে দেয়।

১ সো
২ জৈসী
৩ সহজ
৪ তেহিঁ ডর কেউ রহৈ নহিঁ পাসা
৫ ঝমকত
৬ গুংগি
৭ ফেরি
৮ দুবৌ
৯ ভুপক তন
১০ দুহুঁ দিসি
১১ জই হেরহি তই পরৈ ভগানা। হঁসহিঁ ত কেহিকে মান

২০

জেহি জেহি পংথ চলী রৈ আরহিঁ ।
তহঁ তহঁ জরৈ[১] আগি জনু[২] লারহিঁ ॥
জরহিঁ জো[৩] পরবত লাগি অকাসা ।
বনখড ধিকহিঁ[৪] পরাস কে পাসা ॥
গৈংড গয়ংদ জরে ভএ কারে ।
ঔ বন-মিরিগ রোঝ ঝঁরকারে[৫] ॥
কোইল নাগ কাগ ঔ ভঁররা ।
ঔর জো জরে[৬] তিনহিঁ কো সঁররা ॥
জরা সমুদ্র পানি ভা খারা ।
জমুনা সাম ভঈ তেহিঁ ঝারা ॥
ধুআঁ জাম অঁতরিখ ভএ মেঘা ।
গগন সাম ভা ধুআঁ জো ঠেঘা[৭] ॥
সুরুজ জরা চাঁদ ঔর[৮] রাহূ ।
ধরতী জরী লংক ভা দাহূ[৯] ॥
ধরতী সরগ এক[১০] ভা তবহু ন আগি বুঝাই
উঠে বজ্র জরি ডুংগরৈ ধূম রহা জগ ছাই[১১] ॥

যে যে পথ দিয়ে এই কামানগুলি অগ্রসর হল সেখানে যেন আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে চলল। জ্বলতে থাকল আকাশস্পর্শী পর্বত। পলাশের বনে আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে লাগল। গণ্ডার এবং হাতী পুড়ে কালো হয়ে গেল। বন্যমৃগ এবং নীলগাই ঝামরে কালো হয়ে এল। কোকিল, সাপ, কাক এবং ভ্রমর ছাড়া আরও যে সব প্রাণী দগ্ধ হল কে তাদের নাম মনে রাখতে পারে? দহনতাপে সমুদ্রের জল খার হয়ে গেল। সেই তাপে যমুনা কালো হল। উত্থিত ধোঁয়ায় অন্তরীক্ষ মেঘাবৃত হল। গগন কালো হয়ে উঠল মেঘাশ্রিত ধোঁয়ায়। সূর্য জলে গেল এবং চাঁদ আর রাহুও দগ্ধ হল। পৃথিবী জ্বলে গেল, লঙ্কা দগ্ধীভূত হল।

ধরিত্রী এবং স্বর্গ একাকার হল, তবুও অগ্নি নির্বাপিত হল না। বজ্রের ন্যায় পাহাড় জ্বলে উঠল, ধোঁয়ায় জগৎ ছেয়ে রইল।

---

১ আরৈ জরত ৫ ঝোংকারে ৯ ডাহু
২ তসি ৬ জরহিঁ ১০ অহুঝ
৩ সো ৭ গগন স্থামু ভৈ ভার ন খেষা ১১ অহঠৌ বজ্র দংগরৈ ঝারা চহৈঁ জুঝাই
৪ ঢংখ ৮ ঔ

২১

আরৈ ডোলত সরগ পতারা ।
কাঁপৈ ধরতি ন অঁগরৈ ভারা ॥
টূটহিঁ পরবত মেরু পহারা ।
হোই চকচুন[১] উড়হিঁ তেহি ঝারা[২] ॥
সত-খঁড ধরতী ভই ষটখংডা[৩] ।
উপর অষ্ট ভএ বরহ্মংডা ॥
ইন্দ্র আই তিন্হ[৪] খংডন্হ[৫] ছারা ।
চঢ়ি[৬] সব কটক ঘোড় দৌরারা ॥
জেহি পথ চল ঐরাবত[৭] হাথী ।
অবহুঁ সো ডগর গগন মহঁ আথী ॥
ঔ জহঁ জামি রহী রহ ধূরী ।
অবহুঁ বসৈ[৮] সো হরিচঁদ পূরী ॥
গগন ছপান খেহ তস ছাঈ ।
সুরুজ ছপা রৈনি হোই আঈ ॥
গএউ সিকন্দর কজরিবন[৯] তস[১০] হোইগা অঁধিয়ার
হাথ পসারে[১১] ন সূঝৈ বরৈ লাগ[১২] মসিয়ার ॥

সেনাদের আগমনে দুলতে লাগল স্বর্গ থেকে পাতাল। কম্পিত ধরিত্রী যেন ভারবহন করতে পারছিল না। পর্বত ভেঙে পড়ল, চূর্ণ মেরু-পাহাড় ধূলো হয়ে উড়ে গেল। সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী ষষ্ঠখণ্ড হয়ে গেল, একখণ্ড ধূলো হয়ে উর্ধ্বে উঠে সপ্তস্তর ব্রহ্মাণ্ডের উপরে অষ্টম স্তর হয়ে রইল। ইন্দ্র এসে সেই স্থানগুলি অধিকার করলেন, তাঁর সেনাদল সেখানে অশ্বচালনা করতে লাগল। যে পথ দিয়ে ঐরাবত-হস্তী চলে গেল, সেই পথ আকাশগঙ্গা হয়ে এখনও বর্তমান। এবং যে ধূলো সেদিন জমে ছিল তা এখনও হরিশ্চন্দ্রের পুরী (কাশী) রূপে বিরাজমান। সেই ধূলোতে আকাশ ঢেকে গেল। সূর্যকে আড়াল করে রাত্রি এল।

যেদিন সেকেন্দর শাহ কাজরী বনে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন এমনই আঁধার হয়েছিল নিজের প্রসারিত হাতও দেখা গেল না, ফলে মশাল জ্বালাতে হল।

---

১ হোই চুর ৫ খঁড হোই ৯ ইসিকংদর কজলীবন গএনে
২ হোই ছারা ৬ ঔ ১০ অস
৩ খট খংডা ৭ এরাপতি ১১ পসার
৪ তেহি ৮ বসী ১২ লাগু

Uttarpara
Jaikrishna Public Library

২২

দিনহিঁ রাতি অস পরী অচকা।
ভা রবি অস্ত চন্দ্র রথ হাঁকা॥
মন্দির জগত দীপ পরগসে[১]।
পংথী[২] চলত বসেরৈ বসে॥
দিন কে পখ্যি চরত উড়ি[৩] ভাগে।
নিসি কে নিসরি চরৈ সব লাগে॥
কঁবল সঁকেতা কুমুদিনি ফূলী।
চকবা বিছুরা চকঈ ভূলী[৪]॥
চলা কটক-দল ঐস অপূরী[৫]।
অগিলহি পানী পছিলহি ধূরী॥
মহি উজরী সায়র সব সূখা।
বনখঁড রহেউ[৬] ন একৌ রূখা॥
গিরি পহার সব মিলি গে মাটী[৭]।
হস্তি হেরাহিঁ[৮] তহাঁ হোই[৯] চাঁটী॥
জিন্হ ঘর খেহ[১০] হেরানে হেরত ফিরত[১১] সো[১২] খেহ।
অব তৌ দিস্টি তব[১৩] আবৈ অঞ্জন[১৪] নৈন[১৫] উরেহ॥

দিনেই এমনভাবে রাত্রি এসে পড়ল যে সূর্যাস্ত হয়ে গেল এবং চাঁদ রথ হাঁকিয়ে চলে এল। জগতের ঘরে ঘরে দীপ প্রকাশ পেল, পথিকরা চলা থামিয়ে কোথাও আশ্রয় নিল। দিনের পাখীরা খাওয়া থামিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল, আর রাতের পাখীরা বেরিয়ে এসে আহার করতে লাগল। কমল মুদিত হল, কুমুদ পাপড়ি খুলল। চক্রবাক চক্রবাকীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। এত সংখ্যক সৈন্যদল চলতে লাগল যে অগ্রবর্তীদের কাছে যে সরোবরে জল ছিল, পশ্চাৎবর্তীরা সেখানে শুধু ধূলো (বা মাটি) পেল। ভূমি উজাড় হয়ে গেল, সমস্ত হ্রদ শুকিয়ে গেল, অরণ্যভূমিতে আর একটিও গাছ অবশিষ্ট রইল না। গিরি পর্বত সব মাটিতে মিশে সমতল হয়ে গেল। (বন্য) হস্তীরা পিঁপড়ের ন্যায় হারিয়ে গেল।

ধুলোর আড়ালে যাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে গেছে, তারা তা ধুলোর মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল। নয়নে (জ্ঞানের) অঞ্জন রেখা দিলে আবার তাদের দেখা মিলবে।

১ মঁদিলহ দীপ জগত পরগসে
২ পথিক
৩ উঠি
৪ চকঈ বিছুরি অচক মন ভূলী
৫ তৈস চলাবা কটক অপূরী
৬ রহা
৭ গিরি পহার পবৈ তে মাঁটী
৮ হেরান
৯ কো
১০ জিহ জিহ কে ঘর খেহ
১১ ফিরহিঁ
১২ তে
১৩ তবহি পৈ
১৪ উপজহি
১৫ নএ

২৩

এহি বিধি হোত পয়ান সো আবা।
আই সাহ চিতউর নিয়রাবা॥
রাজা রাব দেখ সব চঢ়া।
আব কটক সব লোহে মঢ়া॥
চহুঁ দিসি দিস্টি পরা গজজূহা।
সাম-ঘটা মেঘহু অস[১] রূহা॥
অধ[২] উরধ কিছু সুঝ ন আনা।
সরগলোক ঘুম্মরহিঁ নিসানা॥
চঢ়ি ধৌরাহর দেখহিঁ রানী।
ধনি তুই অস[৩] জাকর সুলতানী॥
কী[৪] ধনি রতনসেন তুই[৫] রাজা।
জা কহঁ তুরুক[৬] কটক অস সাজা॥
বৈরখ ঢাল কেরি[৭] পরছাহীঁ[৮]।
রৈনি হোতি আবৈ দিন মাহীঁ॥
অংধ-কূপ ভা আবৈ উড়ত আব তস ছার।
তাল তলাবা পোখর[১০] ধূরি ভরী জেবনার॥

এইভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি (বাদশাহ) এলেন। অবশেষে শাহ চিতোরের নিকটে উপনীত হলেন। রাজা এবং সম্রান্তরা (অশ্বপৃষ্ঠে বা হস্তীপৃষ্ঠে) আরূঢ় হয়ে দেখতে লাগলেন। লৌহবর্মাবৃত সৈন্যরা সব উপস্থিত হল। চারদিকে কেবল হস্তীযূথ চোখে পড়ল, যেন আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। নীচে এবং উপরে আর কিছু দেখা গেল না। স্বর্গে শুধু ভেরীর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। রাণীরা প্রাসাদ-শীর্ষে উঠে দেখতে লাগলেন। বললেন, 'ধন্য আপনি, যাঁর এমন বাদশাহী ব্যাপার! কিংবা 'ধন্য রাজা রত্নসেন! যাঁর বিরুদ্ধে তুর্কি সেনা এমনভাবে সজ্জিত হয়েছে।' ঝাণ্ডা এবং ঢালের ছায়ায় দিনের মাঝখানেই রাত হয়ে গেল।

এমনভাবে ধুলো উড়তে লাগল যে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। সমস্ত হ্রদ, সরোবর এবং পুষ্করিণী ধুলোয় ভরে গেল, এমন কি রন্ধনদ্রব্যতেও (তাই হল)।

১ ঝপ
২ অরধ
৩ অসি
৪ কৈ
বোলি
৭ গগন
৮ তেঁ। ছাহা
৯ মাহা
১০ অপূরি গঢ়

রাজৈ কহা করহু[1] জো[2] করনা।
ভএউ অসুঝ সুঝ অব[3] মরনা॥
জহঁ লগি রাজ সাজ সব হোউ।
ততখন ভএউ সঁজোউ সঁজোউ॥
বাজে তবল অকুত জুঝাউ।
চঢ়ে কোপি সব রাজা রাউ॥
করহিঁ তুখার পবন সৌঁ রীসা।
কন্ধ উঁচ অসবার ন দীসা॥
কা বরনৌঁ অস উঁচ তুখারা।
দুই পৌরী পহুঁচৈ অসবারা॥
বাঁধে মোর ছাঁহ সির সারহিঁ।
ভাঁজহিঁ পূঁছ চঁবর জনু ঢারহিঁ॥
সজে[4] সনাহা পহুঁচী টোপা।
লোহসার[5] পহিরে সব ওপা[6]॥
তৈসে[7] চঁবর বনাএ ঔ ঘালে গলঝম্প[8]।
বঁধে সেত গজগাহ তহঁ জো দেখৈ সো কম্প[9]

রাজা (রত্নসেন) বললেন, 'যা করার (এখনই) কর। কি ঘটবে বোঝা যাচ্ছে না, তবে মরণ যে আসন্ন তা বোঝা যাচ্ছে। এ জন্য সারা রাজ্যে সবাই প্রস্তুত হও।" তৎক্ষণাৎ সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সহসা যুদ্ধের বাজনা বাজল। সমস্ত রাজারাজড়া ক্রোধে অশ্বারোহণ করল। তাদের ঘোড়াগুলি পবনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছুটল। তাদের কাঁধ এত উঁচু হয়ে উঠল যে আরোহীকে দেখা গেল না। কেমন করে বর্ণনা করব সেই সব ঘোড়াদের উচ্চতা? দুটো মই একত্র করে তবে আরোহীরা পৌঁছাতে পারে। তাদের মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ বাঁধা। পুচ্ছ আন্দোলনকালে মনে হচ্ছে যেন চামর দোলাচ্ছে। তাদের বক্ষ, পদ এবং ললাট বর্মসজ্জিত, ঝকমকে সেই সব লৌহবর্ম।

ওদের গ্রীবার চামর সদৃশ কেশর গলায় এসে পড়েছে। সেখানে যে শ্বেত ঝালর বাঁধা আছে তা যে দেখে সে কেঁপে ওঠে।

১ কীন্হ ৩ জস্ ৫ লোহৈ সারি টেঁআ ও গজগাহ সেত তিন্হ বাঁধে
২ জস্ ৪ রাগ ৬ কোপা গজঝাপ জো দেখৈ সো কাঁপ

২৫

রাজ-তুরঙ্গম বরনৌঁ কাহা।
আনে ছোরি ইন্দ্ররথ বাহা॥
ঐস তুরঙ্গম পরহিঁ ন দীঠী[1]।
ধনি অসবার রহহিঁ তিন্হ পীঠী॥
জাতি বালকা সমুদ থহাএ[2]।
সেত পূঁছ জনু চঁবর বনাএ[3]॥
বরন বরন পাখর[4] অতি লোনে।
জানহুঁ চিত্র সঁবারে সোনে[5]॥
মানিক জড়ে সীস[6] ঔ কাঁধে।
চঁবর লাগ[7] চৌরাসী বাঁধে॥
লাগে রতন পদারথ হীরা।
বাহন[8] দীন্হ[9] দীন্হ[10] তিন্হ বীরা॥
চঢ়হিঁ কুঁবর মন করহিঁ উছাহূ।
আগে ঘাল গনহিঁ নহিঁ কাহূ॥
সেন্দুর সীস চঢ়াএ চন্দন খেবরে দেহ।
সো তন কহা লুকাইয়[11] অন্ত হোই[12] জো খেহ॥

রাজ-অশ্বের বর্ণনা কেমন করে করব? ইন্দ্রের রথ থেকে তাদের খুলে আনা হয়েছে। এমন তুরঙ্গ কোথাও চোখে পড়ে না। এর পিঠে যে থাকে ধন্য সেই অশ্বারোহী। বল্‌থ জাতীয় অশ্ব সমুদ্রেও স্থির থাকে। তাদের সাদা পুচ্ছ চামর সদৃশ। (তাদের গায়ে) নানা বর্ণের অতি মনোরম কিংখাব। সেগুলি স্বর্ণজরিতে চিত্রিত। তাদের মস্তক এবং স্কন্ধদেশ মাণিক্য খচিত, চামরপুচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘুঙুর বাঁধা, নানা প্রকার হীরে প্রভৃতি রত্নপদার্থে তারা সজ্জিত। রাজা যাদের অশ্ব দিলেন তাদের তিনি দিলেন পানের সম্মান। রাজকুমারেরা উল্লসিত চিত্তে অশ্বে আরোহণ করলেন। অগ্রবর্তী কাউকে তাঁরা তৃণজ্ঞান করলেন না।

তাদের ললাটে সিন্দুর লেপিত হল, দেহ চন্দনে চর্চিত হল। যা অন্তিমে ছাই হয়ে যাবে সেই শরীর কোথায় লুকানো সম্ভব?

১ ডীঠী ৫ সার সঁবারি লিখে সব সোনে ৯ দেহি
২ সমংদ ন জাএ ৬ সিরী ১০ দেহি
৩ বাঁধে পূঁছি গগন সির লাএ ৭ মেলি ১১ লগাইঅ
৪ পখরে ৮ পহিরন ১২ ভরৈ

২৬

গজ মৈমঁত বিখরে[১] রজবারা।
দীসহিঁ জহহুঁ মেঘ অতি কারা[২] ॥
সেত গয়ন্দ পীত ঔ রাতে।
হরে সাম ঘুমহিঁ মদ মাঁতে ॥
চমকহিঁ দরপন লোহে সারী।
জমু পরবত পর পরী অঁবারী ॥
সিরী মেলি পহিরাঈ সূঁড়ৈঁ।
দেখত কটক পায়ঁ তর গূড়ৈঁ ॥
সোনা মেলি কৈ[৩] দন্ত[৪] সঁবারে।
গিরিবর টরহিঁ সো উন্হকে টারে ॥
পরবত উলটি ভূমি[৫] মহঁ[৬] মারহিঁ।
পরৈ জো ভীর পত্র অস ঝারহিঁ[৭]।
অস গয়ন্দ সাজে সিংঘলী।
মোটী[৮] কুরুম-পীঠি কলমলী ॥
উপর কনক-মঁজূসা লাগ চঁবর ঔ ঢার।
ভলপতি[৯] বৈঠে[১০] ভাল লেই ঔ বৈঠে ধনুকার

রাজদ্বারে মদমত্ত হয়ে বেড়াচ্ছে গজসমূহ। তাদের দেখে মনে হয় অতি কৃষ্ণ মেঘ। এ ছাড়া শ্বেত, পীত, রক্তিম, পিঙ্গল ও কালো হাতী মদমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অঙ্গে লৌহবর্ম, দর্পণের ন্যায় চমকাচ্ছে। যেন পর্বতের উপর ওয়াড় পরানো হয়েছে। তারা শুঁড়ে 'শ্রী' অলঙ্কার পরিধান করেছে। কোনো সৈন্যকে দেখলে তাকে পদতলে গুঁড়িয়ে দেয়। এদের গজদন্ত স্বর্ণ-জড়িত। এ দিয়ে আঘাত করলে গিরিবরও টলে যায়। এরা পর্বতকে উলটে মাটিতে আছড়ে ফেলে। সামনে জনতার ভীড়কে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দেয়। এমন সব সুসজ্জিত সিংহলী হস্তীরা পৃথুলা, কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এবং চনমনে।

এদের পিঠের উপর সোনার হাওদা, সেখানে চামর এবং ঢাল লাগানো। বর্শা নিয়ে সেখানে বসেছে বর্শাধারী আর ধনুক নিয়ে ধনুকধারীরা।

১ পখরে
২ দেখিঅ জানহুঁ মেঘ অকারা
৩ সো
৪ দাঁত
৫ পুহুমি
৬ সব
৭ ত্তাঁর জেউঁ টারহি
৮ গরুনত
৯ ভলইত
১০ বৈঠ

২৭

অসু-দল গজ-দল দুনৌ সাজে।
ঔ ঘন তবল জুঝাউ[১] বাজে ॥
মাথে মুকুট[২] ছত্র সির সাজা।
চঢ়া বজাই ইন্দ্র অস[৩] রাজা ॥
আগে রথ সেনা সব[৪] ঠাঢ়ী।
পাছে ধুজা মরন[৫] কৈ[৬] কাঢ়ী ॥
চঢ়া বজাই চঢ়া[৭] জস ইন্দু।
দেবলোক গোহনে ভএ[৮] হিন্দু ॥
জানহুঁ চাঁদ নখত লেই চঢ়া।
সুর[৯] কৈ কটক রৈনি-মসি মঢ়া ॥
জো লগি[১০] সুর[১১] জাই[১২] দেখরারা।
নিকসি চাঁদ ঘর বাহর আরা ॥
গগন নখত জস গনে ন জাহীঁ।
নিকসি আএ তস ধরতী[১৩] মাহীঁ[১৪] ॥
দেখি অনী রাজা কৈ জগ হোই গএউ অসূঝ।
দহুঁ কস হোবৈ চাহৈ[১৫] চাঁদ সুর কে জূঝ ॥

অশ্বদল গজদল উভয়েই সুসজ্জিত হল। ঘন ঘন রণবাদ্য বাজল। মাথায় মুকুট, শিরোপরি ছত্রসাজ। ইন্দ্রের ন্যায় রাজা বাদ্যসহকারে অগ্রসর হলেন। সামনেই রথ, সৈন্যরা সব দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান। পিছনে মৃত্যুর নিশান উড়ছে। অগ্রসরমান ইন্দ্রের ন্যায় রাজা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগলেন, দেবগণের ন্যায় হিন্দু বীরগণ অনুসরণ করতে লাগলেন। সূর্যের সেনাগণ রজনীর অন্ধকারে আবৃত হলে পর চন্দ্র যেন নক্ষত্র সমভিব্যাহারে এগোতে লাগলেন। যে দিকে সূর্য এসে দেখা দিলেন, সেদিকে চাঁদও ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আকাশের নক্ষত্র যেমন গণনা করা যায় না তেমনি তারা যেন (অগণিত রত্নসেনের সৈন্য হয়ে) ধরণীতে বেরিয়ে এল।

রাজার সেনানী দেখে জগৎ যেন মুহ্যমান হয়ে গেল। (সকলে ভাবতে লাগল) চাঁদ এবং সূর্যের মধ্যে কেমন করে যুদ্ধ হবে?

১ জুঝি কহ
২ মটুক
৩ হোই
৪ ভই
৫ অচল
৬ সো
৭ চঢ়ে
৮ সব
৯ সুরজ
১০ লহি
১১ সুরুজ
১২ চাহ
১৩ ভুইঁ ন
১৪ সমাহীঁ
১৫ হোই চলত হৌ

রাজা বাদসাহ যুদ্ধ খণ্ড

১

ইহাঁ রাজা অস সেনা[১] বনাঈ।
উহাঁ সাহ কৈ[২] ভঈ অরাঈ॥
অগিলে দৌরে[৩] আগে আএ[৪]।
পছিলে পাছ কোস দস ছাএ[৫]॥
সাহ আই চিতউর[৬] গঢ় বাজা।
হস্তী সহস বীস সঁগ সাজা॥
ওনই আএ দুনৌ দল সাজে[৭]।
হিন্দু তুরক দুবৌ রন[৮] গাজে[৯]॥
দুবৌ সমুঁদ দধি উদধি অপারা।
দুনৌ মেরু খিখিন্দ পহারা॥
কোপি জুঝার দুবৌ[১০] দিসি মেলে।
ঔ হস্তী হস্তী[১১] সহুঁ[১২] পেলে॥
আঁকুস চমকি বীজু অস বাজহিঁ[১৩]।
গরজহিঁ হস্তি মেঘ জনু গাজহিঁ[১৪]॥
ধরতী সরগ এক[১৫] ভা[১৬] জূহহিঁ উপর জূহ।
কোঈ[১৭] টরৈ ন টারে দুনৌ[১৮] বজ্র-সমূহ॥

এদিকে রাজা এইভাবে সৈন্য সাজালেন, ওদিকে সাহ অগ্রসর হলেন। অগ্রবর্তী সৈন্যরা যখন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল, পশ্চাৎবর্তীদের ছাউনি তখন দশ কোশ পিছনে। সাহ এগিয়ে এসে চিতোর গড় আক্রমণ করলেন। বিশ হাজার হাতী সঙ্গে সেজে এল। দু দল সেনানী সজ্জিত হয়ে ধেয়ে এল। হিন্দু এবং তুর্ক উভয় সৈন্যই যুদ্ধে গর্জন করতে লাগল। তারা যেন দুই অপার দধি সমুদ্র এবং সলিল সিন্ধু। কিংবা উভয়ে যেন সুমেরু এবং কিষ্কিন্ধা পর্বত। দু দিক থেকে ক্রুদ্ধ যোদ্ধারা সংগ্রামে মিলিত হল, হস্তীর দিকে হস্তী ধেয়ে এল। অঙ্কুশ বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় (তাদের) আঘাত করছে। মেঘগর্জনের ন্যায় হাতীরা গর্জে উঠছে।

ধরিত্রী এবং আকাশ একাকার হয়ে গেল। সৈন্যদের উপর এসে পড়ল সৈন্যরা। কেউ টলল না, অপরকে টলাতে পারল না, দুদলই বজ্র সেনা।

১ সাজ ৪ আই ৭ গাজে ১০ দুহু ১৩ বাজহীঁ ১৬ ভয়
২ কী ৫ উাঈ ৮ মম ১১ হস্তিকু ১৪ ধহরাহীঁ ১৭ কোউ
৩ দৌরী ৬ মণ্ডল ৯ বাজে ১২ কই ১৫ দুউ ১৮ দুউ

২

হস্তী সহুঁ[১] হস্তী হঠি গাজহিঁ।
জনু পরবত পরবত সৌঁ বাজহিঁ॥
গরু গয়ন্দ ন টারে টরহীঁ।
টূটহিঁ দাঁত[২] মাথ[৩] গিরি[৪] পরহীঁ॥
পরবত আই জো পরহিঁ তরাহীঁ।
দর মহঁ[৫] চাঁপি খেহ মিলি জাহীঁ॥
কোই হস্তী অসবারহিঁ লেহীঁ।
সূঁড়[৬] সমেটি পায়ঁ তর দেহীঁ॥
কোই অসবার সিংঘ হোই মারহিঁ।
হনি কৈ মস্তক[৭] সূড় উপারহিঁ[৮]॥
গরব গয়ন্দহু গগন পসীজা।
রুহির চুবৈ ধরতী সব ভীজা॥
কোই মৈমন্ত সঁভারহিঁ নাহীঁ।
তব জানহিঁ জব গুদ সির জাহীঁ[৯]॥
গগন রুহির জস বরসৈ ধরতী বহৈ[১০] মিলাই।
সির ধর টূটি বিলাহিঁ তস পানী পঙ্ক বিলাই॥

হস্তীর সঙ্গে হস্তী দ্বন্দ্বকালে গর্জন করছে, যেন পর্বতে পর্বতে ধাক্কা লাগছে। গুরুভার গজগণ টলছে না বা কাউকে টলাচ্ছে না, তাদের গজদন্ত ভেঙে যাচ্ছে, গজকুম্ভের-পর্বত ভেঙে পড়ছে। তারা ছিল পর্বতের ন্যায়, কিন্তু যখন তারা নীচে পড়ছে তখন দলের চাপে পড়ে তারা ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। কোনো হস্তী অশ্বারোহীকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে পদতলে ফেলে দিচ্ছে। আবার কোনো অশ্বারোহী সিংহবিক্রমে আঘাত করে হাতীর মস্তক থেকে শুঁড় উপড়ে নিচ্ছে। আকাশ ভিজে গেল গজগণের মদস্রাবে, আর রুধিরস্রাবে ধরণীর সর্বত্র ভিজে গেল। কোনো কোনো মদমত্ত হস্তীকে কিছুতেই সংযত করা যাচ্ছে না, মাথায় অঙ্কুশাঘাত করলে পর তবে সংযত হল।

যখন আকাশ রুধির বর্ষণ করতে লাগল ধরিত্রী প্লাবিত হয়ে গেল। মাথা এবং শরীর ধুলো হয়ে তাতে মিশে গেল, যেমন করে পাঁক জলে মিশে যায়।

১ হস্তিকু সোঁ ৩ মুণ্ড ৫ মরি ৭ হনি মস্তক সিউ ৯ সির গড় পাহীঁ
২ দন্ত ৪ ভুঁই ৬ শুণ্ড ৮ মুণ্ড উতারহিঁ ১০ ভাজি

৩

আঠৌ[১] বজ্র জুঝ অস সুনা।
তেহি তেঁ অধিক ভএউ[২] চৌগুনা ॥
বাজহিঁ খড়্গ উঠৈ দর আগী।
ভুই জরি চহৈ সরগ কহঁ লাগী ॥
চমকহিঁ বীজু হোই উজিয়ারা।
জেহি সির পরৈ হোই দুই ফারা ॥
মেঘ জো হস্তি হস্তি সহুঁ গাজহিঁ[৩]।
বীজু জো খড়্গ খড়্গ সোঁ বাজহিঁ[৪] ॥
বরসহিঁ[৫] সেল বান[৬] হোই কাঁদো।
জস বরসৈ সাবন ঔ ভাদোঁ ॥
ঝপটহিঁ[৭] কোপি[৮] পরহিঁ তরবারী।
ঔ গোলা ওলা জস ভারী ॥
জুঝে বীর কহৌঁ[৯] কহঁ তাঈঁ।
লেই অছরী কৈলাস[১০] সিধাঈঁ ॥
স্বামি-কাজ জো জুঝে সোই গএ মুখ রাত।
জো ভাগে সত ছাঁড়ি কৈ মসি মুখ চঢ়ী পরাত ॥

অষ্টবজ্রসংঘাত সম্পর্কে যে প্রসিদ্ধি আছে এ যুদ্ধে তারও চতুর্গুণ অধিক হল। খড়্গের আঘাতে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছে। তাতে মাটিতে আগুন জ্বলে উঠে যেন আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে (অস্ত্রের) বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। যার মাথায় পড়ে, মস্তক দু ফাঁক হয়ে যায়। মেঘের ন্যায় হস্তীর সঙ্গে হস্তীর সংঘর্ষে গর্জন হতে লাগল, বিদ্যুতের ন্যায় খড়্গে খড়্গে সংঘাত হতে লাগল। বর্শা এবং বাণের বর্ষণে কর্দমাক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেমন শ্রাবণ অথবা ভাদ্রের বর্ষণে হয়। ক্রুদ্ধ ঝাপটে তরবারি পড়ছে এবং প্রচুর শিলাবর্ষণের ন্যায় কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। যুদ্ধে নিহত বীরদের কথা আর কি বলব? অপ্সরীরা সোজা তাদের কৈলাসে নিয়ে গেল।

প্রভুর জন্য যুদ্ধে যে শহীদ হল সে উজ্জ্বল মুখে প্রস্থান করল। আর যে সত্য ত্যাগ করে পলায়ন করল তার মুখে কালিমা লিপ্ত হল।

১ অহঠৌ
২ হোই
৩ সৈন মেঘ অস দুহুঁ দিসি গাজৈ
৪ খরগ জো বীচ বীজ অস বাজৈ
৫ বরিসৈ
৬ মাঁসু
৭ টুটহিঁ
৮ কুংত
৯ লিখৌঁ
১০ কবিলাস

৪

ভা সংগ্রাম ন ভা অস কাউ।
লোহে দুহুঁ দিসি ভএ[১] অগাউ[২] ॥
সীস কন্ধ কটি কটি ভুই পরে[৩]।
রুহির সলিল হোই সায়র ভরে ॥
অনঁদ বধাব[৪] করহিঁ মসখারা[৫]।
অব ভখ জনম জনম[৬] কহঁ পারা[৭] ॥
চৌসঠ জোগিনি খপ্পর পূরা।
বিগ জম্বুক[৮] ঘর বাজহিঁ তূরা ॥
গিদ্ধ চীল সব মাঁড়ো ছাবহিঁ।
কাগ কলোল করহিঁ ঔ গাবহিঁ ॥
আজু সাহ হঠি অনী বিয়াহী।
পাঈ ভুগুতি জৈসি চিত[৯] চাহী ॥
জেঈ[১০] জস মাঁসু ভখা পরাবা।
তস তেহি[১১] কর লেই ঔরহু খাবা ॥
কাহু সাথ ন তন গা সকতি মুএ সব[১২] পোখি।
ওছ পূর তেহি[১৩] জানব জো[১৪] থির[১৫] আরত[১৬] জোখি ॥

এমন যুদ্ধ হল যা আর কখনও হয় নি। দু দিক থেকেই সামনাসামনি লোহার হাতিয়ার উদ্যত হল। কাঁধ এবং মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হল। রুধির প্রবাহে সাগর ভরে গেল। মাংসাশীরা আনন্দোৎসব করে বলল, "এখন সারা জন্মের মতো খাদ্য পাওয়া গেল।" চৌষট্টি যোগিনী তাদের পাত্র পূর্ণ করল। শ্বাপদ এবং শৃগালের ঘরে তূর্য নিনাদ হচ্ছে। শকুনি এবং চিলেরা সেখানে শিবির স্থাপন করছে। কাকের দল কোলাহল করে গান করতে লাগল। সকলে বলল "আজ শাহ দুই সেনাদের বিয়ে দিচ্ছেন। যার যত ইচ্ছে ভোগ পাবে। একজন যখন অপরের মাংস খাবে, অন্যজন তখন তাকে ভক্ষণ করবে।"

সশরীরে যাবার শক্তি কারোরই নেই, ভোগ অন্তে সবাই মরে। যে শরীরকেই শাশ্বত জ্ঞান করে তাকে নীচ বলে জেনো।

১ ভএউ
২ অঘাউ
৩ কংধ কবংধ পূরি ভুইঁ পরে
৪ বিয়াহ
৫ মঁসুখাএ
৬ জনম জনম
৭ পাএ
৮ জংবুকহু
৯ জিয়
১০ জেহু
১১ তেহু
১২ পৈ
১৩ তব
১৪ জব
১৫ তরি
১৬ আউব

৫

চাঁদ ন টরৈ সুর সৌ কোপা।
দুসর ছত্র সৌহ কৈ রোপা॥
সুনা সাহ অস ভএউ সমূহা।
পেলে সব হস্তিহ্ন কে জূহা॥
আজু চাঁদ তোর[১] করোঁ নিপাতূ।
রহৈ ন জগ মহঁ দুসর ছাতূ॥
সহস করা হোই কিরিন পসারা।
ছেঁকা[২] চাঁদ জহাঁ লগি তারা॥
দর-লোহা দরপন ভা আরা।
ঘট ঘট জানহু ভানু দেখারা॥
অস ক্রোধিত কুঠার লেই ধাএ[৩]।
অগিনি-পহার জরত জনু আএ[৪]॥
খড়গ-বীজু সব[৫] তুরুক উঠাএ।
ওড়ন চাঁদ কাল কর পাএ[৬]॥
জগমগ[৭] অনী দেখি কৈ ধাই-দিস্টি তেহি[৮] লাগি।
ছুএ হোই জো লোহা[৯] মাঁঝ আর তেহি আগি[১০]॥

চন্দ্র (রত্নসেন) বিচলিত হলেন না, সূর্যের (বাদশাহের) প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় এক (রাজ) ছত্র এনে স্থাপিত করলেন। সাহ শুনলেন যে এই বিপুল সৈন্যসমূহ তাঁর হস্তীবাহিনীকে আক্রমণ করেছে। (তিনি বললেন), "ওরে চন্দ্র, আজ তোকে নিপাত করব। জগতে দ্বিতীয় কোনো রাজছত্র থাকবে না।" সহস্রাংশু হয়ে তিনি কিরণ ছড়ালেন, চন্দ্র এবং তারাদের আক্রমণ করলেন। সেনাদলের লৌহ বর্মগুলি দর্পণের ন্যায় অগ্রসর হল, প্রতি শরীরে যেন সূর্য দেখা দিল। রণকুঠার হস্তে এমন ক্রোধে তারা ধাবিত হল, যে মনে হল যেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ছুটে আসছে। তুর্কি সৈন্যরা খড়্গের বিদ্যুৎ তুলে ধরল। (অপর দিকে) চাঁদ হাতে নিলেন কাল (রাত্রিতুল্য) ঢাল।

ঝকমকে সৈন্যদের দেখে সেইদিকে (রাজার) দৃষ্টি ধাবিত হল। যে মানুষ উত্তপ্ত লোহাকে ছোঁয়, লোহার উত্তাপ তাকেও জ্বালিয়ে তোলে। (অর্থাৎ বাদশাহের সেনাকে দেখে রাজার চিত্তে উত্তেজনার উত্তাপ সঞ্চারিত হল।)

১ তোহি
২ ছপি গা
৩ বহু কিরোধ-কুংতাহন্ধ ধাবৈ
৪ আবৈ
৫ অস
৬ ওড়ন চন্দ কঁবল কর পাএঁ
৭ চকমক
৮ তসি
৯ ছুই হোই জেঁ৷ লোহৈ
১০ ক্ষ্মই মাঁঝ উঠ আগি

৬

সুরুজ দেখি চাঁদ মন লাজা।
বিগসা কঁবল[১] কুমুদ ভা রাজা॥
ভলেহি চাঁদ বড় হোই নিসি পাঈ[২]।
দিন দিনঅর সহুঁ কৌন বড়াঈ॥
অহে জো নখত চন্দ সঁগ তপে।
সুর কে দিস্টি গগন মহঁ ছপে॥
কৈ চিন্তা রাজা মন বুঝা।
জো হোই[৩] সরগ ন ধরতী জূঝা॥
গঢ়পতি উতরি লড়ৈ নহিঁ ধাএ।
হাথ পরৈ গঢ় হাথ পরাএ॥
গঢ়পতি ইন্দ্র গগন-গঢ় গাজা।
দিবস ন নিসর রৈনি কর রাজা॥
চন্দ রৈনি রহ নখতন্হ মাঁঝা।
সুরুজ কে[৪] সৌহ ন হোই চহৈ সাঁঝা॥
দেখা চন্দ ভোর ভা সুরুজ কে বড় ভাগ।
চাঁদ ফিরা ভা গঢ়পতি সুর[৫] গগন-গঢ় লাগ॥

সূর্যকে দেখে চন্দ্র মনে মনে লজ্জিত হল। কমল (বাদশাহ) বিকশিত হল কিন্তু রাজা কুমুদতুল্য হলেন। রাত্রিকালে চাঁদ যদিও মহিমান্বিত, কিন্তু দিনের বেলা দিবাকরের সামনে তার আর কি গৌরব? যে সমস্ত নক্ষত্রকে চাঁদের নিকটে থাকলে উজ্জ্বল দেখাত, সূর্যের নয়নপাতে তারা গগনের আড়ালে লুকিয়ে থাকল। রাজা চিন্তা করে মনকে বোঝালেন "যে আকাশে থাকে সে পৃথিবীতে যুদ্ধ করে না। দুর্গাধিপতি নেমে এসে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হয় না। তাহলে অপরের হাতে পড়ে তার দুর্গ লুণ্ঠিত হবে। দুর্গপতি ইন্দ্র আকাশদুর্গে অবস্থান করেই গর্জন করেন। অন্ধকারের রাজা দিনের আলোয় বেরিয়ে আসেন না। রাতের চাঁদ নক্ষত্রদের মাঝেই অবস্থান করে। এমনকি সায়াহ্নেও সে সূর্যের সম্মুখীন হতে চায় না।

চন্দ্র (রত্নসেন) যখন দেখলেন যে সূর্যের (বাদশাহের) সৌভাগ্য-সূচক ভোর হয়েছে, তখন তিনি দুর্গপতি হয়ে দুর্গের ভিতর ফিরে গেলেন, সূর্য রয়ে গেলেন আকাশে (রণক্ষেত্রে)।

১ বিগসত বদন
২ চাঁদ বড়াঈ ভলেহি নিসি পাঈ
৩ জেহি সিউঁ
৪ ন
৫ সুরুজ

৭

কটক অসূঝ অলাউদি[১]-সাহী।
আরত কোই ন সঁভারৈ তাহী॥
উদধি সমুদ্র জস[২] লহরৈঁ দেখী।
নয়ন দেখ মুখ জাই ন লেখী॥
কেতে তজা চিতউর কৈ ঘাটী[৩]।
কেতে বজারত মিলি গএ মাটী[৪]॥
কেতেহ্ন নিতহিঁ দেই নব সাজা।
কবহুঁ ন সাজ ঘটৈ তস রাজা॥
লাখ জাহিঁ আবহিঁ দুই লাখা।
ফরৈ ঝরৈ উপনৈ নব সাখা॥
জো আবৈ গঢ় লাগৈ সোঈ।
থির হোই রহৈ ন পাবৈ কোঈ॥
উমরা মীর রহে[৫] জহঁ তাঈঁ।
সবহী[৬] বাঁটি অলঈঁ পাঈঁ॥
লাগ কটক চারিহু দিসি গঢ়হি[৭] পরা অগিদাহু।
সুরুজ গহন ভা চাহৈ[৮] চাঁদহিঁ[৯] ভা[১০] জস রাহু॥

অগণ্য সৈন্য নিয়ে সাহ আলাউদ্দীন অগ্রসর হলেন, কেউই তাদের নিবারণ করার নেই। এ যেন কল্লোলিত সমুদ্র তরঙ্গের মতো দেখাল, নয়নে দেখলেও মুখে বর্ণনা করা যায় না। কত জনকে তিনি (বাদশাহ) চিতোরের প্রান্তে রেখে এলেন, কতজন আহত হয়ে মাটিতে মিশে গেল। কতজনকে নিত্য নতুন যুদ্ধসাজ দিতে হল। এমনই রাজা যে তাঁর রাজত্বে যুদ্ধসাজের কখনও অভাব হয় না। লক্ষ সৈন্য (মরে) যায় তো দুই লাখ আসে, যেমন গাছে ফল ঝরে গেলে নতুন ডালে আবার ফল উৎপন্ন হয়। যে-ই আসে সে-ই দুর্গ আক্রমণে নিযুক্ত, কেউই এক মুহূর্ত স্থির হবার সময় পায় না। সেখানে যত আমীর ওমরাহ ছিলেন, সকলেই সৈনাপত্যের পৃথক পৃথক দায়িত্ব-ভাগ পেলেন।

চারদিক থেকে সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণ করল। অগ্নিদাহের মধ্যে এসে পড়ল দুর্গ। সূর্য চন্দ্রগ্রহণের রাহু হতে চাইল।

১ অলাবদ
২ জেউঁ
৩ কেত বজাবত উতরে ঘাটী
৪ কেত বজাই গএ মিলি মাটি
৫ অহে
৬ সবহুঁ
৭ গড় সো
৮ চাহাঁ
৯ চাঁদ
১০ ভএউ

৮

অথবা দিবস সুর[১] ভা বাসা।
পরী রৈনি সসি উবা অকাসা॥
চাঁদ ছত্র দেই বৈঠা[২] আঈ।
চহুঁ দিসি নখত দীহ্ন ছিটকাঈ॥
নখত অকাসহি চঢ়ে দিপাহীঁ।
টুটি টুটি[৩] লূক পরহিঁ ন বুঝাহীঁ॥
পরহিঁ সিলা জস পরৈ বজাগী।
পাহন[৪] পাহন সৌঁ[৫] উঠ আগী॥
গোলা পরহিঁ কোলহু ঢরকাহীঁ[৬]।
চূর[৭] করত চারিউ দিসি জাহীঁ[৮]॥
ওনঈ ঘটা বরস ঝরি লাঈ[৯]।
ওলা টপকহিঁ পরহিঁ বিছাঈ[১০]॥
তুরুক ন মুখ ফেরহিঁ গঢ় লাগে।
এক মরৈ দূসর হোই আগে॥
পরহিঁ বান রাজা কে সকৈ কো সনমুখ কাঢ়ি[১১]।
ওনঈ সেন সাহ কৈ[১২] রহী ভোর লগি[১৩] ঠাঢ়ি॥

দিনের অবসানে সূর্য শিবিরাভিমুখী হলেন। রাত্রি এসে পড়ল, আকাশে চন্দ্রের উদয় হল। চন্দ্র ছত্র ধারণ করে এসে বসলেন। চারদিকে নক্ষত্র নিজেদের ছড়িয়ে দিল। আকাশে তারাগুলি দীপ্যমান হয়ে উঠল। জলন্ত উল্কা (অগ্নিবাণ) খসে খসে পড়ল, তাদের আগুন নেভান গেল না। বজ্রের ন্যায় শিলা পতন হতে লাগল, পাষাণে পাষাণে জ্বলে উঠল আগুন। নিক্ষিপ্ত গোলার সঙ্গে পাথর পড়ে গড়াতে লাগল। চারদিকে যা ছিল সব চূর্ণ করতে লাগল। ঝটিকার মেঘ বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে এগোলো। চারদিকে সশব্দে যেন শিল ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দুর্গ অবরোধকারী তুর্কি সৈন্যেরা মুখ ফেরাল না। একজন মরে তো দ্বিতীয়-জন এগিয়ে আসে।

রাজার তীর এসে পড়তে লাগল, তার সম্মুখবর্তী হবার শক্তি আছে কার? সাহর সৈন্যরা ভোরের অপেক্ষায় কোনরকমে অবনত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

১ সুরুজ
২ বৈঠেউ
৩ টুটহিঁ
৪ পাহনহি
৫ বাজি
৬ ঢরকাবহিঁ
৭ চূন
৮ আবহি
৯ অবনি ওঁধার বৃষ্টি ঝরি লাঈ
১০ পরৈ ন বুঝাঈ
১১ মুখ ন সকৈ কোই কাঢ়ি
১২ অনী সাহি কৈ সব নিসি
১৩ লহি

৯

ভএউ বিহান্ন ভানু পুনি চঢ়া।
সহসহু করা দিবস[১] বিধি গঢ়া॥
ভা ধাবা[২] গঢ় কীন্হ[৩] গরেরা।
কোপা কটক লাগ চহুঁ ফেরা॥
বান করোর এক মুখ ছুটহিঁ।
বাজহিঁ জহাঁ ফোঁক লহি[৪] ফূটহিঁ॥
নখত গগন জস দেখহিঁ[৫] ঘনে।
তস গঢ়-কোটন্হ[৬] বানন্হ হনে॥
বান[৭] বেধি সাহী কৈ রাখা।
গঢ় ভা গরুঢ় ফুলাবা পাঁখা॥
ওহি রঁগ[৮] কেরি কঠিন হৈ বাতা[৯]।
তৌ পৈ কহৈ[১০] হোই মুখ রাতা॥
পীঠি ন দেহিঁ ঘাব কে লাগে[১১]।
পৈগ পৈগ ভুই চাঁপহিঁ আগে[১২]॥
চারি পহর দিন জূঝ ভা[১৩] গঢ় ন টূট তস বাঁক।
গরুঅ হোত পৈ আবৈ দিন দিন নাকহি নাক[১৪]॥

সকাল হল, সূর্য আবার আরোহণ করলেন; সহস্রাংশুর জ্যোতিতে বিধাতা দিবস সৃষ্টি করলেন। সৈন্যরা ধাবিত হয়ে দুর্গ অবরোধ করল। ক্রুর সেনাগণ চারদিক ঘিরে ফিরতে লাগল। এক এক দিক থেকে কোটি বাণ নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। যেখানে লাগে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বিদ্ধ হয়। আকাশে যেমন ঘন নক্ষত্র দেখা যায় তেমনি কেল্লার গায়ে শর বিদ্ধ হল। বাণবিদ্ধ হয়ে সজারুর মতো দেখাচ্ছিল, এবং দুর্গটি যেন উদ্যতপক্ষ গরুড়পক্ষী। এই রণরঙ্গ বর্ণনা করা কঠিন তবুও বর্ণনা করতে গেলে মুখ (আনন্দে) রক্তিম হয়ে ওঠে। আঘাত লাগলেও সৈন্যরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। পায়ে পায়ে বরং তারা মাটি ঘেঁসে এগিয়ে আসে।

সারাদিন চার প্রহর যুদ্ধ করেও সেই দুর্গম দুর্গকে ভাঙা গেল না; দুর্গের মুখ্য স্থানগুলিতে আঘাতের চাপ দিনে দিনেই বাড়তে লাগল।

১ জৈস ৫ দেখিঅ ৯ ও জাতা ১৩ দিন বীতা
২ ঢোবা ৬ ভা তিন্হ ১০ লহে ১৪ টাঁকহি টাঁক
৩ লীন্হ ৭ বানন্হ ১১ পীঠি দেহিঁ নহিঁ বানন্হি লাগে
৪ লগি ৮ ওরগা ১২ চাঁপত জাহিঁ পগহিঁ পগ আগে

১০

ছেঙ্কা কোট[১] জোর অস কীন্হা।
ঘুসি কৈ সরগ[২] সুরঁগ তিন্হ দীন্হা॥
গরগজ বাঁধি কমানৈঁ ধরীঁ।
বজ্র-আগি[৩] মুখ দারু ভরীঁ॥
হবসী রুমী ঔর[৪] ফিরঙ্গী।
বড় বড় গুনী ঔর তিন্হ সঙ্গী[৫]॥
জিন্হকে গোট কোট[৬] পর জাহীঁ[৭]।
জেহি তাকহিঁ চূকহিঁ তেহি নাহীঁ॥
অস্টধাতু কে গোলা ছুটহিঁ।
গিরহিঁ[৮] পহার চূন[৯] হোই[১০] ফূটহিঁ॥
এক বার সব ছুটহিঁ গোলা।
গরজৈ গগন ধরতি সব ডোলা॥
ফূটহিঁ কোট ফূট জনু[১১] সীসা।
ওদরহিঁ বুরুজ জাহিঁ[১২] সব পীসা[১৩]॥
লঙ্কা-রাবট জস ভঈ দাহ পরী গঢ় সোই।
রাবন লিখা জরৈ[১৪] কহঁ কহহু অজর কিমি[১৫] হোই॥

(বাদশাহ) এমন প্রবলভাবে দুর্গ অবরোধ করলেন যে গড় পর্যন্ত এক সুরঙ্গ-পথ নির্মাণ করে দিলেন। গরগজ বা মিনার নির্মাণ করে কামান বসানো হল। তার মুখে বজ্রাগ্নি তুল্য বারুদ ঠাসা হল। হাবসী, রুমী এবং ফিরিঙ্গী ইত্যাদি বড় বড় গুণী গোলন্দাজ কামানের সঙ্গী হলেন। কামান থেকে গোলা দুর্গের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, তাদের নিপুণ তাক থেকে একটিও লক্ষ্যচ্যুত হয় না। অষ্টধাতুনির্মিত গোলাগুলি ছুটতে লাগল পর্বত চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল। এক একবার একসঙ্গে গোলা ছোটে; আকাশ গর্জন করে পৃথিবী দুলে ওঠে। দুর্গের প্রাসাদগুলো কাঁচের মতো ভেঙে পড়ল বুরুজ বা স্তম্ভগুলি সব বিধ্বস্ত হয়ে ধ্বসে হয়ে পড়তে লাগল।

লঙ্কার প্রাসাদগুলি যেমন হয়েছিল, তেমনিভাবে দুর্গে আগুন এসে পড়ল। রাবণের ভাগ্যে যদি জলন লেখা থাকে, কেমন করে আর জ্বালা থেকে পরিত্রাণ হবে?

১ গড় ৪ ও জো ৭ উপরাহীঁ ১০ সব ১৩ কোসীসা
২ খসিয়া মগর ৫ ও তিন্হকে সঙ্গী ৮ গিরি ১১ জস ১৪ জা জরৈ
৩ চলহিঁ এক ৬ জাহিঁ ৯ পাপে ১২ পরহিঁ ১৫ অজরাবর

১১

রাজগীর লাগে গঢ় থরঈঁ[1] ।
ফ্‌টৈ জহঁা সঁরারহিঁ সবঈঁ[2] ॥
বাঁকে পর সুঠি বাঁক করেহীঁ ।
রাতিহি কোট চিত্র কৈ লেহীঁ ॥
গাজহিঁ গগন চঢ়া জস মেঘা ।
বরিসহিঁ বজ্র সীস[3] কো ঠেঘা[4] ॥
সৌ সৌ মন কে বরিসহিঁ গোলা ।
বরিসহিঁ তুপক তীর জস ওলা ॥
জানহুঁ পরহিঁ[5] সরগ হুত গাজা ।
ফাটৈ ধরতি আই জহঁ বাজা ॥
গরগজ চূর চূর হোই পরহিঁ ।
হস্তি ঘোর মানুষ সংঘরহীঁ ॥
সবৈ কহা অব পরলৈ আঈ[6] ।
ধরতী সরগ জূঝ জনু লাঈ[7] ॥
আঠৌ[8] বজ্র জুরে সব[9] এক ডুংগরৈ লাগি ।
জগত জরৈ চারিউ দিসি কৈসেহু[10] বুঝৈ ন[11] আগি ॥

দুর্গ সারানোর কাজে স্থপতি এবং রাজমিস্ত্রীরা লেগে রইল। যেখানে ভেঙে গেল, তারা সমস্ত সারিয়ে দিল। দুর্গম দুর্গকে তারা আরও দুর্ভেদ্য করল। এক রাতের মধ্যে তারা কেল্লা নির্মাণ করে নিল। যেমন আকাশে মেঘগর্জন হয় তেমনি বজ্রতুল্য গোলা বর্ষিত হতে লাগল, তার সামনে কে মাথা বাঁচাতে পারে? শত শত মণ বারুদের গোলা-বৃষ্টি হল। তীরবর্ষণের ন্যায় বন্দুকের গুলি বর্ষিত হতে লাগল। মনে হল যেন স্বর্গ থেকে গর্জন করতে করতে এসে পড়ছে। মাটিতে এসে যখন লাগছে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে। (বাদশাহের) গরগজ (কামান স্তম্ভ) চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ছে। হাতী ঘোড়া মানুষ নিহত হচ্ছে। সকলে বলল যে এবার প্রলয় উপস্থিত। পৃথিবী এবং স্বর্গ যেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

অষ্টবজ্র মিলিত হয়ে (কামানের গোলা) এক একটি টিলার দিকে ধাবিত হল। জগতের চারদিক জ্বলতে লাগল, কিছুতেই সে আগুন নেভানো গেল না।

১ রাজা কেরি লাগিরহি চোঙ্গ
২ সোঙ্গ
৩ সিলা
৪ ঢেবা
৫ পরী
৬ আরা
৭ লারা
৮ অহঠৌ
৯ সনমুখ হোই
১০ কোরে
১১ বুঝাঁরে

১২

তবহুঁ রাজা হিয়ে না হারা ।
রাজ-পৌরি পর রচা অখারা ॥
সৌহ সাহ কৈ বৈঠক জহাঁ[1] ।
সমুহেঁ নাচ করাবৈ তহাঁ[2] ॥
জন্ত্র পখাউজ ঔ জত[3] বাজা ।
সুর মাদর[4] রবার ভল সাজা ॥
বীনা[5] বেনু[6] কমাইচ গহে[7] ।
বাজে অমৃত[8] তহঁ[9] গহগহে ॥
চঙ্গ উপঙ্গ নাদ[10] সুর তূরা ।
মহুঅর বংসি বাজ ভরপূরা[11] ॥
হুড়ুক বাজ ডফ বাজ গঁভীরা ।
ঔ বাজহিঁ বহু[12] ঝাঁঝ মঁ
তংত বিতংত সুভর[13] ঘন তারা ।
বাজহিঁ সবদ হোই ঝনকারা ॥
জগ-সিঙ্গার মনমোহন পাতুর[14] নাচহিঁ পাঁচ ।
বাদসাহ[15] গঢ় ছেঁকা রাজা ভূলা নাচ ॥

তথাপি রাজা হৃদয় হারালেন না। রাজপ্রাসাদের তোরণে তিনি এক নৃত্যাঙ্গন নির্মাণ করালেন। বাদশাহের উপবেশনস্থলের সামনাসামনি স্থানে তিনি নৃত্যের আয়োজন করলেন। যন্ত্র, পাখোয়াজ ইত্যাদি কত বাদ্য বাজতে লাগল; মাদল রবাব ইত্যাদি ভালভাবে সজ্জিত হল। বীণা, বাঁশী, সারেঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে সমস্বরে বাজনা বেজে উঠল। চঙ্গ, উপাঙ্গ, বিচিত্র সুরের তূর্য, মৌহর এবং বাঁশী পূর্ণ সুরে বাজতে লাগল। ডমরু বাজল, গম্ভীরভাবে ডম্ফ বেজে উঠল। এবং ঝাঁঝর ও মঞ্জীর বাজতে লাগল। তারের এবং বিনা তারের যন্ত্র, 'ঘনতার' নামক প্রশস্ত বাদ্য একত্র ঝঙ্কার তুলে বাজতে লাগল।

জগতের অলঙ্কার-স্বরূপ মনমোহন পঞ্চনর্তকী নাচতে লাগল। (এদিকে) বাদশাহ গড় অবরোধ করলেন, আর (ওদিকে) রাজা ভুলে রইলেন নৃত্যে।

১ সৌহ সাহি জই উত্তরা ব
২ উপর নাচ অখারা কাহা
৩ আউঝ
৪ সুরমংডল
৫ বীন
৬ পিনাকি
৭ কহে
৮ অঁবিরতী
৯ অতি
১০ নাগ
১১ মহুরি রাজ বংসি ভলপূরা
১২ ঔ তেহি গোহন
১৩ সিখর
১৪ পাতর
১৫ পাতসাহি

১৩

বীজানগর কের সব গুনী ।
করহিঁ অলাপ জৈস[1] নহিঁ সুনী[2] ॥
ছৱো রাগ গাএ সঁগ তারা[3] ।
সগরী কটক সুনৈ ঝনকারা[4] ॥
প্রথম রাগ ভৈরৱ তিন্হ কীন্হা ।
দূসর মালকোস পুনি লীন্হা ॥
পুনি হিণ্ডোল রাগ ভল[5] গাএ ।
মেঘ মলার মেঘ বরিসাএ[6] ॥
পাঁচৱঁ[7] সিরী রাগ ভল কিয়া ।
ছঠৱাঁ দীপক বরি উঠ দিয়া[8] ॥
উপর ভএ[9] সো পাতুর[10] নাচহিঁ ।
তর ভএ তুরুক কমানৈঁ খাঁচহিঁ ॥
গঢ় মাথে হোই উমরা ঝুমরা[11] ।
তর ভএ দেখ মীর ঔ উমরা[12] ॥
সুনি সুনি সীস ধুনহিঁ সব কর মলি[13] পছিতাহিঁ ।
কব হম মাথ[14] চঢ়হিঁ ওহি[15] নৈনহু কে দুখ জাহিঁ ॥

বিজয়নগরের (বা বীজাপুরের) গুণীরা অশ্রুতপূর্ব সঙ্গীতালাপ করতে লাগলেন। তাল সহ তাঁরা ছয় রাগ আলাপ করতে লাগলেন, সেই ঝঙ্কার শুনতে লাগল সকল সেনাগণ। প্রথমে তাঁরা ভৈরবী রাগ আলাপ করলেন পরে ধরলেন মালকোষ। অতঃপর ভাল করে গাইলেন হিন্দোল রাগ। মেঘমল্লার গাইতেই মেঘবর্ষণ হল। পঞ্চমত শ্রী রাগ গাইলেন চমৎকার। ষষ্ঠতঃ দীপক রাগ গাইবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ জ্বলে উঠল। মঞ্চের উপরে সেই নর্তকীরা নাচছে। নীচে তুর্কি সেনারা ধনুক আকর্ষণ করে অপেক্ষমান। দুর্গের শীর্ষে হচ্ছে ঝুমুর নাচ। নীচে থেকে দেখছেন বাদসাহের আমীর ওমরাহগণ।

শুনতে শুনতে তাদের মাথা দুলছে। তারা পরিতাপবশতঃ হাত মলতে মলতে বলতে লাগল, "কবে আমরা ওই দুর্গশিখরে চড়ব? কবে আমাদের নয়নের দুঃখ (তৃষ্ণা) ঘুচবে?"

১ বুদ্ধ
২ চৌগুনী
৩ ছৱউ রাগ গাএন ভল গুনী
৪ ঔ গাএন ছত্তীস রাগিনী
৫ তিন্হ
৬ চোথে মেঘমলার সোহাএ
৭ পুনি উন্হ
৮ দীপক কীন্হ উঠা বরি দিয়া
৯ তই
১০ পাতর
১১ সরস কণ্ঠ ভল রাগ সুনাবহিঁ
১২ সবদ দেহিঁ বানহ সর লাগহিঁ
১৩ মলি মলি
১৪ হাথ
১৫ যে পাতরি

১৪

ছৱো রাগ গাৱহিঁ পাতুরনী ।
ঔ পুনি ছত্তীসো রাগিনী ॥
ঔ কল্যান কান্হরা হোঈ ।
রাগ বিহাগ কেদারা সোঈ ॥
পরভাতী হোই উঠৈ বঁগালা ।
আসাৱরী রাগ গুনমালা ॥
ধনাসিরী ঔ সুহা কীন্হা ।
ভএউ বিলাৱল মারু লীন্হা ॥
রামকলী নট গৌরী গাঈ ।
ধুনি খম্মাচ সো রাগ সুনাঈ ॥
সাম গুজরী পুনি ভল ভাঈ ।
সারগ ঔ বিভাস মুঁহ আঈ ॥
পুরবী সিন্ধী দেস বরারী ।
টোড়ী গোংড সৌঁ ভঈ নিরারী ॥
সবৈ রাগ ঔ রাগিনী সুরৈ অলাপহিঁ উঁচ ।
তহাঁ তীর কহঁ পহুঁচৈ দিষ্টি জহাঁ ন পহুঁচ ॥*

নর্তকীরা ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী গাইতে লাগল। গাইল (ইমন) কল্যাণ এবং কানাড়া রাগ, বেহাগ এবং কেদারা রাগ। প্রভাতী শেষ হলে বঙ্গালা রাগ আরম্ভ হল, ধ্বনিত হল আশাবরী এবং গুণমালা রাগ। গাইল ধানশ্রী এবং সুহী রাগ। বিলাওল এবং মারু রাগও হল। রামকেলী, নট এবং গৌরী রাগ গাওয়া হল। খাম্বাজ রাগও তারা শোনাল। শ্যাম এবং গুর্জরী রাগও বেশ ভালো হল। সারঙ্গ এবং বিভাসও তাদের মুখে ধ্বনিত হল। এছাড়া পুরবী, সিন্ধি, দেশ, বড়ারীও শোনা গেল। টোড়ী রাগ এবং গোণ্ড রাগের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গেল।

সবরকমের রাগ-রাগিণী বেশ উঁচু সুরেই আলাপ করা হল। যেখানে দৃষ্টি পৌছায় না, সেখানে তীর কেমন করে পৌছায়?

* স্তবকটি মাতাপ্রসাদ সংস্করণে নেই।

১৫

জহঁবাঁ[১] সৌহ সাহ কৈ দীঠী।
পাতুরি ফিরত দীহ্নি তহঁ পীঠি[২] ॥
দেখত সাহ সিংঘাসন গূঁজা।
কব লগি মিরিগ চাঁদ তোহি[৩] ভূঁজা ॥
ছাঁড়হি[৪] বান জাহিঁ উপরাহী।
কা তৈঁ গরব করসি ইতরাহী[৫] ॥
বোলত বান লাখ ভএ উঁচে।
কোই কোট কোই পৌরি পহুঁচে ॥
জহাঁগীর কনউজ কর রাজা[৬]।
ওহি ক বান পাতুরি কৈ লাগা[৭] ॥
বাজা বান জাঁঘ তস[৮] নাচা।
জিউ গা সরগ পরা ভুই সাঁচা ॥
উড়সা[৯] নাচ নচনিয়া মারা।
রহসে তুরুক বজাই কৈ[১০] তারা ॥
জো গঢ় সাজৈ লাখ দস কোটি উঠারৈ[১১] কোট।
বাদসাহ জব চাহৈ ছপৈ[১২] ন কোনিউ ওট ॥

সাহ সামনে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, এক নর্তকী নাচতে নাচতে তাঁর দিকে পিছন ফিরল। তা দেখে সাহ সিংহাসনে গর্জে উঠলেন, “আর কতকাল হে মৃগ (নয়না), চাঁদ তোকে ভোগ করবে ? তীর নিক্ষেপ করে আমার সৈন্যরা উপরে যাচ্ছে। কিসের এত ঔদ্ধত্য এবং গর্ব করিস ?” বলতে বলতে লক্ষ বাণ উর্ধ্বে ছুটল, কোনটি লাগল প্রাসাদের গায়ে, কোনটি প্রবেশদ্বারে। কনৌজ-রাজ জাহাঙ্গীরের বাণ গিয়ে লাগল নর্তকীর গায়ে। নৃত্যরত জঙ্ঘায় বাণ বিদ্ধ হল। তার প্রাণ স্বর্গে চলে গেল, শরীর পড়ে রইল ভূমিতে। নর্তকী নিহত হল, নাচ থেমে গেল। উল্লাসে তুর্কি সেনারা হাততালি দিতে লাগল।

কোটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে যদি কেউ দশ লক্ষ উপকরণে কেল্লা সাজায় তবু বাদশাহ যদি (আক্রমণ করতে) চান তাহলে সে নিজেকে কোথাও লুকোতে পারে না।

১ পরিগৈ
২ পতুরিনি নাঁচৈ দিহেঁ জো পীঠী
৩ হার
৪ ছাড়হঁ
৫ গরব কের সির সদা তরাহীঁ
৬ মলিক জহাগির কনউজ রাজা
৭ পাতরি কহ বাজা
৮ জস
৯ উড়সা
১০ বাজি গএ
১১ সঁবারেহি
১২ বচহি

১৬

রাজৈ পৌরি অকাস চঢ়াঈ[১]।
পরা বাঁধ চহুঁ ফের লগাঈ[২] ॥
সেতুবন্ধ জস রাঘব বাঁধা।
পরা ফের ভুই ভার ন কাঁধা ॥
হনুবঁত হোই সব লাগ গোহারূ[৩]।
চহু দিসি ঢোই ঢোই কীহ্ন পহারূ[৪] ॥
সেত ফটিক অস[৫] লাগৈ গঢ়া।
বাঁধ উঠাই চহুঁ গঢ় মঢ়া ॥
খঁড খঁড উপর হোই পঠাউ।
চিত্র অনেক অনেক কটাউ ॥
সীঢ়ী হোতি জাহিঁ বহু ভাঁতী।
জহাঁ চঢ়ৈ হস্তিন কৈ পাঁতী ॥
ভা গরগজ কস[৬] কহত ন আবা।
জনহুঁ উঠাই গগন লেই[৭] লাবা ॥
রাহু লাগ জস চাঁদহি তস গঢ় লাগা বাঁধ[৮]।
সরব আগি অস বরি[৯] রহা ঠাবঁ জাই কো কাঁধ[১০] ॥

রাজা আকাশস্পর্শী করে দুর্গকে ওঠালেন। তখন সুলতানও চারদিক বেষ্টন করে বাঁধ বা বেড় দিলেন। রাঘব যেমন সেতুবন্ধ বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন, তেমনি সেই প্রাকারের ভার যেন ভূমি ধারণ করতে পারছিল না। (সুলতান-) সৈন্যরা হনুমানের ন্যায় তার উপর উঠে জড়ো হল। চারদিক থেকে পাথর এনে তার উপর পাহাড়ের ন্যায় উঁচু করে তুলল। শ্বেত স্ফটিকের ন্যায় তা গঠিত। এইভাবে দুর্গের চারদিক বেষ্টন করে প্রাকার গড়ে উঠল। স্তরে স্তরে তা উঁচু ও সমতল। তাতে অনেক চিত্র এবং খিলান রচিত হল। অনেক প্রকার সিঁড়ি উপর দিকে উঠে গেল, যার উপর দিয়ে হস্তীব্যূহ আরোহণ করতে পারে। এমন সব কামানস্তম্ভ নির্মিত হল যে অবর্ণনীয়। মনে হল যেন সেগুলি উঠে আকাশে উপনীত।

রাহু যেমন চাঁদকে আড়াল করে তেমনি সেই প্রাকার দুর্গকে আচ্ছন্ন করল। সর্বত্র তা আগুনের ন্যায় জ্বলতে লাগল, কে সেখানে যাবার দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারে ?

১ চলাঈ
২ অলাঈ
৩ গুহারা
৪ আবহিঁ চহুঁ দিসি কের পহারা
৫ সব
৬ অস
৭ কই
৮ গঢ়হি লাগ তস বাঁধ
৯ সব দগলীলি ঠাঢ় তা
১০ রহা জাই গঢ় কাঁধ

১৭

রাজসভা সব মতৈ বঈঠী।
দেখি ন জাই মূঁদি গই[১] দীঠী॥
উঠা বাঁধ চহূঁ[২] দিসি[৩] গঢ় বাঁধা।
কীজৈ বেগি ভার জস কাঁধা॥
উপজৈ আগি আগি জস[৪] বোঈ।
অব মত কোই[৫] আন নহিঁ হোঈ॥
ভা তেৱহার জো চাঁচরি জোরী।
খেলি ফাগ অব লাইয় হোরী॥
সমদি[৬] ফাগ মেলিয় সির ধূরী।
কীন্হ জো সাকা চাহিয় পূরী॥
চন্দন অগর মলয়গিরি কাঢ়া।
ঘর ঘর কীন্হ সরা রচি ঠাঢ়া॥
জৌহর কহঁ সাজা রনিরাসূ।
জিন্হ[৭] সত হিয়ে কহাঁ তিন্হ[৮] আঁসূ॥
পুরুষন্হ খড়্গ সঁভারে চন্দন খেররে[৯] দেহ।
মেহরিন্হ সেন্দুর মেলা চহহিঁ[১০] ভঈ জরি খেহ॥

পরামর্শের জন্য সকলে রাজসভায় এসে বসলেন। তাঁরা রাজাকে (রত্নসেনকে) বললেন, "কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্টিতে বাধা পড়ছে। দুর্গের চারদিকে প্রাকার উঠে দুর্গকে অবরোধ করেছে। কাঁধে (যুদ্ধের) যে দায়িত্বভার এসে পড়েছে দ্রুত তার ব্যবস্থা করুন। যেমন আগুন বোনা হয়েছে তেমনি তা জলে উঠেছে, এখন তো আর অন্য কিছু পরামর্শের অবকাশ নেই। যখন সময় ছিল তখন চাঁচর খেলা শুরু করেছিলেন, এখন ফাগ খেলে হোলি খেলা শেষ করুন। এখন বিদায়-ফাগে পরস্পরের কপাল রাঙিয়ে আমাদের কীর্তিকে সম্পূর্ণ করা চাই।" এই বলে মলয়গিরি থেকে চন্দন ও অগুরু নিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে তারা চিতা প্রস্তুত করলেন। এই ভাবে রাণীমহলে জহরব্রতের চিতা সাজানো হল। সত্য যাদের হৃদয়ে বর্তমান, তাদের চোখে আর অশ্রু কোথায়?

পুরুষেরা খড়্গ নিয়ে সজ্জিত হলেন, দেহ চন্দনে চর্চিত করলেন। রমণীরা সিন্দুরে রঞ্জিত হলেন এবং জলে ছাই হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

১ ভৈ ২ তস ৩ সব ৪ জৌঁ ৫ কিএঁ ৬ সমদহু ৭ জেহি ৮ তেহি ৯ খেরৱ ১০ চহিহ্নি

১৮

আঠ বরিস গঢ় ছেংকা রহা[১]।
ধনি সুলতান কি রাজা মহা॥
আই সাহ অঁবরাৱ জো লাএ।
ফরে ঝরে পৈ গঢ় নহিঁ পাএ॥
জৌ[২] তোরৌঁ[৩] তৌ জৌহর হোঈ।
পদমিনি হাথ[৪] চঢ়ৈ[৫] নহিঁ[৬] সোঈ॥
এহি বিধি ঢীল দীন্হ তব[৭] তাঈঁ।
দিল্লী[৮] তৈঁ[৯] অরদাসৈঁ আঈঁ॥
পছিউঁ হেরৱ দীন্হি জো পীঠি।
সো অব চঢ়া সৌঁহ কৈ দীঠী॥
জিন্হ ভুঈ মাথ গগন তেই[১০] লাগা।
থানে উঠে আর সব ভাগা॥
উহাঁ সাহ চিতউর গঢ় ছারা।
ইহাঁ দেস অব[১১] হোই পরাৱা॥
জিন্হ জিন্হ[১২] পন্থ ন তৃন পরত বাঢ়ে বের[১৩] ববুর।
নিসি অঁধিয়ারী জাই[১৪] তব বেগি উঠে জৌ[১৫] সুর॥

আট বছর ধরে দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে রইল। ধন্য সুলতান কিংবা মহান সেই রাজা। সাহ প্রথম এসে যে আম্রশাখা লাগিয়েছিলেন, বড় হয়ে তা থেকে ফল ঝরে পড়ল, তবু তিনি দুর্গ অধিকার করতে পারলেন না। (তিনি ভাবলেন) "যদি দুর্গ ভেঙে ফেলি তাহলে জহরব্রত অনুষ্ঠান হবে; সেই পদ্মিনী আমার করায়ত্ত হবে না।" এই ভেবে তিনি তাঁর শক্তিকে শিথিল করলেন। ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে আর্জি এল। "পশ্চিমে যে মোগলরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তারা পুনরায় সম্মুখবর্তী হয়েছে। যাদের মস্তক মাটিতে অবনত ছিল তাদের মাথা আকাশ ছুঁয়েছে। থানাদাররা সব সেখান থেকে পালিয়ে আসছে। বাদসাহ যদি শুধু চিতোরেই ছায়া দান করেন তাহলে সারা দেশ এখনই পরের হয়ে যাবে।

যে সব পথে আগে তৃণ গজাত না, এখন সেখানে কাঁটাগুল্ম বেড়ে উঠেছে। সূর্য দ্রুত উদিত হলে তবেই রাতের আঁধার ঘোচে।"

১ অহা ২ হঠি ৩ চূরৌঁ ৪ পাৱ ৫ হিএঁ ৬ মতি ৭ তব ৮ ঢীলী ৯ কী ১০ তিন্হ ১১ সব ১২ জেহি জেহি ১৩ বৈরি ১৪ বিহাই ১৫ জব

১

সুনা সাহ আরদাসৈঁ পঢ়ী।
চিন্তা আন আনি চিত্ত[১] চঢ়ী॥
তৌ[২] অগমন মন চীতৈ[৩] কোঈ।
জো আপন চীতা[৪] কিছু হোঈ॥
মন ঝূঠা জিউ হাথ পরাএ।
চিন্তা এক হিয়ে[৫] দুই ঠাঁএ॥
গঢ় সৌঁ অরুঝি জাই তব ছুটৈ[৬]।
হোই মেরার কি সো গঢ় টূটৈ[৭]॥
পাহন কর রিপু পাহন হীরা।
বেধৌঁ রতন পান দেই বীরা॥
সুরজা সেংতী কহা য়হ ভেউ।
পলটি জাহু অব[৮] মানহু[৯] সেউ॥
কহু তোহি[১০] সৌঁ পদমিনি নহিঁ লেউঁ
চূরা কীন্হ ছাঁড়ি গঢ় দেউঁ॥
আপন দেস খাহু সব[১১] ঔ[১২] চন্দেরী লেহু।
সমুদ জো সমদন কীন্হ[১৩] তোহি তে পাঁচৌ নগ দেহু॥

সাহ সেই আর্জি-পাঠ শুনলেন। তাঁর চিত্তে অনেক চিন্তার উদয় হল। তিনি ভাবলেন, "যে চিন্তায় ফললাভ হয় সেই চিন্তাই আগের থেকে করা উচিত। মতিভ্রম হলে জীবনও পরের হাতে চলে যায়, বিশেষত: অন্তরে যদি চিন্তার দ্বিধা থাকে। এই দুর্গের সঙ্গে যে বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি তা খুলবে, হয় সন্ধিতে নয় দুর্গ পতনে। হীরেই হীরের শত্রু। আমি পানের খিলি দিয়েই এই রত্নকে বিদ্ধ করব।" সরজাকে তিনি এই গোপন পরিকল্পনা জানিয়ে বললেন, "যাও, এখনই ফিরে গিয়ে আমার আজ্ঞা জানাও।" তাঁকে গিয়ে বল, "আমি পদ্মিনী নেব না। চূর্ণ দুর্গও আমি ছেড়ে দেব।"

"নিজের দেশ আপনি ভোগ করুন; তাছাড়া চন্দেরীও নিন। কেবল যৌতুকস্বরূপ সমুদ্র আপনাকে যে পঞ্চরত্ন দান করেছে সেগুলি আমাকে দিন।"

১ জিয় ৪ চিন্তা ৭ টূটা ১০ তো ১৩ সমদন সমুঁদ জো কীন্হ
২ তব ৫ ভএ ৮ জৌঁ ১১ ভা নিশ্চল
৩ চিন্তৈ ৬ ছূটা ৯ মানৈ ১২ ঔরু

২

সরজা পলটি সিংঘ চঢ়ি গাজা।
অজ্ঞা জাই কহী জহঁ রাজা॥
কবহূঁ[১] হিয়ে সমুঝু রে রাজা।
বাদসাহ[২] সৌঁ জূঝ ন ছাজা॥
জেহি কৈ দেহরী[৩] পৃথিবী সেঈ।
চহৈ তৌ মারৈ ঔ জিউ লেঈ[৪]॥
পিঞ্জর মাহঁ তোহি[৫] কীন্হ পরেরা।
গঢ়পতি সোই বাঁচৈ কৈ সেরা॥
জৌ[৬] লগি জীভ অহৈ মুখ তোরে।
সঁররি[৭] উঘেলু বিনয় কর জোরে॥
পুনি জো জীভ পকরি জিউ লেঈ
কো খোলৈ কো বোলৈ দেঈ॥
আগে জস হমীর মৈমন্তা[৮]।
জো তস করসি তোর ভা অন্তা॥
দেখু কালহি গঢ় টূটৈ[৯] রাজ ওহী কর হোই।
করু সেরা সির নাই কৈ ঘর ন ঘালু বুধি খোই

সরজা সিংহে চড়ে গর্জন করতে করতে চলল। যেখানে রাজা রয়েছেন সেখানে গিয়ে আজ্ঞা জানাল। (বলল) "হে রাজা, যে কোন ভাবেই হোক এখন হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে তো যে বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করা শোভন নয়। পৃথিবী যাঁর দেহলি হয়ে সেবার আকাঙ্ক্ষা করে তিনি ইচ্ছে করলেই হত্যা করে আপনার জীবন নিতে পারেন। তিনি আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় পরিণত করেছেন। অন্যান্য দুর্গপতিরা তাঁকে সেবা করে বেঁচেছেন। যদি আপনার জিভ মুখের ভিতর থাকে তাহলে তার সুব্যবহার করে করজোড়ে (বাদশাহকে) বিনয় দেখান। নচেৎ যদি তিনি জিভ টেনে ধরে আপনার প্রাণ নেন, তখন কে আপনাকে বাঁচাবে? কে বাকশক্তি ফিরিয়ে দেবে? এর আগে মদমত্ত হাম্বীরের (রণথম্বোর রাজার) যে দশা হয়েছিল, এমন করলে আপনারও সেই অবস্থা হবে।

দেখবেন, কালই এই দুর্গ ধ্বংস হবে, এই রাজ্য হবে ওঁর। মাথা নুইয়ে ওঁর সেবা করুন, বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে না।

১ অবহূঁ ৩ আকরি ধরী ৫ পঁররি ৯ টূটহি
২ পাতসাহি ৪ দেঈ ৬ জব মত মংতা

৩

সরজা জো[১] হমীর অস[২] তাকা[৩]।
ঔর নিবাহি[৪] বাঁধি গা[৫] সাকা॥
হৌঁ সক-বন্ধী ওহি অস নাহীঁ[৬]।
হৌঁ সো ভোজ বিক্রম উপরাহীঁ॥
বরিস সাঠ লগি[৭] সাঁঠি[৮] ন খাঁগা।
পান পহার চুরৈ বিনু মাঁগা॥
তেহি উপর জো পৈ গঢ় টূটা।
সত সকবন্ধী কের ন ছুটা॥
সোরহ লাখ কুঁবর হৈঁ মোরে।
পরহিঁ পতঁগ জস দীপ-অঁজোরে॥
জেহি[৯] দিন চাঁচরি চাহৌঁ জোরী।
সমদৌঁ ফাগু লাই কৈ হোরী॥
জো নিসি বীচ ডরৈ নহিঁ কোঈ[১০]।
দেখু তো কাল্হি কাহ দহুঁ হোঈ[১১]॥
অবহীঁ জৌহর সাজি কৈ কীন্হ চহৌঁ উজিয়ার।
হোরী খেলৌঁ রন কঠিন[১২] কোই সমেটৈ ছার॥

(রাজা বললেন,) ওহে সরজা, যদি তিনি কাউকে হাম্বীরতুল্য ভেবে থাকেন তবে যেন তার সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করেন। আমি যথার্থই শক্তি রাখি, আমি হাম্বীরের মতো নই। আমি ভোজরাজ এবং রাজা বিক্রমাদিত্যেরও উপরে। আগামী ষাট বছরেও আমার ভাণ্ডার কমবে না। না চাইতেই পাহাড় থেকে জল ঝরছে। এ সত্ত্বেও যদি দুর্গের পতন হয়, তথাপি শক্তিমানের সত্য ক্ষুণ্ণ হবে না। আমার আছে যোল লক্ষ রাজকুমার। প্রদীপ শিখায় পতঙ্গবৎ তারা (রণক্ষেত্রে) ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। যে দিন চাঁচরী উৎসব শুরু করতে চাই সে দিনই বিদায়ী-ফাগ নিয়ে হোলি খেলার জন্য প্রস্তুত হব। যদি আজই শেষ রজনী হয়, কেউ যেন না ভয় পায়। দেখ, কাল কি হয়।

এখনই জহরব্রত অনুষ্ঠান করে চতুর্দিক উজ্জ্বল করে তুলব। কঠোর যুদ্ধের যে হোলি খেলব, তারপর কেউ আমার ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করবে। (অর্থাৎ আমাকে জীবন্ত অবস্থায় পাবে না)।

১ জস
২ মন
৩ থাকা
৪ নিবাহেসি
৫ আপন
৬ ওহি অস হোঁ সকবংধী নাহীঁ
৭ লহি
৮ অন্ন
৯ তেহি
১০ দেহ কৈ ঘরনি জো রাখৈ জীউ
১১ সো কস আপুহি কহি সক পীউ
১২ ফাগু গএ হোরী বুঝে

৪

অনু রাজা সো জরৈ নিআনা।
বাদসাহ[১] কৈ সেব ন মানা॥
বহুতন্হ অস গঢ় কীন্হ সজবনা।
অন্ত ভঈ লঙ্কা জস[২] রাবনা॥
জেহি দিন বহ[৩] ছেঁকৈ গঢ় ঘাটী।
হোই অন্ন ওহী দিন মাটী[৪]॥
তূ জানসি জল চুরৈ পহারূ।
সো রোবৈ মন সঁবরি সঁঘারূ॥
সূতহি সূত সঁবরি[৫] গঢ় রোবা।
কস হোইহি জো হোইহি ঢোবা॥
সঁবরি পহার সো ঢারৈ আঁসূ।
পৈ তেহি সূঝ ন আপন নাসূ॥
আজু কাল্হি চাহৈ গঢ় টূটা।
অবহুঁ মানু জো চাহসি ছূটা॥
হৈঁ[৬] জো পাঁচ নগ তো পহঁ[৭] লেই পাঁচৌ কহ[৮] ভেঁট।
মকু সো এক গুন মানৈ সব ঐ গুন[৯] ধরি মেট[১০]॥

(সরজা বলল,) হে রাজা, যে জন বাদশাহের আনুগত্য না করে, পরিণামে সে দগ্ধ হয়। এর আগে অনেকেই দুর্গকে যুদ্ধসাজে সাজিয়েছিল, কিন্তু শেষে রাবণের লঙ্কাপুরীর মতো অবস্থা হল। যে দিন থেকে বাদশাহ এই দুর্গ অবরোধ করেছেন সেদিন থেকে আপনার অন্ন মাটি হয়েছে। আপনি যে ভাবছেন পাহাড় থেকে জল ঝরছে, আসলে তা হল আপনার আসন্ন সংহারের কথা চিন্তা করে পাহাড়ের কান্না। এই কেল্লার প্রতিটি পাথর এই ভেবে কাঁদছে যে যখন দুর্গ লুণ্ঠিত হবে তখন কি হবে? যা ভেবে পাহাড় পর্যন্ত অশ্রুপাত করছে, আপনি আপনার সেই সর্বনাশের কথা চিন্তা করছেন না? আজ অথবা কাল এ দুর্গ ধ্বংস হবেই, যদি পরিত্রাণ চান তাহলে এখনও বশ্যতা স্বীকার করুন।

আপনার কাছে যে পঞ্চরত্ন আছে সেগুলি নিয়ে এসে (সুলতানকে) উপহার দিন। এমন হতে পারে যে আপনার এক গুণের কথা ভেবে অন্য সব দোষ তিনি মুছে ফেলতে পারেন।"

১ পাতসাহি
২ কে
৩ ওই
৪ ভএউ অন্ন তেহি দিন সব মাঁটী
৫ ঐস
৬ হহিঁ
৭ সিউঁ
৮ কহঁ
৯ ঔগুন
১০ ভেঁট

৫

অস্ সরজা কো মেটৈ পারা।
বাদসাহ[১] বড় অহৈ[২] তুম্হারা[৩]॥
ঐগুন[৪] মেটি সকৈ পুনি সোঈ।
ঔ[৫] জো কীন্হ চহৈ সো হোঈ॥
নগ পাঁচৌ দেই[৬] দেউঁ ভঁডারা।
ইসকন্দর সৌ বাঁচৈ দারা॥
জৌ য়হ বচন ত[৭] মাঁথে মোরে।
সেৱা করৌঁ ঠাঢ় কর জোরে॥
পৈ বিনু[৮] সপথ ন অস মন মানা।
সপথ[৯] বোল বাচা[১০] পরৱাঁনা॥
খণ্ড জো গরুঅ লীন্হ[১১] জগ ভারূ।
তেহি ক বোল নহিঁ[১২] টরৈ পহারূ॥
নার জো[১৩] মাঁঝ ভার[১৪] হুঁত গীৱা।
সরজৈ কহা মন্দ ৱহ[১৫] জীৱা॥
সরজৈ সপথ কীন্হ ছল বৈনহি মীঠৈ মীঠ।
রাজা কর মন মানা মানা[১৬] তুরত বসীঠ॥

(রাজা বললেন,) হে সরজা, কে অস্বীকার করতে পারে যে তোমাদের বাদসাহ শক্তিমান? তিনি যেমন দোষ উপেক্ষা করতে সক্ষম তেমনি তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। আমার ভাণ্ডার থেকে পঞ্চরত্ন দিয়ে দেব; এইভাবে সেকেন্দারের হাত থেকে দারা পরিত্রাণ পাবে। তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য। করজোড়ে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর সেবা করব। কিন্তু শপথ ছাড়া আমার মন মানছে না, শপথ উচ্চারণই কথার পরোয়ানা। যিনি জগতের গুরুভার বহন করছেন, তাঁরও কথায় পর্বত টলে না।" সরজা বলল, "যে মধ্যপথে ঘাড় থেকে (দায়িত্ব) ভার নামায় সে অতি অধম।"

সরজা মিষ্টি মিষ্টি কথায় শপথ করল। রাজার মন ভুলে গেল, তিনি সরজাকেই পরামর্শদাতা বলে গ্রহণ করলেন।

১ পাতসাহি
২ আহি
৩ হমারা
৪ ঔগুন
৫ ঔরু
৬ ঔ
৭ তৌ
৮ বিধু
৯ সপথ ক
১০ বচা
১১ লেহিঁ
১২ তাকর বোল ন
১৩ নাহ্ ত
১৪ ভঁৱর
১৫ ম্রত
১৬ সাথে

হংস কনক পীঞ্জর হুঁত[১] আনা।
ঔ অমৃত নগ পরস-পখানা॥
ঔ সোনহার[২] সোন কে ডাঁড়ী।
সারদূল রূপে কে[৩] কাঁড়ী॥
সো বসীঠ সরজা লেই আৱা[৪]।
বাদসাহ কহঁ আনি মেরাৱা[৫]॥
এ জগসূর ভূমি[৬] উজিয়ারে।
বিনতী করহিঁ কাগ মসি-কারে॥
বড় পরতাপ তোর জগ তপা।
নৱৌ খণ্ড তেহি কো নহিঁ[৭] ছপা॥
কোহ ছোহ দুনৌ তোহি পাহাঁ।
মারসি ধূপ জিয়াৱসি ছাহাঁ॥
জৌ মন সূর[৮] চাঁদ সৌ রূসা।
গহন গরাসা পরা মঁজূসা॥
ভোর হোই জৌ লাগৈ উঠহিঁ রোর কৈ কাগ।
মসি ছূটৈ সব রৈনি কৈ কাগহি[৯] কের[১০] অভাগ॥

স্বর্ণপিঞ্জর থেকে হংসকে আনা হল। আর আনা হল অমৃত এবং পরশমণি। এ ছাড়া সোনার দাঁড় থেকে সমুদ্রপক্ষী, রূপোর খাঁচা থেকে শার্দ্দূল। রাজদূত সরজা এই সব নিয়ে বাদশাহের কাছে উপহার দিল। বলল, "হে জগতের সূর্য এবং পৃথিবীর আলো! মসীকৃষ্ণ কাক আপনাকে নিবেদন করছে। আপনার প্রতাপে জগৎ উত্তপ্ত। এই নয় খণ্ড ধরণীতে কেউই আপনার নয়নের অগোচর নয়। ক্রোধ এবং ক্ষমা দুইই আপনাকে সাজে। (ক্রোধের) রৌদ্রে পুড়িয়ে মেরে আবার (করুণার) ছায়া দিয়ে বাঁচান। সূর্য যদি চাঁদের প্রতি অন্তরে ক্রুদ্ধ হন তাহলে গ্রহণ গ্রাসে চাঁদ মঞ্জুষায় ঢাকা পড়ে যায়।

যখন ভোর হয়ে আসে তখন কাক উড়তে উড়তে এই বলে আর্তনাদ করে, "রাতের কালিমা ঘুচে গেল, কিন্তু হায়, কাকের দুর্ভাগ্য ঘুচল না।"

১ হুতি
২ সোনহা
৩ কৌ
৪ বসিঠ দীন্হ সরজা লৈ আএ
৫ পাতসাহি পহঁ আনি মিলাএ
৬ পুহমি
৭ কোই
৮ সুরুজ
৯ কাগা
১০ কাইঁ

৭

করি[১] বিনতী অজ্ঞা অস[২] পাঈ।
কাগছ কৈ মসি আপুহি লাঈ[৩]॥
পহিলেহি ধনুষ নবৈ জব লাগে।
কাগ ন টিকৈ[৪] দেখি সব ভাগে॥
অবহুঁ তে[৫] সর সৌহেঁ[৬] হোহীঁ।
দেখৈঁ ধনুক চলহিঁ ফিরি ত্যোহীঁ[৭]॥
তিন্হ কাগন্হ কৈ কৌন বসীঠি।
জো মুখ ফেরি চলহিঁ দেই পীঠি॥
জো সর সৌঁহ হোহিঁ সংগ্রামা[৮]।
কিত বগ হোংহি[৯] সেত[১০] বৈ[১১] সামা॥
করৈ ন আপন উজর[১২] কেসা।
ফিরি ফিরি কহৈ[১৩] পরাব সঁদেসা॥
কাগ নাগ এ দূনৌ বাঁকে।
অপনে চলত সাম বৈ[১৪] আঁকে॥
কৈসেহু[১৫] জাই ন মেটা ভএউ[১৬] সাম তিন্হ অঙ্গ[১৭]।
সহসবার জো ধোবা তবহুঁ ন গা বহ রঙ্গ[১৮]॥

আনুগত্যের পর সরজা এই রাজনির্দেশ পেল, "তুমি স্বয়ং কাক বলে তাঁকে কলঙ্কিত করছ। প্রথমেই যখন কোনো কাককে ধনুক নুইয়ে তাক করা হয়, তখনই শর উদ্যত দেখে কাক পলায়ন করে। কিন্তু এখনও তাঁর (রাজার) দিকে যদি তীর লক্ষ্য করা হয়, ধনুক দেখেই তিনি (যুদ্ধের জন্য) ফিরে দাঁড়ান। যে কাক ভয়ে মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তার সঙ্গে আবার সন্ধির কি প্রয়োজন? কিন্তু যে সংগ্রামে তীরের সম্মুখীন হয়, সে তো সাদা বক, সে কেমন করে কালো কাক হয়? তুমি নিজের চুলকে ইচ্ছে করলেই সাদা করতে পারো না। তুমি যে সংবাদ এনেছ তাকে ক্রমশঃ ধাঁধা করে তুলছ। কাক এবং সাপ দুইই বঙ্কিম (কুটিল)। নিজের স্বভাবেই তারা কলুষিত।

যার শরীর কালো, কিছুতেই তার রঙ মোছা যায় না। সহস্রবার ধুলেও সেই কালিমা ঘোচে না।

১ কৈ
২ অসি
৩ কাগহ সৈঁ আপুহিঁ মসি লাঈ
৪ নএ
৫ তোঁহ
৬ সোঁহ ন
৭ ওহাঁ
৮ জোঁ ওহি সর সোঁ হোত সংগ্রামা
৯ সেত
১০ হোত
১১ ওই
১২ উজিয়র
১৩ করহিঁ
১৪ ভৈ
১৫ অব কৈসেহুঁ মসি
১৬ তে জো
১৭ ওই অংক
১৮ তবহ গঙ্গদহি পংক

৮

অব সেবা জোঁ আই জোহারে।
অবহুঁ দেখু[১] সেত কী কারে॥
কহৌ জাই জোঁ সাঁচ ন ডরনা।
জহবাঁ সরন নাহিঁ তহঁ মরনা॥
কাল্হি আব গঢ় উপর ভানু।
জোঁ রে ধনুক সৌহঁ হোই[২] বানু॥
পান বসীঠ[৩] ময়া করি[৪] পাবা[৫]।
লীন্হ পান রাজা পহঁ আবা[৬]॥
জস হম ভেঁঠ কীন্হ গা কোহু।
সেবা মাঁঝ[৭] প্রীতি ঔ ছোহু॥
কাল্হি সাহ গঢ় দেখৈ আবা।
সেবা করহু জৈস মন ভাবা॥
গুন সৌ চলৈ জো[৮] বোহিত বোঝা।
জহবাঁ ধনুক বান তহঁ সোঝা॥
ভা আয়সু অস রাজঘর[৯] বেগি দৈ[১০] করহু রসোই।
ঐস[১১] সুরস[১২] রস মেরবহু জেহি সৌ প্রীতি-রস হোই॥

"এখন রাজা যে আমার প্রতি সেবা ও আনুগত্য দেখাতে প্রস্তুত হয়েছেন এতেই দেখতে পাবে (তাঁর মন) সাদা না কালো। গিয়ে তাঁকে সত্য করে বল, কোন ভয় নেই। যেখানে শরণ, সেখানে মরণ নেই। আগামীকাল দুর্গে সূর্যের (বাদশাহের) আবির্ভাব হবে। যে (বিশ্বাসঘাতকতা করে) ধনুক উঠাবে, সে-ই বাণবিদ্ধ হবে।" রাজদূত সরজা বাদশাহের কাছ থেকে যে পান ভিক্ষা পেল, সেই পান নিয়ে সে রাজার কাছে এল। সে বলল, "বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর ক্রোধ দূর করলাম। সেবার মধ্যেই আছে প্রীতি এবং ক্ষমা। কালই বাদশাহ কেল্লা পরিদর্শনে আসবেন। তিনি যাতে খুশী হন সেভাবে তাঁর সেবা করুন। গুণের টানে বোঝা নিয়েও নৌকো চলতে পারে। কিন্তু ধনুক যেখানে উদ্যত, সেখানে সোজাসুজি বাণ এসে বেঁধে।"

রাজ-অন্তঃপুরে এই আদেশ ঘোষিত হল, "দ্রুত রান্না চাপাও এবং তা এমনই সুস্বাদু কর যাতে তার (সুলতানের) প্রীতিরস উ

১ দেখোঁ
২ হিয়
৩ বসিঠন্হ পান
৪ কে
৫ পাএ
৬ আএ
৭ মঁঝ
৮ সো
৯ রাজা কর
১০ বেগিহি
১১ তস
১২ সুসার
১৩ রে

১

ছাগর মেঁঢ়া বড় ঔ ছোটে।
ধরি ধরি আনে জহঁ লগি মোটে॥
হরিন রোঝ লগুনা বন বসে।
চীতর গোইন ঝাঁখ ঔ সসে॥
তীতর বটঈ লবা ন বাঁচে।
সারস কুঞ্জ পুছারি জো নাচে॥
ধরে পরেবা পণ্ডুক হেরী।
খেহা গুড়রু ঔর[1] বগেরী॥
হারিল চরগ চাহ[1] বঁদি পরে।
বন কুক্কুট জল কুক্কুট ধরে॥
চকঈ চকবা ঔর[1] পিদারে।
নকটা লেদী সোন সলারে॥
মোট বড়ে সো টোই টোই ধরে।
উবর দূবর খুরুক ন চরে॥
কণ্ঠ পরী জব ছুরী রকত ঢরা হোই আঁসু।
কিত[4] আপন তন পোখা ভখা[5] পরারা মাঁসু॥

ছোট বড় ছাগল এবং ভেড়া, মোটা মোটা যত ছিল সব ধরে ধরে আনা হল। হরিণ, নীলগাই, লগ্নমৃগ, চিতল (হরিণ), গোইন (মৃগ), সম্বর এবং খরগোশ এল। তিত্তির, বটোই এবং লয়া পাখীও ছাড়া পেল না। কূজনরত সারস এবং নৃত্যশীল ময়ূর, পায়রা এবং ঘুঘুকেও ধরা হল। ধরা পড়ল খেহা, গুড়রু এবং ভরদ্বাজ পাখী। হরিয়াল, চরগ এবং চাহা পাখী বাঁধা পড়ল। বনমোরগ এবং জলমোরগও ধরা পড়ল। চক্রবাক, চক্রবাকী এবং পিদারপাখী, নকটা, জলহংস, রাজহংসী এবং কলহংস (সব নিয়ে আসা হল)। মোটা এবং বড় দেখে সেই সব শিকার ধরা হল। রুগ্ন এবং দুর্বল যারা তারা নিঃশঙ্কভাবে চরতে লাগল।

এদের গলায় যখন ছুরি বসল, অশ্রু হয়ে যেন রক্ত ঝরতে লাগল। (এরা যেন বলতে লাগল) "অপরের মাংস খেয়ে কেন তোমরা নিজের দেহকে পোষণ কর ?"

১ উঁমর ২ আহ ৩ কেংব ৪ কৈ ৫ সো

২

ধরে মাছ[1] পঢ়িনা ঔ রোহু।
ধীভর মারত করৈ ন ছোহু॥
সিধরী[2] সৌরি[3] ধরী জল গাঢ়ে[4]।
টেঙ্গর[5] টোই[6] টোই সব কাঢ়ে॥
সীঙ্গী মাকুর[7] বিনি সব ধরী।
পথরী[8] বহুত[9] বাঁব বনগরী[10]॥
মারে চরখ ঔ চালহ পিয়াসী[11]।
জল তজী কহাঁ জাহি[12] জলবাসী॥
মন হোই মীন চরা সুখ-চারা।
পরা জাল কো দুখ নিরুবারা॥
মাটী খায় মচ্ছ নহিঁ বাঁচে।
বাঁচহিঁ কাহ[13] ভোগ-সুখ-রাঁচে॥
মারৈ কহঁ সব অস কৈ পালে।
কো উবার তেহি[14] সরবর ঘালে॥
এহি দুখ কাঁটহিঁ সারি কৈ[15] রকত ন রাখা দেহ
পন্থ ভুলাই আই জল বাঝে ঝূঠে জগত সনেহ॥

রুই প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রসিদ্ধ মাছ ধরা হল। জেলেরা এদের মারতে গিয়ে কোন দয়া দেখাল না। সিধরী, সৌরি প্রভৃতি গভীর জলের মাছকে ধরা হল। টেংরা মাছ টোপ দিয়ে দিয়ে তোলা হল। সিঙি এবং মাগুর বেছে বেছে সব ধরা হল, ধরা পড়ল অনেক পথরী, বাঁব এবং বনগীর। চরখ, চালহা এবং পিয়াসী মাছ মারা পড়ল। জলের জীব জল ছাড়া কেমন করে টিকবে ? মীনের ন্যায় মনও সুখের খাবার খেয়ে বেড়ায়, কিন্তু অপরের জালে ধরা পড়লে, কে তাকে দুঃখ থেকে নিবৃত্ত করবে ? যে মাছ মাটি খেয়ে থাকে সেও যেখানে বাঁচে না, সেখানে যে মাছ ভোগ সুখে প্রবৃত্ত সে কেমন করে বাঁচে ? এদের হত্যা করার জন্যই পালন করা হয়। সরোবরে (পৃথিবীতে) যাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার আর উদ্ধার কোথায় ?

এই দুঃখে এদের দেহে কাঁটার সারি দিয়ে বিধাতা এদের শরীরকে রক্তহীন করেছেন। জগতের মায়ায় পথ ভুলে তাই মাছেরা জলের মধ্যে অনবরত ঝাই দেয়।

১ মংছ ৪ বাঢ়ে মঁগুরা ১০ বেগরে ১৩ কা জো
২ সংধ ৫ টেংগনি নম্বিয়া ১১ পরহাসী ১৪ এহি
৩ সিজংধ ৬ মোই তোখ ১২ জাই ১৫ কৈ অওঝন

৩

দেখত গোহুঁ কর হিয় ফাটা।
আনে তহাঁ হোব জহঁ আটা॥
তব পীসে জব পহিলে[১] ধোএ।
কাপর ছানি মাঁড়ে ভল পোএ॥
চঢ়ী করাহী[২] পাকহিঁ পুরী।
মুখ মহঁ পরত হোহি সো চুরী[৩]॥
জানহুঁ তপত সেত ঔ উজরী[৪]।
নৈনূ[৫] চাহি অধিক রৈ কোঁবরী॥
মুখ মেলত খন জাহিঁ বিলাঈ।
সহস সৱাদ সো পাৱ জো খাঈ॥
লুচুঈ পোই পোই ঘিউ-মেঈ[৬]।
পাছে ছানি[৭] খাঁড় রস[৮] মেঈ[৯]॥
পুরি সোহারী কর ঘিউ চূৱা।
ছুৱত বিলাঈ ডরহু কো ছূৱা॥
কহি ন জাহিঁ মিঠাঈ কহত মীঠ সুঠি বাত।
খাত অঘাত ন কোঈ হিয়রা জাত সেরাত[১০]॥

দেখে (শুনে) গমের হৃদয় ফেটে গেল। (বলল) "আমাকে আটা করার জন্যে এখানে আনা হল।" প্রথমে ধুয়ে পরে পেষণ করা হল। তারপর কাপড়ে ভাল করে ছেঁকে লেচি করা হল। অতঃপর কড়াইতে চড়িয়ে এমন পুরি বানান হল যে মুখে পড়তেই তা গুঁড়িয়ে গেল। গরম গরম উজ্জ্বল সাদা সেই পুরি যেন মাখনের চেয়েও আরও নরম। মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যায়, যে খায় সে হাজার গুণ স্বাদ পায়। ঘিয়ের ময়েন দেওয়া সেই সব লুচি আবার চিনির রসে ভেজানো; সেই পুরী এবং সোহারী থেকে ঘি চুঁইয়ে পড়ে,—ছুঁলেই মিলিয়ে যাবে এই ভয়ে কে ছুঁতে পারে?

এদের মিষ্টতা অবর্ণনীয়, বর্ণনা করতে গেলে কথাও মিষ্টি হয়ে যায়। এ খেয়ে কারোরই কষ্ট হয় না, হৃদয় শীতল হয়ে যায়।

১ পহিলহিঁ
২ কস্নিল চঢ়ে তহঁ
৩ মূঁঠিহি মাঁহ রহহিঁ সোঁ চূরী
৪ জানহুঁ সেত পীত উজরী
৫ নৈনূ
৬ লুচুঈ পোয় পাঁয় সো ভেঈ
৭ চহী
৮ সো
৯ ভেঈ
১০ জেঁৱত নাহি অঘাই কোই হিয় বঢ় জাই সিরাত

৪

চঢ়ে জো[১] চাউর বরনি ন জাহিঁ।
বরন বরন সব সুগঁধ বসাহীঁ॥
রায় ভোগ ঔ কাজর-রানী।
ঝিনৱা রুদরা দাউদখানী॥
বাসমতী কজরী রতনারী[২]।
মধুকর ঢেলা[৩] ঝীনা[৪] সারী॥
ঘিউঁ কাঁদো ঔ কুঁৱর বিলাসূ।
রামবাস আৱৈ অতি বাসূ॥
লেঁাগচূর লাচী অতি বাঁকে[৫]।
সোনখরীকা কপুরা পাকে[৬]।
কোরহন[৭] বড়হন জড়হন মিলা॥
ঔ সংসার তিলক খঁড়রিলা॥
ধনিয়া দেৱল ঔর অজানা[৮]।
কহঁ লগি বরনৌঁ জাৱত ধানা[৯]॥
সোংধে[১০] সহস বরন অস সুগঁধ বাসনা ছূটি।
মধুকর পুহুপ জো[১১] বন রহে[১২] আই পরে সব টূটি॥

কতরকম চাল যে চড়ানো হল তা বর্ণনা করা যায় না। বিচিত্র বর্ণের সুগন্ধী সব চাল। রাজভোগ এবং কাজর রাণী চাল, ঝিনোয়া, রুদোয়া এবং দাদখানী চাল। বাসমতী, কজরী, রতনারী চাল। মধুকর, ঢেলা এবং ঝীনাসারী চাল। ঘিউ কাদো ও কুয়ঁর বিলাস চাল, এবং অতি সুগন্ধময় রামবাস চাল এল। লবঙ্গচূর এবং লাচীর ন্যায় অতিশয় সুন্দর চাল, সোনখরিকা এবং কপূরার মতো সুসিদ্ধ চাল। কোরহন, বড়হন, জড়হন জাতীয় চালও আনা হল। আর এল সংসার-তিলক এবং খড়বিলা চাল। ধনিয়া, দেওল এবং আরও অজানা সব চাল। কেমন করে বর্ণনা করব আরও কত সব বিচিত্র চাল।

হাজার রকমের বিচিত্র বর্ণের সব চাল থেকে এমন সুগন্ধ বের হতে লাগল, যে, ফুলের বনে যে মৌমাছিরা ছিল তারা সব এসে এর ওপর পড়ল।

১ সীঝহিঁ
২ কপূরকাংত লেংজুরি রতনারি
৩ ঢেঁকলা
৪ ঝাঁরা
৫ কহিঅ সো সোংধে লাঁবে বাঁকে
৬ সঙুনী বেগরা পঢ়িনী পাকে
৭ গড়হন
৮ রামহংস ও হংসা ভোঁরা
৯ কপমংজরী কেতুকা বকোঁরী
১০ সোঁরও
১১ সো
১২ পরিমরে

৫

নিরমল[১] মাঁসু অনূপ বঘারা[২]।
তেহি[৩] কে অব বরনৌঁ পরকারা
কটরা কটরা মিলা সুবাসূ।
সীঝা অনবন ভাঁতি গরাসূ॥
বহুতৈ সোংধে ঘিউ[৪] মহঁ তরে[৫]।
কস্তূরী কেসর সৌঁ ভরে[৬]
সেংধা লোন পরা সব হাঁড়ী।
কাটী কংদমূর কৈ আঁড়ী॥
সোআ সৌঁফ উতারে ধনা।
তিন্হ[৭] তেঁ অধিক আব বাসনা॥
পানি উতারহিঁ তাকহিঁ তাকা[৮]।
ঘীউ[৯] পরেহ মাহিঁ[১০] সব[১১] পাকা॥
ঔ[১২] লীন্হেঁ[১৩] মাঁসুন্হ কে খংডা।
লাগে চুরৈ সো বড় বড় হংডা॥
ছাগর বহুত সমূঁচী ধরী সরাগন্হ ভূঁজি।
জৌ অস জেংবন জেংবৈ উঠৈ সিংঘ অস গূঁজি॥

বিশুদ্ধ মাংসের অতুলনীয় রান্না হল, এখন তারই প্রকার বিধি বর্ণনা করব। কেটে বেঁটে তার সঙ্গে সুগন্ধ মেশানো হল। গ্রাসের উপযুক্ত করে চমৎকার সেদ্ধ করা হল। ঘি দিয়ে অনেক রকমের মশলা ভাজা হল। তাতে দেওয়া হল কস্তুরী এবং জাফরান (কেসর)। সব হাঁড়িতে সৈন্ধব এবং লবণ পড়ল। কন্দমূল বা আদা কেটে দেওয়া হল। ছড়ানো হল ধনে ও রাঁধুনি, এদের গন্ধ খুব উগ্র। জল সরিয়ে বা ঝোল মেরে রন্ধন পাত্রগুলি পরীক্ষা করা হল। অতঃপর ঘি এবং ক্বাথে সব পাক হল। এর মধ্যে মাংসখণ্ডগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বড় বড় হাণ্ডায় তার মধ্যে মাংস সিদ্ধ হতে লাগল।

অনেক ছাগলের মাংস সিক দিয়ে গেঁথে আগুনে ঝলসানো হল। এই মাংস কেউ আহার করলে সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠবে।

১ সিরমল
২ পথারা
৩ তিন্হ
৪ ঘিরিত
৫ বঘারা
৬ ও তই পুংকুই পীসি উতারা
৭ তেহি
৮ টাকহি টাকা
৯ ঘিরিত
১০ রহা
১১ তস
১২ ঔর
১৩ কীন্হ

৬

ভূঁজি সমোসা ঘিউ মহঁ কাঢ়ে।
লৌংগ মরিচ[১] জিন্হ ভীতর ঠাঢ়ে[১]॥
ঔর[২] মাঁসু জো অনবন[৩] বাঁটা।
ভএ[৪] ফর ফূল আম ঔ ভাঁটা॥
নারংগ দারিউঁ তুরংজ জংভীরা।
ঔ হিংদুবানা বালম খীরা॥
কটহর বড়হর নেউ সঁবারে।
নরিয়র দাখ খজুর ছোহারে॥
ঔ জারত জো খজহজা হোহীঁ।
জো জেহি বরন সবাদ সো ওহীঁ॥
সিরকা ভেই কাঢ়ি জনু[৫] আনে।
কবঁল জো কীন্হ রহে[৬] বিগসানে॥
কান্হ মসেররা[৭] সীঝি[৮] রসোঈ।
জো কিছু সবৈ মাঁসু সৌঁ[৯] হোঈ॥
বারী আই পুকারেসি[১০] লীন্হ সবৈ করি ছূঁছ।
সব রস লীন্হ রসোঈ কো অব মোকহঁ পূছ॥

ঘিয়ের মধ্যে সিঙাড়া দিয়ে ভেজে তোলা হল। তার ভিতরে রইল গোটা গোটা লবঙ্গ এবং গোল মরিচ। এ ছাড়া মাংস দিয়ে নানা আকারের বরফি তৈরী হল, সেগুলি ফল ফুল আম ও বেগুন আকৃতির। কোনোটি কমলালেবু, দাড়িম্ব, বাতাবী লেবু এবং পাতি লেবু। এছাড়া তরমুজ এবং সাদা শসা জাতীয়। কাঁটাল ও বড়হর আকারে কোনো কোনোটি নির্মিত। কোনোগুলি আবার নারকেল, আঙুর এবং খেজুর আকৃতির। যত রকমের ফল সবই আছে। যে ফলের যেমন বর্ণ এবং স্বাদ ঠিক তেমনিভাবে এগুলি নির্মিত। যেন মনে হচ্ছে সিরকায় ডুবিয়ে তাদের সদ্য আনা হয়েছে, (খাদ্যকে সাজিয়ে) পদ্মাকৃতি করা হল কিন্তু তা অবিকশিত রইল। এইভাবে সিদ্ধ মাংসের রান্নাগুলো সাজানো হল। যা কিছু খাবার সবই মাংস নির্মিত।

মালিনী এসে চিৎকার করে বলছে, "এরা সব কিছু নিয়ে নিঃস্ব করে দিল! সব রস রসুইতে লেগে গেল, কে আর আমাকে এখন পুচবে?"

১ লৌংগ মিরিচ তিন্হ মহঁ সব ঠাঢ়ে
২ ঔর
৩ অনূপ সো
৪ ভে
৫ ভে
৬ রহহিঁ
৭ মসৌরা
৮ ধনি সো
৯ হঁতে
১০ পুকারৈ

৭

কাটে মাছ[১] মেলি দধি ধোএ।
ঐ পখারি বহু[২] বার নিচোএ॥
করূএঁ তেল কীহ্ন বসবারূ[৩]।
মেথী[৪] কর তব[৫] দীহ্ন বঘারূ[৬]॥
জুগুতি জুগুতি সব মাঁস[৭] বঘারে।
আম চীরি তিহ্ন মাঁঝ[৮] উতারে॥
ঐ পরেহ তিহ্ন[৯] চুটপুট রাখা।
সো রস সুরস[১০] পার জো চাখা॥
ভাঁতি ভাঁতি সব[১১] খাঁড়র[১২] তরে।
অংডা তরি তরি তরি বেহর ধরে॥
ঘীউ টাঁক[১৩] মহঁ সোংধ সেরাবা।
লৌঙ্গ মরিচ তেহি উপর নাবা॥
কুহুঁ কুহুঁ পরা কপূর-বসারা।
নখ তেঁ বঘারি কীহ্ন অরদারা॥
ঘিরিত পরেহ রহা তস হাথ পহুঁচ লগি বূড়।
বিরিধ খাই নব জোবন[১৪] সৌ তিরিয়া[১৫] সৌং[১৬] উড়

আস্ত মাছ কেটে দই দিয়ে বারবার ধুয়ে অতঃপর জল নিংড়ে নেওয়া হল। তারপর সেগুলোকে সরষের তেলে রেঁধে, তাতে দেওয়া হল মেথি বাটনা। মাছের টুকরোগুলো সব যথাযোগ্যভাবে বাগিয়ে নিয়ে কাঁচা আমের টুকরোর সঙ্গে সেগুলোকে মেশানো হল। তাতে সুগন্ধ ক্বাথ মেশান, যে চাখে সে অতি সুরস পায়। নানাভাবে মাছের টুকরোগুলোকে ভাজা হল। ডিমগুলো ভেজে ভেজে আলাদা করে রাখা হল। সুগন্ধী ঘি একটি পাত্রে জ্বাল দিয়ে তাতে লবঙ্গ এবং মরিচ ছড়ানো হল। তাতে জাফরানের সঙ্গে কর্পূর মেশানো হল। স্বাদ বৃদ্ধির জন্য তাতে 'নখ' দিয়ে মণ্ড প্রস্তুত হল।

এমনই এই ঘৃতপক্ক ক্বাথ যে খেতে গেলে কবজি পর্যন্ত ডুবে যায়। কোনো বৃদ্ধ এই ঝোল খেলে শত রমণীকে নিয়ে ওড়বার মতো নবযৌবন লাভ করে।

১ মংছ
২ চহুঁ
৩ বিসবারূ
৪ মীঠে
৫ তেহি
৬ ধুঁগারূ
৭ মংছ
৮ তেহি মাহ
৯ উপর তেহি তই
১০ পরস
১১ তিহ্ন
১২ খঁড়রা
১৩ টাটক
১৪ বূঢ় খাই তো নব জোবন
১৫ মেহরী
১৬ সৈ

৮

ভাঁতি ভাঁতি সীঝীঁ তরকারী।
কইউ ভাঁতি কোহঁড়হ্ন[১] কৈ ফারী॥
বনে[২] আনি[৩] লৌআ পরবতী।
রয়তা কীহ্ন[৪] কাটি রতি[৫] রতী॥
চূক লাই কৈ রীংধে ভাঁটা।
অরূঈ কহঁ ভল অরহন বাঁটা॥
তোরঈ চিচিঁড়া ডেঁড়সী তরী।
জীর ধুঁগার[৬] ঝার[৭] সব ভরী[৮]॥
পররর কুঁদরূ ভূঁজে ঠাড়ে।
বহুতৈ ঘিউ মহঁ চুরমুর[৯] কাঢ়ে॥
করূঈ কাঢ়ি করেলা কাটে।
আদী মেলি তরে কৈ[১০] খাটে॥
রীংধে ঠাঢ় সের কে ফারা।
ছৌঁকি সাগ পুনি সোংধ উতারা॥
সীঝীঁ সব তরকারী ভা জেংবন সব ঊঁচ।
দহুঁ কা রূচৈ সাহ কহঁ[১১] কেহি পর দিস্টি পহুঁচ॥

রকমারি আনাজ সিদ্ধ করা হল। কত রকমের কুমড়ো ফালি করা ছিল। পাহাড়ী লাউ এনে বানানো হল। তাদের মিহি করে কেটে রায়তা করা হল। টক দিয়ে বেগুন রান্না করা হল। ভাল করে ডাল বেটে অরূই এর সঙ্গে মেশানো হল। তরই, চিচিঙ্গে এবং ঢেঁড়স ইত্যাদি হিং জিরে দিয়ে এবং ঝাল ফোড়ন দিয়ে ভাজা হল। পটল এবং কুঁদরু গোটা গোটা ভাজা হল। ঘিয়ের মধ্যে ফেলে বহুত ভাজা হল। কাঁটা ছেঁটে করলা কাটা হল, আদা দিয়ে ভেজে তাদের টক করা হল। গোটা আপেলকে ফালি করে শাক দিয়ে রাঁধা হল, পরে সুগন্ধ দ্রব্য দিয়ে নামানো হল।

সব তরকারি রান্না করে ব্যঞ্জনের স্তূপ করা হল। কোন্‌টায় বাদশাহের তৃপ্তি হবে? কোন্‌টাতে তাঁর নজর পড়বে?

১ কুম্‌হড়া
২ ক্ষৈ
৩ ভূঁজি
৪ কহঁ
৫ কৈ
৬ ধুঁগারি
৭ কালে
৮ ধরে
৯ চুরচুর
১০ কিএ
১১ দহুঁ জেংবত কা কহৈ

৯

ঘিউ করাহ ভরি[১] বেগর[২] ধরা।
ভাঁতি ভাঁতি কে[৩] পাকহিঁ বরা॥
এক ত[৪] আদী মরিচ সৌঁ[৫] পীঠা।
দূসর[৬] দূধ খাঁড় সৌঁ মীঠা॥
ভঈ মুঁগৌছী মরিচৈঁ পরী।
কীহ্নি মুঁগৌরা ঔ বহু[৭] বরী॥
ভঈ মথৌরী সিরকা পরা।
সোঁঠি লাই কৈ খরসা[৮] ধরা।
মাঠা মহি মহিয়াউর নারা[৯]।
ভোজ বরা[১০] নৈনূ জনু খারা॥
খংডৈ কীহ্ন আমচুর-পরা॥
লৌগঁ লায়চী সৌঁ[১১] খঁড়বরা[১২]॥
কঢ়ী সঁরারী ঔর ফুলৌরী[১৩]।
ঔ খড়বানী লাই বরৌরী॥
রিকবঁচ কীহ্নি নাই কৈ হীংগ মারচ ঔ আদ[১৪]।
এক খংড জো খাই তৌ পাবৈ সহস সরাদ[১৫]॥

কড়াভর্তি ঘিয়ে মুগডালের বেসন গুলে দিয়ে রকমারি ধরনের বড়া বানানো হল। এক রকম তো আদা মরিচ বাটা দিয়ে তৈরী। দ্বিতীয় রকম আবার দুধ এবং চিনি দিয়ে মিঠে। তৈরী হল মুগের বড়ার মরিচ দেওয়া ডালনা। মুগের পাঁপর এবং নানারকম বড়ী বানান হল। মেথি বা পোস্ত ছড়ানো অনেক রকম বড়াকে আদার রসে ডুবিয়ে টক দই সহ পরিবেশন করা হল। দুধের মধ্যে সিদ্ধ চালের পিঠে দিয়ে নামানো হল, তা ঠিক যেন মাখনের মত খেতে হল। বড়ার উপর আমচুর ফেলে বরফি করা হল। লবঙ্গ এবং এলাচ মিষ্টি বড়ার সঙ্গে মেশানো হল। দই বড়া এবং ফুলুরী তৈরী হল, আর শর্করাখণ্ড দিয়ে পরিজ বানানো হল।

হিং, মরিচ এবং আদা দিয়ে যে পিঠে বানানো হল, তার এক টুকরো যে খায় সে সহস্র স্বাদ লাভ করে।

১ ঘিরিত করাহন্হি
২ বেহর
৩ সব
৪ হি
৫ সিউঁ
৬ ঔর জো
৭ ওর
৮ খিরসা
৯ মীঠ মহিউ ও জাঁরা লারা
১০ ভাঁজি বরী
১১ সিউঁ
১২ খড়ি ধরা
১৩ ডুভুকৌরী
১৪ পান লাই কৈ রিংকবছ ছোংকে হীংগু মিরিচ ঔ আদ
১৫ এক কঠউড়ী জেংবত সগুরি সহস সবাদ

১০

তহরী পাকি লোঁগ[১] ঔ গরী।
পরী চিরৌঁজী খরহরী॥
ঘিউ মহঁ ভূঁজি পকাএ পেঠা[২]।
ঔ অমৃত গুরংব ভরে মেটা[৩]॥
চুংবক-লোহঁড়া ঔটা খোৱা।
ভা হলুৱা ঘিউ গরত নিচোৱা॥
সিখরন সোংধ ছনাঈ গাঢ়ী।
জামী দূধ দহী কৈ[৪] সাঢ়ী॥
দূধ দহী[৫] কে মুরংডা বাঁধে।
ঔর সঁধানে অনবন সাধে[৬]॥
ভই জো মিঠাঈ কহী ন জাঈ।
মুখ মেলত খন জাই বিলাঈ॥
মোতীচুর[৭] ছাল ঔ ঠৌরী[৮]।
মাঠ, পিরাকৈঁ ঔর[৯] বুদৌরী[১০]॥
ফেনী পাপর ভূঁজে ভা অনেক পরকার।
ভই জাউরি পছিয়াউরি সীঝী সব জেরনার॥

বাদাম এবং লবঙ্গ দিয়ে তহ্‌রী বা মটরশুঁটির বরফি বানানো হল। তাতে পড়ল শুকনো খেজুর এবং কাজু বাদাম। ঘিয়ে ভেজে বানানো হল কুমড়োর মেঠাই। আর তা ডুবিয়ে রাখা হল অমৃততুল্য আমগুড়ের রসে। লোহার পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন ক্ষীর করে, তপ্ত ঘিয়ে ফেলে হালুয়া প্রস্তুত করা হল। দুধকে মরিয়ে গাঢ় করে সুগন্ধ মেশানো হল। মাখনের জন্য দুধকে জমিয়ে দই করা হল। জমানো দুধ থেকে ছানা করে তা দিয়ে আবার নানা প্রকার চমৎকার খাবার করা হল। এ দিয়ে যে মিঠাই তৈরী হল তা অবর্ণনীয়, মুখে দিতেই ক্ষণেকের মধ্যে তা মিলিয়ে যায়। মোতিচুর, ছাল (মিঠাই), ঠোর, মঠ, গজা এবং বোঁদে নির্মিত হল।

ফেনি (বাতাসা) ও পাঁপর অনেক রকম প্রস্তুত হল। জাউরি এবং মিহিদানা তৈরী হল। সব রকমের খাবার পাক করা হল।

১ লোনি
২ ঘিরিত ভুঁজি কৈ পাগো পেঠা
৩ ঔ তা অংব্রিত গুরংব গরেঠা
৪ সিউঁ
৫ ঔর দহিউ
৬ ঔ সংধান বহুত ভিংন সাধে
৭ মোতিলড়ু
৮ ঔর মুরকুরী
৯ বুঁদ
১০ চুরঙরী

চিতোর গড় বর্ণন খণ্ড

১১

জত[1] পরকার রসোই বখানী।
তত সব ভঈ[2] পানি সৌঁ সানী॥
পানী মূল পরিখ জৌ কোঈ।
পানী বিনা সৱাদ ন হোঈ॥
অমৃত-পানি সহ[3] অমৃত আনা।
পানী সৌঁ ঘট রহৈ পরানা॥
পানী দূধ ঔ[4] পানী ঘীউ।
পানি ঘটৈ ঘট রহৈ ন জীউ।
পানী মঁাঝ সমানী জোতী।
পানিহি উপজৈ মানিক মোতী॥
পানিহি সৌঁ[5] সব[6] নিরমল কলা।
পানী ছুএ[7] হোই নিরমলা॥
সো পানী মন গরব ন করঈ।
সীস নাই খালে পগ[8] ধরঈ[9]॥
মুহমদ নীর গঁভীর জো ভরে সো[10] মিলে সমুংদ।
ভরৈ তে ভারী হোই রহে ছুঁছে বাজহিঁ ছুংদ॥

যতরকমের রান্নার কথা বলা হল সব রকম রান্নায় জল দিতে হল। যদি কেউ পরীক্ষা করে তো দেখা যাবে জলই হল রান্নার আসল ব্যাপার। জল ছাড়া রান্নার স্বাদ হয় না। অমৃতপানতুল্য এই অমৃতময় জল। জলেই জীবন টিঁকে থাকে। জলই দুধ এবং জলই ঘি। জল না পেলে দেহে প্রাণ থাকে না। জলের মধ্যেই জ্যোতির অবস্থান। জল থেকে মণিমুক্তোর উৎপত্তি। জলেই তাদের নির্মল দীপ্তি। জলস্পর্শেই সব কিছু নির্মল হয়ে যায়। এ সত্ত্বেও জলের কোন অহংকার নেই। মাথা নত করে সে খালে বিলে পা বাড়ায়।

মুহম্মদ বলছেন, জল যখন ভরা-ভর্তি তখনই সে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। যে পূর্ণ সেই ভারী হয়ে রয় আর যে শূন্য সে-ই বেশী শব্দ করে।

১ জেতি
২ তব ভই জন
৩ ন
৪ মহঁ
৫ সব
৬ মহঁ
৭ জো ছুবৈ
৮ কহঁ
৯ চরঈ
১০ জো সো নৈ

১

সীঝি রসোঈ ভএউ বিহানা।
গঢ় দেখৈ গৱনা[2] সুলতানা॥
কঁৱল-সহায় সুর সঁগ লীহ্না।
রাঘৱ চেতন আগেঁ কীহ্না॥
ততখন আই বিৱাঁন পহুঁচা।
মন তেঁ[3] অধিক গগন তেঁ[4] উঁচা॥
উঘরী পৱঁরি চলা সুলতান্।
জানহু চলা গগন কহঁ ভান্॥
পৱঁরী সাত সাত খঁড বাঁকে[5]।
সাতো খণ্ড গাঢ় দুই নাকে[6]॥
আজু পৱঁরী-মুখ ভা নিরমরা।
জৌঁ সুলতান আই পগু ধরা॥
জনহু[7] উরেহ কাটি সব কাঢ়ী।
চিত্র ক মূরতি বিনৱহিঁ ঠাঢ়ী॥
লাখন[8] বৈঠ পঁৱরিয়া জিন্হ তেঁ[9] নরহিঁ করোরি।
তিন্হ সব পৱরি উঘারি ঠাঢ় ভএ কর জোরি॥

রান্না হতে হতে সকাল হল। সুলতান দুর্গ পরিদর্শনে গেলেন। কমলপ্রেমিক সূর্য রাঘবচেতনকে আগে নিয়ে চললেন। ততক্ষণে (সুলতানের) বিমান এসে উপস্থিত হল। তা মনের চেয়েও দ্রুতগতি এবং আকাশের চেয়েও উঁচু। (দুর্গের) প্রবেশদ্বার খুলে গেল, সুলতান অগ্রসর হলেন। মনে হল যেন সূর্য গগনে উঠল। প্রবেশপথের সাত বাঁকে সাতটা দেউড়ী। প্রত্যেক দেউড়ীতে দুজন করে কড়া প্রহরী। আজ প্রবেশ পথ পরিষ্কার, যেহেতু সুলতান এসে পদার্পণ করেছেন। যেন শিল্পী সব কুঁদে কেটেছে। চিত্রিত মূর্তিরা সব সবিনয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লক্ষ প্রহরী অপেক্ষমান, যাদের কাছে কোটি সৈন্য নত হয়। তারা সব প্রবেশ দ্বার মুক্ত করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

১ জেৱাঁ সাত জো
২ গৱনৈ
৩ সো
৪ সোঁ
৫ বাঁকী
৬ সাতৌ গটি কাঢ়া দৈ টাঁকী
৭ জানু
৮ লখ লখ
৯ সোঁ

২

সাতৌ[1] পঁররী[2] কনক-কেৱারা।
সাতৌ[3] পর বাজহিঁ ঘরিয়ারা॥
সাত রংগ তিহ্ন সাতৌ পৱঁরী।
তব তিহ্ন[4] চঢ়ৈ ফিরৈ নৱ[5] ভঁৱরী॥
খঁড খঁড সাজ পলঁগু[6] ঔ পীঢ়ী।
জানহু ইন্দ্রলোক কৈ[7] সীঢ়ী॥
চন্দন বিরিছ সোহ তহঁ[8] নাহাঁ।
অমৃত-কুণ্ড ভরে তেহি মাহাঁ॥
ফরে খজহজা দারিউঁ দাখা।
জো ওহি পংথ জাই সো চাখা॥
কনকছত্র[9] সিংঘাসন সাজা।
পৈঠত পঁররি মিলা লেই রাজা॥
বাদসাহ চঢ়ি চিতউর দেখা[10]।
সব সংসার পাঁৱ তর লেখা।
দেখা সাহ গগন-গঢ় ইন্দ্রলোক কর সাজ[11]।
কহিয় রাজ ফুর তাকর সরগ করৈ অস রাজ[12]॥

সাতটি তোরণে স্বর্ণদ্বার। সাত সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজছে। সাতটি তোরণ সাত রঙের। তার উপর চড়লে নটা পাক দিতে হয়। প্রত্যেকটিতে শোবার পালঙ্ক এবং বসার আসন বর্তমান। তা যেন ইন্দ্রলোকের সোপান। সেখানে চন্দনবৃক্ষের ছায়া বিরাজমান। তার মাঝখানে আছে পূর্ণ অমৃতকুণ্ড। সেখানে দাড়িম্ব এবং দ্রাক্ষা ফলে থাকে। যে সেই পথে যায় সে-ই আস্বাদ পায়। সেখানে স্বর্ণছত্র সজ্জিত সিংহাসন। তোরণদ্বারে প্রবেশকালে রাজা (রত্নসেন) তাঁর (সুলতানের) সঙ্গে মিলিত হলেন। বাদশাহ (দুর্গে) আরোহণ করে চিতোর পরিদর্শন করলেন। মনে হল যেন সমস্ত সংসার পদতলে।

বাদশাহ দেখলেন যে আকাশচুম্বী গড় ইন্দ্রলোকের ন্যায় সুসজ্জিত। (সব দেখে বললেন), 'যিনি আকাশে এমন রাজত্ব করেন তাঁকেই রাজা বলা সার্থক।'

১ সাতহু ৫ সত ৯ সোনে ক ছাত
২ পৱরিহু ৬ পালক ১০ চঢ়া সাহি চিতউর গঢ় দেখা
৩ সাতহুঁ ৭ কী ১১ সাহি জবহি গঢ় দেখা কহা দেখি কৈ সাজু
৪ তই ৮ সুহাঈ ১২ জো রাজু

৩

চঢ়ি গঢ় উপর সঙ্গতি[1] দেখী।
ইন্দ্রসভা[2] সো জানি বিসেখী॥
তাল তলাৱা সরবর ভরে।
ঔ অঁররার চহুঁ দিসি ফরে॥
কুআঁ বারবী ভাঁতিহি ভাঁতী।
মঠ মণ্ডপ সাজে[3] চহুঁ পাঁতী॥
রায় রঙ্ক ঘর ঘর সুখ চাউ।
কনক-মঁদির নগ কীহ্ন জড়াউ॥
নিসি দিন বাজহিঁ মাদর তূরা।
রসহ কুদ[4] সব ভরে[5] সেংদুরা॥
রতন পদারথ নগ জো বখানে।
ঘুরহু[6] মাহঁ দেখ ছহরানে[7]॥
মঁদির মঁদির ফুলবারী বারী।
বার বার বহু[8] চিত্র সঁবারী[9]॥
পাঁসা সারি কুঁৱর সব খেলহিঁ গীতহ্ন স্রৱন[10] ওনাহিঁ।
চৈন চাৱ তস দেখা জনু গঢ় ছেঙ্কা নাহিঁ॥

দুর্গে আরোহণ করে তিনি রাজপুরী দেখলেন। তাঁর মনে হল এ যেন ইন্দ্রপুরী বিশেষ। হ্রদ, পুকুর এবং সরোবর পূর্ণ এবং চারদিকে আম্রকুঞ্জ ফলে আছে। সেখানে নানা প্রকার কূপ এবং পুষ্করিণী। তার চারধারে মঠ মণ্ডপ সাজানো। ধনী দরিদ্র সকলেই ঘরে ঘরে সুখী এবং তৃপ্ত। সেখানকার স্বর্ণমন্দির মণিমুক্তো খচিত। রাত দিন সেখানে মাদল এবং তূর্য বাজছে। সকলে সিন্দুর লিপ্ত হয়ে আনন্দে নাচছে। সেখানে ধুলোর উপরে ছড়ানো রয়েছে রত্ন পদার্থ এবং বিখ্যাত পাথর। প্রতি গৃহে গৃহে সেখানে ফুলের বাগান, এবং দরজায় দরজায় অনেক চিত্র শোভিত।

কুমাররা সব পাশা খেলছে, এবং কান পেতে গান শুনছে। এমনই সুখশান্তি দেখা যাচ্ছে, যেন দুর্গ আক্রান্ত হয় নি।

১ বসগতি ৪ কোড ৭ দেখত ছিরিআনে
২ ইন্দ্রপুরী ৫ লোগ ৮ তহঁ
৩ তহঁ বন ৬ খোরিহু ৯ চিত্তরসারী
১০ স্রৱনহু গীত

৪

দেখত সাহ কীহ্ন তহঁ ফেরা।
জহঁ মন্দির পদমাবতি কেরা॥
আস পাস সরবর চহুঁ পাসা।
মাঁঝ মঁদির জনু লাগ অকাসা॥
কনক সঁবারি নগহ্ন সব জরা।
গগন চন্দ[১] জনু নখতহ্ন ভরা॥
সরবর চহুঁ দিসি পুরইনি ফলী।
দেখত[২] বারি রহা মন ভূলী॥
কুঁররী সহদদস[৩] বার অগোরে।
দুহুঁ দিসি পঁররি ঠাঢ়ি কর জোরে॥
সারদূল দুহুঁ দিসি গঢ়ি কাঢ়ে।
গল গাজহিঁ জানহুঁ তে[৪] ঠাঢ়ে॥
জাবঁত কহিএ চিত্র কটাউ।
তাবঁত পরবিহ্ন বনে[৫] জড়াউ॥
সাহ মঁদির অস দেখা জনু কৈলাস অনূপ।
জাকর অস ধৌরাহর সো রানী কেহি রূপ॥

সাহ দেখতে দেখতে যেদিকে পদ্মাবতীর প্রাসাদ সেদিকে চোখ ফেরালেন। এর আশেপাশে চারদিকে সরোবর। মাঝখানে অবস্থিত প্রাসাদ যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। চন্দ্র ও নক্ষত্র খচিত আকাশের ন্যায় মণিমুক্তা খচিত সেই স্বর্ণময় প্রাসাদ। সরোবরের চারদিকে কমল ফুটে আছে। পুষ্পোদ্যান দেখলে মন ভুলে যায়। দশ হাজার কুমারী দরজায় অপেক্ষমান। প্রবেশপথের দুপাশে হাত জোড় করে তারা দণ্ডায়মান। দু দিকে সুগঠিত সিংহমূর্তি। দেখে মনে হয় যেন তারা দাঁড়িয়ে গর্জন করছে। যত রকম চিত্র-খোদাই সম্ভব ততরকম চিত্র রত্নজড়িত হয়ে দরজায় অলঙ্কৃত।

সাহ (পদ্মাবতীর) যে প্রাসাদ দেখলেন তা যেন অনুপম কৈলাস-তুল্য। (ভাবলেন) যাঁর এমন প্রাসাদ, না জানি সে রাণীর কেমন রূপ?

১ চাঁদ ২ দেখা ৩ কুঁবর লাখ দুই ৪ রিসি ৫ লাগ

৫

নাঁঘত পঁররি গএ খঁড সাতা।
সতএঁ[১] ভূমি[২] বিছাবন রাতা॥
আঁগন সাহ ঠাঢ় ভা আঈ।
মঁদির ছাঁহ অতি সীতল পাঈ॥
চহূঁ পাস ফ্লবারী বারী।
মাঁঝ সিংহাসন ধরা সঁবারী॥
জনু বসন্ত ফ্লা সব সোনে।
ফল ঔ ফ্ল[৩] বিগসি অতি[৪] লোনে॥
জহাঁ জো[৫] ঠাঁর দিস্টি মহঁ আবা।
দরপন ভাব দরস[৬] দেখরাবা॥
তহাঁ পাট রাখা সুলতানী।
বৈঠ সাহ মন জহাঁ সো রানী॥
কঁবল সুভায়[৭] সূর সৌঁ হঁসা।
সূর ক মন চাঁদহি[৮] পহঁ বসা॥
সো পৈ জানৈ নয়ন-রস[৯] হিরদয় প্রেম-অঁকুর।
চন্দ জো বসৈ চকোর চিত নয়নহি[১০] আব ন সূর॥

তোরণদ্বারে প্রবেশ করে তিনি সাতমহলা দুর্গে অগ্রসর হলেন। সপ্তম মহলের মাটি রক্তাম্বরে ঢাকা। সাহ অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন প্রাসাদ অতি ছায়াশীতল। চারদিকে ফুলের বাগান। মাঝখানে রয়েছে সাজানো সিংহাসন। যেন বসন্ত স্বর্ণপুষ্পে পুষ্পিত। ফল ফুলের অতি লাবণ্যময় বিকাশ। সেখানে দাঁড়িয়ে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় সব কিছু দর্পণের প্রতিবিম্ব তুল্য দেখায়। সেখানে সুলতানের সিংহাসন সুরক্ষিত। সাহ তাতে বসলেন, কিন্তু তাঁর মন যেদিকে রাণী সেদিকে। কমল (সখী) স্বভাবতঃ সূর্যের (সুলতান) দিকে চেয়ে হাসল, কিন্তু সূর্যের মন চন্দ্রের (পদ্মাবতী) দিকে নিবিষ্ট।

যার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর সে-ই জানে নয়নের শোভা। চন্দ্র যদি চকোরের চিত্তে অধিষ্ঠিত হয় সূর্য আর তার (চকোরের) নয়নগোচর হয় না।

১ সোনৈ ২ পুহমি ৩ হঁসহি ফুল ৪ বিগসহিঁ কর ৫ সো ৬ দরসন ৭ সহায় ৮ সো চাঁদ ৯ পেম রস ১০ নৈনহ্ন

৬

রানা ধৌঁরাহর উপরাহীঁ।
করৈ দিস্টি নহিঁ তহাঁ তরাহীঁ[1]॥
সখীঁ সরেখীঁ[2] সাথ বঈঠী।
তপৈ সুর সসি আর ন দীঠী॥
রাজা সের করৈ কর জোরে।
আজু সাহ ঘর আৱা মোরে॥
নট নাটক পাতুরি[3] ঔ বাজা।
আই অখাড় মাঁহ সব সাজা[4]॥
পেম ক লুবুধ বাহির ঔ অংধা।
নাচ-কুদ জানহুঁ সব ধংধা॥
জানহুঁ কাঠ নচাৱৈ কোঈ।
জো নাচত সো প্রগট ন হোঈ[5]॥
পরগট কহ রাজা সৌঁ বাতা।
গুপুত প্রেম পদমাৱতি রাতা॥
গীত নাদ অস ধংধা দহক[6] বিরহ কৈ আঁচ।
মন কৈ ডোরি লাগ তহঁ[7] জহাঁ সো গহি গুন খাঁচ॥

রাণী রয়েছেন প্রাসাদ শীর্ষে। সেখান থেকে নীচে পর্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় না। চতুরা সখীদের সঙ্গে তিনি বসে আছেন। সূর্য দগ্ধ হচ্ছে; কারণ চন্দ্রমা তাঁর নয়নপথে আসছে না। রাজা করজোড়ে বাদশাহের সেবা করছেন। (বলছেন) "আজ বাদশাহ আমার ঘরে এসেছেন। নট, গায়ক, নর্তকী এবং বাদ্যকরা সব প্রস্তুত হয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত।" কিন্তু যে প্রেমলুব্ধ সে বধির এবং অন্ধ, নাচা কোঁদা সব কিছুই তার কাছে বৃথা। যেন কেউ কাঠের পুতুল নাচ নাচাচ্ছে কিন্তু যে নাচায় সে প্রকাশিত হয় না। রাজার সঙ্গে যদিও বাদশাহ প্রকাশ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, কিন্তু গোপন অন্তরে পদ্মাবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে রইলেন।

গীত এবং সুর এমনই পার্থিব ব্যাপার। বিরহের আঁচ চিত্তকে দহন করে। তাঁর গুণের এমনই আকর্ষণ যে যেখানেই তিনি টানেন সেখানেই মন বাঁধা পড়ে।

১ গয়বঙ্গ দিস্টি ন করহিঁ তরাহীঁ
২ সহেলী
৩ পতুরিনি
৪ আনি অখার সবৈ তহঁ সাজা
৫ জো জিয় নাচ ন পরগট হোঈ
৬ ধিকৈ
৭ তেহি ঠাঁই

৭

গোরা বাদল রাজা পাহাঁ।
রাৱত দুৱৌ দুৱৌ জনু বাহাঁ॥
আই শ্রৱন রাজা কে লাগে।
মুসি ন জাহিঁ পুরুষ জোঁ জাগে॥
বাচা পরখি তুরুক হম বুঝা।
পরগট মের[1] গুপুত ছল সুঝা॥
তুম নহিঁ করৌ তুরুক সৌঁ মেরু।
ছল পৈ করহিঁ অন্ত কৈ ফেরু॥
বৈরি কঠিন কুটিল জস কাঁটা।
সো মকোয়[2] রহ রাখৈ[3] আঁটা॥
সত্রু কোট জো আই অগোটী[4]।
মীঠী খাঁড় জেংবাএহু[5] রোটী॥
হম তেহি[6] ওছ কা[7] পারা ঘাতু[8]।
মূল গএ সঁগ ন রহৈ পাতু॥
যহ সো কৃস্ন[9] বলিরাজ[10] জস কীন্হ চহৈ[11] ছর-বাঁধ।
হমহ বিচার অস আৱৈ মের ন দীজিয়[12] কাঁধ॥

গোরা বাদল ছিল রাজার পাশে। তারা যেন রাজার দুই হাত। তারা রাজার কানের কাছে এসে বলল, "জাগা লোকের (ঘরে) চুরি যায় না। তুরুকের কথায় আমরা বুঝে গেছি, বাহিরেই মিলনের ছল, গোপন ছলনা টের পাওয়া গেছে। তুরুকের সঙ্গে বন্ধুতা করবেন না, প্রতারণা করে অবশেষে ঘুরিয়ে মারবে। আপনার শত্রু কণ্টকের ন্যায় তীক্ষ্ণ কুটিল। তার সঙ্গে কেবল মকোয় আঁটতে পারে। যে শত্রু আপনার দুর্গ অবরোধ করেছে আপনি কি না তাকে রুটি মিঠাই খাওয়াচ্ছেন? আমরা সেই নীচ-এর বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়েছি। যে গাছের শিকড় নষ্ট হয়, তার পাতাও ঠিক থাকে না।

ইনি হলেন সেই কৃষ্ণতুল্য যিনি বলিরাজাকে ছলনায় বন্দী করেছিলেন। আমাদের পরামর্শ এই যে, আপনি মিলনের জন্য কাঁধ বাড়াবেন না।

১ মেরু
২ মকোহি
৩ চুরিহি
৪ সতুরু কোটি জোঁ পাইঅ গোটা
৫ জেংবাইঅ
৬ সোঁ
৭ কৈ
৮ ছাতু
৯ ইহৌ কৃস্ন
১০ বলি বার
১১ চাহ
১২ মেরহি দীজ ন

৮

সুনি রাজহি[১] য়হ[২] বাত ন ভাঈ।
জহাঁ মের তহঁ নহিঁ অধমাঈ[৩] ॥
মন্দহি ভল জো করৈ ভল সোঈ।
অন্তহি ভলা ভলে কর হোঈ ॥
সত্রু জো বিস দেই চাহৈ মারা।
দীজিয়[৪] লোন জানি বিষ-হারা[৫] ॥
বিস দীহেঁ বিসহর হোই খাঈ।
লোন দিএ[৬] হোই লোন বিলাঈ ॥
মারে খড়গ খড়গ কর লেঈ।
মারে লোন নাঈ সির দেঈ ॥
কৌরঁর বিস জো পংডবহ্নু[৭] দীহ্না।
অন্তহি[৮] দাঁর পংডবহ্নু লীহ্না ॥
জো ছল করৈ ওহি ছল বাজা।
জৈসেঁ সিঙ্ঘ মঁজূসা সাজা ॥
রাজৈ লোন সুনারা লাগ দুহুন জস লোন।
আএ কোহাই মঁদির কহঁ সিংঘ ছান[৯] অব গোন ॥

এ কথা শুনে রাজার পছন্দ হল না। (তিনি বললেন,) "যেখানে মিলন সেখানে খারাপ কিছু নেই। যে অসৎকে সৎ করে সেই যথার্থ মহৎ। এবং শেষপর্যন্ত মহতের মঙ্গল হবেই। শত্রু যদি বিষ দিয়ে মারতে চায়, তাকে বিষহারী লবণ দেবে। বিষ দিলে সে-ও বিষধর হয়ে খাবে, কিন্তু লবণ দিলে সে নুনের মতো গলে যাবে। তাকে খড়্গাঘাত করলে সেও খড়্গ হাতে নেবে, কিন্তু নুন দিয়ে মারলে সে মাথা নত করবে। কৌরবরা পাণ্ডবদের বিষ দিয়েছিল, পরিণামে পাণ্ডবরা তার প্রতিশোধ নিল। যে প্রতারণা করে সে-ই প্রতারিত হয়, যেমন (এক) সিংহ নিজেই এসে পিঞ্জরে বন্দী হয়েছিল।"

রাজার নুনের কথা শুনে তাদের উভয়েরই লবণের ন্যায় বোধ হল। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা গৃহে চলে এল। বলল, 'এবার সিংহ পাশবদ্ধ হবে।'

১ রাজা
২ হিয়
৩ তহঁ অস নহিঁ ভাঈ
৪ দীজৈ
৫ বিখ সারা
৬ দেখি
৭ পংডবা
৮ অংতহু
৯ জানু

৯

রাজা কৈ সোরহ সৈ দাসী।
তিহ্ন মহঁ চুনি কাঢ়ীঁ চৌরাসী ॥
বরন বরন সারী পহিরাঈ।
নিকসি মঁদির তেঁ[১] সেবা আঈঁ ॥
জনু নিসরীঁ সব বীর বহুটী।
রায়মুনী পীঞ্জর-হুঁতি ছুটী ॥
সবৈ পরথমৈ[২] জোবন সোহৈঁ[৩]।
নয়ন বান ঔ সারঁগ ভোহৈঁ[৪] ॥
মারহিঁ ধনুক ফেরি সর ওহী।
পনিঘট ঘাট ধনুক জিতি মোহী[৫] ॥
কাম-কটাছ হনহিঁ চিত-হরনী।
এক এক তেঁ আগরি বরনী ॥
জানহুঁ ইন্দ্রলোক তেঁ কাঢ়ী।
পাঁতিহি[৭] পাঁতি ভঁঈ সব ঠাঢ়ীঁ ॥
সাহ পুছ রাঘর পহঁ এ সব অছরী আহিঁ[৮]।
তুই[৯] জো পদমিনি বরনী কহু সো কৌন ইন মাহ[১০] ॥

রাজার ষোল শো দাসী। তাদের ভিতর থেকে তিনি চুরাশী জনকে বেছে নিলেন। রঙ বেরঙের সাড়ী পরিধান করে বাদশাহের সেবার জন্য তারা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। যেন সব বীরবহুটি (পতঙ্গ) বের হল। যেন পিঞ্জর থেকে রায়মুনী পাখীরা উড়ে এল। সকলেই নব যৌবন-শোভিতা। তাদের নয়ন বাণতুল্য এবং ভ্রূযুগল ধনুকের ন্যায়। সেই ধনুক বাঁকিয়ে তারা বাণ মারছে। তাদের (কুচ) কুম্ভ (ভ্রূ) ধনুককে জয় করে মন মোহিত করে। সেই মনোহরণীরা কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করছে। একে অন্যের চেয়ে রূপে অগ্রবর্তী। যেন ইন্দ্রলোক থেকে তাদের আনা হয়েছে। সারি সারি সব এসে দাঁড়াল।

সাহ রাঘবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরা সব অপ্সরা। তুমি যে পদ্মিনীর বর্ণনা করেছিলে এদের মধ্যে সে কোনজন?"

১ হুতেঁ
২ প্রথম
৩ সোঁ সোহীঁ
৪ ভোঁহী
৫ চংগ জেত মোহীঁ
৬ রহৈঁ
৭ পাঁতিহ্ন
৮ সাহি পূঁছ রাঘৌ কহঁ সব তীখে নৈনাহঁ
৯ তেঁ
১০ ইহ্ন মাহঁ

১০

দীরঘ আউ ভূমিপতি[১] ভারী।
ইন[২] মহঁ নাহিঁ পদমিনী নারী॥
য়হ ফুলবারি সো ওহি কৈ[৩] দাসী।
কহঁ কেতকী[৪] ভঁবর জহঁ[৫] বাসী।
রহ তৌ[৬] পদারথ য়হ[৭] সব মোঁতী।
কহঁ ওহি দীপ পতঁগ জেহি জোতী॥
এ সুব তরঈ সের করাহীঁ।
কহঁ রহ সসি দেখত ছপি জাহীঁ॥
জৌ লগি[৮] সুর ক দিষ্টি অকাসূ।
তৌ[৯] লগি সসি ন করৈ পরগাসূ॥
সুনি কৈ সাহ দিষ্টি তর নারা।
হম পাহুন য়হ[১০] মঁদির পরারা॥
পাহুন উপর হেরৈ নাহীঁ।
হনা রাহু অর্জুন পরছাহীঁ[১১]॥
তপৈ বীজ জস ধরতী সুখ বিরহ কে ঘাম।
কব সুদিষ্টি সো[১২] বরিসৈ তন তরিবর হোই জাম॥

(রাঘব বলল) "হে মহান ভূপতি, আপনি দীর্ঘায়ু হোন। এদের মধ্যে সেই পদ্মিনী নেই। এই পুষ্পলাবী রমণীরা সব তাঁর দাসী মাত্র। ভ্রমর যেখানে অবস্থান করে সেই কেতকী ফুল এখানে কোথায়? তিনিই আসল রত্ন, এরা সব মুক্তো। পতঙ্গকে যে আলোকিত করে সেই প্রদীপ এখানে কই? এরা সব সেবিকা তারকামাত্র; কোথায় সেই চাঁদ, যাঁকে দেখে এরাও অদৃশ্য হয়ে যায়? যতক্ষণ সূর্য আকাশে দৃশ্যমান, ততক্ষণ চাঁদ প্রকাশিত হয় না।" একথা শুনে সাহ দৃষ্টি নত করে বললেন, "আমি অতিথি, এই প্রাসাদ অপরের। অতিথির উপর-দিকে দৃষ্টি দিতে নেই। অর্জুন ছায়া দেখেই মৎস্য-ভেদ করেছিলেন।

ধরণীতলে বীজ যেমন তপস্যা করে, আমি তেমনি বিরহ-তাপে শুকিয়ে যাচ্ছি। কবে তার নয়নের প্রসাদ বর্ষিত হবে, (আমার) দেহ তরুবরের ন্যায় বেঁচে উঠবে?

১ পুহুমিপতি
২ ইন্হ
৩ কী
৪ রহ কেত
৫ সগ
৬ সো
৭ এই
৮ লহি
৯ তব
১০ এক
১১ পরিছাহীঁ
১২ কৈ

১১

সের করৈঁ[১] দাসী চহুঁ পাসা।
অছরী মনহুঁ[২] ইন্দ্র কবিলাসা॥
কোউ পরাত কোউ লোটা লাঈঁ[৩]।
সাহ সভা সব হাথ ধোৱাঈ॥
কোঈ আগে পনৱার বিছাৱহিঁ।
কোঈ জেংরন লেই লেই আৱহিঁ॥
মাঁড়ে কোই জাহিঁ ধরি জূরী।
কোঈ ভাত পরোসহিঁ পূরী॥
কোঈ লেই লেই আৱহিঁ থারা।
কোই পরসহিঁ ছপ্পন[৪] পরকারা॥
পহিরি জো চীর পরোসৈ আৱহিঁ।
দূসরি ঔর বরন দেখরাৱহিঁ॥
বরন বরন পহিরে[৫] হর ফেরা।
আৱ ঝুংঢ জস অছরিন্হ কেরা॥
পুনি সঁধান বহু আনহিঁ পরসহিঁ বূকহি বূক।
করহিঁ সঁৱার গোসাঈঁ জহাঁ পরৈ কিছু চূক॥

চারদিক থেকে দাসীরা সেবা করছে, মনে হল যেন তারা ইন্দ্রপুরীর অপ্সরী। কেউ নিয়ে এসেছে পরাত (বড় থালা), কেউ নিয়ে এসেছে ঘটি। সাহ এবং তাঁর অনুচরদের হাত ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ তাঁদের আগে জলপাত্র রাখছে। কেউ আহার্য নিয়ে আসছে। কেউবা চাপাটি এনে জড় করছে। কেউ নিয়ে আসছে ভাত, কেউবা পুরি পরিবেষণ করছে। কেউ থালা নিয়ে আসছে। কেউ আবার ছাপ্পান্ন রকম খাদ্য পরিবেষণ করছে। প্রথমবার যে কাপড় পরে তারা পরিবেষণ করতে আসছে দ্বিতীয়বার অন্য বর্ণের কাপড় পরে দেখা দিচ্ছে। নানা রঙের কাপড় পরে তারা ঘুরছে। তারা যেন দলে দলে অপ্সরীর ন্যায় উপনীত।

অতঃপর অনেক রকম আচার এনে মুঠো মুঠো পরিবেষণ করতে লাগল। কোথাও কিছু ত্রুটি হলে প্রভু (রত্নসেন) শুধরে দিতে লাগলেন।

১ করহিঁ
২ মনহু
৩ কোই লোটা কোঁপর লৈ আঈ
৪ বাৱন
৫ পহিরহিঁ
৬ করৈ

১২

জানহু নখত করহিঁ[১] সব[২] সেৱাঁ।
বিনু সসি সূরহি ভার ন জেৱাঁ॥
বহু[৩] পরকার ফিরহিঁ[৪] হর ফেরে।
হেরা বহুত ন পারা হেরে॥
পরীঁ অসূঝ সবৈ তরকারী।
লোনী বিনা লোন সব খারী॥
মচ্ছ ছুৱৈ আরহিঁ গড়ি[৫] কাটা[৬]।
জঁহা কঁৱল তহঁ হাথ ন আঁটা[৭]॥
মন লাগেউ তেহি কঁৱল কে[৮] দণ্ডা।
ভাবৈ নাহী এক কঠহণ্ডী॥
সো জেংৱন নহিঁ জাকর ভূখা।
তেহি বিন লাগ জনহু সব সূখা[৯]॥
অনভাৱত চাখৈ বৈরাগা।
পঞ্চামৃত[১০] জানহুঁ বিষ লাগা॥
বৈঠি সিংঘাসন গূঁজৈ সিংঘ চরৈ নহিঁ ঘাস।
জৌ লগি মিরিগ ন পারৈ ভোজন করৈ[১১] উপাস॥

যেন নক্ষত্রেরা সব সেবা করছে। কিন্তু চন্দ্র বিনা সূর্যের ঠিকমত আহার হয় না। বহু রকম খাবার ফিরে ফিরে দেখানো হচ্ছে। তিনি (সাহ) অনেক কিছু দেখেও যা চান তা পেলেন না। অসংখ্য ব্যঞ্জন পাতে পড়ছে, কিন্তু সেই লাবণ্যময়ীর বিহনে সব কিছু নুনে পোড়া মনে হয়। মাছ খেতে গলায় কাঁটা আটকাচ্ছে, কিন্তু যেখানে কমল বর্তমান, সেখানে হাত পৌঁছায় না। পদ্মের মৃণালে তাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে আছে। তার ফলে একটিও ব্যঞ্জনপাত্র (কাঠের হাঁড়ী) তাঁর মনে ধরছে না। তাঁর যাতে খিদে তদনুরূপ আহার নেই, আর তা না পেয়ে সব কিছুই তাঁর শুকনো লাগল। বৈরাগীর ন্যায় তিনি অন্যমনস্ক ভাবে সব চেখে দেখলেন, পঞ্চামৃতও তাঁর কাছে যেন বিষ মনে হল।

সিংহাসনে বসে তিনি গর্জন করতে লাগলেন, (কারণ) সিংহ তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করে না। যতক্ষণ সে মৃগ ভক্ষণ করতে না পায় ততক্ষণ সে উপোসী থাকে।

১ রহহিঁ ৩ সব ৫ কর ৭ আটে ৯ রূখা
২ রবি ৪ ফিরা ৬ কাঁটে ৮ কৌ ১০ পঞ্চ অংব্রিত
১১ গৌনৈ

১৩

পানি লিএ দাসী চহুঁ ওরা।
অমৃত মানহুঁ[১] ভরে কটোরা॥
পানী দেহিঁ কপূর ক বাসা।
সো নহিঁ পিয়ৈ[২] দরস পিয়াসা॥
দরসন পানি দেই তৌ জীঔঁ।
বিনু রসনা নয়নহিঁ[৩] সৌ পীঔঁ॥
পপিহা বূঁদ সেৱানিহি অঘা[৪]।
কৌন কাজ জৌ বরিসৈ মঘা॥
পুনি লোটা কোঁপর লেই আঈঁ।
কৈ নিরাস অব হাথ ধোৱাঈঁ॥
হাথ জো ধোৱৈ বিরহ করোরা।
সঁৱরি সঁৱরি মন হাথ মরোরা॥
বিধি মিলাৱ জাসৌ মন লাগা।
জোরহি তূরি[৫] প্রেম কর তাগা॥
হাথ ধোই জব বৈঠা[৬] লীন্হ উবি কৈ[৭] সাঁস।
সঁৱরা সোই গোসাঈঁ দেহি নিরাসহি আস।

জল নিয়ে চারদিকে দাসীরা উপস্থিত। মনে হল যেন তারা অমৃতপাত্র পূর্ণ করছে। তারা কর্পূর সুবাসিত জল দিচ্ছে। কিন্তু সুলতান তা পান করছেন না, কারণ তখন তাঁর দর্শনের জন্য তৃষ্ণা। (বললেন) "নয়ন পিপাসা যদি মেটাতে পার তাহলেই বাঁচি। জিহ্বা দিয়ে নয়, নয়ন দিয়ে পান করতে চাই। স্বাতীবারিবিন্দুতে যেখানে পাপিয়ার তৃপ্তি সেখানে মঘার বৃষ্টিতে আর কি হবে?" দাসীরা অতঃপর পরাত এবং ঘটি নিয়ে এল। তাঁকে নিরাশ করে হাত ধুইয়ে দিল। বিরহ-চিত্তে পাত্রে হস্তপ্রক্ষালন কালে তিনি তাঁর (পদ্মাবতীর) কথা স্মরণ করতে করতে হাত মলছিলেন। মনে মনে বললেন, "হে বিধাতা, যার প্রতি আমার চিত্ত নিবিষ্ট, তার সঙ্গে মিলিত করে দাও। বিচ্ছিন্ন প্রেমকে তাড়াতাড়ি যুক্ত করে দাও।"

হাত ধুয়ে এসে যখন বসলেন তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি স্মরণ করলেন সেই প্রভুকে (এই বলে) "নিরাশ জনকে আশা দাও।"

১ অংব্রিত বানী ৩ নৈনহ্ন ৫ জোরি ন তোরু ৭ ভস
২ পিয়ৈ ন পানী ৪ পীউ সেৱাতী বুংদহি অঘা ৬ বৈঠউ

১৪

ভই জেবনার ফিরা খঁড়বানী।
ফিরা অরগজা কুহঁকুহঁ-পানী[১]॥
নগ অমোল জো[২] থারহি[৩] ভরে।
রাজৈঁ সেবা আনি কৈ ধরে॥
বিনতী কীন্হ ঘালি গিউ পাগা।
এ জগসূর সীউ মোহিঁ লাগা॥
ঔগুন-ভরা কাঁপ য়হ জীউ।
জহাঁ ভানু তহঁ রহৈ ন সীউ॥
চারিউ খণ্ড ভানু অস তপা।
জেহি কে দিস্টি রৈনি-মসি ছপা॥
ঔ ভানুহি অস নিরমল কলা।
দরস জো পাৱৈ সো নিরমলা॥
কঁবল ভানু দেখে পৈ হঁসা।
ঔ ভা তেন্হ[৪] চাহি[৫] পরগসা॥
রতন সাম হৌঁ[৬] রৈনি-মসি এ রবি তিমির সঁঘার।
করু সো কৃপা-দিস্টি অব[৭] দিবস দেহি উজিয়ার॥

ভোজন শেষ হলে পর সরবত পরিবেষণ হতে লাগল। জাফরান মেশানো সুগন্ধী কেওড়া দেওয়া জল ফিরতে লাগল। থালায় ভরে অমূল্য রত্নরাজি রাজা উপহার স্বরূপ সুলতানের নিকট এনে ধরলেন। অতঃপর গলবস্ত্রে বিনয় করে বললেন "হে জগতের সূর্য। আমি শীতার্ত। এই দোষে ভরা জীবন সদা-কম্পমান। যেখানে সূর্য বর্তমান সেখানে শীত থাকে না। চারদিক জুড়ে সূর্যের এমন প্রতাপ যে তাঁর দৃষ্টিপাতে রজনীর কালিমা অন্তর্হিত হল। আর সূর্যের এমনই নির্মল দীপ্তি যে, যে তাঁর দর্শন পায় সে-ই নির্মল হয়ে ওঠে! সূর্যকে দেখে কমল হেসে ওঠে এবং ক্রমশঃ আরও বিকশিত হয়।

আমি রজনীর অন্ধকার সদৃশ এক কালো রত্ন। হে তিমিরহারী সূর্য! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করে এখন দিনের আলো দান করুন।"

১ কুংকুহঁ বানী
২ সো
৩ থারা
৪ তানহিঁ
৫ চহৈ
৬ ভঁ
৭ করু সুদিষ্টি ও কিরিপা

১৫

সুনি বিনতী বিহঁসা সুলতানূ।
সহসৌ[১] করা দিপা[২] জস ভানূ॥
এ[৩] রাজা তুই সাঁচ জুড়ারা[৫]।
ভই সুদিস্টি অব[৬] সীউ ছুড়ারা[৭]॥
ভানু ক সেরা জো কর[৮] জীউ।
তেহি মসি কহাঁ কহাঁ তেহি সীউ॥
খাহু[৯] দেস আপন করি[১০] সেবা।
ঔর দেউঁ মাঁডৌ তোহি দেবা॥
লীকু পখান পুরুষ কর বোলা।
ধুব্ব সুমেরু উপর নহিঁ[১১] ডোলা॥
ফেরি[১২] পসাউ দীন্হ নগ সূরু।
লাভ দেখাই লীন্হ চহ মূরু॥
হঁসি হঁসি বোলৈ টেকৈ কাঁধা।
প্রীতি ভুলাই চহৈ ছল[১৩] বাঁধা॥
মায়া-বোল বহুত কৈ সাহ পান হঁসি দীন্হ।
পহিলে রতন হাথ কৈ চহৈ পদারথ লীন্হ।

এই বিনয় বচন শুনে সুলতান হাসলেন। যেন সূর্যের সহস্রাংশু দীপ্ত হয়ে উঠল। বললেন, "হে রাজা তুমি সত্যই শীতার্ত। কিন্তু এখন আমার সুনজরে এসে তোমার সব শীত চলে গেল। যে জীব সূর্যের সেবা করে তার আর অন্ধকার কোথায়, শীতই বা কোথায়? আমার সেবা করে নিজের দেশ ভোগ কর। এছাড়া হে রাজা, তোমাকে মাণ্ডো রাজ্য দান করছি। পুরুষের প্রতিজ্ঞা শিলালিপি তুল্য। সুমেরু শিখরে ধ্রুবতারার ন্যায় তার নড়চড় হয় না।" উপহার ফিরিয়ে দিয়ে তিনি রাজাকে একটি রত্ন দিলেন। এভাবে লোভ দেখিয়ে তিনি রাজার মূলধন হরণের অভিসন্ধি করলেন। হেসে হেসে (রাজার) কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে লাগলেন। প্রীতিতে ভুলিয়ে রাজাকে বন্দী করার ছল করলেন!

এরূপে অনেক কথার ছলে ভুলিয়ে সাহ হেসে রাজাকে পান দিলেন। প্রথমে রত্নকে হস্তগত করে পরে আসল পদার্থটি (পদ্মাবতী) নিতে চাইলেন।

১ সহসহঁ
২ দিপৈ
৩ অনূ
৪ তুঁ
৫ জড়ারা
৬ সো
৭ ছড়ারা
৮ জাকর
৯ থাহি
১০ করু
১১ তেহি
১২ বহুরি
১৩ ছরি

১৬

মায়া-মোহ-বিবস[১] ভা রাজা।
সাহ খেল সতরঁজ কর সাজা॥
রাজা হৈ জো লগি সির ঘামূ।
হম তুম ঘরিক করহিঁ বিসরামূ॥
দরপন সাহ ভীতি[২] তহঁ লারা।
দেখোঁ জবহি ঝরোখে আরা॥
খেলহিঁ দুঔ সাহ ঔ রাজা।
সাহ ক রূখ দরপন রহ সাজা॥
প্রেম ক লুবুধ পিয়াদে[৩] পাউঁ।
তাকৈ সৌঁহ চলৈ কর ঠাউঁ[৪]॥
ঘোড়া দেই ফরজী বঁদ লারা।
জেহি মোহরা রূখ চহৈ সো পাবা॥
রাজা পীল[৫] দেই সহ মাঁগা।
সহ দেই চাহ[৬] মরৈ[৭] রথ-খাঁগা॥
ফীলহি ফীল দেখাবা[৯] ভএ দুঔ চৌদাঁত[১০]।
রাজা চহৈ বুর্দ[১১] ভা সাহ চহৈ সহ-মাত[১২]॥

ছলনায় ভুলে রাজা বিহ্বল হলেন। বাদশাহ দাবা সাজিয়ে খেলা শুরু করলেন। বললেন, "হে রাজা, যতক্ষণ না মাথা ঘেমে ওঠে ততক্ষণ তোমাতে আমাতে কিছুক্ষণ অবসর-বিনোদন করি।" সাহ ভিত্তিগাত্রে একটি দর্পণ এনে (মনে মনে বললেন), "ঝরোখায় এলেই তাকে আমি দেখতে পাব।" বাদশাহ এবং রাজা দুজনে খেলতে লাগলেন। কিন্তু সাহর নজর রইল দর্পণের উপর নিবদ্ধ। যে প্রেমলুব্ধ সে পায়ে পায়ে এগোয়, সামনে দৃষ্টি রেখে সুযোগ বুঝে চলে। বাদশাহ দিলেন ঘোড়ার চাল। তাতে বোড়েকে রুখে তিনি যা চাইলেন তা পেলেন। রাজা মন্ত্রী দিয়ে বাদশাহকে রুখতে গেলেন, সাহ চাইলেন রাজার গতিরোধ করতে।

গজের সম্মুখীন হল গজ, দুজনেই দুজনকে আটকাল। রাজা চাইলেন বন্দী করে ফেলতে, আর সাহ চাইলেন কিস্তিমাৎ করতে।

১ ময়া মুগ্ধ পরসন ২ পৈন্ত ৩ পরাদৈ ৪ চলৈ সৌঁহ তাকে-কোন হাউঁ ৫ ফীল ৬ সাহি ৭ ফরজী ৮ দিগ ৯ ঢুকাবা ১০ চৌদন্ত ১১ বুরুদ ১২ মংত

১৭

সুর দেখ জো[১] তরঈ-দাসী।
জহঁ সসি তহাঁ জাই পরগাসী॥
সুনা জো হম দিল্লী[২] সুলতানূ।
দেখা আজু তপৈ জস ভানূ॥
উঁচ ছত্র জাকর[৩] জগ মাহাঁ।
জগ জো ছাহঁ সব ওহি কৈ[৪] ছাহাঁ॥
বৈঠি সিংঘাসন গরবহি[৫] গূঁজা।
এক ছত্র চারিউ খঁড ভূজা॥
নিরখি ন জাই সৌঁহ ওহি পাহীঁ।
সবৈ নবহিঁ করি[৬] দিস্টি তরাহীঁ॥
মনি মাঁথেঁ ওহি রূপ ন দূজা।
সব রূপবন্ত করহিঁ ওহি পূজা॥
হম অস কসা কসৌটী আরস।
তহুঁ দেখু কস কঞ্চন পারস॥
বাদসাহ[৭] দিল্লী কর কিত চিতউর মহঁ আব।
দেখি লেহু পদমাবতি জেহি[৮] ন রহৈ পছিতাব॥

নক্ষত্রতুল্য দাসীরা সূর্যসম বাদশাহকে দেখে যেখানে পদ্মাবতীরূপ চন্দ্র অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। (তারা বলল,) "আমরা যে দিল্লীর সুলতানের কথা শুনেছিলাম তাঁকে আজ দেখলাম, তিনি সূর্যের ন্যায় ভাস্বর। জগতে তাঁর রাজছত্র সর্বোচ্চ। সেই ছত্রছায়ায় সারা জগৎ ছায়াময়। সিংহাসনে বসে তিনি গর্বভরে গর্জন করেন। চারদিকব্যাপী তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য। ওঁর দিকে সামনাসামনি তাকানো যায় না, সকলেই দৃষ্টি অবনত করে প্রণত হচ্ছে। সেই শিরোমণির অদ্বিতীয় রূপ, সমস্ত রূপবান তাঁরই পূজা করছে। কষ্টি পাথরের আরশিতে আমরা সেই রূপ কষে দেখেছি। তুমিও তোমার স্পর্শমণি-মুকুরে কষে দেখ, তিনি কিরকম সোনা।

দিল্লী থেকে বাদশাহ চিতোরে এসেছেন। দেখে নাও তাঁকে, পদ্মাবতী, পরে যাতে কোনো অনুশোচনা না থাকে।

১ ওই ২ চৌলী ৩ তাকর ৪ কী ৫ গরবহু ৬ কৈ ৭ পাতসাহি ৮ হিয়

১৮

বিগসৈ[1] কুমুদ কহে[2] সসি ঠাউঁ।
বিগসৈ[3] কঁবল সুনে[4] রবি-নাউঁ॥
ভই নিসি সসি ধৌরাহর চঢ়ী।
সোরহ কলা জৈস বিধি গঢ়ী॥
বিহঁসি ঝরোখে আই সরেখী।
নিরখি সাহ দরপন মহঁ দেখী।
হোতহি দরস পরস ভা লোনা।
ধরতী সরগ ভএউ সব সোনা॥
রূখ মাঁগত রূখ তা সহুঁ[5] ভএউ।
ভা সহ-মাঁত খেল মিটি গএউ॥
রাজা ভেদ ন জানৈ ঝাঁপা।
ভা বিসঁভার[6] পরন বিনু কাঁপা॥
রাঘব কহা কি লাগি সোপারী।
লেই পৌঢ়াবহি সেজ সঁবারী॥
রৈনি বীতি[7] গই ভোর ভা উঠা সূর তব জাগি।
জো দেখৈ সসি নাহীঁ রহী করা চিত লাগি॥

কুমুদ (সখীরা) বিকশিত হয়ে উঠল চন্দ্রের নিকট বার্তা নিবেদন কালে। কমলও (পদ্মাবতী) উৎফুল্ল হল সূর্যের (বাদশাহের) নাম শুনে। ইতিমধ্যে রাত্রি হল, চন্দ্রমা বিধাতা-দত্ত ষোলকলা রূপ নিয়ে প্রাসাদে আরোহণ করল। হাস্যমুখী চতুরা (পদ্মাবতী) ঝরোখায় এলেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ দর্পণের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলেন। দর্শন হতেই সেই স্পর্শমণির লাবণ্যে (বাদশাহের নিকট) ধরণী এবং আকাশ সোনা হয়ে গেল। যে দর্শন তিনি কামনা করছিলেন তা হল। কিস্তি মাৎ হল, খেলা শেষ হয়ে গেল। রাজা এর গোপন রহস্য কিছুই জানলেন না। বাদশাহ বিনা বাতাসে পাতার ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে অচৈতন্য হলেন। রাঘব চেতন বলল "কিসের জন্য উনি সুপুরীর মতো (শুকনো) হয়ে গেলেন। পালঙ্কে শয্যা পেতে ওঁকে শোয়াই।

রাত কেটে গেল, ভোর হয়ে গেল, সূর্য (বাদশাহ) তখন জেগে উঠলেন। যদিও আর চাঁদকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু তার লাবণ্য তাঁর চিত্তে লেগে রইল।

১ বিগসি জো ৩ বিগসঃ ৫ তা সোঁ ৭ বিহানী
২ কহৈ ৪ সুনত ৬ ভৈ বিথনারি

১৯

ভোজন-প্রেম সো জান জেঁবা।
ভঁবরহি রুচৈ[1] বাস-রস-কেরা॥
দরস দেখাই জাই সসি ছপী।
উঠা ভানু জস জোগী তপী॥
রাঘব চেতি[2] সাহ পহঁ গএউ।
সূরুজ দেখি কঁবল বিস ভয়উ॥
ছত্রপতী মন কীন্হ[3] সো পহুঁচা।
ছত্র তুম্হার জগত[4] পর উঁচা॥
পাট তুম্হার দেবতন্হ পীঠী।
সরগ পতার রহৈ[5] দিন দীঠী॥
ছোহ তে[6] পলুহহিঁ[7] উকঠৈ[8] রূখা।
কোহ তেঁ[9] মহি সায়র সব সূখা॥
সকল জগত তুম্হ নাবৈ মাথা।
সব কর[10] জিয়ন তুম্হারে হাথা॥
দিনহি নয়ন লাএহু তুম রৈনি ভএহু নহিঁ জাগ।
কস নিচিন্ত অস সোএহু কাহ বিলঁব অস লাগ॥

যে আহার করেছে সে-ই জানে ভোজনের আস্বাদ। কেতকীর রস গন্ধ ভ্রমরের কাছেই রুচিকর। (একবার) দেখা দিয়েই চন্দ্র লুকিয়ে পড়লেন। উত্তপ্ত যোগীর ন্যায় সূর্য জেগে উঠলেন। রাঘব চেতন চেতন-প্রাপ্ত সাহর নিকট গিয়ে বলল, "কমলকে দেখে সূর্য অবশ হল! ছত্রপতি যা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন তা পূর্ণ হল। আপনার রাজছত্র জগতের উপর উত্তোলিত হয়ে আছে। দেবতাদের পিঠস্থলে আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ থেকে পাতাল সব কিছুই প্রতিদিন আপনার নয়নগোচর। আপনার কৃপায় রুক্ষ বৃক্ষও পল্লবিত হয়। আপনার ক্রোধে ধরণী এবং সাগর সব শুকিয়ে যায়। সমস্ত জগৎ আপনার কাছে মাথা নোয়ায়, আপনার হাতেই সকলের জীবন নির্ভর করে।

দিবসেও আপনার নয়ন নিমীলিত, রাতেও আপনি জাগছেন না। কেমন করে এমন নিশ্চিন্তে আপনি শুয়ে আছেন? কেন এ ব্যাপারে এত বিলম্ব করছেন?

১ ভঁবর ন তজৈ ৫ রৈনি ৯ ত
২ চেতনি ৬ ত ১০ কী
৩ কহা ৭ পলুহৈ ১১ দিন ন নৈন তুম্হ লাবহু রৈনি বিহাবহু জাগি।
৪ গঁগন ৮ উকঠা ১২ অব নিচিংত অস সোএ কাহে বেলংব অসি লাগি।

২০

দেখি এক কৌতুক[১] হৌঁ রহা।
রহা অঁতরপট পৈ নহিঁ অহা॥
সরবর দেখ এক মৈঁ সোঈ।
রহা পানি পৈ পান ন হোঈ॥
সরগ আই ধরতী মহঁ ছাবা।
রহা[২] ধরতি পৈ ধরত ন আবা॥
তিহ্ন[৩] মহঁ পুনি এক[১] মন্দির[৫] ঊঁচা।
করহ্ন[৬] অহা পর[৭] কর ন পহুঁচা॥
তেহি মণ্ডপ[৮] মূরতি মৈঁ দেখী।
বিনু তন বিনু জিউ জাই[৯] বিসেখী॥
পুরন চন্দ হোই জনু তপী[১০]।
পারস রূপ দরস দেই ছপী॥
অব জহঁ চতুরদসী জিউ তহাঁ।
মানু অমারস পারা[১১] কহাঁ॥
বিগসা কঁবল সরগ নিসি জনহুঁ লৌকি গই[১২] বীজু।
ওহি[১৩] রাহু[১৪] ভা ভানুহি রাঘর মনহিঁ পতীজু॥

(সাহ বললেন,) "আমি এক মজার দৃশ্য দেখছিলাম। পর্দা ছিল, অথচ ছিল না। আমি এমন এক সরোবর দেখলাম যেখানে জল ছিল কিন্তু তা পান করা যায় না। স্বর্গ এসে ধরণীর মাঝখানে শোভমান হল। তাকে ধরণীতে থেকেও যেন ধরা গেল না। তার মাঝখানে আবার এক উচ্চ মন্দির, তা হাতের কাছাকাছি থেকেও সেখানে হাত পৌছায় না। সেই মন্দিরে এক মূর্তিকে দেখলাম, তা কায়াহীন এবং প্রাণহীন, তবুও বিশিষ্ট। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সে দীপ্ত। স্পর্শমণির ন্যায় তা দর্শন দিয়েই অদৃশ্য হল। এখন যেখানে সেই চতুর্দশী (কন্যা) আমার জীবনও সেখানে। (তাকে হারিয়ে) এখন অমাবস্যা বলে মনে হচ্ছে, কোথায় পাই তাকে?

কমল বিকশিত হল। রাতের আকাশে যেন বিদ্যুৎ (ঝলকেই) লুকিয়ে গেল। সে যেন সূর্যের রাহু;—বিশ্বাস কর ওগো রাঘব!"

১ কৌকৃত ৫ মংডপ ৯ জিয়েঁ ১৩ ভোর
২ অহা ৬ করহি ১০ চাঁদ সঁপুরণ জনু হোই তপী ১৪ ভাহ
৩ তেহি ৭ পৈ ১১ পারে
৪ জস ৮ মংদিল ১২ গা

২১

অতি বিচিত্র দেখা[১] সো ঠাঢ়ী।
চিত কৈ চিত্র লীহ্ন জিউ কাঢ়ী॥
সিংঘ-লঙ্ক[২] কুম্ভস্থল জোরূ।
আঁকুস নাগ মহাউত মোরূ॥
তেহি উপর ভা কঁবল বিগাসূ।
ফিরি অলি লীহ্ন পুহুপ-মধু[৩]-বাসূ॥
দুই[৪] খঞ্জন বিচ বৈঠেউ সুআ।
দুইজ ক চাঁদ ধনুক লেই উআ॥
মিরিগ দেখাই গবন ফিরি কিয়া।
সসি ভা নাগ সূর[৫] ভা দিয়া॥
সুঠি ঊঁচে দেখত রহ উচকা[৬]।
দিস্টি পহুঁচি কর পহুঁচি ন সকা॥
পহুঁচ-বিহুন[৭] দিস্টি কিত[৮] ভঈ।
গহি ন সকা দেখত রহ গঈ॥
রাঘর হেরত জিউ গএউ কিত আছত জো অসাধ[৯]।
যহ তন রাখ পাঁখ কৈ সকে ন কেহি অপরাধ[১০]॥

"অতি বিচিত্র রূপ নিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার জীবন কেড়ে নিয়ে তার মূর্তি আমার চিত্তে প্রবেশ করল। সিংহের কটিদেশের উপর একজোড়া হস্তীকুম্ভ (স্তন যুগল), তার উপর সর্পের অঙ্কুশ (বেণী) এবং ময়ূররূপী মাহুত (কণ্ঠ)। তার উপরে পদ্মের বিকাশ (মুখ)। মৌমাছি ঘুরে ঘুরে পুষ্পের মধুগন্ধ গ্রহণ করল। দুই খঞ্জন পাখীর (চোখ) মাঝখানে বসেছিল এক শুকপাখী (নাক)। দ্বিতীয়ার চাঁদ (ললাট) ধনুক (ভ্রূ) নিয়ে উদিত হল। মৃগ (নয়না) দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। (পিছন ফিরতেই) (মুখ) চন্দ্র হয়ে গেল নাগ (বেণী) আর সূর্য (বাদশাহ) হল প্রদীপ (তেজহীন)। দেখতে দেখতে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে গেল, সেখানে দৃষ্টি পৌছালেও হাত পৌছায় না। যেখানে পৌছানো যায় না সেখানে দৃষ্টি যায় কেন? আমি তাকে ধরতে পারলাম না, দেখতে দেখতে সে চলে গেল।

হে রাঘব, তাকে দেখে আমার প্রাণ গেল, যে নিজের বশে নেই সে কেন আছে? এই মাটির শরীরে পাখা দিলেও যে ওড়া যায় না, এ কার অপরাধ?"

১ দেখেউঁ ৬ দেখত উচকা
২ সিংঘ কৈ লংক ৭ ভুজা বিহনি
৩ রস ৮ কত
৪ দুহ ৯ রাখৌ আখৌ হোত জোঁ কত আছতি জিয় সাধ
৫ পুরুষ ১০ ওহি বিনু আব বাথ বয় সকৈ ত কৈল অপরাধ

২২

রাঘর সুনত সীস ভুঁই ধরা।
জুগ জুগ রাজ ভানু কৈ করা॥
উহৈ[১] কলা রহ[২] রূপ বিসেখী।
নিসচৈ তুম্হ পদমাবতি দেখী॥
কেহরি লঙ্ক কুঁভস্থল-হিয়া।
গীউ ময়ূর[৩] অলক বেধিয়া[৪]॥
কঁবল বদন ঔ বাস সরীরূ[৫]।
খঞ্জন নয়ন নাসিকা কীরূ॥
ভৌঁহ ধনুক সসি-দুইজ লিলাটূ।
সব রানিহ্ন উপর ওহি[৬] পাটূ॥
সোঈ মিরিগ দেখাই জো গএউ।
বেনী নাগ দিয়া চিত ভএউ॥
দরপন মহঁ দেখী পরছাহী।
সো মূরতি ভীতর[৭] জিউ নাহীঁ॥
সবৈ সিংগার-বনী ধনি অব সোঈ মতি[৮] কীজ।
অলক জো লটকৈ[৯] অধর পর[১০] সো গহি কৈ রস লীজ॥

রাঘব চেতন একথা শুনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "যুগ যুগ ধরে সূর্যালোক রাজত্ব করুক। হে রূপময় রশ্মিকলা, আপনি নিশ্চয় পদ্মাবতীকে দর্শন করেছেন। ঐ সিংহ হল তাঁর কটি দেশ, কুম্ভস্থল হল তাঁর বক্ষ, ময়ূর হল গ্রীবা, এবং অঙ্কুশ হল অলকগুচ্ছ। কমল হল তাঁর মুখ, আর পদ্মগন্ধ তার শরীরে। খঞ্জন হল নয়ন এবং নাসিকাই শুক। ভ্রূযুগ ধনুক, ললাট দ্বিতীয়ার চাঁদ; সব রাণীদের ওপরে উনি হলেন পাটরাণী। তিনিই মৃগের ন্যায় দেখা দিয়ে যখন চলে গেলেন তখন তাঁর বেণী হল নাগসদৃশ এবং আপনার চিত্ত হল প্রদীপ শিখার ন্যায়। আপনি দর্পণের মধ্যে তাঁর ছায়ামাত্র দেখেছেন, সেই মূর্তির অভ্যন্তরে জীবন নেই।

সর্ব শোভামণ্ডিত এই রমণী, —এখন এই মতলব করুন, যাতে এঁর অধরের উপর লুটিয়ে পড়ে যে অলক, তাকে ধারণ করে আপনি যেন রসগ্রহণ করতে পারেন।"

১ ওহি ২ ঔ ৩ মংজুর ৪ রিপু যিয়া ৫ সরীরা ৬ রহ ৭ জেহি ত্তস ৮ মত ৯ লগুমে ১০ কে

১

মত ভা[১] মাঁগা বেগি বিরানূ।
চলা সূর সঁবরা অস্থানূ॥
চলত[২] পন্থ রাখা জো পাউ।
কহাঁ রহৈ[৩] থির চলত[৪] বটাউ॥
পন্থী[৫] কহাঁ কহাঁ সুসতাঈ।
পন্থ চলৈঁ তব[৬] পন্থ সেরাঈ॥
ছর কীজৈ বর জহাঁ ন আঁটা।
লীজৈ ফূল টারি কৈ কাঁটা॥
বহুত ময়া সুনি রাজা ফূলা।
চলা সাথ পহুঁচাবৈ ভূলা॥
সাহ হেতু রাজা সৌঁ বাঁধা।
বাতহ্ন লাই লীহ্ন গহি কাঁধা॥
ঘিউ মধু সানি দীহ্ন রস সোঈ।
জো মুঁহ মীঠ পেট বিষ হোঈ॥
অমিয়-বচন ঔ মায়া কো ন মুএউ রস-ভীজ[৭]।
সক্র মরৈ জৌঁ অমৃত কিত তাকহঁ বিষ দীজ[৮]॥

মতলব (ঠিক) হলে বাদশাহ দ্রুত বিমান চেয়ে আপন স্থান স্মরণ করে অগ্রসর হলেন। (বললেন,) "পথে চলার জন্য যে পা বাড়িয়েছে সেই পথিক আর কেমন করে স্থির থাকে? পথিকের পথ চলায় বিশ্রাম কোথায়? পথ চললে তবেই পথের শেষ।" বলে না আঁটলে ছল করতে হয়। কাঁটা সরিয়ে ফুল নিতে হয়। অনেক রকম বড় বড় কথা শুনে রাজা ফুলে উঠলেন। ছলনায় ভুলে তিনি সাহকে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে চললেন। সাহ রাজার সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে লাগলেন। কথায় ঘি আর মধু মিশিয়ে রস দান করলেন, যাতে রাজার মুখে মিষ্টি লাগে কিন্তু পেটে গিয়ে বিষ হয়।

অমৃত বচনের সঙ্গে ছলনা (বিষ) মিশিয়ে পরিবেশণ করলে কে না তাতে রসসিক্ত হয়ে মরে? শত্রু যদি অমৃতের সাহায্যেই মরে তাহলে আর তাকে বিষ দেওয়া কেন?

১ মীত ভৈ ২ চলন ৩ রহন ৪ জহাঁ ৫ পন্থিক ৬ পৈ ৭ ভীজি ৮ দীজি

২

চাঁদ ঘরহি জৌ সুরুজ আরা।
হোই সো অলোপ অমাবস পারা॥
পুছহিঁ নখত মলীন সো মোতী।
সোরহ কলা ন একৌ জোতী॥
চাঁদ ক গহন অগাহ জনারা।
রাজ ভুল গহি সাহ চলারা॥
পহিলৌ পঁররি নাঁঘি জৌ আরা।
ঠাঢ় হোই রাজহি পহিরারা॥
সৌ তুষার তেইস গজ পারা।
দুন্দুভি ঔ চৌঘড়া দিয়ারা॥
দুজী পঁররী দীহ্ন অসরারা।
তীজি পঁররি নগ দীহ্ন অপারা॥
চৌথি পঁররি দেই দরব করোরী।
পচঈঁ দুই হীরা কৈ জোরী॥
ছঠঈঁ পঁররি দেই মাঁডৌ সতঈঁ দীহ্ন চঁদেরি।
সাত পঁররি নাঁচত নৃপহি লেইগা বাঁধি গরেরি॥*

চাঁদের (রত্নসেন) ঘরে সূর্যের (বাদশাহের) আগমন হতেই অমাবস্যার অন্ধকারে চন্দ্র অদৃশ্য হল। মুক্তো (পদ্মাবতী) এমন মলিন হতে নক্ষত্ররা জিজ্ঞাসা করল, “ষোলকলা চাঁদের এক কলা জ্যোতিও কি অবশিষ্ট নেই?” আগের থেকেই চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়ে সাহর সঙ্গে গিয়ে রাজা ভুল করলেন। প্রথম দেউড়িতে উপনীত হয়ে সাহ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রাজাকে পরিচ্ছদে ভূষিত করলেন। তিনি পেলেন শত অশ্ব এবং তেইশটি হাতী। রাজাকে দুন্দুভি এবং চৌঘরি দেওয়ালেন তিনি; দ্বিতীয় দেউড়িতে এসে তিনি অশ্বারোহী সৈন্য দান করলেন। তৃতীয় দেউড়ীতে উপস্থিত হয়ে তিনি অসংখ্য রত্ন দিলেন। চতুর্থ দেউড়িতে এসে দিলেন কোটি ঐশ্বর্য। আর পঞ্চম দেউড়িতে ছিলেন দু জোড়া হীরে।

ষষ্ঠ দেউড়ীতে এসে মাঁড়ৌ রাজ্য দিয়ে সপ্তম দেউড়িতে দিলেন চন্দেরী। অতঃপর সপ্তম দেউড়ি পার হবার সময় রাজাকে ঘিরে ফেলে তাঁকে বেঁধে নিয়ে গেলেন।

* বর্তমান স্তবকটি মাতাপ্রসাদ সংস্করণে না থাকায় কোনো পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

৩

এহি জগ বহুত নদী-জল জূড়া।
কোউ[১] পার ভা কোউ[২] বূড়া॥
কোউ[৩] অন্ধ ভা আগু[৪] ন দেখা।
কোউ[৫] ভএউ ডিঠিয়ার সরেখা॥
রাজা কহঁ বিয়াধ ভই মায়া।
তজি কবিলাস ধরা[৬] ভুঁই পায়া॥
জেহি কারন গঢ় কীহ্ন অগোঠী[৭]।
কিত[৮] ছাঁড়ৈ জৌ আরৈ মূঠী॥
সত্রুহি কোউ পার জৌ বাঁধী।
ছোড়ি[৯] আপু কহঁ করৈ বিয়াধী॥
চারা মেলি ধরা জস মাছূ।
জল হুঁতি নিকসি মুরৈ[১০] কিত[১১] কাছূ॥
সত্রু[১২] নাগ পেটারী মূঁদা।
বাঁধা মিরিগ পৈগ নহিঁ খূঁদা॥
রাজহি[১৩] ধরা আনি কৈ তন[১৪] পহিরারা লোহ।
ঐস লোহ সো পহিরৈ চীত[১৫] সামি কৈ[১৬] দোহ॥

এই জগৎ পারাবারে অনেক নদীর জল একত্রিত। কেউ পার হয়, কেউ বা ডুবে যায়। কেউ দূরদৃষ্টির অভাবে অন্ধ, আবার কেউ সুচতুর দৃষ্টির অধিকারী। রাজা প্রতারণার ফাঁদে পড়লেন, কৈলাস ছেড়ে মাটিতে পা দিলেন। যাঁর জন্য বাদশাহ দুর্গ অবরোধ করলেন, তিনি যখন হাতের মুঠোয় এলেন তখন আর কি তাঁকে ছেড়ে দেন? শত্রুকে যদি কেউ বন্দী অবস্থায় পায়, তাহলে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কে ক্ষতি করে? চার ফেলে মাছের মতো তাঁকে ধরলেন, কচ্ছপ হলে কি জল থেকে বেরিয়ে এসে মরে? তিনি শত্রুকে সাপের মতো ঝাঁপিতে বন্দী করলেন। মৃগকে এমনভাবে বাঁধলেন যাতে এক পাও না লাফাতে পারে।

রাজাকে ধরে এনে তিনি তাঁর দেহে লৌহশৃঙ্খল পরালেন। রাজদ্রোহী যেভাবে বন্দী হয় সেইভাবে তিনি (রত্নসেন) শৃঙ্খল পরলেন।

১	কৌন	৫	কোন	৯	ছাঁড়ি	১৩	রাজা
২	কো নহিঁ	৬	পরে	১০	সকতি	১৪	ঔ
৩	কো দ	৭	অঁগূঠী	১১	মুর	১৫	জো চেত
৪	আঁখি	৮	কত	১২	সত্রুহ	১৬	কহঁ

৪

পায়ঁন্হ গাঢ়ী বেড়ী পরীঁ।
সাঁকর গীউ হাথ হথকরীঁ॥
ঔ ধরি বাঁধি মঁজূসা মেলা।
ঐস সত্রু জিনি[১] হোই দুহেলা॥
সুনি চিতউর মহঁ পরা বখানা[২]।
দেস দেস চারিউ দিসি[৩] জানা॥
আজু নরায়ন ফিরি জগ খূঁদা।
আজু সো সিংঘ মঁজূষা মূঁদা॥
আজু খসে রাবন দস মাথা।
আজু কান্হ কালীফন নাথা॥
আজু পরান কংস কর[৪] ঢীলা।
আজু মীন সংখাসুর লীলা॥
আজু পরে পাণ্ডব বঁদি মাহাঁ।
আজু দুসাসন উতরী[৫] বাঁহা।
আজু ধরা বলি রাজা মেলা বাঁধি পতার।
আজু সূর দিন অঁথবা ভা চিতউর অঁধিয়ার॥

(রত্নসেনের) পায়ে পরান হল কঠিন বেড়ি। গলায় শেকল এবং হাতে হাতকড়া। তাঁকে ধরে খাঁচায় এনে বন্দী করা হল। শত্রুরও যেন এমন দুর্গতি না হয়। এই বিবরণ চিতোরে ঘোষিত হল, দেশে দেশে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হল। সকলে বলল, "আজ আবার নারায়ণ জগতে অবতীর্ণ হলেন, আজ সেই সিংহ খাঁচায় বন্দী হয়েছে। আজ রাবণের দশ মাথা খসে পড়ল। আজ কৃষ্ণ কালীয়নাগের ফণা অধিকার করলেন। আজ কংসের প্রাণ সংশয় হল। আজ মীনাবতার শঙ্খাসুরকে গ্রাস করলেন। আজ পাণ্ডবরা বন্দী হলেন। আজ দুঃশাসনের হস্ত ছিন্ন হল।

আজ বলিরাজাকে ধরে বন্দী করে পাতালে প্রোথিত করা হল। আজ সূর্য দিবসেই অস্ত গেল, চিতোর হল অন্ধকার।

১ অস সত্রুহু জনি
২ জগানা
৩ খণ্ড
৪ কংসেনি
৫ উপরী

৫

দেব সুলেমাঁ কে[১] বঁদি পরা।
জহঁ লগি দেব সবৈ[২] সত-হরা॥
সাহি লীন্হ গহি কীন্হ পয়ানা।
জো জহঁ সত্রু সো তহাঁ বিলানা॥
খুরাসান ঔ ডরা হরেউ।
কাঁপা বিদর ধরা অস দেউ॥
বাঁধো দেবগিরি[৩] ধৌলা গিরী।
কাঁপী[৪] সিস্টি দোহাঈ ফিরী॥
উবা সূর ভই সামুহঁ করা।
পালা ফূট পানি হোই ঢরা॥
দুংদুহি[৫] ডাঁড়[৬] দীন্হ জহঁ তাঈঁ।
আই দণ্ডবত[৭] কীন্হ সবাঈঁ॥
দুংদ ডাঁড় সব সরগহি গঈঁ।
ভূমি[৮] জো ডোলী অহথির ভঈ॥
বাদসাহ দিল্লী মহঁ আই বৈঠে সুখ-পাট।
জেই জেই[৯] সীস-উঠারা ধরতী ধরা[১০] লিলাট॥

সত্যচ্যুত জিনরা যে (রাজদ্রোহের) কারণে সুলেমানের কারাগারে বন্দী হয়েছিল (রাজা রত্নসেনও তেমনি বন্দী হলেন)। বন্দীকে নিয়ে সাহ প্রস্থান করলেন। যেখানে যত শত্রু ছিল সেখানেই তাদের দমন করলেন। খুরাসান এবং হরেউ ত্রস্ত হল। এমন বন্দীকে দেখে বিদররাজ কেঁপে উঠল। বন্ধো, দেবগিরি, ধবলগিরি এবং সারা সৃষ্টি কাঁপতে লাগল, এবং চারদিক থেকে মিনতির আর্তধ্বনি ফিরতে লাগল। সূর্য উদিত হল, তার কিরণ-সম্পাতে বরফ গলে জলের ঢল নামল। দণ্ডের আঘাতে যখন চতুর্দিকে দুন্দুভিধ্বনি হল, তখন সকলে এসে (বাদশাহের সম্মুখে) দণ্ডবৎ হল। দুন্দুভির দণ্ড যেন (বাদ্যকালে) স্বর্গকে স্পর্শ করল। সেই ধ্বনিতে অস্থির হয়ে ভূমিতল কাঁপতে লাগল।

বাদশাহ দিল্লীতে এসে সুখে সিংহাসনে বসলেন। যে যে (বিদ্রোহী) মাথা তুলেছিল, তাদের ললাট মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

১ কী
২ সবহি
৩ বিংধি উঔৈগিরি
৪ কাপী
৫ ডংডরৈ
৬ ডংড
৭ সো ডংডবত
৮ পুহুমি
৯ জিহ জিহ
১০ ধরে

৬

হবসী বঁদয়ানা জিউ-বধা।
তেহি সৌঁপা রাজা অগি দধা॥
পানি পৱন কহঁ আস করেঈ।
সো জিউ-বধিক সাঁস ভর[১] দেঈ॥
মাঁগত পানি আগি লেঈ ধারা।
মুঁগরী[২] এক আনি[৩] সির লারা॥
পানি পৱন তুই[৪] পিয়া সো পীয়া।
অব কো আনি দেই পানীয়া[৫]॥
তব চিতউর জিউ রহা[৬] ন তোরেঁ।
বাদসাহ হৈ সির পর মোরেঁ॥
জবহিঁ হঁকারৈ[৭] হৈ উঠি চলনা।
সকতী[৮] করৈ[৯] হোই কর মলনা॥
করৈ[১০] সো মীত গাঁঢ় বঁদি জহাঁ।
পান[১১] ফূল[১২] পহুঁচারৈ তহাঁ॥
জব অঞ্জল[১৩] মুঁহ[১৪] সোৱা সমুদ ন সঁৱরা জাগি।
অব ধরি কাঢ়ি মচ্ছ জিমি[১৫] পানী মাঁগতি আগি॥

কারারক্ষী এক হাবসী ঘাতকের হাতে রাজাকে অগ্নিদগ্ধ করার জন্য সমর্পণ করা হল। রাজা জল এবং বাতাসের প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘাতক তাঁকে শুধু নিঃশ্বাস নেবার বাতাসটুকু দিল। রাজা জল চাইলে সে আগুন নিয়ে ধেয়ে এল। এক মুগুর নিয়ে এসে রাজার মাথার উপর তুলল। (বলল) "জল আর বাতাস এতকাল যা খেয়েছিস তা খেয়েছিস, এখন আর কে তোকে জল এনে দেবে? চিতোরে থাকার সময় একথা তোর মনে ছিল না যে মাথার উপর বাদশাহ আছেন? যখনই তিনি ডাকেন, উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে হয়? (নচেৎ) তিনি হাত জোড় করতে বাধ্য করবেন। কারাগারের কঠোর বন্দীর সঙ্গে যদি মিত্রতা দেখান সেখানেও তিনি পান ও ফুল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

যতক্ষণ মুখে অন্নজল এবং শয়ন জুটেছে ততক্ষণ এই (শক্তি) সাগরের চেতনা তোর হয় নি। এখন মাছের মতো তোকে ধরে তোলা হয়েছে; জল চাইলে তোকে আগুন দেওয়া হবে।

---

১ নহিঁ ৪ তৈঁ ৭ হঁকারহি ১০ করৌঁ ১৩ অংজলি
২ মোংগরা ৫ পাপিয়া ৮ সো কত ১১ পানি ১৪ মঁহ
৩ আই ৬ অহা ৯ করৌঁ ১২ পৱন ১৫ জেঁউ

৭

পুনি চলি দুই জন পূঁছৈ আএ।
ওউ[১] সুঠি দগধ আই দেখরাএ॥
তুই[২] মরপুরী ন কবহুঁ দেখী।
হাড় সে বিথুরে দেখি ন লেখী॥
জানা নহিঁ কি হোৱ অস মহূঁ।
খোজেঁ খোজ ন পাউব কহূঁ॥
অব হম্হ উতর দেহু রে দেৱা।
কৌনে গরব ন মানেসি[৩] সেৱা॥
তোহি অস বহুত[৪] গাঢ়ি খানি মূঁদে।
বহুরি ন নিকসি বার হোই[৫] খূঁদে॥
জো জস হঁসা[৬] তো[৭] তৈসে রোৱা।
খেলত হঁসত অভয় ভুইঁ সোৱা[৮]॥
জস[৯] অপনে মুঁহ কাঢ়ে ধূৱাঁ।
মেলেসি[১০] আনি[১১] নরক কে কুআঁ॥
জরসি মরসি অব বাঁধা তৈস লাগ তোহি দোখ।
অবহূঁ মাঁগু পদমিনী জৌঁ চাহসি ভা মোখ॥

অতঃপর দুজন লোক এল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ওরা এসে অনেক পীড়নের ভয় দেখাল। বলল, "তুই আগে কখনও যমপুরী দেখিস নি? কিন্তু চারদিকে যে হাড়গোড় পড়ে আছে তা দেখেও কি অনুমান হচ্ছে না? জানিস না যে তোরও ঐরকম দশা হবে? তোকে খুঁজলেও কেউ আর পাবে না। এখনই আমাদের কথার জবাব দে, কোন অহঙ্কারে বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করছিস না? তোর মতন এমন অনেককে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলেছি, তারা আর কখনও সেখান থেকে বের হয়ে ফিরতে পারে নি। যত তারা হেসেছে ততই কেঁদেছে। এখন মাটির ভিতর নির্ভয়ে শুয়ে তারা হাসছে খেলছে। যেমন মুখ থেকে (অহঙ্কারের) ভাপ্ বের করেছিস তেমনি এখন নরকের গর্তে এসে প্রবেশ করেছিস।

যেমন দোষ করেছিস তেমনি এখন এখানে বন্দী হয়ে জলে পুড়ে মরছিস। যদি মুক্তি চাস, তাহলে এখনও পদ্মিনীকে চেয়ে এনে ভেট দে।"

---

১ ওহি ৫ পৈ ৯ জস
২ তূঁ ৬ হঁসৈ ১০ চাহসি
৩ মানে ৭ সো ১১ পরা
৪ কেত ৮ খেলি হাসি এহি ভুইঁ পৈ সোৱা

৮

পুছহিঁ বহুত ন বোলা[১] রাজা[২]।
লীহেসি জোউ মীচু কর সাজা[৩] ॥
খনি গড়ৱা চরনহু[৪] দেই[৫] রাখা।
নিত উঠি দগধ হোহিঁ নৌ লাখা ॥
ঠাঁৱ সো সাঁকর ঔ আঁধিয়ারা।
দূসর করৱট লেই ন পারা ॥
বীছু সাঁপ আনি তহঁ মেলা।
বাঁকা আই[৬] ছুআরহিঁ হেলা ॥
ধরহিঁ[৭] সঁড়াসহু[৮] ছুটৈ[৯] নারী।
রাতি-দিৱস দুখ পহুঁচৈ[১০] ভারী ॥
জো দুখ কঠিন ন সহৈ[১১] পহারূ।
সো অঁগৱা মানুষ-সির ভারূ ॥
জো সির পরৈ আই[১২] সো সহৈ।
কিছু ন বসাই কাহ সৌঁ[১৩] কহৈ ॥
দুখ জারৈ দুখ ভুঁজৈ দুখ খোরৈ সব লাজ।
গাজহু চাহি অধিক[১৪] দুখ দুখী জান জেহি বাজ

অনেক বলাতেও রাজা কোনো উত্তর দিলেন না। মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তিনি জতুগৃহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারা মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে রাজার পা পুঁতে দিল। প্রতিদিন তিনি নয়লক্ষবার দগ্ধ-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। সেই স্থান যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি অন্ধকার। ফিরে শোয়ার মতো দ্বিতীয় স্থান নেই। বিছে সাপ এনে সেখানে জড়ো করা হল। ছুঁচালো বাঁখারি দিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করা হল। তাঁকে সাঁড়াশী দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরা হল যে নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। এইভাবে দিনরাত তার উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলতে লাগল। যে কঠিন পীড়ন পর্বতও সইতে পারে না, তিনি মানুষ হয়ে সেই শাস্তির ভার মস্তকে বহন করলেন। যত কিছু নিপীড়ন মাথার উপর এসে পড়ল সব তিনি সহ্য করলেন। কিছুই যেখানে উপায় নেই, সেখানে কাকে তিনি কি বলবেন?

দুঃখ জ্বালায়, দুঃখ পোড়ায়, দুঃখ সমস্ত লজ্জা ঘোচায়। বজ্রের চেয়েও কঠিন দুঃখ যখন এসে পড়ে, তখন সে ব্যথা যার বাজে, সেই দুঃখীজনই তা জানে।

---

১ রাজা
২ বোলা
৩ লিহে কেরায় ন কৈসেহ খোলা
৪ খনি গড় ওবরী মহঁ লৈ
৬ আনি
৭ দহকহিঁ
৮ সঁড়সী
৯ ছুটহিঁ
১০ পহুঁচ
১১ সহা
১২ সৱৈ
১৩ কে
১৪ গরুব

১

পদমাবতি বিনু কন্ত দুহেলী।
বিনু জল কঁৱল সুখি জস বেলী ॥
গাঢ়ী প্রীতি সো[১] মো সৌঁ লাএ।
দিল্লী কন্ত নিচিন্ত হোই ছাএ ॥
সো দিল্লী অস[৩] নিবহুর দেসূ।
কোই ন বহুরা[৪] কহৈ সঁদেসূ ॥
জো গৱনৈ সো তহাঁ কর হোঈ।
জো আৱৈ কিছু জান ন সোঈ ॥
অগম পন্থ পিয় তহাঁ সিধাৱা।
জো রে গএউ[৫] সো বহুরি ন আৱা ॥
কুআঁ ধার[৬] জল জৈস বিছোৱা।
ডোল ভরে নৈনহু ধনি[৭] রোৱা ॥
লেজুরি ভঈ নাঁহ বিনু তোহীঁ।
কুআঁ পরী ধরি কাঢ়সি[৮] মোহীঁ ॥
নৈন-ডোল ভরি ঢারৈ হিয়ে ন আগি বুঝাই।
ঘরী ঘরী জিউ আৱৈ[৯] ঘরী ঘরী জিয়[১০] জাই

কান্ত বিহনে পদ্মাবতী দুঃখিনী হলেন। জলহীন হলে পদ্মের পাপড়ি যেমন শুকিয়ে যায়। বললেন,) "তিনি আমার সঙ্গে গাঢ় প্রীতিবন্ধনে বাঁধা ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি দিল্লীতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছেন। সেই দিল্লী এমন দেশ যে সেখানকার খবর বলবার জন্য কেউই ফেরে না। যে যায়, সে সেখানেই থেকে যায়. যে আসে সে সেখানকার কিছুই জানে না। দুর্গম পথে প্রিয় সেখানে গেছেন। যে সেখানে গিয়েছে, সে আর ফিরে আসে না।" কূপ থেকে যেমন জলধারা বইতে থাকে তেমনি পদ্মাবতীর নয়নের জলে ডোল পূর্ণ হয়ে গেল। "তোমাকে হারিয়ে আমি শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেলাম। আমি কুয়োর পড়ে গেছি. তুমি আমাকে ধরে উদ্ধার কর।"

নয়নের পাত্র উপচে তিনি অশ্রু ঢালছেন, কিন্তু হৃদয়ের আগুন নিভছে না। প্রহরে প্রহরে চেতনা ফিরে আসে আবার প্রহরে প্রহরে তা অন্তর্হিত হয়।

---

১ প্রিয়
২ চীলী জাই
৩ কোই ন বহুরা
৪ কেহি পূছৌ কো
৫ জাই
৬ ঢার
৭ তস
৮ কাঢহু
৯ বহুরৈ
১০ জিউ

২

নীর গঁভীর কহাঁ হো পিয়া।
তুম্হ[১] বিনু ফাটৈ[২] সরবর-হীয়া॥
গএহু হেরাই পরেহু[৩] কেহিঁ[৪] হাথা।
চলত সরোরর লীন্হ ন সাথা॥
চরত জো পংখি কেলি কৈ নীরা।
নীর ঘটৈ কোই আর ন তীরা॥
কঁবল সুখ পখুরী বেহরানী।
গলি গলি কৈ[৫] মিলি ছার হেরানী[৬]॥
বিরহ-রেত কঞ্চন তন লাবা।
চূন চূন কৈ খেহ মেরাবা॥
কনক জো কন কন হোই বেহরাঈ।
পিয় কহঁ[৭] ছার সমেটৈ আঈ॥
বিরহ পরন রহ[৮] ছার সরীরূ।
ছারহি আনি মেরাবহু নীরূ॥
অবহুঁ জিয়াবহু কৈ ময়া[৯] বিথুরী ছার সমেট।
নই কায়া অরতার নব হোই[১০] তুম্হারে ভেঁট॥

"হে প্রিয়, কোথায় সেই গহন নীর? তোমাকে হারিয়ে আমার (শুষ্ক) হৃদয় সরোবর ফেটে যাচ্ছে। অপর কার হাতে পড়ে না জানি তুমি হারিয়ে গিয়েছ? যখন গেলে তখন সরোবরকে সঙ্গে নিলে না। যে পাখীরা সরোবরের জলে খেলে বেড়ায়, জল শুকিয়ে গেলে তারা আর কেউ তীরে আসে না। পদ্ম শুকিয়ে গেছে, পাপড়ি ঝরে পড়েছে, ঝরে ঝরে তা ছাই হয়ে বিনষ্ট হল। বিরহের ক্ষার এই স্বর্ণতনুতে লেগেছে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তা ছাই-এর সঙ্গে মিশে গেছে। এই সোনা যদি কণা কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, তাহলে আমার প্রিয়তম কোথায়, তিনি এসে এই ভস্ম সংগ্রহ করুন। বিরহ পবনে এই ভস্মশরীর যদি ছড়িয়ে পড়ল, তুমি জল হয়ে সেই ছাই-এর সঙ্গে মিলিত হও।

আমার ছড়ানো ভস্মাবশেষকে একত্রিত করে এখন দয়া করে, আমাকে বাঁচাও। তোমার সঙ্গে মিলিত হলে আমার নতুন দেহ এবং নবজন্ম লাভ হবে।"

১ তুম
২ ফাট
৩ বিরহ
৪ কে
৫ কন কন হোই
৬ উড়ানী
৭ পে
৮ রহ
৯ অবহু ময়া কৈ আই জিয়াবহু
১০ নব অরতার হোই নই কায়া দরস

৩

নৈন-সীপ মোতী[১] ভরি আঁসু।
টুটি টুটি পরহিঁ করহিঁ তন নাসু॥
পদিক পদারথ পদমিনি নারী।
পিয় বিনু ভই কৌড়ী বর বারী॥
সঁগ লেই গএউ রতন সব জোতী।
কঞ্চন-কয়া কাঁচ কৈ[২] পোতী॥
বূড়তি হৌঁ দুখ-দগধ[৩] গঁভীরা।
তুম বিনু কন্ত লাব কো তীরা॥
হিয়ে বিরহ হোই চঢ়া পহারূ।
চল[৪] জোবন সহি সকৈ ন ভারূ॥
জল মহঁ অগিনি সো জান বিছ্না।
পাহন জরহিঁ হোহিঁ সব[৫] চূনা॥
কৌনে জতন কন্ত তুম্হ পারৌঁ।
আজু আগি হৌঁ জরত বুঝারৌঁ॥
কৌন খণ্ড হেঁৗ হেরৌঁ কহাঁ বঁধে[৬] হো নাহ।
হেরে কতহুঁ ন পারৌঁ বসৈ তু হিরদয়[৭] মাহঁ॥

নয়নের ঝিনুক অশ্রুর মুক্তোয় ভরে ওঠে। তারা ঝরে ঝরে পড়ছে, এবং দেহকে বিনষ্ট করছে। যে পদ্মিনী নারী ছিলেন শ্রেষ্ঠ রত্ন পদার্থ প্রিয়তমকে হারিয়ে সেই বরাঙ্গনা কড়ির মতো হয়ে গেছেন। স্বর্ণ-প্রতিমাকে কাঁচের পুতুলে পরিণত করে রত্ন (সেন) তাঁর সব দীপ্তি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। (পদ্মাবতী বললেন) "আমি গভীর দুঃখের বাড়বানলে ডুবে যাচ্ছি, হে কান্ত, তুমি ছাড়া আর কে আমাকে তীরে আনবে? বিরহ পাহাড় হয়ে বুকে চেপে বসেছে, অধীর যৌবন সেই ভার সহ্য করতে পারছে না। তুমি তো জান যে বিরহ হচ্ছে বাড়বানল, পাষাণও তাতে দগ্ধ হয়ে চুনে পরিণত হচ্ছে। হে প্রিয়, কোন সাধনায় তোমাকে পাব? আজই আগুনে আমার জ্বালা জুড়াব।

কোথায় তোমাকে খুঁজব? হে প্রভু, কোথায় তুমি বাঁধা পড়লে? বাইরে কোথাও তোমাকে খুঁজে পাব না, তবু তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে আছ।"

১ মোতিঙ্গ
২ কৈ
৩ উদধি
৪ জল
৫ জরি
৬ মিলহু
৭ বসহু তো হিয়দৈ

৪

নাগমতিহি পিয় পিয় রট লাগী।
নিসিদিন তপৈ মচ্ছ জিমি আগী॥
ভঁবর ভুজঙ্গ কহাঁ হো পিয়া।
হম ঠেঘা তুম কান ন কিয়া॥
ভুলি ন জাহি কঁবল কে পাহাঁ।
বাঁধত বিলংব ন লাগৈ নাহা॥
কহাঁ সো সূর পাস হৌঁ জাউঁ।
বাঁধা ভঁবর ছোরি কৈ লাউঁ॥
কহাঁ জাউঁ কো কহৈ সঁদেসা।
জাউঁ সো তহঁ জোগিন কে ভেসা॥
ফারি পটোরহি পহিরৌঁ কন্থা।
জো মোহিঁ কোউ দেখাবৈ পন্থা॥
বহ পথ পলকন্হ জাই বোহারৌঁ।
সীস চরন কৈ তহাঁ সিধারৌঁ॥
কো গুরু অগুরা হোই সখি মোহি লাবৈ পথ মাহঁ।
তন মন ধন বলি করৌঁ জো রে মিলাবৈ নাহ॥*

নাগমতিও 'প্রিয় প্রিয়' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। অগ্নিতে মৎস্যের ন্যায় তিনি দিবানিশি দগ্ধ হতে লাগলেন। বললেন, "হে প্রিয়, কোথায় নাগ (মতি) আর কোথায় ভ্রমর (রত্নসেন)? আমি আশ্রয় চেয়েছি, কিন্তু তুমি কান দিলে না। ভুলেও কমলের (পদ্মাবতী) কাছে যেও না। হে প্রভু, তোমাকে বাঁধতে একটুও বিলম্ব করবে না। কোথায় সেই সূর্য (সাহ), আমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার বন্দী ভ্রমরকে মুক্ত করে আনি। কোথায় আমি যাব? কে আমাকে তোমার সংবাদ দেবে? আমি যোগিনী বেশ ধরে সেখানে যাব। আমার পট্টবস্ত্র ছিঁড়ে ফেলে আমি ছিন্ন কন্থা পরিধান করব; যদি আমাকে কেউ পথ দেখিয়ে দেয়, আমি সেই পথ নয়নের পলকপাতে নির্মঞ্জন করতে করতে যাব। আমি আমার মস্তককে চরণ করে সেদিকে অগ্রসর হব।

ওগো সখি, কে আমার গুরু হয়ে আগে আগে আমাকে পথ দেখাবে? যে আমাকে প্রিয়তমের কাছে নিয়ে যাবে আমি তাকে আমার দেহ, মন এবং ঐশ্বর্য উৎসর্গ করব।"

* মাতাপ্রসাদ সংস্করণে স্তবকটি অনুপস্থিত।

৫

কৈ কৈ কারন রোবৈ বালা।
জনু টূটহিঁ মোতিন্হ কৈ মালা॥
রোবতি ভঈ ন সাঁস সঁভারা।
নৈন চুবহিঁ জস ওরতি-ধারা॥
জাকর রতন পরৈ পর হাথা।
সো অনাথ কিমি জীবৈ নাথা॥
পাঁচ রতন ওহি রতনহি লাগে।
বেগি আউ পিয় রতন সভাগে॥
রহী ন জোতি নৈন ভএ খীনে।
স্রবন ন সুনৌঁ বৈন তুম লীনে॥
রসনহিঁ রস নহিঁ একৌ ভারা।
নাসিক ঔর বাস নহিঁ আবা॥
তচি তচি তুম্হ বিনু অঁগ মোহি লাগে।
পাঁচৌ দগধি বিরহ অব জাগে॥
বিরহ সো জারি ভসম কৈ চহৈ উড়াবা খেহ।
আই জো ধনি পিয় মেরবৈ করি সো দেই নই দেহ॥*

করুণ আর্তনাদ করতে করতে রমণী কাঁদছেন। যেন ছিন্ন মুক্তোমালার ন্যায় অশ্রু ঝরছে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিঃশ্বাস সম্বরণ করতে পারছেন না। নয়ন উপচে যেন জলের ধারা পড়ছে। (তিনি বলতে লাগলেন), "যার রত্ন পরের হাতে গিয়ে পড়ে, হে নাথ, সেই অনাথিনী কেমন করে বাঁচে? আমার পঞ্চরত্ন (পঞ্চ ইন্দ্রিয়) একটি রত্নকে (রত্নসেন) ঘিরে বর্তমান। প্রিয়তম! হে আমার সৌভাগ্য রত্ন! দ্রুত চলে এস। আমার জ্যোতি অন্তর্হিত, আমার দৃষ্টি ক্ষীণ; আমার কর্ণ বধির, আমার বচন তুমি হরণ করেছ। একজনের চিন্তায় আমার রসনায় রস নেই, নাসিকায়ও কোনো সুগন্ধ প্রবেশ করে না। তোমাকে হারিয়ে জলে জলে আমার অঙ্গ শুকিয়ে গেল। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে দগ্ধ করে বিরহ জেগে উঠল।

বিরহ দহন আমাকে জ্বালিয়ে ছাই করে উড়িয়ে দিতে চাইছে। যদি কেউ এসে নারীকে তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত করতে পারত তবে সে আমাকে নবদেহ দান করত।

* মাতাপ্রসাদ সংস্করণে এ স্তবকটিও নেই।

দেবপাল-দূতী খণ্ড

৬

পিয় বিনু ব্যাকুল বিলপৈ নাগা।
বিরহা-তপনি সাম ভএ কাগা ॥
পবন পানি কহঁ সীতল পীউ।
জেহি দেখে পলুহৈ তন জীউ ॥
কহঁ সো বাস মলয়গিরি নাহা।
জেহি কল পরতি দেত গল বাহাঁ ॥
পদমিনি ঠগিনি ভঈ কিত সাথা।
জেহিঁ তেঁ রতন পরা পর-হাথা ॥
হো বসন্ত আবহু পিয় কেসরি।
দেখে ফির ফূলৈ নাগেসরি ॥
তুম্হ বিনু নাহ রহৈ হিয় তচা।
অব নহিঁ বিরহ-গরুড় সৌঁ বচা ॥
অব অঁধিয়ার পরা মসি লাগী।
তুম্হ বিনু কৌন বুঝাবৈ আগী ॥
নৈন স্রবন রস রসনা সবৈ খীন ভএ নাহ।
কৌন সো দিন জেহি ভেঁটি কৈ আই করৈ সুখ-ছাঁহ ॥*

প্রিয়-বিহনে নাগমতি ব্যাকুলভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। সেই বিরহ-তাপে কাক কালো হয়ে গেল। (বললেন) "যাঁকে দেখে আমার দেহ মন পল্লবিত হয়, পবন এবং সলিলের ন্যায় শীতল আমার প্রিয়তম এখন কোথায়? যিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতেন, কোথায় মলয় চন্দন সুবাসিত আমার প্রভু? যার জন্য আমার রত্ন পরের হাতে গিয়ে পড়ল, কেন সেই ঠগিনী পদ্মিনী তাঁর সঙ্গিনী হল। হে আমার নাগকেশর, বসন্ত হয়ে তুমি এস। তোমাকে ফিরে আসতে দেখলেই তোমার নাগেশ্বরী (নাগমতী) ফুটে উঠবে। তোমাকে ছাড়া, হে প্রভু আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে, বিরহ-গরুড়ের কবল থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। এখন কালো অন্ধকার নেমে এল, তুমি ছাড়া আর কে এ আগুন নেভাবে?

হে নাথ. নয়ন, শ্রবণ, রসনা সব কিছুর শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কবে আসবে সেইদিন, যেদিন আমাদের মিলনে সব কিছু সুখের হবে।

* এ স্তবকটিও মাতাপ্রসাদ সংস্করণে নেই।

১

কুংভলনের রায় দেবপাল়।
রাজা কের সত্রু হিয়-সাল় ॥
রহ পৈ[১] সুনা কি রাজা বাঁধা।
পাছিল বৈর সঁবরি ছর সাঁধা ॥
সত্রু-সাল তব নেরবৈ সোঈ।
জৌ ঘর আব সত্রু কৈ জোঈ ॥
দূতী এক বিরিধ তেহি[২] ঠাউঁ।
বাম্হনি জাতি কুমোদিনি[৩] নাউঁ ॥
ওহি হঁকারি কৈ বীরা দীহ্না।
তোরে বর মৈঁ বর জিউ কীহ্না ॥
তুই জো কুমোদিনি কঁবল কে নিয়রে।
সরগ জো চাঁদ বসৈ তোহিঁ[৪] হিয়রে ॥
চিতউর মহঁ জো পদমিনি রানী।
কর বর ছর সৌঁ দে[৫] মোহিঁ আনী ॥
রূপ জগত-মন-মোহন ঔ পদমাবতি নাউঁ।
কোটি দরব তোহি দেই হৌঁ আনি করসি এহিঁ[৭] ঠাউঁ ॥

কুম্ভলনের রাজা দেবপাল রাজার (রত্নসেনের) হৃদয়-শেলরূপী শত্রু। তিনি যখন শুনলেন যে রাজা বন্দী হয়েছেন, অতীতের শত্রুতা স্মরণ করে মতলব আঁটতে লাগলেন। (ভাবলেন) যদি শত্রুর পত্নী তাঁর নিজের ঘরে আসে তবেই শত্রুতার জ্বালা মেটে। সেখানে এক বৃদ্ধা দূতী ছিল, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তার নাম কুমুদিনী। তাকে ডেকে তিনি পান দিয়ে বললেন, "তোরই কৌশলে আমি জীবনে সাফল্য লাভ করেছি। কমলের মতোই তুই কুমুদিনী, আকাশের চাঁদ তোর হৃদয়ে বর্তমান। চিতোরে আছে যে পদ্মিনী রাণী, ছলে বলে কৌশলে তাকে আমায় এনে দে

রূপে জগ-মনোমোহন ঐ রমণী, পদ্মাবতী ওর নাম। যদি তাকে এখানে এনে দিতে পারিস আমি তোকে কোটি ঐশ্বর্য দেই

১ ওই পুনি
২ ওহি
৩ কমোদিনি
৪ তুব
৫ দেহি
৬ ছেঁক
৭ এক

২

কুমোদিনি[১] কহা দেখু হৌঁ[২] সো হৌঁ।
মানুষ কাহ দেৱতা মোহীঁ॥
জস কাঁৱরূ চমারিনি[৩] লোনা।
কো নহিঁ ছর পাঢ়ত কৈ[৪] টোনা॥
বিসহর নাচহিঁ পাঢ়ত মারে।
ঔ ধরি মূঁদহিঁ ঘালি পেটারে॥
বিরিছ চলৈ পাঢ়ত কৈ[৫] বোলা।
নদী উলটি বহ পরবত ডোলা॥
পঢ়ত[৬] হরৈ পণ্ডিত মন[৭] গহিরে।
ঔর কো অন্ধ গূঁগ ঔ বহিরে॥
পাঢ়ত ঐস দেৱতন্হ লাগা।
মানুষ কহঁ পাঢ়ত সৌঁ[৮] ভাগা॥
চঢ়ি অকাস কৈ কাঢ়ত পানী[৯]।
কহঁা জাই পদমাৱতি রানী॥
দূতী বহুত পৈজ কৈ বোলী পাঢ়ত বোল।
জাকর সত্ত সুমেরু হৈঁ লাগে জগত ন ডোল॥

কুমুদিনী বলল, দেখুন, আমি এমন দূতী যে মানুষ কেন দেবতাকেও মোহিত করতে পারি। আমি কামরূপের রূপসী যাদুকরীর ন্যায়; তার মন্ত্রের কাছে কে না বশীভূত? তার মন্ত্রবলে বিষধর নৃত্য করে; সে সাপকে ধরে ঝাঁপিতে পুরে বন্দী করে রাখে। তার মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ চলতে শুরু করে, নদী উজানে বয় এবং পর্বত দুলতে থাকে। (যাদু) মন্ত্র পণ্ডিতের গভীঃ চিত্তকেও হরণ করে; আর মন্ত্রশক্তিতে কেউ হয় অন্ধ, কেউ মূক, কেউ বা বধির। এমন কি মন্ত্র দেবতাকেও প্রভাবিত করে। মানুষ আর কেমন করে এর হাত থেকে পালাবে? মন্ত্র আকাশে উঠে বৃষ্টি নামায়। কোথায় যাবে আর রাণী পদ্মাবতী?"

মন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে দূতী অনেকরকম প্রতিজ্ঞা করল। (কিন্তু) যার সত্য (সতীত্ব) সুমেরু তুল্য (অটল), সারা জগৎ তার পিছনে লাগলেও সে টলে না।

১ কুমুদিনি
২ মৈঁ
৩ চমারী
৪ ঔ
৫ কী
৬ পাঢ়িত
৭ মতি
৮ হতি
৯ পাঢ়িত কৈ হঠি পাঢ়ৗ বানী

৩

দূতী বহুত পকারন সাধে[১]।
মোতি লাডু ঔ[২] খিরৌরা বাঁধে॥
মঠ ফিরাকৈঁ[৩] ফেনী[৪] পাপর।
পহিরে[৫] বূঝি[৬] দূতি কে কাপর॥
লেই পূরী ভরি ডাল অছূতী।
চিতউর চলী পৈজ কৈ দূতী॥
বিরিধ বৈস জো বাঁধে পাউ।
কহঁা সো জোবন কিত[৭] বেৱসাউ॥
তন বূঢ়া মন বূঢ় ন হোঈ।
বল ন রহা পৈ[৮] লালচ সোঈ॥
কহঁা সো রূপ জগত[৯] সব[১০] রাতা।
কহঁা সো গরব হস্তি জস মাতা॥
কহঁা সো তীখ নয়ন তন ঠাঢ়া।
সবৈ মারি জোবন পন[১১] কাঢ়া॥
মুহমদ বিরিধ জো নই চলৈ কাহ চলৈ ভুই টোই।
জোবন-রতন হেরান হৈ মকু ধরতী মহঁ হোই॥

দূতী অনেক রকম খাবার বানালো। মোতিচুর এবং খাঁড় পাকালো। মঠ, মণ্ডা, ফেনী এবং পাঁপর তৈরী করল। অতঃপর বুঝে সুঝে দূতী-বেশ পরিধান করল। থালাভর্তি টাটকা পুরি নিয়ে অনেক শপথ করে দূতী চিতোরের দিকে চলল। বৃদ্ধ বয়সে যখন পা বেধে যায় তখন কোথায় সেই যৌবন, কিসের আর ব্যবসা? দেহ বুড়ো হয়ে যায় কিন্তু মন বুড়ো হয় না, শরীরে বল নেই, কিন্তু মনে আছে লালসা। কোথায় সেই জগৎ রাঙানো রূপ? কোথায় মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সেই গর্ব? কোথায় সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ঋজু দেহ? (বার্ধক্য) সব কিছু মেরে যৌবন-ধন কেড়ে নেয়।

মুহম্মদ বলছেন, বৃদ্ধ যখন নত হয়ে চলে, সে মাটিতে ঝুঁকে চলে কেন? তার যে যৌবনরত্ন হারিয়ে গেছে, যদি তা ধরাতলে কোথাও পড়ে থাকে!

১ দূতী বহুত পকরাণ জো সাঁধে
২ কীন্হ
৩ পেৱাক ফেনী ঔ
৫ ভরে
৬ বোধ
৭ কা জিয়
৯ দেখি
১০ জগ
১১ পুনি

৪

আই কুমোদিনি চিতউর চঢ়ী।
জোহন-মোহন পাঢ়ত পঢ়ী॥
পুছিঁ লীহ্ন রনিবাস বরোঠা।
পৈঠী পঁবরী ভীতর কোঠা॥
জহাঁ পদমিনী[১] সসি উজিয়ারী।
লেই দূতী পকবান উতারী॥
হাথ[২] পসারি ধাই কৈ ভেঁটী।
চীহ্না[৩] নহিঁ রাজা কৈ বেটী॥
হৌ বাম্হনি জেহি কুমোদিনি নাউঁ।
হম তুম উপনে এঁকৈ ঠাউঁ॥
নাউঁ পিতা কর দূবে বেনী।
সোই[৪] পুরোহিত গঁধরবসেনী॥
তুম বারী তব সিংঘল দীপা।
লীহ্নে দুধ পিয়াইউঁ সীপা[৫]॥
ঠাঁর কীহ্ন মৈঁ দূসর কুংভলনেরৈ আই।
সুনি তুম্হ কহঁ চিতউর মহঁ কহিউঁ কি ভেঁটৌঁ জাই॥

কুমুদিনী চিতোরে এসে উঠল। সে জনমোহন মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। রাণীমহল কোথায় জিজ্ঞাসা করে নিয়ে দেউড়ীতে ঢুকে পড়ে অন্তঃপুরে চলল। যেখানে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পদ্মাবতী রয়েছেন সেখানে দূতী খাবার দাবার নিয়ে এসে নামাল। অতঃপর হাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে রাণীকে আলিঙ্গন করে বলল, "রাজকন্যে, আমাকে তুই চিনতে পাচ্ছিস না! আমি কুমুদিনী বামনি, আমরা দুজন একই দেশে জন্মেছি; আমার বাপের নাম বেণী দুবে। তিনি গন্ধর্বসেনের পুরুত। তুই যখন ছোট ছিলি, তখন সিংহলে আমি তোকে কোলে নিয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাইয়েছি।

এখন ঠাঁই বদল করে আমি কুম্ভলনের এসেছি। যখন শুনলাম যে তুই চিতোরে আছিস, তখন আমি বললাম, যাই, দেখা করে আসি।"

১ পদমাবতি
২ বাঁহ
৩ চিহ্নৈ
৪ সদা
৫ ছীপা

৫

সুনি নিসচৈ নৈহর কৈ কোঈ।
গরে লাগি পদমাবতি রোঈ॥
নৈন-গগন রবি বিনু অঁধিয়ারে।
সসি-মুখ আঁসু টূট জনু তারে॥
জগ অঁধিয়ার গহন ধনি পরা।
কব লগি সসি নখতহ্ন নিসি ভরা॥
মায় বাপ কিত জনমী বারী।
গীউ তুরি কিত জনম ন মারী[১]॥
কিত বিয়াহি দুখ দীহ্ন দুহেলা।
চিতউর পন্থ[২] কন্ত বঁদি মেলা॥
অব এহি জিয়ন চাহি[৩] ভল[৪] মরনা।
ভয়উ পহার জনম দুখ ভরনা॥
নিকসি[৫] ন জাই নিলজ্জ য়হ জীউ।
দেখৌঁ মঁদির সূন বিনু[৬] পীউ॥
কুহুকি জো রোঈ সসি নখত নৈন হৈঁ রাত চকোর।
অবহুঁ বোলৈ[৭] তেহি কুহুক কোকিল চাতক মোর॥

একথা শুনে যখন পদ্মাবতী নিশ্চিত হলেন যে, এ তার বাপের বাড়ির কেউ, তখন তার গলা ধরে কাঁদলেন। তাঁর নয়ন-আকাশ রবিহীন অন্ধকারে ঢাকা; চন্দ্রানন থেকে তারার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে। রমণী গ্রহণ কবলিত হওয়ায় জগৎ আঁধার হয়ে আছে। তিনি বললেন, "আর কতকাল চন্দ্র ও নক্ষত্রমালায় রাত্রি ভরে থাকবে? (অর্থাৎ চন্দ্রাননের অশ্রুমালায় বিরহরাত্রি ভরে থাকবে)। মা বাপ এমন মেয়ের জন্ম দিয়েছিল কেন? জন্মানোর সঙ্গেই গলা টিপে মেরে ফেলল না কেন? কেন বিয়ে দিয়ে দুঃখ কষ্ট দিল? চিতোরে আসাতেই তো প্রিয়তম বন্দী হলেন। এখন এই জীবনের চেয়ে মরণই ভালো। জন্ম-ব্যাপী দুঃখ যে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠল। তবু বেরিয়ে যায় না তো এই নির্লজ্জ জীবন। প্রিয়-বিহীন এই গৃহ শূন্য মনে হয়।

চন্দ্র এবং তারার জন্য আর্তস্বরে কাঁদতে কাঁদতেই চকোরের নয়ন রক্তিম হয়। এখনও সেই আর্তকণ্ঠে কেঁদে বেড়ায় কোকিল, চাতক এবং ময়ূর।

১ দিএউ তুরি ন জনমতহি মারী
২ পঠৈ
৩ বাদি
৪ জো
৫ নিসরি
৬ বঁদি
৭ বোলহি

৬

কুমোদিনি[1] কণ্ঠ লাগি সুঠি রোঈ।
পুনি লেই রূপ[2]-ডার[3] মুখ ধোঈ॥
তুই সসি-রূপ জগত উজিয়ারী।
মুখ ন ঝাঁপু নিসি হোই অঁধিয়ারী॥
সুনি চকোর-কোকিল দুখ দুখী।
ঘুঁঘুচী ভঈ[4] নৈন করমুখী॥
কেতৌ ধাই মরৈ কোই বাটা।
সোই[5] পার জো লিখা লিলাটা॥
জো বিধি[6] লিখা আন নহিঁ হোঈ।
কিত ধারৈ কিত রোরৈ কোঈ॥
কিত কোউ হীংছ[7] করৈ ঔ পূজা।
জো বিধি লিখা হোই নহিঁ দূজা॥
জেতিক কুমোদিনি বৈন করেঈ।
তস পদমারতি শ্রবন ন দেঈ॥
সেংদুর চীর মৈল তস সুখি রহী জস[8] ফূল।
জেহি সিঙ্গার পিয় তজিগা জনম ন পহিরৈ[9] ভূল[10]॥

পদ্মাবতীর গলা ধরে কুমুদিনী অনেক কাঁদল। পরে রূপোর থালা নিয়ে মুখ ধুল। বলল, "তোর জগৎ আলো করা চাঁদের মতো রূপ। তুই মুখ ঢাকিস না, তাহলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। কোকিলের দুঃখের কথা শুনে চকোর আর্ত হয়, তাই সেই কালামুখীর নয়ন হয়েছে কুঁচফলের ন্যায় লাল। কেউ পথে পথে যতই ঘুরে মরুক না কেন, তার ললাটে যা লেখা আছে তাই সে পাবে। বিধিলিপির কোনোই অন্যথা হবে না তা সে যতই ঘুরুক এবং যতই কাঁদুক। মানুষ যতই কামনা করুক এবং যতই সাধনা করুক, যা বিধি-নির্দিষ্ট তার কোনো অন্যরূপ হবে না।" এইভাবে কুমুদিনী কত কিছু বকবক করল, পদ্মাবতী তাতে কান দিলেন না।

তাঁর সিঁদুর এবং বসন মলিন, ফুলের মতো তিনি শুকিয়ে রয়েছেন; প্রিয় যার সাজ ঘুচিয়েছে ভুলেও সে সারা জন্মে আর তা পরে না।

১ কুমুদিনি
২ রোক
৩ থারি
৪ ভএ
৫ সো পৈ
৬ পৈ
৭ ইংছ
৮ সব
৯ বহুরৈ
১০ মূল

৭

তব[1] পকরান উঘারা দূতী।
পদমারতি নহিঁ ছুরৈ অছূতী॥
মোহি অপনে পিয় কের খভারূ।
পান ফূল কস হোই অহারূ॥
মো কহঁ ফূল ভএ সব কাঁটে।
বাঁটি দেহু জো[2] চাহহু বাঁটে॥
রতন ছুআ জিন্হ হাথন্হ সেংতী।
ঔরু ন ছুরৌঁ সো হাথ সঁকেতী॥
ওহি কে রঁগ ভা হাথ মঁজীঠী।
মুকুতা লেউঁ তৌ ঘুঁঘুচী দীঠী॥
নৈন করমুঁহে রাতী কায়া।
মোতী হোহিঁ ঘুঘুঁচী জেহি ছায়া॥
অস কৈ[3] ওছ নৈন হত্যারে।
দেখত গা পিউ গহৈ ন পারে॥
কা তোর[4] ছুরৌঁ পকরান গুড় করুরা ঘিউ রূখ।
জেহি মিলি হোত সরাদ রস লেই সো গএউ পিউ[7] ভূখ॥

তখন দূতী খাবার দাবার খুলল। পদ্মাবতী সেসব অস্পৃশ্য ছুঁলেন না। বললেন, "প্রিয়তমের শোকে আমার এখন অশৌচ দশা। পান এবং ফুল কেমন করে আহার করি? আমার কাছে সব ফুল এখন কাঁটা হয়ে গেছে। যাকে এসব দিতে চাও, দিয়ে দাও। যে হাত দিয়ে আমি আমার রত্ন (সেন) কে ছুঁয়েছি, সেই হাত বাড়িয়ে এখন আর কিছুই ছোঁব না। ওর প্রেমে আমার হাত রক্তিম হয়ে আছে, এখন যদি (অপরের) মুক্তো নি, তাহলে তা দেখতে কুঁচফলের ন্যায় (লাল) হয়ে যাবে। আমার কালো চোখে যে (রোদন) রক্তিমা বিরাজিত তার ছায়ায় সাদা মুক্তোও হয়ে আসে কুঁচফলের মতো। এমনই আমার নীচ পাপী নয়ন, যে সে প্রিয়তমের চলে যাওয়া দেখল, তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

তোর এই খাবার দাবার ছুঁয়ে কি লাভ? (আমার কাছে এখন) গুড় তেতো, ঘি শুকনো। যাঁকে পেলে সব কিছু রসালো এবং সুস্বাদু হয়ে উঠত, আমার সেই প্রিয় আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিয়ে চলে গেছেন।"

১ পুনি
২ জেহি
৩ তস
৪ করি
৫ তেহি
৬ পকাবন
৭ সব

৮

কুমোদিনি[১] রহী কঁবল কে পাসা।
বৈরী সুর[২] চাঁদ কৈ আসা॥
দিন-কুঁভিলানি রহী[৩] ভই চোরু[৪]।
বিগসি রৈনি বাতহু কর ভোরু[৫]॥
কস তুই বারি[৬] রহসি কুঁভলানী।
সুখি বেলি জস পাব ন পানী॥
অবহীঁ কঁবল-করী তুই[৭] বারী।
কোবঁরি বৈস উঠত পৌনারী॥
বেনী[৮] তোরি মৈলি ঔ রুখী।
সরবর মাহঁ রহসি কস[৯] সুখী॥
পান-বেলি বিধি কয়া জমাঈ।
সীঞ্চত রহৈ তবহিঁ পলুহাঈ॥
করু সিঙ্গার সুখ ফূল তমোরা।
বৈঠু সিংঘাসন ঝূলু হিংডোরা॥
হার চীর নিতি পহিরহু[১০] সিব কর করহু[১১] সঁভার।
ভোগ মানি লেহু দিন দস জোবন জাত ন বার[১২]॥

কুমুদিনী কমলের (পদ্মাবতী) কাছে রয়ে গেল। সূর্য তার শত্রু, সে চাঁদের আশায় রইল। দিনের বেলা সে চোরের মতো শুকিয়ে রইল, কিন্তু রাত্রিকালে সে উন্মুক্তভাবে কথা বলে ভোলাতে লাগল। "কেন বাছা তুই এমন শুকিয়ে আছিস? জল না পাওয়া লতার মতো তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস। এখনও তুই কমলকলিতুল্য বালা কোমল-বয়সী, সবে মৃণাল গজিয়েছে। অথচ তোর চুল এমন মলিন এবং রুক্ষ? সরোবরের মধ্যে থেকেও এমন শুকিয়ে থাকিস কেন? বিধাতা তোর দেহকে পানের লতার মতো সৃষ্টি করেছেন; জল-সিঞ্চন করলে তবেই তা পল্লবিত হয়। ফুল এবং পান নিয়ে সুখে সাজগোজ কর। সিংহাসনে গিয়ে বোস এবং ঝুলনে দোল।

নিত্য হার এবং বসন পরিধান কর; ভালো করে মাথায় চুল বাঁধ। দিন দশেকের জীবন ভোগ করে নে, যৌবন চলে যেতে দেরী নেই।

১	কুমুদিনি	৫	ভুরু	৯	কত
২	সুরুজ	৬	বরি	১০	তন পহিরহি
৩	রহৈ	৭	তূঁ	১১	করহি
৪	চুরু		বৈরিনি	১২	জোবন কে পৈসার

৯

বিহঁসি জো জোবন[১] কুমোদিনি[২] কহা।
কঁবল ন[৩] বিগসা সংপুট রহা॥
এ কুমোদিনি[৪] জোবন তেহি মাহাঁ[৫]।
জো আছৈ[৬] পিউ কে সুখ-ছাহাঁ॥
জাকর ছত্র সো[৭] বাহব ছারা।
সো[৮] উজার ঘর কৌন[৯] বসারা॥
অহা ন[১০] রাজা রতন[১১] অঁজোরা।
কেহিক সিংঘাসন কেহিক পটোরা[১২]॥
কো পালঙ্ক পৌঢ়ে[১৩] কো মাটী।
সোবনহার পরা বঁদি গাটী॥
চহুঁ দিসি যহ[১৪] ঘর ভা অঁধিয়ারা।
সব সিঙ্গার লেই সাথ সিধারা॥
কয়া-বেলি তব জানৌঁ জামী।
সীঞ্চনহার আন[১৫] ঘর স্বামী॥
তৌ লহি রহৌ ঝুরানী জৌ[১৬] লহি আব সো কন্ত।
এহি[১৭] ফূল এহি[১৮] সেন্দুর নব হোঁঈ উঠৈ বসন্ত॥

কুমুদিনী সহাস্যে যখন যৌবনের কথা বলল কমল তাতেও বিকশিত হলেন না, পাপড়ি ঢেকে রইলেন। বললেন, "ওরে কুমুদিনী! যে (নারী) তার প্রিয়তমের সুখচ্ছায়ায় আছে, তারই যৌবন সার্থক। কিন্তু যার ছত্র দূরে ছায়াদান করে কে তার শূন্য ঘরে বসবাস করে? উজ্জ্বল রত্ন আমার রাজা যখন এখানে নেই, তখন কার জন্য সিংহাসন এবং কার জন্যই বা পট্টবস্ত্র পরিধান? কে আমাকে এখন শয্যায় শোয়াবে, কে বেদীতে বসাবে? যিনি আমাকে নিয়ে শয়ন করতেন, তিনি এখন কঠিন বন্দীদশায় পড়ে আছেন। চারদিক থেকে এই ঘর আঁধার হয়ে গেছে; আমার সব সাজগোজের সাধ সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেছেন। স্বামী ঘরে ফিরে জলসিঞ্চন করলে তবেই আমার দেহলতা আবার সঞ্জীবিত বলে জানব।

যতকাল প্রিয়তম না আসেন ততদিন এভাবেই আমাকে শুকোতে হবে। প্রিয়তমের আগমন হলে এই ফুল এবং এই সিঁদুর আবার নতুন হয়ে বসন্ত দেখা দেবে।

১	কুমুদিনি	৭	ছত্রিরহু	১৩	সোবৈ
২	জোবন	৮	সো	১৪	জেহি দিন গা
৩	জো	৯	কো রে	১৫	আব
৪	কুমুদিনি কহু	১০	জো	১৬	ঝুরি অসি জব
৫	পাহাঁ	১১	রৈনি	১৭	রহৈ
৬	আছহি	১২	ডিণ্ডোরা	১৮	বহ

১০

জিনি[১] তুই বারি করসি অস জীউ।
জৌ লহি জোবন তৌ লহি পীউ॥
পুরুষ সঙ্গ[২] আপন কেহি কেরা।
এক কোহাঁই দুসর সহুঁ হেরা[৩]॥
জোবন-জল দিন দিন জস ঘটা।
ভঁবর ছপান[৪] হংস পরগটা॥
সুভর সরোবর জৌ লহি নীরা।
বহু আদর পংখী বহু তীরা॥
নীর ঘটে পুনি পুছ ন কোঈ।
বিরসি জো লীজ হাথ রহ সোঈ॥
জৌ লগি কালিন্দি হোহি বিরাসী[৫]।
পুনি সুরসরি হোই সমুঁদ পরাসী[৬]॥
জোবন ভবঁর ফূল তন তোরা।
বিরিধ পহুঁচি জস হাথ মরোরা॥
কৃষ্ণ জো জোবন কারনৈ[৭] গোপীন্হ[৮] কে[৯] সাথ।
ছরি কৈ জাইহি বান পৈ[১০] ধনুক রহৈ[১১] তোরে[১২] হাথ॥

"বাছা, তুই জীবন নিয়ে এমন খেলা করিস না। যতদিন যৌবন ততদিনই প্রিয়তম। পুরুষের সাহচর্য কার আপন হয়? একজনের সঙ্গে কলহ হলে দ্বিতীয় জন খোঁজে। যৌবনের জোয়ারে দিনে দিনে ভাঁটা পড়ে। ভ্রমর (কালো কেশ) অন্তর্হিত হয়ে হংস (শুভ্র কেশ) দেখা দেয়। যতদিন সরোবর জলপূর্ণ থাকে, ততদিন তীরে বহু পাখীর সমাগম হয়; জল কমে গেলে কেউ আর ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না। সুতরাং যে বিলাস হাতে আছে তা ভোগ করে নে। যতকাল (কালো) যমুনার মতো (তরুণী) আছিস ততকাল বিলাস কর; পরে গঙ্গার মতো (প্রৌঢ়া) হলে (কাল) সমুদ্রে ধাবিত হতে হবে। যৌবন হল ভ্রমর, আর তোর ফুলের মতো শরীর। যখন বার্ধক্য আসবে তখন অনুতাপে হাত মলতে হবে।

যৌবনকালেই কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। যৌবনের বাণ যখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে তখন তোর হাতে পড়ে থাকবে শুধু বাঁকা ধনুক (শরীর)।

১ জনি
২ সিংঘ
৩ এক খাই দোসরেহি মুঁহ হেরা
৪ ছপাই
৫ জব লগি কালিংদিরী বেরাসী
৬ পরাসী
৭ করত তস
৮ মরা গুনত
৯ নহি
১০ লৈ
১১ ছাড়ি
১২ তোহি

১১

জৌ পিউ রতনসেন মোর রাজা।
বিনু পিউ জোবন কৌনে কাজা॥
জৌ পৈ জিউ তৌ জোবন কহে।
বিনু জিউ জোবন কাহ সো অহে॥
জৌ জিউ তৌ য়হ জোবন ভলা।
আপন জৈস করৈ নিরমলা॥
কুল কর পুরুষ-সিংঘ জেহি খেরা।
তেহি থর কৈস সিয়ার বসেরা॥
হিয়া ফার কুকুর তেহি কেরা।
সিংঘহি তজি সিয়ার-মুখ হেরা॥
জোবন-নীর ঘটে কা ঘটা।
সত্ত কে বর জৌ নহিঁ হিয় ফটা॥
সঘন মেঘ হোই সাম বরীসহিঁ।
জোবন নব তরিবর হোই দীসহিঁ॥
রাবন পাপ জো জিউ ধরা দুবৌ জগত মুঁহ কার।
রাম সত্ত জো মন ধরা তাহি ছরৈ কো পার॥*

(পদ্মাবতী বললেন,) "যদি রাজা রত্নসেনই আমার প্রিয়তম তাহলে প্রিয় ছাড়া যৌবনে আমার কি কাজ? জীবন থাকলে তবে তো যৌবনের কথা। জীবন না থাকলে আর যৌবন কোথায়? যদি জীবন থাকে তবেই তো এই যৌবন সুন্দর! নিজের মতোই জীবন তাকে নির্মল করে। যেখানে পুরুষসিংহের বসতি সেখানে শিয়াল কেমন করে থাকবে? যে (রমণী) সিংহকে ত্যাগ ক'রে শিয়ালের মুখ দেখে তার হৃদপিণ্ড কুকুরে ছিঁড়ুক। যৌবনের জোয়ার কমে তো কমুক; সত্যের বল যদি থাকে তাহলে হৃদয় ফাটে না। কালো মেঘ ঘন হয়ে আবার বৃষ্টি নামে, যৌবন নবীন তরু হয়ে পুনরায় দেখা দেয়।

রাবণ যে পাপ (জীবন ধারণ) করেছিল তাতে দুই জগতে তার মুখ কলঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু রাম সত্যকে ধারণ করেছিলেন, কে তাঁকে ছলনা করতে সমর্থ?

* স্তবকটি মাতাপ্রসাদ সংস্করণে নেই।

১২

কিত পারসি পুনি জোবন রাতা।
মৈমঁত চঢ়া সাম সির ছাতা॥
জোবন বিনা বিরিধ হোই নাউঁ।
বিনু জোবন থাকৈ[১] সব ঠাউঁ॥
জোবন হেরত মিলৈ ন হেরা।
সো জো জাই করৈ নহিঁ ফেরা[২]॥
হৈঁ[৩] জো কেস নাগ ভঁবর জো বসা[৪]।
পুনি বগ হোহিঁ জগত সব হঁসা॥
সৈঁবর সের ন চিত করু সুআ।
পুনি পছিতাসি অন্ত জব[৫] ভুআ॥
রূপ তোর জগ উপর লোনা।
য়হ জোবন পাহুন চল[৬] হোনা॥
ভোগ বিলাস কেরি য়হ বেরা।
মানি লেহু পুনি কো কেহি কেরা॥
উঠত কোঁপ জস তরিবর তস জোবন তোহি রাত।
তৌ লগি[৭] রঙ্গ লেহু রচি পুনি সো পিয়র হোই[৮] পাত॥

(কুমুদিনী বলল,) "পরে কেমন করে আর ফিরে পাবি যৌবনের লালিমা? যৌবন মদমত্ত হস্তী, তার মাথায় আছে কৃষ্ণ ছত্র (চুল)। যে (নারী) যৌবন হারায়, সে হয় বুড়ী। যৌবন বিনা সর্বত্রই স্থবিরতা। একবার যৌবন হারালে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি সে চলে যায় আর ফিরে আসে না। তোর যে সর্পিল কেশে ভ্রমর এসে বসে, তা যখন বকের ন্যায় সাদা হয়ে যাবে তখন জগতের লোক দেখে হাসবে। রেশম কেশ নিয়ে মনে মনে অবহেলা করিস না, পরিণামে যখন পশম হয়ে যাবে তখন পরিতাপ করতে হবে। তোর এই রূপ জগতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই যৌবন অতিথির ন্যায় চঞ্চল। এইবেলা যা কিছু ভোগবিলাস করে নে। বুঝে দেখ, (এ জগতে) কে কার?

গাছে যেমন কুঁড়ি জেগে ওঠে, তেমনি ফুটে উঠেছে তোর রাঙা যৌবন। যতক্ষণ রঙ্গরস আছে উপভোগ করে নে, শেষে সব পাতাই তো হলুদ হয়ে যাবে!"

১ থাকসি
২ তেহি বন জাইহি কয়িহি ন কেরা
৩ হহিঁ
৪ আয়সা
৫ হোই
৬ জগ
৭ লহি
৮ ওই

১৩

কুমোদিনি[১] বৈন সুনত হিয় জরী[২]।
পদমিনি উরহি আগি জনু পরী[৩]॥
রঁগ তাকর হৌঁ জারৌঁ কাঁচা[৪]।
আপন তজি জো পরাএহি রাঁচা[৫]॥
দূসর করৈ জাই দুই বাটা।
রাজা দুই ন হোহিঁ এক পাটা॥
জেহি কে জিউ[৬] প্রীতি দিঢ় হোঈ।
মুখ[৭] সোহাগ সৌঁ বৈঠৈ[৮] সোঈ॥
জোবন জাউ জাউ সো ভঁবরা।
পিয় কৈ প্রীত ন[৯] জাই জো[১০] সঁবরা॥
এহি জগ জৌ পিউ করহিঁ ন ফেরা।
ওহি জগ মিলহিঁ জো[১১] দিন দিন হেরা[১২]॥
জোবন মোর রতন জহঁ পীউ।
বলি তেহি পিউ পর[১৩] জোবন জীউ॥
ভরথরি বিছুরি[১৪] পিঙ্গলা আহি করত জিউ দীহ্ন।
হৌঁ পাপিনি[১৫] জো জিয়ত হৌঁ ইহৈ দোষ হম[১৬] কীহ্ন॥

কুমুদিনীর কথা শুনে (পদ্মাবতীর) হৃদয় জ্বলে গেল। যেন অগ্নি এসে পড়ল পদ্মিনীর বুকে। (বললেন,) যে নিজের স্বামীকে ছেড়ে পরের সঙ্গে পিরীত করে আমি তার এমন ছেনালীপনাকে কাঁচা পোড়াই। যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গে প্রেম করে সে দ্বিচারিনী। এক সিংহাসনে দুই রাজা থাকে না। যার জীবনে প্রেম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, স্বামী সোহাগেই তার শোয়া-বসা। যৌবন যেতে পারে, ভ্রমরও চলে যেতে পারে, কিন্তু প্রিয়তমের ভালবাসার স্মৃতি তো যাবার নয়! এ জীবনে যদি প্রিয় আর না-ও ফিরে আসেন, প্রতিদিন তাঁকে ধ্যান করলে পরজন্মে মিলন হবেই। যেখানে আছে আমার প্রিয় রত্ন (সেন), আমার যৌবনও সেখানেই। সেই প্রিয়তমের কাছেই আমার জীবন যৌবন বলিপ্রদত্ত।

পিঙ্গলাকে হারিয়ে ভর্তৃহরি জীবন দান করেছিলেন; পাপিষ্ঠা আমি যে এখনও আমি বেঁচে আছি, এই আমার সবচেয়ে বড় পাপ।

১ কুমুদিনি
২ সুনাএ জরে
৩ পদুমিনি হিয় অঁগার জস পরে
৪ রচা
৫ পরাএ রচা
৬ জেহি জিয় প্রেম
৭ সুখ
৮ নিবহা
৯ সো
১০ ন
১১ সো
১২ মেরা
১৩ বলি সৌঁপৌ য়হ
১৪ বিছোড়ি
১৫ বিসারি
১৬ বহু

১৪

পদমারতি সো কৌন[১] রসোঈ।
জেহি পরকার ন দূসর[২] হোঈ॥
রস দূসর[৩] জেহি জীভ বঈঠা।
সো জানৈ[৪] রস খাটা মীঠা[৫]॥
ভঁবর বাস বহু ফ্‌লহ্ন লেঈ।
ফ্‌ল বাস বহু ভঁবরহ্ন দেঈ॥
দূসর পুরুষ ন রস তুই পাবা[৬]।
তিহ্ন জানা জিহ্ন লীহ্ন পরাবা॥
এক চুল্লু[৭] রস ভরৈ ন হিয়া।
জৌ লহি নহিঁ ফির[৮] দূসর পীয়া॥
তোর জোবন জস সমুদ হিলোরা।
দেখি দেখি জিউ বূড়ৈ মোরা॥
রঙ্গ[৯] ঔর নহিঁ পাইয় বৈসে।
জরে মরে বিনু[১০] পাউব কৈসে॥
দেখি ধনুক তোর নৈনা মোহিঁ লাগ বিষ-বান।
বিহঁসি কঁবল জো মানৈ ভঁবর মিলাবৌঁ আন॥

(কুমুদিনী বলল,)" পদ্মাবতী! যে রন্ধনে বৈচিত্র্য নেই, সে কি রকম রান্না? যার জিভে নানা রসের আস্বাদ, সে-ই জানে কোন্ রস টক, কোন্ রস মিষ্ট। ভ্রমর যেমন বহু ফুলের গন্ধ গ্রহণ করে, ফুলও তেমনি অনেক ভ্রমরকে গন্ধ বিলোয়। পরপুরুষের রতিরস তো তুই পাস নি, এ রসের স্বাদ সে-ই জানে যে পরপুরুষে আসক্ত হয়েছে। এক পাত্র তাড়িতে প্রাণ ভরে না, যতক্ষণ না আবার দ্বিতীয় পাত্র পান করা হয়। তোর যৌবন যেন সমুদ্রের ঢেউএর মতো, তা দেখে দেখে আমার জীবনও যেন ডুবে যায়। বসে বসে (উদ্যোগ ব্যতীত) কোনো রঙ্গই পাওয়া যায় না। জ্বলন ও মরণ ছাড়া কেমন করে পাবি?

তোর নয়নধনু দেখলে আমাকেও বিষবাণ বিদ্ধ করে। কমল যদি প্রসন্ন হয়ে চায়, এখনই অন্য ভ্রমর এনে দি।

১ কয়নি
২ দোসর
৩ দোসর
৪ সো পৈ জান
৫ খট্টা মীঠা
৬ তৌ রস পরস ন দোসর পাবা
৭ চুরু
৮ ভরি
৯ দিন ক
১০ [illegible] ঔর তুহঁ

১৫

কুমোদিনি তুই[১] বৈরিনি নহিঁ ধাঈ।
তুই[২] মসি বোলি চঢ়ারসি[৪] আঈ॥
নিরমল জগত নীর কর[৫] নামা।
জৌ মসি পরৈ হোই[৬] সো[৭] সামা॥
জহঁবা ধরম পাপ নহিঁ[৮] দীসা।
কনক সোহাগ মাঁঝ জস সীসা॥
জো মসি পরে হোই[৯] সসি কারী।
সো মসি লাই দেসি মোহিঁ গারী॥
কাপর মহঁ ন ছূট মসি-অংকু।
সো মসি লেই মোহিঁ[১০] দেসি কলংকু॥
সামি[১১] ভঁবর মোর সুরুজ করা।
ঔর জো ভঁবর সাম মসি-ভরা॥
কঁবল ভঁবর রবি দেখৈ আঁখী।
চন্দন-বাস ন বৈঠৈ মাখী॥
সামি[১২] সমুদ মোর নিরমল রতনসেন জগসেন।
দূসর সরি জো কহারৈ সো[১৩] বিলাই জস ফেন॥

(পদ্মাবতী বললেন,) "কুমুদিনী! তুই আমার ধাই নোস, শত্রু। তুই কথায় ভুলিয়ে আমাকে কলঙ্কিত করতে এসেছিস। এ জগতে জল স্বভাবত নির্মল; কিন্তু যদি তাতে কালি পড়ে তাহলে তা কালো হয়ে যায়। সোনা এবং সোহাগার মধ্যবর্তী সিসের মতো যেখানে ধর্ম সেখানে পাপ থাকতে পারে না। যে কলঙ্কে চন্দ্র কলঙ্কিত সেই কালিমা মাখিয়ে তুই আমাকে অপমানিত করতে এসেছিস? যে কালির দাগ কাপড় থেকে কখনও ওঠে না, সেই কালি নিয়ে এসে তুই আমাকে কলঙ্কিত করছিস? আমার প্রিয় ভোমরা (স্বামী) সূর্য কিরণ তুল্য,—আর সব ভ্রমর মসিময় এবং কালো। পদ্ম সূর্য-ভোমরাকে দেখেই চোখ মেলে; যেখানে চন্দনের গন্ধ সেখানে মাছি বসে না।

জগৎ-যোদ্ধা স্বামী রত্নসেন আমার কাছে সুনির্মল সমুদ্রের মতো। এর প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] ক্ষণস্থায়ী।

১ কুমুদিনি
২ তুঁ
৩ মুঁহ
৪ চঢ়াবৈ
৫ কস
৬ সোউ
৭ হোই
৮ ছুই
৯ ভই
১০ সো মোহি লাএ
১১ সাম
১২ সাম
১৩ তস

১৬

পদমিনি পুনি[১] মসি বোল[২] ন বৈনা।
সো মসি দেখু[৩] দুহুঁ তোরে নৈনা॥
মসি সিঙ্গার কাজর সব বোলা।
মসি ক বুংদ তিল সোহ কপোলা॥
লোনা সোই জহাঁ মসি-রেখা।
মসি পুতরিন্হ তিন্হ সৌঁ জগ দেখা॥
জো মসি ঘালি নয়ন দুহুঁ লীন্হী।
সো মসি ফেরি[৪] জাই নহিঁ কীন্হী॥
মসি-মুদ্রা দুই[৬] কুচ উপরাহীঁ।
মসি ভঁবরা জে[৭] কঁবল ভঁবাহীঁ[৮]॥
মসি কেসহি মসি ভোঁহ উরেহী।
মসি বিন্দু দসন সোহ[৯] নহিঁ দেহী॥
সো কস সেত জহাঁ মসি নাহীঁ।
সো কস পিণ্ড ন জেহি পরছাহীঁ॥
অস দেবপাল রায়[১০] মসি ছত্র ধরা সির ফের।
চিতউর রাজ বিসরি গা গএউ জো কুংভলনের॥

(কুমুদিনী বলল,) "পদ্মিনী! কালোর আর নিন্দে করিস না। চেয়ে দেখ, তোর দুটি নয়নই কালো। কালিমার সাজকে লোকে বলে কাজল। মসীবিন্দুর ন্যায় তিলের শোভা তোর গালে। যেখানে কালো রেখা সেখানেই লাবণ্য। কালো চোখের তারা; তা দিয়েই জগৎ দেখা যায়। দু নয়নের তারায় যে কালো রঙ ঢালা, তা কখনও পালটানো যায় না। তোর দুই স্তনের উপরে কালো চিহ্ন। কমলের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় যে ভ্রমর সে-ও কালো। কালো রঙ তোর চুলে, কালো তোর ভ্রূতে। কালোর ছোপ ছাড়া দাঁতের শোভা হয় না। কালো যেখানে নেই সেখানে সাদার অস্তিত্ব কোথায়? যার ছায়া নেই তেমন বস্তু কোথায় বর্তমান?

এমনই এক কৃষ্ণবর্ণ হলেন ছত্রপতি রাজা দেবপাল। যে লোক কুম্ভলনের গিয়েছে সে চিতোর রাজ্যের কথা ভোলে।

১ বিন্দু
২ বোলু
৩ চিত্র
৪ নিরমল
৫ বেহর
৬ দুগু
৭ জস
৮ বসাহীঁ
৯ সোঝ
১০ রাউ

১৭

সুনি দেবপাল জো কুংভলনেরী।
পঙ্কজ নৈন ভৌঁহ-ধনু ফেরী[১]॥
সত্রু মোরে পিউ কর দেবপাল[২]।
সো কিত পূজ সিংঘ সরি ভালু॥
দুঃখ[৩]-ভরা তন জেত ন কেসা[৪]।
তেহি কা সঁদেস সুনাবসি বেসা॥
সোন নদী অস মোর পিউ গরুবা।
পাহন হোই পরৈ জৌঁ হরুবা॥
জেহি উপর অস গরুবা পীউ।
সো কস ডোলাএ ডোলৈ জীউ॥
ফেরত নৈন চেরি সৌ ছূটীঁ।
ভই কুটনি কুটনী তস কুটীঁ॥
নাক-কান কাটেন্হি[৫] মসি লাঈ।
মূঁড় মূঁড়ি কৈ গদহ চঢ়াঈ[৬]॥
মুহমদ বিধি জেহি গরু[৭] গঢ়া কা কোঈ তেহি ফূঁক।
জেহি কে ভার জগ থির রহা[৮] উড়ৈ ন পবন কে ঝূঁক॥

কুম্ভলনের পতি দেবপালের কথা শুনে পঙ্কজনয়না (পদ্মাবতী) তাঁর ভ্রূধনু বাঁকালেন। (বললেন,) "আমার প্রিয়তমের শত্রু ঐ দেবপাল। সিংহের সঙ্গে ভাল্লুকের তুলনা! যত না চুল আমার মাথায়) তার চেয়েও বেশী দুঃখে ভরা আমার শরীর। ওরে বেশ্যা, তাই কি আমাকে এই প্রস্তাব শোনাচ্ছিস? শোননদীর মতো গৌরবময় আমার স্বামী। তাঁর উপর যদি লঘুভার কিছু এসে পড়ে তবে তাও পাথরের ন্যায় গুরুভার হয়ে (ডুবে) যাবে। যার মাথার উপর রয়েছেন এমন গরীয়ান স্বামী, তাঁকে বিচলিত করতে পারে, কার এমন সাধ্য?" (এই বলে) পদ্মাবতীর নয়নের ইসারায় শত চেড়ী ছুটে এল। কুটিনীকে যথোপযুক্ত প্রহার দেওয়া হল। তার নাক কান কেটে কালি মাখিয়ে মাথা মুড়িয়ে গাধায় চড়ানো হল।

মুহম্মদ বলছেন, বিধাতা যাকে গরিমাময় করে গড়েছেন ফুঁ দিয়ে কে তার কি করতে পারে? যার (সত্য) ভারে জগৎ স্থির হয়ে থাকে বায়ুর আন্দোলনে সে ওড়ে না।

১ কঁবল জো নৈন ভঁবর ধনি ফেরী
২ মোরে পিয় ক সত্রু দেবপালু
৩ দোখ
৪ চেতমি কেসা
৫ কান নাক কাটে
৬ বহু রিসি কাঢ়ি ছুরায় মঁথাঈ
৭ মুহম্মদ গরুএ জো বিধি
৮ জিহঁকে ভার জগত থির

বাদসাহ-দূতী খণ্ড

১

রানী ধরমসার পুনি সাজা।
বন্দি মোখ জেহি পাৱহিঁ রাজা॥
জাৱত পরদেসী চলি আরহিঁ[১]।
অন্নদান ঔ[২] পানী পারহিঁ[৩]॥
জোগি জতী আরহিঁ[৪] জত কন্থী।
পূছৈ পিয়হি জান কোই পন্থী॥
দান জো দেত বাহঁ ভই উঁচী।
জাই সাহ পহঁ বাত পহুঁচী॥
পাতুরি এক হুতি জোগি-সরাঁগী[৫]।
সাহ অখারে হুঁত ওহি মাঁগী॥
জোগিনি-ভেস বিয়োগিনি কীন্হা।
সীংগী-সবদ মূল তঁত[৬] লীন্হা॥
পদমিনি পহঁ[৭] পঠঈ করি[৮] জোগিনি।
বেগি আনু করি[৯] বিরহ-বিয়োগিনি॥
চতুর কলা মনমোহন[১০] পরকায়া-পরবেস।
আই চঢ়ী চিতউর গঢ় হোই জোগিনি কে ভেস॥

রাজা যাতে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পান, এই জন্যে রাণী পদ্মাবতী এক ধর্মশালা স্থাপন করলেন। পরদেশী পান্থরা এখানে এসে অন্নজল পেতে লাগল। যোগী, সন্ন্যাসী কন্থাধারীরা সব এল। যদি কেউ প্রিয়তমের সংবাদ জানে, তাই সকলকেই রাণী জিজ্ঞাসা করলেন। রাণীর এই উঁচু দরাজ হাতে দানের বার্তা বাদসাহের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে এক নটী ছিল যে যোগিনী বেশ ধরতে পারত। বাদসাহ রঙ্গশালা থেকে তাকে ডেকে আনালেন। সে যোগিনী বেশ ধারণ করে বৈরাগিণী সাজল। শিঙা নিয়ে তন্ত্র-সঙ্কেত ধ্বনি করতে লাগল। বাদশাহ তাকে যোগিনী করে পদ্মাবতীর কাছে পাঠালেন। বললেন, "ঝটিতি তাকে (পদ্মাবতীকে) বিরহিণী করে আমার কাছে নিয়ে আয়।"

পরদেহে প্রবেশের অর্থাৎ ছদ্মবেশ গ্রহণের মনোহর চাতুর্যকলানিপুণা (সেই নটী) যোগিনী বেশ ধারণ করে চিতোর গড়ে এসে উঠল।

১ আরা
২ পর
৩ পিংারা
৪ আর
৫ সুরাঁগী
৬ তঁতু
৭ কহ
৮ কৈ
৯ কৈ
১০ মনমোহনি

২

মাঁগত রাজবার চলি আঈ।
ভীতর চেরিন্হ বাত জনাঈ।
জোগিনি এক বার হৈ কোঈ।
মাঁগৈ জৈসি বিয়োগিনি সোঈ॥
অবহীঁ নব[১] জোবন তপ লীন্হা।
ফারি পটোরহি[২] কন্থা কীন্হা॥
বিরহ ভভূতি জটা বৈরাগী।
ছালা কাঁধ জাপ কঁঠ লাগী॥
মুদ্রা স্রৱন নাহিঁ[৩] থির জীউ।
তন তিরসূল অধারী পীউ॥
ছাত ন ছাহঁ ধূপ জনু[৪] মরঈ।
পাৱঁ ন পঁৱরী ভুভুর জরঈ॥
সিংগী সবদ ধঁধারী করা।
জরৈ সো ঠাৱঁ পাৱঁ জহঁ ধরা॥
কিঙ্গরী গহে বিয়োগ বজাৱৈ বারহি বার সুনার।
নয়ন চক্র চারিউ দিসি দহুঁ দরসন কব পার॥

ভিক্ষা করতে করতে সে রাজদ্বারে চলে এল। চেড়ীরা এ কথা অন্দরে জানাল। "দ্বারে কোন এক যোগিনী এসেছে। বৈরাগিণীর ন্যায় সে ভিক্ষা করছে। এখন এই নব যৌবনেই সে তাপসী। পাটের কাপড় ছিঁড়ে কাঁথা বানিয়েছে। (তার দেহে) বিরহ বিভূতি এবং বৈরাগীর জটা। কাঁধে পশুচর্ম, কণ্ঠে জপমালা, কানে মুদ্রা এবং প্রাণ অস্থির। তার শরীর ত্রিশূলাকৃতির এবং দণ্ডই প্রিয় (সঙ্গী)। ছত্রছায়া না থাকায় রোদে যেন মরোমরো। পায়ে খড়ম নেই, তপ্ত বালিতে তেতে উঠছে। শঙ্খধ্বনি করছে, হাতে গোরখ-বলয়। যেখানে পা রাখে, পা যেন জ্বলে যায়।

সারেঙ্গী নিয়ে বারবার করুণ সুর বাজিয়ে শোনাচ্ছে। কখন দেবদর্শন হবে—এই আশায় তার নয়নের তারা চারদিকে ঘুরছে।

১ নৱল
২ পটোৱা
৩ উভ ন
৪ জস

৩

সুনি পদমাবতি মঁদির বোলাঈ।
পুছা[১] কৌন[২] দেস তেঁ[৩] আঈ॥
তরুন বৈস তোহি[৪] ছাজ ন জোগূ।
কেহি কারন অস অস কীন্হ বিয়োগূ॥
কহেসি বিরহ-দুখ জান ন কোঈ।
বিরহিনি জান বিরহ জেহি হোঈ॥
কন্ত হমার গএউ[৫] পরদেসা।
তেহি কারন হম জোগিনি ভেসা॥
কাকর জিউ জোবন ঔ দেহা।
জো পিউ গএউ ভএউ সব খেহা॥
ফারি পটোর কীন্হ মৈঁ কন্থা।
জহঁ পিউ মিলহিঁ লেউঁ সো পন্থা॥
ফিরৌঁ[৬] করৌঁ চহুঁ চক্র পুকারা।
জটা পরীঁ কা[৭] সীস সঁভারা॥
হিরদয় ভীতর পিউ বসৈ মিলৈ ন পুছৌ কাহি।
সুন জগত সব লাগৈ ওহি[৮] বিনু কিছু[৯] নহিঁ[১০] আহি॥

একথা শুনে পদ্মাবতী তাকে অন্তঃপুরে ডাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন দেশ থেকে তোমার আগমন? তোমার এই তরুণ বয়সে যোগচর্চা শোভন নয়। কি কারণে এমন বৈরাগ্য সাধনা?" সে বলল, "বিরহের বেদনা কেউ বুঝবে না; একমাত্র বিরহিণীই বোঝে বিরহের মর্ম। আমার স্বামী বিদেশে গেছেন। সেই কারণেই আমার যোগিনী-বেশ। কার জন্য আর এই দেহ, জীবন যৌবন? যদি প্রিয়ই চলে গেলেন তো সবই ছাই হয়ে গেল। পট্টবস্ত্র ছিঁড়ে আমি কাঁথা বানিয়েছি। যে পথে প্রিয়তমকে পাব সেই পথই নেব। চতুর্দিক ঘুরে তাঁর অন্বেষণ করব। চুলে জটা পড়ে গেল; কি হবে আর মাথা সাজিয়ে?

আমার স্বামী আছেন আমার হৃদয়ে। (বাইরে) যদি না পাই কাকে জিজ্ঞাসা করি? সারা জগৎ শূন্য মনে হয়; তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।"

---

১ পুঁছী
২ করন
৩ সোঁ
৪ তুমহ
৫ গএ
৬ ফিরা
৭ কো
৮ পির
৯ কিছো
১০ ন

৪

স্রবন ছেদ মহঁ মুদ্রা মেলা[১]।
সবদ ওনাউঁ কহাঁ পিউ[২] খেলা[৩]॥
তেহি বিয়োগ সিংগী নিতি পূরউঁ।
বার বার কিংগরী[৪] লেই[৫] ঝূরউঁ॥
কো মোহিঁ লেই পিউ কণ্ঠ[৬] লগাবৈ[৭]।
পরম অধারী বাত জনাবৈ॥
পাবঁরি টূটি চলত পর[৮] ছালা।
মন ন মরৈ তন জোবন বালা॥
গইউঁ পয়াগ মিলা নহিঁ পীউ।
করবত লীন্হ দীন্হ বলি জীউ॥
জাই বনারস[৯] জারিউঁ কয়া।
পারিউঁ পিংড নহাইউঁ[১০] গয়া॥
জগন্নাথ[১১] জগরন কৈ আঈ।
পুনি দুয়ারিকা জাই নহাঈ[১২]॥
জাই কেদার দাগ তন[১৩] তহঁ ন মিলা তিন্হ[১৪] আঁক।
ঢূঁঢ়ি অজোধ্যা আইউঁ[১৫] সরগ দুয়ারী ঝাঁক॥

আমি কানের ফুটোতে দিয়েছি যোগিনী মুদ্রা। প্রিয়তমের সংবাদের জন্য কান পেতে আছি। তাঁর বিরহে নিত্য শৃঙ্গধ্বনি করছি। বারম্বার সারেঙ্গী নিয়ে বিলাপ গাইছি। কে আমাকে প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গনে মিলিত করে দেবে। কে আমার পরমাশ্রয়কে আমার কথা জানাবে? চলতে চলতে খড়ম ভেঙে গেল, পায়ে ফোস্কা পড়ল। তবু মন মরে না, দেহে যৌবনের তারুণ্য। আমি প্রয়াগে গিয়েছি, কিন্তু প্রিয়কে পাই নি; সেখানে খাঁড়া নিয়ে বলিদান করেছি। বারাণসীতে গিয়ে দেহকে দগ্ধ করেছি। পিণ্ডদান করে গয়ায় স্নান করেছি। জগন্নাথে (পুরী) এসে নিশিপালন করেছি। পরে দ্বারকায় গিয়ে অবগাহন করেছি।

কেদারধামে গিয়ে শরীরে উল্কিচিহ্ন নিয়েছি, কিন্তু সেখানেও তাঁর কোনো চিহ্ন পাই নি। সারা অযোধ্যা খুঁজে এসে স্বর্গদ্বারেও উঁকি দিয়েছি।

১ স্রবন ছেদি মুদ্রা মৈঁ মেলে
২ দহ্ন
৩ খেলে
৪ হোই
৫ কিংগরী
৬ কে ডঁড
৭ লাবৈ
৮ পা
৯ বনারসি
১০ নিবহুরে
১১ জগরনাথ
১২ অহাঈ
১৩ তন কীন্হেউ
১৪ তন
১৫ সব ফিরিউঁ

৫

গউমুখ হরিদ্বার ফির কীহ্নিউঁ।
নগরকোট কাটি রসনা দীহ্নিউঁ॥
ঢুঢ়িউঁ বালনাথ কর টীলা।
মথুরা মথিউঁ ন সো পিউ মীলা॥
সুরজকুণ্ড মহঁ জারিউঁ দেহা।
বদ্রী মিলা ন জাসোঁ নেহা॥
রামকুণ্ড গোমতি গুরুদ্বারু।
দাহিনবরত কীহ্ন কৈ বারু॥
সেতুবন্ধ কৈলাস সুমেরু।
গএউ অলকপুর জহাঁ কুবেরু॥
বরহ্মাবরত ব্রহ্মাবতি পরসী।
বেনী-সঙ্গম সীঝিউ করসী॥
নীমষার মিসরিখ কুরুছেতা।
গোরখনাথ অস্থান সমেতা॥
পটনা পুরুব সো ঘর ঘর ঢুঁঢ়ি ফিরিউঁ সংসার।
হেরত কহুঁ ন পিউ মিলা ন কোই মিলাবন হার॥*

গোমুখ এবং হরিদ্বারে ঘোরাঘুরি করলাম। নগরকোটে গিয়ে জিভ কেটে উৎসর্গ করলাম। (পাঞ্জাবের ঝিলম তীরবর্তী) বালনাথের টিলায় গিয়ে খুঁজেছি। মথুরা মন্থন করেছি কিন্তু প্রিয়তমকে পাই নি। সূর্যকুণ্ডে গিয়ে দেহ জ্বালিয়েছি। বদ্রীধামে গিয়েও প্রেমাস্পদকে পেলাম না। রামকুণ্ড, গোমতি, গুরুদ্বারে এবং দক্ষিণাবর্তে বারবার করে গেলাম। গিয়েছি সেতুবন্ধে, কৈলাসে এবং সুমেরুতে। অলকাপুরীতে কুবেরের জায়গায় গিয়েছি। ব্রহ্মাবর্তে ব্রহ্মাবর্তী নদীকে স্পর্শ করেছি। ত্রিবেণী সঙ্গমে আমি নিজেকে তুষের আগুনে সিদ্ধ করেছি। গোরক্ষনাথের স্থান সমেত আমি নৈমিষারণ্য, মিসরিখ এবং কুরুক্ষেত্র ভ্রমণ করেছি।

পূর্বে পাটনা থেকে সারা জগৎ প্রতি ঘরে ঘরে আমি খুঁজে ফিরেছি। কিন্তু কোথাও প্রিয়তমের দেখা মেলে নি, এবং তাঁর সন্ধান দিতে পারে এমন কাউকেই পেলাম না।

* মাতাপ্রসাদ সংস্করণে স্তবকটি নেই।

৬

বন বন সব হেরেউঁ নর[১] খণ্ডা।
জল জল নদী অঠারহ গণ্ডা॥
চৌসঠ তীরথ কে সব ঠাউঁ।
লেত ফিরিউঁ ওহি পিউকর নাউঁ॥
দিল্লী সব দেখিউঁ[২] তুরকানূ।
ঔ সুলতান কের বঁদিখানূ[৩]॥
রতনসেন দেখিউঁ বঁদি মাহাঁ।
জরৈ ধূপ খন[৪] পাব ন ছাহাঁ॥
সব রাজহি বাঁধে ঔ দাগে।
জোগিনি জান রাজ পগ লাগে॥
কা সো ভোগ জেহি অন্ত ন কেউ।
য়হ দুখ লেই সো গএউ সুখ দেউ[৫]॥
দিল্লী নাৱঁ ন জানহু[৬] ঢীলী।
সুঠি বঁদি গাঢ়ি নিকস নহিঁ কীলী॥
দেখি দগধ দুখ তাকর অবহুঁ কয়া নহিঁ জীউ।
সো ধনি কৈসে দহুঁ জিয়ৈ[৭] জাকর বঁদি অস পীউ[৮]॥

নয় খণ্ড এই দেশের বনে বনে তাকে খুঁজেছি। আঠার গণ্ডা নদীর জলে জলে ফিরেছি। চৌষট্টি তীর্থের সব জায়গায় গিয়েছি। প্রিয়তমের ঐ নাম নিয়েই সর্বত্র ঘুরেছি। দেখেছি দিল্লীর সব তুর্কিদের, সুলতানের বন্দীশালাও দেখেছি। সেখানে রত্নসেনকে দেখলাম। তিনি রোদে পুড়ছেন, একটুও ছায়া নেই। সবাই মিলে রাজাকে বেঁধে ছেঁকা দিচ্ছে। যোগিনী জেনে রাজা আমার পায়ে পড়লেন। যে ভোগের শেষ নেই, কি হবে সেই ভোগে? তিনি তোমাকে সুখ দিয়ে এই দুঃখ বরণ করলেন। দিল্লীকে বড় সহজ জায়গা মনে ভেব না। সে বড় কঠিন বন্দীশালা; তার অর্গল খোলা অসম্ভব।

তাঁর দহন-দুঃখ দেখে এখনও আমার দেহে প্রাণ নেই। যার প্রিয়তমের এমন বন্দীদশা সে নারী কেমন করে বেঁচে আছে?

১ বন
২ হেরেউঁ
৩ বন্দিবানূ
৪ খিন
৫ এহি দুখ লিহৈ ভঐ সুখ দেউ
৬ জানহিঁ
৭ সো ধনি জিয়ত কিমি আছৈ
৮ জেহিক ঐস বঁদি পীউ

৭

পদমাৱতি জো সুনা বঁদি পীউ।
পরা অগিনি মহঁ মানহুঁ[১] ঘীউ॥
দৌরি পায়ঁ জোগিনি কে পরী।
উঠী আগি অস[২] জোগিনি জরী॥
পায়ঁ দেহি দুই নৈনহ্ন লাউঁ[৩]।
লেই চলু তহাঁ কন্ত জেহিঁ[৪] ঠাউঁ[৫]॥
জিহ্ন নৈনহ্ন তুই দেখা পীউ[৬]।
মোহিঁ[৭] দেখাউ দেহুঁ বলি জীউ॥
সত ঔ ধরম দেহুঁ সব তোহীঁ।
পিউ কি বাত কহৈ[৮] জৌ[৯] মোহীঁ॥
তুই মোর গুরু তোরি হৌঁ চেলী।
ভূলী ফিরত পন্থ জেহি মেলী॥
দণ্ড[১০] এক মায়া করু মোরে।
জোগিনি হোউঁ চলৌঁ সঁগ তোরে॥
সখিহ্ন কহা সুনু[১১] রানী করহু ন পরগট ভেস।
জোগী জোগবৈ গুপুত মন লেই[১২] গুরু কর উপদেস॥

পদ্মাবতী যখন শুনলেন যে প্রিয়তম বন্দী, তখন যেন আগুনে ঘি পড়ার মতো মনে হল। তিনি ছুটে এসে যোগিনীর পায়ে পড়লেন, প্রজ্জলিত আগুনের তাপে যেন যোগিনী পুড়ে গেল। (পদ্মাবতী বললেন,) "পা দুটো দাও, আমার নয়নে রাখি। আমার স্বামী যেখানে আছেন সেখানে নিয়ে চল। যেভাবে তুমি প্রিয়তমকে চোখে দেখেছ, আমাকেও তেমনি করে দেখাও, আমি তোমার কাছে জীবন বলি দেব। আমার সত্য এবং ধর্ম সব তোমাকে দেব, যদি প্রিয়তমের সংবাদ আমাকে বল। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্যা, কারণ বিপথ থেকে তুমিই আমাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছ। আমাকে একটু দয়া কর। আমি যোগিনী হয়ে তোমার সঙ্গে চলে যাব।"

সখীরা বলল, "শোন রাণী, যোগিনীর বেশ প্রকাশ কোর না। (যথার্থ) যোগী [illegible] করে।"

১ জানহঁ
২ পুনি
৩ লাবৌঁ
৪ জহঁ
৫ পাবৌঁ
৬ জহঁ নৈনহ্ন দেখা তুঁ পীউ
৭ সো মোহিঁ
৮ কহী
৯ জেহঁ
১০ ডংড
১১ পদুমাৱতি
১২ জোগী সোই গুপুত মন জোগবৈ লৈ

৮

ভীখ লেহু[১] জোগিনি ফিরি মাঁগু।
কন্ত ন পাইয় কিএ সৱাঁগু॥
য়হ বড় জোগ বিয়োগ জো সহনা[২]।
জেহুঁ[৩] পীউ রাখৈ তেহুঁ রহনা[৪]॥
ঘর হী মহঁ রহু ভঈ উদাসা[৫]।
অঁজুরী[৬] খপ্পর সিংগী সাঁসা॥
রহৈ প্রেম মন অরুঝা গটা[৭]।
বিরহ ধঁধারি অলক[৮] সির জটা॥
নৈন চক্র হেরৈ পিউ পন্থা।
কয়া জো কাপর সোঈ কন্থা॥
ছালা ভূমি[৯] গগন সির ছাতা।
রঙ্গ করত[১০] রহ হিরদয় রাতা॥
মন-মালা ফেরৈ[১১] তঁত ওহী।
পাঁচৌ ভূত ভসম তন হোহী॥
কুণ্ডল সোই সুনু[১২] পিউ কথা[১৩] পঁররি পাঁর পর রেহু[১৪]।
দণ্ডক গোরা বাদলহি[১৫] জাই অধারী লেহু॥

(সখীরা বলল) "হে যোগিনী (পদ্মাবতী)! ভিক্ষে নিতে অন্যত্র যেতে পার কিন্তু এভাবে ভেক ধারণ করে স্বামীলাভ হয় না।" বিরহ সইতে পারাই সবচেয়ে বড় যোগ। প্রিয়তম যেভাবে রেখে গেছেন সেইভাবে অপেক্ষা কর। উদাসীন হয়ে ঘরের মধ্যে থাক। তোমার করপুট হোক পানপাত্র, নিঃশ্বাস হোক শিঙা, প্রেম হোক রুদ্রাক্ষ মালা, বিরহ হোক যোগীচিহ্ন এবং চুল হোক জটা। প্রিয়পথনিরীক্ষণকারী তোমার চোখ হোক যোগীচক্র, দেহের বসন হোক শয়নের কাঁথা। মাটি হোক বাঘছাল, আকাশ হোক ছাতা। প্রেমের রঙে হৃদয় রক্তিম হয়ে থাক। চঞ্চল মন জপমালার মতো ঘুরুক। পঞ্চভূত হোক দেহাবিভূতি।

কর্ণমূলে থেকে কুণ্ডল প্রিয়তমের কথা শুনুক, পদধূলি হোক পায়ের খড়ম। একবার গোরা এবং বাদলের কাছে গিয়ে নির্ভর-দণ্ড গ্রহণ কর।"

১ ভীখ লেহি
২ এই বিধি জোগ বিয়োগ জো সহা
৩ জৈসে
৪ তিমি রহা
৫ গিরিহী মহঁ ভৈ রহৈ উদাসা
৬ অঞ্চল
৭ লটা
৮ পরতি
৯ পুহমি
১০ রকত
১১ ফেরত
১২ সো জো সুনৈ
১৩ পিয় বৈনা
১৪ পরেহু
১৫ ডংড এক জাক গোরা বাদিল পহঁ

পদ্মাবতী গোরা-বাদল সংবাদ খণ্ড

১

সখিন্হ বুঝাঈ দগধ অপারা।
গই গোরা বাদল কে বারা॥
চরন কঁৱল ভুই জনম ন ধরে।
জাত জহাঁ[১] লগি ছালা পরে॥
নিসরি আএ ছত্রী সুনি দোউ।
তস কাঁপে জস কাঁপ ন কোউ॥
কেস ছোরি চরনন্হ রজ ঝারা।
কহঁ পাৱঁ পদমাৱতি ধারা॥
রাখা আনি পাট সোনৱানী।
বিরহ-বিয়োগিনি[২] বৈঠী রানী॥
দোউ[৩] ঠাঢ়[৪] হোই চঁৱর ডোলাৱহিঁ।
মাথে ছাত[৫] রজায়সু পাৱহিঁ॥
উলটি বহা গঙ্গা কর পানী।
সেৱক-বার আই[৬] জো[৭] রানী॥
কা অস কস্ট কীন্হ তুম্হ[৮] জো তুম্হ করত ন ছাজ।
আজ্ঞা হোই বেগি সো[৯] জীউ তুম্হারে কাজ॥

সখীরা পদ্মাবতীর অপার (দুঃখ) দাহ নির্বাপিত করল। পদ্মাবতী গেলেন গোরা বাদলের দ্বারে। তাঁর চরণকমল এজন্মে কখনও মাটিতে পড়ে নি। পথে যেতে যেতে পায়ে ফোস্কা পড়ল। (তাঁর আগমন বার্তা) শুনে বীরদ্বয় বেরিয়ে এল। তারা এমন করে কাঁপতে লাগল যে কেউ তেমন কাঁপে না। চুল খুলে তারা তাঁর পায়ের ধুলো ঝেড়ে দিল। বলল, "পদ্মাবতী এ কোথায় পা রেখেছেন?" তারা এক স্বর্ণাসন এনে রাখল। বিরহিণী রাণী তাতে বসলেন। দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে চামর দোলাতে লাগল। বলল, "আপনার মস্তকে চিরকাল রাজছত্র বিরাজ করুক। চিরদিন যেন আপনার আদেশ বহন করি। আজ নিশ্চয় গঙ্গার জল উজানে বইছে; রাণী কি না এসেছেন সেবকের দ্বারে?

যে কৃচ্ছ্রসাধনা আপনাকে শোভা পায় না, কেন আপনি সেই কষ্ট করলেন? দ্রুত আদেশ দিন। আমাদের জীবন আপনার সেবাতেই নিযুক্ত।

১ তঁহা
২ বিরহ বিয়োগ ন
৩ চমর
৪ ধারী
৫ ছাহ
৬ ন
৭ আৱৈ
৮ ত্রিয়
৯ কৈ

২

কহী[১] রোই পদমাৱতি বাতা।
নৈনন্হ রকত দীখ জগ রাতা॥
উলথ[২] সমুদ জস মানিক ভরে[৩]।
রোইসি[৪] রুহির-আঁসু তস ঢরে[৫]॥
রতন কে রঙ্গ নৈন পৈ ৱারৌঁ।
রতী রতী কৈ লোহু ঢারৌঁ॥
ভঁৱরা উপর কঁৱল ভৱারৌঁ[৬]।
লেই চলু তহাঁ সুর জহঁ পাৱৌঁ[৭]॥
হিয় কৈ হরদি বদন কৈ লোহূ।
জিউ বলি দেউঁ সো সঁৱরি বিছোহূ॥
পরহিঁ আঁসু জস সাৱন-নীরূ।
হরিয়রি ভূমি কুসুংভী চীরূ[৮]॥
চঢ়ী ভুঅংগিনি[৯] লট[১০] লট কেসা।
ভই রোৱতি জোগিন কে ভেসা॥
বীর বহূটী ভই[১১] চলীঁ তবহুঁ রহহিঁ নহিঁ[১২] আঁসু।
নৈনহিঁ পন্থ ন সুঝৈ লাগেউ ভাদৌ মাসু॥

পদ্মাবতী কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন। নয়নের রক্তরঙে জগৎও রক্তিম দেখাচ্ছিল। যেন মাণিক্যময় সমুদ্র উথলে উঠল। তাঁর কান্নায় রুধিরাশ্রু বইতে লাগল। তিনি বললেন, "রত্নসেনের সুখের জন্য আমি আমার নয়ন উৎসর্গ করব। বিন্দু বিন্দু করে রক্ত ঢালব। ভ্রমরকে ওড়াব কমলের (নেত্রের) উপরে। সূর্যকে যেখানে পাব, আমাকে তোমরা সেখানে নিয়ে চল। হৃদপদ্মকে হলুদ করে এবং মুখ-পদ্মকে রক্তিম করে তাঁর বিচ্ছেদধ্যানে আমি জীবন উৎসর্গ করি।" শ্রাবণধারার মতো তাঁর অশ্রু পড়তে লাগল। সেই অশ্রুধারায় ভূমি শ্যামল হল এবং বসন হল রক্তিমবর্ণ। কেশজটা সাপের মতো লটপট করে দুলতে লাগল; যোগিনী বেশে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর (আরক্তিম) অশ্রুধারা বীরবহুটির (রক্তিম কীট) ন্যায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল, তবু তার বিরাম নেই: অশ্রুতে চোখের সামনে পথ দেখা যায় না, দেখে মনে হল যেন ভাদ্রমাস উপস্থিত।

১ কহৈ
২ উলথি
৩ ভরৈ
৪ রোঈ
৫ ঢরৈ
৬ কঁৱলন্হ উপর ভঁৱর উড়ারৌ
৭ সুরুজ জহাঁ তহাঁ লৈ লাৱৌ
৮ তন চীরূ
৯ ভুৱংগ
১০ লুরহি
১১ হোই
১২ ন

৩

তুম[১] গোরা বাদল খঁভ দোউ।
জস রন পারথ[২] ঔর ন কোউ॥
দুখ বরখা[৩] অব রহৈ ন রাখা।
মূল পতার সরগ ভই সাখা॥
ছায়া রহী সকল মহি পূরী।
বিরহ-বেলি ভই[৪] বাঢ়ি খজূরী॥
তেহি দুখ লেত[৫] বিরিছ বন বাঢ়ে।
সীস উঘারে রোৱহিঁ ঠাঢ়ে॥
পুহুমি পুরি সায়র দুখ পাটা।
কৌড়ী কের[৬] বেহরি হিয় ফাটা॥
বেহরা হিয়ে খজূরি ক বিয়া।
বেহর[৭] নাহিঁ মোর[৮] পাহন-হিয়া॥
পিয় জেহি[৯] বঁদি জোগিনি হোই ধাৱৌঁ।
হৌঁ বঁদি লেউঁ[১০] পিয়হি মুকরাৱৌঁ॥
সুরুজ গহন-গরাসা কঁৱল ন বৈঠে পাট।
মহূঁ পন্থ তেহি গৱনব কন্ত গএ জেহি বাট॥

(পদ্মাবতী বললেন,) "গোরা বাদল! তোমরা দুই স্তম্ভস্বরূপ। যুদ্ধে তোমরা অর্জুনের ন্যায়, তোমাদের মতো বীর আর কেউ নেই। দুঃখবৃক্ষ এখন আমার আয়ত্তের বাইরে। তার মূল গেছে পাতালে আর শাখা উঠেছে আকাশে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তার ছায়া, বিরহলতা বর্ধিত হয়ে ফলবান হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখ আত্মসাৎ করে বনবৃক্ষগুলি বেড়ে উঠল। মাথার চুল খুলে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সেই দুঃখে ধরণী পূর্ণ এবং সাগর প্লাবিত; কড়ির হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হল। যে বেদনায় খেজুরের হৃদয় ফেটে গেল, আমার পাষাণ হৃদয় তাতেও বিদীর্ণ হচ্ছে না। প্রিয় যেখানে বন্দী হয়ে আছেন, যোগিনী হয়ে আমি সেখানে ধাবিত হব। নিজে বন্দী হয়ে আমি প্রিয়কে মুক্ত করব।

যখন সূর্য গ্রহণ কবলস্থ, কমল তখন সিংহাসনে বসতে পারে না। যে পথে আমার প্রিয়তম গিয়েছেন, আমিও সেই পথে যাব।

১ তুম্হ
২ জস ভারথ তুম্হ
৩ দুখ বিরিখা
৪ হোই
৫ কেত
৬ ভই
৭ বিহরৈ
৮ ম্রহ
৯ জহঁ
১০ হৌ হোই বংদি

৪

গোরা বাদল দোউ[১] পসীজে।
রোৱত রুহির[২] বূড়ি[৩] তন[৪] ভীজে॥
হম রাজা সৌঁ ইহৈ কোহাঁনে।
তুম ন মিলৌ ধরিহৈঁ[৫] তুরকানে॥
জো মতি সুনি হম গএ[৬] কোহাঁঈ।
সো নিআন হম্হ মাথে আঈ॥
জৌ[৭] লগি জিউ[৮] নহি ভাগহিঁ[৯] দোউ।
স্বামি জিয়ত কিত[১০] জোগিনি হোউ॥
উএ[১১] অগস্ত হস্তি জব[১২] গাজা।
নীর ঘটে ঘর আইহি রাজা॥
বরষা গএ অগস্ত জৌ দীঠিহি[১৩]।
পরিহি[১৪] পলানি তুরঙ্গ পীঠিহি[১৫]॥
বেধৌঁ রাহু ছোড়াৱহুঁ সূরূ।
রহৈ ন দুখ কর মূল অঁকূরূ॥
সোই সূর তুম সসহর[১৬] আনি মিলাবৌঁ[১৭] সোই।
তস দুখ মহঁ সুখ উপজৈ[১৮] রৈনি মাহঁ দিন হোই॥

গোরা বাদল দুজনেই আর্দ্র হল। অশ্রুরুধিরে ডুবে তাদের দেহ ভিজে গেল। (তারা বলল,) "এই কারণেই রাজার প্রতি আমাদের ক্ষোভ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'তুর্কির সঙ্গে সন্ধি করবেন না, সে ধরে নিয়ে যাবে।' কিন্তু যখন তাঁর মতিগতি দেখলাম আমরা রেগে চলে গেলাম, এখন পরিণামে তা আমাদের মাথায় এসে পড়ল। যতক্ষণ জীবন আছে, আমরা দুজনে তো পালিয়ে যেতে পারি না। স্বামী জীবিত থাকতে আপনি বা কেমন করে যোগিনী হবেন? (শরৎকালে) অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হলে, হস্তিরা যখন গর্জন করবে, নদীর জল যখন কমে আসবে রাজা গৃহে ফিরে আসবেন। বর্ষার অবসানে যখন অগস্ত্য নক্ষত্রকে দেখা যাবে, তখন অশ্বপৃষ্ঠে কিংখাব পরানো হবে। আমরা রাহুকে বিদ্ধ করে সূর্যকে মুক্ত করব; তখন দুঃখের শিকড় ও অঙ্কুর কিছুই আর থাকবে না।

তিনি (রত্নসেন) সূর্য আর আপনি চন্দ্র। তাঁকে এনে দুজনের মিলন করিয়ে দেব। তখন সব দুঃখের মধ্যে জেগে উঠবে সুখ, রজনীর মাঝখানে দিনের বিকাশ হবে।

১ দুঔ
২ রুহরি
৩ সীস
৪ পী
৫ ধরি য়েত
৬ আএ
৭ জব
৮ জিয়হিঁ
৯ ন তাকহিঁ
১০ কস
১১ উঐ
১২ ঘন
১৩ কা বরখা অগস্তি কী ডীঠী
১৪ পরৈ
১৫ তুরংগম পীঠী
১৬ রহ সুরুজ তুম্হ সসি সরূপ
১৭ মিলাৱহিঁ
১৮ উপনৈ

৫

লেহু[১] পান বাদল ঔ গোরা।
কেহি লেই দেউঁ উপজ তুম্হ জোরা॥
তুম সারন্ত ন[২] সরবরি কোউ।
তুম্হ হনুবন্ত অঁগদ সম দোউ॥
তুম অরজুন ঔ ভীম ভুবারা।
তুম বল রন-দল-মণ্ডন হারা[৩]॥
তুম টারন ভারহু জগ জানে।
তুম পুরুষ জস[৪] করন বখানে॥
তুম বলবীর জৈস[৫] জগদেউ।
তুম্ সংকর ঔ মালক-দেউ[৬]॥
তুম অস মোরে বাদল-গোরা।
কাকর মুখ হেরৌঁ বঁদিছোরা॥
জস হনুবন্ত রাঘর বঁদি ছোরী।
তস তুম ছোরি মেরাবহু[৭] জোরী॥
জৈসে জরত লখাঘর[৮] সাহস কীহ্না[৯] ভীউঁ।
জরত খণ্ড তস কাঢ়হু কৈ পুরুষারথ জীউঁ॥

(পদ্মাবতী বললেন) "গোরা এবং বাদল। তোমরা পান গ্রহণ কর। তোমাদের মতো আর একজোড়া বীর আর কোথায় পাব? তোমরা বীর সামন্ত; কেউই তোমাদের সমকক্ষ নয়। তোমরা দুজন অঙ্গদ ও হনুমানের ন্যায় বীর। তোমরা দুই ভূপাল অর্জুন এবং ভীম। তোমরা দুজনে রণে অরাতিদমনে বলীয়ান; জগজ্জন জানে তোমরা ভার টলাতে সমর্থ। কর্ণের মতোই তোমাদের পৌরুষের খ্যাতি। তোমরা বলবীর্যে জগদেব তুল্য; তোমরা হলে শঙ্কর ও মালদেব। তোমরা আমার বাদল ও গোরা। বন্দীমুক্তির ব্যাপারে আর কার মুখের দিকে তাকাব? যেমন হনুমান রাঘবকে (মহীরাবণের) বন্দীগৃহ থেকে মুক্ত করেছিল তেমনি তোমরা তাঁকে মুক্ত করে আমাদের মিলিত করে দাও।

যেমন জতুগৃহ জ্বলে ওঠার সময় ভীম সাহস দেখিয়েছিলেন তেমনি সেই জ্বলন্ত গুম্ভকে (রত্নসেন) কেড়ে এনে পুরুষার্থকে সার্থক কর।"

১ লীহ্ন
২ তুম্হ সারঁত নহি
৩ তুম্হ নল নীল মেঁড় দেনিহারা
৪ সো পরুহ ঔঁ
৫ জাজ
৬ তুম্হ মুষ্টিক ঔ মাল বঁড়েউ
৭ মিলাবহু
৮ লখাগ্রিহ
৯ কীহ্নেউ

৬

গোরা বাদল বীরা লীহ্না।
জস হনুবঁত অঙ্গদ বর কীহ্না॥
সাজি সুখাসন তানহিঁ ছাতু।
তুম্হ জুগ জুগ অহিবাতু॥
কঁবল-চরন ভুই ধরি দুখ পাবহু[১]।
চঢ়ি[২] সিংঘাসন[৩] মঁদির সিধাবহু॥
সুনতহি সুর কঁবল হিয় জাগা[৪]।
কেসরি-বরন ফূল[৫] হিয়ঁ লাগা॥
জনু নিসি মহঁ দিন[৬] দিহ্ন দেখাঈ।
ভা উদোত মসি গঈ বিলাঈ॥
চঢ়ী সিংঘাসন[৭] ঝমকতি চলী।
জানহুঁ চাঁদ দুইজ নিরমলী॥
ঔ সঁগ সখী কুমোদ তরাঈঁ।
ঢারত চঁবর মঁদির লেই আঈঁ॥
দেখি দুইজ সিংঘাসন সংকর ধরা লিলাট।
কঁবল-চরন পদমাবতি লেই বৈঠারী[৮] পাট॥

গোরা বাদল পান নিল। অঙ্গদ এবং হনুমান যেমন বলপ্রকাশ করেছিলেন (তেমনি তারা করল)। তারা সুখাসন সাজিয়ে, রাজছত্র টাঙিয়ে বলল, "যুগ যুগ ধরে সৌভাগ্য আপনার মস্তক অলঙ্কৃত করুক। মাটিতে চরণকমল ধারণ করে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এবার আসনে উঠে গৃহে প্রবেশ করুন।" সূর্যের কথা শুনে পদ্মের হৃদয় জেগে উঠল; ফুলের হৃদয়ে লাগল পরাগ রাগ। যেন নিশি অতিক্রান্ত হয়ে দিন দেখা দিল। অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে আলোর প্রকাশ হল। রাণী আসনে উঠে দীপ্তিময়ী হয়ে চললেন; যেন নির্মল দ্বিতীয়ার চাঁদ। আর তাঁর সঙ্গিনী সখীরা যেন কুমুদিনী ও তারা। তারা চামর দোলাতে দোলাতে তাঁকে গৃহে নিয়ে এল।

দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাকে দেখে শঙ্কর তাঁর ললাটরূপী সিংহাসন ন্যস্ত করলেন। (পরিচারিকা) পদ্মাবতীর পাদপদ্ম ধারণ করে তাঁকে সিংহাসনে এনে বসাল।

১ ধরত দুখাবহু
২ চঢ়হু
৩ সুখাসন
৪ সুনি সুরজ কবঁলহি হিয় জাগা
৫ বোল
৬ রবি
৭ সো সুখাসন
৮ বৈসারেহি

গোরা-বাদল যুদ্ধযাত্রা খণ্ড

১

বাদল[১] কেরি জসোবৈ মায়া।
আই গহেসি[২] বাদল কর[৩] পায়া॥
বাদল রায় মোর তুই[৪] বারা।
কা জানসি কস হোই জুঝারা॥
বাদসাহ পুহুমী-পতি রাজা।
সনমুখ হোই ন হমারহি ছাজা॥
ছত্তিস লাখ তুরয় দর[৫] সাজহিঁ।
বীস সহস হস্তী রন[৬] গাজহিঁ॥
জবহিঁ আই চঢ়ৈ[৭] দল[৮] ঠটা।
দীখত জৈসি গগন ঘন-ঘটা॥
চমকহিঁ খড়্গ জো[৯] বীজু সমানা।
ঘুমরহিঁ গলগাজহিঁ নিসানা॥
বরিসহিঁ সেল বান ঘন ঘোরা।
ধীরজ ধীর ন বাঁধিহি তোরা॥
জহঁা দলপতী দালি মরহিঁ[১০] তহঁা তোর কা কাজ[১১]।
আজু গরন তোর আৱৈ বৈঠি[১২] মানু সুখ রাজ[১৩]॥

বাদলের মাতা যশোদা এসে বাদলের পায়ে ধরে বললেন, "বাদল রায়! তুই আমার বাছা। যুদ্ধের কি জানিস তুই? এই বাদশাহ পৃথিবী পতি নৃপতি,—স্বয়ং হাম্বীরও এঁর সম্মুখীন হতে সাহস করেন না। ছত্রিশ লক্ষ অশ্বারোহী সেনা সাজছে; কুড়ি হাজার হাতী রণনির্ঘোষে গর্জন করছে। যখন সব সৈন্য মিলে এগিয়ে এসে চড়াও হয়, দেখে মনে হয় যেন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুতের মতো খড়্গ চমকাচ্ছে, কাড়া-নাকড়ার ধ্বনি গর্জন করে উঠছে। ঘন ঘোর শেল ও বাণ বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে তোর ধৈর্য বশ মানবে না।

যে রণে সেনাপতিরা পর্যন্ত পিষে মারা পড়ছে সেখানে তোর গিয়ে কি কাজ? আজ তোর বউ প্রথম ঘর করতে আসছে, এখানে বসে সুখে প্রভুত্ব কর।

১ বাদিল ৬ দর ১০ দলমলহিঁ
২ গহে ৭ জুমিঠৈ ১১ জোগ
৩ বাদিল কে ৮ রহ ১২ মঁদিল
৪ তুঁ ৯ সো ১৩ ভোগ
৫ জেহিঁ

২

মাতু[১] ন জানসি বালক আদী।
হৌঁ বাদলা[২] সিংঘ রনবাদী॥
সুনি গজ-জূহ অধিক জিউ তপা।
সিংঘ ক[৩] জাতি রহৈ কিমি[৪] ছপা॥
তৌ লগি গাজ ন গাজ সিংঘেলা[৫]।
সৌহ সাহ সৌঁ জুরৌঁ অকেলা॥
কো মোহিঁ সৌহ হোই মৈমন্তা।
ফারৌঁ সূঁড়[৬] উখারৌঁ[৭] দন্তা॥
জুরৌঁ[৮] স্বামি[৯] সঁকরে জস ঢারা।
পেলৌঁ[১০] জস দুরজোধন ভারা॥
অংগদ কোপি পাঁর জস রাখা।
টেকৌঁ কটক ছতীসৌ লাখা॥
হনুৱঁত সরিস জংঘ বর জোরৌঁ।
ধঁসৌ সমুদ্র স্বামি-বঁদি ছোরৌঁ॥
সো তুম মাতু[১১] জসোৱৈ মোহিঁ[১২] ন জানহু বার।
জহঁ রাজা বলি বাঁধা ছোরৌঁ পৈঠি পতার॥

(বাদল বলল,) মা, আমাকে আর নিতান্ত বালক বলে ভেব না। আমি বাদল, রণবিক্রমে সিংহতুল্য। গজযূথের কথা শুনে জীবন আরও বেশী তেতে উঠল। সিংহের জাত কেমন করে লুকিয়ে থাকে? যতক্ষণ সিংহশিশু গর্জন না করে ততক্ষণই এদের যা তর্জন গর্জন। আমি একাই বাদশাহের সম্মুখীন হব। কে আমার সম্মুখে মদমত্ত হবে? আমি তার শুঁড় ছিঁড়ে দাঁত উপড়ে ফেলব। প্রভুর সঙ্কটকালে আমি ঢালের মতো গিয়ে দাঁড়াব। ভল্ল চালাব দুর্যোধনের মতো। অঙ্গদের ন্যায় ক্রুদ্ধ পদাঘাতে বাদশাহের ছত্রিশ লক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করব। হনুমানের মতো জঙ্ঘায় শক্তি জড়ো করে সমুদ্রে প্রবেশ করব এবং প্রভুকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করব।

সুতরাং, মা যশোদা, তুমি আর আমাকে বালক মনে কোর না, যেখানে রাজা (রত্নসেন) বলিরাজার ন্যায় বন্দী হয়ে আছেন, পাতালে প্রবেশ করে আমি তাঁকে মুক্ত করব।

১ মতা ৫ তব গাজন গলগাজ সিংঘেলা ৯ স্বাম
২ বাদিলা ৬ কুংভ ১০ বল্লব
৩ কী ৭ উচারৌঁ ১১ জো তুম্হ মাত
৪ মহিঁ ৮ ঝাঁপৌ ১২ কাহু

৩

বাদল[১] গবন জ্‌ঝ কর[২] সাজা।
তৈসেহি গবন আই ঘর বাজা॥
কা বরনৌ[৩] গবনে কর চারূ।
চন্দ্রবদনি রচি কীন্হ সিংগারূ॥
মাঁগ মোতি ভরি সেংদুর পূরা।
বৈঠ ময়ুর[৪] বাঁক তস জ্‌রা॥
ভৌহেঁ ধনুক টঁকোরি পরীখে।
কাজর নৈন মার সব তীখে॥
ঘালি কচপচি টীকা সজা।
তিলক জো দেখি ঠাঁব জিউ তজা॥
মনি-কুণ্ডল ডোলৈ[৫] দুই স্রবনা।
সীস ধুনহিঁ সুনি সুনি পীউ গবনা॥
নাগিনি অলক ঝলক উর হারূ।
ভএউ সিংগার কন্ত বিনু ভারূ॥
গবন জো আবা পঁবরি মহঁ[৬] পিউ গবনে পরদেস।
সখী বুঝাবহিঁ[৭] কিমি অনল বুঝৈ সো কহি[৮] উপদেস॥

বাদল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সজ্জিত হল। সেইসময় গউনা এসে ঘরে ঢুকল। কেমন করে বর্ণনা করব গউনার চারুশোভা? চন্দ্রমুখী চমৎকার সেজেছে। সীমন্তে সিঁদুর পূর্ণ করে মুক্তো ঝুলিয়েছে। যেন ময়ুর বসে আছে এমন সুন্দর কেশচূড়া। ভ্রূযুগ যেন ধনুকে টঙ্কার। কাজল মাখা নয়নে তীক্ষ্ণবাণ কটাক্ষ। ললাটের তিলক-সাজ যেন কৃত্তিকা নক্ষত্র। সেই তিলক যে দেখে সেখানেই সে মরে। দুই কানে দুলছে মণিকুণ্ডল। প্রিয়তমের বিদায় গ্রহণের কথা শুনে তার মাথা ঘুরছে। মাথায় সাপের ন্যায় অলক, বুকে হারের ঝলক। কিন্তু কান্ত বিনা সব সাজই বোঝা।

কনে যখন দেউড়িতে এসে উপনীত হল, তার স্বামী তখন পরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত। সখীরা কেমন করে তার আগুন নেভাবে? কার উপদেশ তাকে শান্ত করবে?

১ বাদিল ৫ ডোলহিঁ
২ জ্‌ঝি কই ৬ গবন জো আগ্ন পিয় রবনি
৩ লিহে সাথ ৭ বুঝাবৈঁ
৪ মঁজ্‌র ৮ কহ

৪

মানি গবন সো[১] ঘুঁঘুট কাঢ়ী।
বিনবৈ আই বার[২] ভই ঠাঢ়ী॥
তীখে হেরি চীর গহি ওঢ়া।
কন্ত ন হের কীন্হ জিউ পোঢ়া॥
তব ধনি বিহঁসি কীন্হি সহুঁ[৩] দীঠী।
বাদল ওহি[৪] দীন্হি ফিরি পীঠী॥
মুখ ফিরাই মন অপনে[৫] রীসা।
চলত ন তিরিয়া কর মুখ দীসা॥
ভা মিন-মেষ[৬] নারি কে লেখে।
কস পিউ পীঠি দীন্হি মোহিঁ দেখে॥
মকু পিউ দিস্টি সমানেউ সাল্[৭]।
হুলসী পীঠি কঢ়াবৌঁ[৮] ফাল্[৯]॥
কুচ তুঁবী অব পীঠি গড়োবৌঁ।
গহৈ[১০] জো হুকি[১১] গাঢ়[১২] রস ধোবৌঁ॥
রহৌঁ লজাই তৌ[১৩] পিউ চলৈ গহৌঁ[১৪] ত কহ মোহিঁ ঢীঠ।
ঠাঢ়ি তেবানি কি কা করৌঁ দুভর দুঔ বঈঠ[১৫]॥

(পতির) বিদায় আসন্ন জেনে সে ঘোমটা সরিয়ে বিনীতভাবে দরজায় এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে আঁচল টেনে গায়ে জড়াল। কিন্তু কান্ত তার দিকে চাইল না, নিজেকে এমনই সংযত করে রাখল। তখন সেই নারী সহাস্যে তার দিকে দৃষ্টিপাত করল। বাদল সেই দৃষ্টির দিকে পিছন ফিরে বসল। রমণী মুখ ফিরিয়ে রাগতভাবে আপন মনে বলল, "যাবার কালে তিনি স্ত্রীর মুখ দেখতেও চাইছেন না। নারীর চিত্তে মীন ও মেষ বা অগ্রপশ্চাতের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল। কেন প্রিয় আমাকে দেখে পিঠ ফেরালেন? মনে হয় প্রিয়তমের শরীরে আমার দৃষ্টিশেল বিঁধেছে। আমি তাঁর পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করে সেই ফলা বের করে দেব। এখনই আমার কুচাগ্রভাগের সন্না তাঁর পিঠে বিঁধিয়ে দেব বেদনা-চকিত হয়ে যখন উনি আমাকে জাপটে ধরবেন তখনই গাঢ় (পুলক) রসে আমি ওঁকে ধুইয়ে দেব।

এসময় আমি যদি লজ্জা নিয়ে বসে থাকি তাহলে প্রিয়তম চলে যাবেন; অথচ যদি জড়িয়ে ধরি তাহলে উনি আমাকে বলবেন 'ছেনালী'। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, 'কি করি'; দুটোই চিন্তা-দুর্ভর হয়ে বুকে চেপে বসল।

---

১ জস ৪ তবহিঁ ৭ চালূ ১০ কহেসি ১৩ তৌ
২ বারি ৫ উপনী ৮ কঢ়াবৈ ১১ হুক ১৪ কহৌঁ
৩ চখূ ৬ মন বীক ৯ সালূ ১২ কাঢ়ি ১৫ বসীঠ

৫

লাজ[১] কিএ জৌঁ পিউ[২] নহিঁ[৩] পাবৌঁ।
তজৌঁ লাজ[৪] কর জোরি মনাবৌঁ ॥
কর ছুঁতি কন্ত জাই জেঁহি লাজা।
ঘুঁঘুট লাজ আব কেহি কাজা ॥
তব ধনি বিহঁসি কহা গহি ফেঁটা।
নারি জো বিনবৈ কন্ত ন মেটা ॥
আজু গবন হৌঁ আঈ নাহাঁ।
তুম[৭] ন কন্ত গবনহু রন মাহাঁ ॥
গবন আব ধনি মিলৈ[৮] কৈ[৯] তাঈঁ।
কৌন গবন জো বিছুরৈ[১০] সাঈঁ ॥
ধনি ন নৈন ভরি দেখা পীউ।
পিউ ন মিলা ধনি সৌঁ ভরি জীউ ॥
জহঁ[১১] অস[১২] আস-ভরা হৈ[১৩] কেরা।
ভঁবর ন তজৈ বাস-রসলেরা ॥
পায়ঁন্হ ধরা[১৪] লিলাট ধনি বিনয়[১৫] সুনহু হো রায়।
অলক পরী ফঁদবার হোই কৈসেহু তজৈ ন পায় ॥

"যদি এখন লজ্জা করি তাহলে প্রিয়কে আর পাব না। সুতরাং লজ্জা ত্যাগ করে করযোড়ে তাঁকে বোঝাব। লজ্জার জন্যই যদি প্রিয়তম আমার হাত থেকে বেরিয়ে যান তাহলে আর ঘোমটা টানা লজ্জায় কি কাজ? তখন রমণী তার (বাদলের) কোমর-বন্ধ আকর্ষণ করে হাসতে হাসতে বলল, 'পত্নীর মিনতি পতি অগ্রাহ্য করে না। প্রভু আজই আমি কনে-বৌ হয়ে (ঘর করতে) এলাম; হে প্রিয়! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেও না। রমণী বৌ হয়ে আসে পতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। স্বামীর সঙ্গে যে বিচ্ছিন্ন, সে কেমন বৌ? যে নারী নয়নভরে তার প্রিয়তমকে দেখল না, আর যে পুরুষ জীবন ভরে স্ত্রীকে পেল না (তাদের বিয়ে কেমন বিয়ে)? কেতকী যেখানে এমন আশা করে থাকে সেখানে ভ্রমর গন্ধরসের আস্বাদ ত্যাগ করে না।

রমণী পতির পায়ে মাথা রাখল। বলল, "হে প্রভু, শোনো আমার মিনতি। আমার কেশপাস ফাঁস হয়ে পড়ে রইল, কিছুতেই তা তোমার চরণ ছাড়বে না।"

১ মান
২ পিঅহি
৩ ন
৪ মান
৫ করি
৬ হঠ
৭ তুম্হ
৮ মিলন
৯ কী
১০ গবনৈ
১১ তহ
১২ সব
১৩ হিয়
১৪ ধরৈ
১৫ বিনতি

৬

ছাড়ু ফেঁট ধনি বাদল কহা।
পুরুষ-গবন ধনি ফেঁট ন গহা ॥
জো তুই গবন আই গজগামী।
গবন মোর জহঁবাঁ মোর স্বামী ॥
জৌ[১] লগি রাজা ছুটি[২] ন আবা।
ভাবৈ বীর সিংগার ন ভাবা ॥
তিরিয়া ভূমি[৩] খড়গ কৈ চেরী।
জীত[৪] জো খড়গ হোই তেহি কেরী ॥
জেহি ঘর[৫] খড়গ মোঁছ[৬] তেহি গাঢ়ী।
জহাঁ ন খড়গ মোঁছ নহিঁ দাঢ়ী[৭] ॥
তব মুঁহ মোঁছ জীউ পর খেলৌঁ।
স্বামি-কাজ ইন্দ্রাসন পেলৌঁ ॥
পুরুষ বোলি কৈ টরৈ ন পাছু।
দসন গয়ন্দ গীউ নহিঁ কাছু ॥
তুই অবলা ধনি কুবুধি[৮]-বুধি জানৈ কাহ জুঝার[৯]।
জেহি পুরষহি হিয় বীর-রস ভাবৈ তেহিঁ ন সিংগার[১০] ॥

বাদল বলল, "ওরে নারী, ছেড়ে দে আমার কোমরবন্ধনী। পুরুষের যাত্রাকালে কোনো পত্নী তার কটিবন্ধ চেপে ধরে না। ওরে গজগামিনী, যদিও তুই আজ কনে-বৌ হয়ে এসেছিস, তবু যেখানে আমার প্রভু রয়েছেন সেখানে আমাকে যেতেই হবে। যতক্ষণ না রাজা মুক্ত হয়ে আসেন ততক্ষণ আমার মনে বীররস ছাড়া শৃঙ্গাররসের স্থান নেই। জমি এবং জরু খড়্গেরই বশীভূত, খড়্গ হাতে যে তাদের জয় করে তারা তারই হয়। যার ঘরে তরবারি আছে তাকেই মোটা গোঁফ মানায়। যার তরবারি বা অস্ত্র নেই তার গোঁফ দাড়িও নেই। যেহেতু আমার মুখে গোঁফ আছে তাই আমি জীবন নিয়ে খেলা করব। প্রভুর প্রতি কর্তব্যের জন্য ইন্দ্রাসনও আমার কাছে তুচ্ছ। পুরুষের কথায় নড়চড় হয় না। তা হাতীর দাঁত, কচ্ছপের গলা নয় (যে একবার বেরিয়ে আবার ঢুকে যাবে)।

তুই অবলা নারী, কুবুদ্ধি-মতি, যুদ্ধের কি জানিস? যে পুরুষের হৃদয় বীররসে পূর্ণ, সে শৃঙ্গাররসের কথা ভাবে না।

১ জব
২ ন ছুটে
৩ পুহমি
৪ জাতে
৫ কর
৬ মুঠি
৭ জহাঁ ন আঁড় ন মোঁছ ন দাঢ়ী
৮ মুগুধ
৯ জানৈ জানমিহার
১০ জই পুরুষহু কই বীররস ভাব ন তেহি সিংগার

৭

জৌঁ তুম চহহু[১] জুঝি পিউ বাজা।
কীন্হ সিংগার-জুঝ মৈঁ সাজা॥
জোবন আই সৌঁহ হোই রোপা।
পখরা[২] বিরহ কাম-দল কোপা॥
বহেউ[৩] বীর রস সেন্দুর মাঁগা।
রাতা রুহির খড়গ জস নাঁগা॥
ভৌঁহেঁ ধনুক নৈন সর[৪] সাধে।
কাজর পনচ বরুনি বিষ-বাঁধে॥
জনু[৫] কটাছ[৬] স্যোঁ সান সঁবারে।
নখসিখ বান সেল অনিয়ারে[৭]॥
অলক-ফাঁস গিউ মেল অসূঝা।
অধর অধর সৌঁ চাহহিঁ জুঝা॥
কুম্ভস্থল কুচ দোউ[৮] মৈমন্তা।
পেলৌঁ সৌঁহ সঁভারহু কন্তা॥
কোপি সঁঘারহু বিরহ-দল টুটি হোই দুই আধ।
পহিলে মোহি সংগ্রাম কৈ করহু জুঝ কৈ সাধ॥

(রমণী বলল,) "হে প্রিয়, যদি তুমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও, আমিও দেখ সমরসাজে নিজেকে সজ্জিত করেছি। যৌবন এসে (দেহের) সম্মুখভাগে কেতনরূপে স্থাপিত হয়েছে। বিরহ বিক্ষিপ্ত, কামচমূ ক্রুদ্ধ। রক্তে রাঙা উলঙ্গ তরবারির মতো আমার সীমন্তের সিঁদুরে বীররসের ধারা প্রবাহিত। আমার ভ্রূ-ধনুকে নয়ন-শর উদ্যত, চোখের কাজল হল জ্যা এবং আঁখিপল্লবে বিষাক্ত তীরপুচ্ছ। কটাক্ষের ধারে তা সানানো। আপাদমস্তক আমার রূপ যেন সুতীক্ষ্ণ শেল এবং বাণ। আমার কেশফাঁস তোমার পক্ষে অনুত্তীর্ণ কণ্ঠপাশ। অধর চাইছে অধরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। (আমার) কুচযুগল মদমত্ত দুই হস্তী-কুম্ভ—এবার তা তোমার সামনে প্রেরণ করছি, হে প্রিয়, সামলাও।

তুমি ক্রোধে সংহার কর যাতে আমার বিরহসেনাদল দুভাগে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তুমি আগে আমার সঙ্গে সংগ্রাম করে পরে (আসল) যুদ্ধের সাধ কোর।"

১ চহৌ
২ বিখরা
৩ ভএউ
৪ রস
৫ দৈ
৬ কটাখ
৭ ঔ নখ সেল ভাল অনিয়ারে
৮ দুই

৮

একৌ বিনতি ন মানৈ নাহাঁ[১]।
আগি পরী চিত উর ধনি মাহাঁ[২]॥
উঠা জো ধূপ[৩] নৈন করুরানে।
লাগে পরৈ আঁসু ঝহরানে[৪]॥
ভীজে হার চীর হিয় চোলী।
রহী অছূত কন্ত নহিঁ খোলী॥
ভীজীঁ অলক ছুএ[৫] কটি[৬] মণ্ডন।
ভীজে কঁবল ভঁবর সির ফুন্দন॥
চুই চুই কাজর আঁচর ভীজা।
তবহুঁ ন পিয় কর রোবঁ পসীজা॥
জৌ তুম কন্ত জুঝ জিউ কাঁধা[৭]।
তুম কিয় সাহস মৈঁ সত বাঁধা[৮]॥
রন-সংগ্রাম জুঝি জিতি আবহু[৯]।
লাজ হোই জৌ পীঠি দেখাবহু[১০]॥
তুম্হ পিউ সাহস বাঁধা মৈঁ দিয় মাঁগ সেঁদুর[১১]।
দোউ সঁভারে হোই সঁগ বাজৈ মাদর তুর[১২]॥

একটি মিনতিও নাথ শুনলেন না। রমণীর বুকে এবং অন্তরে যেন আগুন এসে পড়ল। রৌদ্রতাপ উঠে নয়নকে বেদনার্ত করল। টপ টপ করে অশ্রু পড়তে লাগল। ভিজে গেল হার, বসন এবং বক্ষাবরণ। কান্ত না খোলার ফলে এসবই অস্পৃষ্ট রয়ে গেল। কটিভূষণস্পর্শী অলকদাম ভিজে গেল। ভিজল কমল-মুখ, ভ্রমর-কেশ এবং মাথার ফুল। কাজল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে আঁচল ভিজল। তবুও প্রিয়তম একচুলও আর্দ্র হলেন না। (রমণী বলল,) "হে স্বামী, যদি তুমি যুদ্ধকেই জীবনের ব্রত করেছ তাহলে তুমি সাহসের সঙ্গে তা সম্পন্ন কর, আমি সত্যবদ্ধ রইলাম। সংগ্রামে জয়ী হয়ে ফিরে এস। যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তো সে বড় লজ্জার হবে।

প্রিয়তম ! তুমি বুকে বেঁধেছ সাহস, আমি সীমন্তে দিয়েছি সিঁদুর। যদি সফল হও আবার দুজনে মিলিত হব। বাজুক (যুদ্ধের) তূর্য মাদল।"

১ কৈসহুঁ কংত ফিরৈ নহিঁ ফেরেঁ
২ ফেরেঁ
৩ উঠে সে ধূম
৪ জবহীঁ আঁসু রোই বেহরানে
৫ চুএ
৬ কুচ
৭ ছাড়ি চলা হিয়দৈ দৈ ডাহু
৮ নিঠুর নাহ আপন নহিঁ কাহু
৯ সবৈ সিগার ভীজি ভুইঁ চুবা
১০ ছার মিলাই কংত নহিঁ ছুবা
১১ রোএঁ কংত ন বহুরৈ তেহিঁ রোএঁ কা কাজ
১২ কংত ধরা মন জুঝি রন ধনি সাজে সত সাজ

গোরা-বাদল যুদ্ধ খণ্ড

১

মতেঁ বৈঠি[১] বাদল ঔ গোরা।
সো মত[২] কীজ পরৈ নহিঁ ভোরা॥
পুরুষ ন করহিঁ নারি-মতি কাঁচী।
জস নৌসাবা কীন্হ ন বাঁচী॥
পরা[৩] হাথ[৪] ইসকন্দর বৈরী।
সো কিত ছোড়ি[৫] কৈ ভঈ বঁদেরী[৬]॥
সুবুধি সৌঁ সসা সিংঘ কহঁ মারা[৭]।
কুবুধি সিংঘ কুআঁ পরি হারা[৮]॥
দেবহিঁ[৯] ছরা[১০] আই অস আঁটী।
সজ্জন[১১] কঞ্চন দুর্জন মাটী॥
কঞ্চন জুরৈ ভএ দস খণ্ডা।
ফ্টি ন মিলৈ কাঁচ[১২] কর ভণ্ডা॥
জস তুরকন্হ রাজা[১৩] ছর সাজা।
তস হম সাজি ছোড়াবহিঁ রাজা॥
পুরুষ তহাঁ পৈ করৈ ছর জহঁ বর কিএ[১৪] ন আঁট।
জহাঁ ফ্ল তহঁ ফ্ল হৈ[১৫] জহাঁ কাঁট তহঁ কাঁট॥

বাদল এবং গোরা পরামর্শ করতে বসল। "এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে ভ্রমে না পড়তে হয়। পুরুষ স্ত্রীবুদ্ধির ন্যায় কাঁচা কাজ করে না। রাণী নৌসাবা যা করে মরেছিলেন। শত্রু সিকন্দর শাহ তাঁর হাতের মুঠোয় এসে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কেন রাণী নিজেই তাঁর বন্দিনী হলেন? বুদ্ধি-চাতুর্যে শশক সিংহকে নিধন করেছিল। বুদ্ধিহীন সিংহ কুয়োয় পড়ে প্রাণ হারাল। রাজার এলাকায় এসেও বাদশাহ তাকে ছলনা করলেন। সজ্জন কাঞ্চনতুল্য আর দুর্জন হল মৃত্তিকা। দশ খণ্ড হলেও সোনাকে জোড়া যায়; কিন্তু কাঁচের পাত্র ভেঙে গেলে আর জোড়া যায় না। যেমন তুর্কিরা রাজাকে ছলনা করেছে আমরাও তেমনি ছদ্মবেশে রাজাকে মুক্ত করব।

যেখানে বলে এঁটে ওঠা যায় না সেখানে পুরুষ ছলে কার্যসিদ্ধি করে। ফুলের কাছে ফুল হতে হয় আর কাঁটার কাছে হতে হয় কাঁটা।"

১ মঁতে বৈঠ
২ মতি
৩ হাথ
৪ ঢঢ়া
৫ সকতি ছাঁড়ি
৬ বঁদি পরী
৭ সসগ জো নাহিঁ কাহ বয় কাঁধা
৮ বধিক হুতে হত্থী গা বাঁধা
৯ দেবহু
১০ চলি
১১ সুজন
১২ মাঁটি
১৩ রাজহি
১৪ কীন্হে
১৫ হোই

২

সোরহ সৈ[১] চংডোল সঁরারে।
কুঁবর সঁজোইল কৈ বৈঠারে॥
পদমাবতি কর সজা বিঁবানূ[২]॥
বৈঠ লোহার ন জানৈ ভানূ॥
রচি বিবান সো[৩] সাজি সঁবারা।
চহুঁ দিসি চঁবর করহিঁ সব ঢারা॥
সাজি সবৈ চংডোল চলাএ।
সুরঁগ ওহার মোতি বহু[৪] লাএ॥
ভএ[৫] সঁগ গোরা বাদল বলী।
কহত চলে পদমাবতি চলী॥
হীরা রতন পদারথ ঝ্লহিঁ।
দেখি বিবান দেবতা ভূলহিঁ॥
সোরহ সৈ সঁগ চলীঁ সহেলী।
কঁবল ন রহা ঔরু কো বেলী॥
রাজহি চলীঁ ছোড়াবৈ তহঁ রানী হোই ওল[৬]।
তীস সহস তুরি খিঁচী সঁগ[৭] সোরহ সৈ চংডোল॥

ষোল শত শিবিকা সাজানো হল। তাতে বসল হাতিয়ার নিয়ে বীর যোদ্ধারা। পদ্মাবতীর বিমান সাজানো হল; তার মধ্যে বসল এক কামার,—সূর্যও তা জানতে পারল না। বিমান রচনা করে যথাযথ সাজানো হল। সবাই চারদিক থেকে চামর দোলাতে লাগল। সবকিছু প্রস্তুতির পর শিবিকা চলতে লাগল, মুক্তাখচিত সুন্দর আবরণে সেগুলি ঢাকা। বলীয়ান গোরা বাদল এদের সঙ্গী হলেন। 'পদ্মাবতী চলেছেন' —এই বলতে বলতে তারা চলল। হীরা রত্ন এবং মূল্যবান প্রস্তর খচিত এমন শিবিকা দেখে দেবতারাও মোহিত হয়। সঙ্গে চলল (ছদ্মবেশে) ষোলশো সখীর দল। যেখানে কমল নেই সেখানে আর কমল-লতাদের কি প্রয়োজন?

রাণী যেন নিজেকে জামিন রেখে রাজাকে মুক্ত করতে চললেন। ত্রিশ হাজার ঘোড়া টেনে নিয়ে চলল ষোল শত শিবিকাকে।

১ সো
২ সাজা পদুমাবতি ক বেবানূ
৩ তস
৪ তিন্হ
৫ ভে
৬ রাণী চলী ছড়াবৈ রাজহি আপু হোই তেহি ওল
৭ বত্তিস সহস সঁগ তুরিঅ খিঁচাবহি

৩

রাজা বঁদি জেহি কে সৌঁপনা।
গা গোরা তেহি[১] পহঁ অগমনা॥
টকা লাখ দস দীহ্ন অঁকোরা।
বিনতী কীহ্নি পায়ঁ গহি গোরা॥
বিনরা বাদসাহ সৌঁ[২] জাঈ।
অব রানী পদমাবতি আঈ॥
বিনতী[৩] করৈ আই হৌঁ দিল্লী।
চিতউর কৈ[৪] মোহি[৫] স্যো[৬] হৈ কিল্লী॥
বিনতী করৈ জহাঁ হৈ পূঁজী[৭]।
সব ভঁড়ার কৈ মোহি স্যো কুঁজী[৮]॥
এক ঘরী জৌঁ অজ্ঞা পারৌঁ।
রাজহিঁ সৌঁপি মঁদির মহঁ[৯] আরৌঁ॥
তব[১০] রখবার গএ[১১] সুলতানী।
দেখি অঁকোর ভএ জস পানী॥
লীহ্ন অঁকোর হাথ জেহি[১২] জীউ দীহ্ন তেহি হাথ।
জহাঁ চলাবৈ তহঁ চলৈ ফেরে ফিরৈ ন মাথ[১৩]॥

বন্দী রাজা যার সোপর্দাধীনে ছিলেন, গোরা প্রথমেই তার কাছে গেল। দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে গোরা বিনীতভাবে তার পা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাদশাহের কাছে গিয়ে নিবেদন কর যে এইমাত্র রাণী পদ্মাবতী এসে উপস্থিত হয়েছেন। (তাঁর আবেদন) 'আমি দিল্লী এসেছি; আমার কাছে আছে চিতোরের চাবি। আমার নিবেদন এই যে চিতোরের যা কিছু সঞ্চয়, সেই রত্নভাণ্ডারের চাবি আমার সঙ্গে আছে। যদি আজ্ঞা পাই তাহলে একঘণ্টার মধ্যে তা রাজাকে সমর্পণ করে আপনার অন্তঃপুরে আগমন করব।' তখন কারারক্ষক সুলতানের কাছে গেল। উৎকোচ দেখে সে গলে জল হয়ে গিয়েছিল।

অন্যের হাত থেকে যে উৎকোচ গ্রহণ করে, নিজের জীবনও তার হাতে তুলে দিতে হয়। অপরে যেখানে তাকে চালায় সেখানেই তাকে চলতে হয়, কোনোভাবেই অন্যদিকে আর মাথা ফেরানো যায় না।

১ তা
২ বিনরহু পাতসাহি পহঁ
৩ বিনৈ
৪ কী
৫ মো
৬ সিউঁ
৭ বিনবহু পাতসাহি কে আগে
৮ এক বাত দীজৈ মোহিঁ মাঁগে
৯ কহঁ
১০ হতে
১১ আগে
১২ জেই জাকর
১৩ জো রহ কহৈ সরৈ সো কীন্হে কবউঁ ধার ন মাঁথ

৪

লোভ-পাপ কৈ নদী অঁকোরা।
সত্ত ন রহৈ হাথ জৌ[১] বোরা॥
জহঁ অঁকোর তহঁ নীক ন রাজু[২]।
ঠাকুর কের বিনাসৈ[৩] কাজু॥
ভা জিউ ঘিউ রখবারহ্ন কেরা।
দরব-লোভ চংডোল ন হেরা॥
জাই সাহ আগে সির নারা।
এ জগসূর চাঁদ চলি আরা॥
জাবঁত হৈঁ সব[৪] নখত তরাঈঁ।
সোরহ সৈ চংডোলা সো আঈঁ॥
চিতউর জেতি রাজ কৈ পূঁজী।
লেই সো আই পদমাবতি কুঁজী॥
বিনতী করৈ জোরি কর খরী।
লেই সৌঁপোঁ রাজা[৫] এক ঘরী॥
ইহাঁ উহাঁ কর[৬] স্বামী দুঔ[৭] জগত মোহিঁ আস।
পহিলে দরস দেখারহু তৌ পঠরহু[৮] কবিলাস॥

উৎকোচ হল লোভ এবং পাপের উৎস স্রোত। যে এতে ডোবে তার আর সত্য থাকে না। যেখানে ঘুষ চলে সেখানে ঠিক ঠিক রাজত্ব চলে না। রাজকার্য এর ফলে বিনষ্ট হয়। (কারা) রক্ষকের শক্তি ঘিয়ের মতো নরম হয়ে গেল। অর্থের লোভে রক্ষী শিবিকা পরীক্ষা করল না। সে বাদশাহের সামনে গিয়ে কুর্নিশ করে বলল, "হে জগৎ-সূর্য, চাঁদ চলে এসেছে। যে সব তারা নক্ষত্র (সখীরা), ছিল, ষোলশো চতুর্দোলায় চড়ে তারাও এসেছে। চিতোরের যা কিছু সঞ্চিত রাজভাণ্ডার তার চাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন পদ্মাবতী। তিনি বিনীতভাবে করযোড়ে দাঁড়িয়ে নিবেদন করছেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে রাজাকে (চাবি) সমর্পণ করে ফিরে আসব।

(যিনি আমার) ইহলোক পরলোকের প্রভু, (যিনি আমার) দু-জগতের আশা, প্রথমে তাঁকে (রত্নসেনকে) দর্শন করান, তারপর আমাকে কৈলাসে পাঠান'।"

১ জস
২ নেগিহ্ন রাজু
৩ বিনাসহিঁ
৪ ঔ জাঁবত সঁগ
৫ রাজহিঁ
৬ কে
৭ দুহঁ
৮ আরৌঁ

৫

আজ্ঞা ভঈ জাঈ[১] এক ঘরী।
ছুঁছি জো ঘরি ফেরি বিধি ভরী॥
চলি বিৱান রাজা পহঁ আৱা।
সঁগ চংডোল জগত সব[২] ছারা॥
পদমাৱতি কে ভেস লোহারূ[৩]।
নিকসি কাটি বঁদি কাহ্ন জোহারূ॥
উঠা[৪] কোপি জস[৫] ছুটা[৬] রাজা।
চঢ়া তুরংগ সিংঘ অস গাজা॥
গোরা বাদল খাঁড়ে কাঢ়ে।
নিকসি কুঁৱর চঢ়ি চঢ়ি ভএ ঠাঢ়ে॥
তীখ তুরংগ গগন সির লাগা।
কেহুঁ জুগতি করি[৭] টেকী[৮] বাগা॥
জো জিউ উপর খড়গ সঁভারা।
মরনহার সো সহসন্হ মারা॥
ভঈ পুকার সাহ সৌঁ সসি ঔ নখত[৯] সো নাহিঁ।
ছর কৈ গহন গরাসা গহন গরাসে জাহিঁ॥

আজ্ঞা হল, "এক ঘণ্টার জন্যে যাক।" (ভাগ্যের) শূন্য ঘট বিধাতা আবার ভরে দিলেন। (অর্থাৎ দুঃসময় আবার সুসময় হয়ে উঠল)। বিমান অগ্রসর হয়ে রাজার কাছে এল। তার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ আবৃত করে শিবিকাগুলি উপস্থিত হল। পদ্মাবতীর বেশে কামার বেরিয়ে এসে শৃঙ্খল কেটে রাজাকে অভিবাদন করল। মুক্ত হয়ে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ঘোড়ায় চড়ে সিংহের ন্যায় গর্জন করলেন। গোরা বাদল তরবারি উন্মুক্ত করল; যোদ্ধারা সব বেরিয়ে পড়ে অশ্বারূঢ় হয়ে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ-গতি তুরঙ্গের মস্তক আকাশ স্পর্শ করল। কে পারে তাদের লাগাম টেনে ধরতে? যার খড়্গ উদ্যত সে যদি মৃত্যু বরণ করেও তো সহস্রজনকে মেরে তবে মরে।

বাদশাহের কাছে ঘোষিত হল, "চন্দ্র এবং নক্ষত্র এরা নয়। (অর্থাৎ এরা পদ্মাবতী এবং তাঁর সখী নয়)। ছল করে যাকে গ্রাস করা হয়েছিল তাকে অন্য রাহু গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে।"

১ জাউ
২ গা
৩ পদমাৱতি মিস হুত জো লোহারূ
৪ উঠেউ
৫ জব
৬ ছুটেউ
৭ কো
৮ টে কৈ
৯ সসিয়র নখত

৬

লেই রাজা[১] চিতউর কহঁ চলে।
ছূটেউ সিংঘ মিরিগ খলভলে[২]॥
চঢ়া সাহি চঢ়ি লাগি গোহারী।
কটক অসূঝ পরী[৩] জগ কারী॥
ফিরি গোরা বাদল সৌঁ কহা।
গহন ছূটি পুনি চাহৈ[৪] গহা॥
চহুঁ দিসি আৱৈ[৫] লোপত[৬] ভানূ।
অব ইহৈ[৭] গোই ইহৈ মৈদানূ॥
তুই অব রাজহি লেই চলু গোরা।
হৌঁ অব উলটি জুরৌঁ ভা জোরা॥
ৱহ[৮] চৌগান তুরুক কস খেলা।
হোই খেলার রন জুরৌঁ অকেলা॥
তৌ[৯] পারৌঁ বাদল অস নাউঁ।
জৌ[১০] মৈদান গোই লেই জাউঁ॥
আজু খড়গ চৌগান গহি করৌঁ সীস-রিপু[১১] গোই।
খেলৌঁ সৌঁহ সাহ সৌঁ হাল জগত মহঁ হোই॥

রাজাকে নিয়ে তারা চিতোর অভিমুখে চলল। সিংহ ছাড়া পেল। মৃগরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাদশাহ অগ্রসর হলেন। কলরব করে সৈন্যদল এগোতে লাগল। অসংখ্য সেনাদলে জগৎ আঁধার হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে বাদল গোরাকে বলল, "রাহুমুক্ত সূর্যকে আবার রাহু গ্রাস করতে চাইছে। সূর্যকে আড়াল করবার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসছে এখন এই মাঠে বল নিয়ে যেন পোলো খেলা হবে। গোরা এখনই তুমি রাজাকে নিয়ে অগ্রসর হও, আর আমি ফিরে সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। দেখি, তুর্কিরা কেমন পোলো খেলতে পারে। আমি খেলুড়ে হয়ে এই যুদ্ধে একাই যোগদান করব। যদি আমি মাঠে বল নিয়ে এগোতে পারি তবেই আমার বাদল নাম সার্থক হবে।

আজ তরবারিকে চৌগান দণ্ড করে শত্রুদের মাথা নিয়ে পোলো বল খেলব। বাদশাহের সামনে যে খেলা খেলব তাতে জগৎ কেঁপে উঠবে।"

১ রাজহিঁ
২ কলমলে
৩ পারি
৪ জাইহি
৫ আউ
৬ অলোপত
৭ য়হ
৮ দহঁ
৯ তব
১০ জৌতি
১১ রণ

৭

তব অগমন[১] হোই[২] গোরা মিলা।
তুই রাজহিঁ লেই চলু বাদিলা॥
পিতা মরৈ জো সঁকরে[৩] সাথা[৪]।
মীচু ন দেই পূত কে মাথা[৫]॥
মৈঁ অব আউ ভরী ঔ ভূঁজী।
কা পছিতাব আউ[৬] জৌঁ পূজী॥
বহুতন্হ মারি মরৌঁ জৌ জূঝী।
তুম[৭] জিনি[৮] রোএহু তৌ মন বূঝী॥
কুবর সহস সঁগ গোরা[৯] লীন্হে।
ঔর বীর বাদল সঁগ কীন্হে[১০]।
গোরহি সমদি মেঘ অস[১১] গাজা।
চলা লিএ[১২] আগে করি রাজা॥
গোরা উলটি খেত ভা ঠাঢ়া।
পুরুষ[১৩] দেখি চাব মন বাঢ়া॥
আব কটক সুলতানী গগন ছপা মসি মাঁঝ।
পরতি আব জগ কারী হোতি আব দিন সাঁঝ॥

তখন গোরা সম্মুখবর্তী হয়ে বলল, "বাদল! রাজাকে সঙ্গে নিয়ে তুই অগ্রসর হ। পিতার নিধন সংকট যদি উপস্থিত হয় তিনি পুত্রের মস্তকে সেই মৃত্যু-ভার অর্পণ করেন না। এখন আমার ভোগ ও আয়ু পূর্ণ হয়েছে। আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে কিসের পরিতাপ? অনেককে মেরে আমি যদি যুদ্ধে মরি, তুমি যেন বিলাপ কোর না; তখন মনকে বুঝিও।" এই বলে গোরা সঙ্গে হাজার যোদ্ধা নিল, অন্য বীরদের পাঠিয়ে দিল বাদলের সঙ্গে। গোরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদল রাজাকে সামনে রেখে মেঘগর্জন করতে করতে অগ্রসর হল। গোরা মুখ ফিরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। বীরপুরুষকে দেখে সকলের বীর হবার আকাঙ্ক্ষা বর্ধিত হল।

সুলতান-সেনাদের আগমনে আকাশ (ধুলোর) অন্ধকারে ঢেকে গেল। তার কালিমা এসে পড়ল জগতে। দিনের বেলাতেই সন্ধ্যা হয়ে এল।

১ অংকম
২ দৈ
৩ সারৈঁ
৪ সাথৈঁ
৫ মাথৈঁ
৬ আই
৭ তাকহু
৮ জনি
৯ গোরৈঁ
১০ দীন্হে
১১ বাদিলা
১২ চলৈ লীন্হ
১৩ পুরুষন্হ

৮

ফিরি আগে গোরা[১] তব হাঁকা।
খেলৌঁ করৌঁ আজু রন-সাকা॥
হৌঁ কহিএ[২] ধৌলাগিরি গোরা।
টরৌঁ ন টারে অঙ্গ[৩] ন মোরা॥
সোহিল জৈস গগন[৪] উপরাহীঁ।
মেঘ-ঘটা মোহিঁ দেখি বিলাহীঁ॥
সহসৌ সীস সেস সম[৫] লেখৌঁ।
সহসৌ নৈন ইন্দ্র সম[৬] দেখৌঁ॥
চারিউ ভুজা চতুরভুজ আজূ।
কংস ন রহা ঔর কো সাজূ[৭]॥
হৌঁ হোই ভীম আজু রন গাজা।
পাছে ঘালি ডুংগরৈ[৮] রাজা॥
হোই হনুবঁত জমকাতর ঢাহৌঁ।
আজু স্বামি সাঁকরে নিবাহৌঁ॥
হোই নল নীল আজু হৌঁ দেহুঁ সমুদ মহঁ মেঁড়।
কটক সাহ টেকৌঁ হোই সুমেরু রন বেঁড়॥

তখন সামনে ফিরে গোরা হেঁকে বলল, "আজ আমি রণশক্তি নিয়ে যুদ্ধক্রীড়া করব। আমি ধবলগিরি গোরা নামে অভিহিত। টলালেও আমার দেহ টলবে না। আমার অঙ্গ নত হবে না। গগনশীর্ষে অগস্ত্য তারার ন্যায় আমাকে দেখে মেঘপুঞ্জ মিলিয়ে যায়। আমি সহস্রশীর্ষ বাসুকী নাগ এবং সহস্র-চক্ষু ইন্দ্রের ন্যায়। আজ আমি চারহাত নিয়ে হয়েছি চতুর্ভুজ। কংস নেই, কে আর সেজে আসবে? আমি ভীমের মতো রণহুঙ্কার করছি। রাজাকে রেখে এসেছি পিছনে পাহাড়ের আড়ালে। হনুমান হয়ে আমি যমের খাঁড়াকেও উল্টে দেব। আজ আমি প্রভুকে সংকটমুক্ত করব।

নল এবং নীল হয়ে আমি আজ সমুদ্রের মাঝখানে সেতু বাঁধব। রণক্ষেত্রে সুমেরু পর্বতের প্রাচীর হয়ে বাদশাহের সৈন্যদের আমি ঠেকাব।

১ গোরৈঁ
২ খেলৌঁ
৩ বাগ
৪ ইন্দ্র
৫ সরি
৬ ভা
ডংগরৈ

৯

ওনঈ ঘটা চহুঁ দিসি আঈ।
ছ্‌টহিঁ[১] বান[২] মেঘ[৩]-ঝরি লাঈ॥
ডোলৈ নাহিঁ দেব অস আদী।
পহুঁচে আই তুরুক সব বাদী[৪]॥
হাথন্হ গহে খড়গ হরদ্বানী[৫]।
চমকহিঁ সেল বীজু কৈ বানী॥
সোঝ বান জস আবহিঁ গাজা[৬]।
বাসুকি ডরৈ সীস জনু[৭] বাজা॥
নেজা উঠৈ[৮] ডরৈ[৯] মন ইন্দু।
আই ন বাজ জানি কৈ হিন্দু॥
গোরৈ সাথ লীন্হ সব সাথী।
জস[১০] মৈমন্ত সূঁড় বিনু হাথী॥
সব মিলি পহিলি উঠৌনী কীন্হী।
আব্বত আই হাঁক রন দীন্হী[১১]॥
রুণ্ড মুণ্ড অব[১২] টূটহিঁ স্যো[১৩] বখতর ঔ কুঁড়[১৪]।
তুরয় হোহিঁ বিনু কাঁধে হস্তি হোহিঁ বিনু সূঁড়॥

ঝোড়ো মেঘ চারদিক থেকে ঘন হয়ে নেমে এল। মেঘবর্ষণের ন্যায় তীর ছুটছে। দেবতার ন্যায় সে (গোরা) অনড় হয়ে আছে। সব তুর্কি শত্রুসেনারা এসে উপনীত হল। তারা হাতে নিল হরদ্বানের খড়্গ। তাদের বর্শাগুলি বিদ্যুৎছটার ন্যায় চমকাচ্ছে। বজ্রের ন্যায় সোজা ছুটে আসছে তীরগুলি। মাথায় লাগবে ভেবে বাসুকীও ভয় পেলেন। বর্শা উৎক্ষিপ্ত হলে ইন্দ্রও আতঙ্কিত হলেন, না জানি হিন্দু ভেবে তাঁকে যদি এসে বেঁধে। গোরা তার সঙ্গে যেসব অনুচর নিল তারা যেন শুঁড়বিহীন সব মদমত্ত হস্তী। সকলে মিলে প্রথমে ধাবিত হয়ে আক্রমণ করল, এগোতে এগোতে রণহুঙ্কার দিতে লাগল।

অতঃপর বর্ম ও শিরস্ত্রাণ-সহ ধড় ও মুণ্ড খসে পড়তে লাগল। স্কন্ধহীন হতে লাগল তুরঙ্গ এবং শুণ্ডহীন হতে থাকল হস্তী।

১ চমকহিঁ
২ খরগ
৩ বাদ
৪ পহুঁচে তুরুক বাদি কই বাদী
হিরবানী
সজে বান জানহুঁ ওই গাজা
জনি
উঠা
৯ ডরা
১০ জনু
১১ আব্বত অনী হাঁকি সব লীন্হী
১২ সব
১৩ সিউ
১৪ কুংডি
১৫ সুংডি

১০

ওনব্বত আই সৈন সুলতানী।
জানহুঁ পরলয়[১] আব[২] তুলানী[৩]॥
লোহে[৪] সৈন সুঝ সব কারী।
তিল এক কহুঁ[৫] সুঝ উঘারী॥
খড়গ ফোলাদ তুরুক[৬] সব কাঢ়ে।
ধরে[৭] বীজু অস চমকহিঁ ঠাঢ়ে॥
পীলবান গজ পেলে বাঁকে[৮]।
জানহুঁ কাল করহিঁ দুই ফাঁকে[৯]॥
জনু জমকাত করহিঁ সব ভর্‌বাঁ।
জিউ লেই চলহিঁ সরগ অপসঁরা॥
সেল সরপ[১০] জনু চাহহিঁ ডসা।
লেহিঁ কাঢ়ি জিউ মুখ বিষ-বসা॥
তিন্হ সামুহঁ গোরা রন কোপা।
অংগদ সরিস পাব ভুঁই[১১] রোপা॥
সুপুরুষ ভাগি ন জানৈ ভঁএ ভীর ভুঁই লেই।
সূর গহে দোউ কর[১৩] স্বামি-কাজ জিউ দেই॥

সুলতানী সেনা সবেগে ধেয়ে এল। মনে হল যেন প্রলয় উপস্থিত। লৌহবর্মে সেনাদের সব কালো দেখাচ্ছিল। কোথাও একতিল স্থানও যেন ফাঁকা নেই। তুর্কিরা সব ইস্পাতের তরবারি খুলে ধরল। এমন চমকাতে লাগল যে মনে হল যেন তারা তড়িৎ ধারণ করল। মাহুতেরা হাতীদের সামনে এনে ফেলল। যেন মনে হল সাক্ষাৎ মৃত্যুকে তারা চিরে দু ফাঁক করে দিচ্ছে। যেন যমের খাঁড়া নিয়ে সব সৈন্যেরা ঘোরাতে লাগল। প্রাণ নিতে তারা স্বর্গে যেতেও প্রস্তুত। সর্পের ন্যায় তাদের বর্শাগুলি দংশনে উদ্যত। বিষমুখ সেই সব বর্শা মুহূর্তে জীবন বিনাশ করে। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গোরা রণমত্ত হয়ে উঠল। অঙ্গদের ন্যায় মাটিতে পা রেখে যুদ্ধ করতে লাগল।

আক্রান্ত হয়ে যদি মাটি নিতে হয় তবুও বীরপুরুষ পলায়ন করতে জানে না। সে দুহাতে শূল চেপে ধরে প্রভুর জন্য জীবন (বিসর্জন) দেয়।

১ পুরবাঈ
২ অতি
৩ রাণী
৪ লোহৈঁ
৫ কতহুঁ
৬ নিরাঁগ
৭ হয়ে
৮ কনক বানি গজবেলি সো নাঁগী
৯ জানহুঁ কাল করহিঁ জিউ মাঁগী
১০ সাঁপ
১১ রন
১২ অসি বর গহে দুহুঁ কর

১১

ভই বগমেল খেল ঘন ঘোরা।
ঔ গজ-পেল অকেল সো গোরা॥
সহস কুঁৱর সহসৌ সত বাঁধা।
ভার-পহার জ়ুঝ কর[১] কাঁধা॥
লগে মরৈ গোরা কে আগে।
বাগ ন মোর[২] ধাৱ মুখ লাগে॥
জৈস পতঁগ আগি ধঁসি লেঈ।
এক মুরৈ[৩] দূসর জিউ দেঈ॥
টূটহিঁ সীস অধর ধর মারৈ[৪]।
লোটহিঁ কন্ধহিঁ কন্ধ নিরারৈ[৫]॥
কোঈ পরহিঁ রুহির হোই রাতে।
কোঈ ঘায়ল ঘুমহিঁ মাতে॥
কোই খুরখেহ গএ ভরি ভোগী।
ভসম চঢ়াঈ পরে হোই[৬] জোগী॥
ঘরী এক ভারত ভা ভা অসৱারহ্ন মেল।
জ়ুঝি কুঁৱর সব নিররে[৭] গোরা রহা অকেল॥

বল্গাবদ্ধ অশ্বগুলি মেঘের ন্যায় ধাবিত হল, এবং হাতীরা সামনে এসে পড়ল, গোরা একাকী। সত্যবদ্ধ সহস্র যোদ্ধা যুদ্ধের পর্বতভার কাঁধে নিয়ে গোরার সামনে মরতে লাগল। মুখে আঘাত লাগলেও তারা পাশ কাটিয়ে ছুটল না। যেমন পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি একজন মরে তো, পরের জন প্রাণ দেয়। মস্তক গড়িয়ে পড়ছে, অনবরত আঘাতে স্কন্ধচ্যুত হয়ে শরীর লুটিয়ে পড়ছে। কেউ রুধিরলিপ্ত হয়ে পড়ে যাচ্ছে; কেউ আহত হয়ে মত্তের ন্যায় ছুটে বেড়াচ্ছে। কোনো ভোগী অশ্বক্ষুরের ধুলোয় ভরে গেল—তখন তাকে মনে হল ভস্মাবৃত যোগী।

এক ঘণ্টা জুড়ে মহাভারতের মতো মহাযুদ্ধ হল; অশ্বারোহীরা সব একত্রিত হল। যোদ্ধারা সব যুদ্ধ করতে করতে নিহত হল, গোরা রইল একাকী।

১ কহ
২ মুরৈ
৩ মুএঁ
৪ আরে
৫ নিনারে
৬ জনু
৭ বাঁতে

১২

গোরৈ দেখ সাথি সব জ়ুঝা।
আপন কাল নিয়র ভা বুঝা॥
কোপি সিংঘ সামুঁহ রন মেলা।
লাখহ্ন সৌঁ নহিঁ মুরৈঁ অকেলা॥
লেই হাঁকি হস্তিহ্ন কৈ ঠটা।
জৈসে পৱন[১] বিদারৈ ঘটা॥
জেহি সির দেই কোপি করৱারু।
স্যো[২] ঘোড়ে[৩] টূটৈ অসৱারু॥
লোটহিঁ[৪] সীস[৫] কবন্ধ নিনারে।
মাঠ মজীঠ জনহুঁ[৬] রন ঢারে॥
খেলি ফাগ সেঁদুর ছিরকারা[৭]।
চাঁচরি খেলি আগি জনু[৮] লারা[৯]॥
হস্তী ঘোড় ধাই[১০] জো ধূকা[১১]।
তাহি কীহ্ন সো[১২] রুহির ভভূকা॥
ভই অজ্ঞা সুলতানী বেগি করহু এহি হাথ।
রতন জাত হৈ আগে লিএ পদারথ সাথ॥

গোরা দেখল সঙ্গীরা সব যুদ্ধে নিহত। বুঝল যে তার মৃত্যুও নিকটে। ক্রুদ্ধ সিংহ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হল। লক্ষ সৈন্যদের মধ্যেও সে নিজেকে একলা ভাবল না। যেমন পবন মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন করে তেমনি করে সে হস্তীযূথকে ছত্রভঙ্গ করল। যার মাথায় এসে পড়ল তার ক্রুদ্ধ তরবারি, অশ্বসহ সেই অশ্বারোহী কাটা পড়ল। ধড় এবং মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল; রণক্ষেত্রে যেন ঢালা হল মঞ্জীষ্ঠা রঙ। যেন ফাগ খেলে গোরা সিঁদুর ছিটোলো; যেন চাঁচর খেলে আগুন লাগিয়ে দিল। যে হস্তী অথবা অশ্ব ধেয়ে এল তাকেই সে রুধিরে অঙ্গার-রক্তিম করে দিল।

সুলতানের আদেশ হল, "দ্রুত একে বন্দী কর। মূল্যবান পদার্থ (পদ্মাবতী) নিয়ে রত্ন (রত্নসেন) সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।"

১ সিংঘ
২ সিউঁ
৩ ঘোরা
৪ টুটহিঁ
৫ কংধ
৬ জানু
৭ ছিরিআরে
৮ রন
৯ চারে
১০ আই
১১ ঢুকা
১২ উঠে দেহ

১৩

সবৈ[১] কটক মিলি গোরহি[২] ছেঁকা।
গুঁজত[৩] সিংঘ জাই নহিঁ টেকা॥
জেহি দিসি উঠৈ সোই জনু খারা।
পলটি সিংঘ তেহি ঠাৱঁ ন[৪] আরা॥
তুরুক বোলারহিঁ বোলৈ[৫] বাহাঁ।
গোরৈ মীচু ধরী[৬] জিউ[৭] মাহাঁ॥
মুএ পুনি জূঝি জাজ জগদেউ।
জিয়ত ন রহা জগত মহঁ কেউ॥
জিনি[৮] জানহু গোরা সো অকেলা।
সিংঘ কে মোঁছ হাথ কো মেলা॥
সিংঘ জিয়ত নহিঁ আপু ধরাৱা।
মুএ পাছ[৯] কোঈ ঘিসিয়াৱা॥
করৈ সিংঘ মুখ[১০] সৌঁহহিঁ দীঠী।
জো[১১] লগি জিয়ৈ দেই নহিঁ পীঠী॥
রতনসেন জো[১২] বাঁধা মসি গোরা কে গাত।
জো[১৩] লগি রুহির ন ধোৱৌঁ তৌঁ[১৪] লগি হোই[১৫] ন রাত॥

সমস্ত (তুর্কি) সেনা মিলে গোরাকে ঘিরে ধরল। গজরানো সিংহের ন্যায় তাকে ধরা গেল না। যে দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে দিক নিঃশেষ করল; যে স্থান ত্যাগ করল সে স্থানে আর ফিরল না। তুর্কিদের চিৎকারের জবাব দিল তার বাহু। গোরা জীবন মরণ-পণ করল। (বলল) "যুদ্ধে জাজ (?) এবং জগদেব (?) পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে। এ জগতে কেউই (চিরকাল) বেঁচে থাকে না। ভেবো না গোরা একা (যুদ্ধে মরতে চলেছে)। সিংহের গোঁফে হাত দেবার সাহস কার? জ্যান্ত থাকতে সিংহ নিজেকে ধরা দেয় না। মরার পরে কেউ তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে। সিংহ সম্মুখপানেই দৃষ্টিপাত করে, যতক্ষণ জীবিত থাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না।

রত্নসেন বন্দী হওয়াতেই গোরার অঙ্গ কলঙ্কিত হয়েছে। যতক্ষণ রক্ত দিয়ে না ধোব ততক্ষণ তা রক্তবর্ণ হবে না।"

---

১ সবহিঁ
২ গোরা
৩ কুংজল
৪ ঠাঁয়হ
৫ বোলহিঁ
৬ ধরা
৭ মন
৮ জনি
৯ পায়
১০ হঠি
১১ জব
১২ তুমুহ
১৩ জব
১৪ তব
১৫ হোঊ

১৪

সরজা বীর সিংঘ চঢ়ি গাজা।
আই সৌঁহ গোরা সৌঁ[১] বাজা॥
পহলৱান সো বখানা বলী।
মদদ[২] মীর হমজা ও অলী॥
লঁধউর ধরা দেব জস আদী[৩]।
ঔর কো বর[৪] বাঁধৈ কো বাদী[৫]॥
মদদ[৬] অয়ুব সীস চঢ়ি কোপে।
মহামাল[৭] জেই[৮] নাৱঁ অলোপে॥
ঔ তায়া সালার সো আএ।
জেই[৯] কৌরৱ পণ্ডৱ পিণ্ড পাএ॥
পহুঁচা আই সিংঘ অসৱারূ।
জহাঁ সিংঘ গোরা বরিয়ারূ॥
মারেসি সাঁগ[১০] পেট মহঁ ধঁসী।
কাঢ়েসি হুমুকি আঁতি ভুই খসী॥
ভাঁট কহাঁ ধনি গোরা তূ ভা রাৱন রাৱ[১১]।
আঁতি সমেটি বাঁধি কৈ[১২] তুরয় দেত হৈ পাৱ॥

বীর সরজা সিংহে চড়ে গর্জন করল। গোরার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সে সামনে এগিয়ে এল। বীর যোদ্ধারূপে সে বিখ্যাত। সে মীর হামজা (হজরত মহম্মদের চাচা) ও আলীর (হজরত মহম্মদের জ্ঞাতিভাই ও পালিত পুত্র) আশীর্বাদ পুষ্ট। দেবতুল্য লঁধউরের বরে আর কোন শত্রু তার সমকক্ষ? মহামালের নাম লুপ্ত করেছিল যে, সেই আয়ুব একে মদৎ দিয়ে মাথায় চড়ে গর্জন করে। আর তার সঙ্গে এসেছে তায়া সালার যাঁর কাছ থেকে একই সঙ্গে কৌরব ও পাণ্ডব পিণ্ড লাভ করেছিল। যেখানে গোরা সিংহবিক্রমে অবস্থান করছিল, সিংহে চড়ে সরজা সেখানে এসে উপনীত হল। সরজা বর্শা ছুঁড়ে মারল, তা গোরার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। সজোরে তা টেনে তুলতেই অন্ত্র বেরিয়ে মাটিতে খসে পড়ল।

ভাট বলল, "ধন্য গোরা, রাবণ রাজার ন্যায় তোর বীরত্ব।" গোরা স্খলিত অন্ত্র একত্রে বেঁধে পুনরায় অশ্বের রেকাবে পা দিল।

---

১ কে
২ মদতি
৩ লিংধউর দেব ধরা জিহু আদী
৪ মাল
৫ বাদি কই বাদী
৬ মদতি
৭ রাম লক্ষ্মণ
৮ জিহু
৯ জিহ
১০ সাঁগি
১১ তু তোরা রূপ রাউ
১২ আঁতি সৈংতি করি কাধে

১৫

কহেসি অন্ত অস ভা ভুই পরনা।
অংত ত[১] খসে[২] খেহ সির ভরনা॥
কহি কৈ গরজি সিংঘ অস ধাৱা।
সরজা সারদূল পহঁ আৱা॥
সরজৈ লীহ্[৩] সাঁগ পর[৪] ঘাউ।
পরা খড়্গ জনু পরা নিহাউ॥
বজ্র ক সাঁগ[৫] বজ্র কৈ ডাড়াঁ।
উঠা আগি তস[৬] বাজা[৭] খাঁড়া॥
জানহুঁ বজ্র বজ্র সৌ বাজা।
সবহী কহা পরী অব গাজা॥
দূসর খড়্গ কংধ[৮] পর দীহ্না।
সরজৈ ওহি[৯] ওড়ন পর লীহ্না॥
তীসর খড়গ কুঁড়[১০] পর লাৱা।
কাঁধ গুরুজ হুত ঘাৱ ন আৱা॥
তস মারা হঠি গোরৈ[১১] উঠি বজ্র কৈ আগি।
কোই নিয়রে নহিঁ আরৈ[১২] সিংঘ সদূরহি লাগি॥

গোরা বলল, "এখনই অন্তিম দশায় আমাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে। আমার অস্ত্র খসে পড়েছে, মাথা ধূলিধূসর হয়ে যাবে।" এই কথা বলে সে গর্জন করে সিংহের মতো ধাবিত হল। শার্দূল সদৃশ সরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সরজার বর্শার উপর তার (তরবারির) আঘাত এসে লাগল। যেন কামারের নেহাই-এর উপর এসে পড়ল খড়্গের ঘা। বজ্রকঠিন বর্শা এবং বজ্রতুল্য তরবারি। তরবারির সেই আঘাতে আগুন উৎক্ষিপ্ত হল। যেন বজ্রের সঙ্গে লাগল বজ্রের সংঘাত। সবাই বলল, 'বজ্রপাত হল।' দ্বিতীয়বার সে খড়্গ নিক্ষেপ করল সরজার কাঁধের উপর। সরজা সে আঘাত ঢাল দিয়ে ঠেকাল। তৃতীয় বার খড়্গাঘাত করল শিরস্ত্রাণের উপর। কিন্তু কাঁধে মুগুর থাকায় কোনোই ক্ষত হল না।

গোরা এত জোরে আঘাত করেছিল যে বজ্রের আগুন উৎক্ষিপ্ত হল। সিংহ শার্দূলের এই যুদ্ধে কেউই নিকটে এল না।

১ সো
২ অংত
৩ লীহ্
৪ সৌঁ
৫ বজ্র সাঁগি
৬ সির
৭ বাজত
৮ কুংড়ি
৯ ধরি
১০ কংধ
১১ তস গোরৈঁ হটি মারা
১২ কোই ন নিয়রে আরৈ

১৬

তব সরজা কোপা[১] বরিরংডা।
জানহু[২] সদুর কের ভুজদণ্ডা॥
কোপি গরজি[৩] মারেসি[৪] তস বাজা।
জানহু পরী টুটি[৫] সির গাজা॥
ঠাঁঠর টুট ফুট সির তাসূ।
স্যো[৬] সুমেরু জনু টুট অকাসূ॥
ধমকি উঠা সব সরগ পতারূ।
ফিরি গই দীঠি ফিরা[৭] সংসারূ॥
ভই পরলয় অস সবহী জানা[৮]।
কাঢ়া খড়গ সরগ নিয়রানা॥
তস মারেসি স্যো[৯] ঘোরৈ কাটা।
ধরতি ফাটি সেস ফন ফাটা॥
জৌ অতি সিংহ বরী[১০] হোই আঈ।
সারদূল সৌ[১১] কোনি বড়াঈ॥
গোরা পরা খেত মহঁ সুর[১২] পহুঁচারা পান[১৩]।
বাদল লেইগা রাজা[১৪] লেই চিতউর নিয়রান॥

তখন বলবান সরজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ব্যাঘ্রের মতোই তার ভুজদণ্ড। কোপে গর্জন করে এমন ভাবে আঘাত করল যে মনে হল যেন (গোরার) মস্তকে বজ্র ভেঙে পড়ল। শিরস্ত্রাণ ভেঙে গোরার মস্তক চূর্ণ হয়ে গেল। যেন সুমেরুপর্বতসহ স্বর্গ ফেটে গেল। স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত সব কেঁপে উঠল। গোরার দৃষ্টি ঘুরতে লাগল, সমস্ত সংসার অদৃশ্য হয়ে গেল। সকলে মনে করল যেন প্রলয় উপস্থিত। সরজা স্বর্গের দিকে খড়্গ উঁচিয়ে ধরল। গোরাকে সে এমন আঘাত করেছিল যে তার সঙ্গে ঘোড়াও কাটা পড়ল। ধরিত্রী বিদীর্ণ হল, বাসুকীর ফণা ফেটে গেল। যদিও সিংহ অতিবলে বলীয়ান হয়ে এসেছিল, কিন্তু বাঘের সঙ্গে তার কিসের বড়াই?

গোরা রণক্ষেত্রে (লুটিয়ে) পড়ল। দেবতারা পৌঁছে দিলেন (সম্বর্ধনা) পান। (ও দিকে) রাজাকে নিয়ে বাদল চিতোরের নিকটবর্তী হল।

১ গরজা
২ জানু
৩ গুরুজ
৪ মেলেসি
৫ পরবত
৬ সিউঁ
৭ ভই
৮ ভা পরলো সবহঁ অস জানা
৯ সিউঁ
১০ বরিআ
১১ সে
১২ সির
১৩ বান
১৪ রাজহিঁ

রত্নসেন-পদ্মাবতী মিলন খণ্ড

১

পদমারতি মন রহী[১] জো ঝূরী।
সুনত সরোবর-হিয় গা পূরী॥
অদ্রা মহি[২]-হুলাস জিমি[৩] হোই।
সুখ সোহাগ আদর ভা সোঈ॥
নলিন নীক দল[৪] কীন্হ[৫] অঁকুরা।
বিগসা[৬] কঁবল উরা[৭] জব[৮] সূরা॥
পুরইনি পূর সঁবারে পাতা।
ঔ[৯] সির[১০] আনি ধরা বিধি[১১] ছাতা॥
লাগেউ[১২] উদয় হোই জস ভোরা।
রৈনি গঈ দিন কীন্হ অঁজোরা[১৩]॥
অস্তি অস্তি কৈ পাঈ কলা[১৪]।
আগে বলী[১৫] কটক সব চলা॥
দেখি চাঁদ অস[১৬] পদমিনি রানী।
সখী কুমোদ সবৈ বিগসানী॥
গহন ছুট দিনিঅর[১৭] কর সসি সৌ ভএউ[১৮] মেরার।
মঁদির সিংঘাসন সাজা বাজা নগর বধার॥

২

বিহঁসি চাঁদ দেই মাঁগ সেন্দুরা।
আরতি কৈ চলী জহঁ সূরা॥
ঔ গোহন সসি[১] নখত[২] তরাঈঁ।
চিতউর কৈ রানী জহঁ তাঈঁ॥
জনু বসন্ত ঋতু পলুহী[৩] ছূটীঁ।
কী[৪] সাবন মহঁ বীরবহূটী॥
ভা অনন্দ বাজা ঘন[৬] তূরা[৭]।
জগত রাত হোঈ চলা সেন্দুরা॥
ডফ[৭] মৃদঙ্গ মন্দির[৮] বহু[৯] বাজে।
ইন্দ্র সবদ সুনি[১০] সবৈ[১১] সো[১২] লাজে॥
রাজা জহাঁ[১৩] সূর পরগাসা।
পদমাবতি মুখ-কঁবল বিগাসা॥
কঁবল পায় সূরুজ কে পরা।
সূরুজ কঁবল আনি সির ধরা।
সেন্দুর ফূল তমোল[১৪] সৌঁ[১৫] সখী সহেলী সাথ।
ধনি পূজে পিউ পায় দুই পিউ পূজা ধনি মাথ॥

পদ্মাবতীর মন শুকিয়ে ছিল, (রাজার আগমন সংবাদ) শুনে হৃদয়-সরোবর পূর্ণ হয়ে গেল। অদ্রা নক্ষত্রের উদয়ে পৃথিবী যেমন (বর্ষণে) উল্লসিত হয় তেমনি সুখ সোহাগ আদর (বর্ষিত) হল। নলিনীদলের কুঁড়ি অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। (রত্নসেন রূপ) সূর্য উদিত হতে কমল (পদ্মাবতী) বিকশিত হল। (সখীরূপ) কুমুদ ফুলগুলি পত্রপুষ্পে সজ্জিত হল। আর বিধাতা ছাতা এনে মাথায় ধরলেন। যেই ভোরের আবির্ভাব হল অমনি রজনী (কুদিন) অন্তর্হিত হয়ে দিনের আলো সব কিছু উজ্জ্বল করে দিল। সূর্যের কিরণছটায় সব কিছুকে অস্তিময় বা আনন্দময় করে বীর সৈন্যরা সব সামনে এগিয়ে চলল। চাঁদের ন্যায় পদ্মিনী রাণীকে দেখে কুমুদিনী সখীরা সব বিকশিত হয়ে উঠল।

চন্দ্রের সঙ্গে গ্রহণ-মুক্ত সূর্যের মিলন হল। প্রাসাদে সিংহাসন সজ্জিত হল। আর উৎসব-বাদ্য বাজতে লাগল নগরে।

সহাস্যে চন্দ্র (মুখী) সীমন্তে সিঁদুর দিয়ে যেখানে সূর্য (রত্নসেন) রয়েছেন সেখানে অভ্যর্থনা করতে চললেন। আর চন্দ্রের সঙ্গে চলল যত নক্ষত্র তারকা (সখীরা)। যেখানে যত চিতোরের রাণীরা ছিলেন সকলেই তাঁর সঙ্গে চললেন। মনে হল যেন বসন্ত ঋতুর মঞ্জরিত শোভাযাত্রা অথবা শ্রাবণ মাসের (রক্তিম) বীরবহুটি কীটের অগ্রসরণ। আনন্দে ঘন ঘন তূর্যধ্বনি হতে লাগল। উৎক্ষিপ্ত সিঁদুরে জগৎ লাল হয়ে গেল। ঘরে ঘরে ডফ এবং মৃদঙ্গ বাজতে লাগল। সে সব ধ্বনি শুনে ইন্দ্রও লজ্জিত হলেন। যেখানে রাজা সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত সেখানে গিয়ে পদ্মাবতীর মুখপদ্ম বিকশিত হল। কমল সূর্যের পদতলে পতিত হলেন; সূর্য কমলকে তুলে মাথায় রাখলেন।

সিঁদুর, ফুল ও পানসহ সখী ও সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে পদ্মাবতী প্রিয়তমের পদযুগল পূজা করলেন; প্রিয়ও রমণীর মাথায় আশীর্বাদ রাখলেন।

১	অহী	৭	উগবা	১৩	বহোরা
২	মই	৮	সুনি	১৪	অস্ত অস্ত সুনি ভা কিলকিলা
৩	জস	৯	পুনি	১৫	মিলৈ
৪	সিকংদী	১০	বিধি	১৬	অসি
৫	লীন্হ	১১	সির	১৭	দিনকর
৬	উঠা	১২	লাগৈ	১৮	হোই

১	সব	তুরা	১১	সবদ
২	সখী	দুংদ	১২	সুনি
৩	ফুলী	মুর	১৩	জনহুঁ
৪	কৈ	মোলক	১৪	উবোর
৫	পাঁচ	সৌ	১৫	সিউঁ

৩

পূজা কৌনি দেউঁ তুম্‌হ রাজা।
সবৈ তুম্‌হার আর মোহি লাজা॥
তন মন জোবন আরতি করউঁ।
জীব কাঢ়ি নেবছাবরি ধরউঁ[১]॥
পন্থ পুরি কৈ দিস্টি বিছারৌঁ।
তুম পগু ধরহু সীস[২] মৈঁ[৩] লারৌঁ॥
পায়ঁ নিহার[৪] পলক ন মারৌঁ।
বরুনী[৫] সেংতি চরণ-রজ ঝারৌঁ॥
হিয় সো মন্দির তুমহারৈ নাহা।
নৈন-পন্থ পৈঠহু[৬] তেহি মাঁহা॥
বৈঠহু পাট ছত্র নর ফেরী।
তুম্‌হরে গরব গরূই মৈঁ[৭] চেরী॥
তুম জিউ মৈঁ[৮] তন জৌ লহি[৯] ময়া।
কহৈ জো জীব করৈ সো কয়া॥
জৌ সুরজ সির উপর তৌ[১০] রে[১১] কঁবল সির ছাত।
নাহিঁ ত[১২] ভরে সরোরর সুখে পুরইন-পাত॥

(পদ্মাবতী বললেন,) "কি দিয়ে তোমার পূজা দেব রাজা? সবই তো তোমার। আমার শরম আসছে। আমার দেহ মন যৌবন দিয়ে তোমার আরতি করব। জীবন ছিন্ন করে তোমাকে উৎসর্গ করব। তোমার পথের উপর আমার নয়ন বিছাব। যার উপর তুমি পা রাখ, সেখানে আমি আমার মাথা পাতব। তোমার চরণ দর্শনে আমার নয়নের পলক পড়বে না। চোখের পাতা দিয়ে তোমার পায়ের ধুলো ঝেড়ে দেব। হে নাথ, এ হৃদয় তোমারই মন্দির। নয়নপথ দিয়ে তুমি এর মধ্যে প্রবেশ কর। নবছত্রবেষ্টিত সিংহাসনে উপবেশন কর। তোমারি গরবে আমি গরবিণী দাসী। যতদিন দয়া রাখবে তুমিই আমার প্রাণ, আর আমি তোমার দেহ। প্রাণ যা বলবে, দেহ তাই করবে।

সূর্য যদি মাথার উপর থাকে তবেই বিকশিত কমলদল ছত্র ধারণ করে। নইলে ভরা সরোবরেও পদ্মপাতা শুকিয়ে যায়।

১ নেউঁ
২ নৈন
৩ হৌ
৪ বুহারত
৫ বরুনিহ্ন
৬ আরহ
৭ হৌ
৮ হৌ
৯ অতি
১০ তব
১১ সো
১২ তৌ

৪

পরসি পায়ঁ রাজা কে রানী।
পুনি আরতি বাদল কহঁ আনী॥
পূজে বাদল কে ভুজদণ্ডা।
তুরয় কে পায়ঁ দাব কর-খণ্ডা॥
য়হ গজ-গৱন গরব জো[১] মোরা।
তুম রাখা বাদল ঔ গোরা॥
সেন্দুর-তিলক জো আঁকুস অহা।
তুম রাখা মাথে তৌ[২] রহা॥
কাছ কাছি তুম[৩] জিউ পর খেলা।
তুম জিউ আনি মঁজূষা মেলা॥
রাখা[৪] ছাত চঁবর ঔধারা[৫]।
রাখা[৬] ছুদ্রঘণ্ট ঝনকারা॥
তুম হনুবঁত হোই ধুজা পঈঠে[৭]।
তব চিতউর পিয় আই বঈঠে[৮]॥
পুনি গজমত্ত[৯] চঢ়ারা নেত বিছাঈ খাট[১০]।
বাজত গাজত রাজা আই বৈঠ সুখপাট॥

রাণী রাজার চরণ স্পর্শ করে অতঃপর বাদলের জন্য অর্ঘ্য আনলেন। প্রশংসা করলেন বাদলের ভুজদণ্ডের। নিজের হাতে রাণী ঘোড়ার পা দলে দিলেন। বললেন, "বাদল, তুমি এবং গোরা রক্ষা করেছ এই গজগমনার গৌরব। অঙ্কুশচিহ্নতুল্য এই সিঁদুরের তিলকরেখা তোমাদের জন্যই আমার মাথায় রয়ে গেল। কোমর বেঁধে তোমরা জীবন নিয়ে খেলা করেছ। তোমরা আমার প্রাণ-ভোমরাকে কৌটোয় এনে দিয়েছ। চামর দুলিয়ে তোমরা রাজছত্রের সম্মান রেখেছ। তোমরা অক্ষুণ্ণ রেখেছ আমার অলঙ্কারের ঝঙ্কার। তোমরা হনুমান হয়ে নিশানায় প্রবেশ করেছিলে। তবে তো প্রিয়তম চিতোরে এসে বসলেন।

অতঃপর রেশমের হাওদা বিছানো এক মদগজের উপর বাদলকে চড়ালেন। আর বাদ্য নির্ঘোষের মধ্যে রাজা এসে সিংহাসনে বসলেন।

১ সিউ
২ তব
৩ কাজলতন তুম্‌হ
৪ রাখেউ
৫ ওটারা
৬ রাখেউ
৭ বঈঠে
৮ পঈঠে
৯ গজ হস্তি
১০ খাট

৫

নিসি রাজৈ রানী কঁঠ লাঈ।
পিয় মারি জিয়া[১] নারি জনু[২] পাঈ॥
রতি[৩] রতি[৪] রাজৈ দুখ উগসারা[৫]।
জিয়ত জীউ নহিঁ হোউঁ[৬] নিনারা॥
কঠিন বঁদি তুরুকন্‌হ লেই গহা।
জো সঁবরা[৭] জিউ পেট ন রহা॥
ঘালি নিগড় ওবরী লেই মেলা[৮]।
সাঁকরি ঔ অঁধিয়ার দুহেলা॥
খন খন করহিঁ[৯] সঁড়াসিন্‌হ আঁকা।
ঔ নিতি[১০] ডোম ছুআবহিঁ বাঁকা॥
পাছে[১১] সাঁপ রহহিঁ চহু[১২] পাসা।
ভোজন সোই রহৈ[১৩] ভর[১৪] সাঁসা॥
রাঁধ ন তহঁবা দুসর কোঈ।
ন জানৌঁ পবন পানি কস হোঈ॥
আস তুম্হারি মিলন কৈ তব সো রহা জিউ পেট[১৫]
নাহিঁ ত হোত নিরাস জৌ কিত জীবন কিত ভেঁট॥

নিশীথে রাজা রাণীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করলেন। পত্নীকে পেয়ে যেন প্রিয় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। একটু একটু করে রাজা তাঁর দুঃখ উদ্ঘাটিত করলেন। (বললেন) "যতদিন বেঁচে থাকব, আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না। তুর্কিরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিদারুণ বন্দী করে রেখেছিল। সে কথা স্মরণ করলে উদরে প্রাণবায়ু থাকে না। নিগড়ে বেঁধে আমাকে কুঠুরীতে ফেলে রেখেছিল। শৃঙ্খল এবং অন্ধকার দুইই ছিল দুঃখকর। ক্ষণে ক্ষণে তারা সাঁড়াশী দিয়ে দাগা দিয়েছে। আর নিয়ত সড়কি দিয়ে বিদ্ধ করেছে। পরে চারপাশে সাপ এসে ঘিরেছে। প্রাণটুকু যাতে টিকে থাকে সেটুকু মাত্র আহার। সেখানে পাশে দ্বিতীয় কেউ নেই। জল এবং বাতাস যে কেমন তাও জানতে পারি নি।

শুধু তোমার সঙ্গে মিলনের আশায় এতদিন উদরে প্রাণবায়ু অবশিষ্ট ছিল। এটুকু আশা যদি না থাকত তাহলে কোথায় থাকত জীবন আর কেমন করে হত মিলন ?

মরজিয়া
জো।
রঙ্গ
কৈ
অগুসারা
করোঁ
সরোঁ
খনি গড় ওবরী মই লৈ মেলা

৯ খিন খিন খের
১০ আরহি
১১ বাঁছী
১২ নিতি
১৩ ডসহিঁ
১৪ হর
১৫ আস তুম্‌হারে মিলন কী রহা জীব তব পেট

৬

তুম্হ পিউ আই[১] পরী অসি বেরা।
অব দুখ সুনহু কঁবল-ধনি কেরা॥
ছোড়ি[২] গএউ সরবর মহঁ মোহীঁ।
সরবর সুখি গএউ বিনু তোহীঁ॥
কেলি জো করত হংস[৩] উড়ি গএউ।
দিনঅর নিপট[৪] সো বৈরী ভএউ॥
গঈঁ তজি লহরৈঁ[৫] পুরইন-পাতা।
মুইউঁ ধূপ সির রহেউ[৬] ন ছাতা॥
ভইউঁ মীন তন তলফৈ লাগা।
বিরহ আই বৈঠা হোই কাগা॥
কাগ চোঁচ তস সালৈ[৭] নাহা।
জব[৮] বঁদি তোরি সাল হিয় মাহাঁ॥
কহৌঁ[৯] কাগ অব তহঁ লেই জাহীঁ।
জহঁবা পিউ দেখৈ মোহিঁ খাহীঁ॥
কাগ ঔ গিদ্ধ ন খণ্ডহি কা মারহিঁ বহু মন্দি[১০]।
এহি পছিতাবৈঁ[১১] সুঠি মুইউঁ গইউঁ ন পিউ সঁগ বন্দি॥

(পদ্মাবতী বললেন,) "প্রিয়তম, বড়ই দুঃসময়ে পড়েছিলে তুমি। এবার শোনো তোমার পদ্মিনীর দুঃখকাহিনী। সরোবরে আমাকে ফেলে রেখে তুমি তো চলে গেলে। তোমাকে হারিয়ে শুকিয়ে গেল সেই সরোবর। কেলিহংস উড়ে চলে গেল। সূর্য হয়ে উঠল কঠিন শত্রু। পদ্মপাতাকে ছেড়ে গেল সরোবরের ঢেউ। মাথায় ছাতা রইল না, রৌদ্রতাপে মরলাম। (জলহীন) মাছের মতো হলাম, কাঁপতে লাগল দেহ। বিরহ এসে কাক হয়ে বসল। প্রভু, বন্দীদশায় তোমার হৃদয়ে শূল বেঁধার মতোই কাকের ঠোঁট আমাকে খুঁচতে লাগল। বললাম, 'ওরে কাক, আমাকে প্রিয়তমের সামনে নিয়ে গিয়ে খা।"

কিন্তু কাগ বা শকুনী আমাকে টুকরো টুকরো করল না। এমন যমের অরুচিকে কেন মারবে ? এই পরিতাপে আমি মরলাম, কেন প্রিয়তমের সঙ্গে আমিও বন্দী হলাম না ?

১ তরবর
২ ছাঁড়ি
৩ হঁস
৪ মীত
৫ গএ জীয় তজি
৬ রহা
৭ সাল ন
৮ জসি
৯ কহেউঁ
১০ কাগ নিখিদ্ধ গীধ অস কা মারহিঁ হৌঁ মংদি
১১ পছুতাএঁ

রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধ খণ্ড

৭

তেহি উপর কা কহৌঁ জো মারী।
বিষম পহার পরা দুখ ভারী॥
দূতী এক দেবপাল পঠাঈ।
বাহ্মনি-ভেস ছরৈ মোহিঁ আঈ॥
কহৈ তোরি হৌঁ আহুঁ[১] সহেলী।
চলি লেই জাউঁ ভঁবর জহঁ বেলী॥
তব মৈঁ জ্ঞান কীহ্ন সত-বঁাধা।
ওহি কর[২] বোল লাগ বিষ-সাঁধা॥
কহুঁ[৩] কঁবল নহিঁ করত[৪] অহেরা।
চাহৈ[৫] ভঁবর করৈ[৬] সৈ ফেরা॥
পাঁচ-ভূত আতমা নেরারিউঁ।
বারহি বার ফিরত মন মারিউঁ॥
রোই[৭] বুঝাইউঁ[৮] আপন হিয়রা।
কন্ত ন দূর অহৈ সুঠি নিয়রা॥
ফূল বাস ঘিউ ছীর জেউঁ নিয়র মিলে এক ঠাঁই[৯]
তস কন্তা ঘট ঘর কৈ জিইউঁ অগিনি কহঁ খাই[১০]॥

"তদুপরি যে আঘাত এল সেকথা আর কি বলব? ভয়ানক দুঃখের ভারী পাহাড় এসে পড়ল। দেবপাল এক দূতী পাঠাল। ব্রাহ্মণীবেশে সে আমাকে ছলনা করতে এল। বলল, 'আমি তোর সখী। যেখানে ভ্রমর আছে সেখানে পুষ্পলতাকে নিয়ে যাব।' তখন সত্যবদ্ধ চিত্তকে আমি সচেতন করলাম। ওর কথাবার্তা বিষের মতো লাগল। বললাম, "কামুক ভ্রমর (নানা দিকে) ঘুরে বেড়ালেও পদ্ম কখনও শিকার সন্ধান করে না। আমি পঞ্চভূতময় দেহ ও আত্মাকে নিবৃত্ত করব। দ্বারে দ্বারে ফেরে যে (চঞ্চল) মন তাকে মারব। কেঁদে কেঁদে বোঝাব আপন হৃদয়কে যে, কান্ত দূরে নেই।" আর খুব শীঘ্রই তিনি নিকটবর্তী হলেন।

ফুল এবং তার গন্ধ, ঘি এবং দুধ যেমন একত্র যুক্ত হয়ে থাকে, তেমনি প্রিয়তমকে হৃদয়মন্দিরে রেখে আগুন আহার করে আমি বেঁচে আছি

---

১ আহি
২ কে
৩ কহেউঁ
৪ করৈ
৫ জো হৈ
৬ করিহি
৭ ঔ
৮ সমুঝাএউঁ
৯ জস নিরমল নীর মঁঠাঁউ
১০ তৈস নিকট ঘট পুরুষ জোঁ।। রে অগিনি কঠাঁউ

১

সুনি দেবপাল রায় কর চালু।
রাজহিঁ কঠিন পরা হিয়[১] সালু॥
দাদুর কতহুঁ[২] কঁবল কহঁ পেখা।
বাদুর মুখ ন সুর কর দেখা॥
অপনে রঁগ জস নাঁচ ময়ূরূ।
তেহি সরি সাধ করৈ তমচূরূ॥
জোঁ[৩] লগি[৪] আই তুরুক গঢ় বাজা।
তৌ[৫] লগি ধরি আনৌঁ তৌ রাজা॥
নীন্দ ন লীহ্ন রৈনি সব জাগা।
হোত বিহান জাই গঢ় লাগা॥
কুংভলনের অগম গঢ় বাঁকা।
বিষম পন্থ চঢ়ি জাই ন তাকা॥
রাজহি তহাঁ গএউ লেই কালূ।
হোই সামুহঁ রোপা দেবপালূ॥
দুবৌ অনী সনমুখ ভই[৬] লোহা ভএউ অসূঝ
সত্রু জূঝি তব নেবরৈ এক দুবৌ মহঁ জূঝ॥

রাজা দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে রাজার হৃদয়ে কঠিন শেল বিদ্ধ হল। (বললেন,) "ব্যাঙ কি কখনও পদ্মের সৌন্দর্য দেখতে পায়? বাদুড় কখনও সূর্যের মুখ দেখতে পায় না। আপন আনন্দে যখন ময়ূর নাচে, মোরগের তদনুরূপ নাচতে সাধ হয়। এই দুর্গ আক্রমণ করার জন্য তুর্কির আগমনের আগে ততক্ষণে ধরে আনি সেই রাজা দেবপালকে।" তিনি নিদ্রা গেলেন না, সারা রাত জেগে রইলেন। সকাল হলে তিনি দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দুর্গম দুর্গ কুম্ভলনের বঙ্কিম পথ। সেই ভয়ানক পথে উঠলে নীচে তাকাতে সাহস হয় না; রাজা মরণ সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। দেবপালের সম্মুখীন হয়ে তাকে ঘেরাও করলেন।

দুই সৈন্যদল মুখোমুখি হল। লৌহ অস্ত্রে চারদিক ঢেকে গেল। শত্রুরা পরস্পর যুদ্ধ করতে করতে নির্মূল হল। তখন দু একজনের মধ্যে যুদ্ধ হতে লাগল।

১ জিয়
২ পুনি সো
৩ জব
৪ লহি
৫ তব
৬ দুবৌ দলৈ হোই সনমুখ

রাজা রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড

১

তৌ[১] লহি[২] সাঁস পেট মহঁ অহী[৩] ।
জৌ লহি দসা জীউ[৪] কৈ[৫] রহী ॥
কাল আই দেখরাঈ সাঁটী ।
উঠি জিউ চলা ছোড়ি কৈ মাঁটী ॥
কাকর লোগ কুটুঁব ঘর-বারূ ।
কাকর অরথ দরব সংসারূ ॥
ওহী ঘরী সব ভএউ পরাবা ।
আপন সোই জো পরসা[৬] খাবা ॥
অহে জে হিতু সাথ কে নেগী ।
সবৈ লাগ কাঢ়ৈ তেহি[৭] বেগী ॥
হাথ ঝারি জস চলৈ[৮] জুৱারী ।
তজা রাজ হোই চলা ভিখারী ॥
জব হুত জীউ রতন সব কহা ।
ভা বিনু জিউ ন কৌড়ী লহা[৯] ॥
গঢ় সৌঁপা বাদল কহঁ গএ টিকঠি বসি দেৱ[১০] ।
ছোড়ী রাম অজোধ্যা[১১] জো[১২] ভাবৈ সো লেৱ

যতক্ষণ জীবনের লক্ষণ ছিল ততক্ষণ উদরে প্রাণবায়ু অবশিষ্ট ছিল। অবশেষে যম এসে তার দণ্ড দেখাল। মর্ত্য ছেড়ে চলে গেল রাজার জীবন। কার এই লোকবল, কুটুম্ব, ঘর দোর ? কার-ই বা অর্থ সম্পদ সংসার। সেই মুহূর্তে সবই পরের। যে ভোগ করে তখন তা তার নিজের। এতকাল যারা ছিল হিতৈষী, অনুগামী সঙ্গী, তারা সবাই দ্রুত তাঁকে ছেড়ে যেতে উন্মুখ। (সর্বস্ব খুইয়ে) জুয়াড়ি যেমন (শূন্য) হাত ঝেড়ে চলে যায় রাজা ছেড়ে রাজাও তেমনি ভিক্ষুক হয়ে চলে গেলেন। যখন জীবন ছিল তখন সবাই তাঁকে বলত 'রত্ন'। এখন প্রাণ হারিয়ে এক কানাকড়িও সঙ্গতি রইল না।

দুর্গের ভার বাদলকে সমর্পণ করে খাটে চড়ে রাজা চলে গেলেন। রাম অযোধ্যা ছেড়েছেন, এখন যে চায় সে নিক

১ তেহি ৫ কি ৯ জৌ ভা বিন জিয় কৌড়ি ন লহা
২ দিন ৬ বেয়সা ১০ কিএ তিলক সব দেউ
৩ রহী ৭ পৈ ১১ ছাড়ী লংক ভিভীখন
৪ জিয়ন ৮ চলা ১২ জেহি

২

জো[১] দেৱপাল রাৱ রন গাজা ।
মোহি তোহি জূঝ একৌঝা রাজা ॥
মেলেসি সাঁগ আই বিষ-ভরী ।
মেটি ন জাই কাল কৈ[২] ঘরী ॥
আই নাভি পর[৩] সাঁগ বইঠী ।
নাভি বেধি নিকসী সো[৪] পীঠী ॥
চলা মারি তব রাজৈ মারা ।
টূট কন্ধ ধড় ভএউ[৫] নিনারা ॥
সীস কাটি কৈ বৈরী[৬] বাঁধা ।
পারা দাৱঁ বৈর জস সাধা ॥
জিয়ত ফিরা আএউ বল-হরা[৭] ।
মাঁঝ বাট হোই লোহৈ ধরা ॥
কারী ঘাৱ জাই নহিঁ ডোলা ।
রহী[৮] জীভ জম গহী[৯] কো বোলা ॥
সুধি বুধি তৌ সব বিসরী ভার[১০] পরা মঝ বাট
হস্তি ঘোর কো কাকর ঘর আনী[১১] গই[১২] খাট

রাজা দেবপাল রণ-গর্জন করে বলল, 'রাজা, এবার তোমাতে আমাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ'—এই বলে এক বিষমাখা বর্শা ছুঁড়ে মারল। মরণকাল এলে ফেরানো যায় না। নিক্ষিপ্ত বর্শা এসে রাজার নাভিতে বিদ্ধ হল। নাভিতে ঢুকে তা পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বর্শা মেরে পলায়নকালে রাজাও তাকে আঘাত করলেন। (দেবপালের) স্কন্ধচ্যুত মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল। মাথা কেটে ফেলে শত্রুকে বাঁধলেন। এই ভাবে দেবপাল শত্রুতার ফল পেল। সামর্থ্যহীন রাজা জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলেন। কিন্তু মাঝপথে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। ঘা বিষাক্ত হয়ে গেল, তিনি নড়া চড়া করতে পারলেন না। যম জিভ টেনে ধরলে কে কথা বলতে পারে ?

তাঁর বোধ বুদ্ধি সব লোপ পেল। মধ্যপথেই তিনি মৃত্যুভারে পড়ে গেলেন। হস্তী ঘোড়ায় আর কি হবে ? খাটে করে তাঁকে গৃহে আনা হল।

১ চঢ়ি ৫ পরা ৯ কহৈ
২ কী ৬ পৈরী ১০ বাট
৩ তর ৭ বলু-হরা ১১ আনা
৪ জাই ৮ গহী ১২ কৈ

পদ্মাবতী-নাগমতি সতী খণ্ড

১

পদমারতি পুনি[১] পহিরি পটোরী।
চলী সাথ পিউ কে হোই জোরী[২] ॥
সুরুজ ছপা রৈনি হোই গঈ।
পুনো[৩] সসি সো অমাবস ভঈ ॥
ছোরে কেস মোতি লর ছূটীঁ।
জানহুঁ রৈনি নখত সব টূটীঁ ॥
সেন্দুর পরা জো সীস উঘারা।
আগি লাগি চহ[৪] জগ অঁধিয়ারা ॥
য়হী দিবস হৌঁ চাহতি নাহাঁ।
চলৌঁ সাথ পিউ দেই গলবাহাঁ ॥
সারস পঙ্খি ন জিয়ৈ নিনারে।
হৌঁ তুম্হ বিনু কা জিঔঁ পিয়ারে ॥
নেরছাবরি কৈ তন ছহরারৌঁ[৫]।
ছার হোউঁ সঁগ বহুরি ন আরৌঁ ॥
দীপক প্রীতি পতঁগ জেউঁ জনম নিবাহ করেউঁ।
নেরছারবি চহুঁ পাস হোই কণ্ঠ লাগি জিউ দেউঁ ॥

অতঃপর পদ্মাবতী পট্টবস্ত্র পরিধান করে প্রিয়তমের অর্ধাঙ্গিনী হয়ে সঙ্গে চললেন। সূর্যের অন্তর্ধানে রাত্রি উপস্থিত হল। পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যায় ঢেকে গেল। তিনি কেশ আলুলায়িত করলেন, খুলে পড়ল মুক্তা-লহর। যেন রাতের তারারা সব স্খলিত হল। সিঁদুর মাখা মাথা অনবগুণ্ঠিত। যেন অন্ধকার জগতে আগুন লেগে গেছে। (পদ্মাবতী বললেন,) "নাথ, এই দিবসেরই আমি প্রতীক্ষা করছি। প্রিয়, তোমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে আমি সঙ্গে যাব। সারস পাখী একা বাঁচে না। প্রিয়তম, তোমাকে ছাড়া আমি কেমন করে বাঁচব? এই দেহ (আগুনে) উৎসর্গ করে ছড়িয়ে দেব। তোমার সঙ্গে ছাই হয়ে যাব, আর ফিরে আসব না।

প্রদীপ-প্রিয় পতঙ্গের ন্যায় আমি এই জন্ম নির্বাহ করব। চতুষ্পার্শের উৎসর্গ ব্রত শেষ হলে তোমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে (আমি) জীবন দান করব।

১ নই
২ চলী সাথ হোই পিয় কী জোরী
৩ পুনিউঁ
৪ জনু
৫ ছিরিআরৌঁ

২

নাগমতী পদমারতী রানী।
দুবৌ মহাসত সতী বখানী ॥
দুবৌ সবতি[১] চঢ়ি খাট বঈঠীঁ।
ঔ সিরলোক পরা তিহ্ন দীঠী ॥
বৈঠো কোই রাজ ঔ পাটা।
অন্ত সবৈ বৈঠে[২] পুনি[৩] খাটা ॥
চন্দন অগর কাঠ[৪] সর সাজা।
ঔ গতি দেই চলে লেই রাজা ॥
বাজন বাজহিঁ হোই অগূতা[৫]।
দুবৌ কন্ত লেই চাহহিঁ সূতা ॥
এক জো বাজা ভএউ বিহাহূ।
অব দুসরে হোই ওর-নিবাহূ ॥
জিয়ত জো জরৈ[৬] কন্ত কে আসা।
মুএঁ রহসি বৈঠে[৭] এক পাসা ॥
আজু সূর দিন অঁথরা আজু রৈনি সসি বূড়।
আজু নাচি জিউ দীজিয় আজু আগি হম্হ জূড় ॥

রাণী নাগমতি এবং পদ্মাবতী দুজনেই মহাসতী রূপে বিখ্যাত। দুই সতীন-ই রাজার খাটে উঠে বসলেন। তাঁদের দৃষ্টি শিবলোকের দিকে। রাজসিংহাসন যাঁর আসন, পরিণামে তাঁকেও খাটে এসে বসতে হয়। চন্দন অগুরু এবং কাঠ দিয়ে চিতা সজ্জিত হল। রাজাকে নিয়ে শোভাযাত্রা অগ্রসর হল। আগে আগে বাজনা বাজতে লাগল। (পত্নী) দুজন স্বামীর দু পাশে শয়নের আকাঙ্ক্ষা করলেন। (তাঁরা বললেন,) "বিবাহের সময় এক বাজনা বেজেছিল; এখন অস্তিমলগ্নে দ্বিতীয় বাদ্য হবে।" স্বামীকে পাবার জন্য যাঁরা বেঁচে থাকতে (ঈর্ষায়) জলেছিলেন, মরণকালে তাঁরা আজ আনন্দে পাশাপাশি এসে বসলেন।

"আজ দিবসের সূর্য এবং নিশীথের চন্দ্র ডুবে গেল। আজ নাচতে নাচতে আমরা জীবন দেব। আজ আগুনও আমাদের কাছে শীতল।"

১ আঈ
২ বৈঠিহি
৩ এহি
৪ কাঢ়ি
৫ অকূতা
৬ জরহিঁ
৭ বৈঠহিঁ

৩

সর রচি দান পুন্নি বহু কীহ্না।
সাত বার ফিরি ভাঁবরি লীহ্না॥
এক জো ভাঁবরি ভঈঁ বিয়াহী[১]।
অব দুসরে হোই[২] গোহন জাহীঁ॥
জিয়ত কন্ত তুম[৩] হম্হ গর[৪] লাঈ।
মুএ কণ্ঠ নহিঁ ছোড়হিঁ সাঈ॥
ঔ জো গাঁঠি কন্ত তুম্হ জোরী।
আদি অন্ত লহি[৫] জাই ন ছোরী॥
য়হ জগ কাহ জো অছহি ন আথী[৬]।
হম তুম নাহ দুহুঁ জগ সাথী॥
লেই সর উপর খাট বিছাঈ।
পৌঢ়ীঁ দুরৌঁ কন্ত গর[৭] লাঈ॥
লাগীঁ কণ্ঠ আগি দেই হোরীঁ।
ছার ভঈঁ জরি অংগ ন মোরীঁ॥
রাতীঁ পিউ কে নেহ গঈ সরগ ভএউ রতনার।
জো রে উবা সো অঁথবা রহা ন কোই সংসার॥

চিতা রচিত হলে তাঁরা অনেক দান-পুণ্য করলেন। চিতাকে ঘুরে ঘুরে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। (বললেন,) "বিবাহের সময় একরকম করে প্রদক্ষিণ করতে হয়েছিল, এখন সঙ্গে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়রকম ভাবে করা হবে। হে স্বামী, বেঁচে থাকতে তুমি আমাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করেছিলে, মরণকালেও আমরা তা ছাড়ছি না। আর, হে প্রিয়, যে গাঁঠছড়া তুমি বেঁধেছিলে, প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত যা বাঁধা ছিল, তা আর কখনও খুলবে না। কেমন এই জগৎ যার কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই? কিন্তু হে নাথ তুমি, আমাদের দু-লোকের সঙ্গী।" চিতার উপর খাট এনে রাখা হল। প্রিয়তমের গলা জড়িয়ে ধরে দুজনেই শয়ন করলেন। কণ্ঠ আলিঙ্গন করে তারা চিতায় হোলির আগুন দিলেন। অকম্পিত দেহে তাঁরা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

প্রিয়তমের প্রেমে রক্তিম হয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন, সেই আভায় স্বর্গও রক্তিম হল। যে (সূর্য) উঠেছিল, সে অস্ত গেল। এই সংসারে কেউই রইল না।

১ এক ভঁবরি কৈ জো রে বিয়াহী
২ দৈ
৩ তুম্হ
৪ কণ্ঠ
৫ দিহ্নি
৬ আথী নিআথী
৭ কণ্ঠ

৪

রৈ[১] সহগরন ভঈঁ জব জাঈ[২]।
বাদসাহ গঢ় ছেংকা আঈ॥
তৌ[৩] লগি সো অবসর হোই বীতা।
ভএ অলোপ রাম ঔ সীতা॥
আই সাহ জো[৪] সুনা অখারা।
হোইগা রাতি দিবস উজিয়ারা[৫]॥
ছার উঠাই লীহ্ন এক মুঠী।
দীহ্ন উড়াই পিরথিমী ঝূঠী॥
সগরিউ[৬] কটক উঠাঈ মাটী।
পুল বাঁধা জহঁ জহঁ গঢ়-ঘাটী॥
জো লহি[৭] উপর ছার ন পরৈ।
তৌ লহি য়হ তিস্না নহিঁ মরৈ[৮]॥
ভা ধাবা[৯] ভই[১০] জুঝ অসুঝা।
বাদল আই পঁবরি পর[১১] জুঝা॥
জৌহর ভঈ সব ইস্তিরী পুরুষ ভএ সংগ্রাম।
বাদসাহ গঢ় চুরা চিতউর ভা ইসলাম॥

সহমৃতা হয়ে তাঁরা যখন গত হলেন, বাদশাহ এসে গড় আক্রমণ করলেন। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। রাম এবং সীতা অন্তর্হিত হয়েছেন। বাদশাহ এসে যখন সব বিবরণ শুনলেন, উজ্জ্বল দিনের আলোয় যেন রাত্রি ঘনিয়ে এল। তিনি (চিতার) একমুঠো ছাই নিয়ে (বাতাসে) উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এ জগৎ মিথ্যা।" সমস্ত বাদশাহী সেনা মাটি তুলে যেখানে যেখানে দুর্গের খাদ ছিল সেখানে সেতু বাঁধল। যতক্ষণ না উপর থেকে (কবরে) মাটি ঝরে পড়ে ততক্ষণ মানুষের তৃষ্ণা মরে না। (সৈন্যরা) ধাবমান হল, অজস্র যুদ্ধ হল। বাদল এসে যুদ্ধ করতে করতে তোরণদ্বারে প্রাণ দিল।

নারীরা জহরব্রত করল। পুরুষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। বাদশাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন। চিতোর ইসলাম (রাজ্য) হল।

১ ওই
২ তাঙ্গ
৩ তব
৪ সব
৫ জো বারা
৬ সগরৈঁ
৭ লগি
৮ তব লগি নাহিঁ জো তিস্না মরঈ
৯ ঢোরা
১০ ভা
১১ হোই

উপসংহার

১

মুহমদ কবি য়হ জোরি সুনারা।
সুনা সো পীর প্রেম কর[১] পাবা ॥
জোরী লাই রকত কৈ লেঈ।
গাঢ়ি প্রীতি নয়নহু[২] জল ভেঈ ॥
ঔ মৈঁ[৩] জানি গীত[৪] অস কীহ্না।
মকু য়হ রহৈ জগত মহঁ চীহ্না ॥
কহঁা সো রতনসেন অব[৫] রাজা।
কহঁা সুআ অস বুধি উপরাজা ॥
কহঁা অলাউদীন সুলতানূ।
কহঁা রাঘব জেই কীহ্ন বখানূ ॥
কহঁা সুরূপ পদমারতি রানী।
কোই ন রহা জগ রহী কহানী ॥
ধনি সোঈ[৬] জস কীরতি জাসূ।
ফূল মরৈ পৈ মরৈ ন বাসূ ॥
কেই ন জগত জস বেঁচা কেই লীহ্ন জস মোল।
জো য়হ পঢ়ৈ কহানী হম্হ সঁবরৈ দুই বোল ॥

কবি মুহম্মদ এ (কাহিনী) রচনা করে শোনালেন। যে শুনেছে সে-ই প্রেমের জন্য পীড়িত হয়েছে। রক্ত দিয়ে তিনি (এ কাব্য) রচনা করলেন এবং গাঢ় প্রেম নয়নাশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিল। আমি এই জেনে এ গান রচনা করলাম, তা যেন এ জগতে (কীর্তি) চিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে। এখন কোথায় সেই রাজা রত্নসেন? এমন বুদ্ধিমান শুকপাখীই বা কোথায়? কোথায় সুলতান আলাউদ্দীন? কোথায় রাঘব চেতন, যে (পদ্মাবতীর রূপ) বর্ণনা করেছিল! কোথায় সুরূপা রাণী পদ্মাবতী? কেউ নেই, জগতে শুধু তাদের কাহিনী আছে। যার যশ এবং কীর্তি থাকে সে-ই ধন্য। ফুল মরে কিন্তু তার গন্ধ মরে না।

জগতে কেউ যশ বেচতে পারে না, কেউ মূল্য দিয়ে খ্যাতি কিনতেও পারে না। যে এই কাহিনী পড়বে সে যেন আমার স্মরণে (ঈশ্বরের কাছে) দু কথা বলে।

১ পা
২ নৈন
৩ মন
৪ কবিত
৫ অস
৬ সো পুরুখ

২

মুহমদ বিরিধ বৈস[১] জো[২] ভঈ।
জোবন হুত সো অবস্থা গঈ ॥
বল জো গএউ কৈ খীন সরীরূ।
দিস্টি গঈ নৈনহিঁ দেই নীরূ ॥
দসন গএ কৈ পচা[৩] কপোলা।
বৈন গএ অনরুচ দেই বোলা ॥
বুধি জো গঈ দেই হিয়[৪] বৌরাঈ।
গরব গএউ তরহুঁত সির নাঈ ॥
সরবন গএ উঁচ জো[৫] সুনা।
সয়াহী[৬] গঈ[৭] সীস ভা ধুনা ॥
ভঁবর গএ[৮] কেসহি[৯] দেই ভূরা।
জোবন গএউ জিয়ত জনু মুআ[১০] ॥
জৌ লহি[১১] জীবন জোবন-সাথা।
পুনি সো মীচু পরাএ হাথা ॥
বিরিধ জো সীস ডোলাবৈ সীস ধুনৈ তেহি রীস।
বূঢ়ী[১২] আউ[১৩] হোহু তুম্হ কেই য়হ দীহ্ন অসীস ॥

মুহম্মদ যখন বৃদ্ধ হল, যৌবনের সে অবস্থাও গেল। ক্ষমতা গেল, শরীর ক্ষীণ হল। দৃষ্টি চলে গেল, চোখে রইল শুধু জল। দাঁত পড়ে গিয়ে গাল তুবড়ে গেল। বাণী হারিয়ে গিয়ে কথা হল অরুচিকর। বুদ্ধি চলে গিয়ে হৃদয় বেভুল হল। গর্ব গেল, মাথা নীচে নুইয়ে পড়ল। শ্রবণশক্তি চলে যাওয়ায় শোনার জন্য কান খাড়া করতে হল। কালো চুল গেল, মাথা তুলোয় ভরে গেল। ভ্রমর অন্তর্হিত হয়ে চুলকে করে দিয়ে গেল রেশম-শুভ্র। জীবন্মৃত অবস্থায় রেখে যৌবন চলে গেল। যৌবন যতক্ষণ সঙ্গে আছে ততক্ষণই জীবন। তারপর পরের হাতে বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর।

বৃদ্ধের যখন মাথা নড়ে তখন এই ক্ষোভে সে মাথা নাড়ায়,—"কে এই আশীর্বাদ তোকে দিয়েছিল, 'বুড়ো হবার মতো আয়ু হোক তোমার'?"

১ বএস
২ অব
৩ ভুচা
৪ বুদ্ধি গঈ হিয়বৈ
৫ মৈ
৬ পাবৌ
৭ গএউ
৮ গএউ
৯ কেসহু
১০ জীতি লেই জুরা
১১ জব লগি
১২ বুঢ়ে
১৩ আঢ়ে

পরিশিষ্ট

মৈঁ এহি অরথ পণ্ডিতন্হ সুঝা ।
কহা কি হম্‌হ কিছু ঔর ন বুঝা ॥
চৌদহ ভুবন জো তর উপরাহীঁ ।
তে সব মানুষ কে ঘট মাহীঁ ॥
তন চিতউর মন রাজা কীন্হা ।
হিয় সিংঘল বুধি পদমিনি চীন্হা ॥
গুরু সুআ জেই পন্থ দেখারা ।
বিনু গুরু জগত কো নিরগুন পারা ॥
নাগমতী য়হ দুনিয়া-ধন্ধা ।
বাঁচা সোই ন এহি চিত বন্ধা ॥
রাঘব দূত সোঈ সৈতানূ ।
মায়া অলাউদীঁ সুলতানূ ॥
প্রেম-কথা এহি ভাঁতি বিচারহু ।
বুঝি লেহু জৌ বুঝৈ পারহু ॥
তুরকী অরবী হিন্দুঈ ভাষা জেতী আহিঁ ।
জেহি মহঁ মারগ প্রেম কর সবৈ সরাহৈঁ তাহিঁ ॥*

আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। উর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চোদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন), হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শুক। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ-(ঈশ্বর)-কে। নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়া। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।

তুর্কি, আরবী এবং হিন্দী যত রকম ভাষা আছে, যাতে প্রেমের পথ-নির্দেশ রয়েছে সব ভাষাতেই তাঁর কথা আছে।

---

* স্তবকটি সন্দেহজনক। মাতাপ্রসাদ সংস্করণে স্তবকটি অনুপস্থিত।

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থসূচী

অ

অউরনা—বিচার করা
অউসান—ধৈর্য, হুঁস
অকাসী—চিল
অকুত—অসংখ্য, অকস্মাৎ
অখাড়া—আখড়া, রঙ্গভূমি
অগনইতা—অগ্নিকোণ
অগনিউ—অগ্নিকোণ
অগম—আগম, পরিণাম
অগমনা—আগে, প্রথমে
অগাউ—সামনে
অগুবা—পথপ্রদর্শক
অগোটী—ঘেরা, অবরোধ করা
অগোরে—সেবিকা
অঘা—তৃপ্ত হওয়া
অচাকা—একে একে
অছত—ছত্রহীন, রাজ্যচ্যুত
অছবাঈ—সাফাই
অজি—ঘি
অথবনা—অস্ত হওয়া
অদল—আদল, অনুরূপ
অদাএঁ—বিরূপ বা বাম হওয়া
অদিত—সূর্য, রোববার
অদেস—আদেশ, আশীর্বাদ
অধারী—যোগীদণ্ড
অনকাঢ়ে—অন্যাকর্ষণ
অনতৈ—অন্যত্র
অনবট—অঙ্গুরীয়
অনভারত—শূন্যমনে, অন্যমনস্কভাবে
অনরুচ—অরুচিকর
অনবন—অনেকপ্রকার
অনী—সেনা
অনু—অতঃপর, আচ্ছা
অপছর, অচ্ছর, অছরী—অপ্সরা
অপসনা—পৌছান, যাওয়া
অপসবা—অপসৃত হওয়া, চলে যাওয়া
অবিরথা—অনর্থক, ব্যর্থ
অভোগ—অভুক্ত, অস্পৃষ্ট
অমানা—আমের ঝাঁকা
অমিলী—তেঁতুল
অরকানা—মোসাহেব, পারিষদ
অরগলা—নিষেধ, অর্গল, বেড়া
অরঘান—আঘ্রাণ, সুগন্ধ
অরদাস—আর্জি, প্রার্থনা
অরহন—বেসন
অরুঝান—জড়ানো
অলংগে—এক এক করে
অবধান—গর্ভ, অবধান
অবধূত—অবধূত, সন্ন্যাসী
অবারী—আবরণ, হাওদা
অসাঈ—শাস্ত্রজ্ঞানহীন
অসীস—আশীর্বাদ
অস্বদল—অশ্বদল
অসূঝ—অসংখ্য, অগণ্য
অস্তি অস্তি—আচ্ছা ! আচ্ছা !
বেশ ! বেশ !
অহা—ছিল
অহান—বিখ্যাত
অহিবাত—সৌভাগ্য
অহিবাতু—সোহাগ, সৌভাগ্য
অহুঁঠ—সাড়ে তিন
অহের—শিকার
অংতর পট—যবনিকা, পর্দা
অংবরাউ—আমের বাগান
অঁকোর—ভেট, ঘুষ
অঁগবৈ—অঙ্গীকার বা সহ্য করা
অঁজোর—উজ্জ্বল
অঁটনা—সমকক্ষতা
অঁদোরা—আন্দোলন, সোরগোল
অড়ার—সমূহ, দেরী

আ

আউ—আয়ু
আখনা—কাহিনী, চালুনীতে চালা
আগর—সুন্দর অগরু
আছত—মজুত, থাকা
আত্মভূত—কামনা বাসনা, কামদেব
আথী—পুঁজি, সার
আদ—আদা
আদিল—ন্যায়বান
আদেশ—প্রণাম
আন—দোহাই, শপথ
আননা—আনয়ন
আরণ—অরণ্য
আরস—দর্পণ, আদর্শ
আসরম—আশ্রয়
আসামুখী—আশাযুক্ত
আসিন—আশ্বিন (মাস)
আয়ত—কোরাণের মন্ত্রবিশেষ
আংকর—কঠিন, গভীর
আংটনা—প্রচুর, পর্যাপ্ত
আঁতা—অন্ত্র
আঁড়ী—গাঁঠ

ই

ইংদু—ইন্দু বা চন্দ্র
ইসকন্দর—সেকন্দার বা আলেকজাণ্ডার

উ

উকঠে—শুকিয়ে
উপসারা—খোলা, বের করা
উঘেলি—খুলে
উছরনা—উছলে পড়া
উজরী—উজাড়
উঠোনী—উঠে ধাবিত হওয়া
উতায়ল—শীঘ্র
উদোত—প্রকাশ
উনরনা—ঘুরিয়ে ঝাঁকিয়ে আনা
উপনে—উৎপন্ন হল
উপরাজনা—উপার্জন করা
উপরাজা—উৎপন্ন করা
উপসবা—পার্শ্ববর্তী হওয়া
উপরাহীঁ—উপরে চড়া
উপংগ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

উপাস—উপবাস
উমরা ঝুমরা—নৃত্যবিশেষ
উরেহ—লাগায়
উরেহনা—চিত্রাঙ্কন
উরেহা—ছবি
উলথ—উথলে ওঠা, ওঠা পড়া
উড়সা—ভঙ্গ হওয়া
উংদুর—ইঁদুর

ঊ

ঊভ—উঁচু হওয়া, বিদ্রোহ করা
ঊড়—বিবাহ করা

এ

একোঝা—একাকী

ঐ

ঐঁঠা চঞ্চল

ও

ওছ—নীচ, কমজোর
ওড়ন—ঢাল
ওতী—এত
ওধনা—মশগুল হওয়া
ওনঈ—অবনত হয়ে
ওনানা—শোনানো
ওপ—চমক, দীপ্তি
ওবরী—বদ্ধ কুঠুরী
ওল—জামিন
ওহট—আড়াল, পরদা

ঔ

ঔটন—উত্তাপ
ঔধারা—ঢালা
ঔভাউ—অভাব
ঔঁধাঈ—নিদ্রা

ক

কচপচিয়া—কৃত্তিকা নক্ষত্র
কচোর—বাটি
কটক—সৈন্য
কটকঈ—ওঠার জন্য প্রস্তুত হওয়া
কটহর—কাঁঠাল
কটুরা—কাটা
কদরমস—মারকাট
কনউঁড়ী—দাসী
কনহার—কর্ণধার (নেয়ে)
কবিলাস—কৈলাস, স্বর্গ
কভললী—থলবল করা
কমাইচ—সারেঙ্গী বাজানোর যন্ত্র
করনা—লেবু জাতীয়া সুগন্ধী ফুল
করবট—তাকিয়া, বালিশ
করবত—করাত
করসী—শুকনো গোবর
করা—কলা (কিরণ)
করা—আংটি
করুএ—সরষের তেল
কররারু—তরবারী
করিহাউঁ—কোমর
কল—আরাম
কলপনা—কাটা
কলপৌ—কাটব
কসনী—চোলী, জামা
কসৌঠী—সূর্যাচিহ্ন
কসৌদা—আমলকী
কয়া—শরীর
কংঠাসরী—কণ্ঠী (অলঙ্কার)
কংসিয়াঁ—একপ্রকার চোলি
কাউ—কখনও
কাগদ—কাগজ
কাছু—কচ্ছপ
কাধনা—স্বীকারোক্তি
কারন—করুণা, বিলাপ
কারী—কালিমা, কালী
কারে—কালো
কালকংট—কষ্টকর
কাহু—নৌকার হাল
কাংঠা—কিনারা
কাংদো—কাদা
কাঁবরু—কামরূপী জাদু
কিরীরা—ক্রীড়া
কিল্লী—চাবি
কিংগরী—ছোট সারেঙ্গী
কীরু—তোতাপাখী
কীলী—অর্গল, খিল
কুটন—প্রহার
কুটনী—কুট্টিনী
কুরকুটা—গাঁজা জাতীয় মাদক দ্রব্য
কুররী—টিট্টিভ পাখী
কুরলনা—কেলিধ্বনি
কুরী—কুল, কৌলীন্য
কুরিহারা, কুরাহর—কোলাহল
কুসুমানা—মুকুলিত হওয়া
কুহুক—আর্তনাদ করা বা কুঁকিয়ে

কুঁকুঁহ—কাদা, কুঙ্কুম, কেশর
কুঁদেরা—খননকারিনী
কুঁড়—শিরস্ত্রাণ
কূজা—গোলাপ বিশেষ
কেত—কেতকী, কত
কোঈ—কুমুদিনী
কোকাহ—সাদা ঘোড়া
কোকাবেরী—কমললতা
কোপর—পরাত বা বড় থালা
কোরে—কোলে
কোহ—ক্রোধ
কোঁবরী—কোমল

খ

খজহজা—মেওয়া
খতাব—হজরত উমরের পিতা
খটবাটু—খাট পালঙ্ক
খদংগী—বাণ
খভারু—শোক
খরহরি—খেঁজুর
খংভ—থাম
খংডে—চিবোয় বা খণ্ড খণ্ড করে
খংধারা—স্কন্ধাবার বা তাঁবু
খংডবানী—সরবত
খাধু—খাদ্য, খোরাক
খাগ—কমতি

খাচ—টান
খাড়—চিনি
খাড়ব—চিনিপাক
খিখিংদ—কিষ্কিন্ধ্যা পর্বত
খিরৌরি—নাড়ু
খিংগ—লালবুটি সাদা
খীর—দুধ
খুটিল—কর্ণাভরণ
খুরী—ঘোড়ার চাল
খুরুক—আশঙ্কা
খুংভী—কর্ণাভরণ
খূসট—উল্লুক
খুঁট-কোণা, প্রান্ত
খুঁটি—অলঙ্কার বিশেষ
খুঁদা—লাফানো
খেম—কল্যাণ
খেলনা—চলা, যাওয়া
খেবরা—জৈন সাধু
খেরক—নেয়ে
খেহা—পাখী
খেরা—ঘর বসতি
খেহ—ধুলো, মাটি, ছাই
খোরা—বাটি
গ
গউমুখ—গোমুখী তীর্থ
গজপেল—হাতীর আক্রমণ
গটা—জপমালা
গথ—পুঁজি
গরগজ—কামান রাখার স্তম্ভ
গরর—অশ্ব বিশেষ
গরিয়ার—বলদ বিশেষ
গরাঈ—গৌরবময়ী
গরেরি—ঘিরে ফেলে
গবনা—ঘর করতে আসা কনে
গবোসি—খোঁজ কারিণী
গড়রু—গরুড় পক্ষী
গড়বা—খুঁড়ে, পুঁতে
গয়—গজ, হাতী
গহবর—গদগদ হৃদয়
গহর—বেদী
গাজা—গর্জন করল, বজ্র
গারনা—নিংড়ানো
গারুরু—গাড়ুরী, সর্পবিষের চিকিৎসক
গারুর—গরুড় পক্ষী
গারৌ—গৌরব
গাঢ়ৈ—বিপদকালে
গিরাবা—গালা, ইট গাথার মশলা
গুণ—দড়ি
গুরীরা—মিষ্ট, প্রেম
গুরেরা—সাক্ষাৎকার
গেরা—চারদিকে
গেড়ুবা—তাকিয়া
গৈংড—গণ্ডার
গোই—কন্দুক, বল
গোট—গোলা
গোটিকা—গুলি
গোপীতা—গোপী, সুরক্ষিতা
গোহন—মৃগবিশেষ
গোহরায়া—আর্তনাদ করা
গোসাঈ—প্রভু, পরমেশ্বর
ঘ
ঘট—শরীর
ঘরনা—পায়রার ডাক
ঘরিয়ারা—ঘণ্টা
ঘরী—শুভক্ষণ, প্রহর
ঘাটি—কম
ঘাল—অতিরিক্ত
ঘালি—ঢেলে দিয়ে
ঘিরিন—গৃহপালিত
ঘিসিয়াবা—ঘসটে
ঘুঁঘুচী—গুঞ্জাফল
চ
চক্কবৈ—চক্রবর্তী
চখু—নেত্র
চতুরদশা—চৌদ্দ
চরগ—বাজপাখী
চরচনা—অনুমান করা
চরহঁটা—ভয়ানক যুদ্ধ
চঁবর—চামর
চারু—রীতি, ব্যবহার
চাল—যাত্রা, কোর্তা
চালনহার—চালনাকারী
চালনা—বলা
চাল্হ—মৎস্যবিশেষ
চাহ—জলপক্ষী
চাহা—খবর
চাঁচরি—ফাগ উৎসব
চাঁটী—পিঁপড়ে
চাঁড়—অধিক
চিতের—চিত্রকর
চিতৈ—ভেবে, বিচার করে
চিত্র—দুরন্ত, ঠিকঠাক
চিরকুট—টুকরো, ফাটা কাপড়
চিরহঁটা—পক্ষী শিকারী
চিরিহার—ব্যাধ
চিলবাঁস—পাখীর ফাঁদ
চিয়ানা—চুপ করে যাওয়া
চীনা—চীনে কর্পূর
চুক—টক
চুবা—কড়া
চুরমুর—কুড়মুড়ে
চুহচুহী—পক্ষীকূজন
চৌগান—পোলো খেলার দণ্ড
চৌঘড়া—বাদ্যবিশেষ
চৌবারা—চৌকি, চতুর্দ্বার
চৌরাসী—ঘুঙুর গুচ্ছ
ছ
ছপা—আবৃত করা, লুকানো
ছরা—ছলনা করা
ছহরানে—ছড়ানো
ছহরাঁবৌ—ছিটাবো
ছংছু—ধূর্ততা
ছাজ—শোভন
ছাতু—ছত্র

ছাবা—বাচ্ছা
ছাল—একপ্রকার মিঠাই
ছায়ল—গুণ্ডা
ছীজ—লোকসান
ছুঁছা—খালি, শূন্য
ছোহ—দয়া
ছোহানা—দয়া করা
জ
জত—যত
জপা—জপকারিণী
জমকাত—যমের খাঁড়া
জরী—শিকড় বাকড়
জলসুত—মুক্তা
জসোবৈ—যশোদা
জাখিনী—যক্ষিণী
জার—জাল
জিয়াউর—মন
জীনা—সংজ্ঞা, জীবন
জুঝারা—যুদ্ধ
জুলকরন—ভাগ্যবান
জুড়—ঠাণ্ডা, জুড়ানো
জেরনার—রন্ধনদ্রব্য
জেবঁা—ভোজন করা
জেংবা—খাদ্য
জেংবন—ভোজন
জেহুঁ—যে প্রকার, যেমন করে
জৌ—যখন
জোই—স্ত্রী
জোখি—বিচার করে
জোহন মোহন—মোহিনী দর্শন
জোহানহার—সেবক
জোহারনা—প্রণাম করা
জোহার—সেলাম
জোরি—উপমা
জৌ—যদি
জৌহর—জহরব্রতের চিতা
ঝ
ঝঝ্‌কা—অজার রক্তিম

ঝরক—ঝলক
ঝরোখে—ঝরোখা
ঝড় বেরী—জঙলীলতা
ঝংখী—অনুশোচনা
ঝঁপা—আচ্ছাদিত
ঝাঁখ—জঙলী হরিণ
ঝার—জ্বালা, ঈর্ষা
ঝাল—পুরি রাখার বড় থালা
ঝুমক—গীত বিশেষ
ঝুর—শুকানো
ঝোল—ঝুল, ছাই
ঝোঁপা—গুচ্ছ
ঝোঁরাঈ—ঝঙ্কার করে
ট
টকোরী—টংকার দিয়ে
টাড়—হাতের অলঙ্কার
টাঁক—বাটি বা পাত্র
টিকঠী—মৃতদেহ বহনকারী শকট
টেকনা—সহ্য করা, আশ্রয় দেওয়া
টেকা—ধরা
ঠ
ঠগলাড়ু—বিষ নাড়ু
ঠাঠর—ঠাটবাট
ঠাহর—স্থান
ঠেঘা—টিঁকে থাকা, টিলা বা পাহাড়
ঠেবা—থামান, দাঁড়ান
ঠোর—পাখীর ঠোঁট
ড
ডগ—ফাল, পা
ডফারা—ডুকরে কেঁদে ওঠা
ডয়ন, ডহন—পাখীর ডানা
ডাভ—এক প্রকারের ঘাস
ডার—ডাল বা শাখা
ডাল—ডালা বা বড় পাত্র
ডাসহি—বিছায়
ডাঁক—ডঙ্কা
ডাঁড়া—তরবারির ফলা
ডাঁড়ী—পিঞ্জর

ডিঠিয়ার—দৃষ্টিবাণ
ডিঢ়—দৃঢ়
ডুংগবৈ—ছোট পাহাড় বা টিলা
ডুঁগা—টিলা
ডেলী—ঝাঁপি বা ডালা
ডোরা—সুতো, বন্ধন
ডোল্—দোলা
ঢ
ঢাখ—পলাশ ফুল
ঢার—ঢাল
ঢাঢ়ী—বাদক বা বায়েন
ঢুকনা—তাক লাগানো
ঢোরা—লুট
ত
তচি তচি—তেতে তেতে
তনু—শীর্ণ,
তপ—তাপ, তপস্বী
তনী—নীবীবন্ধ
তমচুর—মোরগ
তরবিন—কর্ণাভরণ বিশেষ
তরবোর—তলবর্তী
তরহুঁত—নীচ থেকে
তরহেল—অধীনস্থ
তরাহা—নীচে
তরাহি—ত্রাণ কর
তরুনাপা—যোয়ান বয়স
তলফনা—খোলা
তলাগ—তড়াগ
তহরী—বরফী, ঘুগনি
তহিয়ে—সেই সময়
তয়না—তপ্ত
তংত—তত্ত্ব, ঠিক, পূর্ণ
তংতু—তন্তু, তার
তঁবোল—তাম্বুল
তাকৈ—তাকায়, তাক করে
তাতা—উত্তপ্ত
তানে—টেনে
তার—তাল (গাছ)

তারা—তালা
তাল—জলাশয়
তিলোরী—তেলিয়া ময়না
তুচা—ত্বক, খোলস
তুপক—বন্দুক
তুরাস—বেগ
তুরি—ঘোটকী
তুরী—ভেঙে ফেলা
তুলানা—নিকটবর্তী হওয়া
তুখার—তুষার, সাদা ঘোড়া
তেরান—শোচনা বা চিন্তা
তেলিয়া—বিষ বিশেষ

থ

থতিহার—বন্ধক রাখে যে
থবঈ—স্থপতি, রাজমিস্ত্রী
থর—স্থল
থাঁমা—দাঁড়িয়ে থাকা
থূনী—শুঁড়ি

দ

দঈ—ঈশ্বর
দগল—কার্পাস বস্ত্রের আঙরাখা
দগলা—লম্বা জামা
দবা—দাবাগ্নি
দমন—দময়ন্তী
দর—সেনাদল
দসৱঁ দাৱঁ—দশমী দশা
দসৌঁধী—ভাট
দস্তগীর—সহায়ক
দহুঁ—না জানি
দংদ, দুংদ—লড়াই, শব্দ
দাতার—দানী
দাদুর—ব্যাঙ
দাধী—দগ্ধ হওয়া
দানী—ভিক্ষুক, দানগ্রহণকারী
দাম—বন্ধন, দড়ি
দারু—বারুদ, মদ
দাৱঁ—সুযোগ
দিআরা—দীপের ন্যায় উজ্জ্বল

দিনঅর—সূর্য
দিপনা—চমকানো
দিসন্তর—দেশান্তর
দিষ্টিবন্ধ—ইন্দ্রজাল, যাদু
দীন—সম্প্রদায় বিশেষ
দুইজ—দ্বিতীয়া
দুভর—দুর্ভর
দুম—আধিক্য
দুমন—দোনামোনা
দুহেলা—দুঃখগ্রস্তা
দেওগরা—প্রাবৃট ঝঞ্ঝা
দোহাগ—দুর্ভাগ্য

ধ

ধনি—রমণী, ধন্য
ধমার—ধামালি
ধমারি—ফাগ খেলার গান
ধরমসার—ধর্মশালা
ধরতি—ধরিত্রী
ধরহরিয়া—ঝগড়ার মধ্যস্থতাকারী
ধংধা—কাজকর্ম
ধঁধারী—গোরখ চক্র
ধঁধোর—অগ্নিশিখা, জ্বালা
ধিঁকহিঁ—তপ্ত হওয়া
ধুনা—নাড়া
ধুর—ধ্রুব নক্ষত্র
ধুঁগার—ভেজে
ধুকা—ঝুঁকে পড়া
ধুরা—দম্ভোক্তি
ধোতী—ধোয়া কাপড়
ধোরাহর—প্রাসাদ, ধবল গৃহ
ধোরী—ধবল

ন

নকটা—ছোট্ট পাখী
নথ—গন্ধদ্রব্য
নগ—রত্নদ্রব্য
নংদা—শুভ, আনন্দজনক
নাউত—ওঝা, নাপিত
নাক—মুখ্যস্থান

নাকে—চৌকিদার
নাঠি—নষ্ট হওয়া
নাথ—যোগী, সাধু, পতি
নারী—নাড়ী
নাহু—নাহা
নিআনা—নিদান
নিকাজ—দুষ্কর্ম, অকাজ
নিছত্র—আশ্রয়হীন
নিজু—নিঃসন্দেহ
নিনারা—বিচ্ছিন্ন, পৃথক
নিপাত—পত্রহীন
নিবহুর—না ফেরা
নিবাহোঁ—নিস্তার করব
নিভরোসী—ভরসাহীন
নিরমর—নির্মল
নিরারে, নিরারৈ—আলাদা, পৃথক
নিরাপন—পর
নিরুবারা—নিবারণ করা
নিবরে—শেষ হওয়া
নিসরনা—বেরিয়ে আসা
নিসাঁস—নিঃশ্বাস
নিসিঅর—চন্দ্র
নিহাউ—নেহাই
নিংবকৌরী—নিমফল
নেগী—চাকর বাকর
নেত—রেশমী কাপড়
নেবরৈ—পূর্ণ হওয়া
নৈনূ—ননী
নৈহর—বাপের বাড়ী, মাতৃগৃহ
নৌগিরিহি—অলঙ্কার বিশেষ
নৌজি—না করেন
নৌতী—একজাতীয় পান
নৌরগঁ—নবরঙ্গ বা লেবু

প

পকারন—রাঁধা দ্রব্য
পখানা—পাথর, রত্ন
পখারি—ধুয়ে
পখাল—পশুচর্মের মশক

পচা—ডুবড়ে যাওয়া
পট বাহিন—কাপড় পরাবার দাসী
পতরা—পাতলা
পদারথ—রত্ন (পদ্মাবতী অর্থে)
পদুম—পদ্ম
পনচ—ধনুকের ছিলা
পরগন—চাকর বাকর, পরিজন
পরজরা—প্রজ্জলিত হওয়া
পরলৌ—প্রলয়
পরবান—প্রমাণ
পরহেলী—অপমানিতা
পরাত—পলায়ন করা
পরাসী—পলায়ন করছিস
পরিহসু—দুঃখ, খেদ
পরিহঁস—ঈর্ষা
পরেবা—পাখী, পায়রা
পরেহ—সুরুয়া, ক্বাথ
পলানি—লাগাম কসে
পলংকা—পালঙ্ক
পলুহনা—পল্লবিত হওয়া, সতেজ হওয়া
পবন—জোর, বল, শক্তি
পবাবনা—ফেলা
পসাউ—প্রসাদ, ভেঁট
পসেব—প্রস্বেদ, ঘাম
পহুনাঈ—অতিথি
পঢ়িনা—মৎস্যবিশেষ
পংডুক—কপোত
পখুরী—পুষ্পদল, পাপড়ি
পঁবরী—প্রবেশ দ্বার, দেউড়ী
পঁবারী—বক্র
পাউ—পায়ে
পাউঁরি—পদাবরণ
পাজা—পেয়াদা
পাট—সিংহাসন, রাজ্যপাট, রেশম বস্ত্র
পাতী—চিঠি
পারধী—ব্যাধ
পারি—পাড়, সরোবরের তীর
পাসার—তৈরী
পাঢ়ত—পাঠ, শিক্ষা
পায়রী—ঘোড়ার রেকাব
পাহুন—অতিথি
পাখী—পতঙ্গ, পক্ষী
পাঁবরী—সিঁড়ি, খাড়াই
পাঁসাসারি—পাশার ঘুঁটি
পিছৌরা—গীত
পিণ্ড—শরীর
পিরাকৈ—গুজিয়া
পিয়র—হলুদ বর্ণের, পিঙ্গল
পিয়াদে—দাবার ঘুটি
পীর—গুরু
পীঢ়ী—সিংহাসন
পুছারী—ময়ূর, প্রশ্নকর্তা
পুরইন—পদ্ম
পুরবিল—প্রাক্তন কর্মফল
পূন্যো—পৌর্ণমাসী
পুরনা—বাজা
পেঈ—পুঁজি, ধন
পেড়ি—বৃক্ষের গুঁড়ি
পেড়ী—এক প্রকারের পান
পৈ—নিশ্চয়, প্রতিজ্ঞা
পৈগ—পা, ডগা, ফাল
পৈজ—প্রতিজ্ঞা
পৈসার—প্রবেশকারী
পৈত—বাজী, দাঁও
পৈঁড়—রাস্তা
পোখি—পোষণ করা
পোত, পোতি—পুতুল
পোড়—দৃঢ়
পোঢ়া—কড়া
পৌনারি—মৃণাল
পৌঢ়ি—লুটিয়ে
পৌরী—মই, সিঁড়ি
প্রতীহার—দ্বারপাল, তিতির পক্ষী
প্রেম চঁদুরিয়া—নারী কপালের টিকলি

ফ

ফরজীবংদ—দাবার চাল
ফঁদবার—ফাঁদ
ফঁদিয়া—এক প্রকার চোলী
ফীলী—পায়ের সম্মুখভাগ
ফুর—স্ফুরিত
ফুলাইল—ফুলেল (তেল)
ফুলা—প্রফুল্ল বা প্রস্ফুটিত
ফেন্দ—মণ্ডপ
ফোঁক—তীরের পুচ্ছ
ফৌলাদ—ইস্পাতের ফলা

ব

বকাসরি, বকাউ—বক ফুল
বকুচন—বদ্ধাঞ্জলি
বক্কুর লেনা—বকা, বলা
বখান—বর্ণনা
বগেরী—ভরদ্বাজ পক্ষী
বচা—বচন
বজাগি—বজ্রাগ্নি
বতাস—বাতাস
বনজারা—ব্যাপারী
বনপতি—বনস্পতি
বর—বল
বরগী—রাসায়নিক মূল
বরনক—বর্ণন
বরনা—পলাশ জাতীয় বৃক্ষ
বরম্‌হাউ—আশীর্বাদ
বরাবর—সমতল
বরাহীঁ—জ্বলতে থাকা
বরিবংডা—বলবান
বরিয়ার—বলীয়ান
বরৈ—কঙ্কণ, চুড়ি
বরোক—কুটুম্বিতা, সৈন্যদল, বর্শা
বরোঠা—বৈঠকখানা
বরোরী—বড়ি
বসবাস—ভেজে
বসাই—গন্ধ
বসানা—গন্ধদ্রব্য
বসীঠ—মন্ত্রণা, পরামর্শ, দূত
বহর বহর—আলাদা আলাদা

বহুরা—ফেরা
বহোরনা—ফিরে আসা
বহোরি বহোরা—ফিরে ফিরে, বারম্বার
বংদন—সিঁদুর, রুচিকর
বঁদবানা—কারারক্ষী
বাজহু—লড়াই কর
বান—বর্ণ, রঙ
বানি—অভ্যাস
বানে—বেশবাস
বার—দ্বার, দেরী
বারা—বালক
বারিগহ—দরবার
বারী—বালিকা, বাগান
বাসনা, বাসা—সুগন্ধ
বাঢ়ী—লাভ
বাঁক—বক্র, বিকট
বাঁকা—বাঁখারী, সড়কী
বাঁদ—সেবক
বাঁব—মৎস্য বিশেষ
বাঁহ—আশ্রয়
বিছুনা—বিচ্ছেদ, বিরহ
বিথা—ব্যথা
বিধি, বিধনা—বিধাতা
বিধংসনা—বিধ্বস্ত বা নষ্ট করা
বিরবা—বৃক্ষ
বিরস—মনান্তর
বিরোগ—সন্তাপ, দুঃখ
বিলগমান—অপ্রসন্ন হওয়া
বিলোন—কুরূপ, লাবণ্যহীন
বিসমৌ—দুঃখ, শোচনা, সন্দেহ
বিসরামী—আশ্রয়দাতা, বিশ্রামদায়ী
বিসবাসী—দুঃখদায়ক, ঔদরিক
বিসহর—বিষধর
বিসঁভার—বেসামাল, বুদ্ধিলোপ
বিসৈঁধা—আঁসটে, আমিষগন্ধযুক্ত
বিসোবাসী—বিশ্বাসী
বিহড়া—নষ্ট করা
বিহুনা—বিহীন

বিংদক—নিবেদক
বীচু—অন্তর, মধ্যবর্তী
বীতা—শেষ হওয়া
বীনা—ঘাস
বীনানা—চূর্ণ করে বের করা
বীরা—পান
বীহর—আলাদা, পাতলা
বুক—চামচে
বুক্কা—আবীর
বুর্দ—কিস্তিবন্দী
বুঁদৌরী—বোঁদে
বূত—জোর, বল
বূড়ী—ডোবা
বেকরারা—ব্যাকুল
বেধ—ছেদ, নিশানা
বেধি—বিদ্ধ করা
বেলি—বাটি
বেবান—বিমান
বেসরা—খচ্চর
বেসাহনা—কেনা বেচা
বেসাহা—বেসাতি
বেহ—বেধ, ছেদ
বেহরি—বিদীর্ণ করে
বেড়—বেড়া, আড়
বৈরথ—ঝাণ্ডা
বৈসংদর—অগ্নি
বৈসাখী—লাঠি
বৈসারনা—বসানো
বোধা—প্রবোধ দেওয়া
বোল—প্রতিজ্ঞা, বচন
বোহিত—নৌকা
বৌরহী—ঝাঁট দিয়ে
বৌরানি—পাগল হওয়া
বৌরি—লতা
ব্যবস্থা—দশা, হাল
ব্যবহরিয়া—ধনী, ঋণদাতা
ব্রহ্মাণ্ড—আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড

ভ

ভখ—ক্ষুধা, ভোজন
ভলপতি—বর্শা নিক্ষেপকারী
ভব—ভয়
ভ্রম—প্রতিষ্ঠা, সম্মান
ভংডা—ভাণ্ড, পাত্র
ভঁবরী—আবর্ত
ভঁবহিঁ—চক্কর খাওয়া
ভঁভীরী—সাঁঝ পোকা
ভাগা—পালানো, বেঁচে যাওয়া
ভাসবতী—জ্যোতিষগ্রন্থ বিশেষ
ভাংজনা—ভাঙা
ভিগ—বাধা, অশুভ ঘটনা
ভিনসার—সকাল
ভীউ—ভীমসেন
ভীতি—দেওয়াল
ভীমসেনী—একজাতীয় কর্পূর
ভুজইল—তক্ষক
ভুভুর—তপ্ত বালি
ভুবারা—ভূপাল
ভুঁইফরী—লতাবিশেষ
ভুজা—ভোগ করা

ম

মকু—কদাচিৎ, সম্ভবত
মখদূম—পূজ্য
মখিন—হতোৎসাহ
মজার—মার্জার, বিড়াল
মতনা, মতৈ—শলা পরামর্শ
মধু—মদ, চৈত্রমাস
মনষ্ট—মেনে
মনসনা—ইচ্ছা করা
মনসানা—সাহস করা
মনিমাথা—শিরোমণি
মনিয়ারা—কান্তিমান
মনুহারি—খাতির, অভ্যর্থনা
মনোরা ঝূমক—বিশিষ্ট গীত
মরজীয়া—ডুবুরী
মরম—কদর, আদর, তাৎপর্য

মলয়গিরি—চন্দনাদ্রি
মষ্ঠ—মৌন
মসবাসী—একমাসের জন্ত
বসবাসকারী সাধু
মসি—কালি
মসিয়ারা—মশাল
মহবট—মাঘ ঝঞ্ঝা
মহর—পক্ষীবিশেষ
মহরা—সর্দার
মঢ়—মঠ, মন্দির, ঘর
মঢ়া—ঘেরা
মংদা—অশুভ
মংদির, মন্দির—ঘর
মঁজ়ুসা—ঝাঁপি, সিন্দুক
মঁড়ারু—দহ, গর্ত
মাদর—মাদল
মানবা—মানব, মনুষ্য
মানাবা—বোঝানো, মানানো
মাঁগ—চাওয়া, ডাকা
মাঁজরি—কঙ্কাল
মাঁঝী—মধ্যবর্তী
মাঁড়ী—মঞ্চ, মাচা
মাঁড়ে—একপ্রকার চাপাটি
মাঁড়ো—মণ্ডপ
মাহিঁ—ভিতর
মীত—বন্ধু
মুকতী—অধিক
মুকরাবৌঁ—মুক্ত করব
মুগৌরা—মুকের পকোড়া
মুগৌছী—মুগের বরফী
মুদ্রা—মোহর, চিহ্ন
মুরংডা—দই মাখা ছানার পিণ্ড
মূঁদা—বন্ধ করা
মেঘৌনা—মেঘবর্ণের রেশমী সাড়ী
মেথৌরী—এক প্রকার বড়ী
মেদ—কস্তুরী, সুগন্ধী দ্রব্য
মের—সন্ধি, মেল, মিলন
মেরানা—মেলানো
মেরাবা—মিলিয়ে
মেলনা—শিবির স্থাপন, ছাউনি ফেলা
মেড়—বাঁধ
মেহরি, মেহরিহু—স্ত্রী, স্ত্রীলোকেরা
মেংজা—ব্যাঙ
মৈন, ময়ন—মোম
মৈমংত—মদমত্ত
মোকাঁ—আমাকে
মোখ—মোক্ষ
মোতীচূর—মণ্ডা, মুক্তাচূর্ণের ন্যায় স্বচ্ছ
মোরছাঁহ—ময়ূরের পালক
মোরন—সুগন্ধী সরবত
মোরু—ময়ূর
মোঁছ—গোঁফ

র

রজবারা—রাজদ্বার
রতনা—প্রেম করা
রতি রতি—অল্প অল্প, মিহি মিহি
রথবাহ—সারথি
রবাব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
রমেসরী—লক্ষ্মী
রসনা—জিহ্বা, অনুরক্ত হওয়া
রসা—পৃথিবী
রহচহ—সম্ভাষণ, কথাবার্তা
রহস—রভস, আনন্দ
রহসনা—রঙ্গ রহস্য করা
রহসি—প্রসন্ন হয়ে
রয়তা—রায়তা
রংগ—প্রেম, অনুরাগ, মজা, আনন্দ
রাকস—রাক্ষস
রাতা—লাল
রামজন—রামভক্ত
রাবট—মহল
রাবত—সামন্ত
রায়মুনি—মুনিয়া জাতীয় পক্ষীবিশেষ
রাহু, রোহু—রুই মাছ
রাঁচে—লিপ্ত, অনুরক্ত
রাঁধ—সমীপ
রীসা—ঈর্ষা, ক্রোধ
রীসী—মৃগবিশেষ
রীংধে—রান্না করে
রুদ্র—রুদ্রাক্ষ মালা
রূপ—রূপো
রুহা—চড়া
রুহির—রুধির
রুং—লোম
রেতী—বালুতীর
রেহ—ধুলো, মাটি
রেংগনা—চলা
রোক—নগদ টাকা
রোজ—রোদন
রোঝ—নীলগাই
রোঠা—টুকরো
রোর—শোরগোল
রোসন—প্রসিদ্ধ
রৌতাঈ—ঠাকুরালি, মালিক-পণ

ল

লখন—লক্ষণ
লখাঘর—লাক্ষাগৃহ, জতুগৃহ
লগনা—বন্য মৃগ
লগী—লম্বা বাঁশ, লগা
লটা—শিথিল, ক্ষীণ, দুর্বল
লহকহিঁ—ঝাপট দেওয়া
লহর—একজাতীয় রেশমী বস্ত্র
লাচ্ছী, লাছী—লক্ষ্মী
লাল—লালসা
লাড়—আদুরে, দুলাল
লিখনী—লেখনী
লীক—রেখা, লেখা
লীল—নীল
লুক—অগ্নিবাণ
লুরহি—লুটানো
লুবার—লু বা গরম হাওয়া
লেখা—বোঝা
লেজিম—শেকল বিশিষ্ট কামান
লেজুরি—দড়ি

লেসনা—জ্বালানো
লোন—লাবণ্য, লবণ, কামাক্ষার যাদুকর
লোনী—সুন্দর, লাবণ্যময়ী
লোবা—শৃগালী
লোহসার—বর্ম
লোহঁড়া—লোহার পাত্র
লোহার—কামার
লোহু—লোহিত
লৌআ—লাউ
লৌকনা—চমকে ওঠা
লৌকি গঈ—দেখা গেল
ব
বার—দ্বার
বারা—দেরী
বিরছিক—বৃশ্চিক (রাশি)
বিরাসী—বিলাসী
বিরিধ—বৃদ্ধ
স
সকপকাহিঁ—হেলছে দুলছে
সকান—ভয় পাওয়া
সকেত—সংকোচ, সঙ্কেত
সগরৌঁ—সকলি
সচান—বাজপাখী
সচু—সুখ, আনন্দ
সজগ—হুঁসিয়ার
সতবরগ—গেঁদা ফুল
সনরাস—একপ্রকার পান
সনাহা—বর্ম
সবাঈ—সব কিছু
সবার—জলদি
সমদনা—মিলিত হওয়া, সম্বন্ধ করা
সমদি—বিদায়ী
সমাপতি—সমাপ্তি
সমুঝি—বুঝে
সর, সরা—চিতা
সরপ—সর্প
সরবন—শ্রমণ
সরবান—ঝাণ্ডা
সরবরি—সমতা, বরাবর
সরহ—পঙ্গপাল
সরাগ, সরাগহু—শলাকা বা শিকগুলো
সরি—নদী, সমকক্ষ
সরেখ—চতুর, বোঝদার, সর্বোত্তম
সরেখা—শিক্ষিত
সঁরচা—নকল, আড়ম্বর
সরাগী—ছদ্মবেশিনী
সসিবাহন—মৃগ
সসে—খরগোস
সহলংগী—সঙ্গী
সহসঁক—ভয়ডর
সংগতি—সভা
সঁই—সে, থেকে
সঁউ—সামনে
সঁকেতা—সঙ্কুচিত হওয়া, সঙ্কেত করা
সঁচরৈ—চলা
সঁচা—সঞ্চয় করা
সঁজোইল—সাঁজোয়াল, অস্ত্রসজ্জিত
সঁজোউ—সামগ্রী
সঁধাতা—সঙ্গ
সঁধানে—আচার
সঁধার—নষ্ট করা
সঁবরি—স্মরণ করা
সঁড়াস—সাঁড়াশী
সাউজ—বন্য জন্তু
সাকা—স্মরণ চিহ্ন, ক্ষমতা, অবধি
সাখী—বৃক্ষ, সাক্ষী
সাজনা—সামগ্রী
সাধে—তৈরী করে
সামুদ্রিক—শুভাশুভ বিচারশাস্ত্র
সামুহা—সামনে
সারী—পাশার ঘুঁটি, শাড়ী
সাঁরগ—হরিণ, ধনুক
সাল—শেল, দুঃখ
সারংত—সামন্ত
সাংধনা—মিশ্রিত করা, শরসন্ধান করা
সাঁকর—সঙ্কট, শিকল
সাঁখা—শঙ্কা, চিন্তা
সাঁচা—শরীর
সাঁটি—লাঠি, ছড়ি
সাঁঠি—পুঁজি
সাঁধা—সঙ্গে, মিলে
সাঁভর—সম্বল
সাঁবকরন—কালো কানবিশিষ্ট ঘোড়া
সাঁবর—সম্বল, পাথেয়
সিরা—মস্তকের আভরণ
সিদিক—সত্য, বিশ্বাস
সিদ্ধা—যোগী
সিরজনা—সৃষ্টি
সিরমৌর—শিরোমণি
সিয়র—শীতল
সিরানা—শীতল করা
সিরী পঞ্চমী—বসন্ত পঞ্চমী
সিস্ট—শৃঙ্খল, সংকট
সিদ্দীক—সত্যবাদী
সিংগার হাট—বেশ্যাবাজার
সীঝি—রান্না করা, সিদ্ধ করা
সীপ—শুক্তি
সীব, সীউ—শীত
সুক—শুক্র (গ্রহ)
সুগানা—সন্দেহ করা
সুচা—সূচনা
সুঠি—খুব
সুপেতী—বিছানা, বিছিয়ে
সুরখুরু—আদরণীয়
সুহেলী—শুভ নক্ষত্র
সূর—শূল, ভল্ল, সূর্য
সেওরা—জৈন সাধু
সৈঁতী—থেকে
সেরাঈ—সারা হওয়া
সেরাব—ঠাণ্ডা করে
সৈতিঁ—সঞ্চিত করে
সোত—রোমকূপ
সোধু—খোঁজ
সোনবানী—স্বর্ণ নির্মিত

সোনহার—সামুদ্রিক পক্ষী
সোঁটিয়া—নকীব
সোঁধা—সুগন্ধ
স্যোঁ, স্তো—সাথে, সঙ্গে
সোঁপনা—সমর্পণ
সোঁর—চাদর
সোঁহ, সহু—সামনে
স্যাল—শৃগাল

হ

হনিবত, হনুবঁত—হনুমান
হরদি—হলুদ
হরি—বাঁদর
হরিয়র—সবুজ
হরিহিত—চন্দন
হরুঅ—হলকা
হরে হরে—ধীরে ধীরে
হলকা—ঢেউ, লহরি
হডাবরি—অস্থিসমূহ
হঁকারি—ডেকে
হাতিমতাই—আরব দেশের একজন প্রসিদ্ধ দাতা
হাথী দেনা—হাত মেলানো
হারিল—হরিয়াল পক্ষী
হাল—কাঁপা
হাঁকা—হাঁক বা হুঙ্কার দিল
হাঁড়ি ফিরিউ—খুঁজে ফেরা
হাঁসু—হাঁসুলি (অলঙ্কার)
হিরকানা—নিকটে রাখা
হিরকৈ—শঠ
হিলগালা—জড়িয়ে ফেলা
হিয়াউ—হিম্মত, সাহস
হিংদবানা—তরমুজ
হীয়—হীরে
হীংছ—ইচ্ছা
হুত—মধ্যে, থেকে
হুমুকি—সজোরে
হুড়ুক—ডমরু জাতীয় বাদ্য
হিতু—প্রীতি
হেলা—ডোম
হেহরী—ভীত হওয়া
হোর—শোরগোল